বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র।

কলিকাতা লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত।

২৫, নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট্।

বিজ্ঞাপন।

পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানবলীলাসম্বরণের পর অনেকেই বলিয়াছিলেন যে, "যাঁহার অমৃতময়ী লেখনীর প্রসাদে বঙ্গভাষা পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে, সেই মহাত্মার পুস্তকগুলি গ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থাবলী মহামূল্য সামগ্রীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া সর্ব্বত্র সাদরে পরিগৃহীত হইবেক।"

এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া, আমি, এই গ্রন্থাবলী মুদ্রনে, প্রবৃত্ত হইয়াছি। কার্য্যটি বহু ব্যয় ও সময় সাধ্য; এত দিনে, উহার দুই খণ্ডমাত্র প্রকাশিত হইল। প্রথম খণ্ডে বেতালপঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতারবনবাস, ভ্রান্তিবিলাস, ও মহাভারত উপক্রমণিকা; দ্বিতীয় খণ্ডে বিধবাবিবাহ বিচার, এবং উহার ইংরেজী অনুবাদ, ও বহুবিবাহবিচার, সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই ৮ খানি পুস্তকের পৃথক্ মূল্য ধরিলে, ৭৷৷০ টাকা হয়; কিন্তু, সাধারণের সুবিধার জন্য দুই খণ্ডের মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র নির্দ্দিষ্ট হইল।

গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ দেখিতে পাইলে পিতৃদেবের রচিত শিশুপাঠ্য ও অপর পুস্তকগুলি প্রকাশিত করিবার সম্পূর্ণ বাসনা রহিল।

কলিকাতা, বিদ্যাসাগর বাটী,
২রা আশ্বিন, ১৩০২ সাল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র শর্ম্মা।

বিধবাবিবাহ

বিধবাবিবাহ

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, এই পুস্তক প্রথম প্রচারিত হয়। যে উদ্দেশে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা একপ্রকার সফল হইয়াছে, বলিতে হইবেক; কারণ, যাঁহারা যথার্থ বুভুৎসুভাবে এবং বিদ্বেষহীন ও পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন, কলি যুগে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে, তাঁহাদের অনেকেরই সংশয়চ্ছেদন হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতীয় বিধবাদিগের পাণিগ্রহণ পর্য্যন্তও হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

অনেকানেক দূরস্থ ব্যক্তি পত্র দ্বারা ও লোক দ্বারা অদ্যাপি পুস্তক প্রাপ্তির অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত পুনরায় মুদ্রিত হইল। পূর্ব্বে যেরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল, প্রায় তদ্রূপই মুদ্রিত হইয়াছে; কেবল দুই এক স্থান অস্পষ্ট ছিল, স্পষ্টীকৃত হইয়াছে; দুই এক স্থান অতি সঙ্ক্ষিপ্ত ছিল, বিস্তারিত হইয়াছে।

আমি পূর্ব্ব বারে ব্যস্ততাক্রমে নির্দ্দেশ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম যে, দ্বিতীয় পুস্তক সঙ্কলন কালে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিস্তর আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

আমার পুস্তক সঙ্কলিত, মুদ্রিত, ও প্রচারিত হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে, কলিকাতার অন্তঃপাতী পটলডাঙ্গানিবাসী শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ দাস, নিজ তনয়ার বৈধব্য দর্শনে দুঃখিত হইয়া, মনে মনে সঙ্কল্প করেন, যদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দেন, পুনরায় কন্যার বিবাহ দিব। তদনুসারে তিনি সচেষ্ট হইয়া বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তাপ্রতিপাদক এক ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন। ঐ ব্যবস্থাপত্র অবিকল * মুদ্রিত এবং পুস্তকের শেষে যোজিত হইল। উহাতে ৺ কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে।

৺ কাশীনাথ তর্কালঙ্কার মহাশয় এতদ্দেশে সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত ছিলেন। শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত প্রধান স্মার্ত্ত বলিয়া গণ্য। তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মলঙ্গানিবাসী দত্ত বাবুদিগের বাটীর সভাপণ্ডিত। শ্রীযুত ঠাকুরদাস চূড়ামণি ও শ্রীযুত হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্তও এতদ্দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ দেবের সভাসদ্। শ্রীযুত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশও বহুজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া গণ্য। ইনি সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত

---

* কেবল ব্যবস্থা অংশেই অবিকল হইয়াছে এমন নহে, অক্ষরাংশেও অবিকল হইয়াছে; অর্থাৎ, ব্যবস্থা অথবা স্বাক্ষর, যাহা যেরূপ অক্ষরে লিখিত আছে, অবিকল সেইরূপ অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। সুতরাং, ব্যবস্থাদায়ক ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা, স্বাক্ষর করি নাই বলিয়া, অনায়াসে অপলাপ করিতে পারিবেন না। অন্ততঃ, যাঁহারা তাঁহাদের হস্তাক্ষর চিনেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, অমুক অমুক ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বাক্ষর করিয়াছেন বটে।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সভাসদ্। ইঁহারা সকলেই ঐ ব্যবস্থায় স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এক্ষণে প্রায় সকলেই বিধবাবিবাহের বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহারা পূর্ব্বেই কি বুঝিয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া ব্যবস্থাপত্রে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; আর, এক্ষণেই বা কি বুঝিয়া বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম ইঁহারাই বলিতে পারেন।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ দাসের সংগৃহীত ব্যবস্থা শ্রীযুত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের নিজের রচিত, এবং ব্যবস্থাপত্র বিদ্যাবাগীশের স্বহস্তলিখিত। কিছু দিন পরে, যখন ঐ ব্যবস্থাপত্র উপলক্ষে বিচার উপস্থিত হয়, তখন শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ রক্ষার নিমিত্ত, নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্ত শ্রীযুত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার করেন, এবং বিচারে জয়ী স্থির হইয়া এক জোড়া শাল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এক জন পরিশ্রম করিয়া ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন, আর এক জন বিরোধী পক্ষের সহিত বিচার করিয়া ঐ ব্যবস্থার প্রামাণ্যরক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে, ইঁহারা উভয়েই এক্ষণে বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ দাস বিষয়ী লোক, শাস্ত্রজ্ঞ নহেন। তিনি, শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকে ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসক জানিয়া, তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রানুযায়িনী ব্যবস্থা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারাও সেই প্রার্থনা অনুসারে ব্যবস্থা দিয়াছেন। যদি বিধবাবিবাহ

বাস্তবিক অশাস্ত্রীয় বলিয়া তাঁহাদের বোধ থাকে, অথচ কেবল তৈলবটের লোভে শাস্ত্রীয় বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে যথার্থ ভদ্রের কর্ম্ম করা হয় নাই। আর, যদি বিধবাবিবাহ বাস্তবিক শাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম বলিয়া বোধ থাকে, এবং সেই বোধ অনুসারেই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া তদ্বিষয়ে বিদ্বেষ প্রদর্শন করাও যথার্থ ভদ্রের কর্ম্ম হইতেছে না।

যাহা হউক, আক্ষেপের বিষয় এই যে, যাঁহাদের এইরূপ রীতি, সেই মহাপুরুষেরাই এ দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসাকর্ত্তা, এবং তাঁহাদের বাক্যে ও ব্যবস্থায় আস্থা করিয়াই এ দেশের লোকদিগকে চলিতে হয়।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
১লা আশ্বিন। সংবৎ ১৯১৪। } শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

ব্যবস্থা।

শ্রীশ্রীদুর্গা।
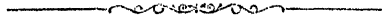
পরম পূজনীয় শ্রীযুত ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক

মহাশয়গণ সমীপেষু।

প্রশ্ন। নবশাখজাতীয় কোন ব্যক্তির এক কন্যা বিবাহিতা হইয়া অষ্টম বা নবম বৎসর বয়ঃক্রমে বিধবা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি আপন কন্যাকে দুরূহ বিধবাধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠানে অক্ষমা দেখিয়া পুনর্ব্বার অন্য পাত্রে সমর্পণ করিবার বাসনা করিতেছেন। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে অসমর্থা হইলে ঐরূপ বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে কি না আর পুনর্ব্বিবাহানন্তর ঐ বালিকা দ্বিতীয় ভর্ত্তার শাস্ত্রানুমত ভার্য্যা হইবেক কি না এ বিষয়ের যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হয়।

উত্তরং। মন্বাদিশাস্ত্রেষু নারীণাং পতিমরণানন্তরং ব্রহ্মচর্য্য-সহমরণপুনর্ভবণানামুত্তরোত্তরাপকর্ষেণ বিধবাধর্ম্মতয়া বিহিতত্বাৎ ব্রহ্মচর্য্যসহমরণরূপাদ্যকল্পদ্বয়েঽসমর্থায়া অক্ষতযোন্যাঃ শূদ্রজাতীয়-মৃতভর্ত্তৃকবালায়াঃ পাত্রান্তরেণ সহ পুনর্ব্বিবাহঃ পুনর্ভবণরূপবিধবা-ধর্ম্মত্বেন শাস্ত্রসিদ্ধ এব যথাবিধি সংস্কৃতায়াশ্চ তস্যা দ্বিতীয়ভর্ত্তৃ-ভার্য্যাত্বং সুতরাং শাস্ত্রসিদ্ধং ভবতীতি ধর্ম্মশাস্ত্রবিদাং বিদাম্মতম্।

অত্র প্রমাণম্। মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বেতি শুদ্ধিতত্ত্বাদিধৃতবিষ্ণুবচনম্। যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ইতি, সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ গতপ্রত্যাগতাপি বা। পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতীতি চ মনুবচনং। সা স্ত্রী যদ্যক্ষতযোনিঃ সত্যন্য-

মাশ্রয়েৎ তদা তেন পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা পুনর্ব্বিবাহাখ্যং সংস্কারমর্হতীতি কুল্লুকভট্টব্যাখ্যানম্। নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ। ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনরিতি বচনস্তু "দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্নিযুক্তয়া। প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে ইতি নিয়োগমুপক্রম্য লিখনান্নিয়োগাঙ্গবিবাহনিষেধপরং ন সামান্যতো বিধবাবিবাহনিষেধকমন্যথা পুনর্ভবণপ্রতিপাদকবচনয়োর্নির্বিষয়ত্বাপত্তিরিতি দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চেত্যুদ্বাহতত্ত্বধৃতবৃহন্নারদীয়বচনং দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তকন্যা প্রদীয়তে ইতি তদ্ধৃতাদিত্যপুরাণীয়বচনঞ্চ সময়ধর্ম্মপ্রতিপাদকতয়া ন নিত্যবদনুষ্ঠাননিষেধকং। সত্যামপ্যত্র বিপ্রতিপত্তৌ প্রকৃতেঽক্ষতযোন্যাঃ পুনর্বিবাহস্য প্রস্তুতত্বাৎ "দেবরেণ সুতোৎপত্তির্বানপ্রস্থাশ্রমগ্রহঃ। দত্তক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য বৈ ইতি মদনপারিজাতধৃতবচনেন সহ তয়োরেকবাক্যত্বেঽক্ষতযোন্যা বালায়াঃ পুনর্বিবাহং ন তে প্রতিষেদ্ধুং শক্নুতঃ প্রত্যুত ক্ষতযোন্যা বিবাহনিষেধকতয়া ব্যতিরেকমুখেনাক্ষতযোন্যাঃ পুনর্বিবাহমেব দ্যোতয়ত ইতি।

জগন্নাথঃ শরণম্।
শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্।

শ্রীবিশ্বেশ্বরো জয়তি।
শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মণাম্।

শ্রীরামঃ শরণম্।
শ্রীরামতনু দেবশর্ম্মণাম্।

শ্রীরামঃ।
শ্রীঠাকুর্দাস দেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীহরিনারায়ণ দেবশর্ম্মণাম্।

রামচন্দ্রঃ শরণং।
শ্রীমুক্তারাম শর্ম্মণাম্।

শ্রীহরিঃ শরণং।
শ্রীঠাকুরদাস শর্ম্মণাম্।

কাশীনাথঃ শরণং।
শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণাম্।

শ্রীশঙ্করো জয়তি।
শ্রীহরনাথ শর্ম্মণাম্।

ব্যবস্থার অনুবাদ।

প্রশ্ন।—নবশাখজাতীয় কোনও ব্যক্তির এক কন্যা বিবাহিতা হইয়া অষ্টম বা নবম বৎসর বয়ঃক্রমে বিধবা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি, আপন কন্যাকে দুরূহ বিধবাধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠানে অক্ষমা দেখিয়া, পুনর্ব্বার অন্য পাত্রে সমর্পণ করিবার বাসনা করিতেছেন। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে অসমর্থা হইলে, ঐরূপ বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে কি না; আর, পুনর্ব্বিবাহানন্তর, ঐ বালিকা দ্বিতীয় ভর্ত্তার শাস্ত্রানুমত ভার্য্যা হইবেক কি না; এ বিষয়ে যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হয়।

উত্তর।—মনু প্রভৃতির শাস্ত্রে, স্ত্রীলোকের পতিবিয়োগের পর, ব্রহ্মচর্য্য, সহমরণ, অথবা পুনর্ব্বিবাহ, বিধবাদিগের ধর্ম্ম বলিয়া বিহিত আছে। সুতরাং, যে শূদ্রজাতীয় অক্ষতযোনি বিধবা ব্রহ্মচর্য্য বা সহমরণ-রূপ দুই প্রধান কল্প অবলম্বন করিতে অক্ষম হইবেক, অন্য পাত্রের সহিত তাহার পুনরায় বিবাহ অবশ্য শাস্ত্রসিদ্ধ, এবং যথাবিধানে বিবাহ সংস্কার হইলে, সেই স্ত্রী দ্বিতীয় পতির স্ত্রী বলিয়া গণিত হওয়াও সুতরাং শাস্ত্রসিদ্ধ হইতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতদিগের এই মত।

এ বিষয়ে প্রমাণ।—মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।

শুদ্ধিতত্ত্বপ্রভৃতিধৃত বিষ্ণুবচন।

পতিবিয়োগ হইলে ব্রহ্মচর্য্য কিম্বা সহগমন।

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে।

সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ মনুবচন॥

যে নারী পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে পুনর্ভূ হয়, অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে পৌনর্ভব বলে। যদি সেই স্ত্রী অক্ষতযোনি অথবা গতপ্রত্যাগতা হয়, অর্থাৎ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে, পরে পুনরায় পতিগৃহে আইসে, তাহার পুনরায় বিবাহ সংস্কার হইতে পারে।

সা স্ত্রী যদ্যক্ষতযোনিঃ সত্যন্যমাশ্রয়েৎ তদা তেন পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা পুনর্ব্বিবাহাখ্যং সংস্কারমর্হতি। কুল্লূকভট্টের ব্যাখ্যা।

সেই স্ত্রী যদি অক্ষতযোনি হইয়া অন্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে, ঐ দ্বিতীয় পতির সহিত সেই স্ত্রীর পুনরায় বিবাহসংস্কার হইতে পারে।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥ মনুবচন॥

বিবাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে কোনও স্থলে নিয়োগের উল্লেখ নাই, এবং বিবাহবিধিস্থলে বিধবার বিবাহের উল্লেখ নাই।

এই যে বচন আছে, তদ্দ্বারা, নিয়োগের অঙ্গ যে বিবাহ, তাহারই নিষেধ হইতেছে; কারণ, নিয়োগ প্রকরণ আরম্ভ করিয়া এই বচন লিখিত হইয়াছে; নতুবা, সামান্যতঃ বিধবাবিবাহের নিষেধক নহে। যদি বিধবাবিবাহের নিষেধক বল, তাহা হইলে, যে দুই বচনে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বিবাহের বিধি আছে, সেই দুই বচনের স্থল থাকে না।

দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ। উদ্বাহতত্ত্বধৃত-বৃহন্নারদীয় বচন।

দত্তা কন্যার পুনরায় অন্য পাত্রে দান।

দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দ্দত্তকন্যা প্রদীয়তে। উদ্বাহতত্ত্বধৃত-আদিত্যপুরাণবচন।

দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তি, দত্তা কন্যার দান।

এই দুই বচন সময়ধর্ম্মবোধক, একবারেই বিধবাবিবাহের নিষেধবোধক নহে। যদি এই মীমাংসায় আপত্তি থাকে, তথাপি মদনপারিজাতধৃত—

দেবরেণ সুতোৎপত্তির্বানপ্রস্থাশ্রমগ্রহঃ।
দত্তক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য বৈ॥

দেবরদ্বারা পুত্রোৎপত্তি, বানপ্রস্থাশ্রমগ্রহণ, বিবাহিতা ক্ষতযোনি কন্যার অন্য পাত্রে পুনর্দ্দান।

এই বচনের সহিত একবাক্যতা করিলে, ঐ দুই বচন অক্ষতযোনি কন্যার পুনর্ব্বিবাহ নিবারণ করিতে পারে না; বরং মদনপারিজাতধৃত বচন, ক্ষতযোনির বিবাহনিষেধ দ্বারা, অক্ষতযোনির পুনর্ব্বিবাহের বোধকই হইতেছে।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে, ঢাকা অঞ্চলে, অধুনা বিলক্ষণ আন্দোলন হইতেছে; সুতরাং, তথায় অনেক পুস্তকের সবিশেষ আবশ্যকতা হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় বারের মুদ্রিত পুস্তক সকল প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; এজন্য পুনরায় মুদ্রিত হইল। পূর্ব্ব বারে, এতদ্দেশীয় কতিপয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত এক ব্যবস্থাপত্র অক্ষর প্রভৃতি সর্ব্বাংশে অবিকল মুদ্রিত হইয়াছিল; এ বারে, অনাবশ্যক বিবেচনায় আর সে রূপে অবিকল মুদ্রিত করা গেল না।

কলিকাতা
১৫ই জ্যৈষ্ঠ। সংবৎ ১৯১৯।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপন

এই পুস্তক চতুর্থ বার মুদ্রিত হইল। এ বারে নূতন বিজ্ঞাপন যোজিত করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু, কোনও বিশিষ্ট হেতু বশতঃ, কতিপয় আত্মীয়ের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, বিজ্ঞাপনস্থলে কিছু বলিতে হইল। ঐ বিশিষ্ট হেতু নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে।

২। কেহ কেহ, স্থলবিশেষে স্পষ্ট বাক্যে, স্থলবিশেষে কৌশলক্রমে, ব্যক্ত করিয়া থাকেন, বিদ্যাসাগর এই পুস্তকের রচনা মাত্র করিয়াছেন; যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসমুদয় অন্যদীয়; অর্থাৎ, তিনি নিজে সে সকল যুক্তি উদ্ভাবিত, কিংবা সে সকল প্রমাণ তত্তৎ গ্রন্থ হইতে বহিষ্কৃত, করিতে পারেন নাই; এ দুই বিষয়ে, তিনি আমার অথবা অমুকের সাহায্যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; ইত্যাদি। এই সকল কথা শুনিয়া আমার কতিপয় আত্মীয় অতিশয় অসন্তুষ্ট হন, এবং নিরতিশয় নির্বন্ধ সহকারে এই অনুরোধ করেন, যখন পুস্তক পুনরায় মুদ্রিত হইবেক, সে সময়ে, পুস্তকসঙ্কলন বিষয়ে, তুমি যাঁহার নিকট যে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছ, তাহার সবিশেষ নির্দ্দেশ করিতে হইবেক; তাহা হইলে, কাহারও অসন্তোষের কারণ থাকিবেক না।

৩। ইতঃপূর্ব্বে, সামান্যাকারে নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, দ্বিতীয় পুস্তক সঙ্কলন কালে, শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিলেন। কিন্তু, অনবধান বশতঃ,

অন্যান্য মহাশয়দিগের কৃত সাহায্যের কোনও উল্লেখ করা হয় নাই। এই অনবধান যে সর্ব্বতোভাবে অবৈধ ও দোষাবহ হইয়াছে, তাহার সংশয় নাই। অতএব, এ স্থলে লব্ধ সাহায্যের সবিস্তর পরিচয় দিলে, যে কেবল পূর্ব্বোক্ত আত্মীয়গণের অনুরোধরক্ষা হইতেছে, এরূপ নহে; কর্ত্তব্য কর্ম্মের অননুষ্ঠান-জন্য প্রত্যবায়েরও সম্পূর্ণ পরিহার হইতেছে।

৪। কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ধর্ম্মশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার প্রার্থনা অনুসারে নিম্ননির্দ্দিষ্ট প্রমাণ গুলি বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

১। যত্তু মাধবঃ যস্তু বাজসনেয়ী স্যাৎ তস্য সন্ধিদিনাৎ পুরা। ন ক্বাপ্যন্বাহিতিঃ কিন্তু সদা সন্ধিদিনে হি সা ইত্যাহ তৎ কর্কভাষ্যদেবজানীশ্রীঅনন্তভাষ্যাদিসকল-তচ্ছাখীয়গ্রন্থবিরোধাদ্বহুবনাদরাচ্চোপেক্ষ্যম্। ৪৫ পৃ০।

২। মাধবস্তু সামান্যবাক্যান্নির্ণয়ং কুর্ব্বন্ ভ্রান্ত এব। ৪৬ পৃ০।

৩। কৃষ্ণা পূর্ব্বোত্তরা শুক্লা দশম্যেবং ব্যবস্থিতেতি মাধবঃ। বস্তুতস্তু মুখ্যা নবমীযুতৈব গ্রাহ্যা দশমী তু প্রকর্ত্তব্যা সদুর্গা দ্বিজসত্তমেত্যাপস্তম্বোক্তেঃ। ৪৬ পৃ০।

৪। নন্ম মাসি চাশ্বযুজে শুক্লে নবরাত্রে বিশেষতঃ।
সম্পূজ্য নবদুর্গাঞ্চ নক্তং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
নবরাত্রাভিধং কর্ম্ম নক্তব্রতমিদং স্মৃতম্। ৪৬ পৃ০।

৫। অত্র যামত্রয়াদর্ব্বাক্ চতুর্দ্দশীসমাপ্তৌ তদন্তে তদূর্দ্ধ-গামিন্যাস্তু প্রাতস্তিথিমধ্য এবেতি হেমাদ্রিমাধবাদয়ো

ব্যবস্থামাহুঃ তন্ন তিথ্যন্তে তিথিভান্তে বা পারণং যত্র চোদিতম্। যামত্রয়োর্দ্ধগামিন্যাং প্রাতরেব হি পারণেত্যাদি সামান্যবচনৈরেব ব্যবস্থাসিদ্ধেরুভয়-বিধবাক্যবৈয়র্থস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ। ৪৬ পৃ০।

৬। নচ যদি প্রথমনিশায়ামেকতরবিয়োগস্তদাপি ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তাদিবচনাদ্দিবাপ্পারণমনন্তভট্টমাধবাচার্য্যোক্তং যুক্তমিতি বাচ্যং ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদৃতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ। নিশায়াং পারণং কুর্য্যাৎ বর্জয়িত্বা মহানিশামিতি সংবৎসরপ্রদীপধৃতস্য ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদৃতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ। অত্র নিশ্যপি তৎ কার্য্যং বর্জয়িত্বা মহানিশামিতি ব্রহ্মাণ্ডোক্তস্য চ নির্ব্বিষয়ত্বাপত্তেঃ। ৪৭ পৃ০।

৫। উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

১। নচ কলিনিষিদ্ধস্যাপি যুগান্তরীয়ধর্ম্মস্যৈব নষ্টে মৃতে ইত্যাদি পরাশরবাক্যং প্রতিপাদকমিতি বাচ্যং কলাবনুষ্ঠেয়ান্ ধর্ম্মানেব বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞায় তদ্‌গ্রন্থপ্রণয়নাৎ। ৪৩ পৃ০।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, আমার প্রয়োজনোপযোগী বোধ করিয়া, বিনা প্রার্থনায় এই প্রমাণটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

২। চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবঃ সশিবস্তথা।
কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমম্।
পাঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ॥ ১৪৪ পৃ০।

৩। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি।
প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্॥ ১৪৪ পৃ০।

৪। তথাপি যোঽংশো মার্গাণাং বেদেন ন নিরুধ্যতে।
সোঽংশঃ প্রমাণমিত্যুক্তঃ কেষাঞ্চিদধিকারিণাম্॥১৪৫ পৃ০।

৫। শ্রুতিভ্রষ্টঃ স্মৃতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ।
ক্রমেণ শ্রুতিসিদ্ধ্যর্থং ব্রাহ্মণস্তন্ত্রমাশ্রয়েৎ।
পাঞ্চরাত্রং ভাগবতং মন্ত্রং বৈখানসাভিধম্।
বেদভ্রষ্টান্ সমুদ্দিশ্য কমলাপতিরুক্তবান্॥ ১৪৫ পৃ০।

৬। স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্তৈস্তু জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ ১৪৫ পৃ০।

এই পুস্তক সঙ্কলনের কিছু কাল পূর্ব্বে উল্লিখিত বচনগুলি কোনও গ্রন্থে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু কোন গ্রন্থে দেখিয়াছি, তাহা সহসা স্থির করিতে না পারিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করাতে, তিনি এই বচনগুলি বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

৭। স্মৃতের্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ॥১৮২ পৃ০।

আমার প্রার্থনা অনুসারে তর্কবাচস্পতি মহাশয় এই বচনটি বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন।

৬। উল্লিখিত বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুত গিরিশ-চন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য, আমার প্রার্থনা অনুসারে, আদিপুরাণ গ্রন্থ দুই বার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, এবং পরাশরভাষ্যধৃত

ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্॥ ৩৫ পৃ০।

এই বচন আদিপুরাণে নাই, ইহা অবধারিত করিয়া দেন।

৭। উক্ত বিদ্যালয়ের তৎকালীন বিখ্যাত ছাত্র অতি সুপাত্র রামকমল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত রামগতি ন্যায়রত্ন, আমার প্রার্থনা অনুসারে কোনও কোনও গ্রন্থ পাঠ করিয়া, প্রমাণবিশেষের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব বিষয়ে, আমার সংশয়াপনোদন করিয়াছিলেন। সুশীল সুবোধ স্থিরমতি রামগতি বিশিষ্টরূপ বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া এক্ষণে বহরমপুরস্থ রাজকীয় বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। রামকমল দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের সকলকে শোকার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান্, অসাধারণ বিদ্যানুরাগী, ও অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন; দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে, অনেক অংশে বাঙ্গালাদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, ও বাঙ্গালাভাষার সবিস্তর উন্নতি সম্পাদন করিতেন, তাহার কোনও সংশয় নাই।

৮। প্রমাণসঙ্কলনবিষয়ে, আমি যাঁহার নিকট যে সাহায্য লাভ করিয়াছিলাম, তাহার সবিশেষ নির্দ্দেশ করিলাম; এ বিষয়ে, এতদ্ব্যতিরিক্ত কাহারও নিকট কোনও সাহায্য লই নাই ও পাই নাই। এই পুস্তকে সমুদয়ে ২১৫টি প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে, ১৩টি অন্যদীয়। উপরিভাগে যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে, অন্যদীয় ত্রয়োদশ প্রমাণের মধ্যে, ৬টি শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আর ৭টি শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

আর, এই পুস্তকে যে সকল যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছে, তৎসমুদয় আমার নিজের উদ্ভাবিত, সে বিষয়ে অন্যদীয় সাহায্য গ্রহণের অণুমাত্র আবশ্যকতা ঘটে নাই। এক্ষণে, যে সকল বন্ধুর অনুরোধ বশতঃ, এই বিজ্ঞাপন লিখিত হইল, তাঁহাদের অসন্তোষকলুষিত চিত্ত প্রসন্ন হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হই ও নিস্তার পাই।

কলিকাতা
সংবৎ ১৯২৯। ১লা জ্যৈষ্ঠ। } শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

বিধবাবিবাহ

প্রচলিত হওয়া উচিত কি না।

বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহা এক্ষণে অনেকেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অনেকেই স্ব স্ব বিধবা কন্যা ভগিনী প্রভৃতির পুনর্ব্বার বিবাহ দিতে উদ্যত আছেন। অনেকে তত দূর পর্য্যন্ত যাইতে সাহস করিতে পারেন না; কিন্তু, এই ব্যবহার প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রীয় কি না, এ বিষয়ে, ইতঃপূর্ব্বে, এতদ্দেশীয় কতিপয় প্রধান পণ্ডিতের বিচার হইয়াছিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্য ক্রমে, ইদানীন্তন পণ্ডিতেরা বিচারকালে, জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া, স্ব স্ব মত রক্ষা বিষয়ে এত ব্যগ্র হন যে, প্রস্তাবিত বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয় পক্ষে দৃষ্টিপাতমাত্র থাকে না। সুতরাং, পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র করিয়া বিচার করাইলে, কোনও বিষয়ের যে নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারা যাইবেক, তাহার প্রত্যাশা নাই। পণ্ডিতদিগের পূর্ব্বোক্ত বিচারে, উভয় পক্ষই আপনাকে জয়ী ও প্রতিপক্ষকে পরাজিত স্থির করিয়াছেন; সুতরাং, ঐ বিচারে কিরূপ তত্ত্বনির্ণয় হইয়াছে, সকলেই অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন। বস্তুতঃ, উল্লিখিত বিচার দ্বারা উপস্থিত বিষয়ের কিছু মাত্র মীমাংসা হয় নাই, তথাপি, ঐ বিচার দ্বারা এই এক মহৎ ফল দর্শিয়াছে যে, তদবধি অনেকেই এ বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন। অনেকের এই ঔৎসুক্য দর্শনে, আমি সবিশেষ যত্ন সহকারে এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম;

এবং, প্রবৃত্ত হইয়া যত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি, সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে, দেশের চলিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া, প্রচারিত করিতেছি। এক্ষণে, সকলে পক্ষপাতশূন্য হইয়া পাঠ ও বিচার করিয়া দেখুন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে এই বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক যে, এ দেশে বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত নাই; সুতরাং, বিধবার বিবাহ দিতে হইলে এক নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবেক। কিন্তু, বিধবাবিবাহ যদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম না হয়, তাহা হইলে কোনও ক্রমে প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। কারণ, কোন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন? অতএব, বিধবাবিবাহ কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি না, অগ্রে ইহার মীমাংসা করা অতি আবশ্যক। যদি, যুক্তি মাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে, এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এ দেশে শাস্ত্রই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ, এবং শাস্ত্রসম্মত কর্ম্মই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতএব, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম, ইহার মীমাংসা করাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম, এ বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে, অগ্রে ইহাই নিরূপণ করা আবশ্যক যে, যে শাস্ত্রের সম্মত হইলে, বিধবাবিবাহ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেক, অথবা যে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ হইলে, অকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্থির হইবেক, সে শাস্ত্র কি। ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র এরূপ বিষয়ের শাস্ত্র নহে। ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ শাস্ত্র সকলই এরূপ বিষয়ের শাস্ত্র বলিয়া সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্র কাহাকে বলে, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় তাহার নিরূপণ আছে। যথা,

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ ১। ৪ ॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ ॥ ১। ৫ ॥

মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, ইঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা।

ইঁহাদের প্রণীত শাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র (১)। ইঁহাদের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় লোকে সেই সকল ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকেন। সুতরাং, ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্মত কর্ম্ম কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব, বিধবাবিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত হইলেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারে; আর, ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেই অকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেক।

এক্ষণে, ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক, ঐ সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, সকল যুগেই সে সমুদয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক কি না। মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে এ বিষয়ের মীমাংসা আছে। যথা,

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ ॥ ১। ৮৫ ॥

যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তিহ্রাস হেতু, সত্য যুগের ধর্ম্ম অন্য; ত্রেতা যুগের ধর্ম্ম অন্য; দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম অন্য; কলি যুগের ধর্ম্ম অন্য।

অর্থাৎ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের লোকেরা যে সকল ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া

---

(১) এতদ্ব্যতিরিক্ত, নারদ বৌধায়ন প্রভৃতি কতিপয় ঋষির প্রণীত শাস্ত্রও ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

চলিয়াছিলেন, পর পর যুগের লোক সে সকল ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে সমর্থ নহেন; যেহেতু, উত্তরোত্তর, যুগে যুগে, মনুষ্যের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া যাইতেছে। ত্রেতা যুগের লোকদিগের সত্য যুগের ধর্ম্ম, দ্বাপর যুগের লোকদিগের সত্য অথবা ত্রেতা যুগের ধর্ম্ম, অবলম্বন করিয়া চলিবার ক্ষমতা ছিল না। কলি যুগের লোকদিগের সত্য, ত্রেতা, অথবা দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে পারিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং, ইহা স্থির হইতেছে, কলি যুগের লোক পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে অক্ষম। এক্ষণে, এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে, তবে কলি যুগের লোকদিগকে কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক। মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে, যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, এই মাত্র নির্দ্দেশ আছে; ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের নিরূপণ করা নাই। অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রেও যুগভেদে ধর্ম্মভেদ নিরূপিত দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে কতকগুলি ধর্ম্মের নিরূপণ করা মাত্র আছে; কিন্তু যুগে যুগে মনুষ্যের ক্ষমতা হ্রাস হওয়াতে, কোন যুগে কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক, তাহার নির্ণয় হওয়া দুর্ঘট। কোন যুগে কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক, পরাশরপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে সে সমুদয়ের নিরূপণ আছে। পরাশরসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে,

কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ॥

মনুনিরূপিত ধর্ম্ম সত্য যুগের ধর্ম্ম, গৌতমনিরূপিত ধর্ম্ম ত্রেতা যুগের ধর্ম্ম, শঙ্খলিখিতনিরূপিত ধর্ম্ম দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম, পরাশরনিরূপিত ধর্ম্ম কলি যুগের ধর্ম্ম।

অর্থাৎ, ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু যে সমস্ত ধর্ম্মের নিরূপণ করিয়াছেন, সত্য যুগের লোকেরা সেই সকল ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেন। ভগবান্ গৌতম যে সমস্ত ধর্ম্মের নিরূপণ করিয়াছেন, ত্রেতা যুগের লোকেরা সেই সকল ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেন। ভগবান্ শঙ্খ ও লিখিত

যে সমস্ত ধর্ম্মের নিরূপণ করিয়াছেন, দ্বাপর যুগের লোকেরা সেই সকল ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেন। আর, ভগবান্ পরাশর যে সমস্ত ধর্ম্মের নিরূপণ করিয়াছেন, কলি যুগের লোকদিগকে সেই সকল ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক (২)। অতএব, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ভগবান্ পরাশর কেবল কলি যুগের নিমিত্ত ধর্ম্মনিরূপণ করিয়াছেন এবং কলি যুগের লোকদিগকে তাঁহার নিরূপিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক।

পরাশরসংহিতার যে রূপে আরম্ভ হইতেছে, তাহা দেখিলে, কলি যুগের ধর্ম্মনিরূপণই যে পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে সংশয়মাত্র থাকিতে পারে না। যথা,

অথাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনালয়ে।
ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমপৃচ্ছন্নৃষয়ঃ পুরা॥
মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌ যুগে।
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীসুত॥
তৎ শ্রুত্বা ঋষিবাক্যন্তু সমিদ্ধাগ্ন্যর্কসন্নিভঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শ্রুতিস্মৃতিবিশারদঃ॥
নচাহং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কথং ধর্ম্মং বদাম্যহম্।
অস্মৎপিতৈব প্রষ্টব্য ইতি ব্যাসঃ সুতোঽবদৎ॥
ততস্তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্বার্থকাঙ্ক্ষিণঃ।

(২) এস্থলে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, যদি সত্য যুগে কেবল মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, ত্রেতা যুগে কেবল গোতমপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, দ্বাপর যুগে কেবল শঙ্খ ও লিখিতের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, আর কলি যুগে কেবল পরাশরপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রই গ্রাহ্য হয়, তবে অন্যান্য ঋষির প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র কোন সময়ে গ্রাহ্য হইবেক। ইহার উত্তর এই যে, যথাক্রমে মনু, গোতম, শঙ্খ লিখিত ও পরাশরের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি যুগের শাস্ত্র। ঐ ঐ যুগে ঐ ঐ শাস্ত্রই প্রধান প্রমাণ। অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের যে যে অংশ ঐ ঐ প্রধান শাস্ত্রের অবিরোধী, তাহা ঐ ঐ যুগে গ্রাহ্য।

ঋষিং ব্যাসং পুরস্কৃত্য গতা বদরিকাশ্রমম্ ॥
নানাবৃক্ষসমাকীর্ণং ফলপুষ্পোপশোভিতম্।
নদীপ্রস্রবণাকীর্ণং পুণ্যতীর্থৈরলঙ্কৃতম্ ॥
মৃগপক্ষিগণাঢ্যঞ্চ দেবতায়তনাবৃতম্।
যক্ষগন্ধর্ব্বসিদ্ধৈশ্চ নৃত্যগীতসমাকুলম্ ॥
তস্মিন্নৃষিসভামধ্যে শক্তিপুত্রং পরাশরম্।
সুখাসীনং মহাত্মানং মুনিমুখ্যগণাবৃতম্ ॥
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ব্যাসস্তু ঋষিভিঃ সহ।
প্রদক্ষিণাভিবাদৈশ্চ স্তুতিভিঃ সমপূজয়ৎ ॥
অথ সন্তুষ্টমনসা পরাশরমহামুনিঃ।
আহ সুস্বাগতংব্রূহীত্যাসীনো মুনিপুঙ্গবঃ ॥
ব্যাসঃ সুস্বাগতং যে চ ঋষয়শ্চ সমন্ততঃ।
কুশলং কুশলেত্যুক্ত্বা ব্যাসঃ পৃচ্ছত্যতঃপরম্ ॥
যদি জানাসি মে ভক্তিং স্নেহাদ্বা ভক্তবৎসল।
ধর্ম্মং কথয় মে তাত অনুগ্রাহ্যো হ্যহং তব ॥
শ্রুতা মে মানবা ধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা।
গার্গেয়া গৌতমাশ্চৈব তথা চৌশনসাঃ স্মৃতাঃ ॥
অত্রের্ব্বিষ্ণোশ্চ সাংবর্ত্তা দাক্ষা আঙ্গিরসাস্তথা।
শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্যকৃতাশ্চ যে ॥
কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব প্রাচেতসকৃতাশ্চ যে।
আপস্তম্বকৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ ॥
শ্রুতা হ্যেতে ভবৎপ্রোক্তাঃ শ্রৌতার্থাস্তে ন বিস্মৃতাঃ।
অস্মিন্ মন্বন্তরে ধর্ম্মাঃ কৃতত্রেতাদিকে যুগে ॥
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে।
চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥

ব্যাসবাক্যাবসানে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ।
ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ বিস্তরাৎ॥

পূর্ব্ব কালে কতকগুলি ঋষি ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, হে সত্যবতীনন্দন! কলি যুগে কোন ধর্ম্ম ও কোন আচার মনুষ্যের হিতকর, আপনি তাহা বলুন। ব্যাসদেব ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ নহি, আমি কি রূপে ধর্ম্ম বলিব। এ বিষয়ে আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। তখন ঋষিরা ব্যাসদেবের সমভিব্যাহারে পরাশরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব ও ঋষিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে পরাশরকে প্রদক্ষিণ প্রণাম ও স্তব করিলেন। মহর্ষি পরাশর প্রসন্ন মনে তাঁহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা আত্মকুশল নিবেদন করিলেন। অনন্তর ব্যাসদেব কহিলেন, হে পিতঃ! আমি আপনকার নিকট মনু প্রভৃতিনিরূপিত সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি। যাহা শ্রবণ করিয়াছি, বিস্মৃত হই নাই। সত্য যুগে সকল ধর্ম্ম জন্মিয়াছিল, কলি যুগে সকল ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে। অতএব চারি বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কিছু বলুন। ব্যাসবাক্য সমাপ্ত হইলে, মহর্ষি পরাশর বিস্তারিত রূপে ধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিলেন।

পরাশরসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভেও কলিধর্ম্মকথনের প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌ যুগে।
ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমাগতম্।
সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং পূর্ব্বং পরাশরবচো যথা॥

অতঃপর গৃহস্থের কলি যুগে অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম ও আচার কীর্ত্তন করিব। পূর্ব্বে পরাশর যেরূপ কহিয়াছিলেন, তদনুসারে চারি বর্ণের ও আশ্রমের অনুষ্ঠানযোগ্য সাধারণ ধর্ম্ম বলিব; অর্থাৎ লোকে কলি যুগে যে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেক, এরূপ ধর্ম্ম কহিব।

এই সমুদায় দেখিয়া, পরাশরসংহিতা যে কলি যুগের ধর্ম্মশাস্ত্র, এ বিষয়ে আর কোনও আপত্তি অথবা সংশয় করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে ইহা স্থির হইল, পরাশরসংহিতা কলি যুগের ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর এই অনুসন্ধান করা আবশ্যক, বিধবাদিগের পক্ষে পরাশর-সংহিতাতে কিরূপ ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে,

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। যে নারী, স্বামীর মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সে দেহান্তে, ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায়, স্বর্গলাভ করে। মনুষ্যশরীরে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটি লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে, তৎসম কাল স্বর্গে বাস করে।

পরাশর কলি যুগের বিধবাদিগের পক্ষে তিন বিধি দিয়াছেন, বিবাহ, ব্রহ্মচর্য্য, সহগমন। তন্মধ্যে, রাজকীয় আদেশক্রমে সহগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বিধবাদিগের দুই মাত্র পথ আছে, বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য্য; ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা হয় ব্রহ্মচর্য্য করিবেক। কলি যুগে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করা বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্তই, লোকহিতৈষী ভগবান্ পরাশর সর্ব্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিয়াছেন। সে যাহা হউক, স্বামীর অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বৈগুণ্য ঘটিলে, স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহের স্পষ্ট বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, কলি যুগে, সেই সেই অবস্থায়, বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রসম্মত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া অবধারিত হইতেছে।

কলি যুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্থির হইল। এক্ষণে এই বিবেচনা করা আবশ্যক, বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহিতা হইলে, তদ্‌গর্ভজাত পুত্রের পৌনর্ভব সংজ্ঞা হইবেক কি না। পরাশরসংহিতাতেই এ বিষয়ের মীমাংসা আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে দ্বাদশবিধ পুত্রের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পরাশর কলি যুগে তিন প্রকার পুত্র মাত্র বিধান করিয়াছেন। যথা,

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ (৩)।

ঔরস, দত্তক, কৃত্রিম এই তিন প্রকার পুত্র (৪)।

পরাশর কলি যুগে ঔরস, দত্তক, কৃত্রিম, ত্রিবিধ পুত্রের বিধি দিতেছেন, পৌনর্ভবের উল্লেখ করিতেছেন না। কিন্তু, যখন বিধবাবিবাহের বিধি দিয়াছেন, তখন বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত পুত্রকেও পুত্র বলিয়া পরিগ্রহ করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক, ঐ পুত্রকে ঔরস, দত্তক, অথবা কৃত্রিম বলা যাইবেক। উহাকে দত্তক অথবা কৃত্রিম বলা যাইতে পারে না; কারণ, যদি পরের পুত্রকে, শাস্ত্রবিধান অনুসারে, পুত্র করা যায়, তবে, বিধানের বৈলক্ষণ্য অনুসারে, তাহার নাম দত্তক অথবা কৃত্রিম হইয়া থাকে।

---

(৩) চতুর্থ অধ্যায়।

(৪) এই বচনে ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম এই চতুর্বিধ পুত্রের বিধি দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু নন্দপণ্ডিত, দত্তকমীমাংসাগ্রন্থে এই বচনের ব্যাখ্যা করিয়া, কলি যুগের নিমিত্ত, ঔরস, দত্তক, কৃত্রিম এই ত্রিবিধ পুত্র মাত্র প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমিও তদনুবর্ত্তী হইয়া এই বচনের ব্যাখ্যা লিখিলাম।

দত্তপদং কৃত্রিমস্যাপ্যুপলক্ষণম্ ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুত ইতি কলি ধর্ম্মপ্রস্তাবে পরাশরস্মরণাৎ। নচৈবং ক্ষেত্রজোঽপি পুত্রঃ কলৌ স্যাদিতি বাচ্যং তত্র নিয়োগনিষেধেনৈব তন্নিষেধাৎ। অস্তু তর্হি বিহিতপ্রতিষিদ্ধত্বাদ্বিকল্প ইতি চেন্ন দোষাষ্টকাপত্তেঃ। কথং তর্হ্যত্র ক্ষেত্রজগ্রহণম্ ইতি চেৎ ঔরসবিশেষণত্বেনেতি ব্রূমঃ তথাচ মনুঃ স্বক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদিতশ্চ যঃ। তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিকমিতি। দত্তকমীমাংসা।

কিন্তু, বিবাহিতা বিধবার গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র পরের পুত্র নহে ; এই নিমিত্ত, উহাকে দত্তক অথবা কৃত্রিম বলা যাইতে পারে না। শাস্ত্রকারেরা দত্তক ও কৃত্রিম পুত্রের যে লক্ষণ নিরূপিত করিয়াছেন, তাহা বিবাহিতা বিধবার গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রে ঘটিতেছে না। কিন্তু ঔরস পুত্রের যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপে ঘটিতেছে। যথা,

মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি।
সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্রিমঃ স্মৃতঃ॥৯।১৬৮॥ (৫)

মাতা অথবা পিতা, প্রীত মনে, শাস্ত্রের বিধান অনুসারে, সজাতীয় পুত্রহীন ব্যক্তিকে যে পুত্র দান করেন, সেই পুত্র গ্রহীতার দত্তক পুত্র।

সদৃশন্তু প্রকুর্য্যাদ্যং গুণদোষবিচক্ষণম্।
পুত্রং পুত্রগুণৈর্যুক্তং স বিজ্ঞেয়স্তু কৃত্রিমঃ॥ ৯। ১৬৯॥ (৫)

গুণদোষবিচক্ষণ, পুত্রগুণযুক্ত যে সজাতীয় ব্যক্তিকে পুত্র করে, সেই পুত্র কৃত্রিম পুত্র।

স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিকম্॥ ৯।১৬৬॥ (৫)

বিবাহিতা সজাতীয়া স্ত্রীতে স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন করে, সেই পুত্র ঔরস পুত্র এবং সেই মুখ্য পুত্র।

বিবাহিতা সজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র ঔরস পুত্র, এই লক্ষণ বিবাহিতা সজাতীয়া বিধবার গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রে সম্পূর্ণ ঘটিতেছে। অতএব, যখন পরাশর কলি যুগে বিধবার বিবাহের বিধি দিয়াছেন, এবং দ্বাদশ প্রকারের মধ্যে কেবল তিন প্রকার পুত্রের বিধান করিয়াছেন, এবং যখন বিবাহিতা বিধবার গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রে দত্তক ও কৃত্রিম পুত্রের লক্ষণ ঘটিতেছে না, কিন্তু ঔরস পুত্রের লক্ষণ

---

(৫) মনুসংহিতা।

সম্পূর্ণ ঘটিতেছে, তখন তাহাকে অবশ্যই ঔরস পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক। কলি যুগে বিবাহিতা বিধবার গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়া গণনা করা কোনও ক্রমে পরাশরের অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে, তাদৃশ পুত্রের পৌনর্ভবসংজ্ঞার ব্যবহার ছিল। যদি কলি যুগে সেই পুত্রকে পৌনর্ভব বলা আবশ্যক হইত, তাহা হইলে পরাশর, কলি যুগের পুত্রগণনাস্থলে, অবশ্যই পৌনর্ভবের নির্দ্দেশ করিতেন। তদ্রূপ নির্দ্দেশ করা দূরে থাকুক, পরাশরসংহিতাতে পৌনর্ভব শব্দই নাই। অতএব, কলি যুগে বিবাহিতা বিধবার গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রকে, পৌনর্ভব না বলিয়া, ঔরস বলিয়া গণনা করিতে হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই।

কলি যুগে বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা নির্দ্ধারিত হইল। এক্ষণে এই অনুসন্ধান করা আবশ্যক, শাস্ত্রান্তরে কলি যুগে এ বিষয়ের নিষেধক প্রমাণ আছে কি না। কারণ, অনেকে কহিয়া থাকেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বিধবাবিবাহের বিধান ছিল, কলি যুগে এ বিষয় নিষিদ্ধ। কিন্তু যখন পরাশরসংহিতাতে কেবল কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে এবং, সেই ধর্ম্মের মধ্যে, বিধবাবিবাহের স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন কলি যুগে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ কর্ম্ম, এ কথা কোনও ক্রমে গ্রাহ্য হইতে পারে না। কলি যুগে বিধবাবিবাহের নিষেধবাদীরা, কোন শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া এরূপ কহিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন উদ্বাহতত্ত্বে বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, কেহ কেহ উহাকেই কলি যুগে বিধবাবিবাহের নিষেধক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পান। অতএব, এ স্থলে ঐ সকল বচন উদ্ধৃত করিয়া, উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইতেছে।

বৃহন্নারদীয়।

সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥

দেবরেণ সুতোৎপত্তির্ম্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ।
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখম্।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ॥ (৬)

সমুদ্রযাত্রা, কমণ্ডলুধারণ, দ্বিজাতির ভিন্নজাতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, মধুপর্কে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংসভোজন, বানপ্রস্থধর্ম্মের অবলম্বন, এক জনকে কন্যা দান করিয়া সেই কন্যার পুনরায় অন্য বরে দান, দীর্ঘ কাল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, নরমেধ যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, মহাপ্রস্থানগমন, গোমেধ যজ্ঞ; পণ্ডিতেরা কলি যুগে এই সকল ধর্ম্ম বর্জনীয় কহিয়াছেন।

এই সকল বচনের কোনও অংশেই বিধবাবিবাহের নিষেধ প্রতিপন্ন হইতেছে না। যাঁহারা, এক জনকে কন্যা দান করিয়া সেই কন্যার পুনরায় অন্য বরে দান, এই ব্যবহারের নিষেধকে বিধবাবিবাহের নিষেধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান, তাঁহারা ঐ নিষেধের তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এই ব্যবহার ছিল, কোনও ব্যক্তিকে বাগ্দান করিয়া, পরে তদপেক্ষায় উৎকৃষ্ট বর পাইলে, তাহাকেই কন্যা দান করিত। যথা,

সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্।
দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাৎ শ্রেয়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ॥ ১। ৬৫॥ (৭)

কন্যাকে এক বার মাত্র দান করা যায়; দান করিয়া হরণ করিলে, চৌরদণ্ড প্রাপ্ত হয়। কিন্তু, পূর্ব্ব বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর উপস্থিত হইলে, দত্তা কন্যাকেও পূর্ব্ব বর হইতে হরণ করিবেক, অর্থাৎ তাহার সহিত বিবাহ না দিয়া, উপস্থিত শ্রেষ্ঠ বরের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেক।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে, অগ্রে এক বরে কন্যা দান করিয়া, পরে সেই বর

---

(৬) উদ্বাহতত্ত্ব।

(৭) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর উপস্থিত হইলে তাহাকে কন্যা দান করার এই যে শাস্ত্রানুমত ব্যবহার ছিল, বৃহন্নারদীয়ের বচন দ্বারা ঐ ব্যবহারের নিষেধ হইয়াছে। অতএব, ঐ নিষেধকে কলি যুগে বিধবাবিবাহের নিষেধ বলিয়া বোধ করা কোনও ক্রমে বিচারসিদ্ধ হইতেছে না। আর, যখন পরাশরসংহিতাতে কলি যুগে বিধবাবিবাহের স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন কষ্টকল্পনা করিয়া বৃহন্নারদীয়ের এই বচনকে বিধবাবিবাহের নিষেধক বলা কোনও মতে সঙ্গত হইতে পারে না।

আদিত্যপুরাণ।

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তকন্যা প্রদীয়তে॥
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়িদ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্ম্যযুদ্ধেন হিংসনম্॥
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশো বিধিদেশিতঃ।
বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষমঘসঙ্কোচনং তথা॥
প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকম্।
সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ॥
দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ।
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্কতাদিক্রিয়াপি চ।
ভৃগ্বগ্নিপতনঞ্চৈব বৃদ্ধাদিমরণং তথা॥
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ (৮)॥

---

(৮) উদ্বাহতত্ত্ব।

দীর্ঘ কাল ব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলুধারণ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, দত্তা কন্যার দান, দ্বিজাতির অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ, ধর্ম্মযুদ্ধে আততায়ী ব্রাহ্মণের প্রাণবধ, বানপ্রস্থাশ্রমাবলম্বন, চরিত্র ও বেদাধ্যয়ন অনুসারে অশৌচসঙ্কোচ, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাতকীর সংসর্গে দোষ, মধুপর্কে পশুবধ, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহ, গৃহস্থ দ্বিজের শূদ্রমধ্যে দাস গোপাল কুল মিত্র ও অর্দ্ধসীরীর অন্ন ভোজন, অতি দূর তীর্থ যাত্রা, শূদ্রকর্তৃক ব্রাহ্মণের পাকাদি ক্রিয়া, উন্নত স্থান হইতে পতন, অগ্নিপ্রবেশ, বৃদ্ধাদির মরণ; মহাত্মা পণ্ডিতেরা, লোকরক্ষার নিমিত্তে, কলির আদিতে, ব্যবস্থা করিয়া, এই সকল কর্ম্ম রহিত করিয়াছেন।

এই সকল বচনেরও কোনও অংশে বিধবাবিবাহের নিষেধ প্রতিপন্ন হইতেছে না। দত্তা কন্যার দান, এই অংশের নিষেধকে যে বিধবা-বিবাহের নিষেধ বলা যাইতে পারে না, তাহা বৃহন্নারদীয়বচনের ঐরূপ অংশের মীমাংসা দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, আদিত্যপুরাণে দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহের যে নিষেধ আছে, উহা দ্বারাই বিধবাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিত; যখন কলি যুগে দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহের নিষেধ হইয়াছে, তখন পৌনর্ভবকেও পুত্র বলিয়া পরিগ্রহ করিবার নিষেধ সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে। বিবাহ কেবল পুত্রের নিমিত্তে; যদি বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত পৌনর্ভবের পুত্রত্ব নিষিদ্ধ হইল, তখন সুতরাং বিধবার বিবাহও নিষিদ্ধ হইল। এই আপত্তি আপাততঃ বলবতী বোধ হইতে পারে, এবং পরাশরসংহিতা না থাকিলে, এই আপত্তি দ্বারাই বিধবাবিবাহের নিষেধ প্রতিপন্ন হইতে পারিত। যাঁহারা, এই আপত্তির উত্থাপন করিয়া, বিধবাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ করিতে যত্ন পান, বোধ করি, পরাশরসংহিতাতে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত পুত্রের পৌনর্ভব সংজ্ঞার ব্যবহার ছিল, যথার্থ বটে। কিন্তু পূর্ব্বে কলি যুগে বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত পুত্রের পৌনর্ভব সংজ্ঞা বিষয়ে যে আলোচনা করা গিয়াছে, তদ্দ্বারা ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে, কলি যুগে বিবাহিতা

বিধবার গর্ভজাত সন্তান ঔরস পুত্র, পৌনর্ভব নহে। অতএব, যদি তাদৃশ পুত্র পৌনর্ভব না হইয়া ঔরস হইল, তবে দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্রের পুত্রত্ব নিষেধ দ্বারা কি রূপে কলি যুগে বিধবাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হইতে পারে।

বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণবচনের যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইল, তদনুসারে ঐ সকল বচন কোনও মতে কলি যুগে বিধবাবিবাহের নিষেধবোধক হইতেছে না। যদি নিষেধবাদীরা ঐ ব্যাখ্যাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে বিবাদ করেন, অর্থাৎ বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণের ঐ সকল বচনকে বিধবাবিবাহের নিষেধক বলিয়া আগ্রহ প্রদর্শন করেন, তবে এক্ষণে এই কথা বিবেচ্য হইতেছে যে, পরাশরসংহিতাতে বিধবাবিবাহের বিধি আছে, আর বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণে বিধবাবিবাহের নিষেধ আছে; ইহার মধ্যে কোন শাস্ত্র বলবৎ হইবেক; অর্থাৎ, পরাশরের বিধি অনুসারে বিধবাবিবাহ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেক, অথবা বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণের নিষেধ অনুসারে বিধবাবিবাহকে অকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্থির করা যাইবেক। এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে এই অনুসন্ধান করা আবশ্যক, শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধস্থলে তদীয় বলাবল বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভগবান্ বেদব্যাসের প্রণীত ধর্ম্ম-সংহিতাতে এ বিষয়ের মীমাংসা আছে। যথা,

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥ (৯)

যে স্থলে বেদ স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইবেক, তথায় বেদই প্রমাণ; আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, স্মৃতিই প্রমাণ।

অর্থাৎ, যে স্থলে কোনও বিষয়ে বেদে এক প্রকার বিধি আছে, স্মৃতিতে অন্য প্রকার, পুরাণে আর এক প্রকার, সে স্থলে কর্ত্তব্য কি, অর্থাৎ,

(৯) ব্যাসসংহিতা।

কোন শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চলা যাইবেক; কারণ, মনুষ্যের পক্ষে তিনই শাস্ত্র; এক শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চলিলে, অন্য দুই শাস্ত্রের অবমাননা করা হয়; এবং শাস্ত্রের অবমাননা করিলে, মনুষ্য অধর্ম্মগ্রস্ত হয়। এই নিমিত্ত ভগবান্ বেদব্যাস মীমাংসা করিতেছেন, বেদ স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, স্মৃতি ও পুরাণ অনুসারে না চলিয়া বেদ অনুসারে চলিতে হইবেক; আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, পুরাণ অনুসারে না চলিয়া স্মৃতি অনুসারে চলিতে হইবেক। অতএব দেখ, প্রথমতঃ, বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণের বচনের যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কোনও মতে বিধবাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হইতেছে না; দ্বিতীয়তঃ, যদিই ঐ সমস্ত বচনকে কথঞ্চিৎ বিধবাবিবাহের নিষেধক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পার, তাহা হইলে পরাশরসংহিতার সহিত বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণের বিরোধ হইল; অর্থাৎ পরাশর কলি যুগে বিধবাবিবাহের বিধি দিতেছেন, বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণ কলি যুগে বিধবাবিবাহের নিষেধ করিতেছেন। কিন্তু পরাশরসংহিতা স্মৃতি, বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণ পুরাণ। পুরাণকর্ত্তা স্বয়ং ব্যবস্থা দিতেছেন, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, পুরাণ অনুসারে না চলিয়া স্মৃতি অনুসারে চলিতে হইবেক। সুতরাং, বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণে যদিই বিধবাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হয়, তথাপি তদনুসারে না চলিয়া, পরাশরসংহিতাতে বিধবাবিবাহের যে বিধি আছে, তদনুসারে চলাই কর্ত্তব্য স্থির হইতেছে।

অতএব, কলি যুগে বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইল। এক্ষণে, এই এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, কলি যুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্র অনুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইলেও শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া অবলম্বন করা যাইতে পারে না। এই আপত্তির নিরাকরণ করিতে হইলে ইহারই অনুসন্ধান করিতে হইবেক, শিষ্টাচার কেমন স্থলে প্রমাণ বলিয়া অবলম্বিত হওয়া উচিত। ভগবান্ বশিষ্ঠ স্বীয় সংহিতাতে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। যথা,

লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম্মঃ। তদলাভে
শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্ (১০)

কি লৌকিক, কি পারলৌকিক, উভয় বিষয়েই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম অবলম্বনীয়; শাস্ত্রের বিধান না পাইলে, শিষ্টাচার প্রমাণ।

অর্থাৎ, শাস্ত্রে যে ধর্ম্মের বিধান আছে, মনুষ্যকে তাহা অবলম্বন করিয়াই চলিতে হইবেক; আর, যে স্থলে শাস্ত্রে বিধি অথবা নিষেধ নাই, অথচ শিষ্টপরম্পরায় কোনও কর্ম্মের অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে, তাদৃশ স্থলেই শিষ্টাচারকে প্রমাণ রূপে অবলম্বন করিয়া, সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানতুল্য জ্ঞান করিতে হইবেক। অতএব, যখন পরাশরসংহিতাতে কলি যুগে বিধবাবিবাহের স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া বিধবাবিবাহকে অকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলা কোনও ক্রমে শাস্ত্রসম্মত অথবা বিচারসিদ্ধ হইতেছে না। বশিষ্ঠ, শাস্ত্রে বিধির অসদ্ভাব স্থলেই, শিষ্টাচারকে প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করার ব্যবস্থা দিয়াছেন। অতএব, কলি যুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এ বিষয়ে আর কোনও সংশয় অথবা আপত্তি হইতে পারে না।

দুর্ভাগ্যক্রমে বাল্য কালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা, যাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কত শত শত বিধবারা ব্রহ্মচর্য্যনির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া ব্যভিচারদোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতেছে; এবং পতিকুল পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণার নিবারণ, ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের পরিহার, ও তিন কুলের কলঙ্কবিমোচন হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইতেছে, তাবৎ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণ-

(১০) বশিষ্ঠসংহিতা।

হত্যাপাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ, ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল, উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবেক।

পরিশেষে, সর্ব্বসাধারণের নিকট বিনয়বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া, এবং বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহার আদ্যোপান্ত বিশিষ্টরূপ আলোচনা করিয়া দেখুন,

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না।

কলিকাতা। সংস্কৃত বিদ্যালয়।
১৬ মাঘ। সংবৎ ১৯১১।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

বিধবাবিবাহ

প্রচলিত হওয়া উচিত কি না।

দ্বিতীয় পুস্তক।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এই প্রস্তাব যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয়, তৎকালে আমার এই দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, এতদ্দেশীয় লোকে পুস্তকের নাম শ্রবণ ও উদ্দেশ্য অবধারণ মাত্রেই অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন, আস্থা বা আগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ ও পাঠ করিবেন না; সুতরাং, পুস্তকের সঙ্কলন বিষয়ে যে পরিশ্রম করিয়াছি, সে সমুদয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবেক। কিন্তু, সৌভাগ্য ক্রমে, পুস্তক প্রচারিত হইবা মাত্র, লোকে এরূপ আগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, এক সপ্তাহের অনধিক কাল মধ্যেই, প্রথম মুদ্রিত দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষে পর্য্যবসিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে উৎসাহান্বিত হইয়া আমি আর তিন সহস্র পুস্তক মুদ্রিত করি। তাহারও অধিকাংশই, অনধিক দিবসে, বিশেষ ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিগৃহীত হয়। যখন এইরূপ গুরুতর আগ্রহ সহকারে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে, তখন এই প্রস্তাবের সঙ্কলন বিষয়ে যে পরিশ্রম করিয়াছিলাম, আমার সেই পরিশ্রম সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

আহ্লাদের বিষয় এই যে; কি বিষয়ী, কি শাস্ত্রব্যবসায়ী, অনেকেই অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক, উক্ত প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়া, মুদ্রিত করিয়া, সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে প্রচারিত করিয়াছেন। যে বিষয়ে সকলে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন বলিয়া আমার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল,

সেই বিষয়ে অনেকে শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিলেন, ইহা অল্প আহ্লাদের বিষয় নহে। বিশেষতঃ, উত্তরদাতা মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই পদ বিভব ও পাণ্ডিত্য বিষয়ে এতদ্দেশে প্রধান বলিয়া গণ্য। যখন এই প্রস্তাব প্রধান প্রধান লোকদিগের পাঠযোগ্য বিচারযোগ্য ও উত্তরদানযোগ্য হইয়াছে, তখন ইহা অপেক্ষা আমার ও আমার ক্ষুদ্র প্রস্তাবের পক্ষে অধিক সৌভাগ্যের বিষয় আর কি ঘটিতে পারে।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে সকল মহাশয়েরা উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কি প্রণালীতে এরূপ গুরুতর বিষয়ের বিচার করিতে হয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা বিশিষ্টরূপ অবগত নহেন। কেহ কেহ, বিধবাবিবাহ শব্দ শ্রবণ মাত্রেই, ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়াছেন; এবং বিচারকালে ধৈর্য্যলোপ হইলে তত্ত্বনির্ণয়কল্পে যে অল্প দৃষ্টি থাকে, অনেকের উত্তরেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ, স্বেচ্ছা পূর্ব্বক, যথার্থ অযথার্থ বিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া, কেবল কতকগুলি অলীক অমূলক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে অভিপ্রায়ে তদ্রূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা এক প্রকার সফল হইয়াছে, বলিতে হইবেক। যেহেতু, এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকই শাস্ত্রজ্ঞ নহেন; সুতরাং, শাস্ত্রীয় কথা উপলক্ষে দুই পক্ষে বিচার উপস্থিত হইলে, উভয়পক্ষীয় প্রমাণ প্রয়োগের বলাবল বিবেচনা করিয়া তথ্যাতথ্য নির্ণয়েও সমর্থ নহেন। তাঁহারা যে কোনও প্রকার আপত্তি দেখিলেই সংশয়ারূঢ় হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ অনেকেই, আমার লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিয়া, প্রস্তাবিত বিষয় শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; পরে, কয়েকটি আপত্তি দর্শন করিয়াই, ঐ বিষয়কে এক বারেই নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অধিকন্তু, বিষয়ী লোকেরা সংস্কৃতজ্ঞ নহেন; সুতরাং সংস্কৃত বচনের স্বয়ং অর্থগ্রহ ও তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের বোধার্থে ভাষায় অর্থ লিখিয়া দিতে হয়। সেই অর্থের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা তথ্যাতথ্য নির্ণয় করিয়া থাকেন। এই সুযোগ দেখিয়া, অনেক মহাশয়ই,

স্বীয় অভিপ্রেত সাধনার্থে, অনেক স্থলেই স্বস্বধৃত বচনের বিপরীত অর্থ লিখিয়াছেন, এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গও তাঁহাদের লিখিত অর্থকেই প্রকৃত অর্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাদৃশ পাঠকবর্গকে দোষ দিতে পারা যায় না; কারণ, কোনও ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, ছল ও কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক, মুনিবাক্যের বিপরীত ব্যাখ্যা লিখিয়া, সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থে অনায়াসে ও অক্ষুব্ধ চিত্তে প্রচার করিবেন, কেহ আপাততঃ এরূপ বোধ করিতে পারেন না।

অধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে, উত্তরদাতা মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই উপহাসরসিক ও কটূক্তিপ্রিয়। এদেশে উপহাস ও কটূক্তি যে ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারের এক প্রধান অঙ্গ, ইহার পূর্ব্বে আমি অবগত ছিলাম না। যাহা হউক, সকলের এক প্রকার প্রবৃত্তি নহে; সুতরাং, সকলেই এক প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। প্রকৃতিবৈলক্ষণ্য প্রবৃত্তিভেদের প্রধান কারণ। কিন্তু, এরূপ গুরুতর বিষয়ে স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে প্রণালীভেদ অবলম্বন না করিয়া, যেরূপ বিষয় তদনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ কল্প ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহার উত্তরে যে পরিমাণে পরিহাসবাক্য ও কটূক্তি আছে, তাঁহার উত্তর সেই পরিমাণে অনেকের নিকট আদরণীয় হইয়াছে। অনেকের এবংবিধ উত্তরদান প্রণালী দর্শনে আমার অন্তঃকরণে প্রথমতঃ অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল; কিন্তু, একটি উত্তর পাঠ করিয়া আমার সকল ক্ষোভ এক কালে দূরীভূত হইয়াছে। উল্লিখিত উত্তরে লেখকের নাম নাই; এক বর ঐ উত্তর লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই বর, বয়সে বৃদ্ধ ও সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রধান বিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াও, উত্তরপুস্তকে মধ্যে মধ্যে উপহাসরসিকতা ও কটূক্তিপ্রিয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং, আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, বাদীর প্রতি উপহাসবাক্য ও কটূক্তি প্রয়োগ করা এ দেশে বিজ্ঞের লক্ষণ। অবিজ্ঞের লক্ষণ হইলে, যাঁহাকে দেশশুদ্ধ লোকে একবাক্য হইয়া, সর্ব্বপ্রধান বিজ্ঞ বলিয়া, ব্যাখ্যা করে, সেই মহানুভব বৃদ্ধ মহাশয় কখনও ঐ প্রণালী অবলম্বন করিতেন না।

কিন্তু যিনি যে প্রণালীতে উত্তর প্রদান করুন না কেন, আমি উত্তরদাতা মহাশয়দিগের সকলের নিকটেই আপনাকে যৎপরোনাস্তি উপকৃত স্বীকার করিতেছি, এবং তাঁহাদের সকলকেই মুক্ত কণ্ঠে সহস্র সাধুবাদ দিতেছি। তাঁহারা পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উত্তরদানে প্রবৃত্ত না হইলে ইহাই প্রতীয়মান হইত, এতদ্দেশীয় পণ্ডিত ও প্রধান মহাশয়েরা প্রস্তাবিত বিষয় অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের উত্তরদান দ্বারা অন্ততঃ ইহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে যে, এই প্রস্তাব এরূপ নহে যে এক বারেই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়া উত্তর না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, আমি কত ক্ষোভ পাইতাম, বলিতে পারি না। তাঁহারা, আমার লিখিত প্রস্তাবকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত, যে কিছু প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া যাইতে পারে, সবিশেষ পরিশ্রম ও সবিশেষ অনুসন্ধান সহকারে, স্ব স্ব পুস্তকে সে সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। যখন নানা ব্যক্তিতে, নানা প্রণালীতে, যত দূর পারেন, আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তখন, বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা পক্ষে যাহা কিছু বলা যাইতে পারে, তাহার এক প্রকার শেষ হইয়াছে, বলিতে হইবেক। এক্ষণে, সেই কয়েকটি আপত্তির মীমাংসা হইলেই, কলি যুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রীয় কি না, সে বিষয়ের সকল সংশয় নিরাকৃত হইতে পারিবেক।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা স্ব স্ব উত্তরপুস্তকে বিস্তর কথা লিখিয়াছেন; কিন্তু সকল কথাই প্রকৃত বিষয়ের উপযোগিনী নহে। যে সকল কথা প্রকৃত বিষয়ের উপযোগিনী বোধ হইয়াছে, সেই সকল কথার যথাশক্তি প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি এই প্রত্যুত্তর প্রদান বিষয়ে বিস্তর যত্ন ও বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি। পাঠকবর্গের নিকট বিনয়বাক্যে প্রার্থনা এই, তাঁহারা যেন, অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক, নিবিষ্ট চিত্তে, এই প্রত্যুত্তর পুস্তক অন্ততঃ এক বার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তাহা হইলেই আমার সকল যত্ন ও সকল শ্রম সফল হইবেক।

১—পরাশরবচন

বিবাহিতাবিষয়, বাগ্দত্তাবিষয় নহে।

কেহ কেহ মীমাংসা করিয়াছেন, পরাশরসংহিতার বিবাহবিধায়ক বচনের অভিপ্রায় এই যে, যদি বাগ্দত্তা কন্যার বর অনুদ্দেশাদি হয়, তাহা হইলে তাহার পুনরায় অন্য বরের সহিত বিবাহ হইতে পারে; নতুবা, বিবাহিতা বিধবা প্রভৃতি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারে, এরূপ অভিপ্রায় কদাচ নহে। (১)

এ স্থলে এই বিবেচনা করা আবশ্যক, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এই মীমাংসা সঙ্গত হইতে পারে কি না। পরাশর লিখিয়াছেন,

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রবিহিত।

---

(১) ১ আগড়পাড়ানিবাসী
শ্রীযুত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি।
২ কোননগরনিবাসী
শ্রীযুত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন।
৩ কাশীপুরনিবাসী
শ্রীযুত শশিজীবন তর্করত্ন।
শ্রীযুত জানকীজীবন ন্যায়রত্ন।
৪ আরিয়াদহনিবাসী
শ্রীযুত শ্রীরাম তর্কালঙ্কার।
৫ পুটিয়ানিবাসী
শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।
৬ সয়দাবাদনিবাসী
শ্রীযুত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ।
শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন ন্যায়পঞ্চানন।
শ্রীযুত রামগোপাল তর্কালঙ্কার।
শ্রীযুত মাধবরাম ন্যায়রত্ন।
শ্রীযুত রাধাকান্ত তর্কালঙ্কার।
৭ জনাইনিবাসী
শ্রীযুত জগদীশ্বর বিদ্যারত্ন।
৮ আন্দুলীয় রাজসভার সভাপণ্ডিত
শ্রীযুত রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত।
৯ ভবানীপুরনিবাসী
শ্রীযুত প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়।
১০ শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন।
শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি।
শ্রীযুত গঙ্গানারায়ণ ন্যায়বাচস্পতি।
শ্রীযুত হারাধন কবিরাজ।

পরাশর এই বচনে যে সকল শব্দের বিন্যাস করিয়াছেন, তত্তৎ শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুসারে, উক্ত পঞ্চপ্রকার আপদ্ ঘটিলে, বিবাহিতা স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, এই অভিপ্রায় স্বভাবতঃ প্রতীয়মান হয়, কষ্ট কল্পনা দ্বারা শব্দের অর্থান্তর কল্পনা না করিলে, অভিপ্রায়ান্তর প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বিশিষ্ট হেতু ব্যতিরেকে, শব্দের সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, কষ্ট কল্পনা দ্বারা অর্থান্তর কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এ স্থলে তাদৃশ কোনও বিশিষ্ট হেতু উপলব্ধ হইতেছে না। এই নিমিত্ত, ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য, বিধবাবিবাহের বিদ্বেষী হইয়াও, পরাশরবচনকে বিধবা প্রভৃতি বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহবিধায়ক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। যথা,

পরিবেদনপর্য্যাধানয়োরিব স্ত্রীণাং পুনরুদ্বাহস্যাপি প্রসঙ্গাৎ ক্বচিদভ্যনুজ্ঞাং দর্শয়তি

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

পরিবেদন ও পর্য্যাধানের ন্যায়, প্রসঙ্গক্রমে, কোনও কোনও স্থলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দেখাইতেছেন,

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।

পুনরুদ্বাহমকৃত্বা ব্রহ্মচর্য্যব্রতানুষ্ঠানে শ্রেয়োঽতিশয়ং দর্শয়তি

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যব্রতের অনুষ্ঠানে অধিক ফল দেখাইতেছেন,

যে নারী, স্বামীর মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সে দেহান্তে, ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায়, স্বর্গ লাভ করে।

ব্রহ্মচর্য্যাদপ্যধিকং ফলমনুগমনে দর্শয়তি

তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।

তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥

সহগমনে ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষাও অধিক ফল দেখাইতেছেন,

মনুষ্যশরীরে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটি লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে, তৎসম কাল স্বর্গে বাস করে।

পরাশরবচন, মাধবাচার্য্যের মতে, বিধবা প্রভৃতি বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহবিধায়ক না হইলে, তিনি বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিলে অধিক ফল, পর বচনের এরূপ আভাস দিতেন না; কারণ, পূর্ব্ব বচন দ্বারা বিধবা প্রভৃতি বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহবিধি প্রতিপন্ন না হইলে, বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিলে, অধিক ফল, পর বচনের এই আভাস কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে।

নারদসংহিতা দৃষ্টি করিলে, নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনোক্ত বিবাহবিধি যে বাগদত্তা বিষয়ে কোনও ক্রমে সম্ভবিতে পারে না, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক। যথা,

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥
অষ্টৌ বর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিম্।
অপ্রসূতা তু চত্বারি পরতোহন্যং সমাশ্রয়েৎ॥
ক্ষত্রিয়া ষট্ সমাস্তিষ্ঠেদপ্রসূতা সমাত্রয়ম্।
বৈশ্যা প্রসূতা চত্বারি দ্বে বর্ষে ত্বিতরা বসেৎ॥
ন শূদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কাল এষ প্রোষিতযোষিতাম্।
জীবতি শ্রূয়মাণে তু স্যাদেষ দ্বিগুণো বিধিঃ॥
অপ্রবৃত্তৌ তু ভূতানাং দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ।
অতোহন্যগমনে স্ত্রীণামেষ দোষো ন বিদ্যতে॥ (২)

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে,

(২) নারদসংহিতা। দ্বাদশ বিবাদপদ।

অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রবিহিত। স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক; যদি সন্তান না হইয়া থাকে, তবে চারি বৎসর; তৎপরে বিবাহ করিবেক। ক্ষত্রিয়জাতীয়া স্ত্রী ছয় বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক; যদি সন্তান না হইয়া থাকে, তবে তিন বৎসর। বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রী, যদি সন্তান হইয়া থাকে, চারি বৎসর, নতুবা দুই বৎসর। শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীর প্রতীক্ষার কালনিয়ম নাই। অনুদ্দেশ হইলেও, যদি জীবিত আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কালের দ্বিগুণ কাল প্রতীক্ষা করিবেক। কোনও সংবাদ না পাইলে, পূর্ব্বোক্ত কাল নিয়ম। প্রজাপতি ব্রহ্মার এই মত। অতএব, এমন স্থলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা দোষাবহ নহে।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনে স্বামীর অনুদ্দেশ হওয়া প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বৈগুণ্য ঘটিলে, স্ত্রীদিগের পক্ষে পুনর্ব্বার বিবাহের যে বিধি আছে, তাহা কোনও মতে বাগ্দত্তা বিষয়ে সম্ভবিতে পারে না। কারণ, অনুদ্দেশ স্থলে, সন্তান হইলে এক প্রকার কালনিয়ম, আর সন্তান না হইলে আর এক প্রকার কালনিয়ম, দৃষ্ট হইতেছে। বাগ্দত্তা বিষয়ে এই বিবাহবিধি হইলে, সন্তান হওয়া না হওয়া এ কথার উল্লেখ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। যদি বল, নারদসংহিতার বচন বিধবা প্রভৃতি বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহপ্রতিপাদক হইতেছে বটে, কিন্তু নারদসংহিতা সত্য যুগের শাস্ত্র, কলি যুগের শাস্ত্র নহে; সুতরাং, তদ্দ্বারা কলি যুগে বিধবা প্রভৃতি বিবাহিতা স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে না। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারদসংহিতা সত্য যুগের শাস্ত্র, যথার্থ বটে। কিন্তু নারদবচনে যে কয়েকটি শব্দ আছে, পরাশরবচনেও অবিকল সেই কয়েকটি শব্দ আছে; সুতরাং, নারদবচন দ্বারা যে অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক, পরাশরবচন দ্বারাও অবশ্য সেই অর্থই প্রতিপন্ন হইবেক। ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, যুগভেদে অর্থভেদ হয়। সত্য যুগে যে শব্দের যে অর্থ ছিল, কলি যুগেও সেই শব্দের সেই অর্থই থাকিবেক, সন্দেহ নাই। সুতরাং, নারদবচনে ও পরাশরবচনে যখন শব্দাংশে বিন্দু বিসর্গেরও ব্যত্যয় নাই, তখন অর্থাংশেও কোনও

ব্যত্যয় ঘটিতে পারে না। ফলতঃ, নষ্টে, মৃতে প্রব্রজিতে এই বচন উভয় সংহিতাতেই একরূপ আছে, সুতরাং উভয় সংহিতাতেই নিঃসন্দেহ একরূপ অর্থের প্রতিপাদক হইবেক, তদ্বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি করিতে উদ্যত হওয়া কেবল অপ্রতিপত্তি লাভ প্রয়াস মাত্র। অতএব নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনোক্ত বিবাহবিধি যে বাগ্দত্তা কন্যা বিষয়ে ঘটিতে পারে না, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতীয়মান হইতেছে।

যাঁহারা পরাশরের বিবাহবিধায়ক বচনকে বাগ্দত্তাবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিবার প্রয়াস পান, তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, কোনও কোনও বচনে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, পরাশরের বচনকে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহবিধায়ক বলিলে, ঐ সকল বচনের সহিত বিরোধ হয়; কিন্তু বাগ্দত্তার বিবাহের বিধি নানা বচনে প্রতিপাদিত দৃষ্ট হইতেছে; সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত বিরোধ পরিহারার্থে, বাগ্দত্তাবিবাহবিধায়ক বচনসমূহের সহিত একবাক্যতা করিয়া, পরাশর-বচনকে বাগ্দত্তাবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবেক। তাঁহাদের মতে, এইরূপ ব্যবস্থা করিলেই, সকল বচনের সহিত ঐক্য ও অবিরোধ হয়। পরাশরবচনকে বাগ্দত্তাবিষয় বলিলেই, সকল বচনের সহিত অবিরোধ ও ঐক্য হইল, এই স্থির করিয়া প্রতিবাদী মহাশয়েরা পরাশরবচনের বিধবাবিবাহবিধায়কত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, যেমন কোনও কোনও বচনে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে, সেইরূপ কাশ্যপবচনে বাগ্দত্তারও পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা।
উদকস্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূপ্রভবা চ যা।
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ॥ (৩)

(৩) উদ্বাহতত্ত্বধৃত।

বাগ্দত্তা অর্থাৎ যাহাকে বাক্য দ্বারা দান করা গিয়াছে, মনোদত্তা অর্থাৎ যাহাকে মনে মনে দান করা গিয়াছে, কৃতকৌতুকমঙ্গলা অর্থাৎ যাহার হস্তে বিবাহসূত্র বন্ধন করা গিয়াছে, উদকস্পর্শিতা অর্থাৎ যাহাকে দান করা গিয়াছে, পাণিগৃহীতিকা অর্থাৎ যাহার পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে, অগ্নিংপরিগতা অর্থাৎ যাহার কুশণ্ডিকা হইয়াছে, আর পুনর্ভূপ্রভবা অর্থাৎ পুনর্ভূর গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, কুলের অধম এই সাত পুনর্ভূ কন্যা বর্জন করিবেক। এই সাত কাশ্যপোক্ত কন্যা, বিবাহিতা হইলে, অগ্নির ন্যায়, পতিকুল দগ্ধ করে।

দেখ, কাশ্যপ যখন বাগ্দত্তা কন্যাকেও বিবাহে বর্জনীয়াপক্ষে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন ও পুনর্ভূসংজ্ঞা দিতেছেন, তখন বাগ্দত্তারও বিবাহ সুতরাং নিষিদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। কাশ্যপ বাগ্দত্তা ও বিবাহিতা উভয়কেই তুল্য রূপে বর্জন করিবার বিধি দিতেছেন। যদি, কোনও বচনে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ আছে বলিয়া, পরাশরবচনকে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহবিধায়ক বলা যাইতে না পারে, তবে কাশ্যপবচনে বাগ্দত্তার পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ সত্ত্বে, বাগ্দত্তারই পুনর্ব্বার বিবাহবিধায়ক কি রূপে বলা যাইতে পারে। অতএব, বাগ্দত্তাবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিলেই, সকল বচনের ঐক্য ও অবিরোধ কি রূপে হইল।

যদি এ বিষয়ে সকল বচনের ঐক্য ও অবিরোধ করিতে হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রয়াস না পাইয়া, নিম্নলিখিত প্রকারে চেষ্টা করাই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে।

কাশ্যপ প্রভৃতির বচনে এ বিষয়ে যে সকল বিধি অথবা নিষেধ আছে, তাহাতে কোনও যুগের কথা বিশেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট নাই; সুতরাং, সকল যুগের পক্ষে সে সামান্য বিধি অথবা সামান্য নিষেধ হইতেছে। এ বিষয়ে কলি যুগের উল্লেখ করিয়া যে বিধি অথবা নিষেধ আছে, তাহা কলি যুগের পক্ষে বিশেষ বিধি অথবা বিশেষ নিষেধ হইতেছে। যখন কলি যুগের জন্যে এ বিষয়ে বিশেষ বিধি অথবা বিশেষ নিষেধ স্বতন্ত্র পাওয়া যাইতেছে, তখন সামান্য বিধি নিষেধের সহিত

বিশেষ বিধি নিষেধের ঐক্য ও অবিরোধের প্রয়াস পাওয়া অনাবশ্যক; কারণ, বিশেষ বিধি নিষেধ দ্বারা সামান্য বিধি নিষেধের বাধই প্রসিদ্ধ আছে। অতএব, এ বিষয়ে যে সকল শাস্ত্রে কলি যুগের উল্লেখ করিয়া বিধি অথবা নিষেধ আছে, তাহাদেরই ঐক্য ও অবিরোধ সম্পাদনে যত্ন পাওয়া উচিত; এবং সেই বিধি নিষেধের ঐক্য ও অবিরোধ সিদ্ধ হইলেই, কলি যুগে বিধবা প্রভৃতি স্ত্রীদিগের বিবাহ বিহিত অথবা নিষিদ্ধ, তাহা স্থির হইতে পারিবেক।

প্রথমতঃ, যে সকল শাস্ত্রে কলি যুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ নিষিদ্ধ আছে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে। যথা,

আদিপুরাণ।

ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্ (৪)

বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃভার্য্যায় পুত্রোৎপাদন, কমণ্ডলু-ধারণ, কলি যুগে এই পাঁচ কর্ম্ম করিবেক না।

ক্রতু।

দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তির্দত্তা কন্যা ন দীয়তে।
ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ নচ কমণ্ডলুঃ॥ (৫)

দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, দত্তা কন্যার দান, যজ্ঞে গোবধ, এবং কমণ্ডলুধারণ কলি যুগে করিবেক না।

বৃহন্নারদীয়।

দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ।
কলি যুগে দত্তা কন্যাকে পুনরায় অন্য পাত্রে দান করিবেক না।

---

(৪) পরাশর ভাষ্যধৃত।

(৫) পরাশরভাষ্যধৃত।

আদিত্যপুরাণ।

দত্তা কন্যা প্রদীয়তে। –

কলি যুগে দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান নিষিদ্ধ।

এই রূপে আদিপুরাণ, ক্রতুসংহিতা, বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণে, সামান্যাকারে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে। (৬) কিন্তু পরাশরসংহিতাতে,

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, ও পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রবিহিত।

এই রূপে পাঁচ স্থলে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ বিহিত দৃষ্ট হইতেছে।

এক্ষণে, কলি যুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি ও নিষেধ উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সকল বচনের ঐক্য ও অবিরোধ করিতে হইলে, আমার মতে এইরূপ মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। যথা,— আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে বিবাহিতার বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে; পরাশর অনুদ্দেশ প্রভৃতি স্থলে তাহার প্রতিপ্রসব করিতেছেন; অর্থাৎ, আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে কলি যুগে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহের নিষেধ করিতেছেন; কিন্তু পরাশর, পাঁচটি স্থল ধরিয়া, কলি যুগে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহের বিধি দিতেছেন। সুতরাং, আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে নিষেধ থাকিলেও, পরাশরের বিশেষ বিধি অনুসারে, ঐ পাঁচ স্থলে বিবাহ হইতে পারিবেক; ঐ পাঁচ ভিন্ন অন্য স্থলে আদিপুরাণ প্রভৃতির নিষেধ খাটিবেক। সামান্য বিধি নিষেধ ও

---

(৬) প্রতিবাদী মহাশয়েরা দত্তাপদের বিবাহিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র; এই নিমিত্ত, এস্থলে আমিও, তাঁহাদের সন্তোষার্থে, দত্তা শব্দের বিবাহিতা অর্থ লিখিলাম।

বিশেষ বিধি নিষেধ স্থলের নিয়মই এই যে, বিশেষ বিধি নিষেধের অতিরিক্ত স্থলে সামান্য বিধি নিষেধ খাটিয়া থাকে। সুতরাং, পরাশর কলি যুগে, যে পাঁচ স্থলের উল্লেখ করিয়া, বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দিতেছেন, তথায় ঐ বিধি প্রতিপালন করিতে হইবেক, তদতিরিক্ত স্থলে, অর্থাৎ স্বামী দুঃশীল দুশ্চরিত্র অথবা নির্গুণ হইলে ইত্যাদি স্থলে, আদিপুরাণ প্রভৃতির নিষেধ প্রতিপালন করিয়া চলিতে হইবেক; অর্থাৎ সেই সেই স্থলে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ হইতে পারিবেক না। এইরূপ মীমাংসা করিলে, বিধি ও নিষেধ উভয়েরই স্থল থাকিতেছে, কাহারও বৈয়র্থ্য ঘটিতেছে না। দেখ, প্রথমতঃ,

> স তু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব বা।
> বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োঽপি বা॥
> ঊঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাভরণভূষণা। (৭).

যাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যায়, সে ব্যক্তি যদি অন্যজাতীয়, পতিত, ক্লীব, যথেচ্ছচারী, সগোত্র, দাস, অথবা চিররোগী হয়, তাহা হইলে, বিবাহিতা কন্যাকেও, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, পুনরায় অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।

> কুলশীলবিহীনস্য পণ্ডাদিপতিতস্য চ।
> অপস্মারিবিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশধারিণাম্।
> দত্তামপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈব চ॥ (৮)

কুলশীলবিহীন, ক্লীবাদি, পতিত, অপস্মাররোগগ্রস্ত, যথেচ্ছচারী, চিররোগী, অথবা বেশধারী, এরূপ ব্যক্তির সহিত যে কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়, তাহাকে এবং সগোত্র কর্ত্তৃক বিবাহিতা কন্যাকে হরণ করিবেক, অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তির সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিবেক। (৯)

---

(৭) পরাশরভাষ্য ও নির্ণয়সিন্ধুধৃত কাত্যায়নবচন।

(৮) উদ্বাহতত্ত্বধৃত বশিষ্ঠবচন।

(৯) শ্রীযুত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥ (১০)

কুলশীলবিহীনস্য পণ্ডাদিপতিতস্য চ।
অপস্মারিবিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশধারিণাম্।
দত্তামপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈব চ॥

এই বচন কি বলিয়া বাগ্দত্তা বিষয়ে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না। এ বচনের অর্থ এই যে, কুলশীলবিহীন, ক্লীব, পতিত প্রভৃতিকে দত্তা হইলেও, কন্যাকে তাদৃশ ব্যক্তি হইতে হরণ করিবেক, অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তির সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিবেক, এবং সগোত্র কর্ত্তৃক উঢ়া কন্যাকেও হরণ করিবেক। কুলশীলহীনাদি স্থলে দত্তা পদ আছে, সুতরাং সে স্থলে বাগ্দত্তা বুঝাইতে পারে; কিন্তু, সগোত্র কর্ত্তৃক উঢ়াকে হরণ করিবেক, এ স্থলে উঢ়া শব্দেও কি বাগ্দত্তা বুঝাইবেক। দত্তা শব্দে বাগ্দত্তা ও বিবাহিতা উভয়ই বুঝাইতে পারে; কিন্তু উঢ়া শব্দে কোনও কালে বিবাহসংস্কৃতা ভিন্ন বাগ্দত্তা বুঝাইতে পারে না। যখন এই বচনের এক স্থলে স্পষ্ট উঢ়া শব্দ আছে, তখন স্থলান্তরের দত্তা শব্দেও বিবাহিতা বুঝিতে হইবেক। সুতরাং, এই বচন বিবাহিতা স্ত্রীর বিষয়ে ঘটিতেছে, বাগ্দত্তার বিষয়ে ঘটিতে পারে না। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রকাশিত বিধবাবিবাহবাদ পুস্তকের প্রথম খণ্ডে এই বচনের অর্থ লিখেন নাই, কিন্তু, বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে, সংবাদজ্ঞানোদয় পত্রে যে প্রস্তাব প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে এই বচনের নিম্ননির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। যথা,

বাগ্দানানন্তর, বরের কুল নাই শ্রবণ করিলে, ও শীলতা নাই শ্রবণ করিলে, ও পণ্ডাদি দোষ জ্ঞাত হইলে, ও পতিত জ্ঞাত হইলে, ও অপস্মারি ও পতিত জানিতে পারিলে, ও কোনও রোগবিশিষ্ট জ্ঞান হইলে, ও বেশধারী অর্থাৎ নেটো জানিতে পারিলে, ও সগোত্র জ্ঞান হইলে, সেই কন্যাকে পিতা অন্য বরকে দিবেন ইতি তাৎপর্য্যার্থ।

এ স্থলে ন্যায়রত্ন মহাশয়, সগোত্রোঢ়া শব্দের উঢ়া শব্দটি গোপনে রাখিয়া, কেবল সগোত্র এই মাত্র অর্থ লিখিয়াছেন। যদি ভ্রমক্রমে সগোত্রোঢ়া শব্দের সগোত্র এই অর্থ লিখিয়া থাকেন, তবে বিশেষ দোষ দিতে পারা যায় না; কিন্তু, যদি অভিপ্রেত অর্থ সিদ্ধ করিবার বাসনায়, ইচ্ছা পূর্ব্বক উঢ়া শব্দের গোপন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অতি অন্যায় কর্ম্ম হইয়াছে।

(১০) নারদসংহিতা। দ্বাদশ বিবাদপদ।

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রবিহিত।

এই রূপে, কাত্যায়ন, বশিষ্ঠ, নারদ, যুগবিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়া, সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষে পতি পতিত, ক্লীব, অনুদ্দেশ, কুলশীলহীন, যথেচ্ছচারী, চিররোগী, অপস্মাররোগগ্রস্ত, প্রব্রজিত, সগোত্র, দাস, অন্ত্যজাতীয় প্রভৃতি স্থির হইলে, অথবা মরিলে, বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কারের অনুজ্ঞা দিতেছেন। তৎপরে,

ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্॥

বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃভার্য্যায় পুত্রোৎপাদন, কমণ্ডলুধারণ, কলি যুগে এই পাঁচ কর্ম্ম করিবেক না।

দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তির্দ্দত্তা কন্যা ন দীয়তে।
ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ নচ কমণ্ডলুঃ॥

কলি যুগে দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, দত্তা কন্যার দান, যজ্ঞে গোবধ, এবং কমণ্ডলুধারণ করিবেক না।

দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ।

কলি যুগে দত্তা কন্যাকে পুনরায় অন্য পাত্রে দান করিবেক না।

দত্তা কন্যা প্রদীয়তে।

কলি যুগে দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান নিষিদ্ধ।

এই রূপে, আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যতঃ কলি যুগের পক্ষে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ নিষেধ করিতেছেন। তদনন্তর পরাশর,

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রবিহিত।

পাঁচটি স্থল ধরিয়া, আদিপুরাণ প্রভৃতিকৃত সামান্য নিষেধের প্রতিপ্রসব করিতেছেন, অর্থাৎ পাঁচ স্থলে কলি যুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের অনুজ্ঞা দিতেছেন।

এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন; প্রথমতঃ, কাত্যায়ন প্রভৃতি সংহিতাকর্ত্তা মুনিদের বচনে, কয়েক স্থলে, সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষে, বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের অনুজ্ঞা ছিল। তৎপরে, আদিপুরাণ প্রভৃতিতে, সামান্যাকারে কলি যুগের পক্ষে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ হইয়াছিল। তদনন্তর, পরাশরসংহিতাতে, অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচটি স্থল ধরিয়া, কলি যুগের পক্ষে, বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের বিশেষ বিধি হইয়াছে। সামান্য বিশেষ স্থলে বিশেষ বিধি নিষেধই বলবান্ হয়, অর্থাৎ যে যে স্থলে বিশেষ বিধি অথবা বিশেষ নিষেধ থাকে, তদতিরিক্ত স্থলে সামান্য বিধি অথবা সামান্য নিষেধ খাটে। প্রথমতঃ, কাত্যায়ন প্রভৃতি মুনিরা, সামান্যতঃ, কোনও যুগের উল্লেখ না করিয়া, কয়েক স্থলে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দিয়াছিলেন। ঐ বিধি, সামান্যতঃ, সকল যুগের পক্ষেই খাটিতে পারিত; কিন্তু, আদিপুরাণ প্রভৃতিতে, কলি যুগের উল্লেখ করিয়া নিষেধ হইয়াছিল; সুতরাং, ঐ নিষেধ কলি যুগের পক্ষে বিশেষ নিষেধ। এই নিমিত্ত, কাত্যায়ন প্রভৃতির সামান্য বিধি, কলি যুগে না খাটিয়া, কলি যুগ ভিন্ন অন্য তিন যুগে খাটিয়াছে। এবং আদিপুরাণ প্রভৃতিতে, স্থলবিশেষের উল্লেখ না করিয়া, কলি যুগে সামান্যতঃ সকল স্থলেই বিবাহিতার বিবাহের নিষেধ হইয়াছিল। কিন্তু পরাশর, অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচটি স্থল ধরিয়া, কলি যুগে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দিয়াছেন; সুতরাং, পরাশরের বিধি বিশেষ বিধি হইতেছে। এই নিমিত্ত, আদিপুরাণ প্রভৃতির সামান্য নিষেধ অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ স্থল ভিন্ন অন্য অন্য স্থলে খাটিবেক। অর্থাৎ, স্বামী পতিত, ক্লীব, অনুদ্দেশ, কুলশীলহীন, যথেচ্ছচারী, চিররোগী, অপস্মাররোগগ্রস্ত, প্রব্রজিত, মৃত, সগোত্র, দাস, অন্যজাতীয় ইত্যাদির মধ্যে অনুদ্দেশ, মৃত, প্রব্রজিত,

ক্লীব, পতিত এই পাঁচ স্থলে পরাশরের বিশেষ বিধি খাটিবেক; তদতিরিক্ত স্থলে, অর্থাৎ কুলশীলহীন, যথেচ্ছচারী, চিররোগী, অপস্মার-রোগগ্রস্ত, সগোত্র, দাস, অন্যজাতীয় ইত্যাদি স্থলে আদিপুরাণ প্রভৃতির সামান্য নিষেধ খাটিবেক।

সামান্য বিশেষ বিধি নিষেধ স্থলে সচরাচর এইরূপ ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,

অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দন করিবেক।

এস্থলে, বেদে সামান্যতঃ প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের স্পষ্ট বিধি আছে। কিন্তু,

সন্ধ্যাং পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ নৈত্যকং স্মৃতিকর্ম্ম চ।
তন্মধ্যে হাপয়েত্তেষাং দশাহান্তে পুনঃক্রিয়া॥ (১১)

অশৌচমধ্যে সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, ও স্মৃতিবিহিত নিত্য কর্ম্ম করিবেক না, অশৌচান্তে পুনরায় করিবেক।

এস্থলে, জাবালি অশৌচকালে সন্ধ্যাবন্দনের নিষেধ করিতেছেন। দেখ, বেদে সামান্যাকারে প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের বিধি থাকিলেও, জাবালির বিশেষ নিষেধ দ্বারা, অশৌচকালে দশ দিবস সন্ধ্যাবন্দন রহিত হইতেছে। অর্থাৎ, জাবালির বিশেষ নিষেধ অনুসারে, অশৌচকালীন দশ দিবস ব্যতিরিক্ত স্থলে, বেদোক্ত প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের সামান্য বিধি খাটিতেছে। কিঞ্চ,

ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্।
স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাৎ দ্বিজকর্ম্মণঃ॥ ১০৩॥ (১২)

যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দন না করে, তাহাকে শূদ্রের ন্যায় সকল দ্বিজকর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিবেক।

---

(১১) শুদ্ধিতত্ত্বধৃত জাবালিবচন।

(১২) মনুসংহিতা। ২ অধ্যায়।

কিন্তু,

সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ং সন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ॥ (১৩)

সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, ও শ্রাদ্ধদিনে, সায়ংকালে, সন্ধ্যাবন্দন করিবেক না; করিলে পিতৃহত্যার পাতক হয়।

দেখ, মনুসংহিতাতে, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে, সন্ধ্যাবন্দনের নিত্য বিধি ও তদতিক্রমে প্রত্যবায় স্মরণ থাকিলেও, ব্যাসের বিশেষ নিষেধ দ্বারা, সংক্রান্তি প্রভৃতিতে সায়ংসন্ধ্যা রহিত হইতেছে। অর্থাৎ, ব্যাসের বিশেষ নিষেধ অনুসারে, সংক্রান্তি প্রভৃতি ব্যতিরিক্ত দিনে সায়ংসন্ধ্যার সামান্য বিধি খাটিতেছে।

বেদে নিষেধ আছে,

মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি।

কোনও জীবের প্রাণ হিংসা করিবেক না।

কিন্তু বেদের অন্যান্য স্থলে বিধি আছে,

অশ্বমেধেন যজেত।

অশ্ব বধ করিয়া, যজ্ঞ করিবেক।

পশুনা রুদ্রং যজেত।

পশু বধ করিয়া, রুদ্রযাগ করিবেক।

অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত।

পশু বধ করিয়া, অগ্নি ও সোম দেবতার যাগ করিবেক।

বায়ব্যং শ্বেতমালভেত।

শ্বেতবর্ণ ছাগল বধ করিয়া, বায়ু দেবতার যাগ করিবেক।

দেখ, বেদে সামান্যাকারে জীবহিংসার স্পষ্ট নিষেধ থাকিলেও, অন্যান্য

---

(১৩) তিথিতত্ত্বধৃত ব্যাসবচন।

স্থলের বিশেষ বিধি দ্বারা, যজ্ঞে পশুহিংসা দোষাবহ হইতেছে না। অর্থাৎ, বিশেষবিধিবলে, অশ্বমেধ, রুদ্রযাগ প্রভৃতি ব্যতিরিক্ত স্থলে, জীবহিংসার সামান্য নিষেধ খাটিতেছে। এই নিমিত্তই ভগবান্ মনু কহিয়াছেন,

মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ ॥ ৫। ৪১ ॥

মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকর্ম্ম, দেবকর্ম্ম, এই কয়েক স্থলেই পশু হিংসা করিবেক, অন্যত্র করিবেক না।

অর্থাৎ এই কয়েক বিষয়ে পশুহিংসার বিশেষ বিধি আছে, অতএব এই কয়েক বিষয়ে পশুহিংসা করিবেক, এতদতিরিক্ত স্থলে, জীবহিংসার সামান্য নিষেধশাস্ত্র অনুসারে, পশুহিংসা করিবেক না।

দেখ, যেমন এই সকল স্থলে, সামান্যাকারে স্পষ্ট বিধি ও স্পষ্ট নিষেধ থাকিলেও, বিশেষ বিধি ও বিশেষ নিষেধ অনুসারে স্থলবিশেষে চলিতে হইতেছে, এবং তদতিরিক্ত স্থলে সামান্য বিধি ও সামান্য নিষেধ খাটিতেছে; সেইরূপ, সামান্যাকারে কলি যুগে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ থাকিলেও, পরাশরের বিশেষ বিধি অনুসারে, অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ স্থলে, বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহ বিহিত হইতেছে। আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে নিষেধ আছে, পরাশর-সংহিতাতে পাঁচটি স্থল ধরিয়া বিশেষ বিধি আছে; সুতরাং, এই পাঁচ ব্যতিরিক্ত স্থলে, বিবাহের নিষেধ খাটিবেক। এ বিষয়ে সকল বচনের ঐক্য ও অবিরোধ করিতে হইলে, এইরূপ মীমাংসা করাই সর্ব্বাংশে সঙ্গত ও বিচারসিদ্ধ বোধ হইতেছে।

২—পরাশর বচন

কলিযুগবিষয়, যুগান্তরবিষয় নহে।

মাধবাচার্য্য, পরাশরসংহিতার বিধবাদি স্ত্রীর বিবাহবিধায়ক বচনের ব্যাখ্যা লিখিয়া, পরিশেষে কহিয়াছেন,

অয়ঞ্চ পুনরুদ্বাহো যুগান্তরবিষয়ঃ। তথাচাদিপুরাণম্

ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।

কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুমিতি॥

পরাশরের এই পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি যুগান্তর বিষয়ে বলিতে হইবেক; যে হেতু, আদিপুরাণে কহিতেছেন, বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃভার্য্যায় পুত্রোৎপাদন, এবং কমণ্ডলুধারণ, কলিতে এই পাঁচ কর্ম্ম করিবেক না।

এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক, মাধবাচার্য্য এই যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা সঙ্গত কি না। এ স্থলে পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য কি, সংহিতার অভিপ্রায় এবং মাধবাচার্য্যের আভাস ও তাৎপর্য্যব্যাখ্যা দ্বারা, তাহারই নির্ণয় করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক বোধ হইতেছে।

সংহিতা।

অথাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনালয়ে।

ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমপৃচ্ছন্নৃষয়ঃ পুরা॥

মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌ যুগে।

শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীসুত॥

অনন্তর, এই হেতু, ঋষিরা, পূর্ব্ব কালে, হিমালয় পর্ব্বতের শিখরে দেবদারুবনস্থিত আশ্রমে একাগ্র মনে উপবিষ্ট ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সত্যবতীনন্দন! এক্ষণে কলি যুগ বর্ত্তমান, এই যুগে কোন ধর্ম্ম, কোন শৌচ, ও কোন আচার মনুষ্যের হিতকর, তাহা আপনি যথাবৎ বর্ণন করুন।

ভাষ্য।

বর্ত্তমানে কলাবিতি বিশেষণাৎ যুগান্তরধর্ম্মজ্ঞানানন্তর্য্যম্।

অনন্তর এই শব্দের অর্থ এই যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম অবগত হইয়া, ঋষিরা কলিধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভাষ্য।

অতঃশব্দো হেত্বর্থঃ যস্মাদেকদেশাধ্যায়িনো নাশেষধর্ম্মজ্ঞানং যস্মাচ্চ যুগান্তরধর্ম্মমবগত্য ন কলিধর্ম্মাবগতিস্তস্মাদিতি।

এই হেতু, ইহার অর্থ এই যে, যে হেতু একদেশ অধ্যয়ন করিলে, সমস্ত ধর্ম্মের জ্ঞান হয় না, এবং অন্য অন্য যুগের ধর্ম্ম জানিলে, কলিধর্ম্ম জানা হয় না, এই হেতু ঋষিরা জিজ্ঞাসা করিলেন।

ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, কলি যুগের আরম্ভ হইলে পর, ঋষিরা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগের ধর্ম্ম অবগত হইয়া, পরিশেষে কলি যুগের ধর্ম্ম অবগত হইবার বাসনায়, ব্যাসদেবের নিকটে আসিয়া, কলিধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

সংহিতা।

তৎ শ্রুত্বা ঋষিবাক্যন্তু সশিষ্যোঽগ্ন্যর্কসন্নিভঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শ্রুতিস্মৃতিবিশারদঃ॥
ন চাহং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কথং ধর্ম্মং বদাম্যহম্।
অস্মৎপিতৈব প্রষ্টব্য ইতি ব্যাসঃ সুতোঽবদৎ॥

শিষ্যমণ্ডলীবেষ্টিত, অগ্নি ও সূর্য্য তুল্য তেজস্বী, শ্রুতিস্মৃতিবিশারদ, মহাতেজাঃ ব্যাস ঋষিদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ নহি, কি রূপে ধর্ম্ম বলিব; এ বিষয়ে আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। পুত্র ব্যাস এই কথা বলিলেন।

ভাষ্য।

নচাহমিতি বদতো ব্যাসস্যায়মাশয়ঃ সম্প্রতি কলিধর্ম্মাঃ পৃচ্ছ্যন্তে

ত্তত্র ন তাবদহং স্বতঃ কলিধর্ম্মতত্ত্বং জানামি অস্মৎপিতুরেব তত্র প্রাবীণ্যাৎ অতএব কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতা ইতি বক্ষ্যতে। যদি পিতৃপ্রসাদান্মম তদভিজ্ঞানং তর্হি স এব পিতা প্রষ্টব্যঃ নহি মূলবক্তরি বিদ্যমানে প্রণাড়িকা যুজ্যত ইতি।

আমি সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ নহি, ব্যাসদেবের এই কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, সম্প্রতি তোমরা কলিধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছ; কিন্তু আমি নিজে কলিধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞ নহি। এ বিষয়ে আমার পিতাই প্রবীণ। এই নিমিত্তই, কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ, অর্থাৎ পরাশরপ্রণীত ধর্ম্ম কলি যুগের ধর্ম্ম, ইহা পরে বলিবেন। যখন আমি পিতার প্রসাদেই কলিধর্ম্ম জানিয়াছি, তখন সেই পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। মূলবক্তা বিদ্যমান থাকিতে, পরম্পরা স্বীকার করা উচিত নয়।

ভাষ্য।

এবকারেণান্যস্মর্ত্তারো ব্যাবর্ত্ত্যন্তে। যদ্যপি মন্বাদয়ঃ কলিধর্ম্মাভিজ্ঞাঃ তথাপি পরাশরস্যাস্মিন্ বিষয়ে তপোবিশেষবলাৎ অসাধারণঃ কশ্চিদতিশয়ো দ্রষ্টব্যঃ। যথা কাণ্বমাধ্যন্দিনকাঠককৌথুমতৈত্তিরীয়াদিশাখাসু কাণ্বাদীনামসাধারণত্বং তদ্বদত্রাবগন্তব্যম্। কলিধর্ম্মসম্প্রদায়োপেতস্যাপি পরাশরসুতস্য যদা তদ্ধর্ম্মগ্রহস্যাভিবদনে সঙ্কোচঃ তদা কিমু বক্তব্যমন্যেষামিতি।

আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য এরূপ কহাতে, অন্য স্মৃতিকর্ত্তাদিগের নিবারণ হইতেছে। যদিও মনুপ্রভৃতি কলিধর্ম্মজ্ঞ বটে; তথাপি, তপস্যাবিশেষ প্রভাবে, পরাশর কলিধর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবীণ। যেমন, কাণ্ব, মাধ্যন্দিন, কাঠক, কৌথুম, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি শাখার মধ্যে কাণ্ব প্রভৃতি কতিপয়ের প্রাধান্য আছে, সেইরূপ কলিধর্ম্ম বিষয়ে, সমস্ত স্মৃতিকর্ত্তাদিগের মধ্যে, পরাশরের প্রাধান্য আছে। ব্যাসদেব, কলিধর্ম্মের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক হইয়াও, যখন, পরাশরসত্ত্বে স্বয়ং কলিধর্ম্মকথনে সঙ্কুচিত হইতেছেন, তখন অন্য ঋষিদিগের কথা আর কি বলিতে হইবেক।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, পরাশর কলিধর্ম্ম বিষয়ে মনুপ্রভৃতি

সকল স্মৃতিকর্ত্তা অপেক্ষা অধিক প্রবীণ, এবং পরাশরস্মৃতি কলিধর্ম্ম-নিরূপণের প্রধান শাস্ত্র।

সংহিতা।

যদি জানাসি মে ভক্তিং স্নেহাদ্বা ভক্তবৎসল।
ধর্ম্মং কথয় মে তাত অনুগ্রাহ্যো হ্যহং তব॥

হে ভক্তবৎসল পিতঃ! যদি আপনি আমাকে ভক্ত বলিয়া জানেন, অথবা আমার উপর স্নেহ থাকে, তবে আমাকে ধর্ম্ম উপদেশ দেন; আমি আপনকার অনুগ্রহপাত্র।

এই রূপে, ব্যাসদেব, ধর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত, পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভাষ্য।

ননু সন্তি বহবো মন্বাদিভিঃ প্রোক্তা ধর্ম্মাঃ তত্র কো ধর্ম্মো ভবতা বুভুৎসিত ইত্যাশঙ্ক্য বুভুৎসিতং পরিশেষয়িতুমুপন্যস্যতি।

সংহিতা।

শ্রুতা মে মানবা ধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা।
গার্গেয়া গৌতমীয়াশ্চ তথাচৌশনসাঃ স্মৃতাঃ॥
অত্রের্বিষ্ণোশ্চ সংবর্ত্তাদ্দক্ষাদঙ্গিরসস্তথা।
শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্যাস্তথৈব চ॥
আপস্তম্বকৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ।
কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব তথা প্রাচেতসান্মুনেঃ॥
শ্রুতা হ্যেতে ভবৎপ্রোক্তাঃ শ্রুতার্থা মে ন বিস্মৃতাঃ।
অস্মিন্ মন্বন্তরে ধর্ম্মাঃ কৃতত্রেতাদিকে যুগে॥

মনুপ্রভৃতি নিরূপিত অনেক ধর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে তুমি কোন ধর্ম্ম জানিতে চাও, যেন পরাশর ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন এই আশঙ্কা করিয়া, ব্যাস,

জিজ্ঞাসিত ধর্ম্মের কথা পরিশেষে কহিবার নিমিত্ত, প্রথমতঃ অবগত ধর্ম্মের কথা প্রস্তাব করিতেছেন,

আমি আপনকার নিকট মনু, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গর্গ, গোতম, উশনা, অত্রি, বিষ্ণু, সংবর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত, কাত্যায়ন, ও প্রাচেতস নিরূপিত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি। যাহা শ্রবণ করিয়াছি, বিস্মৃত হই নাই। সে সকল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগের ধর্ম্ম।

ভাষ্য।

ইদানীং পরিশিষ্টং বুভুৎসিতং পৃচ্ছতি।

সংহিতা।

সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে।
চাতুর্বর্ণ্যসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ॥

এক্ষণে, ব্যাসদেব যে ধর্ম্মের বিষয় জানিতে চান, তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

সকল ধর্ম্ম সত্য যুগে জন্মিয়াছিল, কলি যুগে সকল ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে; অতএব, আপনি চারি বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কিছু বলুন।

ভাষ্য।

বিষ্ণুপুরাণে

বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তির্ন কলৌ নৃণাম্।

আদিপুরাণেঽপি

যস্তু কার্ত্তযুগে ধর্ম্মো ন কর্ত্তব্যঃ কলৌ যুগে।
পাপপ্রসক্তাস্তু যতঃ কলৌ নার্য্যো নরাস্তথা॥

অতঃ কলৌ প্রাণিনাং প্রয়াসসাধ্যে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত্যসম্ভবাৎ সুকরো ধর্ম্মোঽত্র বুভুৎসিতঃ।

বিষ্ণুপুরাণে কহিয়াছেন, কলি যুগে মনুষ্যের চারি বর্ণের ও আশ্রমের বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না।

আদিপুরাণেও কহিয়াছেন, সত্য যুগে যে ধর্ম্ম বিহিত, কলি যুগে সে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় না; যেহেতু, কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেই পাপে আসক্ত হইয়াছে।

কলি যুগে কষ্টসাধ্য ধর্ম্মে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব; এই নিমিত্ত, পরাশরসংহিতাতে অনায়াসসাধ্য ধর্ম্মের নিরূপণই অভিপ্রেত।

ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, মনুপ্রভৃতিনিরূপিত ধর্ম্ম সত্য, ত্রেতা, ও দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম; কলি যুগে ঐ সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অসাধ্য; এই নিমিত্ত, ব্যাসদেব পরাশরকে, মনুষ্যেরা কলি যুগে অনায়াসে অনুষ্ঠান করিতে পারে, এরূপ ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

সংহিতা।

ব্যাসবাক্যাবসানে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ।
ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ বিস্তরাৎ॥

ব্যাসবাক্য সমাপ্ত হইলে, মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ও স্থূল নির্ণয় বিস্তারিত কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, ব্যাসদেবের প্রার্থনা শুনিয়া, পুত্রবৎসল পরাশর কলি যুগের ধর্ম্ম কহিতে আরম্ভ করিলেন।

সংহিতা।

পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।

পরাশরের উক্ত প্রায়শ্চিত্তও বিহিত হয়।

ভাষ্য।

পরাশরগ্রহণন্তু কলিযুগাভিপ্রায়ং সর্ব্বেষ্বপি কল্পেষু পরাশরস্মৃতেঃ কলিযুগধর্ম্মপক্ষপাতিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তেষ্বপি কলিবিষয়েষু পরাশরঃ প্রাধান্যেনাদরণীয়ঃ।

কলি যুগের অভিপ্রায়ে পরাশরের নামগ্রহণ করা হইয়াছে; যে হেতু, সকল

কল্পেই কেবল কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য; কলি যুগের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়েও পরাশরকে প্রধান রূপে আশ্র করিতে হইবেক।

ইহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরের উদ্দেশ্য, এবং কলি যুগের ধর্ম্মবিষয়ে অন্যান্য মুনির অপেক্ষা পরাশরের মত প্রধান।

এক্ষণে, সকলে স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, পরাশরের যে কয়েকটি বচন ও ভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের যে কয়েকটি আভাস ও তাৎপর্য্যব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল, তদনুসারে কেবল কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই যে পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য, ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে কি না।

এই রূপে, যখন কেবল কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশর-সংহিতার উদ্দেশ্য স্থির হইতেছে, তখন ঐ সংহিতার আদ্যোপান্ত গ্রন্থই যে কলিধর্ম্মনির্ণায়ক, তাহা সুতরাং স্বীকার করিতে হইবেক। আর, সমুদায় গ্রন্থকে কলিধর্ম্মনির্ণায়ক স্বীকার করিয়া, কেবল বিধবাদি স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহবিধায়ক বচনটিকে অন্য যুগের বিষয়ে বলা কোনও মতে সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, যখন কলি যুগের আরম্ভ হইলে পর, ঋষিরা, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম অবগত হইয়া, কলি যুগের ধর্ম্ম ও আচার জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন পরাশর, আদ্যোপান্ত কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া, তন্মধ্যে কলি ভিন্ন অন্য অন্য অতীত যুগের কেবল একটি ধর্ম্ম বলিবেন, ইহা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে। অতএব, পরাশর বিধবা প্রভৃতি স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ যে কেবল কলি যুগের নিমিত্ত বিধান করিয়াছেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। ইতঃপূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে মাধবাচার্য্যই নিজে, বচনের আভাস দিয়া ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া, কেবল কলি যুগের ধর্ম্মনিরূপণ করা পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য, এই মীমাংসা করিয়াছেন। সুতরাং, যাহা সংহিতাকর্ত্তার অভিপ্রেত নহে, এবং মাধবাচার্য্যের নিজ আভাস ও তাৎপর্য্যব্যাখ্যারও অনুযায়ী নহে, এরূপ ব্যবস্থাকে কি রূপে সঙ্গত বলা যাইতে পারে।

মাধবাচার্য্য, বিবাহ ব্রহ্মচর্য্য সহমরণ বিষয়ক বচনত্রয়ের যে আভাস দিয়াছেন, বিবাহবিধায়ক বচনকে যুগান্তরবিষয় বলিলে, ঐ তিন আভাসও কোনও ক্রমে সংলগ্ন হয় না। যথা,

কোনও কোনও স্থলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দেখাইতেছেন,

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে ইত্যাদি।

পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠানে অধিক ফল দেখাইতেছেন,

যে নারী স্বামীর মৃত্যু হইলে ইত্যাদি।

সহগমনে ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষাও অধিক ফল দেখাইতেছেন,

মনুষ্যশরীরে ইত্যাদি।

মাধবাচার্য্য যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদনুসারে বিবাহ অন্য অন্য যুগের ধর্ম্ম, কেবল ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ কলি যুগের ধর্ম্ম; সুতরাং, ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ বিধায়ক বচনের সহিত বিবাহবিধায়ক বচনের কোনও সংস্রব থাকিতেছে না। অর্থাৎ, পরাশর স্ত্রীদিগের পক্ষে পুনর্ব্বার বিবাহের যে বিধি দিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগাভিপ্রায়ে; কলি যুগের বিধবাদিগের নিমিত্ত, কেবল ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণের বিধান করিয়াছেন। যদি যুগান্তর বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়া, মাধবাচার্য্য কলি যুগের বিধবাদিগের পক্ষে পুনর্ব্বার বিবাহের প্রসক্তিই না রাখিলেন, তবে পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে অধিক ফল, ব্রহ্মচর্য্যবিষয়ক বচনের এই আভাস কি রূপে সংলগ্ন হইতে পারে। মাধবাচার্য্যের মতে বিবাহ অন্য অন্য যুগের ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য কলি যুগের ধর্ম্ম। সুতরাং, কলি যুগে, পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য করিলে অধিক ফল এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া উঠে। স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত; পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিলে অধিক ফল; সহগমনে ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষাও অধিক ফল; এই তিন কথার পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে এই তিনই যে এক যুগের বিষয়ে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। অতএব, যদি পুনর্ব্বার বিবাহকে কলি যুগের ধর্ম্ম না বলিয়া যুগান্তরের ধর্ম্ম বল, ব্রহ্মচর্য্য ও সহগমনকেও যুগান্তরের ধর্ম্ম বলিয়া অগত্যা স্বীকার করিতে

হইবেক। আর, ব্রহ্মচর্য্য ও সহগমনকে কলিধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে, পুনর্ব্বার বিবাহকেও কলিধর্ম্ম বলিয়া অগত্যা স্বীকার করিতে হইবেক। নতুবা, এরূপ পরস্পরসম্বদ্ধ বিষয়ত্রয়ের একটিকে যুগান্তরবিষয় বলা, আর অপর দুটিকে কলিযুগবিষয় বলা, নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়া উঠে। ফলতঃ, মাধবাচার্য্য, বিবাহবিধিকে যুগান্তরবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত, এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে, সংহিতাকর্ত্তা ঋষির অভিপ্রায় দূরে থাকুক, আপনি যে আভাস দিলেন, তাহাই পূর্ব্বাপর সংলগ্ন হইল কি না, এ অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই।

মাধবাচার্য্য স্বয়ং লিখিয়াছেন, কলি যুগে মনুষ্যের কষ্টসাধ্য ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব, এই নিমিত্ত পরাশরসংহিতাতে অনায়াসসাধ্য ধর্ম্মনিরূপণই অভিপ্রেত। পরাশরও, বিবাহ অনায়াসসাধ্য বলিয়া, সর্ব্বসাধারণ বিধবার পক্ষে সর্ব্বপ্রথম বিবাহের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। তৎপরে, ব্রহ্মচর্য্য তদপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য বলিয়া, যে নারী ব্রহ্মচর্য্য করিবেক, সে স্বর্গে যাইবেক, এই বলিয়া ব্রহ্মচর্য্যনির্ব্বাহক্ষম স্ত্রীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। সহগমন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য বলিয়া, যে নারী সহগমন করিবেক, সে অনন্ত কাল স্বর্গে বাস করিবেক, এই বলিয়া সর্ব্বশেষে সহগমনসমর্থ স্ত্রীর পক্ষে সহগমনের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু মাধবাচার্য্য অনায়াসসাধ্য বিবাহধর্ম্মকে যুগান্তর-বিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিতেছেন, এবং অবশিষ্ট দুই কষ্টসাধ্য ধর্ম্মকে কলি যুগের পক্ষে রাখিতেছেন। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, কলি যুগে মনুষ্যের কষ্টসাধ্য ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব, এই নিমিত্ত পরাশরসংহিতাতে অনায়াসসাধ্য ধর্ম্মনিরূপণই অভিপ্রেত, মাধবাচার্য্যের এই কথা কি রূপে সংলগ্ন হইতে পারে। কারণ, যে কলি যুগের লোকের ক্ষমতা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের লোকের অপেক্ষা, কত শত অংশে হ্রাস হইয়া গিয়াছে, কষ্টসাধ্য দুই ধর্ম্মকে সেই কলি যুগের পক্ষে রাখিলেন, আর অনায়াসসাধ্য ধর্ম্মটি যুগান্তরবিষয়, কলি যুগের নিমিত্ত অভিপ্রেত নহে, এই ব্যবস্থা করিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের লোকদিগের

অধিক ক্ষমতা ছিল, তাঁহারা যে অনায়াসসাধ্য ধর্ম্মে অধিকারী ছিলেন, সেই অনায়াসসাধ্য ধর্ম্মে কলি যুগের অল্পক্ষমতাশালী লোকে অধিকারী নহেন, এ অতি বিচিত্র কথা। বস্তুতঃ, যখন কলি যুগের লোকদিগের, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের লোকদিগের অপেক্ষা, ক্ষমতার অনেক হ্রাস হইয়াছে, সুতরাং কষ্টসাধ্য ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব, এবং যখন পরাশর, কলি যুগের ধর্ম্ম লিখিতে আরম্ভ করিয়া, সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বসাধারণ বিধবা স্ত্রীদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনায়াসসাধ্য বিবাহধর্ম্মের অনুজ্ঞা দিয়াছেন, তখন বিবাহধর্ম্ম সেই কলি যুগের বিধবার জন্যে অভিপ্রেত নহে, এই ব্যবস্থা কোনও মতে যুক্তিমার্গানুসারিণী, অথবা সংহিতাকর্ত্তার অভিপ্রায়ানুযায়িনী, হইতে পারে না।

পরাশরবচনের যুগান্তরবিষয় ব্যবস্থা যে সংহিতাকর্ত্তার অভিপ্রায়বিরুদ্ধ, তাহা ভট্টোজিদীক্ষিতের লিপি দ্বারাও স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা,

> নচ কলিনিষিদ্ধস্যাপি যুগান্তরীয়ধর্ম্মস্যৈব নষ্টে মৃতে ইত্যাদিপরাশরবাক্যং প্রতিপাদকমিতি বাচ্যং কলাবনুষ্ঠেয়ান্ ধর্ম্মানেব বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞায় তদ্‌গ্রন্থপ্রণয়নাৎ। (১৩)

নষ্টে মৃতে এই পরাশরবচন দ্বারা কলিনিষিদ্ধ যুগান্তরীয় ধর্ম্মেরই বিধান হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না; কারণ, কলি যুগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মই বলিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরাশরসংহিতার সঙ্কলন করা হইয়াছে।

মাধবাচার্য্যের যুগান্তরবিষয় ব্যবস্থা যে সংহিতাকর্ত্তা ঋষির অভিপ্রায়বিরুদ্ধ, এবং স্বয়ং তিনি বচনের যে আভাস দিয়াছেন তাহারও বিরুদ্ধ, সে বিষয়ে কোনও সংশয় থাকিতেছে না। এক্ষণে তিনি, যে প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, ঐ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহারও বলাবল বিবেচনা করা আবশ্যক; তাহা হইলে, ঐ ব্যবস্থা কত দূর সঙ্গত, তাহা প্রতীয়মান হইবেক।

---

(১৩) চতুর্ব্বিংশতিস্মৃতিব্যাখ্যা। বিবাহপ্রকরণ।

বিবাহবিধায়ক পরাশরবচন যে অন্য অন্য যুগের বিষয়ে, কলি যুগের বিষয়ে নহে, ইহা মাধবাচার্য্য সংহিতার অভিপ্রায়, বা বচনের অর্থ, অথবা তাৎপর্য্য দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই; কেবল আদি-পুরাণের এক বচন অবলম্বন করিয়া, ঐ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই বোধ হয়, যদিও পরাশরসংহিতা কলি যুগের ধর্ম্মশাস্ত্র, এবং যদিও তাহাতে বিধবাদি স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি আছে; কিন্তু আদিপুরাণে কলি যুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে; অতএব, পরাশরের ঐ বিধিকে, কলি যুগের বিষয়ে না বলিয়া, যুগান্তরবিষয়ে বলিতে হইবেক। কিন্তু ইহাতে দুই আপত্তি উপস্থিত হইতেছে। প্রথমতঃ, আদিপুরাণের নাম দিয়া যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, আদিপুরাণ আদ্যন্ত পাঠ কর, ঐ বচন দেখিতে পাইবে না। বিশেষতঃ, আদিপুরাণ যে প্রণালীতে সঙ্কলিত দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে ঐরূপ বচন তন্মধ্যে থাকাই অসম্ভব। সুতরাং, মাধবাচার্য্যের ধৃত বচন অমূলক বোধ হইতেছে। অমূলক বচন অবলম্বন করিয়া, যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ঐ ব্যবস্থা কি রূপে প্রামাণিক হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যদিই ঐ বচনকে আদিপুরাণের বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও তদ্দৃষ্টে পরাশরবচনের সঙ্কোচ করা উচিত কর্ম্ম হয় নাই। প্রথমতঃ, পরাশরসংহিতা স্মৃতি, আদিপুরাণ পুরাণ। প্রথম পুস্তকে ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে, (১৪) স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, স্মৃতিই বলবতী হইবেক; অর্থাৎ, সে স্থলে, পুরাণের মত গ্রাহ্য না করিয়া, স্মৃতির মতই গ্রাহ্য করিতে হইবেক। তদনুসারে, পুরাণের বচন দেখিয়া, স্মৃতিবচনের সঙ্কোচ করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, (১৫) তদনুসারে সামান্য বিশেষ ব্যবস্থা করিলেও, আদিপুরাণের বচনানুসারে পরাশরবচনের সঙ্কোচ না হইয়া, পরাশরের বচনানুসারে আদিপুরাণের বচনেরই সঙ্কোচ করা সম্যক্

---

(১৪) ১৪ পৃষ্ঠ দেখ।

(১৫) ২৬ পৃষ্ঠের ১০ পংক্তি অবধি ৩৪ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দৃষ্টি কর

সঙ্গত ও বিচারসিদ্ধ বোধ হয়। আদিপুরাণবচন সামান্য শাস্ত্র, পরাশরবচন বিশেষ শাস্ত্র। সামান্য শাস্ত্র দ্বারা বিশেষ শাস্ত্রের বাধ অথবা সঙ্কোচ না হইয়া, বিশেষ শাস্ত্র দ্বারাই সামান্য শাস্ত্রের বাধ ও সঙ্কোচ হইয়া থাকে।

অতএব দেখ, মাধবাচার্য্য পরাশরের বিবাহবিধিকে যে যুগান্তরবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা প্রথমতঃ সংহিতাকর্ত্তার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ হইতেছে; দ্বিতীয়তঃ, স্বয়ং যে আভাস দিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধ হইতেছে; তৃতীয়তঃ, যে প্রমাণ অবলম্বন করিয়া ঐ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অমূলক হইতেছে; চতুর্থতঃ, ঐ প্রমাণ সমূলক হইলেও, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধস্থলে স্মৃতি প্রধান, এই ব্যাসকৃত মীমাংসার বিরুদ্ধ হইতেছে; পঞ্চমতঃ, বিশেষ শাস্ত্র দ্বারা সামান্য শাস্ত্রের বাধ হয়, এই সর্ব্বসম্মত মীমাংসার বিরুদ্ধ হইতেছে। ফলতঃ, সর্ব্বপ্রকারেই যুগান্তরবিষয় ব্যবস্থা অসঙ্গত স্থির হইতেছে।

এক্ষণে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, মাধবাচার্য্য অতি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং, তিনি যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, এ বিবেচনা না করিয়া, গ্রাহ্য করাই কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, মাধবাচার্য্য অতিপ্রধান পণ্ডিতও বটে এবং সর্ব্বপ্রকারে মান্যও বটে; কিন্তু তিনি ভ্রমপ্রমাদশূন্য ছিলেন না, এবং তাঁহার লিখিত সকল ব্যবস্থাই বেদবৎ প্রমাণ হয় না। যে যে স্থলে তৎকৃত ব্যবস্থা অসঙ্গত স্থির হইয়াছে, সেই সেই স্থলে তদুত্তরকালের গ্রন্থকর্ত্তারা তৎকৃত ব্যবস্থার খণ্ডন করিয়াছেন। যথা,

> যত্তু মাধবঃ যস্তু বাজসনেয়ী স্যাৎ তস্য সন্ধিদিনাৎ পুরা।
> ন ক্বাপ্যন্বাহিতঃ কিন্তু সদা সন্ধিদিনে হি সা ইত্যাহ তৎ
> কর্কভাষ্যদেবজানীশ্রীঅনন্তভাষ্যাদিসকলতচ্ছাখীয়গ্রন্থ-
> বিরোধাদ্বহুবনাদরাচ্চোপেক্ষ্যম্। (১৬)

(১৬) নির্ণয়সিন্ধু। প্রথম পরিচ্ছেদ। ইষ্টিনির্ণয় প্রকরণ।

মাধবাচার্য্য যাহা কহিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য; যেহেতু, কর্কভাষ্য, দেবজানী, শ্রীঅনন্তভাষ্য প্রভৃতি বাজসনেয় শাখা সংক্রান্ত সমস্ত গ্রন্থকর্ত্তার মতের বিরুদ্ধ ও অনেকের অনাদৃত।

মাধবস্তু সামান্যবাক্যান্নির্ণয়ং কুর্ব্বন্ ভ্রান্ত এব। (১৭)

মাধবাচার্য্য, সামান্য বাক্য অনুসারে নির্ণয় করিতে গিয়া, ভ্রান্তিজালে পতিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণা পূর্ব্বোত্তরা শুক্লা দশম্যেবং ব্যবস্থিতেতি মাধবঃ। বস্তুতস্তু মুখ্যা নবমীযুতৈব গ্রাহ্যা দশমী তু প্রকর্ত্তব্যা সদুর্গা দ্বিজসত্তমেত্যাপস্তম্বোক্তেঃ। (১৮)

মাধবাচার্য্য এই ব্যবস্থা করেন; কিন্তু বস্তুতঃ তৎকৃত ব্যবস্থা গ্রাহ্য না করিয়া, এইরূপ ব্যবস্থাই গ্রাহ্য করিতে হইবেক।

নন্বু মাসি চাশ্বযুজে শুক্লে নবরাত্রে বিশেষতঃ। সম্পূজ্য নবদুর্গাঞ্চ নক্তং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ। নবরাত্রাভিধং কর্ম্ম নক্তব্রতমিদং স্মৃতম্। আরম্ভে নবরাত্রস্যেত্যাদিস্কান্দাৎ মাধবোক্তেশ্চ নক্তমেব প্রধানমিতি চেৎ ন নবরাত্রোপবাসতঃ ইত্যাদেরনুপপত্তেঃ। (১৯)

যদি বল, স্কন্দপুরাণে আছে এবং মাধবাচার্য্যও কহিয়াছেন, অতএব এই ব্যবস্থাই ভাল; তাহা হইলে, অন্যান্য শাস্ত্রের উপপত্তি হয় না।

অত্র যামত্রয়াদর্ব্বাক্ চতুর্দ্দশীসমাপ্তৌ তদন্তে তদূর্দ্ধ্বগামিন্যাস্তু প্রাতস্তিথিমধ্য এবেতি হেমাদ্রিমাধবাদয়ো ব্যবস্থামাহুঃ তন্ন তিথ্যন্তে তিথিভান্তে বা পারণং যত্র চোদিতম্। যামত্রয়োর্দ্ধগামিন্যাং প্রাতরেব হি পারণে-

---

(১৭) নির্ণয়সিন্ধু। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ভাদ্রনির্ণয় প্রকরণ।

(১৮) নির্ণয়সিন্ধু। প্রথম পরিচ্ছেদ। একাদশীনির্ণয় প্রকরণ।

(১৯) নির্ণয়সিন্ধু। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। আশ্বিননির্ণয় প্রকরণ।

আদি সামান্যবচনৈরেব ব্যবস্থাসিদ্ধেরুভয়বিধবাক্য-বৈয়র্থস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ (২০)।

হেমাদ্রি মাধবাচার্য্য প্রভৃতি এই ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য নহে, যে হেতু উভয়বিধ বাক্যের বৈয়র্থ্য দুর্নিবার হইয়া উঠে।

নচ যদি প্রথমনিশায়ামেকতরবিয়োগস্তদাপি ব্রহ্মবৈবর্ত্তা-দিবচনাদ্দিবাপারণমনন্তভট্টমাধবাচার্য্যোক্তং যুক্তমিতিবাচ্যং ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদৃতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ। নিশায়াং পারণং কুর্য্যাৎ বর্জয়িত্বা মহানিশামিতি সংবৎসরপ্রদীপ-ধৃতস্য ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদৃতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ। অত্র নিশ্যপি তৎ কার্য্যং বর্জয়িত্বা মহানিশামিতি ব্রহ্মাণ্ডোক্তস্য চ নির্বিষয়ত্বাপত্তেঃ। (২১)

যদি বল অনন্তভট্ট ও মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থা ভাল, তাহা হইলে অন্যান্য শাস্ত্র নির্বিষয় হইয়া পড়ে, অর্থাৎ তাহাদের আর স্থল থাকে না।

দেখ, কমলাকরভট্ট ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন যে যে স্থলে মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থা অসঙ্গত বোধ করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে, প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাহার খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থা অসঙ্গত হইলেও, তাহাই মান্য করিয়া, তদনুসারে চলিতে হইবেক, এ কথা কোনও মতে সঙ্গত ও বিচারসিদ্ধ নহে।

---

(২০) নির্ণয়সিন্ধু। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ফাল্গুননির্ণয় প্রকরণ।

(২১) তিথিতত্ত্ব। জন্মাষ্টমী প্রকরণ।

৩—পরাশরের

বিবাহবিধি মনুবিরুদ্ধ নহে।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা প্রায় সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বিধবা-বিবাহ মনুবিরুদ্ধ। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, পরাশর নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনে কলি যুগে বিধবাদি স্ত্রীদিগের পক্ষে যে বিধি দিয়াছেন, যদি তাহা যথার্থই বিবাহের বিধি হয়, তথাপি মনুবিরুদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না; যে হেতু বৃহস্পতি কহিয়াছেন,

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।

মনু স্বীয় সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন; অতএব তিনি প্রধান। মনুর বিপরীত স্মৃতি প্রশস্ত নহে।

এই বৃহস্পতিবচন দ্বারা মনুর প্রাধান্য ও তদ্বিরুদ্ধ স্মৃতির অগ্রাহ্যতা দৃষ্ট হইতেছে। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণেও কথিত আছে,

মনুর্বৈ যৎ কিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজম্।

মনু যাহা কহিয়াছেন, তাহা মহৌষধ।

এ স্থলেও, বেদে মনুস্মৃতিকে মহৌষধ অর্থাৎ প্রধান বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব পরাশরের বিবাহবিধি যখন সেই মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ হইতেছে, তখন তাহা কি রূপে গ্রাহ্য করা যাইতে পারে।

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এই আপত্তি বিচারসিদ্ধ বোধ হইতেছে না; কারণ বৃহস্পতি, যুগবিশেষের নির্দ্দেশ না করিয়া, মনুস্মৃতির প্রাধান্য ও তদ্বিরুদ্ধ স্মৃতির অপ্রশস্ততা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু পরাশর মনুসংহিতাকে সত্য যুগের প্রধান শাস্ত্র বলিয়া মীমাংসা করিতেছেন; সুতরাং, বৃহস্পতিবচনে বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকিলেও, পরাশরবচনের সহিত ঐক্য করিয়া, মনুস্মৃতির প্রাধান্য ও তদ্বিরুদ্ধ স্মৃতির অপ্রশস্ততা

সত্য যুগের বিষয়ে বলিতে হইবেক। অর্থাৎ, সত্য যুগে মনুসংহিতা সর্ব্বপ্রধান স্মৃতি ছিল, এবং মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ হইলে, অন্যান্য স্মৃতি অপ্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত, সুতরাং অগ্রাহ্য, হইত। নতুবা, কলি যুগেও, মনুস্মৃতির বিপরীত হইলে, অন্যান্য স্মৃতি অগ্রাহ্য হইবেক, এরূপ নহে। বরং, বিষয়বিশেষে মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি গ্রাহ্য হইতেছে, এবং তদনুযায়ী ব্যবহারও ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশে প্রচলিত আছে, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যথা,

মনু কহিয়াছেন,

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ। ৯ ॥ ৯৪ ॥

যাহার বয়স ত্রিশ বৎসর, সে দ্বাদশবর্ষবয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবেক। কিংবা যাহার বয়স চব্বিশ বৎসর, সে অষ্টবর্ষবয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবেক। এই কালনিয়ম অতিক্রম করিয়া বিবাহ করিলে, ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়।

এ স্থলে মনু বিবাহের দুই প্রকার কালনিয়ম করিতেছেন, এবং এই দ্বিবিধ কালনিয়ম লঙ্ঘন করিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়, তাহাও কহিতেছেন।

কিন্তু, অঙ্গিরা কহিয়াছেন,

অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥
তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ ॥ (২২)

অষ্টবর্ষবয়স্কা কন্যাকে গৌরী বলে, নববর্ষবয়স্কা কন্যাকে রোহিণী বলে, দশবর্ষবয়স্কা কন্যাকে কন্যা বলে; তৎপরে কন্যাকে রজস্বলা বলে। অতএব, দশম বৎসর উপস্থিত হইলে, পণ্ডিতেরা যত্নশীল হইয়া কন্যা দান করিবেন, তখন আর কালদোষজন্য দোষ নাই।

এ স্থলে, অঙ্গিরা অষ্টম, নবম, ও দশম বর্ষকে বিবাহের প্রশস্ত কাল

(২২) উদ্বাহতত্ত্বধৃত।

বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন, এবং দশম বৎসরে, কালদোষ পর্য্যন্ত গণনা না করিয়া, যত্নশীল হইয়া, কন্যার বিবাহ দিতে কহিতেছেন। কিন্তু পুরুষের পক্ষে, কি চব্বিশ বৎসর, কি ত্রিশ বৎসর, কোনও কালনিয়মই রাখিতেছেন না। এক্ষণে বিবেচনা কর, অঙ্গিরার স্মৃতি মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ হইতেছে কি না। মনু দ্বাদশ ও অষ্টম বর্ষকেই কন্যার বিবাহের প্রশস্ত কাল বলিয়া বিধি দিতেছেন, এবং তাহার অন্যথা করিলে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হয়, বলিতেছেন। কিন্তু অঙ্গিরা অষ্টম, নবম, ও দশম বর্ষকে বিবাহের প্রশস্ত কাল বলিতেছেন, এবং দশম বৎসরে, কালাকাল বিবেচনা না করিয়া, যত্ন পাইয়া কন্যার বিবাহ দিবার বিধি দিতেছেন। ইহার মতে দ্বাদশ বর্ষ কোনও মতেই বিবাহের প্রশস্ত কাল হইতেছে না। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, এ স্থলে সকলে মনুর মতানুসারে চলিতেছেন, কি অঙ্গিরার মতানুসারে। আমার বোধ হয়, এ স্থলে মনুর মত আদরণীয় হইতেছে না। মনুর মতানুসারে চলিতে গেলে, দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার ত্রিশ বৎসর বয়সের বরের সহিত, ও অষ্টবর্ষীয়া কন্যার চব্বিশ বৎসর বয়সের বরের সহিত, বিবাহ দিতে হয়, নতুবা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু ইদানীং, কাহাকেই বিবাহকালে এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিতে দেখা যায় না। বরং অষ্টম বর্ষ, নবম বর্ষ, দশম বর্ষ বিবাহের প্রশস্ত কাল, অঙ্গিরার এই মতানুসারেই সকলকে চলিতে দেখা যাইতেছে। অতএব, স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, বিবাহস্থলে, মনুর মত আদরণীয় না হইয়া, তদ্বিরুদ্ধ অঙ্গিরার মতই সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইতেছে।

মনু কহিয়াছেন,

> এক এবৌরসঃ পুত্রঃ পিত্র্যস্য বসুনঃ প্রভুঃ।
> শেষাণামানৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাত্তু প্রজীবনম্॥ ৯। ১৬৩॥
> ষষ্ঠন্তু ক্ষেত্রজস্যাংশং প্রদদ্যাৎ পৈতৃকাদ্ধনাৎ।
> ঔরসো বিভজন্ দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমেব বা॥ ৯। ১৬৪॥
> ঔরসক্ষেত্রজৌ পুত্রৌ পিতৃরিক্থস্য ভাগিনৌ।

দশাপরে তু ক্রমশো গোত্ররিক্‌থাংশভাগিনঃ ॥ ৯। ১৬৫ ॥

এক ঔরস পুত্রই সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী; সে দয়া করিয়া অন্যান্য পুত্রদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন দিবেক। কিন্তু ঔরস পিতৃধন বিভাগকালে ক্ষেত্রজ ভ্রাতাকে পৈতৃক ধনের ষষ্ঠ অথবা পঞ্চম অংশ দিবেক। ঔরস আর ক্ষেত্রজ পুত্র পিতৃধনের অধিকারী। দত্তক প্রভৃতি আর দশবিধ পুত্র, পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে, গোত্রভাগী ও ধনাংশভাগী হইবেক।

যদি এক ব্যক্তির ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম প্রভৃতি বহুবিধ পুত্র থাকে, তাহা হইলে ঔরস, ক্ষেত্রজকে পৈতৃক ধনের পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ অংশ মাত্র দিয়া, স্বয়ং সমস্ত ধন গ্রহণ করিবেক; দত্তক প্রভৃতিকে দয়া করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দিবেক। আর, যদি ঔরস পুত্র না থাকে, ক্ষেত্রজ পুত্র সমস্ত ধনের অধিকারী হইবেক। ক্ষেত্রজ না থাকিলে, দত্তক সমস্ত ধনের অধিকারী হইবেক। এই রূপে মনু, ঔরস প্রভৃতি বহুবিধ পুত্র সত্ত্বে, ঔরসকে সমস্ত পৈতৃক ধনের স্বামী, ক্ষেত্রজকে কেবল পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ অংশ মাত্রের অধিকারী, এবং দত্তক প্রভৃতিকে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রের অধিকারী কহিতেছেন, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রের অভাবে, পর পর পুত্রের অধিকার বিধান করিতেছেন।

কিন্তু কাত্যায়ন কহিয়াছেন,

উৎপন্নে ত্বৌরসে পুত্রে তৃতীয়াংশহরাঃ সুতাঃ।
সবর্ণা অসবর্ণাস্তু গ্রাসাচ্ছাদনভাগিনঃ ॥

ঔরস পুত্র উৎপন্ন হইলে, সজাতীয় ক্ষেত্রজ দত্তক প্রভৃতি পুত্রেরা পৈতৃক ধনের তৃতীয়াংশ পাইবেক, অসজাতীয়েরা গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রাপ্ত হইবেক।

এ স্থলে, কাত্যায়ন সজাতীয় ক্ষেত্রজ দত্তক প্রভৃতির পৈতৃক ধনের তৃতীয়াংশে অধিকার, আর অসজাতীয়দিগের গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রে অধিকার, বিধান করিতেছেন। এক্ষণে বিবেচনা কর, কাত্যায়নস্মৃতি মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ হইতেছে কি না। মনু কেবল ক্ষেত্রজকে ষষ্ঠ অথবা পঞ্চম অংশ দিবার অনুমতি করিতেছেন, দত্তক প্রভৃতিকে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র। কিন্তু, কাত্যায়ন সজাতীয় ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, পৌনর্ভব প্রভৃতি

সকলকেই তৃতীয়াংশ দিবার বিধি দিতেছেন। মনুর মতে, ঔরস সত্ত্বে, দত্তক পুত্র গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রে অধিকারী (২৩); কাত্যায়নের মতে, ঔরস সত্ত্বে, দত্তক পৈতৃকধনের তৃতীয়াংশে অধিকারী। এক্ষণে অনুসন্ধান করিয়া দেখ, এ স্থলে সকলে মনুর মতানুসারে চলিতেছেন, কি কাত্যায়নের মতানুসারে। আমার বোধ হয়, এ স্থলে, মনুস্মৃতি আদরণীয় না হইয়া, মনুবিরুদ্ধ কাত্যায়নস্মৃতিই গ্রাহ্য হইতেছে। অর্থাৎ, এক্ষণে ঔরস সত্ত্বে দত্তক গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র না পাইয়া, পৈতৃক ধনের তৃতীয়াংশের অধিকারী হইয়া থাকে। যদি বৃহস্পতিবচনের এরূপ তাৎপর্য্য হয় যে, কলি যুগেও মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি গ্রাহ্য নহে, তাহা হইলে এ স্থলে কাত্যায়নস্মৃতি কি রূপে গ্রাহ্য হইতেছে।

অতএব, যখন কার্য্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, কলি যুগে বিষয়-বিশেষে মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইতেছে, এবং যখন পরাশরও মনুনিরূপিত ধর্ম্ম সত্য যুগের ধর্ম্ম বলিয়া মীমাংসা করিতেছেন, তখন মনুসংহিতার বৃহস্পতিপ্রোক্ত সর্ব্বপ্রাধান্য ও মনুবিরুদ্ধ স্মৃতির অগ্রাহ্যতা অগত্যা সত্যযুগ বিষয়ে বলিতে হইবেক। নতুবা, পরাশরসংহিতার মীমাংসা অনুসারে, যুগভেদে এক এক সংহিতার প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া, সকল যুগেই মনুস্মৃতির সর্ব্বপ্রাধান্য ব্যবস্থাপিত করিলে, বৃহস্পতি-বচন নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়া উঠে। কারণ, পূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে ইদানীং মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ স্মৃতি, অপ্রশস্ত না হইয়া, বিলক্ষণ প্রশস্তই হইতেছে। সুতরাং,

মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।

মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি প্রশস্ত নহে।

---

(২৩) কিন্তু দত্তক যদি সর্ব্বগুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে, ঔরস সত্ত্বেও, পিতৃধনের অংশভাগী হইতে পারে। যথা,

উপপন্নো গুণৈঃ সর্ব্বৈঃ পুত্রো যস্য তু দত্রিমঃ।
স হরেতৈব তদ্রিক্থং সম্প্রাপ্তোঽপ্যন্যগোত্রতঃ। ৯। ১৪১।

এ কথা কি রূপে সংলগ্ন হইতে পারে। আর,

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।

মনু বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, অতএব মনু প্রধান।

এ কথাই বা কি রূপে সংলগ্ন হইতে পারে। কারণ, মনু স্বীয় সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, আর যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি কি স্ব স্ব সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করেন নাই। তাঁহারা কি স্ব স্ব সংহিতাতে বেদবিরুদ্ধ কপোলকল্পিত বিষয় সকলের সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বেদ জানিতেন না, তাহাও নহে; এবং স্ব স্ব সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করেন নাই, তাহাও নহে। মনু স্বীয় সংহিতাতে যেরূপ বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর প্রভৃতি সংহিতাকর্ত্তারাও স্ব স্ব সংহিতাতে, সেইরূপ, বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন; তাহার কোনও সংশয় নাই। সুতরাং, বেদার্থসঙ্কলনরূপ যে হেতু দর্শাইয়া, বৃহস্পতি মনুস্মৃতির প্রাধান্য কীর্ত্তন করিতেছেন; সেই বেদার্থসঙ্কলনরূপ হেতু যখন সকল সংহিতাতেই সমান বর্ত্তিতেছে; তখন মনু প্রধান, অন্যান্য সংহিতাকর্ত্তারা অপ্রধান, এ ব্যবস্থা কি রূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। কারণ, যে হেতুতে এক সংহিতা প্রধান হইতেছে, সেই হেতু সত্ত্বেও, অন্যান্য সংহিতা অপ্রধান হইবেক কেন। ফলতঃ, লোকে যখন সকল ঋষিকেই সর্ব্বজ্ঞ ও ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং যখন সকল ঋষিই স্ব স্ব সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন; তখন সকল ঋষিকেই সমান জ্ঞান করিতে হইবেক। সকল সংহিতাকর্ত্তাকে সমান জ্ঞান করিতে হইবেক, এই মীমাংসা আমার কপোলকল্পিত নহে। মাধবাচার্য্যও পরাশরভাষ্যে এই মীমাংসাই করিয়াছেন। যথা,

অস্তু বা কথঞ্চিন্মনুস্মৃতেঃ প্রামাণ্যং তথাপি প্রকৃতায়াঃ পরাশরস্মৃতেঃ কিমায়াতং তেন নহি মনোরিব পরাশরস্য মহিমানং ক্বচিদ্বেদঃ প্রখ্যাপয়তি তস্মাত্তদীয়স্মৃতের্দ্দুর্নিরূপং প্রামাণ্যম্।

ভাল, মনুস্মৃতির প্রামাণ্য কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইল, তাহাতে পরাশরস্মৃতির কি হইবেক; কারণ, বেদে কোনও স্থলে, মনুর ন্যায়, পরাশরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন না। অতএব পরাশরস্মৃতির প্রামাণ্য নিরূপণ করা কঠিন।

এই আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া, মাধবাচার্য্য মীমাংসা করিতেছেন,

নচ পরাশরমহিম্নোঽশ্রৌতত্বং স হোবাচ ব্যাসঃ পারাশর্য্য ইতি শ্রুতৌ পরাশরপুত্রত্বমুপজীব্য ব্যাসস্য স্তুতত্বাৎ। যদা সর্ব্বসম্প্রতিপন্নমহিম্নো বেদব্যাসস্যাপি স্তুতয়ে পরাশরপুত্রত্বমুপজীব্যতে তদা কিমু বক্তব্যমচিন্ত্যমহিমা পরাশর ইতি। তস্মাৎ পরাশরোঽপি মনুসমান এব। এষ এব ন্যায়ো বশিষ্ঠাত্রিযাজ্ঞবল্ক্যাদিষু যোজনীয়ঃ।

বেদে পরাশরের মহিমা কীর্ত্তন করেন নাই, এরূপ নহে; পরাশরপুত্র ব্যাস বলিয়াছেন, এ স্থলে বেদে পরাশরের পুত্র বলিয়া ব্যাসের প্রশংসা করিয়াছেন। বেদব্যাসের মহিমা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন; যখন পরাশরের পুত্র বলিয়া, বেদে সেই বেদব্যাসের মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে, তখন পরাশরের যে অচিন্তনীয় মহিমা, এ কথা আর কি বলিতে হইবেক। অতএব, পরাশরও মনুর সমান, সন্দেহ নাই; বশিষ্ঠ, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিতেও এই যুক্তির যোজনা করিতে হইবেক। অর্থাৎ বেদে তাঁহাদেরও মহিমা কীর্ত্তিত আছে, সুতরাং তাঁহারাও মনুর সমান।

অতএব, যখন সকল সংহিতাকর্ত্তা ঋষিই সর্ব্বজ্ঞ ও ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকেন; যখন সকলেই স্ব স্ব সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন; এবং যখন বেদেও সকলের মহিমা কীর্ত্তিত আছে; তখন সকল ঋষিই সমান মান্য, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। তবে বিশেষ এই, যুগভেদে এক এক সংহিতা প্রধান রূপে পরিগণিত হইবেক, এইমাত্র। সত্য যুগে মনুসংহিতা প্রধান, ত্রেতা যুগে গোতমসংহিতা প্রধান, দ্বাপর যুগে শঙ্খলিখিতসংহিতা প্রধান, কলি যুগে পরাশরসংহিতা প্রধান। অতএব, যখন মনুসংহিতা এবং পরাশরসংহিতা ভিন্ন ভিন্ন যুগের শাস্ত্র হইল; তখন উভয়ের পরস্পর বিরোধপ্রসক্তিই কি রূপে থাকিতে পারে।

যাহা প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে ইহা নির্দ্ধারিত হইতেছে, মনুসংহিতা সত্য যুগের প্রধান শাস্ত্র, পরাশরসংহিতা কলি যুগের প্রধান শাস্ত্র; সুতরাং এ উভয়ের পরস্পর বিরোধপ্রসক্তিই নাই; বৃহস্পতি যে মনুসংহিতার সর্ব্বপ্রাধান্য ও তদ্বিরুদ্ধ স্মৃতির অগ্রাহ্যতা কহিয়াছেন, তাহা সত্য যুগের বিষয়ে; আর, ইদানীন্তন কালে মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি গ্রাহ্য হইয়া থাকে। সুতরাং, পরাশরোক্ত বিধবা প্রভৃতি স্ত্রীর বিবাহবিধি মনুবিরুদ্ধ হইলেও, কলি যুগে গ্রাহ্য হইবার কোনও বাধা নাই।

এক্ষণে ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, বিধবা প্রভৃতি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ মনুসংহিতার অথবা অন্যান্য সংহিতার বিরুদ্ধ কি না।

মনু কহিয়াছেন,

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে। ৯। ১৭৫।

যে নারী, পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা হইয়া, স্বেচ্ছাক্রমে পুনর্ভূ হয়, অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মে তাহাকে পৌনর্ভব বলে।

বিষ্ণু কহিয়াছেন,

অক্ষতা ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ। (২৪)

যে অক্ষতযোনি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কার হয়, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,

অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ॥ ১। ৬৭।

কি অক্ষতযোনি, কি ক্ষতযোনি, যে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কার হয়, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

বশিষ্ঠ কহিয়াছেন,

যা চ ক্লীবং পতিতমুন্মত্তং বা ভর্ত্তারমুৎসৃজ্য অন্যং
পতিং বিন্দতে মৃতে বা সা পুনর্ভূর্ভবতি। (২৫)

---

(২৪) ১৫ অধ্যায়। (২৫) ১৭ অধ্যায়।

যে স্ত্রী ক্লীব, পতিত বা উন্মত্ত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া, অথবা পতির মৃত্যু হইলে, অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

এই রূপে, মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য ও বশিষ্ঠ পুনর্ভূধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, অর্থাৎ পতি পতিত, ক্লীব বা উন্মত্ত হইলে, কিংবা পতি মরিলে, অথবা ত্যাগ করিলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কারের বিধি দিয়াছেন।

কেহ কেহ কহিয়াছেন, মনু প্রভৃতি যে পৌনর্ভব পুত্রের কথা কহিয়াছেন, সে কেবল সেইরূপ পুত্র উৎপন্ন হইলে, তাহার কি নাম হইবেক, এইমাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নতুবা তাদৃশ পুত্র যে শাস্ত্রীয় পুত্র, ইহা তাঁহাদের অভিমত নহে (২৬)। এই মীমাংসা মীমাংসকের কপোলকল্পিত, শাস্ত্রানুগত নহে। কারণ, যাঁহাদের সংহিতাতে পুত্রবিষয়ক বিধি আছে, তাঁহারা সকলেই পৌনর্ভবকে শাস্ত্রীয় পুত্র বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। মনু, ঔরস প্রভৃতি দ্বাদশবিধ পুত্রের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া, পরিশেষে কহিয়াছেন,

ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতানেকদশ যথোদিতান্।
পুত্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্মনীষিণঃ॥ ৯। ১৮০।

যথাক্রমে ক্ষেত্রজ প্রভৃতি যে একাদশবিধ পুত্রের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল, ঔরস পুত্রের অভাবে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার লোপের সম্ভাবনা ঘটিলে, মুনিরা তাহাদিগকে পুত্রপ্রতিনিধি কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এবং,

শ্রেয়সঃ শ্রেয়সোঽভাবে পাপীয়ানৃক্থমর্হতি। ৯। ১৮৪।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব উৎকৃষ্ট পুত্রের অভাবে, পর পর নিকৃষ্ট পুত্র ধনাধিকারী হইবেক।

যাজ্ঞবল্ক্যও, ঔরস প্রভৃতি দ্বাদশবিধ পুত্রের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া, কহিয়াছেন,

পিণ্ডদোঽংশহরশ্চৈষাং পূর্ব্বাভাবে পরঃ পরঃ। ২। ১৩২।

---

(২৬) শ্রীরামপুরনিবাসী শ্রীযুত বাবু কালিদাস মৈত্র প্রভৃতি।

এই দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রের অভাবে, পর পর পুত্র শ্রাদ্ধাধিকারী ও ধনাধিকারী হইবেক।

এই রূপে, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য যখন পৌনর্ভবকে শ্রাদ্ধাধিকারী ও ধনাধিকারী কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তখন পৌনর্ভব শাস্ত্রীয় পুত্র নহে, এ কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, মনু দ্বাদশবিধ পুত্রের গণনা স্থলে পৌনর্ভবকে দশম স্থানে কীর্ত্তন করিয়াছেন; সুতরাং, পৌনর্ভব অতি অপকৃষ্ট পুত্র হইতেছে। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, মনুর মতে পৌনর্ভব অপকৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ ও বিষ্ণুর মতে অপকৃষ্ট পুত্র নহে। তাঁহারা পৌনর্ভবকে দত্তক পুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য পৌনর্ভবকে ষষ্ঠ ও দত্তককে সপ্তম কীর্ত্তন করিয়াছেন; এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রের অভাবে পর পর পুত্র শ্রাদ্ধাধিকারী ও ধনাধিকারী বলিয়া বিধান দিয়াছেন। তদনুসারে, পৌনর্ভব দত্তকের পূর্ব্বে শ্রাদ্ধাধিকারী ও ধনাধিকারী হইতেছে; সুতরাং, পৌনর্ভব দত্তক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুত্র হইল। বশিষ্ঠ পৌনর্ভবকে চতুর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা,

পৌনর্ভবশ্চতুর্থঃ। (২৭)

পৌনর্ভব চতুর্থ।

এই রূপে, বশিষ্ঠ, পৌনর্ভবকে প্রথম শ্রেণীর ছয় পুত্রের মধ্যে চতুর্থ কীর্ত্তন করিয়া, দত্তককে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছয় পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা,

দত্তকো দ্বিতীয়ঃ। (২৮)

দত্তক দ্বিতীয়।

বিষ্ণুও পৌনর্ভবকে চতুর্থ ও দত্তকে অষ্টম কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা,

পৌনর্ভবশ্চতুর্থঃ। (২৯) দত্তকশ্চাষ্টমঃ। (২৯)

পৌনর্ভব চতুর্থ। দত্তক অষ্টম।

---

(২৭) ১৭ অধ্যায়। (২৮) ১৭ অধ্যায়। (২৯) ১৫ অধ্যায়।

এই পুত্রগণনা করিয়া পরিশেষে কহিয়াছেন,

> এতেষাং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বঃ শ্রেয়ান্ স এব দায়হরঃ স চান্যান্ বিভৃয়াৎ। (৩০)

ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্র শ্রেষ্ঠ, সেই ধনাধিকারী; সে অন্য অন্য পুত্রদিগের ভরণ পোষণ করিবেক।

অতএব দেখ, মনুর মতে পৌনর্ভব দশম স্থানে নির্দ্দিষ্ট, সুতরাং অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইলেও, যাজ্ঞবল্ক্যের মতে সপ্তম, আর বশিষ্ঠ ও বিষ্ণুর মতে চতুর্থ স্থানে নির্দ্দিষ্ট, ও দত্তক পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুত্র বলিয়া পরিগণিত, হইয়াছে। মনুসংহিতা সত্য যুগের প্রধান শাস্ত্র; সুতরাং, সেই যুগেই, পৌনর্ভব নিকৃষ্ট পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। সর্ব্ব যুগের নিমিত্ত ঐ ব্যবস্থা হইলে, পৌনর্ভবকে যাজ্ঞবল্ক্য সপ্তম স্থানে, এবং বিষ্ণু ও বশিষ্ঠ চতুর্থ স্থানে, কদাচ গণনা করিতেন না। অতএব যখন মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু ও বশিষ্ঠ, পৌনর্ভব ধর্ম্ম কীর্ত্তন দ্বারা, বিধবা প্রভৃতি স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কারের বিধান করিতেছেন, তখন বিধবার বিবাহ মনু অথবা অন্যান্য মুনির মতের বিরুদ্ধ, এ কথা কোনও মতে সঙ্গত ও বিচারসহ হইতেছে না। বোধ হয়, মনুর অথবা অন্যান্য মুনির সংহিতাতে বিশেষ দৃষ্টি নাই বলিয়াই, অনেকে মনু প্রভৃতির মতের বিরুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; নতুবা, সবিশেষ জানিয়াও, এরূপ অলীক ও অমূলক কথা লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।

বস্তুতঃ, যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে বিধবার বিবাহ মনু প্রভৃতির মতের বিরুদ্ধ নয়। তবে মনু প্রভৃতির মতে দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীকে পুনর্ভূ ও তদ্গর্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিত; পরাশরের মতানুসারে, কলি যুগে তাদৃশ স্ত্রীকে পুনর্ভূ ও তাদৃশ পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়া গণনা করা যাইবেক না, এই মাত্র বিশেষ। কলি

---

(৩০) ১৫ অধ্যায়।

যুগে তাদৃশ স্ত্রীকে পুনর্ভূ বলা অভিমত হইলে, পরাশর অবশ্যই পুনর্ভূ-সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন; এবং তাদৃশ পুত্রকে পৌনর্ভব বলা অভিমত হইলে, অবশ্যই পুত্রগণনাস্থলে পৌনর্ভবের উল্লেখ করিতেন। তাদৃশ স্ত্রী যে পুনর্ভূ বলিয়া পরিগণিত হইবেক না, এবং তাদৃশ পুত্রকে যে পৌনর্ভব না বলিয়া ঔরস বলিয়া গণনা করিতে হইবেক, তাহা ইদানীন্তন কালের লৌকিক ব্যবহার দ্বারাও বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। দেখ, যদি বাগ্দান করিলে পর, বিবাহ সংস্কার নির্ব্বাহ হইবার পূর্ব্বে, বরের মৃত্যু হয়, অথবা কোনও কারণে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়; তাহা হইলে, ঐ কন্যার পুনরায় অন্য বরের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। যুগান্তরে এ রূপে বিবাহিতা কন্যাকে পুনর্ভূ ও তদ্গর্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিত। যথা,

> সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
> বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা।
> উদকস্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা।
> অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূপ্রভবা চ যা।
> ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ॥

বাগ্দত্তা অর্থাৎ যাহাকে বাক্য দ্বারা দান করা গিয়াছে, মনোদত্তা অর্থাৎ যাহাকে মনে মনে দান করা গিয়াছে, কৃতকৌতুকমঙ্গলা অর্থাৎ যাহার হস্তে বিবাহ সূত্র বন্ধন করা গিয়াছে, উদকস্পর্শিতা অর্থাৎ যাহাকে যথাবিধি দান করা গিয়াছে, পাণিগৃহীতিকা অর্থাৎ যাহার পাণিগ্রহণ নির্ব্বাহ হইয়াছে, অগ্নিং পরিগতা অর্থাৎ যাহার কুশণ্ডিকা হইয়াছে, আর পুনর্ভূপ্রভবা অর্থাৎ পুনর্ভূর গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, কুলের অধম এই সাত পুনর্ভূ কন্যা বর্জ্জন করিবেক। এই সাত কাশ্যপোক্তা কন্যা বিবাহিতা হইলে, অগ্নির ন্যায়, পতিকুল ভস্মসাৎ করে।

এক্ষণে, বাগ্দত্তা, মনোদত্তা, কৃতকৌতুকমঙ্গলা, পুনর্ভূপ্রভবা এই চারিপ্রকার পুনর্ভূর বিবাহ সচরাচর প্রচলিত হইয়াছে, অর্থাৎ বাগ্দান, মনে মনে দান ও হস্তে বিবাহসূত্রবন্ধনের পর বর মরিলে, অথবা

কোনও কারণে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে, সেই কন্যার পুনরায় অন্য বরের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে, এবং এই রূপে বিবাহিতা পুনর্ভূ কন্যার গর্ভজাত কন্যারও বিবাহ হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে, এই রূপে বিবাহিতা কন্যাদিগকে পুনর্ভূ ও তদ্গর্ভজাত পুত্রদিগকে পৌনর্ভব বলিত। কিন্তু এক্ষণে এতাদৃশ স্ত্রীদিগকে পুনর্ভূ বলা যায় না ও তদ্গর্ভজাত পুত্রদিগকেও পৌনর্ভব বলা যায় না। সকলেই তাদৃশ স্ত্রীকে সর্ব্বাংশে প্রথমবিবাহিত স্ত্রীতুল্য, ও তাদৃশ পুত্রকে সর্ব্বাংশে ঔরসতুল্য, জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাদৃশ পুত্রেরা ঔরসের ন্যায় জনক জননী প্রভৃতির শ্রাদ্ধাদি করে এবং ঔরসের ন্যায় জনক জননী প্রভৃতির ধনাধিকারী হয়। বস্তুতঃ, সর্ব্ব প্রকারেই ঔরস বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে, কেহ ভুলিয়াও পৌনর্ভব বলিয়া গণনা করেন না। অতএব দেখ, যুগান্তরে যে সাত প্রকার পুনর্ভূ ও পৌনর্ভব ছিল, তন্মধ্যে চারি প্রকার ইদানীং প্রচলিত আছে, তাহারা পুনর্ভূ অথবা পৌনর্ভব বলিয়া পরিগণিত হয় না। তাদৃশ স্ত্রী প্রথমবিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় পরিগণিত ও তাদৃশ পুত্র ঔরস বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে। অবশিষ্ট তিন প্রকার পুনর্ভূরও বিবাহ প্রচলিত হইলে, সমান ন্যায়ে, তাহাদের প্রথম বিবাহিত স্ত্রীতুল্য পরিগণিত ও তদ্গর্ভজাত পুত্রের ঔরস বলিয়া পরিগৃহীত হইবার বাধা কি। অতএব, যখন পরাশরের অভিপ্রায়ানুসারে যুগান্তরীয় পুনর্ভূ প্রথমবিবাহিত স্ত্রীতুল্য ও যুগান্তরীয় পৌনর্ভব ঔরস বলিয়া স্থির হইতেছে, এবং লৌকিক ব্যবহারেও যখন যুগান্তরীয় চতুর্ব্বিধ পুনর্ভূ প্রথমবিবাহিত স্ত্রীতুল্য ও চতুর্ব্বিধ পৌনর্ভব ঔরস বলিয়া পরিগৃহীত দৃষ্ট হইতেছে; তখন পুনর্ব্বার বিবাহিতা বিধবা প্রভৃতি স্ত্রী ও তদ্গর্ভজাত পুত্র, যুগান্তরে পুনর্ভূ ও পৌনর্ভব বলিয়া পরিগণিত হইলেও, কলি যুগে প্রথমবিবাহিতা স্ত্রীর তুল্য পরিগণিত ও তাদৃশ পুত্র ঔরস বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক, তাহার বাধা কি।

কলি যুগে দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র যে ঔরস বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক, মহাভারতেও তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া

যাইতেছে। ঐরাবতনামক নাগরাজের এক কন্যা ছিল, ঐ কন্যা বিধবা হইলে, নাগরাজ অর্জ্জুনের সহিত তাহার বিবাহ দেন। অর্জ্জুনের ঔরসে সেই দ্বিতীয় বার বিবাহিতা কন্যার গর্ভে ইরাবান্ নামে যে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র অর্জ্জুনের ঔরস পুত্র বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। যথা,

অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমানিরাবান্নাম বীর্য্যবান্।
সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা॥
ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা।
পত্যৌ হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা॥
ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্॥ (৩১)

নাগরাজের কন্যাতে অর্জ্জুনের ইরাবান্ নামে এক শ্রীমান্ বীর্য্যবান্ পুত্র জন্মে। সুপর্ণ কর্ত্তৃক ঐ কন্যার পতি হত হইলে, নাগরাজ মহাত্মা ঐরাবত সেই দুঃখিতা বিধবা পুত্রহীনা কন্যা অর্জ্জুনকে দান করিলেন। অর্জ্জুন সেই বিবাহার্থিনী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

অজানন্নর্জ্জুনশ্চাপি নিহতং পুত্রমৌরসম্।
জঘান সমরে শূরান্ রাজ্ঞস্তান্ ভীষ্মরক্ষিণঃ॥ (৩১)

অর্জ্জুন, ঐ ঔরস পুত্রকে হত জানিতে না পারিয়া, ভীষ্মরক্ষক পরাক্রান্ত রাজাদিগকে যুদ্ধে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ইহা দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের পৌনর্ভব কলি যুগের প্রথমাবধিই ঔরস বলিয়া পরিগণিত ও পরিগৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এক্ষণে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক, প্রতিবাদী মহাশয়েরা, মনুসংহিতা হইতে যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়া, বিধবার বিবাহ মনুসংহিতাবিরুদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সকল বচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি। তাঁহারা,

(৩১) ভীষ্মপর্ব্ব। ৯১ অধ্যায়।

ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে। ৫। ১৬২।

এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ পর পুরুষ সাধ্বী স্ত্রীদিগের পক্ষে কোনও শাস্ত্রে ভর্ত্তা বলিয়া উপদিষ্ট নহে।

এই বচনার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া, বিধবাবিবাহ মনুবিরুদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু, ইহার অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে, তাঁহাদের অভিপ্রায় কোনও মতে সম্পন্ন হইতে পারে না। যথা,

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্ত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ ৫। ১৬০।
অপত্যলোভাদ্‌ যা তু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥ ৫। ১৬১।
নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্যপরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে॥ ৫। ১৬২।

স্বামী মরিলে, সাধ্বী স্ত্রী, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, কালক্ষেপ করিলে, পুত্র ব্যতিরেকেও স্বর্গে যায়; যেমন, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা পুত্র ব্যতিরেকেও স্বর্গে যান। যে নারী পুত্রের লোভে ব্যভিচারিণী হয়, সে নিন্দা প্রাপ্ত হয়, এবং পতিলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। পর পুরুষ দ্বারা উৎপন্ন পুত্র পুত্র নহে; পর ভার্য্যায় উৎপন্ন পুত্র পুত্র নহে; এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ পর পুরুষ, সাধ্বী স্ত্রীদিগের পক্ষে, ভর্ত্তা বলিয়া কোনও শাস্ত্রে উপদিষ্ট নহে।

অর্থাৎ,

অনন্তাঃ পুত্ত্রিণাং লোকাঃ নাপুত্ত্রস্য লোকোঽস্তীতি শ্রূয়তে। (৩২)

পুত্রবান্ লোকেরা অনন্ত স্বর্গ প্রাপ্ত হয়; অপুত্রের স্বর্গ নাই, বেদে এই নির্দ্দেশ আছে।

এই শাস্ত্র অনুসারে, পুত্রহীনা হইলে স্বর্গ হয় না, এই ভয়ে, এবং পুত্রবতী হইলে, স্বর্গপ্রাপ্তি হয় এই লোভে, ব্যভিচারিণী হইয়া যে স্ত্রী অন্য পুরুষ দ্বারা পুত্রোৎপাদনে প্রবৃত্তা হয়, সে নিন্দিতা ও স্বর্গভ্রষ্টা

(৩২) বশিষ্ঠসংহিতা। ১৭ অধ্যায়।

হয়; যে হেতু, অবিধানে পর পুরুষ দ্বারা উৎপন্ন পুত্র পুত্র বলিয়া পরিগণিত নহে। যদি বল, স্ত্রী যে পর পুরুষ দ্বারা পুত্র উৎপন্ন করিয়া লইবেক, তাহাকেই তাহার পতি বলিব। কিন্তু তাহা শাস্ত্রের অভিমত নহে; কারণ, পর পুরুষ সাধ্বী স্ত্রীদিগের পক্ষে ভর্ত্তা বলিয়া কোনও শাস্ত্রে উপদিষ্ট নহে। অর্থাৎ, স্বর্গলাভলোভে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অবিধানে, যে পর পুরুষ দ্বারা পুত্রোৎপাদনের চেষ্টা করিবেক, সেই পর পুরুষকে পতি বলিয়া স্বীকার করা শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে। যে হেতু, যথাবিধানে যে পুরুষের সহিত পাণিগ্রহণ সংস্কার হয়, শাস্ত্রে তাহাকেই পতিশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের উদ্ধৃত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বচনার্দ্ধের তাৎপর্য্য এই যে, বিধবা স্ত্রী, পুত্রলোভে ব্যভিচারিণী হইয়া, অবিধানে যে পর পুরুষে উপগতা হইবেক, সেই পর পুরুষ তাহার পতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেক না। নতুবা, যথাবিধানে বিবাহসংস্কার হইলেও, স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় পতি হইতে পারে না, এরূপ তাৎপর্য্য কদাচ নহে। তাহা হইলে মনু স্বয়ং পুত্র প্রকরণে যে পৌনর্ভব পুত্রের বিধান দিয়াছেন এবং পৌনর্ভবকে পিতার শ্রাদ্ধাধিকারী ও ধনাধিকারী কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কিরূপে সংলগ্ন হইবেক।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা,

ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ। ৯। ৬৫।

বিবাহবিধিস্থলে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ উক্ত নাই।

প্রকরণ পর্য্যালোচনা না করিয়া, এই বচনার্দ্ধের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক, বিধবার বিবাহ মনুবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার দ্বিতীয় চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু এই বচনকে একবারে বিধবাবিবাহনিষেধক স্থির করিলে, পুত্রপ্রকরণে মনুর পৌনর্ভববিধান কিরূপে সংলগ্ন হইবেক, তাহা তাঁহারা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। এই বচনার্দ্ধকে পৃথক্ গ্রহণ করিলে, তাঁহাদের অভিমত অর্থ কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু প্রকরণ পর্য্যালোচনা ও তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলে, তাহা কোনও ক্রমে সিদ্ধ হইতে পারে না। যথা,

দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্‌নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে ॥ ৯। ৫৯।
বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্‌যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন ॥ ৯। ৬০।
দ্বিতীয়মেকে প্রজনং মন্যন্তে স্ত্রীষু তদ্বিদঃ।
অনির্বৃত্তং নিয়োগার্থং পশ্যন্তো ধর্ম্মতস্তয়োঃ ॥ ৯। ৬১।
বিধবায়াং নিয়োগার্থে নির্বৃত্তে তু যথাবিধি ;
গুরুবচ্চ স্নুষাবচ্চ বর্ত্তেয়াতাং পরস্পরম্ ॥ ৯। ৬২।
নিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিত্বা বর্ত্তেয়াতান্তু কামতঃ।
তাবুভৌ পতিতৌ স্যাতাং স্নুষাগগুরুতল্পগৌ ॥ ৯। ৬৩।
নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিয়োক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনম্ ॥ ৯। ৬৪।
নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥ ৯। ৬৫।
অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৯। ৬৬।
স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ ॥ ৯। ৬৭।
ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ম্।
নিয়োজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ ॥ ৯। ৬৮।

সন্তানের অভাবে, যথাবিধানে নিযুক্তা স্ত্রী দেবর দ্বারা বা সপিণ্ড দ্বারা অভিলষিত পুত্র লাভ করিবেক। ৫৯ ॥ নিযুক্ত ব্যক্তি, ঘৃতাক্ত ও মৌনাবলম্বী হইয়া, রাত্রিতে সেই বিধবার গর্ভে একমাত্র পুত্র উৎপাদন করিবেক, কদাচ দ্বিতীয় নহে। ৬০ ॥ একমাত্র পুত্র দ্বারা ধর্ম্মতঃ নিয়োগের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় না বিবেচনা করিয়া, নিয়োগশাস্ত্রজ্ঞ মুনিরা বিধবা স্ত্রীতে দ্বিতীয় পুত্রোৎপাদনের অনুমতি দেন। ৬১ ॥ বিধবাতে যথাবিধানে নিয়োগের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইলে

পর, পরস্পর পিতার ন্যায় ও পুত্রবধূর ন্যায় থাকিবেক। ৬২॥ যে স্ত্রী ও পুরুষ নিযুক্ত হইয়া, বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক, স্বেচ্ছানুসারে চলে, তাহারা পতিত এবং পুত্রবধূগামী ও গুরুতল্পগামী হইবেক। ৬৩॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য পুত্রোৎপাদনার্থে বিধবা নারীকে অন্য পুরুষে নিযুক্ত করিবেক না। অন্য পুরুষে নিযুক্ত করিলে, সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট করা হয়। ৬৪॥ বিবাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে কোনও স্থলে নিয়োগের উল্লেখ নাই, এবং বিবাহবিধিস্থলে বিধবার বেদনের উল্লেখ নাই। ৬৫॥ শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজেরা এই পশুধর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন। বেণের রাজ্যশাসন কালে, মনুষ্যদিগের মধ্যে এই ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। ৬৬॥ সেই রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ, পূর্ব্ব কালে, সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া, এবং কাম দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া, বর্ণসঙ্কর প্রচলিত করিয়াছিলেন। ৬৭॥ তদবধি যে ব্যক্তি, মোহান্ধ হইয়া, পতিহীনা স্ত্রীকে পুত্রোৎপাদনার্থে পরপুরুষে নিযুক্ত করে, সে সাধুদিগের নিকট নিন্দনীয় হয়। ৬৮॥

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, এই প্রকরণের আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিলে, ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধি নিষেধ বোধ হয়, অথবা বিধবাবিবাহের বিধি নিষেধ বোধ হয়। প্রথম বচনে সন্তানাভাবে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের বিষয় উপক্রম করিয়া, সর্ব্বশেষ বচনে ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদন প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন। সুতরাং, যখন উপক্রমে ও উপসংহারে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধি ও নিষেধ দেখা যাইতেছে, এবং যখন তন্মধ্যবর্ত্তী সকল বচনেই তৎসংক্রান্ত কথা লক্ষিত হইতেছে, তখন এই প্রকরণ যে কেবল ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনবিষয়ক তাহাতে কোনও সংশয় হইতে পারে না। যে বচন অবলম্বন করিয়া, প্রতিবাদী মহাশয়েরা বিধবার বিবাহ মনুবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান, তাহার পূর্ব্বার্দ্ধেও ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনার্থ আদেশবোধক স্পষ্ট নিয়োগ শব্দ আছে; সুতরাং, অপরার্দ্ধে যে অস্পষ্ট বেদন শব্দ আছে, তাহারও পাণিগ্রহণরূপ অর্থ না করিয়া, প্রকরণ বশতঃ, ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণরূপ অর্থই করিতে হইবেক। এই বেদন শব্দ যে বিদধাতুনিষ্পন্ন, সেই বিদধাতু দ্বারা, পাণিগ্রহণ ও ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণ, উভয় অর্থই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। বিবাহ প্রকরণে থাকিলে, পাণিগ্রহণবোধক হয়;

নিয়োগপ্রকরণে থাকিলে, ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণবোধক হয়। যথা,

ন সগোত্রাং ন সমানপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত। (৩৩)

সমানগোত্রা, সমানপ্রবরা কন্যাকে বেদন করিবেক না।

দেখ, এ স্থলে বিন্দেত এই যে বিদধাতুর পদ আছে, তাহাতে বিবাহ-প্রকরণ বলিয়া পাণিগ্রহণরূপ অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে।

যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যে কৃতে পতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ॥ ৯। ৬৯।
যথাবিধ্যধিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্রাং শুচিব্রতাম্।
মিথো ভজেদা প্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ॥ ৯। ৭০। (৩৪)

বাগ্দান করিলে পর, বিবাহের পূর্ব্বে, যে কন্যার পতির মৃত্যু হয়, তাহাকে তাহার দেবর, এই বিধানে বেদন করিবেক। বৈধব্যলক্ষণধারিণী সেই কন্যাকে দেবর, যথাবিধানে গ্রহণ করিয়া, সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রত্যেক ঋতুকালে, এক এক বার গমন করিবেক।

দেখ, এ স্থলে, নিয়োগ প্রকরণ বলিয়া, বিদধাতু দ্বারা ক্ষেত্রজপুত্রোৎ-পাদনার্থে, গ্রহণ বুঝাইতেছে। অতএব,

ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ।

বিবাহবিধি স্থলে বিধবার বেদন উক্ত নাই।

এ স্থলে বিদধাতুনিষ্পন্ন যে বেদন শব্দ আছে, তাহারও, নিয়োগপ্রকরণ বলিয়া, ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণরূপ অর্থই করিতে হইবেক। বস্তুতঃ, বেদন শব্দের এরূপ অর্থ না করিলে, এ স্থল সঙ্গতই হইতে পারে না।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥

---

(৩৩) বিষ্ণুসংহিতা। ২৪ অধ্যায়।

(৩৪) মনুসংহিতা।

বিবাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই।
বিবাহবিধি স্থলে বিধবার ক্ষেত্রজপুত্ত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণও উক্ত নাই।

এই অর্থ যেরূপ সংলগ্ন হইতেছে, অপর অর্থ সেরূপ সংলগ্ন হয় না। যথা,

বিবাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই।
বিবাহবিধি স্থলে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ উক্ত নাই।

মনু নিয়োগধর্ম্মের নিষেধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; সুতরাং, ঐ বচনে নিয়োগের নিষেধ করিতেছেন; বিবাহসংক্রান্ত যে সকল মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে কোনও মন্ত্রে বিধবার নিয়োগের উল্লেখ নাই; আর বিবাহের বিধিস্থলে ক্ষেত্রজপুত্ত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণেরও উল্লেখ নাই। অর্থাৎ, নিয়োগ দ্বারা পুত্ত্রোৎপাদন হয়; পুত্ত্রোৎপাদন বিবাহের কার্য্য; সুতরাং, মনু নিয়োগকে বিবাহবিশেষস্বরূপ গণনা করিয়া লইতেছেন এবং বিবাহের মন্ত্রের মধ্যে ও বিবাহবিধির মধ্যে নিয়োগের ও নিয়োগ-ধর্ম্মানুসারে পুত্ত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণের কথা নাই; এই নিমিত্ত, অশাস্ত্রীয় বলিয়া নিষেধ করিতেছেন। নতুবা, নিয়োগপ্রকরণের বচনে পূর্ব্বার্দ্ধে ক্ষেত্রজপুত্ত্রোৎপাদন নিষেধ, অপরার্দ্ধে অনুপস্থিত অপ্রাকরণিক বিধবা-বিবাহের নিষেধ করিবেন, ইহা কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে। নিয়োগপ্রকরণে, বিবাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই, এ কথা বিলক্ষণ উপযোগী ও সঙ্গত হইতেছে; কিন্তু নিয়োগপ্রকরণে, বিবাহবিধি স্থলে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ উক্ত নাই, এ কথা নিতান্ত অনুপযোগী ও অপ্রাকরণিক হইতেছে। নিয়োগের বিধি নিষেধ মীমাংসা স্থলে, বিধবাবিবাহের নিষেধের কথা অকস্মাৎ উত্থাপিত হইবেক কেন। ফলতঃ, এ স্থলে বিবাহ শব্দ নাই, বেদন শব্দ আছে; বেদন শব্দে পাণিগ্রহণও বুঝায়, ক্ষেত্রজপুত্ত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণও বুঝায়। প্রকরণ-বশতঃ, বেদন শব্দে এখানে ক্ষেত্রজপুত্ত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণই বুঝাইবেক, তাহার কোনও সংশয় নাই। বস্তুতঃ, এ স্থলে বেদন শব্দের বিবাহ অর্থ স্থির করিয়া, বিধবাবিবাহের নিষেধ প্রতিপাদনে উদ্যত হওয়া কেবল প্রকরণজ্ঞানের অসদ্ভাব প্রদর্শনমাত্র।

এই প্রকরণ যে কেবল নিয়োগধর্ম্মের বিধি নিষেধ বিষয়ে, বিধবাবিবাহের বিধি অথবা নিষেধ বিষয়ে নহে; ভগবান্ বৃহস্পতির মীমাংসায় দৃষ্টি করিলে, সে বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। যথা,

উক্তো নিয়োগো মনুনা নিষিদ্ধঃ স্বয়মেব তু।
যুগহ্রাসাদশক্যোঽয়ং কর্ত্তুমন্যৈর্বিধানতঃ॥
তপোজ্ঞানসমাযুক্তাঃ কৃতত্রেতাদিকে নরাঃ।
দ্বাপরে চ কলৌ নৃণাং শক্তিহানির্হি নির্ম্মিতা॥
অনেকধা কৃতাঃ পুত্রা ঋষিভির্যে পুরাতনৈঃ।
ন শক্যাস্তেঽধুনা কর্ত্তুং শক্তিহীনৈরিদন্তনৈঃ॥ (৩৫)

মনু স্বয়ং নিয়োগের বিধি দিয়াছেন, স্বয়ংই নিষেধ করিয়াছেন। যুগহ্রাস প্রযুক্ত, অন্যেরা যথাবিধানে নিয়োগ নির্ব্বাহ করিতে পারে না। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে মনুষ্যেরা তপস্যা ও জ্ঞান সম্পন্ন ছিল; কিন্তু কলিতে মনুষ্যের শক্তিহানি হইয়াছে। পূর্ব্বকালীন ঋষিরা যে নানাবিধ পুত্র করিয়া গিয়াছেন, ইদানীন্তন শক্তিহীন লোকেরা সে সকল পুত্র করিতে পারে না।

অর্থাৎ, মনু নিয়োগপ্রকরণের প্রথম পাঁচ বচনে নিয়োগের স্পষ্ট বিধি দিতেছেন, এবং অবশিষ্ট পাঁচ বচনে নিয়োগের স্পষ্ট নিষেধ করিতেছেন। এক বিষয়ে এক প্রকরণে এক জনের বিধি ও নিষেধ কোনও মতে সঙ্গত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত, ভগবান্ বৃহস্পতি মীমাংসা করিয়াছেন, মনু নিয়োগের যে বিধি দিয়াছেন, তাহা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের অভিপ্রায়ে; আর নিয়োগের যে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা কলি যুগের অভিপ্রায়ে। অতএব দেখ, বৃহস্পতি মনুসংহিতার নিয়োগপ্রকরণের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদনুসারে নিয়োগধর্ম্মের বিধি নিষেধই যে এই প্রকরণের নিকৃষ্টার্থ, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতেছে না।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, নারদসংহিতা মনুসংহিতার

(৩৫) কুল্লূকভট্টধৃত।

অবয়বস্বরূপ। নারদ মনুপ্রণীত বৃহৎ সংহিতার সংক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া, উহার নাম নারদসংহিতা হইয়াছে। যেমন, বর্ত্তমান প্রচলিত মনুসংহিতা, ভৃগুপ্রোক্ত বলিয়া, ভৃগুসংহিতা নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। নারদসংহিতার আরম্ভে লিখিত আছে,

ভগবান্ মনুঃ প্রজাপতিঃ সর্ব্বভূতানুগ্রহার্থমাচারস্থিতিহেতুভূতং শাস্ত্রং চকার। তদেতৎ শ্লোকশতসহস্রমাসীৎ। তেনাধ্যায়সহস্রেণ মনুঃ প্রজাপতিরুপনিবধ্য দেবর্ষয়ে নারদায় প্রাযচ্ছৎ। স চ তস্মাদধীত্য মহত্ত্বান্নায়ং গ্রন্থঃ সুকরো মনুষ্যাণাং ধারয়িতুমিতি দ্বাদশভিঃ সহস্রৈঃ সঞ্চিক্ষেপ তচ্চ সুমতয়ে ভার্গবায় প্রাযচ্ছৎ। স চ তস্মাদধীত্য তথৈবায়ুর্হ্রাসাদল্পীয়সী মনুষ্যাণাং শক্তিরিতি জ্ঞাত্বা চতুর্ভিঃ সহস্রৈঃ সঞ্চিক্ষেপ। তদেতৎ সুমতিকৃতং মনুষ্যা অধীয়তে বিস্তরেণ শতসাহস্রং দেবগন্ধর্ব্বাদয়ঃ। যত্রায়মাদ্যঃ শ্লোকো ভবতি

আসীদিদং তমোভূতং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ প্রাদুরাসীচ্চতুর্ম্মুখঃ॥

ইত্যেবমধিকৃত্য ক্রমাৎ প্রকরণাৎ প্রকরণমনুক্রান্তম্। তত্র তু নবমং প্রকরণং ব্যবহারো নাম যস্যেমাং দেবর্ষির্নারদঃ সূত্রস্থানীয়াং মাতৃকাং চকার।

ভগবান্ মনু প্রজাপতি, সর্ব্বভূতের হিতার্থে, আচাররক্ষার হেতুভূত শাস্ত্র করিয়াছিলেন। সেই শাস্ত্র লক্ষ শ্লোকে রচিত। মনু প্রজাপতি সেই শাস্ত্র, সহস্র অধ্যায়ে সঙ্কলন করিয়া, দেবর্ষি নারদকে দেন। দেবর্ষি, মনুর নিকট সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, বহুবিস্তৃত গ্রন্থ মনুষ্যের অভ্যাস করা দুঃসাধ্য ভাবিয়া, দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে সংক্ষেপে সারসংগ্রহ করেন। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ তিনি ভৃগুবংশীয় সুমতিকে দেন। সুমতি, দেবর্ষির নিকট অধ্যয়ন করিয়া, এবং আয়ুর্হ্রাসসহকারে মনুষ্যের শক্তিহ্রাস হইতেছে দেখিয়া, চারি সহস্র

শ্লোকে সংক্ষেপে সারসংগ্রহ করিলেন। মনুষ্যেরা সেই সুমতিকৃত মনুসংহিতা অধ্যয়ন করে। দেব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির লক্ষশ্লোকময় বিস্তৃত গ্রন্থ পাঠ করেন। তাহার প্রথম শ্লোক এই,

> এই জগৎ অন্ধকারময় ছিল, কিছুই জানা যাইত না।
> তদনন্তর ভগবান্ চতুর্মুখ ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন।

এই রূপে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে প্রকরণের পর প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে; তন্মধ্যে নবম প্রকরণ ব্যবহার। দেবর্ষি নারদ সেই ব্যবহারপ্রকরণের এই প্রস্তাবনা করিয়াছেন।

দেখ, নারদসংহিতা মনুসংহিতার সারভাগমাত্র হইতেছে। নারদ লক্ষশ্লোকময় বৃহৎ মনুসংহিতার সার সঙ্কলন করিয়াছেন। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, (৩৬) এই নারদপ্রোক্ত সংহিতাতে, অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ স্থলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি আছে। সুতরাং, অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচপ্রকার বৈগুণ্য ঘটিলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার বিধি কেবল পরাশরের বিধি নহে, মনুরও বিধি হইতেছে। এই নিমিত্তই, মাধবাচার্য্যও পরাশরভাষ্যে নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনকে মনুবচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,

মনুরপি

> নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

মনুও কহিয়াছেন,

> স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রবিহিত।

অতএব, বিধবার বিবাহ, মনুর মতের বিরুদ্ধ না হইয়া, মনুর মতের অনুযায়ীই হইতেছে। ফলতঃ, যখন পরাশর, অবিকল মনুবচন স্বীয় সংহিতায় উদ্ধৃত করিয়া, বিধবাবিবাহের বিধি দিয়াছেন, তখন বিধবাবিবাহকে মনুবিরুদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হওয়া বিড়ম্বনামাত্র।

---

(৩৬) ৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

৪—পরাশরের

বিবাহবিধি বেদবিরুদ্ধ নহে।

কেহ কেহ (৩৭) পরাশরের বিবাহবিধিকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, বেদ এ দেশের সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্র; যদি পরাশরের বিবাহবিধি সেই সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্র বেদের বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে কি রূপে গ্রাহ্য করা যাইতে পারে। ভগবান্ বেদব্যাস মীমাংসা করিয়াছেন,

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥

যে স্থলে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইবেক, তথায় বেদই প্রমাণ; আর, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, স্মৃতিই প্রমাণ।

প্রতিবাদী মহাশয়দের ধৃত বেদ এই,

যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দেত। যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত॥

যেমন এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে। যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না।

এই বেদ অবলম্বন করিয়া, তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বার বিবাহবিধি বেদবিরুদ্ধ।

---

(৩৭) শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন ও তাঁহার সহকারিগণ। শ্রীযুত সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ। শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাসদগণ। বর।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, প্রতিবাদী মহাশয়েরা, এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না, ইহা দৃষ্টি করিয়া, স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি বেদবিরুদ্ধ, এই যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা বেদের অভিপ্রায়ানুযায়িনী নহে। উল্লিখিত বেদের তাৎপর্য্য এই যে, যেমন এক যূপে দুই রজ্জু এক কালে বেষ্টন করা যায়; সেইরূপ, এক পুরুষ দুই বা তদধিক স্ত্রী এক কালে বিবাহ করিতে পারে। আর, যেমন এক রজ্জু দুই যূপে এককালীন বেষ্টন করা যায় না; সেইরূপ, এক স্ত্রী দুই পুরুষ এককালীন বিবাহ করিতে পারে না। নতুবা, পতি মরিলেও, স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে না, এরূপ তাৎপর্য্য নহে। এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা কেবল আমার কপোলকল্পিত নহে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ যে এক বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং ঐ বেদবাক্যের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ঐরূপ তাৎপর্য্যই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যথা,

নৈকস্যা বহবঃ সহ পতয়ঃ।

এক স্ত্রীর এককালীন বহু পতি হইতে পারে না।

সহেতি যুগপদ্বহুপতিত্বনিষেধো বিহিতো ন তু সময়ভেদেন। (৩৮)

এই বেদ দ্বারা এক স্ত্রীর এককালীন বহুপতিবিবাহ নিষিদ্ধ হইতেছে, নতুবা সময়ভেদে বহুপতিবিবাহ দোষাবহ নহে।

অতএব, প্রতিবাদী মহাশয়েরা, বিধবাবিবাহকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সফল হইতেছে না। প্রতিবাদী মহাশয়দিগের ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক ছিল, যদি বিধবাবিবাহ এককালেই বেদবিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগে বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকিত না।

(৩৮) মহাভারত। আদিপর্ব্ব। বৈবাহিকপর্ব্ব। ১৯৫ অধ্যায়।

৫—বিবাহবিধায়ক বচন

পরাশরের, শঙ্খের নহে।

কেহ মীমাংসা করিয়াছেন, পরাশরের যে বচন অবলম্বন করিয়া, বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই বচন শঙ্খের, পরাশরের নহে; পরাশর দৃষ্টান্তবিধায় স্বীয় সংহিতাতে ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। (৩৯)

পরাশরসংহিতার বিবাহবিধায়ক বচনের এরূপ মীমাংসা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ বচন যদি পরাশরের না হইল, তাহা হইলে আর কলি যুগে বিধবা প্রভৃতি স্ত্রীদিগের বিবাহের প্রসক্তিই থাকিল না; সুতরাং, কলি যুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইল না। প্রতিবাদী মহাশয় স্বয়ং সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, এক প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের (৪০) ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া, এই মীমাংসা করিয়াছেন। কি প্রণালীতে এই মীমাংসা করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শনার্থ তদীয় পুস্তকের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে।

কলিধর্ম্ম উপক্রমে শ্রীযুত বিদ্যাসাগর লিখিত, তন্মনোনীত, বিধবাবিবাহের প্রতিপাদক, অন্যমূলক পরাশরবচনের মর্ম্মার্থ জ্ঞাত হইবার বাসনাতে আমি, বিশিষ্ট পণ্ডিত দ্বারা অবগত হইয়া, তন্মর্ম্মার্থ নিম্নে যত্নে প্রকাশ করিতেছি।

প্রথমতঃ, শ্রীযুত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, যে পরাশরসংহিতাধৃত এক বচন মাত্র অবলম্বন করিয়া, কলি যুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ ও অনিবার্য্য অবধার্য্য করিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বাপর্য্যাবলোকন করিয়া তাৎপর্য্য নিশ্চয় করিলে, অবশ্যই নিবার্য্য হইবেক।

জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যদা তিষ্ঠেদাধানং নৈব চিন্তয়েৎ।

---

(৩৯) শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী।

(৪০) শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন।

অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা ॥
নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকিতে, অগ্ন্যাধান চিন্তাও করিবেন না; অনুমতি থাকিলে করিবেন; এই সমুদয় কহিয়া, দৃষ্টান্ত দৃষ্ট করাইতেছেন। শঙ্খস্য বচনং যথা নষ্টে মৃতে ইত্যাদি।

পতি অনুদ্দেশ হইলে, মৃত হইলে, সন্ন্যাস আশ্রম করিলে, ক্লীব অবধারিত হইলে, ও পতিত হইলে, এই পঞ্চ আপদ্‌বিষয়ে স্ত্রীদিগের অন্য পতি বিধেয় হইতেছে ইতি।

এতাদৃশ বচনে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা বোধ হওয়ায় ভগবান্ পরাশর মুনি চিন্তা করিলেন, আপদ্‌কালে ঐরূপ কর্ত্তব্যতা আর কোথাও বিধেয় হইয়াছে কি না; তৎপ্রতিপোষক দৃষ্টান্ত দ্বাপর যুগের ধর্ম্মপ্রতিপাদক যে শঙ্খ ঋষি নষ্টে মৃতে ইত্যাদি বচন দ্বারা বিধান করিয়াছেন যে সন্তান উৎপত্তি দ্বারা পতি এবং আপনাকে স্বর্গগামী করাইবার নিমিত্ত আপদ্‌কালে অতি নিষিদ্ধ যে পত্যন্তর আশ্রয় করা তাহাও করিবেন; এই কথা; শঙ্খস্য বচনং যথা বলিয়া অবিকল শঙ্খবচনকে দেখাইতেছেন ইত্যাদি।

শঙ্খস্য বচনং যথা বলিয়া, অবিকল শঙ্খবচন দেখাইতেছেন, প্রতিবাদী মহাশয় এইরূপ কহাতে, আপাততঃ অনেকেরই এই প্রতীতি জন্মিতে পারে, নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচন শঙ্খসংহিতাতে অবিকল আছে; বস্তুতঃ তাহা নহে; এই বচন শঙ্খসংহিতাতে নাই। তবে প্রতিবাদী মহাশয়, কি ভাবিয়া শঙ্খস্য বচনং যথা বলিয়া, অবিকল শঙ্খবচন দেখাইতেছেন, বলিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, ও স্থলের ওরূপ ব্যাখ্যা নহে; প্রকৃত ব্যাখ্যা এই,

জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যদা তিষ্ঠেদাধানং নৈব চিন্তয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিতে, কনিষ্ঠ অগ্ন্যাধান করিবেক না; কিন্তু অনুমতি পাইলে করিবেক, শঙ্খের এই মত।

ইহাই এই বচনের প্রকৃত ব্যাখ্যা পরবচনের সহিত এ বচনের কোনও

সম্বন্ধ নাই। নতুবা, শঙ্খস্য বচনং যথা বলিয়া পরাশর শঙ্খবচন দৃষ্টান্ত বিধায় স্বীয় সংহিতায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, এরূপ তাৎপর্য্য নহে।

যদি অমুকস্য বচনং যথা এই কথা আর কোনও সংহিতাতে না থাকিত, তাহা হইলেও কথঞ্চিৎ প্রতিবাদী মহাশয়ের ব্যাখ্যা সংলগ্ন হইতে পারিত। অগ্ন্যাধান বিষয়েই অত্রিসংহিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে; তদ্দৃষ্টে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিতে পারিবেন, প্রতিবাদী মহাশয়ের ব্যাখ্যা সংলগ্ন হইতে পারে কি না। যথা,

জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যদা নষ্টো নিত্যং রোগসমন্বিতঃ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা॥
নাগ্নয়ঃ পরিবিন্দন্তি ন বেদা ন তপাংসি চ।
নচ শ্রাদ্ধং কনিষ্ঠে বৈ বিনা চৈবাভ্যনুজ্ঞয়া॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনুদ্দেশ অথবা চিররোগী হইলে, কনিষ্ঠ অনুমতি লইয়া অগ্ন্যাধান করিবেক, শঙ্খের এই মত।
জ্যেষ্ঠের অনুমতি ব্যতিরেকে, কনিষ্ঠকৃত অগ্ন্যাধান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয় না।

এ স্থলে, শঙ্খস্য বচনং যথা, এই ভাগের পর, নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচন থাকিলে, দৃষ্টান্তবিধায় শঙ্খবচন উদ্ধৃত করিবার কথা কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইতে পারিত। যদি বল, শঙ্খস্য বচনং যথা, এই ভাগের পর, নাগ্নয়ঃ পরিবিন্দন্তি, এই যে বচন আছে, ঐ বচনই শঙ্খের দৃষ্টান্তবিধায় অত্রিসংহিতায় উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না; যেহেতু, নাগ্নয়ঃ পরিবিন্দন্তি, এই বচনার্থ, দৃষ্টান্ত স্বরূপে প্রতীয়মান না হইয়া, পূর্ব্ববচনার্থের হেতু স্বরূপে বিন্যস্ত দৃষ্ট হইতেছে।

অত্রিসংহিতার অন্য স্থলেও, শঙ্খস্য বচনং যথা, এইরূপ আছে। যথা,

গোব্রাহ্মণহতানাঞ্চ পতিতানাং তথৈবচ।
অগ্নিনা ন চ সংস্কারঃ শঙ্খস্য বচনং যথা॥
যশ্চাণ্ডালীং দ্বিজো গচ্ছেৎ কথঞ্চিৎ কামমোহিতঃ।

ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্বিশুধ্যেত প্রাজাপত্যানুপূর্ব্বশঃ ॥

গো এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক হত ও পতিতদিগের অগ্নিসংস্কার করিবেক না, শঙ্খের এই মত।

যে দ্বিজ, কামমোহিত হইয়া, চাণ্ডালী গমন করিবেক, সে প্রাজাপত্যবিধানে তিন কৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধ হইবেক।

এ স্থলেও, শঙ্খস্য বচনং যথা, এই রূপ লিখিত আছে। কিন্তু পরবচনকে শঙ্খবচন বলিয়া দৃষ্টান্তবিধায় উদ্ধৃত বলা কোনও ক্রমে সংলগ্ন হইয়া উঠে না। পূর্ব্ব বচনের সহিত পর বচনের কোনও সংস্রব নাই। দুই বচনে দুই বিভিন্ন বিষয় নির্দ্দিষ্ট দৃষ্ট হইতেছে।

কিঞ্চ,

স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণ্যা ব্রাহ্মণী চ যা।
একরাত্রং নিরাহারা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥
স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণ্যা ক্ষত্রিয়া চ যা।
ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ব্যাসস্য বচনং যথা ॥
স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণ্যা বৈশ্যসম্ভবা।
চতূরাত্রং নিরাহারা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥
স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণ্যা শূদ্রসম্ভবা।
ষড্রাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্‌ব্রাহ্মণী কামকারতঃ ॥
অকামতশ্চরেদ্দেবং ব্রাহ্মণী সর্ব্বতঃ স্পৃশেৎ।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং শুদ্ধিরেষা প্রকীর্ত্তিতা ॥ (৪১) ॥

ব্রাহ্মণী যদি রজস্বলা ব্রাহ্মণীকে স্পর্শ করে, একরাত্র নিরাহারা হইয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধা হইবেক।

ব্রাহ্মণী যদি রজস্বলা ক্ষত্রিয়াকে স্পর্শ করে, ত্রিরাত্রে শুদ্ধা হইবেক, ব্যাসের এই মত।

ব্রাহ্মণী যদি রজস্বলা বৈশ্যাকে স্পর্শ করে, চারি রাত্রি নিরাহারা থাকিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধা হইবেক।

---

(৪১) অত্রিসংহিতা।

ব্রাহ্মণী যদি রজস্বলা শূদ্রাকে স্পর্শ করে, ছয় রাত্রে শুদ্ধা হইবেক। ইচ্ছা পূর্ব্বক স্পর্শ করিলে এই বিধি। দৈবাৎ স্পর্শ করিলে, দৈব প্রায়শ্চিত্ত করিবেক। চারি বর্ণের এই শুদ্ধিব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইল।

প্রতিবাদী মহাশয়ের ব্যাখ্যানুসারে, এ স্থলে তৃতীয় বচন ব্যাসবচন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে বলিতে হয়, কারণ, পূর্ব্ব বচনের শেষে, ব্যাসস্য বচনং যথা, এই কথা লিখিত আছে। কিন্তু, দ্বিতীয় বচনের শেষে, ব্যাসস্য বচনং যথা, আছে বলিয়া, তৃতীয় বচনকে ব্যাসবচন বলিয়া দৃষ্টান্তবিধায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, বলিবার পথ নাই; যেহেতু, পাঁচ বচনেই এক এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আর, যদিও অন্য সংহিতাতে, অমুকস্য বচনং যথা বলিলে, কথঞ্চিৎ অন্যের বচন দৃষ্টান্তবিধায় উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু,

অপঃ খরনখস্পৃষ্টাঃ পিবেদাচমনে দ্বিজঃ।
সুরাং পিবতি সুব্যক্তং যমস্য বচনং যথা॥

যদি ব্রাহ্মণ গর্দ্দভের নখস্পৃষ্ট জলে আচমন করে, তাহা হইলে, স্পষ্ট সুরাপান করা হয়, যমের এই মত।

স্তেয়ং কৃত্বা সুবর্ণস্য রাজ্ঞে শংসেত মানবঃ।
ততো মুষলমাদায় স্তেনং হন্যাত্ততো নৃপঃ॥ ১২০॥
যদি জীবতি স স্তেনস্ততঃ স্তেয়াৎ প্রমুচ্যতে।
অরণ্যে চীরবাসা বা চরেৎ ব্রহ্মহণো ব্রতম্॥ ১২১॥
সমালিঙ্গেৎ স্ত্রিয়ং বাপি দীপ্তাং কৃত্বায়সা কৃতাম্।
এবং শুদ্ধিঃ কৃতা স্তেয়ে সংবর্ত্তবচনং যথা॥ ১২২॥

মনুষ্য সুবর্ণ অপহরণ করিয়া রাজার নিকট কহিবেক; রাজা মুষল লইয়া চোরকে প্রহার করিবেন। যদি চোর জীবিত থাকে, অপহরণ পাপ হইতে মুক্ত হয়। অথবা চীর পরিধান করিয়া, অরণ্যে প্রবেশিয়া, ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবেক। কিংবা লৌহময়ী স্ত্রী প্রতিকৃতিকে, অগ্নিতে প্রদীপ্ত করিয়া, আলিঙ্গন করিবেক। এইরূপ করিলে, সুবর্ণাপহরণপাপ হইতে মুক্ত হয়, সংবর্ত্তের এই মত।

এই দুই স্থলে, অন্যের বচন দৃষ্টান্তবিধায় উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা বলিবার

কোনও উপায় দেখিতেছি না। কারণ, যম ও সংবর্ত্ত, স্ব স্ব সংহিতাতেই, যমস্য বচনং যথা, এবং সংবর্ত্তবচনং যথা, এরূপ কহিয়াছেন।

বস্তুতঃ, যে যে স্থলে অমুকস্য বচনং যথা এই কথা লিখিত থাকে, তথায় অমুকের এই মত এই অর্থই অভিপ্রেত, পরবর্ত্তী বচন দৃষ্টান্ত-বিধায় অন্য সংহিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, এমন অর্থ অভিপ্রেত নহে। যদি সে তাৎপর্য্যে অমুকস্য বচনং যথা বলা হইত, তাহা হইলে যম ও সংবর্ত্ত স্ব স্ব সংহিতাতে, যমস্য বচনং যথা, সংবর্ত্তবচনং যথা, এরূপ কহিতেন না। বোধ করি, প্রতিবাদী মহাশয়, নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া, অর্থ ও তাৎপর্য্য অনুধাবন না করিয়াই, পরাশরসংহিতার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অতএব, নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচন শঙ্খের, পরাশরের নহে; সুতরাং, বিধবা প্রভৃতি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ দ্বাপর যুগের আপদ্ধর্ম্ম হইল, কলি যুগের ধর্ম্ম নহে; এই ব্যবস্থা সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত, প্রতিবাদী মহাশয় যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সফল হইতেছে না।

৬—বিবাহবিধায়ক বচন

পরাশরের, কৃত্রিম নহে।

কেহ মীমাংসা করিয়াছেন (৪২)

১ কলি যুগে বিধবাবিবাহ যদি পরাশরের সম্মত হইত, তাহা হইলে তিনি বৈধব্যদশাকে দণ্ড বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন না।

২ স্বামী ক্লীব হইলে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ করা যদি পরাশরের অভিমত হইত, তাহা হইলে পরাশরসংহিতাতে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান থাকা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে; কারণ, স্ত্রী ক্লীব স্বামী পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিলে, পরের স্ত্রী হইল; ক্লীবের স্ত্রী রহিল না; সুতরাং ক্লীবের ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনের সম্ভাবনা থাকিল না।

৩ অতএব বিবাহবিধায়ক বচন পরাশরের নহে; পরাশরের হইলে পূর্ব্বাপর বিরোধ হইত না। ভারতবর্ষের দুরবস্থা কালে, হিন্দু রাজাদিগের ইচ্ছানুসারে, ঐ কৃত্রিম বচন সংহিতামধ্যে নিবেশিত হইয়াছে।

কলি যুগে বিধবাবিবাহ পরাশরের সম্মত হইলে, তিনি বৈধব্য দশাকে দণ্ড বলিয়া বিধান করিতেন না, এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, যদি পতির মৃত্যু হইলে পর, স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে, তবে সে পতিবিয়োগে দুঃখিতা হইবে কেন; যদি দুঃখের কারণ না হইল, তবে বিধবা হওয়া কি রূপে দণ্ড বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে। এই আপত্তি কোনও মতে বিচারসিদ্ধ হইতেছে না; কারণ, পুনর্ব্বার বিবাহের সম্ভাবনা আছে বলিয়া, পতিবিয়োগ হইলে, স্ত্রী যে তদ্বিরহে অসহ্য যাতনা ও দুঃসহ ক্লেশ পাইবে না, ইহা নিতান্ত অনুভববিরুদ্ধ।

(৪২) ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুত বাবু প্রসন্ন কুমার মুখোপাধ্যায়।

দেখ, পুরুষেরা, যত বার স্ত্রীবিয়োগ হয়, তত বারই বিবাহ করিতে পারে, এবং প্রায় করিয়াও থাকে; অথচ, স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পুরুষ আপনাকে হতভাগ্য বোধ করে, শোকে একান্ত কাতর ও মোহে নিতান্ত বিচেতন হয়। যখন পুনর্ব্বার বিবাহের সম্ভাবনা অথবা নিশ্চয় সত্বেও, পুরুষ স্ত্রীবিয়োগে এত শোকাভিভূত হয়, তখন যে স্ত্রীজাতির মন, প্রণয়াস্বাদন ও শোকানুভব বিষয়ে, পুরুষের অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ, সেই স্ত্রী, পুনর্ব্বার বিবাহের সম্ভাবনা থাকিলে, পতি-বিয়োগকে অতিশয় ক্লেশকর অথবা অতিশয় দুর্ভাগ্যের বিষয় বোধ করিবেক না, ইহা কোনও মতে সম্ভব হইতে পারে না। ফলতঃ, যে স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধ সংসারাশ্রমে সকল সুখের নিদান, সেই স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে একের মৃত্যু হইলে, অপরের অসহ্য ক্লেশ হইবেক, ইহার সন্দেহ কি। তবে যাবজ্জীবন বৈধব্য ভোগ করিতে হইলে, যত যাতনা, কিছু কালের নিমিত্ত হইলে, তত যাতনা নহে, যথার্থ বটে। কিন্তু কিছু কালও যে অসহ্য যাতনা ভোগ করা দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। আর, প্রথম স্ত্রীর বিয়োগের পর, যদি পুরুষ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, এবং সেই নব প্রণয়িনীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হয়, তথাপি সে পূর্ব্ব প্রণয়িনীর প্রণয় ও অনুরাগের বিষয় একবারে বিস্মৃত হইতে পারে না। যখন যখন ঐ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়, তখনই তাহার চিরনির্ব্বাণ শোকানল, অন্ততঃ, কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। অতএব, স্ত্রীজাতির সৌভাগ্যক্রমে, যদি বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে স্ত্রী, পুনর্ব্বার বিবাহের সম্ভাবনা আছে বলিয়া, পতিবিয়োগে দুঃখিতা হইবেক না, এবং পুনরায় বিবাহ করিয়া পর স্বামীর প্রণয়িনী হইলে, পূর্ব্বস্বামীর প্রণয় ও অনুরাগ একবারে বিস্মৃত হইবেক, অথবা সময়বিশেষে স্মরণ হইলে, তাহার হৃদয়ে শোকানলের সঞ্চার হইবেক না, এ কথা কোনও ক্রমে হৃদয়ঙ্গম হয় না। যদি বল, যে স্ত্রী দরিদ্র, ব্যাধিত, মূর্খ স্বামীর প্রতি অনাদর ও অশ্রদ্ধা দর্শন করে, সে তাদৃশ স্বামীর মৃত্যু হইলে,

তদ্বিয়োগে দুঃখিতা হইবেক কেন। সুতরাং, ঈদৃশ স্থলে বৈধব্যদশাকে দণ্ড বলিয়া বিধান করা কি রূপে সংলগ্ন হইতে পারে। এ আপত্তিও সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, এতাদৃশ স্থলে স্ত্রীকে প্রিয়বিয়োগজন্য দুঃখ অনুভব করিতে হইবেক না, যথার্থ বটে; কিন্তু বৈধব্যনিবন্ধন আর যে সমস্ত অসহ্য যন্ত্রণা আছে, তাহার ভোগ কে নিবারণ করিবেক। বিশেষতঃ, স্ত্রী, দরিদ্র প্রভৃতি স্বামীকে অনাদর করিয়া, একবার মাত্র বিধবা হইয়া নিস্তার পাইতেছে না; ঐ অপরাধে তাহাকে পুনঃ পুনঃ বিধবা হইতে হইতেছে। অন্য অন্য বারে, তাহাকে বৈধব্যনিবন্ধন সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হইবেক। অতএব, পুনর্ব্বার বিবাহের সম্ভাবনা থাকিলে, বৈধব্য দশাকে দণ্ড স্বরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না, এ কথা বিচারসিদ্ধ হইতেছে না; সুতরাং বিবাহবিধায়ক বচনের সহিত এ বচনের বিরোধ ঘটিতেছে না। বিধবা হওয়া কোনও মতে ক্লেশকর না হইলেই, বৈধব্য দশাকে দণ্ড বলিয়া ব্যাখ্যা করা অসঙ্গত হইতে পারিত, এবং তাহা হইলেই উভয় বচনের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইত।

আর, ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক,

দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে।
সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥

যে নারী দরিদ্র, রোগী, মূর্খ স্বামীর প্রতি অনাদর প্রদর্শন করে, সে মরিয়া সর্পী হয় এবং পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়।

ঋতুস্নাতা তু যা নারী ভর্ত্তারং নোপসর্পতি।
সা মৃতা নরকং যাতি বিধবা চ পুনঃ পুনঃ॥

যে নারী ঋতুস্নান করিয়া স্বামীর সেবা না করে, সে মরিয়া নরকে যায় ও পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়।

অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
সপ্ত জন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥

যে ব্যক্তি অদুষ্ট অপতিত ভার্য্যাকে যৌবন কালে পরিত্যাগ করে, সে সাত জন্ম স্ত্রী হয় ও পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়।

এই তিন বচনেই যখন পুনঃ পুনঃ বিধবা হয় লিখিত আছে, তখন বিধবাবিবাহবিধায়ক বচনের সহিত বিরোধ না হইয়া, বরং এই তিন বচন দ্বারা বিধবাবিবাহের পোষকতাই হইতেছে। বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহের বিধান না থাকিলে, স্ত্রীর পুনঃ পুনঃ বিধবা হওয়া কি রূপে সম্ভবিতে পারে। প্রতিবাদী মহাশয়, পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়, এই স্থলে, প্রতিজন্মে বিধবা হয়, এইরূপ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। কিন্তু ঐ ব্যাখ্যা প্রথম বচনে সম্যক্ সংলগ্ন হইতেছে না; কারণ, মরিয়া যখন সর্পী হইল, তখন জন্মে জন্মে বিধবা হইয়া বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিবার সম্ভাবনা কোথায় রহিল। তৃতীয় বচনেও পুনঃ পুনঃ এই দুই পদের প্রয়োগ নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া উঠে; যেহেতু, সপ্ত জন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ, সাত জন্ম স্ত্রী ও বিধবা হয়, এই মাত্র কহিলেই চরিতার্থ হয়, পুনঃ পুনঃ এই দুই পদের কোনও প্রয়োজন থাকে না। সাত জন্ম স্ত্রী ও বিধবা হয় বলিলেই, প্রতিজন্মে বিধবা হয়, সুতরাং বোধ হইয়া যায়। সাত জন্ম স্ত্রী হয় ও পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়, ইহাতে প্রতি জন্মেই পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়, ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সুতরাং, ইহা বিধবার বিবাহের বিরোধক না হইয়া, বরং বিলক্ষণ পোষকই হইতেছে।

আর ইহাও অনুধাবন করা আবশ্যক, পুনঃ পুনঃ শব্দে বারংবার এই অর্থই বুঝায়, জন্মে জন্মে এ অর্থ বুঝায় না। পুনঃ পুনঃ কহিতেছে, পুনঃ পুনঃ দেখিতেছে, পুনঃ পুনঃ লিখিতেছে, ইত্যাদি যে যে স্থলে পুনঃ পুনঃ শব্দের প্রয়োগ থাকিবেক, সর্ব্বত্রই বারংবার এই অর্থই বুঝাইবেক। তবে যে বিষয় এক জন্মে ঘটিয়া উঠে না, সেই বিষয়ে পুনঃ পুনঃ শব্দের প্রয়োগ থাকিলে, তাৎপর্য্যাধীন জন্মে জন্মে এই অর্থ বুঝাইতে পারে; যেমন, পুনঃ পুনঃ নরকে যায় বলিলে, জন্মে জন্মে নরকে যায়, এই অর্থ তাৎপর্য্যবশতঃ প্রতীয়মান হয়। তাহার কারণ এই যে, এক জন্মে বারংবার নরকগমন সম্ভব নহে; সুতরাং প্রতিজন্মে

নরক গমন হয়, এইরূপ অর্থ বোধ হয়। এস্থলেও, পুনঃ পুনঃ শব্দের বারংবার এই অর্থই বুঝাইতেছে; জন্মে জন্মে এ অর্থ শব্দের অর্থ নহে; তাৎপর্য্যাধীন ঐ অর্থ প্রতীয়মান হয় মাত্র। সেইরূপ, যদি পরাশরসংহিতাতে বিধবা প্রভৃতি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি না থাকিত, তাহা হইলে, এক জন্মে পুনঃ পুনঃ বিধবা হওয়া সম্ভব হইত না; সুতরাং, তাৎপর্য্যাধীন, জন্মে জন্মে বিধবা হয়, এইরূপ অর্থ করিতে হইত। কিন্তু যখন পরাশরসংহিতাতে বিধবা প্রভৃতি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি আছে, তখন এক জন্মেই পুনঃ পুনঃ বিধবা হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে; সুতরাং, পুনঃ পুনঃ শব্দের জন্মে জন্মে এ অর্থ করিবার কোনও আবশ্যকতা থাকিতেছে না। পুনঃ পুনঃ শব্দের বারংবার এই অর্থ এক জন্মে অসঙ্গত না হইলে, জন্মে জন্মে এ অর্থ করিতে হয় না।

ক্লীব স্বামী পরিত্যাগ করিয়া, স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ করা পরাশরের সম্মত হইলে, পরাশরসংহিতাতে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান থাকা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে, এই আপত্তিও বিচারসিদ্ধ হইতেছে না। স্ত্রী ক্লীব পতি ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতে পারে, যথার্থ বটে; কিন্তু যদি বিবাহ না করে, অথবা বিবাহের পূর্ব্বে, পূর্ব্ব স্বামীর বংশরক্ষার্থে, তদীয় অনুমতিক্রমে, শাস্ত্রবিধান অনুসারে, নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ক্ষেত্রজ-পুত্রোৎপাদন আবশ্যক হইলে, অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। আর, স্বামী, পুত্রোৎপাদন না করিয়া মরিবার সময়, যদি স্ত্রীকে ক্ষেত্রজ-পুত্রোৎপাদনের অনুমতি দিয়া যান, তাহা হইলেও, যদি ঐ স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করে, ঐ বিবাহের পূর্ব্বে, পূর্ব্ব স্বামীর বংশরক্ষার্থে, ক্ষেত্রজ পুত্রের উৎপাদন সম্পন্ন হইতে পারে। আর, পরাশর যে পাঁচ বিষয়ে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দিয়াছেন, সেই সেই বিষয়ে, যদিই ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদন নিতান্ত অসম্ভব বল, তাহাতেই বা ক্ষতি কি। তাহা হইলেও, ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনের স্থলের অভাব হইতেছে না। যেহেতু, স্বামী চিররোগী হইলে, অথবা স্বামীর বীজ পুত্রোৎপাদনশক্তি-বর্জ্জিত হইলে, বংশরক্ষার্থে, তদীয় নিদেশক্রমে, শাস্ত্রবিধান অনুসারে,

নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদন সম্ভব হইতে পারে। অতএব, স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের বিধান থাকিলে, ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনের বিধান থাকা সম্ভব নহে, এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া, বিবাহবিধায়ক বচনের সহিত বিরোধ ঘটনা কোনও ক্রমে বিচারসহ হইতেছে না। অপরঞ্চ, প্রথম পুস্তকে, নন্দ পণ্ডিতের মতানুসারে, ক্ষেত্রজশব্দঘটিত পুত্রবিষয়ক বচনের যেরূপ ব্যাখ্যা করা গিয়াছে, তদনুসারে, পরাশরমতে, কলি যুগে ঔরস, দত্তক, কৃত্রিম এই ত্রিবিধ পুত্রমাত্র প্রতিপন্ন হয়, ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান সিদ্ধ হয় না। যাহা হউক, ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান সিদ্ধ হউক, আর না হউক, কোনও পক্ষেই, এই বচনের বিবাহবিধায়ক বচনের সহিত বিরোধ স্থাপন হইতে পারে না।

পরাশর যে বচনে বৈধব্য দশাকে দণ্ড বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং যে বচনে ক্ষেত্রজ শব্দ আছে, ঐ দুই বচনের সহিত বিবাহবিধায়ক বচনের বিরোধ ঘটাইয়া, এবং এক জনের গ্রন্থে পরস্পর বিরুদ্ধ বচন থাকা সম্ভব নহে, এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া, প্রতিবাদী মহাশয় বিবাহবিধায়ক বচনকে কৃত্রিম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন; এবং ঐ কৃত্রিম বচন, ভারতবর্ষের দুরবস্থাকালে, হিন্দুরাজাদিগের ইচ্ছানুসারে, সংহিতা-মধ্যে নিবেশিত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু, যখন ঐ তিন বচনের পরস্পর বিরোধ নাই, তখন পরস্পর বিরোধরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া, বিবাহবিধায়ক বচনকে কৃত্রিম বলিবার, এবং সময়-বিশেষে, ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছানুসারে, সংহিতামধ্যে নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার, অধিকার নাই। মাধবাচার্য্য বহু কালের লোক; তিনি, পরাশরসংহিতার ব্যাখ্যাকালে, ঐ বচনের আভাস দিয়াছেন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি ঐ বচনকে কৃত্রিম বলিয়া জানিতেন না। অতএব, প্রতিবাদী মহাশয়কে, অন্ততঃ, ইহা স্বীকার করিতে হইবেক, নিদানপক্ষে, মাধবাচার্য্যের সময়ে, ঐ বচন কৃত্রিম বলিয়া পরিগণিত ছিল না। আর, আপন মতের বিপরীত হইলেই, যদি কৃত্রিম বলিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে, লোকের মত এত ভিন্ন ভিন্ন যে, প্রায় সকল বচনই ক্রমে ক্রমে কৃত্রিম হইয়া উঠিবেক।

৭—পরাশরের বচন

বিবাহবিধায়ক, বিবাহনিষেধক নহে।

কেহ মীমাংসা করিয়াছেন, পরাশর বিবাহের বিধি দেন নাই। পতিরন্যো বিধীয়তে, এই স্থলে বিধীয়তে পদের পূর্ব্বে অকার ছিল লোপ হইয়াছে, তাহাতে ন বিধীয়তে এই অর্থ লাভ হইতেছে। ন বিধীয়তে বলিলে, বিধি নাই এই অর্থ বুঝায়। সুতরাং, পরাশরবচনে, বিধবার বিবাহের বিধি না হইয়া, নিষেধই সিদ্ধ হইতেছে। (৪৩)

এইরূপ কল্পনা দ্বারা, স্পষ্ট বিধিবাক্যকে নিষেধপ্রতিপাদক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা অসাধ্যসাধন প্রয়াস মাত্র। প্রতিবাদী মহাশয়ের অভিপ্রেত নিষেধপ্রতিপাদন, কোনও মতে, সঙ্গত বা সংহিতাকর্ত্তা ঋষির অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বোধ হয়, নারদসংহিতায় দৃষ্টি থাকিলে, প্রতিবাদী মহাশয় এরূপ নিষেধ কল্পনা করিতে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। কারণ, নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে, এই বচনের বিধীয়তে এই স্থলে যদি অবিধীয়তে এইরূপ বলেন, এবং তদ্দ্বারা বিধবা প্রভৃতি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান, তাহা হইলে, অনুদ্দেশ প্রভৃতি স্থলে, ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী, সন্তান হইলে আট বৎসর, নতুবা চারি বৎসর, প্রতীক্ষা করিয়া অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করিবেক, এ কথা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে (৪৪)। নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে, এই বচনে বিবাহের বিধি সিদ্ধ না হইলে, তৎপরবচনে অনুদ্দেশস্থলে আট বৎসর, অথবা চারি বৎসর, প্রতীক্ষা করিয়া বিবাহ করিবেক, এই বিশেষ বিধি দেওয়া নিতান্ত উন্মত্তের

---

(৪৩) শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস মৈত্র।

(৪৪) ৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।

কথা হইয়া উঠে। তদ্ব্যতিরিক্ত, বিধীয়তে ভিন্ন অবিধীয়তে এরূপ পদ-প্রয়োগ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ব্যাকরণ অনুসারে, আখ্যাতিক পদের সহিত নঞ্‌সমাস হয় না; সুতরাং, এরূপ পদ অসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ, ইহা প্রতিবাদী মহাশয় স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। পরিশেষে, উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া, ব্যাকরণ অনুসারে পদ সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাও সফল হইয়া উঠে নাই। আখ্যাতিক পদের সহিত নঞ্‌সমাস হয় না, এই নিমিত্ত ভয় পাইয়া, তিনি নঞ্‌সমাসের প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া কহিয়াছেন, বিধীয়তে এই আখ্যাতিক পদের সহিত নঞ্‌সমাস হইয়াছে এরূপ নহে; অর্থাৎ, বিধীয়তে এই আখ্যাতিক পদের সহিত নিষেধবাচক ন শব্দের সমাস করিয়া, ন স্থানে অ হইয়া, অবিধীয়তে এই পদ হয় নাই; অ এই এক নিষেধবাচক যে অব্যয় শব্দ আছে, তাহাই বিধীয়তে পদের পূর্ব্বে স্বতন্ত্র এক পদস্বরূপ আছে, এবং ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে, অন্যো এই পদের অন্তস্থিত ওকারের পর অ এই পদের লোপ হইয়াছে। কিন্তু, ব্যাকরণের এক সূত্রে যেমন পদের অন্তস্থিত একার ও ওকারের পরবর্ত্তী অকারের লোপের বিধি আছে; সেইরূপ, ব্যাকরণের সূত্রান্তরে, (৪৫) একস্বর অব্যয় শব্দের সন্ধিনিষেধ আছে; অর্থাৎ অ আ ই ঈ উ ঊ প্রভৃতি একস্বর অব্যয় শব্দের সন্ধি ও সন্ধিবিহিত লোপ দীর্ঘ আকারব্যত্যয় প্রভৃতি কোনও কার্য্য হয় না। সুতরাং, অবিধীয়তে এ স্থলে অ এক স্বতন্ত্র পদ কল্পনা করিলে, ব্যাকরণ অনুসারে, ঐ অকারের লোপ হইতে পারে না। অতএব, প্রতিবাদী মহাশয়, আপন অভিপ্রেত অর্থ সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, একান্ত ব্যগ্র হইয়া, যেমন পদের অন্তস্থিত একার ও ওকারের পরবর্ত্তী অকারের লোপবিধায়ক সূত্রের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; সেইরূপ, একস্বর অব্যয় শব্দের সন্ধিনিষেধক সূত্রটির বিষয়েও অনুসন্ধান করা আবশ্যক ছিল। যদি বলেন, ব্যাকরণে একস্বর অব্যয় শব্দের সন্ধিনিষেধ আছে বটে, কিন্তু ঋষিরা ব্যাকরণের বিধিনিষেধ প্রতিপালন

(৪৫) নিপাত একাজনাঙ্। পাণিনি। ১। ১। ১৪।

করিয়া চলেন না; সুতরাং, ব্যাকরণে একস্বর অব্যয় শব্দের সন্ধিনিষেধ থাকিলেও, ঋষিবাক্যে তাদৃশ সন্ধি হইবার বাধা কি। তাহা হইলে, প্রতিবাদী মহাশয়ের প্রতি আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্যাকরণে আখ্যাতিক পদের সহিত নঞ্‌সমাসের নিষেধ থাকিলেও, ঋষিবাক্যে তাদৃশ নঞ্‌সমাস হইবার বাধা কি। ফলতঃ, প্রতিবাদী মহাশয়, যখন ব্যাকরণে আখ্যাতিক পদের সহিত নঞ্‌সমাসের নিষেধ দেখিয়া, ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক, ঋষিবাক্যে নঞ্‌সমাস করিতে অসম্মত হইয়া, ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে পদ সিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; তখন ব্যাকরণে একস্বর অব্যয় শব্দের সন্ধিনিষেধ দেখিয়া, এক্ষণে গত্যন্তর নাই ভাবিয়া, ঋষিবাক্যে একস্বর অব্যয় শব্দের সন্ধি স্বীকার পূর্ব্বক, ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন স্বীকারে প্রবৃত্ত হইলে, নিতান্ত অবৈয়াকরণের কর্ম্ম করা হয়।

প্রতিবাদী মহাশয় এই অসঙ্গত কল্পনার পোষকস্বরূপ কহিয়াছেন, যদি অবিধীয়তে না বলিয়া, বিধীয়তে বল, অর্থাৎ পরাশরবচনে বিবাহের নিষেধ না বলিয়া, বিবাহের বিধি প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হও, তাহা হইলে পরাশরসংহিতার পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ হইয়া উঠে। পরাশর স্ত্রীলোকের বৈধব্যদশাকে অপরাধবিশেষের দণ্ড বলিয়া উল্লেখ ও ঋতুমতী কন্যা বিবাহে দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিধবার বিবাহ পরাশরের অভিমত হইলে, তিনি কখনই বৈধব্যদশাকে দণ্ড বলিয়া বিধান, অথবা ঋতুমতীবিবাহে দোষ কীর্ত্তন করিতেন না।

বৈধব্যদশাকে দণ্ড বলিয়া বিধান করাতে, বিধবার বিবাহবিধায়ক বচনের সহিত বিরোধ হইতে পারে কি না, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (৪৬)। এক্ষণে ঋতুমতীবিবাহে দোষ কীর্ত্তন থাকাতে, পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ হইতে পারে কি না, তাহার বিচার করা আবশ্যক। প্রতিবাদী মহাশয়ের অভিপ্রায় এই বোধ হয়, বিধবার বিবাহ প্রচলিত হইলে,

---

(৪৬) ১০১ পৃষ্ঠা দেখ।

যে সকল বিধবা কন্যার ঋতু দর্শন হইয়াছে, তাহাদেরও বিবাহ হইবেক। কিন্তু, যখন পরাশর তাদৃশ কন্যার বিবাহে দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তখন বিধবাবিবাহ কি রূপে পরাশরের অভিপ্রেত হইতে পারে; অভিপ্রেত হইলে, তাদৃশ কন্যাবিবাহকারী ব্যক্তি তাঁহার মতে নিন্দনীয় ও প্রায়শ্চিত্তার্হ হইত না।

প্রতিবাদী মহাশয়ের এই আপত্তি কোনও মতে সঙ্গত ও বিচারসহ হইতেছে না; কারণ, পরাশর ঋতুমতী কন্যার বিবাহে যে দোষকীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কন্যার প্রথম বিবাহপক্ষে, বিধবা প্রভৃতির বিবাহ-পক্ষে নহে; ঐ প্রকরণের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাই নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয়। যথা,

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥
যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞানমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যো হ্যপাঙ্‌ক্তেয়ঃ স জ্ঞেয়ো বৃষলীপতিঃ॥
যঃ করোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনং দ্বিজঃ।
স ভৈক্ষ্যভুগ্ জপন্নিত্যং ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্ব্বিশুদ্ধ্যতি॥

অষ্টবর্ষা কন্যাকে গৌরী বলে; নববর্ষা কন্যাকে, রোহিণী বলে; দশবর্ষীয়া কন্যাকে কন্যা বলে; তৎপরে, অর্থাৎ একাদশাদি বর্ষে, কন্যাকে রজস্বলা বলে। দ্বাদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে, যে কন্যাদান না করে, তাহার পিতৃলোকেরা মাসে মাসে সেই কন্যার ঋতুকালীন শোণিত পান করেন। কন্যাকে রজস্বলা দেখিলে, মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিন জন নরকে যান। যে ব্রাহ্মণ, অজ্ঞানান্ধ হইয়া, সেই কন্যাকে বিবাহ করে, সে অসম্ভাষ্য, অপাঙ্‌ক্তেয় ও বৃষলীপতি, অর্থাৎ তাহার সহিত সম্ভাষণ করিতে নাই, এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন

করিতে নাই, এবং তাহার সেই স্ত্রীকে বৃষলী বলে। যে দ্বিজ এক রাত্রি বৃষলী সেবন করে, সে তিন বৎসর প্রতিদিন ভিক্ষান্নভক্ষণ ও জপ করিয়া শুদ্ধ হয়।

অষ্টম, নবম, দশম বর্ষে কন্যা দান করিবেক; দ্বাদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে কন্যাদান না করিলে, পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নরক হয়, এবং যে ঐ কন্যাকে বিবাহ করে, সে নিন্দনীয় ও প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়; এ কথা যে কেবল প্রথম বিবাহের পক্ষে, তাহাতে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। প্রতিবাদী মহাশয়, এই প্রকরণের পাঁচ বচনের মধ্যে, শেষ দুই বচন মাত্র আপন অভিপ্রেত বিষয়ের পোষক দেখিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং বিধবার বিবাহপক্ষে ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কোনও প্রকরণের দুই বচন, এক বচন, অথবা বচনার্দ্ধ, চেষ্টা করিলে, সকল বিষয়েই ঘটাইতে পারা যায়; কিন্তু প্রকরণ পর্য্যালোচনা করিলে, সেইরূপ ঘটনা নিতান্ত অঘটনঘটনা হইয়া উঠে। আর, পূর্ব্বদর্শিত নারদসংহিতাতে যখন সন্তান হইলেও স্ত্রীলোকের বিবাহের বিধি আছে, এবং

অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।

কি অক্ষতযোনি, কি ক্ষতযোনি, যে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হয়, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

এই যাজ্ঞবল্ক্যবচনে যখন ক্ষতযোনিরও বিবাহসংস্কারের অনুজ্ঞা দৃষ্ট হইতেছে, তখন বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার ঋতুদর্শন হইলে, পিতৃপক্ষে ও পতিপক্ষে যে সকল দোষকীর্ত্তন আছে, সে সমস্ত দোষ ঘটাইবার বৃথা চেষ্টা পাইয়া, বিধবাবিবাহকে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হওয়া কোনও ফলদায়ক হইতে পারে না।

৮—দীর্ঘতমার নিয়ম স্থাপন

বিধবাবিবাহের নিষেধবোধক নহে।

কেহ কহিয়াছেন (৪৭), অপরঞ্চ পঞ্চম বেদ মহাভারতের আদিপর্ব্বতে ইহলোকে স্ত্রীলোকের এক পতি মাত্র নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। যথা

দীর্ঘতমা উবাচ।

অদ্যপ্রভৃতি মর্য্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
এক এব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম্॥ ৩১॥
মৃতে জীবতি বা তস্মিন্নাপরং প্রাপ্নুয়ান্নরম্।
অভিগম্য পরং নারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৪২॥

মহর্ষি দীর্ঘতমা কহিয়াছেন। আমি অদ্যাবধি লোকেতে মর্য্যাদা স্থাপিতা করিলাম। নারীর কেবল এক পতি হইবেক যাবজ্জীবন তাহাকে আশ্রয় করিবে। সেই পতি মরিলে কিংবা জীবিত থাকিলে নারী অন্য নরকে প্রাপ্তা হইবে না। নারী অন্য পুরুষকে গমন করিলে নিঃসন্দেহ পতিতা হইবে।

ইহা কহিবার তাৎপর্য্য এই যে, যখন মহাভারতে, স্ত্রীলোকের পক্ষে, যাবজ্জীবন একমাত্র পতিকে অবলম্বন করিয়া, কালক্ষেপণ করিবার নিয়ম ও তদতিক্রমে নরক গমনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, তখন স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে, এরূপ কথা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে।

প্রতিবাদী মহাশয়, দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপন দৃষ্টে, স্ত্রীদিগের যথাবিধানে পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ বোধ করিলেন কেন, বলিতে পারি না। দীর্ঘতমার বাক্যের যথার্থ অর্থ এই যে, আজ অবধি আমি

(৪৭) বর। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাসদ্গণও এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন।

লোকে এই নিয়ম স্থাপন করিলাম যে, কেবল পতিই স্ত্রীলোকের যাবজ্জীবন পরায়ণ হইবেক, অর্থাৎ স্ত্রী পতিপরায়ণা হইয়াই জীবন কাল ক্ষেপণ করিবেক। স্বামী মরিলে, অথবা জীবিত থাকিলে, স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগতা হইবেক না; অন্য পুরুষে উপগতা হইলে, নিঃসন্দেহ পতিতা হইবেক। এ স্থলের তাৎপর্য্য এই যে, স্ত্রী কেবল পতিকে অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করিবেক, স্বামীর জীবদ্দশায়, অথবা মরণানন্তর, অন্য পুরুষে উপগতা অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হইলে, পতিতা হইবেক।

পূর্ব্ব কালে, ব্যভিচারদোষ দোষ বলিয়া গণ্য ছিল না, ইহা মহাভারতের স্থলান্তরে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। যথা,

ঋতাবৃতৌ রাজপুত্রি স্ত্রিয়া ভর্ত্তা পতিব্রতে।
নাতিবর্ত্তব্য ইত্যেবং ধর্ম্মং ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ॥
শেষেষন্যেষু কালেষু স্বাতন্ত্র্যং স্ত্রী কিলার্হতি।
ধর্ম্মমেবং জনাঃ সন্তঃ পুরাণং পরিচক্ষতে ॥ (৪৮)

পাণ্ডু কুন্তীকে কহিতেছেন, হে পতিব্রতে রাজপুত্রি! ধর্ম্মজ্ঞেরা ইহাকে ধর্ম্ম বলিয়া জানেন যে, প্রত্যেক ঋতুকালে স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করিবেক না; অবশিষ্ট অন্য অন্য সময়ে, স্ত্রী সচ্ছন্দচারিণী হইতে পারে; সাধু জনেরা এই প্রাচীন ধর্ম্মের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

অর্থাৎ, ঋতুকালে স্ত্রী, সন্তানশুদ্ধির নিমিত্ত, স্বামীরই সেবা করিবেক, অন্য পুরুষে উপগতা হইবেক না; ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে, স্ত্রী স্বচ্ছন্দে অন্য পুরুষে উপগতা হইতে পারে। এই ব্যবহার, পূর্ব্বকালে, সাধুসমাজে ধর্ম্ম বলিয়াও পরিগৃহীত ছিল। স্ত্রীজাতির এই সচ্ছন্দ বিহারের যে প্রথা পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ছিল, দীর্ঘতমা, সেই প্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত, নিয়মস্থাপন করিয়াছেন। দীর্ঘতমা স্পষ্ট কহিতেছেন, স্বামী জীবিত থাকিতে, অথবা স্বামী মরিলে, স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগতা

(৪৮) মহাভারত। আদিপর্ব্ব। ১২২ অধ্যায়।

হইবেক না, অন্য পুরুষে উপগতা হইলে, পতিতা হইবেক। ইহা দ্বারা স্ত্রীর অন্য পুরুষে উপগতা অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হইবার নিবারণই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে; নতুবা, শাস্ত্রের বিধানুসারে, পুরুষান্তরকে আশ্রয় করিতে পারিবেক না, এমন তাৎপর্য্য নহে। ঐ প্রকরণের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে, চিরপ্রচলিত ব্যভিচার ধর্ম্মের নিষেধ ভিন্ন; যথাবিধানে পুরুষান্তরাশ্রয়ণ অর্থাৎ পত্যন্তর গ্রহণের নিষেধ বোধ হয় না। যথা,

পুত্রলাভাচ্চ সা পত্নী ন তুতোষ পতিং তদা।
প্রদ্বিষন্তীং পতির্ভার্য্যাং কিং মাং দ্বেক্ষীতি চাব্রবীৎ॥

প্রদ্বেষ্যুবাচ।

ভার্য্যায়া ভরণাদ্ভর্ত্তা পালনাচ্চ পতিঃ স্মৃতঃ।
অহং ত্বাং ভরণং কৃত্বা জাত্যন্ধং সসুতং সদা।
নিত্যকালং শ্রমেণার্ত্তা ন ভরেয়ং মহাতপঃ॥
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ঋষিঃ কোপসমন্বিতঃ।
প্রত্যুবাচ ততঃ পত্নীং প্রদ্বেষীং সসুতাং তদা।
নীয়তাং ক্ষত্রিয়কুলং ধনার্থশ্চ ভবিষ্যতি॥

প্রদ্বেষ্যুবাচ।

ত্বয়া দত্তং ধনং বিপ্র নেচ্ছেয়ং দুঃখকারণম্।
যথেষ্টং কুরু বিপ্রেন্দ্র ন ভরেয়ং যথা পুরা॥

দীর্ঘতমা উবাচ।

অদ্য প্রভৃতি মর্য্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
এক এব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম্॥
মৃতে জীবতি বা তস্মিন্নাপরং প্রাপ্নুয়ান্নরম্।
অভিগম্য পরং নারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
অপতীনাস্তু নারীণামদ্য প্রভৃতি পাতকম্।

যদ্যস্তি চেদ্ধনং সর্ব্বং বৃথাভোগা ভবন্তু তাঃ।
অকীর্ত্তিঃ পরিবাদাশ্চ নিত্যং তাসাং ভবন্তু বৈ॥
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণী ভৃশকোপিতা।
গঙ্গায়াং নীয়তামেষ পুত্রা ইত্যেবমব্রবীৎ॥
লোভমোহাভিভূতাস্তে পুত্রাস্তং গৌতমাদয়ঃ।
বদ্ধোড়ুপে পরিক্ষিপ্য গঙ্গায়াং সমবাসৃজন্॥
কস্মাদন্ধশ্চ বৃদ্ধশ্চ ভর্ত্তব্যোঽয়মিতি স্ম হ।
চিন্তয়িত্বা ততঃ ক্রূরাঃ প্রতিজগ্মুরথো গৃহান্॥ (৪৯)

দীর্ঘতমার পত্নী, পুত্রলাভ হেতু, আর পতির সন্তোষ জন্মাইতেন না। তখন দীর্ঘতমা পত্নীকে দ্বেষ করিতে দেখিয়া কহিলেন, কেন তুমি আমাকে দ্বেষ কর। প্রদ্বেষী কহিলেন, স্বামী স্ত্রীর ভরণ পোষণ করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে ভর্ত্তা বলে, এবং পালন করেন, এই নিমিত্ত পতি বলে। কিন্তু তুমি জন্মান্ধ; আমি, তোমার ও তোমার পুত্রগণের ভরণ পোষণ করিয়া, সতত যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছি; আর আমি শ্রম করিয়া তোমাদের ভরণ পোষণ করিতে পারিব না। গৃহিণীর এই বাক্য শুনিয়া, ঋষি কোপাবিষ্ট হইয়া নিজ পত্নী প্রদ্বেষী ও পুত্রগণকে কহিলেন, আমাকে রাজকুলে লইয়া চল, তাহা হইলে ধন লাভ হইবেক। প্রদ্বেষী কহিলেন, আমি তোমার উপার্জিত ধন চাহি না, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর; আমি পূর্ব্বের মত ভরণ পোষণ করিব না। দীর্ঘতমা কহিলেন, আজ অবধি আমি লোকে এই নিয়ম স্থাপন করিলাম, কেবল পতিই স্ত্রীলোকের যাবজ্জীবন পরায়ণ হইবেক। স্বামী মরিলে, অথবা জীবিত থাকিতে, স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগতা হইবেক না; অন্য পুরুষে উপগতা হইলে, নিঃসন্দেহ পতিতা হইবেক। আজ অবধি যে সকল স্ত্রী, পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষে উপগতা হইবেক, তাহাদের পাতক হইবেক; সমস্ত ধন থাকিতেও, তাহারা ভোগ করিতে পাইবেক না, এবং নিয়ত তাহাদের অযশ ও অপবাদ হইবেক। ব্রাহ্মণী, দীর্ঘতমার এই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত কুপিতা হইয়া, পুত্রদিগকে কহিলেন, ইহাকে গঙ্গায় ভাসাইয়া দাও। গৌতম প্রভৃতি

(৪৯) মহাভারত। আদিপর্ব্ব। ১০৪ অধ্যায়।

পুত্রেরাও, লোভে ও মোহে অভিভূত হইয়া, পিতাকে ভেলায় বাঁধিয়া, এবং অন্ধ ও বৃদ্ধকে কেন ভরণ পোষণ করিব এই বিবেচনা করিয়া, গঙ্গায় ক্ষেপণ করিল, এবং তৎপরে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

ইহাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, দীর্ঘতমার ব্রাহ্মণী জন্মান্ধ পতির ভরণ পোষণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন, আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া, অতঃপর তাঁহার ভরণ পোষণ করিতে অসম্মতা হইলেন। তদ্দর্শনে দীর্ঘতমা কুপিত হইয়া এই নিয়ম স্থাপন করিলেন, কেবল পতিই স্ত্রীলোকের যাবজ্জীবন পরায়ণ হইবেক; স্ত্রী, পতির প্রতি অনাদর করিয়া, অন্য পুরুষে উপগতা হইলে, পতিতা হইবেক। তিনি, আপনার প্রতি স্বস্ত্রীর অনাদর দেখিয়া মনে ভাবিয়াছিলেন, এ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, পুরুষান্তর অবলম্বন পূর্ব্বক, স্বেচ্ছানুসারে সম্ভোগসুখে কাল হরণ করিবার পথ দেখিতেছে। এই কারণে কুপিত হইয়া, স্ত্রীদিগের চিরপ্রচলিত স্বেচ্ছাবিহার রহিত করিবার নিমিত্ত, এই নিয়ম স্থাপন করিলেন। পূর্ব্ব কালে, স্ত্রীজাতির স্বেচ্ছাবিহার সাধুসমাজে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল, কেহ উহাতে দোষ দর্শন করিতেন না। তদনুসারে, দীর্ঘতমার পত্নী সেই সনাতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, সাধুসমাজে নিন্দনীয় ও অধর্ম্মগ্রস্ত হইতেন না। এই নিমিত্ত, দীর্ঘতমা নিয়ম করিলেন, অতঃপর যে স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগতা অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হইবেক, সে পতিতা ও অপবাদগ্রস্তা হইবেক। যদি দীর্ঘতমার নিয়ম স্থাপনের এরূপ তাৎপর্য্য বল যে, স্ত্রী কোনও মতেই, অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধানানুসারেও, পুরুষান্তরাশ্রয়ণ অর্থাৎ পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিবেক না, তাহা হইলে যে দীর্ঘতমা এই নিয়ম স্থাপন করিলেন, তিনিই স্বয়ং এই নিয়ম স্থাপনের অব্যবহিত পরে, কি রূপে বলি রাজার মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনের ভার গ্রহণ করিলেন। যথা,

সোঽনুস্রোতস্তদা বিপ্রঃ প্লবমানো যদৃচ্ছয়া।
জগাম সুবহূন্ দেশানন্ধস্তেনোড়ুপেন হ॥

তস্তু রাজা বলির্নাম সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বরঃ।
অপশ্যন্মজ্জনগতঃ স্রোতসাভ্যাসমাগতম্ ॥
জগ্রাহ চৈনং ধর্ম্মাত্মা বলিঃ সত্যপরাক্রমঃ।
জ্ঞাত্বৈবং স চ বব্রেঽথ পুত্রার্থে ভরতর্ষভ ॥
সন্তানার্থং মহাভাগ ভার্য্যাসু মম মানদ।
পুত্রান্ ধর্ম্মার্থকুশলানুৎপাদয়িতুমর্হসি ॥
এবমুক্তঃ স তেজস্বী তং তথেত্যুক্তবানৃষিঃ।
তস্মৈ স রাজা স্বাং ভার্য্যাং সুদেষ্ণাং প্রাহিণোত্তদা ॥ (৫০)

সেই অন্ধ ব্রাহ্মণ, স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, নানা দেশ অতিক্রম করিলেন। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজা বলি সেই কালে গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন, তিনি স্রোত দ্বারা নিকটাগত সেই ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিয়া, সবিশেষ অবগত হইয়া, পুত্রের নিমিত্ত এই প্রার্থনা করিলেন, হে মহাভাগ! আপনি আমার ভার্য্যাতে ধর্ম্মপরায়ণ কার্য্যদক্ষ পুত্র উৎপাদন করুন। তেজস্বী দীর্ঘতমা, এই রূপে প্রার্থিত হইয়া, অঙ্গীকার করিলেন। তখন রাজা স্বীয় ভার্য্যা সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন।

অতএব দেখ, যদি দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপনের এরূপ অভিপ্রায় হইত শাস্ত্রের বিধানানুসারেও, স্ত্রীর পুরুষান্তরসেবন পাতিত্যজনক হইবেক, তাহা হইলে তিনি, স্বয়ং নিয়মকর্ত্তা হইয়া, কখনই বলিরাজার ভার্য্যায় পুত্রোৎপাদনে সম্মত হইতেন না; অবশ্যই পুত্রপ্রার্থী বলিরাজাকে পুত্রোৎপাদনার্থে স্বস্ত্রীর পরপুরুষে নিয়োগ নিবারণ করিতেন। আর, মহাভারতেরই স্থলান্তরে দৃষ্ট হইতেছে, (৫১) অর্জ্জুন নাগরাজ ঐরাবতের বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি বিধবা প্রভৃতি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপনের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে, ঐ নিয়মস্থাপনের পর, নাগরাজ ঐরাবত অর্জ্জুনকে

---

(৫০) মহাভারত। আদিপর্ব্ব। ১০৪ অধ্যায়।

(৫১) ৮৩ পৃষ্ঠা দেখ।

বিধবা কন্যা দান করিতেন না, এবং অর্জ্জুনও নাগরাজের বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত হইতেন না। বস্তুতঃ, পুত্রাভাবে ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদন ও পতিবিয়োগে স্ত্রীর পত্যন্তরগ্রহণ শাস্ত্রবিহিত ; সুতরাং, উক্ত উভয় বিষয়ের সাংক্র দীর্ঘতমার লোকব্যবহারমূলক অশাস্ত্রীয় ব্যভিচারধর্ম্মের নিবারক নিয়ম স্থাপনের কোনও সংস্রব ঘটিতে পারে না। অতএব, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, দীর্ঘতমা পূর্ব্বকালাবধি প্রচলিত ব্যভিচার-দোষের নিবারণার্থেই নিয়মস্থাপন করিয়াছিলেন।

উদ্দালক মুনির পুত্র শ্বেতকেতুও, ব্যভিচারধর্ম্মের নিবারণার্থে, এইরূপ নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন। যথা,

অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে।
কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি ॥
তাসাং ব্যুচ্চরমাণানাং কৌমারাৎ সুভগে পতীন্।
নাধর্ম্মোঽভূদ্বরারোহে স হি ধর্ম্মঃ পুরাভবৎ ॥
প্রমাণদৃষ্টো ধর্ম্মোঽয়ং পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ।
উত্তরেষু চ রম্ভোরু কুরুষদ্যাপি পূজ্যতে।
স্ত্রীণামনুগ্রহকরঃ স হি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥
অস্মিংস্তু লোকে নচিরান্মর্য্যাদেয়ং শুচিস্মিতে।
স্থাপিতা যেন যস্মাচ্চ তন্মে বিস্তরতঃ শৃণু ॥
বভূবোদ্দালকো নাম মহর্ষিরিতি নঃ শ্রুতম্।
শ্বেতকেতুরিতি খ্যাতঃ পুত্ত্রস্তস্যাভবন্মুনিঃ ॥
মর্য্যাদেয়ং কৃতা তেন ধর্ম্ম্যা বৈ শ্বেতকেতুনা।
কোপাৎ কমলপত্রাক্ষি যদর্থং তং নিবোধ মে ॥
শ্বেতকেতোঃ কিল পুরা সমক্ষং মাতরং পিতুঃ।
জগ্রাহ ব্রাহ্মণঃ পাণৌ গচ্ছাব ইতি চাব্রবীৎ ॥
ঋষিপুত্ত্রস্ততঃ কোপং চকারামর্ষচোদিতঃ।
মাতরং তাং তথা দৃষ্ট্বা নীয়মানাং বলাদিব ॥

ক্রুদ্ধং তন্তু পিতা দৃষ্ট্বা শ্বেতকেতুমুবাচ হ।
মা তাত কোপং কার্ষীস্ত্বমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥
অনাবৃতা হি সর্ব্বেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভুবি।
যথা গাবঃ স্থিতাস্তাত স্বে স্বে বর্ণে তথা প্রজাঃ ॥
ঋষিপুত্রোঽথ তং ধর্ম্মং শ্বেতকেতুর্ন চক্ষমে।
চকার চৈব মর্য্যাদামিমাং স্ত্রীপুংসয়োর্ভুবি।
মানুষেষু মহাভাগে নত্বেবান্যেষু জন্তুষু ॥
তদাপ্রভৃতি মর্য্যাদা স্থিতেয়মিতি নঃ শ্রুতম্ ॥
ব্যুচ্চরন্ত্যাঃ পতিং নার্য্যা অদ্যপ্রভৃতি পাতকম্।
ভ্রূণহত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যত্যসুখাবহম্।
ভার্য্যাং তথা ব্যুচ্চরতঃ কৌমারব্রহ্মচারিণীম্।
পতিব্রতামেতদেব ভবিতা পাতকং ভুবি ॥
পত্যা নিযুক্তা যা চৈব পত্নী পুত্রার্থমেব চ।
ন করিষ্যতি তস্যাশ্চ ভবিষ্যতি তদেব হি ॥
ইতি তেন পুরা ভীরু মর্য্যাদা স্থাপিতা বলাৎ।
উদ্দালকস্য পুত্রেণ ধর্ম্ম্যা বৈ শ্বেতকেতুনা ॥ (৫২)

পাণ্ডু কুন্তীকে কহিতেছেন, হে সুমুখি! চারুহাসিনি! পূর্ব্ব কালে স্ত্রীলোকেরা অরুদ্ধা, স্বাধীনা ও সচ্ছন্দবিহারিণী ছিল। পতিকে অতিক্রম করিয়া পুরুষান্তরে উপগতা হইলে, তাহাদের অধর্ম্ম হইত না। পূর্ব্ব কালে এই ধর্ম্ম ছিল; ইহা প্রামাণিক ধর্ম্ম; ঋষিরা এই ধর্ম্ম মান্য করিয়া থাকেন; উত্তর কুরু দেশে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম মান্য ও প্রচলিত আছে। এই সনাতন ধর্ম্ম স্ত্রীদিগের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। যে ব্যক্তি যে কারণে লোকে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত কহিতেছি, শুন। শুনিয়াছি, উদ্দালক নামে মহর্ষি ছিলেন; শ্বেতকেতু নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। সেই শ্বেতকেতু, যে কারণে কোপাবিষ্ট হইয়া, এই ধর্ম্মযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তাহা শুন। একদা উদ্দালক,

(৫২) মহাভারত। আদিপর্ব্ব। ১২২ অধ্যায়।

শ্বেতকেতু ও শ্বেতকেতুর জননী তিন জনে উপবিষ্ট আছেন; এমন সময়ে, এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্বেতকেতুর মাতার হস্তে ধরিলেন, এবং এস যাই বলিয়া, একান্তে লইয়া গেলেন। ঋষিপুত্র, এই রূপে জননীকে নীয়মানা দেখিয়া, সহ্য করিতে না পারিয়া, অত্যন্ত কুপিত হইলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে কুপিত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! কোপ করিও না, এ সনাতন ধর্ম্ম। পৃথিবীতে সকল বর্ণেরই স্ত্রী অরক্ষিতা। গোজাতি যেমন সচ্ছন্দবিহার করে, মনুষ্যেরাও সেই রূপ স্ব স্ব বর্ণে সচ্ছন্দবিহার করে। ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু, সেই ধর্ম্ম সহ্য করিতে না পারিয়া, পৃথিবীতে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। হে মহাভাগে! আমরা শুনিয়াছি, তদবধি এই নিয়ম মনুষ্যজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু অন্য অন্য জন্তুদিগের মধ্যে নহে। অতঃপর যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবেক, তাহার ভ্রূণহত্যাসমান অসুখজনক ঘোর পাতক জন্মিবেক। আর, যে পুরুষ বাল্যাবধি সাধুশীলা পতিব্রতা পত্নীকে অতিক্রম করিবেক, তাহারও ভূতলে এই পাতক হইবেক। এবং যে স্ত্রী, পতি কর্ত্তৃক পুত্রার্থে নিযুক্তা হইয়া, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিবেক, তাহারও এই পাতক হইবেক। হে ভয়শীলে! সেই উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু, বল পূর্ব্বক, পূর্ব্ব কালে এই ধর্ম্মযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন।

দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপনের যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইল, তাহাই সম্যক্ সঙ্গত বোধ হইতেছে। আর, যদি এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় অসন্তুষ্ট হইয়া, ঐ নিয়মস্থাপনকে একান্তই বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহনিষেধক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাও, তাহা হইলেও কলি যুগে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা নিরাকৃত হইতে পারে না। স্বীকার করিলাম, দীর্ঘতমা বিবাহিতা স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ নিবারণার্থেই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যুগবিশেষের নির্দ্দেশ করেন নাই। সুতরাং ঐ নিয়ম সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষেই স্থাপিত হইয়াছে, বলিতে হইবেক। কিন্তু পরাশর, বিশেষ করিয়া, কলি যুগের পক্ষে বিধি দিয়াছেন। সুতরাং, পরাশরের বিশেষ বিধি দীর্ঘতমার সামান্য বিধি অপেক্ষা বলবান্ হইতেছে। আর, যদি দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপনকে সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষে না বলিয়া, কেবল কলিযুগবিষয়ক বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তাহাতেও ক্ষতি হইতে পারে না; কারণ, দীর্ঘতমা,

স্থলবিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়া, সামান্যতঃ কলি যুগে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু পরাশর বিশেষ করিয়া পাঁচটি স্থল ধরিয়া বিধি দিয়াছেন। সুতরাং, দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপন সামান্য বিধি ও পরাশরের বিধান বিশেষ বিধি হইতেছে। সামান্য বিধি ও বিশেষ বিধি, এ উভয়ের মধ্যে বিশেষ বিধিই বলবান্ হয়, ইহা পূর্ব্বে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপন কদাচ কলি যুগে বিধবাবিবাহের নিষেধ-প্রতিপাদক হইতে পারে না।

৯—বৃহৎ পরাশরসংহিতা

বিধবাবিবাহের নিষেধিকা নহে ।

কেহ কহিয়াছেন (৫৩), পরাশর স্বয়ং বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পঞ্চমাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণ বচনে পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবা প্রভৃতির দোষাবধারণ করিয়াছেন, ইহাতে পরাশরমতে বিধবাবিবাহের বিধিকল্পনা প্রতারণা মাত্র ।

> অন্যদত্তা তু যা নারী পুনরন্যায় দীয়তে ।
> তস্যা অপি ন ভোক্তব্যং পুনর্ভূঃ কীর্ত্তিতা হি সা ॥
> উপপতেঃ সুতো যশ্চ যশ্চৈব দিধিষূপতিঃ ।
> পরপূর্ব্বাপতির্জাতা বর্জ্যাঃ সর্ব্বে প্রযত্নতঃ ॥ ইত্যাদি

যে স্ত্রী অন্যকে দত্তা হইয়াছে, তাহাকে পুনর্ব্বার অন্যকে দান করিলে, তাহার অন্ন অভক্ষণীয় ; যেহেতু সে পুনর্ভূ অর্থাৎ পুনর্ব্বার বিবাহিতা কথিতা হইয়াছে।

যে উপপতির পুত্র, এবং যে দুই বার বিবাহিত স্ত্রীর পতি, এবং তাহার ঔরসজাত সন্তান ; ইহারা সকলে দেব পৈত্র্য কর্ম্মে যত্ন পূর্ব্বক বর্জ্জনীয়।

বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবার দোষকীর্ত্তন আছে ; অতএব, পরাশরমতে বিধবাবিবাহের বিধিকল্পনা প্রতারণা মাত্র, এই কথা, বিশেষ অনুধাবন না করিয়াই বলা হইয়াছে। কারণ, যদি কলি যুগে বিধবাবিবাহের বিধি না থাকিত; তাহা হইলে কলি যুগে বিধবাবিবাহের সম্ভাবনাই থাকিত না। যখন বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পুনর্ব্বার বিবাহিতা বিধবার অন্নভক্ষণের নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন বিধবাবিবাহ কলি যুগের ধর্ম্ম বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যদি কলি

(৫৩) বর ।

যুগে বিধবাবিবাহের প্রসক্তিই না থাকিত, তাহা হইলে পুনর্ব্বার বিবাহিতা বিধবার অন্নভক্ষণের নিষেধও থাকিত না। সম্ভাবনা না থাকিলে, নিষেধের আবশ্যকতা থাকে না। অতএব, বৃহৎপরাশরসংহিতায় বিবাহিতা বিধবার অন্নভক্ষণ নিষেধ দ্বারা, বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া বোধ না জন্মিয়া, বরং বিহিত বলিয়াই বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে। পরাশর-সংহিতার, নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে, এই বচনে পাঁচ স্থলে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহের যে বিধি দৃষ্ট হইতেছে (৫৪), তাহা যথার্থ বিবাহের বিধি কি না, এ বিষয়ে যাঁহাদের সংশয় আছে, বৃহৎপরাশরসংহিতার, অন্যদত্তা তু যা নারী, এই বচনে বিবাহিতা বিধবার অন্নভক্ষণ নিষেধ দর্শন দ্বারা, তাঁহাদের সে সংশয়ের নিরাকরণ হইতে পারিবেক। ফলতঃ, প্রতিবাদী মহাশয়, বৃহৎপরাশরসংহিতার বচন দ্বারা বিধবাবিবাহব্যবস্থার খণ্ডনে উদ্যত হইয়া, বিলক্ষণ পোষকতাই করিয়াছেন।

যদি বল, যখন বিধবা স্ত্রী বিবাহ করিলে, তাহার অন্নভক্ষণ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন বিধবার বিবাহ কোনও ক্রমে বিধেয় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। এ আপত্তিও বিচারসিদ্ধ বোধ হইতেছে না। যদি অষ্টবর্ষীয়া কন্যা বিধবা হয়, এবং সে পুনরায় বিবাহ না করিয়া যাবজ্জীবন প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, কালযাপন করে, তাহারও অন্নভক্ষণ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

অবীরায়াস্তু যো ভুঙ্‌ক্তে স ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমলম্। (৫৫)

যে অবীরার অন্ন ভক্ষণ করে, সে পৃথিবীর মল ভক্ষণ করে।

দেখ, অন্ন ভক্ষণ নিষেধ কল্পে, বিবাহিতা ও ব্রহ্মচারিণী উভয়বিধ বিধবারই তুল্যতা দৃষ্ট হইতেছে; সুতরাং, পুনর্ব্বার বিবাহিতা বিধবাকে, বালবিধবা ব্রহ্মচারিণী অপেক্ষা, অধিক হেয় জ্ঞান করিবার, এবং

(৫৪) চতুর্থ অধ্যায়।

(৫৫) প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত অঙ্গিরার বচন।

বিবাহিতা বিধবার অন্নভক্ষণ নিষেধকে বিধবাবিবাহের নিষেধসূচক বলিবার, কোনও বিশিষ্ট হেতু উপলব্ধ হইতেছে না।

কিন্তু

উপপতেঃ সুতো যশ্চ যশ্চৈব দিধিষূপতিঃ।
পরপূর্ব্বাপতির্জাতা বর্জ্যাঃ সর্ব্বে প্রযত্নতঃ॥

যে উপপতির পুত্র, এবং যে দুইবার বিবাহিত স্ত্রীর পতি, এবং তাহার ঔরসজাত সন্তান, ইহারা সকলে দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে যত্ন পূর্ব্বক বর্জনীয়।

প্রতীবাদী মহাশয় এই বচনের যেরূপ পাঠ ধরিয়াছেন, এবং যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উভয়েরই কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। তিনি, পরপূর্ব্বাপতির্জাতাঃ, এই যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কোনও মতে সংলগ্ন হইতে পারে না; কারণ, পরপূর্ব্বাপতিঃ এবং জাতাঃ উভয়ই প্রথমান্ত পদ আছে। বিশেষ্য বিশেষণ ভিন্ন স্থলে, দুই প্রথমান্ত পদের অন্বয় হয় না। কিন্তু এ স্থলে বিশেষ্য বিশেষণ স্থল বলিবার পথ নাই; যেহেতু, পরপূর্ব্বাপতিঃ এই পদ একবচনান্ত, ও জাতাঃ এই পদ বহুবচনান্ত, আছে। সঙ্খ্যাবাচকভিন্ন স্থলে একবচনান্ত ও বহুবচনান্ত পদের বিশেষ্যবিশেষণভাবে অন্বয় হয় না। উদ্দেশ্য বিধেয় অথবা প্রকৃতি বিকৃতি স্থল বলিয়া, মীমাংসা করাও সম্ভব নহে। বস্তুতঃ পরপূর্ব্বাপতির্জাতাঃ, এরূপ পাঠ নহে, পরপূর্ব্বাপতির্যশ্চ, এই পাঠই সংলগ্ন ও প্রকরণানুযায়ী বোধ হয়। মনুসংহিতাতে, দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে বর্জ্জনীয় স্থলে, দিধিষূপতি ও পরপূর্ব্বাপতি, এই উভয়ের উল্লেখ আছে। যথা,

ঔরভ্রিকো মাহিষিকঃ পরপূর্ব্বাপতিস্তথা।
প্রেতনির্হারকশ্চৈব বর্জ্যাঃ সর্ব্বে প্রযত্নতঃ॥ ৩। ১৬৬॥

মেষব্যবসায়ী, মহিষব্যবসায়ী, পরপূর্ব্বাপতি এবং প্রেতনির্হারক অর্থাৎ ধন গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যের শবদাহাদিকারী, ইহারা দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে যত্ন পূর্ব্বক বর্জনীয়।

এ স্থলে মনু পরপূর্ব্বাপতিকেই দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে যত্ন পূর্ব্বক বর্জনীয় কহিয়াছেন, পরপূর্ব্বাপতির ঔরসজাত পুত্রের কথা কহিতেছেন না।

আর,

ভ্রাতুর্মৃতস্য ভার্য্যায়াং যোঽনুরজ্যেত কামতঃ।
ধর্ম্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জ্ঞেয়ো দিধিষূপতিঃ ॥ মনু। ৩। ১৭৩ ॥

যে ব্যক্তি মৃত ভ্রাতার নিয়োগধর্ম্মানুসারে নিযুক্তা ভার্য্যাতে, বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক, ইচ্ছানুসারে অনুরক্ত হয়, তাহাকে দিধিষূপতি বলে।

মনু দৈব পৈত্র্য কার্য্যে বর্জনীয় দিধিষূপতির যেরূপ পরিভাষা করিয়াছেন, তদনুসারে দিধিষূপতি শব্দে দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীর পতি এ অর্থ বুঝায় না; যে ব্যক্তি, নিয়োগধর্ম্মানুসারে মৃত ভ্রাতার ভার্য্যায় পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া, বিধিলঙ্ঘন পূর্ব্বক, সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকেই দিধিষূপতি বলে, এবং সেই দিধিষূপতিই দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে যত্ন পূর্ব্বক বর্জনীয়। আর, পরপূর্ব্বাপতি শব্দেও এস্থলে দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীর পতি বুঝাইবেক না; যে নারী, অপকৃষ্ট স্বামী পরিত্যাগ করিয়া, উৎকৃষ্ট পুরুষকে আশ্রয় করে, তাহাকে পরপূর্ব্বা বলে; সেই পরপূর্ব্বার যে পতি, তাহার নাম পরপূর্ব্বাপতি। যথা,

পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে।
নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্ব্বেতি চোচ্যতে ॥ মনু। ৫। ১৬৩ ॥

যে নারী, স্বীয় অপকৃষ্ট পতি পরিত্যাগ করিয়া, উৎকৃষ্ট পুরুষকে আশ্রয় করে, সে লোকে নিন্দনীয়া হয়, এবং তাহাকে পরপূর্ব্বা বলে।

অতএব প্রতিবাদী মহাশয় বৃহৎপরাশরসংহিতার যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ এই,

উপপতেঃ সুতো যশ্চ যশ্চৈব দিধিষূপতিঃ।
পরপূর্ব্বাপতির্যশ্চ বর্জ্যাঃ সর্ব্বে প্রযত্নতঃ ॥

যে ব্যক্তি উপপতির সন্তান, অর্থাৎ উপপতি দ্বারা উৎপাদিত হয়; যে ব্যক্তি দিধিষূপতি, অর্থাৎ নিয়োগধর্ম্মানুসারে ভ্রাতৃভার্য্যায় পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া, বিধিলঙ্ঘন পূর্ব্বক, সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়; আর যে ব্যক্তি পরপূর্ব্বাপতি,

অর্থাৎ স্ত্রী, অপকৃষ্ট পতি ত্যাগ করিয়া, উৎকৃষ্টবোধে যে পুরুষকে আশ্রয় করে; ইহারা সকলে দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে যত্ন পূর্ব্বক বর্জনীয়।

এইরূপ পাঠ ও এইরূপ অর্থ সর্ব্ব প্রকারে সংলগ্ন হয়। কারণ, উপপতি-সন্তান, দিধিষূপতি ও পরপূর্ব্বাপতি, ইহারা সকলেই অত্যন্ত নিন্দনীয়; এজন্য যত্ন পূর্ব্বক বর্জনীয় বলিয়াছেন। আর, যদি দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে বর্জনীয় স্থলে, দিধিষূপতি ও পরপূর্ব্বাপতি, এই দুয়ের মনূক্ত পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া, দিধিষূপতি ও পরপূর্ব্বাপতি উভয় শব্দেরই দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীর পতি এই অর্থ বল, তাহা হইলে দিধিষূপতি ও পরপূর্ব্বাপতি এই উভয় শব্দ ধরিয়া বর্জন করিবার প্রয়োজন কি; দিধিষূপতি অথবা পরপূর্ব্বাপতি এ উভয়ের এক শব্দ ধরিয়া বর্জন করিলেই, দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীর পতির বর্জন হইতে পারিত। যখন দুই শব্দ ধরিয়া স্বতন্ত্র বর্জন করা হইয়াছে, তখন এ স্থলে দুই শব্দের মনূক্ত পারিভাষিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবেক। বৃহৎপরাশরসংহিতার দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে বর্জনীয় প্রকরণের আরম্ভে লিখিত আছে, সংশয় উপস্থিত হইলে, মনুবাক্য অবলম্বন করিয়া অর্থ নির্ণয় করিতে হয়। যথা,

দার্ঢ্যার্থং দৃশ্যতে রূঢ়ের্মানবং লিঙ্গমেব চ।

রূঢ় শব্দের অর্থের দৃঢ়ীকরণ বিষয়ে, মনুবাক্যই অবলম্বনীয় দৃষ্ট হইতেছে।

অতএব, এ স্থলে দিধিষূপতি ও পরপূর্ব্বাপতি এই দুই শব্দের মনূক্ত পারিভাষিক অর্থই যে গ্রহণ করিতে হইবেক, সে বিষয়ে কোনও সংশয় করা যাইতে পারে না।

অতএব প্রতিবাদী মহাশয়, পরপূর্ব্বাপতির্জাতাঃ, এই যে পাঠ ধরিয়াছেন, এবং দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীর পতি ও তাহার ঔরসজাত সন্তান এই যে অর্থ লিখিয়াছেন, তাহা কোনও ক্রমে সংলগ্ন ও প্রমাণ-সিদ্ধ হইতেছে না।

প্রতিবাদী মহাশয় কহিয়াছেন, পরাশর স্বয়ং বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবা প্রভৃতির দোষাবধারণ করিয়াছেন। অতএব, এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বৃহৎপরাশরসংহিতা পরাশরের

প্রণীত কি না, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয় আছে। পরাশরসংহিতা ও বৃহৎপরাশরসংহিতা, এ উভয় গ্রন্থের বিষয় নিবিষ্ট চিত্তে বিশিষ্টরূপ আলোচনা করিয়া দেখিলে, বৃহৎপরাশরসংহিতা পরাশরের প্রণীত, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইয়া উঠে না। পরাশরসংহিতাতে লিখিত আছে,

ব্যাসবাক্যাবসানে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ।
ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ বিস্তরাৎ॥

ব্যাসবাক্য সমাপ্ত হইলে, মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর, বিস্তারিত রূপে, ধর্ম্মের সূক্ষ্ম স্থূল নির্ণয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

এই রূপে পরাশর, ধর্ম্মকথনে প্রবৃত্ত হইয়া, ব্যাসদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,

শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি শৃণ্বন্তু মুনয়স্তথা।

হে পুত্র! আমি ধর্ম্ম বলিব, শ্রবণ কর; এবং মুনিরাও শ্রবণ করুন।

ইহা দ্বারা পরাশরসংহিতা যে পরাশরের স্বয়ং প্রণীত তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু, বৃহৎপরাশরসংহিতাতে লিখিত আছে,

পরাশরো ব্যাসবচোঽবগম্য যদাহ শাস্ত্রং চতুরাশ্রমার্থম্।
যুগানুরূপঞ্চ সমস্তবর্ণহিতায় বক্ষ্যত্যথ সুব্রতস্তৎ॥

পরাশর, ব্যাসবাক্য শ্রবণ করিয়া, চারি আশ্রমের নিমিত্ত এবং চারি বর্ণের হিতের নিমিত্ত, বর্ত্তমান কলি যুগের উপযুক্ত যে শাস্ত্র কহিয়াছিলেন, এক্ষণে সুব্রত তাহা কহিবেন।

শক্তিসূনোরনুজ্ঞাতঃ সুতপাঃ সুব্রতস্ত্বিদম্।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ হিতং শাস্ত্রমথাব্রবীৎ॥

পরাশরের অনুজ্ঞা পাইয়া, তপস্বী সুব্রত চারি আশ্রমের হিতকর এই শাস্ত্র কহিয়াছেন।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, বৃহৎপরাশরসংহিতা পরাশরের

স্বয়ং প্রণীত নহে, পরাশর ব্যাসদেবকে যে সকল ধর্ম্ম কহিয়াছিলেন, সুব্রতনামা এক ব্যক্তি, পরাশরের অনুজ্ঞা পাইয়া, সেই সমস্ত ধর্ম্ম কহিয়াছেন।

এক্ষণে আমরা দুই সংহিতা প্রাপ্ত হইতেছি, এক সংহিতা পরাশরের স্বয়ং প্রণীত বলিয়া পরিগৃহীত, অপর সংহিতা, পরাশরের অনুমত্যনুসারে, সুব্রতনামক এক ব্যক্তির সঙ্কলিত বলিয়া উল্লিখিত। পরাশরসংহিতা যে পরাশরের স্বয়ং প্রণীত, তাহার প্রমাণ পরাশরসংহিতার আরম্ভ দেখিলেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; এবং বিজ্ঞানেশ্বর, বাচস্পতিমিশ্র, কুবের, শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থকর্ত্তারাও তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই, পরাশরের নাম দিয়া, যে সমস্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পরাশরপ্রণীত পরাশরসংহিতাতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, এবং মাধবাচার্য্যও পরাশরপ্রণীত পরাশরসংহিতার ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং, যে সমস্ত কারণ থাকিলে, গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, পরাশরপ্রণীত পরাশরসংহিতাতে সে সমস্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উপলব্ধ হইতেছে। কিন্তু বৃহৎপরাশরসংহিতার বিষয়ে সেরূপ কোনও কারণ উপলব্ধ হইতেছে না। বিজ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গ্রন্থের কোনও স্থলেই, বৃহৎপরাশরসংহিতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং কেহ ভাষ্য লিখিয়াও যান নাই। আর, বৃহৎপরাশরসংহিতার বিষয়ে, প্রামাণ্যব্যবস্থাপক কোনও হেতু উপলব্ধ হয় না এই মাত্র নহে, বরং যদ্দ্বারা প্রামাণ্য বিষয়ে সংশয় জন্মিতে পারে, এরূপ হেতুও উপলব্ধ হইতেছে।

প্রথমতঃ, সুব্রত কহিয়াছেন, পরাশর ব্যাসদেবকে যে সমস্ত ধর্ম্ম কহিয়াছিলেন, আমি লোকহিতার্থে সেই সমস্ত ধর্ম্ম কহিতেছি। ইহা দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয়, সুব্রত বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পরাশরোক্ত ধর্ম্ম সকল সঙ্কলন করিয়াছেন। কিন্তু, উভয় সংহিতার আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে, পরস্পর বিস্তর বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। পরাশর স্বয়ং যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা পরাশরসংহিতাতে সঙ্কলিত আছে;

কিন্তু বৃহৎপরাশরসংহিতাতে তদতিরিক্ত অনেক কথা দৃষ্ট হইতেছে। বৃহৎপরাশরসংহিতাতে শ্রাদ্ধ, শান্তি, ধ্যানযোগ, দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষ নিরূপণ আছে; পরাশরসংহিতাতে এ সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ নাই। যদি সুব্রত বৃহৎপরাশরসংহিতাতে কেবল পরাশরোক্ত ধর্ম্মমাত্র সঙ্কলন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বৃহৎপরাশর সংহিতাতে পরাশরসংহিতার অতিরিক্ত কথা থাকা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে। আর, যদিও অতিরিক্ত কথা থাকা কথঞ্চিৎ সম্ভব বল, কিন্তু বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পরাশরসংহিতার বিরুদ্ধ কথা থাকা কোনও ক্রমে সম্ভব হইতে পারে না। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পরাশরসংহিতার বিপরীত ব্যবস্থা অনেক আছে। যথা,

পরাশরসংহিতা।

জন্মকর্ম্মপরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জিতঃ।
নামধারকবিপ্রস্তু দশাহং সূতকী ভবেৎ ॥ ৩ অ ॥

জাতকর্ম্মাদিসংস্কারহীন, সন্ধ্যোপাসনাশূন্য, নামমাত্র ব্রাহ্মণের দশাহ অশৌচ হইবেক।

বৃহৎপরাশরসংহিতা।

সন্ধ্যাচারবিহীনে তু সূতকে ব্রাহ্মণে ধ্রুবম্।
অশৌচং দ্বাদশাহং স্যাদিতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥ ৬ অ ॥

পরাশর কহিয়াছেন; সন্ধ্যোপাসনারহিত ও সদাচারহীন ব্রাহ্মণের দ্বাদশাহ অশৌচ হইবেক।

পরাশরসংহিতা।

দশরাত্রেষ্বতীতেষু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।
ততঃ সংবৎসরাদূর্দ্ধং সচেলঃ স্নানমাচরেৎ ॥ ৩ অ ॥

দশ রাত্রি অতীত হইলে পর শ্রবণ করিলে, বিদেশস্থ ব্যক্তি ত্রিরাত্রে শুদ্ধ হইবেক, সংবৎসরের পর সদ্যঃশৌচ।

বৃহৎপরাশরসংহিতা।

দেশান্তরগতে জাতে মৃতে বাপি সগোত্রিণি।
শেষাহানি দশাহার্ব্বাক্ সদ্যঃশৌচমতঃ পরম্ ॥ ৬ অ ॥

বিদেশস্থ ব্যক্তি, দশাহের মধ্যে, জননাশৌচ ও মরণাশৌচের কথা শ্রবণ করিলে, অবশিষ্ট দিন অশৌচ থাকিবেক; দশাহের পর সদ্যঃশৌচ।

পরাশরসংহিতা।

ব্রাহ্মণার্থে বিপন্নানাং গোবন্দীগ্রহণে তথা।
আহবেষু বিপন্নানামেকরাত্রস্তু সূতকম্ ॥ ৩ অ ॥

ব্রাহ্মণার্থে অথবা গো এবং বন্দী গ্রহণার্থে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলে, এক রাত্রি অশৌচ হইবেক।

বৃহৎপরাশরসংহিতা।

গোদ্বিজার্থে বিপন্না যে আহবেষু তথৈব চ।
তে যোগিভিঃ সমা জ্ঞেয়াঃ সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥ ৯ অ ॥

যাহারা গোব্রাহ্মণার্থে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইবেক, তাহারা যোগীর তুল্য, তাহাদের মরণে সদ্যঃশৌচ।

পরাশরসংহিতাতে নামমাত্র ব্রাহ্মণের দশাহ অশৌচ, বৃহৎপরাশরসংহিতাতে, দ্বাদশাহ অশৌচ, বিহিত আছে। পরাশরসংহিতাতে, দশরাত্র অতীত হইলে পর শ্রবণ করিলে, বিদেশস্থ ব্যক্তির ত্রিরাত্রাশৌচ, বৃহৎপরাশরসংহিতাতে সদ্যঃশৌচ, বিহিত দৃষ্ট হইতেছে। গোব্রাহ্মণার্থে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলে, পরাশরসংহিতাতে একরাত্রাশৌচ, বৃহৎপরাশরসংহিতাতে সদ্যঃশৌচ, বিহিত আছে। এই সকল ব্যবস্থা যে পরস্পর বিপরীত, বোধ করি প্রতিবাদী মহাশয়ও স্বীকার করিবেন। দুই সংহিতাতে এইরূপ পরস্পর বিপরীত ব্যবস্থা বিস্তর আছে, অনাবশ্যক

বিবেচনায় এস্থলে সে সমস্ত উল্লিখিত হইল না। যদি সুব্রত বৃহৎ-পরাশরসংহিতাতে পরাশরোক্ত ধর্ম্ম মাত্র সঙ্কলন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উভয়সংহিতার ব্যবস্থা পরস্পর এত বিপরীত হইল কেন? ফলতঃ, এই দুই সংহিতা এক জনের প্রণীত, অথবা এক জনের উক্ত ধর্ম্মের সংগ্রহ, ইহা কদাচ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, পরাশরভাষ্যের লিখন দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, মাধবাচার্য্যের সময় বৃহৎপরাশরসংহিতা প্রচলিত ছিল না। দ্বিতীয়াধ্যায়ের ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়া, মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন,

যদ্যপি স্মৃত্যন্তরেম্বিব অত্রাপি বর্ণধর্ম্মানন্তরমাশ্রমধর্ম্মা বক্তুমুচিতাস্তথাপি ব্যাসেনাপৃষ্টত্বাদাচার্য্যেণোপেক্ষিতাঃ। অস্মাভিস্তু শ্রোতৃহিতার্থায় তেহপি বর্ণ্যন্তে।

যদিও, অন্যান্য সংহিতার ন্যায়, পরাশরসংহিতাতেও বর্ণধর্ম্মনিরূপণের পর আশ্রমধর্ম্ম নিরূপণ করা উচিত ছিল; কিন্তু ব্যাসদেব আশ্রমধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, এই নিমিত্ত আচার্য্য (পরাশর) তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা শ্রোতৃবর্গের হিতার্থে সে সমুদায় বর্ণন করিতেছি।

পরাশর আশ্রমধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন নাই বলিয়া, ভাষ্যকার, অন্যান্য ঋষির সংহিতা হইতে সংকলন পূর্ব্বক, আশ্রমধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু বৃহৎপরাশরসংহিতাতে বিস্তারিত রূপে আশ্রমধর্ম্মের বর্ণন আছে। যদি মাধবাচার্য্যের সময়ে বৃহৎপরাশরসংহিতা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে তিনি, ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করেন নাই, এই নিমিত্ত পরাশর আশ্রমধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন নাই, এরূপ কথা কহিতেন না; এবং, অন্যান্য ঋষির সংহিতা হইতে সঙ্কলন করিয়া, পরাশরসংহিতার ন্যূনতা পরিহার করিতেন না। পরাশরোক্ত আশ্রমধর্ম্ম তদীয় সংহিতান্তরে সঙ্কলিত সত্ত্বে, ভাষ্যকারের এরূপ নির্দ্দেশ, ও, অন্যান্য মুনির সংহিতা হইতে সঙ্কলন করিয়া পরাশরের ন্যূনতা পরিহারে যত্ন করা, কোনও ক্রমে সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, মাধবাচার্য্যের সময়ে বৃহৎপরাশরসংহিতা নামে গ্রন্থ প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ছিল না।

অতএব দেখ, যখন বিজ্ঞানেশ্বর, বাচস্পতিমিশ্র, চণ্ডেশ্বর, শূলপাণি, কুবের, হেমাদ্রি, রঘুনন্দন প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গ্রন্থে বৃহৎ-পরাশরসংহিতার নামগন্ধও পাওয়া যায় না ; যখন মাধবাচার্য্যের সময়ে বৃহৎপরাশরসংহিতানামক গ্রন্থের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে না ; এবং যখন বৃহৎপরাশরসংহিতাতে সর্ব্বসম্মত পরাশরসংহিতার অতিরিক্ত ও বিপরীত কথা অনেক লক্ষিত হইতেছে ; তখন বৃহৎপরাশরসংহিতাকে, পরাশরপ্রণীত অথবা পরাশরোক্তধর্ম্মসংগ্রহ বলিয়া, কোনও মতেই অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না। এই নিমিত্তই, বৃহৎপরাশরসংহিতা অমূলক ও অপ্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া, চিরন্তন প্রবাদ আছে। অতএব, প্রতিবাদী মহাশয়, পরাশর স্বয়ং বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবা প্রভৃতির দোষাবধারণ করিয়াছেন, এই যে নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা কিছুমাত্র অনুধাবন না করিয়াই করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। প্রতিবাদী মহাশয়, বৃহৎপরাশরসংহিতার যে দুই বচন উদ্ধৃত করিয়া, কলি যুগে বিধবাবিবাহের নিষেধসাধনে উদ্যত হইয়াছেন, ঐ দুই বচনের প্রকৃত অর্থ ও যথার্থ তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে, তদ্দ্বারা কলি যুগে বিধবাবিবাহ প্রতিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। আর, যদিই ঐ দুই বচন দ্বারা কথঞ্চিৎ বিধবাবিবাহের নিষেধ প্রতিপন্ন হইত, তাহা হইলেও, কোনও ক্ষতি হইতে পারিত না ; কারণ, অমূলক অপ্রামাণিক সংহিতা অবলম্বন করিয়া, সর্ব্বসম্মত প্রামাণিক সংহিতার ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করা, কোনও ক্রমে বিচারসিদ্ধ ও গ্রাহ্য হইতে পারে না।

১০—পরাশরসংহিতা

কেবল কলিধর্ম্মনির্ণায়ক,

অন্যান্য যুগের ধর্ম্মনির্ণায়ক নহে।

কেহ কেহ এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, পরাশরসংহিতাতে যে কেবল কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, এমত নহে; অন্যান্য যুগের ধর্ম্মও নিরূপিত আছে (৫৬)। এ আপত্তির তাৎপর্য্য এই যে, যদি ইহা স্থির হয়, পরাশরসংহিতাতে অন্যান্য যুগেরও ধর্ম্ম নিরূপিত আছে, তাহা হইলে, পরাশর বিধবা প্রভৃতি স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের যে বিধি দিয়াছেন, তাহা কলি যুগের ধর্ম্ম না হইয়া অন্যান্য যুগের ধর্ম্ম হইবেক; তাহা হইলে, আর বিধবাবিবাহ কলি যুগের শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম হইল না। পরাশরসংহিতাতে অশ্বমেধ, শূদ্রজাতির মধ্যে দাস, নাপিত, গোপাল প্রভৃতির অন্নভক্ষণ, চরিত্র ও বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি কারণে ব্রাহ্মণাদির অশৌচসঙ্কোচ প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ের বিধি আছে। প্রতিবাদী মহাশয়েরা, এ সমস্ত সত্য প্রভৃতি যুগ ত্রয়ের ধর্ম্ম, কলি যুগের ধর্ম্ম নহে, এই নিশ্চয় করিয়া, এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে (৫৭) যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে কেবল কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য। সুতরাং,

---

(৫৬) শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন ও তাঁহার সহকারিগণ।
শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাসদ্গণ।
মুরশিদাবাদনিবাসী শ্রীযুত রামনিধি বিদ্যাবাগীশ।
বারাণসীনিবাসী শ্রীযুত ঠাকুরদাস শর্ম্মা।
শ্রীযুত শশিজীবন তর্করত্ন। শ্রীযুত জানকীজীবন ন্যায়রত্ন।

(৫৭) ৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

পরাশরসংহিতাতে যে কলি ভিন্ন অন্য যুগের ধর্ম্ম নিরূপিত হইবেক, তাহা কোনও মতেই সম্ভব নহে। অতএব, সংহিতার অভিপ্রায় দ্বারা, অশ্বমেধ প্রভৃতি কর্ম্ম যুগান্তরের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। তবে আদিপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ ও আদিত্যপুরাণে অশ্বমেধ প্রভৃতি কলি যুগে নিষিদ্ধ বলিয়া যে উল্লেখ আছে, তাহা দেখিয়াই প্রতিবাদী মহাশয়েরা অশ্বমেধ প্রভৃতি কর্ম্মকে যুগান্তরের ধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। অর্থাৎ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে অশ্বমেধ প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল; কিন্তু, কোনও কোনও শাস্ত্রে, অশ্বমেধ প্রভৃতি কলি যুগে নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে; সুতরাং, সে সমুদায় কলি যুগের ধর্ম্ম হইতে পারে না। যখন পরাশরসংহিতাতে সেই অশ্বমেধ প্রভৃতি ধর্ম্মের বিধি আছে, তখন পরাশরসংহিতাতে কলি ভিন্ন অন্য যুগেরও ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহা সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে।

এই আপত্তির নিরাকরণ করিতে হইলে, অগ্রে ইহাই নিরূপণ করা আবশ্যক, আদিপুরাণে, বৃহন্নারদীয়পুরাণে ও আদিত্যপুরাণে যে সকল নিষেধ আছে, সে সমুদয় কলি যুগে নিষেধ বলিয়া পূর্ব্বাপর প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে কি না। আমাদের দেশে আচার ব্যবহারাদির ইতিহাস গ্রন্থ নাই; সুতরাং, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব। কিন্তু, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, যত দূর কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়, তদনুসারে ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, আদিপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ ও আদিত্যপুরাণের ঐ সমস্ত নিষেধ প্রতিপালিত হয় নাই। ঐ তিন গ্রন্থে যে সকল ধর্ম্ম কলি যুগে নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, কলি যুগে সে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যখন, নিষেধ সত্ত্বেও, সেই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া আসিয়াছে, তখন ঐ সকল নিষেধ প্রকৃত রূপে প্রতিপালিত হইয়াছে, ইহা কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে। বিবাহিতার বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, সমুদ্রযাত্রা, কমণ্ডলুধারণ, দ্বিজাতির ভিন্নজাতীয়স্ত্রীবিবাহ, দেবর দ্বারা পুত্ত্রোৎপাদন, মধুপর্কে পশুবধ, শ্রাদ্ধে

মাংসভোজন, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম, এক জনকে কন্যা দান করিয়া সেই কন্যার পুনরায় অন্য বরে দান, দীর্ঘ কাল ব্রহ্মচর্য্য, গোমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ, মহাপ্রস্থানগমন, অগ্নিপ্রবেশ, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্রপরিগ্রহ, চরিত্র ও বেদাধ্যয়ন অনুসারে অশৌচসংকোচ, শূদ্রজাতি মধ্যে দাস, নাপিত, গোপাল প্রভৃতির অন্নভক্ষণ, ইত্যাদি কতকগুলি ধর্ম্ম কলি যুগে নিষিদ্ধ বলিয়া আদিপুরাণে, বৃহন্নারদীয়পুরাণে ও আদিত্যপুরাণে উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে কলি যুগে অশ্বমেধ, অগ্নিপ্রবেশ, কমণ্ডলুধারণ অর্থাৎ যতিধর্ম্ম, দীর্ঘ কাল ব্রহ্মচর্য্য, সমুদ্রযাত্রা, মহাপ্রস্থানগমন ও বিবাহিতার বিবাহ এই কয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যথা,

কলি যুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে, পাণ্ডবেরা ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (৫৮)। কিন্তু তাঁহারা যে অশ্বমেধ যজ্ঞ ও মহাপ্রস্থান গমন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বত্র এরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, সে বিষয়ে প্রমাণপ্রদর্শন অনাবশ্যক। আর পূর্ব্বে (৫৯) দর্শিত হইয়াছে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন নাগরাজ ঐরাবতের বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে, শূদ্রক নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা,

ঋগ্বেদং সামবেদং গণিতমথ কলাং বৈশিকীং হস্তিশিক্ষাং
জ্ঞাত্বা শর্ব্বপ্রসাদাদ্ব্যপগততিমিরে চক্ষুষী চোপলভ্য।

---

(৫৮) শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥
কলি যুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে, কুরুপাণ্ডবেরা ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কহ্লণরাজতরঙ্গিণী। প্রথম তরঙ্গ।

(৫৯) ৮৩ পৃষ্ঠা দেখ।

রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং পরমসমুদয়েনাশ্বমেধেন চেষ্ট্বা
লব্ধ্বা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ॥(৬০)

শূদ্রক ঋগ্বেদ, সামবেদ, গণিতশাস্ত্র, চতুঃষষ্টি কলা ও হস্তিশিক্ষা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া, মহাদেবের প্রসাদে নির্ম্মল জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া, পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া, মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, এবং এক শত বৎসর দশ দিবস আয়ু লাভ করিয়া, অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছেন। (৬১)

রাজা প্রবরসেন চারি বার অশ্বমেধ করিয়াছিলেন, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তিনি দেবশর্ম্মাচার্য্যনামক ব্রাহ্মণকে যে

---

(৬০) মৃচ্ছকটিক। প্রস্তাবনা।

(৬১) স্কন্দপুরাণে ভবিষ্যবৃত্তান্তে এই শূদ্রকের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

ত্রিষু বর্ষসহস্রেষু কলের্যাতেষু পার্থিব।
ত্রিশতে চ দশ ন্যূনে হ্যস্যাং ভুবি ভবিষ্যতি।
শূদ্রকো নাম বীরাণামধিপঃ সিদ্ধসত্তমঃ।
নৃপান্ সর্ব্বান্ পাপরূপান্ বর্দ্ধিতান্ যো হনিষ্যতি।
চর্বিতায়াং সমারাধ্য লপ্স্যতে ভূভরাপহঃ॥
ততস্ত্রিষু সহস্রেষু দশাধিকশতত্রয়ে।
ভবিষ্যং নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি।
শুক্লতীর্থে সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তিং যোঽভিলপ্স্যতে॥
ততস্ত্রিষু সহস্রেষু সহস্রাভ্যধিকেষু চ।
ভবিষ্যো বিক্রমাদিত্যো রাজ্যং সোঽত্র প্রলপ্স্যতে॥

কলি যুগের ৩২৯০ বৎসর গত হইলে, এই পৃথিবীতে শূদ্রক রাজা হইবেন। তিনি মহাবীর ও অতি প্রধান সিদ্ধ পুরুষ হইবেন। তিনি পাপিষ্ঠ প্রবলপ্রতাপ সমস্ত রাজাদিগের বধ করিবেন, এবং চর্বিতাতে আরাধনা করিয়া সিদ্ধ হইবেন। তৎপরে বিংশতি বৎসর অতীত হইলে, নন্দবংশীয়েরা রাজা হইবেন। চাণক্য এই নন্দবংশের নিপাত করিবেন, এবং শুক্লতীর্থে আরাধনা করিয়া, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। তৎপরে, ৬৯০ বৎসর গত হইলে, বিক্রমাদিত্য রাজা হইবেন। কুমারিকাখণ্ড যুগব্যবস্থাধ্যায়।

ভূমি দান করিয়াছিলেন, সেই দানের শাসনপত্রে, তাঁহার চারি বার অশ্বমেধ করিবার স্পষ্ট উল্লেখ আছে (৬২)। যথা,

চতুরশ্বমেধযাজিনো বিষ্ণুরুদ্রসগোত্রস্য সম্রাজঃ কাটকানাং মহারাজশ্রীপ্রবরসেনস্য ইত্যাদি।

অশ্বমেধচতুষ্টয়কারী, বিষ্ণুরুদ্র রাজার বংশোদ্ভব, কাটকদেশের অধীশ্বর, মহারাজ শ্রীপ্রবরসেন ইত্যাদি।

প্রবরসেনের পূর্ব্ব পুরুষেরা দশ বার অশ্বমেধ করিয়াছিলেন, তাহাও ঐ শাসনপত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা,

দশাশ্বমেধাবভৃথস্নাতানাম্।

দশ বার অশ্বমেধ করিয়াছেন।

কশ্মীরাধিপতি রাজা মিহিরকুল অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা,

স বর্ষসপ্ততিং ভুক্ত্বা ভুবং ভূলোকভৈরবঃ।
ভূরিরোগার্দ্দিতবপুঃ প্রাবিশজ্জাতবেদসম্॥ ৩১৪॥ (৬৩)

উগ্রস্বভাব রাজা মিহিরকুল, ৭০ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া, নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া, অগ্নি প্রবেশ করিয়াছেন।

রাজা মিহিরকুল, সসৈন্য সিংহলে গিয়া, সিংহলেশ্বরকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, তৎকালে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত না। যথা,

স জাতু দেবীং সংবীতসিংহলাংশুককঞ্চুকাম্।
হেমপাদাঙ্কিতকুচাং দৃষ্ট্বা জজ্বাল মন্যুনা॥ ২৯৬॥
সিংহলেষু নরেন্দ্রাঙ্ঘ্রিমুদ্রাঙ্কঃ ক্রিয়তে পটঃ।
ইতি কঞ্চুকিনা পৃষ্টেনোক্তো যাত্রাং ব্যধাত্ততঃ॥ ২৯৭॥

---

(৬২) এসিয়াটিক সোসাইটির ১৮৩৬ সালের নবেম্বর মাসের পুস্তকের ৭২৮ পৃষ্ঠা দেখ।
(৬৩) কহ্লণরাজতরঙ্গিণী। প্রথম তরঙ্গ।

তৎসেনাকুম্ভিদানাম্ভোনিম্নগাকৃতসঙ্গমঃ।
যমুনালিঙ্গনপ্রীতিং প্রপেদে দক্ষিণার্ণবঃ ॥ ২৯৮ ॥
স সিংহলেন্দ্রেণ সমং সংরম্ভাদুদপাটয়ৎ।
চিরেণ চরণস্পৃষ্টপ্রিয়ালোকনজাং রুষম্ ॥ ২৯৯ ॥ (৬৪)

রাজমহিষী সিংহলদেশীয়বস্ত্রনির্ম্মিত কাঁচুলী পরিয়াছিলেন; তাঁহার স্তনোপরি স্বর্ণময় পদচিহ্ন দেখিয়া, রাজা মিহিরকুল কোপানলে জ্বলিত হইলেন। কঞ্চুকীকে জিজ্ঞাসা করাতে, সে কহিল, সিংহল দেশের বস্ত্রে সেই দেশের রাজার পদচিহ্ন মুদ্রিত করে। ইহা শুনিয়া তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তদীয় সেনাসংক্রান্ত হস্তিগণের গণ্ডস্থলনির্গত মদজল, নদীপ্রবাহের ন্যায়, অনবরত পতিত হওয়াতে, দক্ষিণ সমুদ্র যমুনার আলিঙ্গনপ্রীতি প্রাপ্ত হইল। রাজা মিহিরকুল, সিংহলেশ্বরের সহিত সংগ্রাম করিয়া, মহিষীর স্তনমণ্ডলে তদীয় চরণস্পর্শ জনিত কোপের শান্তি করিলেন।

রাজা জয়াপীড়ের দূত লঙ্কায় গিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; সুতরাং, ইহাও সমুদ্রযাত্রা প্রচলিত থাকার অপর এক প্রমাণ হইতেছে। যথা,

সান্ধিবিগ্রহিকঃ সোঽথ গচ্ছন্ পোতচ্যুতোঽম্বুধৌ।
প্রাপ পারং তিমিগ্রাসাত্তিমিমুৎপাট্য নির্গতঃ ॥ ৫০৩ ॥ (৬৫)

সেই রাজদূত গমনকালে নৌকা হইতে সমুদ্রে পতিত হন। এক তিমি তাঁহাকে গ্রাস করে; পরে তিনি, তিমির উদর বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইয়া, সমুদ্র পার হন।

কাশ্মীরাধিপতি রাজা মাতৃগুপ্ত যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা,

অথ বারাণসীং গত্বা কৃতকাষায়সংগ্রহঃ।
সর্ব্বং সন্ন্যস্য সুকৃতী মাতৃগুপ্তোঽভবদ্‌যতিঃ ॥ ৩২২ ॥ (৬৬)

---

(৬৪) কহ্লণরাজতরঙ্গিণী। প্রথম তরঙ্গ।
(৬৫) কহ্লণরাজতরঙ্গিণী। চতুর্থ তরঙ্গ।
(৬৬) কহ্লণরাজতরঙ্গিণী। তৃতীয় তরঙ্গ।

অনন্তর পুণ্যবান্ মাতৃগুপ্ত, সমুদায় সাংসারিক বিষয় ত্যাগ, বারাণসী গমন, ও কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া, যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। (৬৭)

রাজা সুবস্ত, ১০১৮ সংবতে, হর্ষদেবনামক শিবের এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ঐ অট্টালিকা নির্ম্মাণের প্রশস্তিপত্রে, রাজা যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া, স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা,

আজন্মব্রহ্মচারী দিগমলবসনঃ সংযতাত্মা তপস্বী
শ্রীহর্ষারাধনৈকব্যসনশুভমতিস্ত্যক্তসংসারমোহঃ।
আসীদেযা লব্ধজন্মা নবতরবপুষাং সত্তমঃ শ্রীসুবস্ত-
স্তেনেদং ধর্ম্মবিত্তৈঃ সুঘটিতবিকটং কারিতং হর্ষহর্ম্ম্যম্॥ (৬৮)

যে সুবস্ত যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী, দিগম্বর, সংযত, তপস্বী, হর্ষদেবের আরাধনে একান্তরত, সংসারমায়াশূন্য, সার্থজন্মা ও সুপুরুষ ছিলেন, তিনি ধর্ম্মার্থে হর্ষ দেবের সুগঠন, প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

আসীন্নৈষ্ঠিকরূপো যো দীপ্তপাশুপতব্রতঃ।

যিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও পরম শৈব ছিলেন।

এই রূপে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে, কলি যুগে অশ্বমেধ, মহাপ্রস্থান-গমন, অগ্নিপ্রবেশ, যতিধর্ম্ম, সমুদ্রযাত্রা, দীর্ঘ কাল ব্রহ্মচর্য্য, বিবাহিতার বিবাহ, এই কয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া আসিয়াছে। কলি যুগের ইদানীন্তন কালের লোক অপেক্ষা, পূর্ব্বতন কালের লোকেরা শাস্ত্র অধিক জানিতেন ও শাস্ত্র অধিক মানিতেন, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা, আদিপুরাণ প্রভৃতির নিষেধ না মানিয়া, অশ্বমেধ অগ্নিপ্রবেশ প্রভৃতি করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং, স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, তৎকালীন লোকেরা, পুরাণের নিষেধের অনুরোধে, স্মৃতিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

---

(৬৭) বর্ত্তমান কালেও ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বপ্রদেশেই যতিধর্ম্ম সচরাচর প্রচলিত আছে।

(৬৮) এসিয়াটিক সোসাইটির ১৮৩৫ সালের জুলাই মাসের পুস্তকের ৩৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।

আদিত্যপুরাণে লিখিত আছে,

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥

মহাত্মা পণ্ডিতেরা, লোকরক্ষার নিমিত্ত, কলির আদিতে, ব্যবস্থা করিয়া, অশ্বমেধ প্রভৃতি ধর্ম্ম রহিত করিয়াছেন।

মহাত্মা পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার প্রামাণ্যার্থে, পরিশেষে লিখিত আছে,

সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ।

সাধুদিগের ব্যবস্থাও বেদবৎ প্রমাণ হয়।

এরূপ শাসন সত্ত্বেও, যখন পূর্ব্বকালীন লোকেরা, পুরাণের নিষেধে অনাদর করিয়া, অশ্বমেধ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তখন ঐ সকল নিষেধ নিষেধ বলিয়া গণ্য ও মান্য ছিল না, তাহার কোনও সংশয় নাই। তদ্ব্যতিরিক্ত, আদিত্যপুরাণে দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহের নিষেধ আছে। কিন্তু কাশী প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা অদ্যাপি কৃত্রিম পুত্র করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তেই, নন্দপণ্ডিত দত্তক-মীমাংসা গ্রন্থে ব্যবস্থা করিয়াছেন,

দত্তপদং কৃত্রিমস্যাপ্যুপলক্ষণম্ ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ
কৃত্রিমকঃ সুত ইতি কলিধর্ম্মপ্রস্তাবে পরাশরস্মরণাৎ।

অর্থাৎ, যদিও, আদিত্যপুরাণের নিষেধ অনুসারে, কলি যুগে দত্তক ও ঔরস এই দুইমাত্র পুত্রের বিধান থাকিতেছে; কিন্তু, যখন পরাশর কলিধর্ম্মপ্রস্তাবে কৃত্রিম পুত্রেরও বিধান দিয়াছেন, তখন কলি যুগে কৃত্রিম পুত্রও বিধেয়।

অতিদূর তীর্থযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত দৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে, অদ্যাপি বহু ব্যক্তি অতিদূরতীর্থযাত্রা করিয়া থাকেন। আর, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তের নিষেধও নিষেধ-মাত্র লক্ষিত হইতেছে, কারণ, যে সুবিখ্যাত উদয়নাচার্য্য, বৌদ্ধদল পরাজয় পূর্ব্বক, বৈদিক ধর্ম্মের সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি তুষানলে প্রাণত্যাগ করেন। আর, অতি অল্প দিন হইল, বারাণসীধামে এক

প্রধান ব্যক্তি (৬৯), পাপক্ষয় কামনায়, প্রায়োপবেশননামক অনাহারে প্রাণত্যাগরূপ মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন।

অতএব, যখন পরাশর, কলি যুগের পক্ষে, অশ্বমেধের বিধি দিয়াছেন, এবং কলি যুগে, সময়ে সময়ে, রাজারা অশ্বমেধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন অশ্বমেধ, সত্য প্রভৃতি তিন যুগের ন্যায়, কলি যুগেরও ধর্ম্ম হইতেছে। সেইরূপ, অশৌচসঙ্কোচও যখন পরাশরসংহিতাতে কলিধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তখন তাহাও কলি যুগের ধর্ম্ম, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। তবে এ কালে ব্রাহ্মণদিগকে অশৌচসঙ্কোচ করিতে দেখা যায় না; তাহার কারণ এই, যে ব্রাহ্মণ নিত্য অগ্নিহোত্র ও নিত্য বেদাধ্যয়ন করেন, পরাশর তাঁহার পক্ষেই অশৌচসঙ্কোচের বিধি দিয়াছেন। যথা,

একাহাৎ শুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দ্দিনৈঃ॥

যে ব্রাহ্মণ নিত্য অগ্নিহোত্র ও বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তিনি এক দিনে শুদ্ধ হয়েন; যিনি কেবল বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি তিন দিনে; আর যিনি উভয়হীন, তিনি দশ দিনে শুদ্ধ হয়েন।

ইদানীন্তন কালে যখন অগ্নিহোত্র ও বেদাধ্যয়নের প্রথা নাই, তখন সুতরাং তন্নিবন্ধন অশৌচসঙ্কোচের প্রথাও নাই। আর, শূদ্রজাতির মধ্যে দাস, নাপিত, গোপাল প্রভৃতির অন্নভোজন যখন কলিধর্ম্ম বলিয়া পরাশরসংহিতাতে উল্লিখিত আছে, তখন তাহাও যে কলি যুগের ধর্ম্ম, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। যদি বল, দাস, গোপাল প্রভৃতি শূদ্রের অন্নভোজন যদি, পরাশরের মতানুসারে কলি যুগে বিধেয় হয়, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন শ্রেষ্ঠ বর্ণ কি ঐ সকল শূদ্রজাতির অন্নভক্ষণ করিতে পারিবেন। আমার বোধ হয়, অবশ্য পারিবেন, এবং সচরাচর সকলে করিয়াও থাকেন; এবং, পরাশরের

(৬৯) ৺শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দাস, গোপাল প্রভৃতির অন্নগ্রহণবিধায়ক বচন এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দুই বচনের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে, প্রতিবাদী মহাশয়েরাও সম্মত হইবেন, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। যথা,

শুষ্কান্নং গোরসং স্নেহং শূদ্রবেশ্মন আগতম্।
পক্কং বিপ্রগৃহে পূতং ভোজ্যং তন্মনুরব্রবীৎ॥

শুষ্ক অন্ন অর্থাৎ অপক্ব তণ্ডুলাদি, গোরস অর্থাৎ দুগ্ধাদি, এবং স্নেহ অর্থাৎ তৈলাদি, শূদ্রগৃহ হইতে আনীত হইয়া, ব্রাহ্মণগৃহে পক্ক হইলে পবিত্র হয়; মনু সেই অন্ন ভক্ষণীয় কহিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ শূদ্রের দত্ত অপক্ব তণ্ডুলাদি, গৃহে আনিয়া পাক করিয়া ভক্ষণ করিতে পারেন, ইহা এই বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে; সুতরাং, শূদ্রগৃহে পাক করিয়া ভক্ষণ করিলে দোষ আছে, তাহাও অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে।

আপৎকালে তু বিপ্রেণ ভুক্তং শূদ্রগৃহে যদি।
মনস্তাপেন শুধ্যেত দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ॥

আপৎকালে, ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রগৃহে ভোজন করেন, তাহা হইলে, মনস্তাপ অথবা দ্রুপদ মন্ত্রের শত বার জপ দ্বারা শুদ্ধ হন।

আপৎকালে শূদ্রগৃহে পাক করিয়া ভোজন করা বিশেষ দোষাবহ নহে, ইহা এই বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে। সুতরাং, আপদ্ ভিন্ন কালে, শূদ্রগৃহে পাক করিয়া ভোজন করা দোষাবহ, তাহাও অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে।

দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

শূদ্রের মধ্যে দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী ও শরণাগত ইহারা ভোজ্যান্ন, অর্থাৎ ইহাদের দত্ত তণ্ডুলাদি, ইহাদের গৃহে পাক করিয়া, ভোজন করিতে পারা যায়।

এই তিন বচন দ্বারা এই অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের দত্ত অপক্ব তণ্ডুলাদি শূদ্রগৃহে পাক করিয়া ভোজন করিলে, শূদ্রান্ন ভোজন

করা হয়; শূদ্রদত্ত অপক তণ্ডুলাদি স্বগৃহে আনিয়া পাক করিলে, তাহা শূদ্রান্ন হয় না। আপৎকালে, শূদ্রগৃহে, শূদ্রদত্ত তণ্ডুলাদি পাক করিয়া ভোজন করা যাইতে পারে। কিন্তু, কি আপদ্, কি অনাপদ্, সকল সময়েই, দাস, নাপিত, গোপাল প্রভৃতির গৃহে তদ্দত্ত তণ্ডুলাদি পাক করিয়া ভোজন করা দোষাবহ নহে।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, কলি যুগে এরূপ শূদ্রান্ন গ্রহণের বাধা কি। কেহই এরূপ শূদ্রান্ন গ্রহণে দোষগ্রহণ করিবেন না। কেহ কেহ শূদ্রান্ন শব্দে শূদ্রের পাক করা অন্ন এই অর্থ বুঝিয়াছেন; কিন্তু, এ স্থলের শূদ্রান্ন শব্দে শূদ্রের পাক করা অন্ন অভিপ্রেত নহে; তাহা হইলে, আদিত্যপুরাণে, প্রথমতঃ দাস, গোপাল প্রভৃতি শূদ্রের অন্ন ভোজন নিষেধ করিয়া, কিঞ্চিৎ পরেই, পুনরায়, শূদ্রকর্তৃক ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের অন্ন পাকাদি নিষেধ করা হইত না (৭০)। অব্যবহিত পরেই, যখন শূদ্রের পক্ক অন্ন নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন পূর্ব্ব নিষেধ, অগত্যা, অপক্ক তণ্ডুলাদিরূপ অন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক। আর ইহাও অনুধাবন করা আবশ্যক, শাস্ত্রের শূদ্রের অপক্ক তণ্ডুলাদিকেই শূদ্রান্ন বলে। যথা,

আমং শূদ্রস্য পক্বান্নং পক্বমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে। (৭১)

শূদ্রের অপক্ক অন্নকে পক্ব অন্ন, ও পক্ক অন্নকে উচ্ছিষ্ট অন্ন, বলে।

শূদ্রান্ন শব্দের যেরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইল, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের শূদ্রান্নবিচার দ্বারাও তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা,

---

(৭০) শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্।
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ॥
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্তাদিক্রিয়াপি চ।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদির শূদ্রজাতিমধ্যে দাস, গোপাল, কুলমিত্র ও অর্দ্ধসীরীর ভোজ্যান্নতা, অতিদূর তীর্থ যাত্রা, শূদ্রকর্তৃক ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের অন্নপাকাদি ব্যবহার।

(৭১) তিথিতত্ত্ব। দুর্গাপূজাতত্ত্ব।

আমমন্নং দত্তমপি ভোজনকালে তদ্গৃহাবস্থিতং শূদ্রান্নম্।
তথাচাঙ্গিরাঃ

শূদ্রবেশ্মনি বিপ্রেণ ক্ষীরং বা যদি বা দধি।
নিবৃত্তেন ন ভোক্তব্যং শূদ্রান্নং তদপি স্মৃতম্॥

নিবৃত্তেন শূদ্রান্নান্নিবৃত্তেন। অপি শব্দাৎ সাক্ষাৎ ঘৃততণ্ডুলাদি।
স্বগৃহাগতে পুনরঙ্গিরাঃ

যথা যতস্ততো হ্যাপঃ শুদ্ধিং যান্তি নদীং গতাঃ।
শূদ্রাদ্বিপ্রগৃহেষন্নং প্রবিষ্টন্তু সদা শুচি॥

প্রবিষ্টেঽপি স্বীকারাপেক্ষামাহ পরাশরঃ

তাবদ্ভবতি শূদ্রান্নং যাবন্ন স্পৃশতি দ্বিজঃ।
দ্বিজাতিকরসংস্পৃষ্টং সর্ব্বং তদ্ধবিরুচ্যতে॥

স্পৃশতি গৃহ্লাতীতি কল্পতরুঃ। তচ্চ সম্প্রোক্ষ্য গ্রাহ্যমাহ বিষ্ণুপুরাণম্

সম্প্রোক্ষয়িত্বা গৃহ্লীয়াৎ শূদ্রান্নং গৃহমাগতম্।

তচ্চ পাত্রান্তরেণ গ্রাহ্যমাহাঙ্গিরাঃ

স্বপাত্রে যচ্চ বিন্যস্তং দুগ্ধং যচ্ছতি নিত্যশঃ।
পাত্রান্তরগতং গ্রাহ্যং দুগ্ধং স্বগৃহ আগতম্॥

এতেষু স্বগৃহ আগতস্যৈব শুদ্ধত্বং তদ্গৃহগতস্য শূদ্রান্নদোষভাগিত্বং প্রতীয়তে। (৭২)

শূদ্রদত্ত অপক্ব তণ্ডুলাদিও, ভোজনকালে শূদ্রগৃহস্থিত হইলে, শূদ্রান্ন হয়; যেহেতু অঙ্গিরা কহিয়াছেন, শূদ্রান্ননিবৃত্ত ব্রাহ্মণ শূদ্রগৃহে দুগ্ধ, দধি পর্য্যন্ত ভোজন করিবেন না; যেহেতু তাহাও শূদ্রান্ন। স্বগৃহাগত তণ্ডুলাদি বিষয়ে অঙ্গিরা কহিয়াছেন, যেমন জল, যে সে স্থান হইতে আসিয়া নদীতে পড়িলেই শুদ্ধ হয়; সেইরূপ, তণ্ডুলাদি শূদ্রগৃহ হইতে ব্রাহ্মণগৃহে প্রবিষ্ট হইলেই শুদ্ধ হয়। পরাশর কহিয়াছেন, শূদ্রান্ন ব্রাহ্মণগৃহে প্রবিষ্ট হইলেও স্বীকারের অপেক্ষা রাখে; যথা, ব্রাহ্মণ যাবৎ না গ্রহণ করেন, তাবৎ শূদ্রান্নই থাকে, ব্রাহ্মণের হস্ত দ্বারা

(৭২) আহ্নিকতত্ত্ব।

গৃহীত হইলে, সমস্ত শুদ্ধ হয়। বিষ্ণুপুরাণে কহিয়াছেন, শূদ্রান্ন প্রক্ষালন করিয়া গ্রহণ করিতে হয়; যথা, শূদ্রান্ন স্বগৃহে আসিলে প্রক্ষালন করিয়া লইবেক। অঙ্গিরা কহিয়াছেন, শূদ্রান্ন পাত্রান্তর করিয়া লইতে হইবেক; যথা, শূদ্র আপন পাত্রস্থ করিয়া যে দুগ্ধ দান করে, সেই দুগ্ধ স্বগৃহে আগত হইলে, পাত্রান্তর করিয়া গ্রহণ করিবেক। এই সকল বচনে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, শূদ্রদত্ত তণ্ডুলাদি স্বগৃহে আসিলেই শুদ্ধ হয়, শূদ্রগৃহস্থিত হইলে শূদ্রান্ন দোষ হয়।

অতএব, পরাশরসংহিতাতে অশ্বমেধ প্রভৃতির বিধি দেখিয়া, এবং ঐ সমস্ত অন্যান্য যুগের ধর্ম্ম, কলি যুগের ধর্ম্ম নহে, ইহা স্থির করিয়া, পরাশর কেবল কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করেন নাই, কলি ভিন্ন অন্যান্য যুগেরও ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন, সুতরাং, পরাশরসংহিতা কেবল কলিধর্ম্মনির্ণায়ক নহে; এরূপ মীমাংসা করা কোনও ক্রমে বিচারসিদ্ধ হইতেছে না।

১১—পরাশরসংহিতার

আদ্যোপান্ত কলিধর্ম্মনির্ণায়ক,

কেবল প্রথম দুই অধ্যায় কলিধর্ম্মনির্ণায়ক নহে।

কেহ কেহ এই মীমাংসা করিয়াছেন, পরাশর, কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে, কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া, তৃতীয় অবধি গ্রন্থ সমাপ্তি পর্য্যন্ত দশ অধ্যায়ে, সর্ব্বযুগসাধারণ ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন; এবং নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা এই মীমাংসার হেতুস্বরূপ বিন্যাস করিয়াছেন। প্রথমতঃ, প্রথমও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বারংবার কলি শব্দের প্রয়োগ আছে; দ্বিতীয়তঃ, তৃতীয় অবধি দ্বাদশ পর্য্যন্ত কোনও অধ্যায়েই কলি শব্দ নাই, বরং অশ্বমেধ প্রভৃতি কলি ভিন্ন অন্যান্য যুগের ধর্ম্ম নিরূপিত দৃষ্ট হইতেছে; তৃতীয়তঃ, গ্রন্থ সমাপ্তিকালেও, আমি কলি ধর্ম্ম কহিলাম বলিয়া, উপসংহার করেন নাই; বরং দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষে কলি ধর্ম্ম কথনের উপসংহার করিয়াছেন। (৭৩)

পূর্ব্বে (৭৪) যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কেবল কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য। প্রতিবাদী মহাশয়েরাও, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করা হইয়াছে বলিয়া, কলিধর্ম্মনিরূপণ পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য, ইহা আংশিক স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে অনুসন্ধান করা আবশ্যক, পূর্ব্বতন গ্রন্থকর্ত্তারা পরাশরসংহিতা বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

---

(৭৩) শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন ও তাঁহার সহকারিগণ।

(৭৪) ৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন,

সর্ব্বেষ্বপি কল্পেষু পরাশরস্মৃতেঃ কলিযুগধর্ম্মপক্ষপাতিত্বাৎ।

সকল কল্পেই, কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য।

এ স্থলে পরাশরস্মৃতি কলি যুগের শাস্ত্র বলিয়া যেরূপ স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তদ্দ্বারা আদ্যোপান্ত গ্রন্থই কলিধর্ম্মবিষয়ক, ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; নতুবা, কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় কলি যুগের পক্ষে, অবশিষ্ট দশ অধ্যায় সর্ব্বযুগপক্ষে, এরূপ বোধ হয় না।

নন্দপণ্ডিত কহিয়াছেন,

দত্তপদং কৃত্রিমস্যাপ্যুপলক্ষণম্ ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুত ইতি কলিধর্ম্মপ্রস্তাবে পরাশরস্মরণাৎ।

কেবল দত্তক পদ আছে বটে, কিন্তু কৃত্রিম পুত্রও বুঝিতে হইবেক; যেহেতু, পরাশর কলিধর্ম্ম প্রস্তাবে কৃত্রিম পুত্রেরও বিধি দিয়াছেন।

পরাশরের এই পুত্রবিষয়ক বচন চতুর্থ অধ্যায়ে আছে; সুতরাং, নন্দপণ্ডিতের মতে, চতুর্থ অধ্যায়ও কলিধর্ম্মনিরূপণপক্ষে হইতেছে।

ভট্টোজিদীক্ষিত কহিয়াছেন,

নচ কলিনিষিদ্ধস্যাপি যুগান্তরীয়ধর্ম্মস্যৈব নষ্টে মৃতে ইত্যাদি পরাশরবাক্যং প্রতিপাদকমিতি বাচ্যং কলাবনুষ্ঠেয়ান্ ধর্ম্মানেব বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞায় তদ্গ্রন্থপ্রণয়নাৎ।

নষ্টে মৃতে এই পরাশরের বচন দ্বারা কলি নিষিদ্ধ যুগান্তরীয় ধর্ম্মেরই বিধান হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না; কারণ, কেবল কলি যুগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মই নিরূপণ করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরাশরসংহিতা সঙ্কলন করা হইয়াছে।

ভট্টোজিদীক্ষিত, বিবাদাস্পদীভূত বিবাহবিষয়ক বচনের বিচারস্থলেই, এরূপ লিখিতেছেন; সুতরাং, তাঁহার মতে, আদ্যোপান্ত কেবল কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য স্থির হইতেছে।

যস্তু পতিতৈর্ব্রহ্মহাদিভিঃ সহ সংবৎসরং সংসর্গং কৃত্বা

স্বয়মপি পতিতস্তস্য প্রায়শ্চিত্তং মনুরাহ"

যো যেন পতিতেনৈষাং সংসর্গং যাতি মানবঃ।

স তস্যৈব ব্রতং কুর্য্যাৎ সংসর্গস্য বিশুদ্ধয়ে ইতি ॥

আচার্য্যস্তু কলিযুগে সংসর্গদোষাভাবমভিপ্রেত্য সংসর্গ-প্রায়শ্চিত্তং নাভ্যধাৎ।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী প্রভৃতি পতিতদিগের সহিত সংবৎসর সংসর্গ করিয়া স্বয়ং পতিত হয়, মনু তাহার প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন; যথা,

সে ব্যক্তি ইহাদিগের মধ্যে যে পতিতের সহিত সংসর্গ করে, সে সংসর্গ-দোষক্ষয়ের নিমিত্ত সেই পতিতের প্রায়শ্চিত্ত করিবেক।

কিন্তু আচার্য্য (পরাশর), কলি যুগে সংসর্গদোষ নাই, এই অভিপ্রায়ে সংসর্গ-দোষের প্রায়শ্চিত্ত বলেন নাই।

কলি যুগে সংসর্গদোষ নাই, এই নিমিত্ত পরাশর সংসর্গদোষের প্রায়শ্চিত্ত বলেন নাই; ভাষ্যকারের এই লিপি দ্বারা, আদ্যোপান্ত কেবল কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য, ইহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। পরাশরসংহিতার শেষ নয় অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ আছে; সুতরাং, কেবল প্রথম দুই অধ্যায় মাত্র কলিধর্ম্মবিষয়ক না হইয়া, সমুদায় গ্রন্থই কলিধর্ম্মনির্ণায়ক তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে।

এই রূপে, কলি যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই যে, পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য, তাহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। অতএব, কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় মাত্র কলিধর্ম্মবিষয়ক, তদ্ভিন্ন দশ অধ্যায় সর্ব্বযুগসাধারণ ধর্ম্ম বিষয়ক, ইহা কেবল অপ্রামাণিক অকিঞ্চিৎকর কল্পনা মাত্র।

পরাশরসংহিতার প্রথম অধ্যায় গ্রন্থের উপক্রমণিকাস্বরূপ; সুতরাং, তাহাতে কলি ও কলিধর্ম্ম নিরূপণের কথা বারংবার আছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ের আরম্ভেও, অতঃপর কলি যুগের ধর্ম্ম ও আচার বর্ণন করিব বলিয়া, এক বার মাত্র কলি শব্দের প্রয়োগ আছে; তৎপরে আর কলি শব্দ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই, এই নিমিত্ত, তদনন্তর আর কোনও স্থলেই কলি শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই; সুতরাং, তৃতীয় অবধি নয়

অধ্যায়ে, কলি শব্দ নাই বলিয়া, কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়কে কলিধর্ম্মবিষয়ক ও তদ্ভিন্ন সমুদায় গ্রন্থ সর্ব্বযুগসাধারণধর্ম্মবিষয়ক বলিয়া মীমাংসা করা, কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে। আর, তৃতীয় অধ্যায়ে যে অশৌচসঙ্কোচ ও অগ্নিপ্রবেশের বিধি আছে, এবং একাদশ অধ্যায়ে যে দাস, গোপাল প্রভৃতি শূদ্রের অন্ন ভোজনের এবং দ্বাদশে যে অশ্বমেধের বিধি আছে, সে সমুদায় যুগান্তরীয় ধর্ম্ম, কলি যুগের ধর্ম্ম নহে, এই নিশ্চয় করিয়া, তৃতীয় অবধি দ্বাদশ পর্য্যন্ত গ্রন্থ কলিধর্ম্ম বিষয়ে নহে, এই ব্যবস্থা যে সঙ্গত হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বে (৭৫) প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর, গ্রন্থসমাপ্তিকালে, কলিধর্ম্ম বলিলাম বলিয়া, উপসংহার নাই, যথার্থ বটে; কিন্তু, যখন কলিধর্ম্ম বলিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন গ্রন্থসমাপ্তিকালে, কলিধর্ম্ম বলিলাম বলিয়া, নির্দ্দেশ না থাকিলে, কি ক্ষতি হইতেছে। উপক্রমে যখন কলিধর্ম্ম কথনের প্রতিজ্ঞা আছে, তখন উপসংহারে কলিধর্ম্মসমাপ্তির কোনও উল্লেখ না থাকিলেও, কলিধর্ম্ম বলা হইল ব্যতিরিক্ত আর কি বুঝাইতে পারে। আর, যেমন গ্রন্থসমাপ্তিকালে, কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার নাই, সেইরূপ, সকল যুগের ধর্ম্ম বলিলাম বলিয়াও, উপসংহার নাই। যদি কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার নাই বলিয়া, সমুদায় গ্রন্থ কলিধর্ম্মনির্ণায়ক না বলা যায়, তবে সর্ব্বযুগসাধারণ ধর্ম্ম কথনের উপসংহার না থাকিলে, সর্ব্বযুগধর্ম্মনির্ণায়ক বলিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ, গ্রন্থের আরম্ভে, যেরূপ কলিধর্ম্ম কথনের প্রতিজ্ঞা দৃষ্ট হইতেছে, সেইরূপ, তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে, সর্ব্বযুগসাধারণ ধর্ম্ম কথনের প্রতিজ্ঞা দৃষ্ট হইতেছে না। অতএব, যখন উপক্রমে ও উপসংহারে সর্ব্বযুগসাধারণ ধর্ম্ম কথনের কোনও উল্লেখ নাই, তখন শেষ দশ অধ্যায় সর্ব্বযুগসাধারণধর্ম্মনির্ণায়ক, এ কথা নিতান্ত অমূলক ও একান্ত অযৌক্তিক।

এক্ষণে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক, প্রতিবাদী মহাশয়েরা, দ্বিতীয়া-

---

(৭৫) ১৩২ পৃষ্ঠা দেখ।

ধ্যায়ের শেষে কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার যেরূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইতে পারে কি না। তাঁহাদের লিখন অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,

এই উপক্রম অর্থাৎ গ্রন্থের প্রকরণে কলিধর্ম্ম কথনের প্রতিজ্ঞা করিয়া দ্বিতীয়াধ্যায় সম্যক্ কথনানন্তর অধ্যায়সমাপ্তিকালে কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিয়াছেন। যথা

ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকেষু চ।
চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

ইতি পারাশরং ২ অং।

কলি ধর্ম্মে অর্থাৎ কলি যুগানুরূপ ধর্ম্মের সমাচরণে লোক সকল অল্পায়ু হইবেক। এবং অবিরত পাপ কর্ম্মের সমাচরণ নিমিত্ত মরণানন্তর নরকে পতিত হইবে। অতএব কলি কালে চাতুর্ব্বর্ণের এই ধর্ম্মই সনাতন। অর্থাৎ ইহারা নিরন্তর পাপকর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে।

পণ্ডিতেরাই বিবেচনা করিবেন যে, এই শ্লোক কলিধর্ম্ম কথনরূপ প্রকরণের উপসংহার কি না।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, প্রতিবাদী মহাশয়েরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঐ বচনের ঐ ব্যাখ্যা যথার্থ ব্যাখ্যা হইলে, কলিধর্ম্মের উপসংহার হইল বলিয়া, বিবেচনা করিবার কোনও বাধা ছিল না। কিন্তু উহা নিতান্ত বিপরীত ব্যাখ্যা, প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে। তাঁহারা দুই বচনার্দ্ধকে এক বচন রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে পরবচনার্দ্ধের সহিত পূর্ব্ববচনার্দ্ধের কোনও মতে কোনও সংস্রব ঘটিতে পারে না। যে বচনের অর্দ্ধ লইয়া, পরবচনের সহিত যোজনা করিয়া, বিপরীত ব্যাখ্যা করত, প্রতিবাদী মহাশয়েরা কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার স্থির করিয়াছেন, সে বচন এই,

বিকর্ম্ম কুর্ব্বতে শূদ্রা দ্বিজশুশ্রূষয়োজ্‌ঝিতাঃ।
ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকেষু চ॥ (৭৬)

---

(৭৬) পতন্তি নরকেষু চ, এই স্থলে, নিরয়ং যান্ত্যসংশয়ম্, এই পাঠ ভাষ্যসম্মত। দুই পাঠেই অর্থ সমান।

শূদ্রেরা যদি, দ্বিজসেবাপরাঙ্মুখ হইয়া, কৃষি বাণিজ্যাদি রূপ কর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহারা অল্পায়ু হয় এবং নরকে পতিত হয়।

অবশিষ্ট অর্দ্ধ বচন ভাষ্যকারের আভাস ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সহিত উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,

ইত্থং বর্ণচতুষ্টয়সাধারণং জীবনহেতুং ধর্ম্মং প্রতিপাদ্য নিগময়তি

চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

এই রূপে চারি বর্ণের জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী ধর্ম্ম কহিয়া, সমন্বয় করিতেছেন; চারি বর্ণেরই এই সনাতন ধর্ম্ম।

অতীতেষপি কলিযুগেষু বিপ্রাদীনাং কৃষ্যাদিকমস্তীতি সূচয়িতুং সনাতন ইত্যুক্তম্।

যত বার কলি যুগ অতীত হইয়াছে, সকল বারেই, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির কৃষি প্রভৃতি আছে, ইহা জানাইবার নিমিত্ত, সনাতন এই শব্দ দিয়াছেন।

এক্ষণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, দ্বিতীয়াধ্যায়ে পরাশর, চারি বর্ণের জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া,

চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

চারি বর্ণেরই এই সনাতন ধর্ম্ম।

এই বলিয়া, জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী ধর্ম্ম নিরূপণের প্রকরণ সমাপ্ত করিলেন; কলিধর্ম্ম নিরূপণ সমাপ্ত করিলেন, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতেছে না।

বিকর্ম্ম কুর্ব্বতে শূদ্রা দ্বিজশুশ্রূষয়োজ্ঝিতাঃ।
ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকেষু চ॥

যদি শূদ্রেরা, দ্বিজসেবাপরাঙ্মুখ হইয়া, কৃষি বাণিজ্যাদি করে, তাহা হইলে, তাহারা অল্পায়ু হয় ও নরকে পতিত হয়।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা এই বচনের উত্তরার্দ্ধকে পূর্ব্বলিখিত বচনার্দ্ধের সহিত যোজনা করিয়াছেন। যথা,

ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকেষু চ।
চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥

তাহারা অল্পায়ু হয় ও নরকে পতিত হয়। চারি বর্ণেরই এই সনাতন ধর্ম্ম।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা, চারি জনে যুক্তি করিয়া, এই দুই বচনার্দ্ধকে এক বচন করিয়া লইয়াছেন, এবং আপনাদিগের মনোমত অর্থ লিখিয়াছেন। যথা,

> কলিধর্ম্মে অর্থাৎ কলি যুগানুরূপ ধর্ম্মের সমাচরণে লোক, সকল অল্পায়ু হইবেক এবং অবিরত পাপকর্ম্মের সমাচরণ নিমিত্ত মরণানন্তর নরকে পতিত হইবেক। অতএব কলি কালে চাতুর্বর্ণের এই ধর্ম্মই সনাতন। অর্থাৎ ইহারা নিরন্তর পাপকর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে।

তাঁহারা, অনেক স্থলেই, এইরূপ কল্পিত অর্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, ছল ও কৌশল অবলম্বন করা অতি অন্যায়। পাঠকবর্গের অধিকাংশ মহাশয়ই সংস্কৃতজ্ঞ নহেন; তাঁহাদের বোধার্থেই, ভাষায় সংস্কৃত বচনের অর্থ লিখিতে হয়। তাঁহারা যখন ভাষা ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেন, তখন প্রত্যেক বচনের প্রকৃত ব্যাখ্যা লেখাই সর্ব্বাংশে উচিত কর্ম্ম। লোক ভুলাইবার নিমিত্ত, কল্পিত ব্যাখ্যা লেখা সাধু লোকের উচিত নহে। যাহা হউক, প্রতিবাদী মহাশয়েরা, পূর্ব্বোক্ত দুই বচনার্দ্ধের যে ব্যাখ্যা লিখিয়া, কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যদি তাঁহারা ঐ ব্যাখ্যাকে প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে আর আর স্থলে যে সকল কল্পিত ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, সে সমুদায়কে প্রকৃত ব্যাখ্যা, ও কলি যুগে বিধবাবিবাহকে অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম বলিয়া, স্বীকার করিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিব না।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে রূপে কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তি প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন, তাহা যে কোনও ক্রমে সিদ্ধ হইয়া উঠে নাই, তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে, তাঁহারা, কলিযুগানুরূপ ধর্ম্মের সমাচরণে লোক অল্পায়ু হয় ও নরকে

যায়, এই যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহাতে অনেকের এই প্রতীতি জন্মিতে পারে যে, পরাশর দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে সকল কলিধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, সে সকল পাপকর্ম্ম, উহাদের অনুষ্ঠানে লোক অল্পায়ু হয় ও নরকে যায়; সুতরাং, পরাশরোক্ত কলিধর্ম্ম, আয়ুঃক্ষয়কর ও নরকসাধন বলিয়া পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। প্রতিবাদী মহাশয়েরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ দুই বচনার্দ্ধের যেরূপ কল্পিত ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিলে, অনেকেরই এই ভ্রম জন্মিতে পারে; এই নিমিত্ত, পরাশরসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় আদ্যোপান্ত নিম্নে, ভাষ্যকারের আভাস ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সহিত, উদ্ধৃত হইতেছে।

পূর্ব্বাধ্যায়ে আমুষ্মিকধর্ম্মঃ প্রাধান্যেন প্রবৃত্তঃ অয়ন্তু ঐহিকজীবনহেতুধর্ম্মঃ প্রাধান্যেন প্রবর্ত্ততে। তত্রাদাবধ্যায়প্রতিপাদ্যমর্থং প্রতিজানীতে

অতঃপরং গৃহস্থস্য কর্ম্মাচারং কলৌ যুগে।
ধর্ম্মং সাধারণং শক্ত্যা চাতুর্বর্ণ্যাশ্রমাগতম্॥
সম্প্রবক্ষ্যাম্যহং পূর্ব্বং পরাশরবচো যথা।

অতঃপরম্ আমুষ্মিকপ্রধানধর্ম্মকথনাদনন্তরং ষট্‌কর্ম্মাভিরতঃ সন্ধ্যাস্নানমিত্যাদিনা হি আমুষ্মিকফলে ধর্ম্মেঽভিহিতে সতি ঐহিকফলস্য কৃষ্যাদিধর্ম্মস্য বুদ্ধিস্থত্বাৎ তদভিধানস্য যুক্তোঽবসরঃ। বক্ষ্যমাণস্য কৃষ্যাদিধর্ম্মস্য ব্রহ্মচারিবনস্থযতিষসম্ভবমভিপ্রেত্য তদযোগ্যমাশ্রমিণং দর্শয়তি গৃহস্থস্যেতি। কৃতত্রেতাদ্বাপরেষু বৈশ্যস্যৈব কৃষ্যাদাবধিকারো নতু গৃহস্থমাত্রস্য বিপ্রাদেঃ অতো বিশিনষ্টি কলৌ যুগে ইতি। কর্ম্মশব্দো লোকে ব্যাপারমাত্রে প্রযুজ্যতে আচারশব্দশ্চ ধর্ম্মরূপে শাস্ত্রীয়ব্যাপারে কৃষ্যাদেস্তু যুগান্তরেষু কর্ম্মত্বং কলাবা-

চারত্বমিত্যুভয়রূপত্বমস্তি। কৃষ্যাদেঃ সাধারণধর্ম্মত্বমুপপাদয়তি চাতুর্বর্ণ্যাশ্রমাগতমিতি। পরাশরশব্দেনাত্র অতীতকল্পোৎপন্নো বিবক্ষিতঃ এতদেবাভিব্যঞ্জয়িতুং পূর্ব্বমিত্যুক্তং পূর্ব্বকল্পসিদ্ধং পরাশরবাক্যং কলিধর্ম্মে কৃষ্যাদৌ যথা বৃত্তং তথৈবাহং সম্প্রবক্ষ্যামি। অতঃ সম্প্রদায়াগতত্বাৎ কৃষ্যাদেরাচারতায়াং ন বিবাদঃ কর্ত্তব্য ইত্যাশয়ঃ। শিষ্টাচারং শিক্ষয়িতুং শক্ত্যা সম্প্রবক্ষ্যামীত্যুক্তং নতু কস্মিংশ্চিদ্ধর্ম্মে স্বস্যাশক্তিং দ্যোতয়িতুং কলিধর্ম্মপ্রবীণস্য পরাশরস্য তত্রাশক্ত্যসম্ভবাৎ।

পূর্ব্বাধ্যায়ে পারলৌকিক ধর্ম্ম প্রাধান্য রূপে নির্ণীত হইয়াছে; এক্ষণে জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী ঐহিক ধর্ম্ম প্রাধান্য রূপে নির্ণীত হইতেছে। তন্মধ্যে এই অধ্যায়ে যে বিষয় নির্ণয় করিবেন, তাহাই প্রথম প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।

পূর্ব্ব পরাশরবাক্য অনুসারে অতঃপর গৃহস্থের কলি যুগে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ও আচার যথাশক্তি বলিব। যাহা বলিব, তাহা চারি বর্ণের ও আশ্রমের সাধারণ ধর্ম্ম।

পূর্ব্ব পরাশরবাক্য অনুসারে, অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পে, পরাশর যেরূপ কলিধর্ম্ম কহিয়াছেন, তদনুসারে। অতঃপর অর্থাৎ পারলৌকিক ষট্‌কর্ম্ম সন্ধ্যা স্নান প্রভৃতির প্রধান রূপে কথনানন্তর। বক্ষ্যমাণ কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি ধর্ম্ম ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিতে সম্ভবে না; এই নিমিত্ত, গৃহস্থের বলিয়া কহিতেছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে, বৈশ্য জাতিরই কৃষি বাণিজ্যাদি ধর্ম্মে অধিকার, ব্রাহ্মণাদি যাবতীয় গৃহস্থের নহে; এই নিমিত্ত, কলি যুগে বলিয়া কহিতেছেন; অর্থাৎ কলি যুগে চারি বর্ণই কৃষি বাণিজ্যাদি করিতে পারেন।

প্রতিজ্ঞাতং ধর্ম্মং দর্শয়তি

ষট্‌ কর্ম্মসহিতো বিপ্রঃ কৃষিকর্ম্ম চ কারয়েৎ।

ষট্‌ কর্ম্মাণি পূর্ব্বোক্তানি যাজনাদীনি সন্ধ্যাদীনি চ তৈঃ সহিতো বিপ্রঃ শুশ্রূষকৈঃ শূদ্রৈঃ কৃষিং কারয়েৎ। নচ

যাজনাদীনাং জীবনহেতুত্বাৎ কিমনয়া কৃষ্যেতি বাচ্যং কলৌ জীবনপর্য্যাপ্ততয়া যাজনাদীনাং দুর্লভত্বাৎ।

প্রতিজ্ঞাত ধর্ম্ম কহিতেছেন,

ব্রাহ্মণ, যজন, যাজন, প্রভৃতি ষট্ কর্ম্মে সম্পন্ন হইয়া, সেবক শূদ্র দ্বারা কৃষি কর্ম্ম করাইবেন।

যদি বল ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহের যাজন, অধ্যাপন, প্রতিগ্রহ, এই তিন উপায় আছে, কৃষি কর্ম্মের প্রয়োজন কি; তাহার উত্তর এই, কলি যুগে যাজনাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া দুর্ঘট, এই নিমিত্ত পরাশর কৃষিকর্ম্মের বিধান দিয়াছেন।

কৃষৌ বর্জ্যান্ বলীবর্দ্দানাহ

ক্ষুধিতং তৃষিতং শ্রান্তং বলীবর্দ্দং ন যোজয়েৎ।
হীনাঙ্গং ব্যাধিতং ক্লীবং বৃষং বিপ্রো ন বাহয়েৎ॥

কৃষি কর্ম্মে যেরূপ বলীবর্দ্দ নিযুক্ত করা উচিত নহে, তাহা কহিতেছেন; ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্লান্ত বলীবর্দ্দ লাঙ্গলে যোজিত করিবেক না। আর অঙ্গহীন, রুগ্ন ও ক্লীব বৃষকে লাঙ্গল বহাইবেক না।

কীদৃশস্তর্হি বলীবর্দ্দাঃ কৃষৌ যোজ্যা ইত্যাহ

স্থিরাঙ্গং নীরুজং তৃপ্তং সুনর্দ্দং ষণ্ডবর্জ্জিতম্।
বাহয়েদ্দিবসস্যার্দ্ধং পশ্চাৎ স্নানং সমাচরেৎ॥

তবে কি প্রকার বৃষ কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত করিবেক, তাহা কহিতেছেন; স্থিরাঙ্গ অর্থাৎ পদবৈকল্যাদিরহিত, সুস্থ, ক্ষুধা তৃষ্ণাদি পীড়াশূন্য, শ্রমহীন, সমর্থ বৃষকে প্রথম দুই প্রহর লাঙ্গল বহাইবেক, পশ্চাৎ স্নান করাইবেক।

কৃষৌ ফলিতস্য ধান্যস্য বিনিয়োগমাহ

স্বয়ং কৃষ্টে তথা ক্ষেত্রে ধান্যৈশ্চ স্বয়মর্জ্জিতৈঃ।
নির্ব্বপেৎ পাকযজ্ঞাংশ্চ ক্রতুদীক্ষাঞ্চ কারয়েৎ॥

কৃষিকর্ম্মে যে শস্য উৎপন্ন হইবেক, তাহার বিনিয়োগ কহিতেছেন; স্বয়ং কৃষ্ট

ক্ষেত্রে যে শস্য উৎপন্ন হইবেক, সেই শস্য দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ ও অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিবেক।

কৃষীবলস্য তিলাদিধান্যসম্পন্নস্য ধনলোভেন প্রসক্তস্তিলাদিবিক্রয়স্তং নিবারয়তি

তিলা রসা ন বিক্রেয়া বিক্রেয়া ধান্যতৎসমাঃ॥
বিপ্রস্যৈবংবিধা বৃত্তিস্তৃণকাষ্ঠাদিবিক্রয়ঃ॥

যদি ধান্যান্তররহিতস্য তিলবিক্রয়মন্তরেণ জীবনং ধর্ম্মো বা ন সিধ্যেৎ তদা তিলা ধান্যান্তরৈর্বিনিমাতব্যা ইত্যভিপ্রেত্য বিক্রেয়া ধান্যতৎসমা ইত্যুক্তং যাবদ্ভিঃ প্রস্থৈস্তিলা দত্তাস্তাবদ্ভিরেব ধান্যান্তরমুপাদেয়ং নাধিকমিত্যর্থঃ।

তিল প্রভৃতি শস্যসম্পন্ন কৃষিজীবী ব্যক্তি, ধনলোভে, তিলাদি বিক্রয় করিলেও করিতে পারে, এই নিমিত্ত নিষেধ করিতেছেন;

ব্রাহ্মণ তিল ও ঘৃত, দধি, মধু প্রভৃতি রস বিক্রয় করিবেক না। কিন্তু, যদি অন্য শস্য না থাকে, তিল বিক্রয় ব্যতিরেকে জীবিকানির্ব্বাহ অথবা ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পন্ন না হইয়া উঠে, তাহা হইলে, তিলতুল্য পরিমাণে শস্যান্তর বিনিময়রূপ বিক্রয় করিবেক; এবং তৃণ কাষ্ঠাদি বিক্রয় করিবেক।

ইদানীং কৃষাবানুষঙ্গিকস্য পাপ্মনঃ প্রতীকারং বক্তুং প্রথমতস্তং পাপ্মানং দর্শয়তি

ব্রাহ্মণশ্চেৎ কৃষিং কুর্য্যাৎ তন্মহাদোষমাপ্নুয়াৎ।

কৃষৌ হিংসায়া অবর্জ্জনীয়ত্বাৎ সাবধানস্যাপি কৃষীবলস্য দোষোঽনুষজ্যত ইতি।

ইদানীং কৃষিকর্ম্মে আনুষঙ্গিক যে পাপ আছে, তাহার প্রতীকার কহিবার নিমিত্ত, প্রথমতঃ সেই পাপ প্রদর্শন করিতেছেন;

ব্রাহ্মণ যদি কৃষি কর্ম্ম করে, তাহা হইলে মহাদোষ প্রাপ্ত হয়। কৃষক যত কেন সাবধান হউক না, কৃষিকর্ম্মে অবশ্যই জীবহিংসা ঘটে, সুতরাং দোষ আছে।

উক্তস্য দোষস্য মহত্ত্বং বিশদয়তি

সংবৎসরেণ যৎ পাপং মৎস্যঘাতী সমাপ্নুয়াৎ।
অয়োমুখেন কাষ্ঠেন তদেকাহেন লাঙ্গলী॥

উক্ত । মহত্ব স্পষ্ট করিতেছেন;

মৎস্যঘাতী ব্যক্তি সংবৎসরে যে পাপ প্রাপ্ত হয়, কৃষক লৌহমুখ কাষ্ঠ অর্থাৎ লাঙ্গল দ্বারা এক দিনে সেই পাপ প্রাপ্ত হয়।

উক্তনীত্যা কর্ষকমাত্রস্য পাপপ্রসক্তৌ বারয়িতুং বিশিনষ্টি

পাশকো মৎস্যঘাতী চ ব্যাধঃ শাকুনিকস্তথা।
অদাতা কর্ষকশ্চৈব সর্ব্বে তে সমভাগিনঃ॥

যথা পাশকাদীনাং পাপং মহৎ এবমদাতুঃ কর্ষকস্যেত্যর্থঃ।

পূর্ব্বোক্ত দ্বারা কৃষক মাত্রেরই পাপপ্রসক্তি হইয়াছিল, তাহা বারণ করিবার নিমিত্ত, বিশেষ করিয়া কহিতেছেন;

পাশক, মৎস্যঘাতী, ব্যাধ, শাকুনিক, অদাতা কৃষক, ইহারা সকলে সমান পাপভাগী।

যেমন পাশক প্রভৃতির মহৎ পাপ জন্মে, সেইরূপ অদাতা কৃষকের; অর্থাৎ কৃষক, দানশীল হইলে, তাদৃশ পাপগ্রস্ত হয় না।

যদর্থং কৃষীবলস্য পাপ্মা দর্শিতস্তমিদানীং প্রতীকারমাহ

বৃক্ষং ছিত্ত্বা মহীং ভিত্ত্বা হত্বা চ কৃমিকীটকান্।
কর্ষকঃ খলযজ্ঞেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

ছেদনভেদনহননৈর্যাবন্তি পাপানি নিষ্পদ্যন্তে তেষাং সর্ব্বেষাং খলে ধান্যদানং প্রতীকারঃ।

যে প্রতীকার কথনের নিমিত্ত, পূর্ব্বে কৃষকের পাপ দর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই প্রতীকারের কথা কহিতেছেন;

কৃষক, বৃক্ষচ্ছেদ, ভূমিভেদ, ও কৃমিকীটবধ করিয়া, যে সমস্ত পাপে লিপ্ত হয়,

খলযজ্ঞ দ্বারা সেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ছেদ, ভেদ, বধ দ্বারা যে সমস্ত পাপ জন্মে, খলে অর্থাৎ খামারে ধান্য দান করিলে, সেই সমস্ত পাপের প্রতীকার হয়। এই ধান্য দানের নাম খলযজ্ঞ।

খলযজ্ঞাকরণে প্রত্যবায়মাহ

যো ন দদ্যাদ্দ্বিজাতিভ্যো রাশিমূলমুপাগতঃ।
স চৌরঃ স চ পাপিষ্ঠো ব্রহ্মঘ্নং তং বিনির্দ্দিশেৎ॥

খলযজ্ঞের অকরণে প্রত্যবায় কহিতেছেন;
যে কৃষক, উপস্থিত থাকিয়া, আগত দ্বিজদিগকে খলস্থিত ধান্যরাশির কিয়দংশ দান না করে, সে চোর, সে পাপিষ্ঠ, তাহাকে ব্রহ্মঘ্ন বলে।

দাতব্যস্য ধান্যস্য পরিমাণমাহ

রাজ্ঞে দত্ত্বা তু ষড়্ভাগং দেবানাঞ্চৈকবিংশকম্।
বিপ্রাণাং ত্রিংশকং ভাগং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

দাতব্য শস্যের পরিমাণ কহিতেছেন;
রাজাকে ষষ্ঠ ভাগ, দেবতাদিগকে একবিংশ ভাগ, এবং ব্রাহ্মণদিগকে ত্রিংশ ভাগ, দান করিয়া, সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

বিপ্রস্য সেতিকর্ত্তব্যাং কৃষিমুক্ত্বা বর্ণান্তরাণামপি তামাহ

ক্ষত্রিয়োঽপি কৃষিং কৃত্বা দেবান্ বিপ্রাংশ্চ পূজয়েৎ।
বৈশ্যঃ শূদ্রস্তথা কুর্য্যাৎ কৃষিবাণিজ্যশিল্পকম্॥

কৃষিবদ্বাণিজ্যশিল্পয়োরপি কলৌ বর্ণচতুষ্টয়সাধারণধর্ম্মত্বং দর্শয়িতুং বাণিজ্যশিল্পকমিত্যুক্তম্।

ব্রাহ্মণের ইতিকর্ত্তব্যতাসহিত কৃষিকর্ম্ম কহিয়া, অন্যান্য বর্ণের কৃষিকর্ম্মের বিধান করিতেছেন;

ক্ষত্রিয়ও, কৃষিকর্ম্ম করিয়া, দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা করিবেক। এবং বৈশ্য ও শূদ্র কৃষি, বাণিজ্য, ও শিল্পকর্ম্ম করিবেক।

কৃষির ন্যায়, বাণিজ্য ও শিল্পকর্ম্মও কলি যুগে চারি বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত, বচনে বাণিজ্যশিল্পকম্ কহিয়াছেন।

যদি শূদ্রস্যাপি কৃষ্যাদিকমভ্যুপগম্যতে তর্হি তেনৈব জীবনসিদ্ধেঃ কলৌ দ্বিজশুশ্রূষা পরিত্যাজ্যেত্যাশঙ্ক্যাহ

বিকর্ম্ম কুর্ব্বতে শূদ্রা দ্বিজশুশ্রূষয়োজ্‌ঝিতাঃ।
ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ নিরয়ং যান্ত্যসংশয়ম্॥

লাভাধিক্যেন বিশিষ্টজীবনহেতুত্বাৎ কৃষ্যাদিকং বিকর্ম্মেত্যুচ্যতে দ্বিজশুশ্রূষয়া তু জীর্ণবস্ত্রাদিকমেব লভ্যেত ইতি ন লাভাধিক্যম্ অতোঽধিকলিপ্সয়া কৃষ্যাদিকমেব কুর্ব্বন্তো যদি দ্বিজশুশ্রূষাং পরিত্যজেয়ুস্তদা তেষামৈহিকামুষ্মিকঞ্চ হীয়েত।

যদি শূদ্রেরও কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি বিহিত হয়, তবে তদ্দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ হইলে, কলিতে শূদ্র কি দ্বিজশুশ্রূষা পরিত্যাগ করিবেক, এই আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন; শূদ্রেরা, দ্বিজসেবা পরিত্যাগ করিয়া, কৃষি প্রভৃতি কর্ম্ম করিলে, অল্পায়ু হয় ও নিঃসন্দেহ নরকে যায়। দ্বিজসেবা দ্বারা কেবল উচ্ছিষ্ট অন্ন ও জীর্ণ বস্ত্রাদি মাত্র লাভ হয়, অধিক লাভের প্রত্যাশা নাই; এই নিমিত্ত, শূদ্রজাতি যদি, অধিক লাভলোভে, কৃষি প্রভৃতি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, এক বারেই দ্বিজসেবা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাদের ঐহিক পারলৌকিক উভয় নষ্ট হয়।

ইত্থং বর্ণচতুষ্টয়সাধারণং জীবনহেতুং ধর্ম্মং প্রতিপাদ্য নিগময়তি

চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

অতীতেষ্বপি কলিযুগেষু বিপ্রাদীনাং কৃষ্যাদিকমস্তীতি সূচয়িতুং সনাতন ইত্যুক্তম্।

এই রূপে, চারি বর্ণের সাধারণ জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া, উপসংহার করিতেছেন,

চারি বর্ণেরই এই সনাতন ধর্ম্ম।

অতীত কলি যুগ সকলেও ব্রাহ্মণাদির কৃষি প্রভৃতি ধর্ম্ম ছিল, ইহা কহিবার

নিমিত্ত, ধর্ম্মের সনাতন এই বিশেষণ দিয়াছেন; অর্থাৎ, চারি বর্ণের এই সনাতন ধর্ম্ম বলাতে, ব্যক্ত হইতেছে, সকল কলি যুগেই ব্রাহ্মণাদি, জীবিকা নির্ব্বাহার্থে, কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকে।

এক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট বিনয়বাক্যে প্রার্থনা এই যে, আপনারা পরাশরসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিলেন; এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, "কলিধর্ম্মে অর্থাৎ কলিযুগানুরূপ ধর্ম্মের সমাচরণে লোক অল্পায়ু হইবেক এবং অবিরত পাপকর্ম্মের সমাচরণ নিমিত্ত মরণানন্তর নরকে পতিত হইবেক; অতএব, কলি কালে চাতুর্ব্বর্ণের এই ধর্ম্মই সনাতন; অর্থাৎ ইহারা নিরন্তর পাপকর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে," প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এই ব্যাখ্যা ও এইরূপ কলিধর্ম্মকথনের উপসংহার, সংলগ্ন ও সঙ্গত হইতে পারে কি না; আর, পরাশর দ্বিতীয় অধ্যায়ে চারি বর্ণের সাধারণ যে ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার অনুষ্ঠানে লোক অল্পায়ু ও নরকগামী হইবেক কি না; এবং,

চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

চারি বর্ণেরই এই সনাতন ধর্ম্ম।

এই বচনার্দ্ধের

অতএব, কলি কালে চাতুর্ব্বর্ণের এই ধর্ম্মই সনাতন। অর্থাৎ ইহারা নিরন্তর পাপকর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে।

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এই ভাবব্যাখ্যাও সঙ্গত হইতে পারে কি না।

১২—পরাশর

কেবল কলিধর্ম্মবক্তা, অন্যযুগধর্ম্ম লিখেন নাই ।

কেহ কহিয়াছেন,

হাঁ গো মহাশয়! আপনি কি পরাশরসংহিতা আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিয়াছেন না কেবল অনিষ্ট বিষয়েই যথেষ্ট চেষ্টা। শিষ্টসমাজে বিশিষ্টগণ্য হইতে কি অনিষ্টে নিবিষ্টই উৎকৃষ্ট লক্ষণ। পরাশর কেবল কলিধর্ম্মবক্তা এমত স্থির করিবেন না অন্যযুগধর্ম্মও লিখিয়াছেন।

তজ্জানীহি

ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসৃজেৎ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্ত্তারন্তু কলৌ যুগে॥
কৃতে সম্ভাষণাদেব ত্রেতায়াং স্পর্শনেন চ।
দ্বাপরে অর্থমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা॥
তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেব কলৌ যুগে॥

ইত্যাদি বচন দ্বারাই বোধ হইতেছে পরাশর অন্য যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। (৭৭)

প্রতিবাদী মহাশয়ের উদ্ধৃত এই তিন বচনে চারি যুগেরই কথা আছে, এই নিমিত্ত তাঁহার বোধ হইয়াছে, পরাশর অন্য যুগের ধর্ম্মও নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু পরাশর, কি অভিপ্রায়ে, এই তিন বচনে ও অন্য কতিপয় বচনে, অন্যান্য যুগের কথা বলিয়াছেন, তাহা নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিলে, তাঁহার কদাচ, পরাশর অন্যযুগের ধর্ম্মও নিরূপণ করিয়াছেন, এরূপ বোধ হইত না।

---

(৭৭) শ্রীযুত পীতাম্বর সেন কবিরত্ন।

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে যুগে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগরূপানুসারতঃ ॥

যুগরূপানুসারে, মনুষ্যের সত্য যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, ত্রেতা যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, কলি যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য।

পরাশর এই রূপে, যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হেতু, প্রত্যেক যুগের ধর্ম্ম সকল ভিন্ন ভিন্ন, এই ব্যবস্থা করিয়া, যুগে যুগে মনুষ্যের শক্তিহ্রাসের ও প্রবৃত্তিভেদের উদাহরণ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, পরবর্ত্তী কতিপয় বচনে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারি যুগের কথা লিখিয়াছেন। যথা,

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দ্দানমেব কলৌ যুগে ॥

সত্য যুগে প্রধান ধর্ম্ম তপস্যা, ত্রেতা যুগে প্রধান ধর্ম্ম জ্ঞান, দ্বাপর যুগে প্রধান ধর্ম্ম যজ্ঞ, কলি যুগে প্রধান ধর্ম্ম দান।

সত্য যুগের লোকদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ছিল; এই নিমিত্ত, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য তপস্যা ঐ যুগের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু পর পর যুগে মনুষ্যের অপেক্ষাকৃত শক্তি হ্রাস হওয়াতে, যথাক্রমে অপেক্ষাকৃত অল্প কষ্টসাধ্য জ্ঞান, যজ্ঞ, দান প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ ॥

মনূক্ত ধর্ম্ম সকল সত্য যুগের ধর্ম্ম, গোতমোক্ত ধর্ম্ম সকল ত্রেতা যুগের ধর্ম্ম, শঙ্খলিখিতোক্ত ধর্ম্ম সকল দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম, পরাশরোক্ত ধর্ম্ম সকল কলি যুগের ধর্ম্ম।

অর্থাৎ, পর পর যুগে, উত্তরোত্তর মনুষ্যের ক্ষমতা হ্রাস হওয়াতে, মন্বাদিপ্রোক্ত অতি কষ্টসাধ্য ধর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান হইয়া উঠা দুষ্কর; এই নিমিত্ত, অপেক্ষাকৃত অল্প কষ্টসাধ্য ধর্ম্মপ্রতিপাদক এক এক ধর্ম্মশাস্ত্র পর পর যুগের নিমিত্ত ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসৃজেৎ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্ত্তারন্তু কলৌ যুগে॥

সত্য যুগে দেশত্যাগ করিবেক, ত্রেতা যুগে গ্রামত্যাগ করিবেক, দ্বাপর যুগে কুলত্যাগ করিবেক, কলি যুগে কর্ত্তাকে ত্যাগ করিবেক।

অর্থাৎ, সত্য যুগে, যে দেশে পতিত বাস করিত, সেই দেশ পরিত্যাগ করিত; ত্রেতা যুগে, যে গ্রামে পতিত থাকিত, সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিত; দ্বাপর যুগে, যে কুলে পতিত থাকিত, সেই কুল পরিত্যাগ করিত; অর্থাৎ, সেই কুলে আদান প্রদানাদি করিত না; কলি যুগে, কর্ত্তাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি পতিত হয়, তাহাকেই পরিত্যাগ করে। সত্য যুগের লোকেরা অনায়াসে পতিতবাসযুক্ত দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইত; কিন্তু ত্রেতা যুগের লোকদিগের তত ক্ষমতা ছিল না, তাহারা দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিত না, কেবল পতিত-বাসযুক্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিত। দ্বাপর যুগের লোকদিগের তত ক্ষমতা ছিল না, তাহারা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিত না, কেবল যে পরিবারে পতিত থাকিত, তাহাই পরিত্যাগ করিত; অর্থাৎ সেই পরিবারের সহিত আদান প্রদানাদি করিত না। কলি যুগের লোকদিগের তত ক্ষমতা নাই; সুতরাং, তাহারা দেশ ত্যাগ, গ্রাম ত্যাগ, বা কুল ত্যাগ করিতে পারে না, কেবল যে ব্যক্তি পতিত হয়, তাহাকেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

কৃতে সম্ভাষণাদেব ত্রেতায়াং স্পর্শনেন চ।
দ্বাপরে ত্বন্নমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা॥

সত্য যুগে সম্ভাষণ মাত্রেই পতিত হয়, ত্রেতা যুগে স্পর্শন দ্বারা পতিত হয়, দ্বাপর যুগে অন্নগ্রহণ দ্বারা পতিত হয়, কলি যুগে কর্ম্ম দ্বারা পতিত হয়।

অর্থাৎ, সত্য যুগের লোকেরা, পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে, পতিত হইত, সুতরাং, তৎকালীন লোকেরা পতিত ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিত না। ত্রেতা যুগের লোকেরা, পতিতের সহিত সম্ভাষণ

করিলে, পতিত হইত না, পতিত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে পতিত হইত। দ্বাপর যুগের লোকেরা, পতিতের সম্ভাষণে অথবা স্পর্শনে পতিত হইত না, কিন্তু পতিত ব্যক্তির অন্নগ্রহণে পতিত হইত। কলি যুগের লোকেরা পতিতের সম্ভাষণে, স্পর্শনে অথবা অন্নগ্রহণে পতিত হয় না, কিন্তু নিজে পাতিত্যজনক কর্ম্ম করিলেই পতিত হয়; অর্থাৎ, পতিতের সম্ভাষণাদি পরিত্যাগ করিয়া চলিতে পারে, কলি যুগের লোকদিগের এরূপ ক্ষমতা নাই; সুতরাং, সম্ভাষণাদি করিলে পতিত হয় না, নিজে পাতিত্যজনক কর্ম্ম করিলেই পতিত হয়।

কৃতে তাৎকালিকঃ শাপস্ত্রেতায়াং দশভির্দ্দিনৈঃ।
দ্বাপরে চৈকমাসেন কলৌ সংবৎসরেণ তু॥

সত্য যুগে, শাপ দিবা মাত্র ফলে; ত্রেতা যুগে, দশ দিনে শাপ ফলে; দ্বাপর যুগে, এক মাসে শাপ ফলে; কলি যুগে, সংবৎসরে শাপ ফলে।

অর্থাৎ, সত্য যুগের লোকদিগের এরূপ ক্ষমতা ছিল যে, তাহারা শাপ দিবা মাত্র ফলিত; কিন্তু, পর পর যুগে, মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হওয়াতে, যথাক্রমে ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি যুগে দশ দিন, এক মাস, ও সংবৎসরে ফলে।

অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতাস্বাহূয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচমানায় সেবয়া দীয়তে কলৌ॥

সত্য যুগে, পাত্রের নিকটে গিয়া, দান করিয়া আইসে; ত্রেতা যুগে, পাত্রকে আহ্বান করিয়া আনিয়া, দান করে; দ্বাপর যুগে, নিকটে আসিয়া যাচ্ঞা করিলে, দান করে; কলি যুগে, আনুগত্য করিলে, দান করে।

অর্থাৎ, সত্য যুগে, মনুষ্যের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এমত প্রবল ছিল যে, দান করিবার ইচ্ছা হইলে, পাত্রের নিকটে গিয়া, দান করিয়া আসিত। ত্রেতা যুগের লোকদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তত প্রবল ছিল না; দান করিবার ইচ্ছা হইলে, পাত্রের নিকটে না গিয়া, তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া, দান করিত। দ্বাপর যুগের লোকদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তদপেক্ষাও

অল্প ছিল; দান করিবার ইচ্ছা হইলে, পাত্রের নিকটে গিয়া, অথবা পাত্রকে ডাকাইয়া, দান করিত না, পাত্র আসিয়া যাচ্ঞা করিলে, দান করিত। আর, কলি যুগের লোকদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এত অল্প যে, পাত্র যাচ্ঞা করিলেই হয় না, আনুগত্য না থাকিলে, যাচ্ঞা করিয়াও দান পায় না।

কৃতে ত্বস্থিগতাঃ প্রাণাস্ত্রেতায়াং মাংসমাশ্রিতাঃ।
দ্বাপরে রুধিরঞ্চৈব কলৌ ত্বন্নাদিষু স্থিতাঃ॥

সত্য যুগে, মনুষ্যের প্রাণ অস্থিস্থিত; ত্রেতা যুগে, মাংসস্থিত; দ্বাপর যুগে, রুধিরস্থিত; কলি যুগে, অন্নাদিস্থিত।

অর্থাৎ, সত্য যুগে, প্রাণ অস্থিস্থিত, অর্থাৎ তপস্যাদি দ্বারা সর্ব্ব শরীর শুষ্ক হইয়া, অস্থিমাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও, প্রাণত্যাগ হইত না; ত্রেতা যুগে, প্রাণ মাংসস্থিত, অর্থাৎ অনাহারাদি দ্বারা শরীরের মাংস শুষ্ক হইলে প্রাণত্যাগ হইত; দ্বাপর যুগে, প্রাণ রুধিরস্থিত, অর্থাৎ মাংস শোষণের আবশ্যকতা হইত না, শরীরের শোণিত শুষ্ক হইলেই প্রাণত্যাগ হইত; আর, কলি যুগে, প্রাণ অন্নাদিস্থিত, অর্থাৎ শরীরের শোষণাদির আবশ্যকতা নাই, আহার বন্ধ হইলেই প্রাণত্যাগ ঘটিয়া উঠে।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যাহা দর্শিত হইল, তদনুসারে ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে কি না যে, পরাশর, যুগানুসারে শক্তিহ্রাসাদি কারণে ধর্ম্মভেদ ব্যবস্থা করিয়া, সেই শক্তিহ্রাসাদির উদাহরণ প্রদর্শিত করিবার নিমিত্তই, উল্লিখিত কয়েক বচনে চারি যুগের কথা কহিয়াছেন, নতুবা ঐ সমস্ত বচনে সকল যুগের ধর্ম্ম কহিয়াছেন, এরূপ নহে। প্রতিবাদী মহাশয়, এই প্রকরণের তিনটি মাত্র বচন উদ্ধৃত করিয়া, পরাশর অন্য যুগের ধর্ম্মও নিরূপণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ করিয়াছেন। কিন্তু স্থিরচিত্তে প্রকরণ পর্য্যালোচনা ও তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বোধ করি, কদাচ তাঁহার তাদৃশ বোধ জন্মিত না।

১৩—পরাশর সংহিতায়

চারি যুগের ধর্ম্মোপদেশপ্রদান সপ্রমাণ হয় না।

কেহ কেহ কহিয়াছেন,

পরাশরসংহিতায় যে চারি যুগের ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, ঐ সংহিতার প্রত্যেক অধ্যায়ের উপক্রম ও উপসংহারে তাহা প্রতীয়মান হয়। যদিস্যাৎ কুতর্কবাদিদিগের ইহাতেও প্রবোধ না জন্মে এ কারণ ঐ সংহিতা হইতে কোন কোন বচন উদ্ধৃত করিয়া চারি যুগের ধর্ম্মোপদেশপ্রদান সপ্রমাণ করি। প্রথম অধ্যায়ে লেখেন।

> কৃতে সম্ভাষণাৎ পাপং ত্রেতায়াঞ্চৈব দর্শনাৎ।
> দ্বাপরে চান্নমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা॥

সত্য যুগে পাপীর সহিত আলাপ মাত্রে পাপ জন্মে, ত্রেতা যুগে পাপীকে দর্শন করিলে পাপ জন্মে, দ্বাপর যুগে পাপীর অন্ন ভোজনে পাপ জন্মে, কলি যুগে পাপজনক কর্ম্মাচরণ করিলেই পাপ হয়, অর্থাৎ সংসর্গাদি দোষে পাপ আশ্রয় করে না,

পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে লেখেন।

> আসনাচ্ছয়নাদ্যানাৎ সম্ভাষাৎ সহভোজনাৎ।
> সংক্রামন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

যেমন বিন্দুমাত্র তৈল জলে পতিত হইলে, সমুদায় জল ব্যাপে, তদ্রূপ পাপীর সহ উপবেশন, একত্র শয়ন, একত্র গমন, আলাপ ও একত্র ভোজন করিলে, নিষ্পাপ ব্যক্তিকেও পাপ আশ্রয় করে।

পরাশরসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়কে যদি কেবল কলি যুগের ধর্ম্মপ্রতিপাদক কহেন, তবে উল্লিখিত বচনানুসারে কলি যুগে পাপীর সংসর্গে পাপ জন্মে ইহা সুতরাং স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু প্রথমাধ্যায়ে

কলি যুগে পাপীর সংসর্গে ও তদ্দর্শনাদিতে পাপ হয় না লিখিয়াছেন। অতএব বচন দ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হেতু, পরাশরসংহিতায় চারি যুগেরই ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে স্বীকার করিতে হয় অথবা পরাশর উন্মত্ত প্রলাপ করিয়াছেন বলিতে হয় (৭৮)।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা, যথার্থ তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে না পারিয়াই, প্রথমাধ্যায়ের বচনের সহিত, দ্বাদশাধ্যায়ের বচনের বিরোধ ঘটাইতে উদ্যত হইয়াছেন। প্রথমাধ্যায়ের বচনের তাৎপর্য্য এই যে, সত্য প্রভৃতি যুগে, পতিতের সহিত সম্ভাষণাদি করিলে পতিত হইত; কলি যুগে, পতিতসম্ভাষণ প্রভৃতি দ্বারা পতিত হয় না; স্বয়ং ব্রহ্মবধাদি পাতিত্যজনক কর্ম্ম করিলেই পতিত হয়; অর্থাৎ, কলি যুগে, সত্য প্রভৃতি যুগের ন্যায়, সংসর্গদোষে পতিত হয় না। দ্বাদশাধ্যায়ের বচনের তাৎপর্য্য এই যে, কলি যুগে, সংসর্গ দোষে পাতিত্য জন্মে না বটে, কিন্তু পতিতের সহিত সংসর্গ করিলে, কিছু পাপ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং, এই দুই বচনের কিরূপে পরস্পর বিরোধ ঘটিতে পারে, তাহা প্রতিবাদী মহাশয়েরাই বলিতে পারেন। তাঁহারা প্রথম বচনের যেরূপ পাঠ ধরিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে, সবিশেষ অনুধাবন না করিয়াই, উক্ত উভয় বচনের পরস্পর বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাদের ধৃত পাঠ ও কৃত ব্যাখ্যা অনুসারে, সত্য যুগে, পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে পতিত হয়; ত্রেতা যুগে, পতিত দর্শন করিলে পতিত হয়; দ্বাপর যুগে, পতিতের অন্ন গ্রহণ করিলে পতিত হয়; কলি যুগে, ব্রহ্মবধাদি করিলে পতিত হয়। এ স্থলে প্রতিবাদী মহাশয়দিগের প্রতি আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ত্রেতা যুগে, পতিত দর্শনে পতিত হইবেক কেন; আমার বোধ হয়, কোনও যুগেই পতিত দর্শনে পতিত হইতে পারে না। বচনের অভিপ্রায় দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এই তিন যুগে, উত্তরোত্তর, গুরুতর সংসর্গেরই পাতিত্যজনকতা আছে। কিন্তু, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের ধৃত পাঠ

(৭৮) শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাসদগণ।

অনুসারে, সত্য যুগে, পতিত সম্ভাষণে পতিত হয়; ত্রেতা যুগে, পতিত দর্শনে পতিত হয়। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, পতিত দর্শনকে, পতিতসম্ভাষণ অপেক্ষা, গুরুতর সংসর্গ বলা যাইতে পারে কি না। প্রতিবাদী মহাশয়েরা কি বলেন, বলিতে পারি না; কিন্তু, আমার বোধ হয়, পতিতসম্ভাষণ অপেক্ষা পতিতদর্শন গুরুতর সংসর্গ নহে। সত্য যুগে, যেরূপ সংসর্গে পাতিত্য জন্মে, ত্রেতা যুগে, তদপেক্ষা গুরুতর সংসর্গ না করিলে, পাতিত্য জন্মিতে পারে না। যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এ স্থল অসংলগ্ন বলিয়াই বোধ হয় নাই। চন্দ্রিকাযন্ত্রের মুদ্রিত পুস্তকে যেরূপ পাঠ দেখিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা প্রকৃত পাঠ স্থির করিয়া লইয়াছেন। ঐ বচনের প্রকৃত পাঠ এই,

কৃতে সম্ভাষণাদেব ত্রেতায়াং স্পর্শনেন চ।
দ্বাপরে ত্বন্নমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা॥ (৭৯)

সত্য যুগে, পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে পতিত হয়; ত্রেতা যুগে, পতিতকে স্পর্শ করিলে পতিত হয়; দ্বাপর যুগে, পতিতের অন্নগ্রহণ করিলে পতিত হয়; কলি যুগে, ব্রহ্মবধাদি কর্ম্ম করিলে পতিত হয়।

এক্ষণে, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, পর পর যুগে গুরুতর সংসর্গের পাতিত্যজনকতা থাকিতেছে কি না। পতিতের সহিত সম্ভাষণ অপেক্ষা, পতিতকে স্পর্শ করা গুরুতর সংসর্গ হইতেছে; পতিতকে স্পর্শ করা অপেক্ষা, পতিতের অন্নগ্রহণ গুরুতর সংসর্গ হইতেছে। অতএব, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের, সবিশেষ অনুধাবন না করিয়াই, ঐ বচনের পাঠ ধরা ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে কি না।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা, কোনও কোনও স্থলে, পরাশরভাষ্যের

---

(৭৯) এই পাঠ ভাষ্যসম্মত ও সর্ব্ব প্রকারে সংলগ্ন। শ্রীযুত পীতাম্বর সেন কবিরত্ন মহাশয়ও, স্বীয় পুস্তকে, এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি, এই প্রতিবাদী মহাশয়দিগের ন্যায়, যথাদৃষ্ট পাঠ না লিখিয়া, ভাষ্যসম্মত প্রকৃত পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

কোনও কোনও অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন; সুতরাং, উত্তরলিখন কালে, পরাশরভাষ্য তাঁহাদের নিকটে ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। যখন তাঁহারা, পূর্ব্বোক্ত দুই বচন উদ্ধৃত করিয়া, ঐ উভয়ের পরস্পর বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন ঐ দুই স্থলের ভাষ্যে দৃষ্টিপাত করা অত্যন্ত আবশ্যক ছিল; তাহা হইলে, বচনের প্রকৃত পাঠও জানিতে পারিতেন, এবং অকারণে বিরোধ ঘটাইতেও উদ্যত হইতেন না। ভাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ের বচনের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

কৃতাদিম্বিব কলৌ পতিতসম্ভাষণাদিনা ন স্বয়ং পততি কিন্তু বধাদিকর্ম্মণা পতিতো ভবতি।

সত্য প্রভৃতি যুগের ন্যায়, কলি যুগে, পতিতসম্ভাষণাদি দ্বারা পতিত হয় না, কিন্তু বধাদি কর্ম্ম দ্বারা পতিত হয়।

পরে, দ্বাদশাধ্যায়ের বচনের এই আভাস দিয়াছেন,

যস্তু পতিতৈর্ব্রহ্মহাদিভিঃ সহ সংবৎসরং সংসর্গং কৃত্বা স্বয়মপি পতিতস্তস্য প্রায়শ্চিত্তং মনুরাহ

যো যেন পতিতেনৈষাং সংসর্গং যাতি মানবঃ।
স তস্যৈব ব্রতং কুর্য্যাৎ সংসর্গস্য বিশুদ্ধয়ে ইতি॥

আচার্য্যস্তু কলিযুগে সংসর্গদোষাভাবমভিপ্রেত্য সংসর্গপ্রায়শ্চিত্তং নাভ্যধাৎ। সংসর্গদোষস্য পাতিত্যাপাদকত্বাভাবেঽপি পাপমাত্রাপাদকত্বমস্তীত্যাহ

আসনাৎ শয়নাৎ যানাৎ সম্ভাষাৎ সহভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

যে ব্যক্তি, ব্রহ্মহত্যাকারী প্রভৃতি পতিতদিগের সহিত, সংবৎসর সংসর্গ করিয়া, স্বয়ং পতিত হয়, মনু তাহার প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছেন,
যে ব্যক্তি, ইহাদিগের মধ্যে, যে পতিতের সহিত সংসর্গ করে, সে, সংসর্গ দোষ ক্ষয়ের নিমিত্ত, সেই পতিতের প্রায়শ্চিত্ত করিবেক।

কিন্তু আচার্য্য (পরাশর), কলি যুগে সংসর্গদোষ নাই এই অভিপ্রায়ে, সংসর্গ-দোষের প্রায়শ্চিত্ত বলেন নাই। সংসর্গদোষের পাতিত্যজনকতা না থাকিলেও, সামান্যতঃ পাপজনকতা আছে, ইহা কহিতেছেন, পতিতের সহিত উপবেশন, শয়ন, গমন, সম্ভাষণ ও ভোজন করিলে, জলে তৈলবিন্দুর ন্যায়, সংসর্গীতে পাপ সংক্রান্ত হয়।

১৪—কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ

এই পরাশরবাক্য প্রশংসাপর নহে।

কেহ কেহ কহিয়াছেন,

পরাশর যে (কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ) কহিয়াছেন, সে প্রশংসাপর বাক্য। এমত প্রায়ই গ্রন্থকারেরা আপন আপন গ্রন্থের আধিক্য বর্ণনা করিয়া থাকেন। যথা,

কৃতে শ্রুত্যুদিতো মার্গস্ত্রেতায়াং স্মৃতিচোদিতঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ॥

ইত্যাগমবচনম্।

সত্য যুগে বেদোক্ত ধর্ম্ম, ত্রেতা যুগে, স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্ম, দ্বাপর যুগে পুরাণোক্ত ধর্ম্ম, কলি যুগে আগমোক্ত ধর্ম্ম, এতৎ বাক্যকে প্রশংসাপর বোধ না করিলে, শিব উক্তি জন্য কলি কালে আগম ভিন্ন কোন স্মৃতিই গ্রাহ্য হইতে পারে না। যদি কূটযুক্তি দ্বারা ঐ বচনকে কলি মাত্র ধর্ম্ম প্রমাণ কর তবে আগমবাক্যকে প্রতিপন্ন করিতে, তৎপ্রতিপক্ষেরা কেন অশক্ত হইবেন, অর্থাৎ শিবোক্তির প্রাধান্য জন্য কলিতে স্মৃতি-বাক্যের গ্রাহ্যতা নাই। (৮০)

প্রতিবাদী মহাশয়েরা পূর্ব্বোক্ত আগমবাক্যকে আগমশাস্ত্রের প্রশংসাপর স্থির করিয়াছেন, এবং এই আগমবাক্য যেমন প্রশংসাপর, সেইরূপ, কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ, এই পরাশরবাক্যকেও প্রশংসাপর

---

(৮০) শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন ও তাঁহার সহকারিগণ।
মুরশিদাবাদনিবাসী শ্রীযুত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ প্রভৃতিও এই আপত্তি করিয়াছেন।

বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু আগমশাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি, তাহার সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, ঐ আগমবাক্যকে প্রশংসাপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন না। আগমশাস্ত্র মোহশাস্ত্র; লোকমোহনের নিমিত্ত, শিব ও বিষ্ণু আগমশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা,

চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবঃ সশিবস্তথা।
কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমম্।
পাঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ॥ (৮১)

বিষ্ণু ও শিব কাপাল, নাকুল, বাম, পূর্ব্বভৈরব, পশ্চিমভৈরব, পাঞ্চরাত্র, পাশুপত প্রভৃতি সহস্র সহস্র মোহশাস্ত্র করিয়াছেন।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি।
প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্॥ (৮২)

দেবি! শ্রবণ কর, যথাক্রমে মোহশাস্ত্র সকল বলিব; যে মোহশাস্ত্রের শ্রবণমাত্রে, জ্ঞানীরাও পতিত হয়। শৈব, পাশুপত প্রভৃতি মোহশাস্ত্র আমিই প্রথমতঃ কহিয়াছি।

যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি চ।
শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি তেষাং নিষ্ঠা তু তামসী।
করাল ভৈরবঞ্চাপি যামলং বামমেবচ
এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু।
ময়া সৃষ্টানি চান্যানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে॥ (৮৩)

এই লোকে বেদবিরুদ্ধ ও স্মৃতিবিরুদ্ধ যে নানাবিধ শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদয়ের তামসী গতি, অর্থাৎ তদনুসারে চলিলে, অন্তে অধোগতি হয়।

---

(৮১) নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত কূর্ম্মপুরাণ।
(৮২) নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত পদ্মপুরাণ।
(৮৩) মলমাসতত্ত্বধৃত কূর্ম্মপুরাণ।

করালভৈরব, যামল, ব্রাহ্ম, ও এইরূপ অন্যান্য মোহশাস্ত্র সকল, ভবার্ণবে লোকমোহনের নিমিত্ত, আমি সৃষ্টি করিয়াছি।

এই রূপে, আগমশাস্ত্রকে শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ মোহশাস্ত্র স্থির করিয়া, অধিকারিভেদে কোনও অংশ গ্রাহ্য কহিয়াছেন। যথা,

তথাপি যোঽংশো মার্গাণাং বেদেন ন বিরুধ্যতে।
সোঽংশঃ প্রমাণমিত্যুক্তঃ কেষাঞ্চিদধিকারিণাম্॥ (৮৪)

তথাপি, অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ হইলেও, আগমোক্ত পথের যে অংশ বেদবিরুদ্ধ না হয়, কোনও কোনও অধিকারীর পক্ষে, সেই অংশ প্রমাণ।

আগমশাস্ত্রের অধিকারী কে, তাহাও নিরূপিত হইয়াছে। যথা,

শ্রুতিভ্রষ্টঃ স্মৃতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ।
ক্রমেণ শ্রুতিসিদ্ধ্যর্থং ব্রাহ্মণস্তন্ত্রমাশ্রয়েৎ।
পাঞ্চরাত্রং ভাগবতং মন্ত্রং বৈখানসাভিধম্।
বেদভ্রষ্টান্ সমুদ্দিশ্য কমলাপতিরুক্তবান্॥ (৮৫)

বেদভ্রষ্ট এবং স্মৃতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণ, ক্রমে বেদসিদ্ধির নিমিত্ত, তন্ত্রশাস্ত্র আশ্রয় করিবেক। বিষ্ণু, বেদভ্রষ্টদিগের নিমিত্তে, পাঞ্চরাত্র, ভাগবত, বৈখানসমন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র কহিয়াছেন।

এইরূপ মোহশাস্ত্র সৃষ্টি করিবার তাৎপর্য্যও পদ্মপুরাণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা,

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্তৈস্তু জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা। (৮৬)

বিষ্ণু শিবকে কহিতেছেন,

তোমার কল্পিত আগমশাস্ত্রসমূহ দ্বারা লোককে আমাতে বিমুখ কর, এবং আমাকে গোপন কর, তাহা হইলে এই সৃষ্টিপ্রবাহ উত্তরোত্তর চলিবেক।

---

(৮৪) নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত সূতসংহিতা।

(৮৫) নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত শাম্বপুরাণ।

(৮৬) নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত।

অতএব দেখ, যখন বিষ্ণু ও শিব, উভয়ে পরামর্শ করিয়া, লোক-মোহনের নিমিত্ত, আগমশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং লোকদিগের অনায়াসে মোহ জন্মাইবার নিমিত্ত, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের শাস্ত্র স্থির করিয়া দিয়া, কলি যুগের লোকদিগকে কেবল আগম-শাস্ত্র অনুসারে চলিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন, কলাবাগমসম্ভবঃ, এই আগমবাক্য, কোনও মতেই, প্রশংসাপর হইতে পারে না। কলি যুগে কেবল আগমশাস্ত্র অনুসারেই চলিতে হইবেক, ইহাই ঐ মোহজনক আগমবাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য। আর, যখন আগমশাস্ত্র কেবল লোকমোহনের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্ত আগমবাক্য অবলম্বন করিয়া, কলি যুগে, স্মৃতিশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন করিবার সম্ভাবনাও নাই; আগম বেদবিরুদ্ধ মোহনশাস্ত্র, স্মৃতি বেদানুযায়ী ধর্ম্মশাস্ত্র। অতএব, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট আগমবাক্যকে প্রশংসাপর স্থির ও দৃষ্টান্তস্থল গণ্য করিয়া, কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ, এই পরাশরবাক্যকে প্রশংসাপর বলিয়া মীমাংসা করা, কোনও মতেই, বিচারসিদ্ধ হইতে পারে না।

১৫—মনুসংহিতাতে

চারি যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করা নাই।

ধর্ম্মশাস্ত্র কাহাকে বলে, যাজ্ঞবল্ক্যবচনানুসারে তাহার নিরূপণ করিয়া, আমি কহিয়াছিলাম, এক্ষণে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক, এই সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, সকল যুগেই সে সমুদায় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক কি না। মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রথমাধ্যায়ে ঐ বিষয়ের মীমাংসা আছে। যথা,

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ ॥ ৮৫ ॥

যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হেতু, সত্য যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, ত্রেতা যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, কলি যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য।

এক্ষণে এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে, তবে কলি যুগের লোকদিগকে কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক। মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে, যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, এই মাত্র নির্দ্দেশ আছে; ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করা নাই। কোন যুগে কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক, কেবল পরাশরপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রেই সে সমুদয়ের নিরূপণ আছে। প্রতিবাদী মহাশয়েরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কহিয়াছেন,

কোন্ যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া সাহসপূর্ব্বক কহেন যে, মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ সত্যাদি কলি পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মের ভিন্নত্ব প্রদর্শন করান নাই। অন্যে কৃত যুগে ধর্ম্মা ইত্যাদি মনূক্তসংহিতার একটী বচনকে ধৃত করিয়াই কি বিমল যুগলায়তন নয়নদ্বয়কে মুদ্রিত করিয়াছিলেন; তৎপরে যে চতুর্যুগের ধর্ম্ম মনু নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই।

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥

ইতি মনুঃ।

সত্য যুগের ধর্ম্ম তপস্যা, ত্রেতা যুগের ধর্ম্ম জ্ঞান, দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম যজ্ঞ, কেবল এক দানই কলি যুগের ধর্ম্ম। (৮৭)

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এরূপ লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ মনু, অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাঃ, এই বচনে যে যুগভেদে ধর্ম্মভেদ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তৎপরবর্ত্তী, তপঃ পরং কৃতযুগে, এই বচনে সেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন; সুতরাং, মনুসংহিতাতে ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করা নাই, আমার এই কথা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া উঠিল। এ স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, প্রতিবাদী মহাশয়েরা এই যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা কোনও মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। পূর্ব্ব বচনে যে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নির্দ্দেশ আছে, পর বচনে সেই ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করা হইয়াছে, সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, ইহা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ, প্রতিবাদী মহাশয়েরা পর বচনের যে অর্থ লিখিয়াছেন, তাহাও ঐ বচনের প্রকৃত অর্থ নহে। অতএব, ঐ দুই বচন, অর্থ সহিত, যথাক্রমে লিখিত হইতেছে; দৃষ্টি করিলে, পাঠকবর্গ অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেন, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের অভিলষিত মীমাংসা সংলগ্ন হইতে পারে কি না।

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ ॥ ৮৫ ॥

যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হেতু, সত্য যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, ত্রেতা যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, কলি যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য।

---

(৮৭) শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন ও তাঁহার সহকারিগণ।

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥ ৮৬ ॥

সত্য যুগের প্রধান ধর্ম্ম তপস্যা, ত্রেতা যুগের প্রধান ধর্ম্ম জ্ঞান, দ্বাপর যুগের প্রধান ধর্ম্ম যজ্ঞ, কলি যুগের প্রধান ধর্ম্ম দান।

এক্ষণে, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, পূর্ব্ব বচনে, সত্য যুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, ইত্যাদি দ্বারা ভগবান্ মনু, ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, এই ব্যবস্থা করিয়াছেন; পর বচনে সত্য যুগের প্রধান ধর্ম্ম তপস্যা, ইত্যাদি দ্বারা, সেই ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করা হইল কি না। পূর্ব্ব বচনে, প্রত্যেক যুগের ধর্ম্ম সকল ভিন্ন, এই নির্দ্দেশ আছে; পর বচনে, কোন যুগের প্রধান ধর্ম্ম কি, তাহারই নিরূপণ আছে; সুতরাং, পূর্ব্ব বচনের সহিত পর বচনের কোনও সংস্রব দৃষ্ট হইতেছে না; কোন যুগের প্রধান ধর্ম্ম কি, ইহা নিরূপণ করাতে, ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম কিরূপে নিরূপণ করা হইল। বিশেষতঃ, পূর্ব্ব বচনে, ধর্ম্ম সকল ভিন্ন, এইরূপ নির্দ্দেশ আছে; সুতরাং, ধর্ম্ম সকল বলাতে, সেই যুগের যাবতীয় ধর্ম্মের কথা লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু, পর বচনে কেবল এক এক যুগের এক একটি ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করাতে, কি সেই সেই যুগের যাবতীয় ধর্ম্মের কথা বলা হইল। অতএব, যখন পূর্ব্ব বচনে, ধর্ম্ম সকল বলিয়া, সেই সেই যুগের সমুদয় ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, এবং যখন পর বচনে, সেই সেই যুগের এক একটি মাত্র ধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে, এবং তাহাও প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তখন পূর্ব্ব বচনে যে, ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, এই নির্দ্দেশ আছে, পর বচনে সেই ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করা হইয়াছে, এ কথা কোনও মতে সঙ্গত হইতেছে না।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা, তপঃ পরং কৃতযুগে, এই বচনের, সত্য যুগের ধর্ম্ম তপস্যা, ত্রেতা যুগের ধর্ম্ম জ্ঞান, দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম যজ্ঞ, কেবল এক দানই কলি যুগের ধর্ম্ম, এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এই তিন যুগের বেলায় ধর্ম্ম এই মাত্র কহিয়াছেন, প্রধান ধর্ম্ম

বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই; আর, কলি যুগের বেলায়, কেবল এক দানই কলি যুগের ধর্ম্ম, এই বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ স্থলেও, প্রধান শব্দ না দিয়া, কেবল শব্দ দিয়াছেন। এরূপ ব্যাখ্যাকে যথার্থ ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করিলে, এই অর্থ প্রতিপন্ন হয় যে, সত্য, ত্রেতা, ও দ্বাপর যুগে, যথাক্রমে, তপস্যা, জ্ঞান, ও যজ্ঞ ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম ছিল না; আর কলিতে, কেবল এক দান ভিন্ন অন্য কোনও ধর্ম্ম নাই। এক্ষণে, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের ব্যাখ্যা সংলগ্ন হইতে পারে কি না। তাঁহাদের মতে, কেবল এক দানই কলি যুগের ধর্ম্ম, অন্য কোনও ধর্ম্ম নাই; সুতরাং, ব্রত, উপবাস, জপ, হোম, দেবার্চ্চনা, তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি কলি যুগের ধর্ম্ম নহে। বস্তুতঃ, তপস্যা প্রভৃতি সকলই সকল যুগের ধর্ম্ম; কেবল তপস্যা প্রভৃতি এক একটি সত্য প্রভৃতি এক এক যুগের প্রধান ধর্ম্ম, ইহাই মনুবচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য। ঐ বচনে, পর ও এক শব্দ তপস্যা প্রভৃতির বিশেষণ আছে। পর ও এক শব্দে প্রধান এই অর্থও বুঝায়, কেবল এই অর্থও বুঝায়। বোধ করি, প্রতিবাদী মহাশয়েরা, ঐ দুই শব্দের কেবল এই অর্থ বুঝিয়া, ঐরূপ বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বচনস্থ পর ও এক শব্দে, যে কেবল এই অর্থ না বুঝাইয়া, প্রধান এই অর্থ বুঝাইবেক, ইহা কুল্লুকভট্টের ব্যাখ্যা দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা

> যদ্যপি তপঃপ্রভৃতীনি সর্ব্বাণি সর্ব্বযুগেষ্বনুষ্ঠেয়ানি তথাপি সত্যযুগে তপঃ প্রধানং মহাফলমিতি জ্ঞাপ্যতে এবমাত্মজ্ঞানং ত্রেতাযুগে দ্বাপরে যজ্ঞঃ দানং কলৌ।

যদিও তপস্যা প্রভৃতি সকলই সকল যুগে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তথাপি সত্য যুগে তপস্যা প্রধান, অর্থাৎ তপস্যার মহৎ ফল; এইরূপ, ত্রেতা যুগে আত্মজ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিতে দান।

১৬—পরাশরসংহিতাতে

পতিতভার্য্যা ত্যাগ নিষেধ

ও পতিত পতি প্রতি অবজ্ঞা নিষেধ নাই।

কেহ কহিয়াছেন,

১। পরাশরসংহিতাতে পতিত ভার্য্যা ত্যাগ করিতে নিষেধ আছে, সুতরাং, পতিত পতি ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার বিধান সঙ্গত হইতে পারে না।

২। পরাশরসংহিতাতে গলৎকুষ্ঠ্যাদি ব্যাধিত পতির প্রতি অবজ্ঞা করিতে নিষেধ আছে, সুতরাং পতিত পতি ত্যাগ করিয়া অন্য পতি করা পরাশরের অভিপ্রেত হইতে পারে না। (৮৮)।

এ স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, পরাশরসংহিতার কোনও অংশেই পতিত ভার্য্যা ত্যাগের নিষেধ নাই। প্রতিবাদী মহাশয়, কোন বচন দেখিয়া, এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা লক্ষিত হইতেছে না। বোধ হয়,

অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
সপ্ত জন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥

যে ব্যক্তি অদুষ্টা অপতিতা ভার্য্যাকে যৌবনকালে পরিত্যাগ করিবেক, সে সাত জন্ম স্ত্রী হইয়া জন্মিবেক এবং পুনঃ পুনঃ বিধবা হইবেক।

এই বচনে অপতিত ভার্য্যা ত্যাগের যে নিষেধ আছে, প্রতিবাদী মহাশয়, তদ্দৃষ্টেই, পতিত ভার্য্যা ত্যাগের নিষেধ বলিয়া বোধ করিয়া থাকিবেন।

দ্বিতীয় আপত্তির তাৎপর্য্য এই যে, গলৎকুষ্ঠী ও তৎসদৃশ অন্যান্য

---

(৮৮) ভাটপাড়ানিবাসী শ্রীযুত রামদয়াল তর্করত্ন।

রোগাক্রান্ত ব্যক্তি পতিত। যদি তাদৃশ পতিত পতির প্রতি অবজ্ঞা করিতেও নিষেধ রহিল, তাহা হইলে, পতিত পতিকে এক বারে পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেক, ইহা পরাশরের অভিপ্রেত কহিলে, দুই কথা পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া উঠে। প্রতিবাদী মহাশয়ের ব্যাখ্যা অনুসারে, যদিই পরাশরসংহিতাতে গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি পতির প্রতি অবজ্ঞা করিবার নিষেধ থাকে, তাহা হইলেও, পতিত পতি ত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার বিধি অসঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, বিবাহবিধায়ক বচনে পতিত পতি ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিবার বিধি আছে; আর, অপর বচনে, গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি পতির প্রতি অবজ্ঞা করিতে নিষেধ আছে, পতিত শব্দের প্রয়োগ নাই; সুতরাং, বিষয়ভেদ ব্যবস্থা করিলেই, বিরোধ পরিহার হইতে পারে; অর্থাৎ, গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি পতি যদি পতিতের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই, তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা করিতে নিষেধ আছে; কারণ, প্রায়শ্চিত্ত করিলে, আর তিনি পতিত নহেন। আর, যদি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া, পতিতই থাকেন; তাহা হইলে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতে পারে। সুতরাং, উভয় বচনের আর বিরোধ থাকিতেছে না।

কিন্তু, যে বচনে স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা করিতে নিষেধ আছে, ঐ বচনে, গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি পতিত বুঝায়, এমন শব্দই নাই; সুতরাং, ওরূপ আপত্তিই উত্থাপিত হইতে পারে না। যথা,

দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে।
সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥

যে স্ত্রী দরিদ্র, ব্যাধিত, মূর্খ স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, সে মরিয়া সর্পী হয় এবং পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়।

বোধ করি, প্রতিবাদী মহাশয় ব্যাধিত শব্দে গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি বুঝিয়াছেন। কিন্তু, যে যে স্থলে ব্যাধিত শব্দের প্রয়োগ আছে, সর্ব্বত্রই রোগী এই মাত্র অর্থ বুঝায়, পাতিত্যসূচকরোগাক্রান্ত গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি বুঝায় না। যথা,

হীনাঙ্গং ব্যাধিতং ক্লীবং বৃষং বিপ্রো ন বাহয়েৎ। (৮৯)

ব্রাহ্মণ হীনাঙ্গ, ব্যাধিত, ক্লীব বৃষকে লাঙ্গল বহাইবেক না।

এ স্থলে ব্যাধিত শব্দে পীড়িত মাত্র বুঝাইতেছে, গলৎকুষ্ঠ্যাদি পতিত বুঝাইতেছে না; অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ পীড়িত বৃষকে লাঙ্গল বহাইবেক না।

ব্যাধিতঃ কুপিতশ্চৈব বিষয়াসক্তমানসঃ।
অন্যথাশাস্ত্রকারী চ ন বিভাগে পিতা প্রভুঃ॥ (৯০)

ব্যাধিত, কুপিত, বিষয়াসক্ত, এবং অন্যথাশাস্ত্রকারী পিতা ধনবিভাগে প্রভু নহেন।

অর্থাৎ, পিতা পীড়াবশতঃ বুদ্ধিবিচলিত, অথবা কোনও পুত্রের উপর কুপিত, বা একান্ত বিষয়াসক্ত, কিংবা অন্যথাশাস্ত্রকারী অর্থাৎ যথাশাস্ত্র ভাগ করিয়া দিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে তিনি ধনবিভাগে প্রভু নহেন, অর্থাৎ তৎকৃত ধনবিভাগ অসিদ্ধ। এ স্থলেও, ব্যাধিত শব্দে পীড়িত মাত্র বুঝাইতেছে, গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি পতিত বুঝাইতেছে না।

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥

হে কুন্তীনন্দন! দরিদ্রের ভরণ কর, ধনবান্‌কে ধন দিও না; ব্যাধিত ব্যক্তির ঔষধ আবশ্যক, নীরোগ ব্যক্তির ঔষধে প্রয়োজন কি।

এ স্থলেও, ব্যাধিত শব্দে পীড়িত মাত্র বুঝাইতেছে, গলৎকুষ্ঠ্যাদি পতিত বুঝাইতেছে না। এই রূপে, যে যে স্থলে, ব্যাধিত শব্দের প্রয়োগ আছে, সর্ব্বত্রই পীড়িত এই অর্থ বুঝাইয়া থাকে, কোনও স্থলেই পাতিত্যসূচক রোগাক্রান্ত গলৎকুষ্ঠ্যাদি বুঝায় না। আর, সাহচর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেও, দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খম্, এই বচনে ব্যাধিত শব্দে গলৎকুষ্ঠ্যাদিরূপ অর্থ বুঝাইতে পারে না; কারণ, দরিদ্র ও মূর্খের সঙ্গে সামান্য রোগীর গণনা করাই সম্ভব; গলৎকুষ্ঠ্যাদি পতিতের

---

(৮৯) পরাশরসংহিতা। দ্বিতীয় অধ্যায়। (৯০) নারদসংহিতা। ত্রয়োদশ বিবাদপদ।

গণনা করা কোনও ক্রমে সম্ভব হইতে পারে না। আর, অমরসিংহপ্রণীত অভিধানে, ব্যাধিত শব্দের পর্য্যায় দৃষ্টি করিলেও, ব্যাধিত শব্দে যে সামান্য রোগী বুঝায়, পতিত বুঝায় না, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যথা,

আময়াবী বিকৃতো ব্যাধিতোঽপটুঃ।
আতুরোঽভ্যমিতোঽভ্যান্তঃ॥ (৯১)

আর, মনুসংহিতা দৃষ্টি করিলেও, এ স্থলে ব্যাধিত শব্দে যে গলৎকুষ্ঠ্যাদি পতিত বুঝাইবেক না, সে বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। যথা,

অতিক্রামেৎ প্রমত্তং যা মত্তং রোগার্ত্তমেব বা।
সা ত্রীন্ মাসান্ পরিত্যাজ্যা বিভূষণপরিচ্ছদা॥ ৯॥ ৭৮॥
উন্মত্তং পতিতং ক্লীবমবীজং পাপরোগিণম্।
ন ত্যাগোঽস্তি দ্বিষত্যাশ্চ ন চ দায়াপবর্ত্তনম্॥ ৯॥ ৭৯॥

যে স্ত্রী প্রমত্ত, মত্ত, অথবা রোগার্ত্ত স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহাকে, বসন ভূষণ কাড়িয়া লইয়া, তিন মাস পরিত্যাগ করিবেক॥ ৭৮॥ যদি স্ত্রী উন্মত্ত, পতিত, ক্লীব, পুত্রোৎপাদনশক্তিহীন, অথবা কুষ্ঠ্যাদিরোগগ্রস্ত পতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে, তাহাকে ত্যাগ করিবেক না, ও তাহার ধন কাড়িয়া লইবেক না॥ ৭৯॥

এ স্থলে মনু, পূর্ব্ব বচনে রোগার্ত্ত স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের দণ্ড বিধান করিয়া, পর বচনে পতিত ও কুষ্ঠ্যাদিরোগগ্রস্ত স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনে দণ্ডাভাব লিখিয়াছেন।

অতএব, ব্যাধিত শব্দে যদি গলৎকুষ্ঠ্যাদি পতিত এই অর্থ না বুঝাইল, তবে প্রতিবাদী মহাশয়, সেই অর্থ অবলম্বন করিয়া, বিবাহবিধায়ক বচনের সহিত এই বচনের বিরোধ ঘটাইয়া, যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, সে আপত্তি কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে।

(৯১) মনুষ্যবর্গ।

১৭—স্মৃতিশাস্ত্রে

অর্থবাদের প্রামাণ্য আছে।

কেহ মীমাংসা করিয়াছেন,

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে যে যুক্তি দ্বারা বিধবা স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ হওয়া বৈধ থাকা লিখিয়াছেন, তাহা অকিঞ্চনের বিবেচনায় যে যে হেতুতে অযুক্ত তাহা অগ্রে লিখিয়া যে বচনে বিধবাবিবাহ হওয়া বৈধ থাকা তিনি কহেন, অকিঞ্চনের বিবেচনায় তাহার যাহা সদর্থ তাহা তৎপরে লেখা কর্ত্তব্য হইল। তিনি স্বকৃত পুস্তকে।

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥

মনুসংহিতার এই বচনটী লিখিয়া যুগ ভেদে ধর্ম্ম প্রভেদ থাকা বর্ণন করিয়া কোন্ যুগে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে, কেবল পরাশর প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রেই সে সমুদায়ের নিরূপণ এতৎ প্রসঙ্গে পরাশরসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের

কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতঃ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥

এই শ্লোকটীর উল্লেখে মন্বাদিপ্রণীত ধর্ম্ম কলিযুগের অননুষ্ঠেয়, কেবল পরাশরপ্রণীত ধর্ম্মই কলিযুগের অনুষ্ঠেয়, ইহারি যে সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় না, কারণ এই যে বেদার্থমীমাংসক ভগবান্ জৈমিনি যেরূপ রীতিতে বেদার্থ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তদনুযায়ী বেদানুসারী স্মৃত্যাদির অর্থাবধারণও করিতে হইবেক, মীমাংসা শাস্ত্রে ভগবান্ জৈমিনির এই উপদেশ। যথা

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে বিধি সমন্বিত বাক্যেরি অর্থাৎ যে বাক্যে কোন বিধি আছে তাহারি প্রামাণ্য হয় ইহাতে অর্থবাদের ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হওয়ায় মন্ত্রার্থবাধে পাছে দোষারোপ হয়, তন্নিবারণার্থে ভগবান্ জৈমিনি ইহাই মীমাংসা করিয়াছেন। যথা

স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে অর্থবাদ বিধি স্তাবকত্বে অন্বিত হয়, কৃতে তু মানবো ধর্ম্মঃ ইত্যাদি বচনে লিঙ্ অথবা লিঙর্থক লোটাদি নাই, অর্থাৎ বিধিবোধক কোনও পদ নাই, সুতরাং তদ্বচন স্তাবকত্বে অন্বিত হওয়া ব্যতীত অন্য সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না।

অতএব কলি যুগের ধর্ম্মবক্তা কেবল ভগবান্ পরাশর ইহা কৃতে তু ইত্যাদি বচনার্থে নহে, অর্থবাদের প্রামাণ্য না থাকা পূর্ব্বে লিখিয়াছি; পুনরুক্তির প্রয়োজনাভাব। (৯২)

প্রতিবাদী মহাশয়ের অভিপ্রায় এই যে, কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ, এ স্থলে বিধিবোধক পদ নাই; অতএব এ বচন অর্থবাদ; সুতরাং, এ বচনের প্রামাণ্য নাই; যদি, কৃতে তু মানবো ধর্ম্মঃ, এ বচনের প্রামাণ্য না রহিল, তাহা হইলে, কলি যুগে পরাশরোক্ত ধর্ম্ম গ্রাহ্য, এ কথারও প্রামাণ্য রহিল না।

ভগবান্ জৈমিনি, প্রতিবাদী মহাশয়ের উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ে, যে প্রণালীতে বেদার্থ মীমাংসা করিবার উপদেশ দিয়াছেন, সেই প্রণালীতেই বেদানুযায়ী স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রেরও মীমাংসা করিতে হইবেক; প্রতিবাদী মহাশয় ইহার কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। কেবল তাঁহার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া, কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ এই ঋষিবাক্যের অপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারা যায় না। প্রত্যুত, ভগবান্ জৈমিনি, উক্ত দুই সূত্রে, বেদার্থ মীমাংসার যে প্রণালী অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছেন, স্মৃতি প্রভৃতির মীমাংসাস্থলে, সে প্রণালী

---

(৯২) কাঠশালীনিবাসী শ্রীযুত বাবু শিবনাথ রায়।

অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক না, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা,

অথোচ্যতে স্মৃতীনাং ধর্ম্মশাস্ত্রত্বাত্তাসু ধর্ম্মমীমাংসানুসর্ত্তব্যা তস্যাং ন কস্যাপ্যর্থবাদস্য বাক্যার্থে প্রামাণ্যমভ্যুপগম্যত ইতি তদেতদ্বচনং স্মৃতিভক্তম্মন্যস্য মীমাংসকম্মন্যস্য চানর্থায়ৈবস্যাৎ মূষকভয়াৎ স্বগৃহং দগ্ধমিতি ন্যায়াবতারাৎ। কস্যচিদর্থবাদস্য স্বার্থে প্রামাণ্যং ভবিষ্যতীতি ভয়েনার্থবাদৈকপ্রসিদ্ধানাং স্মর্ত্তৃণাং মন্বাদীনাং মীমাংসাসূত্রকৃজ্জৈমিনেশ্চ সত্তাবস্যৈব পরিত্যক্তব্যত্বাদশেষেতিহাসলোপপ্রসঙ্গাচ্চ। তস্মাৎ প্রমাণমেব ভূতার্থবাদঃ। (৯৩)

যদি বল, স্মৃতিসকল ধর্ম্মশাস্ত্র; সুতরাং, ভগবান্ জৈমিনি ধর্ম্মমীমাংসার যে প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারেই স্মৃতির মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। জৈমিনিপ্রোক্ত ধর্ম্ম মীমাংসার প্রণালীতে অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই; অতএব, স্মৃতির মীমাংসাস্থলেও অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই; এরূপ কহিলে, স্মৃতিভক্ত ও মীমাংসকাভিমানী, উভয়েরই বিপদ্ উপস্থিত হয়। মূষিকের উৎপাত ভয়ে, আপন গৃহ দগ্ধ করিয়াছিল, সেই কথা উপস্থিত হইল। কখনও কোনও অনভিমত অর্থবাদের প্রামাণ্য উপস্থিত হইবেক, এই ভয়ে, অর্থবাদমাত্রের প্রামাণ্য অস্বীকার করিলে, মনু প্রভৃতি স্মৃতিকর্ত্তা ও মীমাংসাশাস্ত্রকর্ত্তা জৈমিনি কোনও কালে বিদ্যমান ছিলেন, এ কথাও অস্বীকার করিতে হয়; কারণ, তাঁহাদের বিদ্যমানতা বিষয়ে অর্থবাদ ব্যতীত আর কোনও প্রমাণ নাই; এবং সমুদায় ইতিহাসশাস্ত্রের প্রামাণ্য লোপ হয়। অতএব, অবশ্যই অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

অতএব, স্মৃতিশাস্ত্রে অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই, সুতরাং, কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ, এই অর্থবাদবাক্য অপ্রমাণ; প্রতিবাদী মহাশয়ের এই মীমাংসা সম্যক্ বিচারসিদ্ধ হইতেছে না।

---

(৯৩) পরাশরভাষ্য।

প্রতিবাদী মহাশয়, কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ, এ স্থলে অর্থবাদের প্রামাণ্য লোপের চেষ্টা পাইয়াছেন; কিন্তু, স্থলান্তরে, অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকার পূর্ব্বক, কহিয়াছেন,

অপিচ ছান্দোগ্যে ব্রাহ্মণে মনুর্ব্বৈ যৎকিঞ্চিদবদত্তদ্ভেষজং ভেষজতায়া ইতি। এই বেদ প্রমাণ এবং বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্। মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে অস্যার্থঃ বেদার্থ উপনিবন্ধন হেতুক সর্ব্বস্মৃত্যপেক্ষা মনুস্মৃতির প্রাধান্যতা আছে মন্বর্থবিপরীতা স্মৃতি মান্য হয় না অর্থাৎ অন্য সংহিতার কোনও বচনের যথাশ্রুতার্থ যদি মনুবচনের বিপরীত হয়, তবে মনুবচনের অর্থের সহিত সমন্বয় করিয়া অন্য সংহিতার ঐ বচনের সদর্থোদ্ধার করা কর্ত্তব্য।

এ স্থলে ব্যক্তব্য এই যে, যদি প্রতিবাদী মহাশয়ের মতে, কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ, এই অর্থবাদের প্রামাণ্য না থাকে, তবে, প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্, এ স্থলেও অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই। কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ, এ স্থলে যেমন কোনও বিধিবোধক পদ নাই, প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্, এ স্থলেও, সেইরূপ কোনও বিধিবোধক পদ নাই। যদি প্রতিবাদী মহাশয়, প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্, এই অর্থবাদবাক্য অবলম্বন করিয়া, মনুস্মৃতি সকল স্মৃতি অপেক্ষা প্রধান বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাহা হইলে, কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ, এই অর্থবাদবাক্য অনুসারে কলি যুগে পরাশরস্মৃতি অনুসারে চলিতে হইবেক, এ ব্যাখ্যা করিবার বাধা কি। এই দুই অর্থবাদবাক্যের কোনও অংশে কোনও প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে না।

১৮—বাগ্দানের পর

বর অনুদ্দেশাদি হইলে কন্যার পুনর্দ্দান নিষেধ নাই।

কেহ কেহ কহিয়াছেন,

যদি বাগ্দানের পর বর মরিলে, কিম্বা অনুদ্দেশাদি হইলে, বাগ্দত্তা কন্যার আর বিবাহ হইতে না পারে, তবে বিবাহ হইয়া বিধবা হইলে, পুনর্ব্বার বিবাহ কি রূপে হইতে পারে (৯৪)।

যাঁহারা এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা, আমি পূর্ব্ব পুস্তকে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই; কারণ, বাগ্দানের পর বর অনুদ্দেশাদি হইলে, কন্যার আর বিবাহ হইতে পারে না, আমার লিখনের কোনও অংশ দ্বারা এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় না। আমি এই মাত্র কহিয়াছিলাম যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে, এই ব্যবহার ছিল, কোনও ব্যক্তিকে বাগ্দান করিয়া, পরে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর পাইলে, তাহাকেই কন্যা দান করিত, বৃহন্নারদীয়ের বচন দ্বারা ঐ ব্যবহারের নিষেধ হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহাকে বাগ্দান করিবেক, তাহাকেই কন্যা দান করিবেক, পরে পূর্ব্ব বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর পাইলে, পূর্ব্ব বরকে না দিয়া, উৎকৃষ্ট বরকে দেওয়া উচিত নহে; অর্থাৎ যাহার নিকট প্রতিশ্রুত হইবেক, তাহাকেই কন্যা দান করিবেক, তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর পাইলাম বলিয়া, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেক না। এই নিমিত্তই ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন,

> এতত্তু ন পরে চক্রুর্নাপরে জাতু সাধবঃ।
> যদন্যস্য প্রতিজ্ঞায় পুনরন্যস্য দীয়তে॥ ৯॥ ৯৯।

---

(৯৪) ভাটপাড়ানিবাসী শ্রীযুত রামদয়াল তর্করত্ন প্রভৃতি।

কখনও কোনও সাধু, এক জনের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া, পুনরায় অন্যকে দান করেন নাই।

আমার লিখন দ্বারা এই অভিপ্রায়ই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, কষ্ট কল্পনা করিলেও, বাগ্দানের পর বর মরিলে, কিংবা অনুদ্দেশাদি হইলে, কন্যার আর বিবাহ হইতে পারে না, এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় না।

১৯—পরাশরের

বিবাহবিধি নীচজাতি বিষয়ে নহে।

কেহ, প্রথমতঃ পরাশরবচনকে বাগ্দত্তা বিষয়ে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়া, পরিশেষে কহিয়াছেন,

কিংবা নীচ জাতির এইপ্রকার স্বামী হইলে অন্য পতি করিবে ইহা পরাশরভাষ্যকৃৎ মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন (৯৫)।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, মাধবাচার্য্য, পরাশরভাষ্যের কোনও স্থলেই, বিবাহবিধায়ক বচন নীচজাতিবিষয়ক বলিয়া ব্যবস্থা করেন নাই। প্রতিবাদী মহাশয়, পরাশরভাষ্য না দেখিয়াই, ঐ কথা লিখিয়াছেন, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। প্রতিবাদী মহাশয় এ দেশের এক জন বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত; পরাশরভাষ্য না দেখিয়া, কেবল অনুমান বলে, অনায়াসে, পরাশরভাষ্যে এরূপ লেখা আছে বলা, তাঁহার মত বিখ্যাত পণ্ডিতের পক্ষে, অতি অন্যায় কর্ম্ম হইয়াছে। ফলতঃ, অনুমান প্রমাণ অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবলম্বন করা অতি আবশ্যক ছিল।

---

(৯৫) আগড়পাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি।

২০—পিতা

বিধবা কন্যাকে পুনরায় দান করিতে পারেন।

অনেকে এই আপত্তি করিয়াছেন, কন্যার দানাধিকারী কে হইবেক। পিতা যখন এক বার দান করিয়াছেন, তখন তাঁহার স্বত্ব ধ্বংস হইয়াছে; যদি কন্যাতে আর তাঁহার স্বত্ব না রহিল, তবে তিনি, কি প্রকারে, পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে সেই কন্যা দান করিতে পারেন।

ইদানীং, আমাদের দেশে, দুই প্রকার মাত্র বিবাহ সচরাচর প্রচলিত আছে, ব্রাহ্ম ও আসুর, অর্থাৎ কন্যাদান ও কন্যাবিক্রয়। এই দান ও বিক্রয় শব্দ অন্যান্য স্থলের দান ও বিক্রয় শব্দের সমানার্থক নহে। অন্যান্য দান ও বিক্রয় স্থলে দৃষ্ট হইতেছে, যে ব্যক্তির যে বস্তুতে স্বত্ব থাকে, সেই সে বস্তুর দান অথবা বিক্রয় করিতে পারে; এক বার দান অথবা বিক্রয় করিলে, সে ব্যক্তির সে বস্তুতে স্বত্ব ধ্বংস হইয়া যায়; সুতরাং, আর সে ব্যক্তির সে বস্তু দান অথবা বিক্রয় করিবার অধিকার থাকে না। ভূমি, গৃহ, উদ্যান, গো, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতির দানবিক্রয় স্থলে, এই নিয়ম পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু, এই দান ও বিক্রয়ের সহিত কন্যাসংক্রান্ত দান ও বিক্রয়ের কোনও অংশে সাম্য নাই। ভূমি, ধেনু প্রভৃতি স্থলে, যে ব্যক্তির স্বত্ব থাকে, সেই দান ও বিক্রয় করিতে পারে; যে ব্যক্তির স্বত্ব না থাকে, সে কদাচ দান ও বিক্রয় করিতে পারে না; যদি দৈবাৎ দানাদি করে, সেই দানাদি অস্বামিকৃত বলিয়া অসিদ্ধ হয়। কিন্তু, কন্যাদান স্থলে সেরূপ নিয়ম নহে। বিবাহ স্থলের দান বাচনিক দান। শাস্ত্রকারেরা দানকে বিবাহবিশেষের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। এই বিবাহাঙ্গ দান যে কোনও ব্যক্তি করিলেও, বিবাহ নির্ব্বাহ হইয়া

থাকে। কন্যাতে যাহার স্বত্ব থাকিবার সম্ভাবনা, সে ব্যক্তি দান করিলেও যেমন বিবাহ সম্পন্ন হয়; যে ব্যক্তির কন্যাতে স্বত্ব থাকিবার কোনও কালে কোনও সম্ভাবনা নাই, সে ব্যক্তি দান করিলেও, বিবাহ সেইরূপ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অন্যান্য বস্তুতে যাহার স্বত্ব নাই, সে ব্যক্তি কখনও সে বস্তুর দানাধিকারী হয় না; কিন্তু, সজাতীয় ব্যক্তি মাত্রেই বিবাহাঙ্গ কন্যাদানে অধিকারী হইয়া থাকেন। যথা,

পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতা বানুমতঃ পিতুঃ।
মাতামহো মাতুলশ্চ সকুল্যো বান্ধবস্তথা।
মাতা ত্বভাবে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ত্ততে।
তস্যামপ্রকৃতিস্থায়াং কন্যাং দদ্যুঃ সজাতয়ঃ॥ (৯৬)

পিতা স্বয়ং কন্যাদান করিবেন; অথবা ভ্রাতা, পিতার অনুমতিক্রমে, দান করিবেন; এবং মাতামহ, মাতুল, জ্ঞাতি, বান্ধব, কন্যা দান করিবেন। সকলের অভাবে মাতা কন্যা দান করিবেন, যদি তিনি প্রকৃতিস্থা হন; তিনি অপ্রকৃতিস্থা হইলে, সজাতীয়েরা কন্যা দান করিবেন।

দেখ, শাস্ত্রকারদিগের যদি এরূপ অভিপ্রায় হইত যে, ভূমিদান, ধেনুদান প্রভৃতির নিয়ম সকল কন্যাদান স্থলেও খাটিবেক; অর্থাৎ, যাহার স্বত্ব থাকে, সেই দান করিতে পারে; আর যাহার স্বত্ব না থাকে, সে দান করিতে পারে না; তাহা হইলে, জ্ঞাতি, বান্ধব ও সজাতীয়েরা কিরূপে দানাধিকারী হইতে পারেন। কন্যাতে পিতা মাতারই স্বত্ব থাকিবার সম্ভাবনা; মাতামহ, মাতুল, জ্ঞাতি, বন্ধু ও সজাতীয়দিগের স্বত্ব থাকিবার কোনও মতে কোনও সম্ভাবনা নাই। যদি ভূমিদান, ধেনুদান প্রভৃতির ন্যায়, কন্যাদান স্থলে, যাহার স্বত্ব থাকিবেক, সেই দান করিতে পারিবেক, এরূপ নিয়ম হইত, তাহা হইলে, মাতামহাদিকে কন্যাদানে অধিকারী বলিয়া, শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিতেন না; এবং মাতাই বা সর্ব্বশেষে দানাধিকারিণী বলিয়া পরিগণিতা হইতেন কেন;

(৯৬) উদ্বাহতত্ত্বধৃত নারদবচন।

পিতার পরে, মাতা দানাধিকারিণী বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত ছিল। বস্তুতঃ, ভূমি, ধেনু প্রভৃতিতে যেরূপ স্বত্ব থাকে, কন্যাতে সেরূপ স্বত্ব নাই। যদি কন্যাতেও সেইরূপ স্বত্ব থাকিত, তাহা হইলে, পিতার অসম্মতিতে অন্যকৃত কন্যাদান, অস্বামিকৃত বলিয়া, অসিদ্ধ হইতে পারিত। কখনও কখনও এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, পিতার অজ্ঞাতসারে ও সম্পূর্ণ অসম্মতিতে, অন্য ব্যক্তিতে কন্যার বিবাহ দেয়। কিন্তু, সে বিবাহ সিদ্ধ হয় কেন। পিতা, স্বত্বাস্পদীভূত কন্যার অন্যকৃত দান অস্বামিকৃত বলিয়া, রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া, সেই দান অসিদ্ধ করিতে না পারেন কেন। অন্যের ভূমি ও ধেনু অন্য ব্যক্তি দান করিলে, সে দান কখনও সিদ্ধ হয় না। রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিলেই, সেই দান অস্বামিকৃত বলিয়া অপ্রমাণ হইয়া যায়। অতএব, কন্যাদান স্থলের দান বাচনিক দান মাত্র; ভূমি, ধেনু প্রভৃতির ন্যায় স্বত্বমূলক দান নহে। যদি কন্যাদান, স্বত্বমূলক দান না হইয়া, বিবাহের অঙ্গ বাচনিক দান মাত্র হইল, তখন পিতা, এক বার এক ব্যক্তিকে দান করিয়া, সেই সম্প্রদানের মৃত্যু, অথবা অন্যবিধ কোনও বৈগুণ্য ঘটিলে, সেই কন্যাকে পুনরায় অন্য পাত্রে দান করিতে না পারিবেন কেন। কন্যার প্রথম বিবাহ কালে, পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাম্, ইত্যাদি বচনে দানের যেরূপ বিধি আছে, অন্যান্য বচনে বিবাহিতা কন্যার বিষয়বিশেষে পাত্রান্তরে দান করিবার সেইরূপ স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

স তু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব চ।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োঽপি বা।
ঊঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাভরণভূষণা॥ (৯৭)

যাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যায়, সে ব্যক্তি যদি অন্যজাতীয়, পতিত, ক্লীব, যথেচ্ছচারী, সগোত্র, দাস, অথবা চিররোগী হয়; তাহা হইলে, বিবাহিতা কন্যাকেও, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, অন্য পাত্রে দান করিবেক।

(৯৭) পরাশরভাষ্য ও নির্ণয়সিন্ধু ধৃত কাত্যায়নবচন।

দেখ, এ স্থলে বিবাহিতা কন্যাকেও যথাবিধানে পাত্রান্তরে দান করিবার স্পষ্ট বিধি আছে। যদি এক বার কন্যা দান করিলে, আর কোনও অবস্থায় সেই কন্যাকে পুনরায় পাত্রান্তরে দান করিতে পিতার অধিকার না থাকিত, তাহা হইলে, মহর্ষি কাত্যায়ন পতি, পতিত, ক্লীব, চিররোগী প্রভৃতি হইলে, বিবাহিতা কন্যার পুনরায় অন্য পাত্রে দান করিবার এরূপ সুস্পষ্ট বিধি দিতেন না। আর, এ বিষয়ে কেবল বিধি মাত্র পাওয়া যাইতেছে, এমন নহে; পিতা বিধবা কন্যাকে পাত্রান্তরে দান করিয়াছেন, তাহারও স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে। যথা,

অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমানিরাবান্নাম বীর্য্যবান্।
সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা।
ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা।
পত্যৌ হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা॥ (৯৮)

নাগরাজের কন্যাতে অর্জ্জুনের ইরাবান্ নামে এক শ্রীমান্, বীর্য্যমান্ পুত্র জন্মে। সুপর্ণ কর্ত্তৃক ঐ কন্যার পতি হত হইলে, নাগরাজ মহাত্মা ঐরাবত সেই দুঃখিতা বিষণ্ণা পুত্রহীনা কন্যা অর্জ্জুনকে দান করিলেন।

অতএব দেখ, যখন কন্যাদান, স্বত্বমূলক দান না হইয়া, বিবাহের অঙ্গ বাচনিক দান মাত্র হইতেছে; যখন শাস্ত্রে বিবাহিতা কন্যার পুনরায় যথাবিধানে পাত্রান্তরে দান করিবার স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে, এবং যখন বিধবা কন্যা পিতা কর্ত্তৃক পাত্রান্তরে দত্তা হইয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; তখন, কন্যা দান করিলে, পিতার স্বত্ব ধ্বংস হইয়া যায়; সুতরাং, পিতা সেই কন্যাকে পুনরায় পাত্রান্তরে দান করিতে পারেন না, এ আপত্তি কোনও মতে বিচারসিদ্ধ হইতেছে না।

---

(৯৮) মহাভারত। ভীষ্মপর্ব্ব। ৯১ অধ্যায়।

২১—বিধবার বিবাহকালে

পিতৃগোত্র উল্লেখ করিয়া দান করিতে হইবেক।

এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক, বিধবার বিবাহ দিতে হইলে, সম্প্রদান কালে, কোন গোত্রের উল্লেখ করিতে হইবেক। এ বিষয়ের নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমতঃ, গোত্র শব্দের অর্থ কি, তাহারই নিরূপণ করা আবশ্যক।

গোত্র শব্দের অর্থ এই,

বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্ভরদ্বাজো গোতমঃ অত্রির্বশিষ্ঠঃ
কাশ্যপ ইত্যেতে সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তর্ষীণামগস্ত্যাষ্টমানাং
যদপত্যং তদ্গোত্রমিত্যাচক্ষতে। (৯৯)

বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গোতম, অত্রি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগস্ত্য, এই আট ঋষির যে সন্তান পরম্পরা, তাহাকে গোত্র বলে।

জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগোতমাঃ।
বশিষ্ঠকাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্বতে॥ (১০০)

জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গোতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগস্ত্য, এই কয় মুনি গোত্রকারক। ইঁহাদের সন্তানপরম্পরাকে গোত্র বলে (১০১)।

এই উভয় শাস্ত্র অনুসারে, জমদগ্নি প্রভৃতি আট মুনির সন্তানপরম্পরার

---

(৯৯) পরাশরভাষ্যধৃত বৌধায়নবচন।

(১০০) পরাশরভাষ্য ও উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত স্মৃতি।

(১০১) এতেষাঞ্চ গোত্রাণামবান্তরভেদাঃ সহস্রসঙ্খ্যকাঃ।

পরাশরভাষ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়।

এই সকল গোত্রের সহস্র অবান্তর ভেদ আছে।

নাম গোত্র; সুতরাং, গোত্র শব্দের অর্থ বংশ। অমুক অমুকগোত্র বলিলে, অমুক অমুক মুনির বংশে জন্মিয়াছে, অথবা অমুক মুনি অমুকের বংশের আদিপুরুষ, ইহাই প্রতীয়মান হয়।

এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক, বিবাহ কালে কিরূপে গোত্রের উল্লেখ হইয়া থাকে। ঋষ্যশৃঙ্গ কহিয়াছেন,

বরগোত্রং সমুচ্চার্য্য প্রপিতামহপূর্ব্বকম্।
নাম সঙ্কীর্ত্তয়েদ্বিদ্বান্ কন্যায়াশ্চৈবমেব হি ॥ (১০২)

বরের প্রপিতামহ পূর্ব্বক গোত্র উচ্চারণ করিয়া, নাম উচ্চারণ করিবেক; কন্যারও এইরূপ।

অর্থাৎ, বরের প্রপিতামহ, পিতামহ, ও পিতার নামোল্লেখ পূর্ব্বক, গোত্র উচ্চারণ করিয়া, তাহার নাম উল্লেখ করিবেক। বরের ন্যায় কন্যারও প্রপিতামহাদির নাম উচ্চারণ করিয়া, পরিশেষে তাহার গোত্র ও নাম উচ্চারণ করিবেক। অর্থাৎ, কন্যা কাহার প্রপৌত্রী, কাহার পৌত্রী, ও কাহার পুত্রী, এবং কন্যার গোত্র কি, এই সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া, কন্যার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক, তাহাকে দান করিবেক। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে, কন্যা কাহার প্রপৌত্রী, কাহার পৌত্রী, কাহার পুত্রী, ও কোন বংশে জন্মিয়াছে; এই সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া, বিবাহ কালে পরিচয় দেওয়া যায়। সুতরাং, প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা, ও বংশের আদিপুরুষের পরিচয়প্রদান, বিবাহ কালে প্রপিতামহাদির নামোচ্চারণ ও গোত্রোল্লেখের উদ্দেশ্য। যখন, বংশের আদিপুরুষের পরিচয়প্রদান মাত্র বিবাহকালীন গোত্রোল্লেখের উদ্দেশ্য হইতেছে; তখন, দ্বিতীয় বার বিবাহ কালেও, প্রথম বিবাহের ন্যায়, পিতৃগোত্রেরই উল্লেখ করিতে হইবেক। অন্য গোত্রে বিবাহ হইয়াছে বলিয়া, দ্বিতীয় বার বিবাহ কালে, পিতৃগোত্র উল্লেখের কোনও বাধা হইতে পারে না; কারণ, যে ব্যক্তি যে বংশে জন্মিবেক, তাহার

(১০২) উদ্বাহতত্ত্বধৃত।

কোনও অবস্থাতেই তাহার বংশের, বা বংশের আদিপুরুষের, পরিবর্ত্ত হইতে পারে না। মনে কর, কাশ্যপ মুনির বংশোদ্ভবা এক কন্যার শাণ্ডিল্যবংশোদ্ভব এক পুরুষের সহিত বিবাহ হইল; এই বিবাহ দ্বারা, সেই কন্যার কাশ্যপগোত্রোদ্ভবত্ব লোপ কিরূপে হইতে পারে। যেমন, বিবাহ হইলে, পিতার পরিবর্ত্ত হয় না, পিতামহের পরিবর্ত্ত হয় না, ও প্রপিতামহের পরিবর্ত্ত হয় না; সেইরূপ, বংশের আদি-পুরুষেরও পরিবর্ত্ত হইতে পারে না; যদি তাহা না হইতে পারিল, তবে, বিবাহকালীন গোত্রোল্লেখ সময়ে, পিতৃগোত্রের উল্লেখ না হইবেক কেন। বস্তুতঃ, অন্যগোত্রোদ্ভব পুরুষের সহিত বিবাহ হইল বলিয়া, স্ত্রীর যে গোত্রের পরিবর্ত্ত হইবেক, ইহা কোনও মতে সম্ভব হইতে পারে না।

এই মীমাংসা কেবল যুক্তিমাত্রাবলম্বিনী নহে। মহর্ষি কাত্যায়ন কহিয়াছেন,

সংস্কৃতায়ান্তু ভার্য্যায়াং সপিণ্ডীকরণান্তিকম্।
পৈতৃকং ভজতে গোত্রমূর্দ্ধন্তু পতিপৈতৃকম্॥ (১০৩)

বিবাহসংস্কার হইলে, স্ত্রী সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে; সপিণ্ডীকরণের পর শ্বশুরগোত্রভাগিনী হয়।

দেখ, এ স্থলে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে, স্ত্রী সপিণ্ডীকরন পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে। যদি তৎকাল পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে রহিল, তাহা হইলে, জীবদ্দশায় পুনর্ব্বার বিবাহ কালে, পিতৃগোত্রের উল্লেখ ব্যতীত আর কি সম্ভব হইতে পারে। সপিণ্ডীকরণের পর পতিগোত্রভাগিনী হয়, ইহারও তাৎপর্য্য এই যে, সগোত্র না হইলে পিণ্ডসমন্বয় হয় না। স্ত্রী পতির সগোত্র নহে, সুতরাং পতির সহিত স্ত্রীর পিণ্ডসমন্বয় হইতে পারে না। এই নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা, পিণ্ডসমন্বয় কালে, স্ত্রীর পতিসগোত্রত্ব কল্পনা করিয়াছেন মাত্র। নতুবা, সপিণ্ডীকরণ হইলেই, স্ত্রীর বংশ অথবা বংশের আদিপুরুষরূপ গোত্রের পরিবর্ত্ত হইয়া যায়, ইহা কদাচ

(১০৩) উদ্বাহতত্ত্বধৃত।

অভিপ্রেত নহে; কারণ, বিবাহের পূর্ব্বে, কিংবা বিবাহের পর, স্ত্রীর যে বংশ ছিল, অথবা যিনি বংশের আদিপুরুষ ছিলেন, সপিণ্ডীকরণ দ্বারা তাহার পরিবর্ত্ত কিরূপে সম্ভব হইতে পারে।

যদি বল,

স্বগোত্রাদ্‌ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া॥ (১০৪)

বিবাহাঙ্গ সপ্তপদীগমন হইলে, স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়। তাহার শ্রাদ্ধ ও তর্পণ পতিগোত্রের উল্লেখ করিয়া করিবেক।

এবং

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।
ভর্ত্তুর্গোত্রেণ নারীণাং দেয়ং পিণ্ডোদকং ততঃ॥ (১০৫)

পাণিগ্রহণসম্পাদক মন্ত্র দ্বারা স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে অপহৃত হয়; তাহার শ্রাদ্ধ ও তর্পণ পতিগোত্রের উল্লেখ করিয়া করিবেক।

এই দুই বচনে, যখন সপ্তপদীগমন অথবা পাণিগ্রহণ হইলে, স্ত্রীর পিতৃগোত্রভ্রংশ নির্দ্দেশ আছে; তখন, দ্বিতীয় বার বিবাহ কালে, পিতৃগোত্র উল্লেখ কি প্রকারে হইতে পারে। এ আপত্তিও বিচারসিদ্ধ হইতেছে না। কাত্যায়নবচনে, যখন স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, স্ত্রী সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে, তখন সপ্তপদীগমন অথবা পাণিগ্রহণ হইলে, স্ত্রীর পিতৃগোত্র যায়; এ কথা কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না। তবে, হারীত ও বৃহস্পতি বচনের তাৎপর্য্য এই যে, সপ্তপদীগমন ও পাণিগ্রহণ হইলে, স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়; অর্থাৎ পিতৃকুলের সহিত সম্বন্ধশূন্য হইয়া পতিকুলে আইসে। বিবাহের পূর্ব্বে, পিতৃকুলের সহিত অশৌচগ্রহণাদিরূপ যে সম্বন্ধ থাকে, বিবাহের পর, পিতৃকুলের সহিত সে সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়। ইহাই বিবাহানন্তর পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হইবার তাৎপর্য্য। নতুবা, বিবাহ দ্বারা স্ত্রীর

---

(১০৪) উদ্বাহতত্ত্বধৃত লঘুহারীতবচন। (১০৫) উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৃহস্পতিবচন।

বংশের অথবা বংশের আদিপুরুষের পরিবর্ত্ত হইয়া যায়, এরূপ তাৎপর্য্য কদাচ হইতে পারে না; কারণ, পূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে, বংশের অথবা বংশের আদিপুরুষের পরিবর্ত্ত কোনও ক্রমে সম্ভবিতে পারে না।

হারীত ও বৃহস্পতিবচনের উত্তরার্দ্ধে, পিণ্ডোদকদান কালে পতিগোত্রোল্লেখের যে বিধি আছে, তদ্দ্বারাও এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যার বিলক্ষণ পোষকতা হইতেছে; কারণ, যদি তাঁহাদের বচনের পূর্ব্বার্দ্ধের এরূপ তাৎপর্য্য হইত যে, স্ত্রী বিবাহের পরেই পতিগোত্রভাগিনী হয়, তাহা হইলে, উত্তরার্দ্ধে, পিণ্ডোদকদান কালে, পতিগোত্রোল্লেখের স্বতন্ত্র বিধি দিবার কি আবশ্যকতা ছিল; কারণ, তদ্ব্যতিরেকেও, পিণ্ডোদকদান কালে, পতিগোত্রোল্লেখ, বিবাহের পর স্ত্রীর পতিগোত্রভাগিত্ব বিধান দ্বারাই, সিদ্ধ হইয়াছিল। অতএব, যখন উভয়েই, স্ব স্ব বচনের উত্তরার্দ্ধে, পিণ্ডোদকদান কালে, পতিগোত্রোল্লেখের বিধি দিয়াছেন, এবং কাত্যায়নবচনে, যখন সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত স্ত্রী পিতৃগোত্রে থাকে বলিয়া, স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে; তখন, বিবাহের অব্যবহিত পর ক্ষণ অবধিই, স্ত্রী পতিগোত্রভাগিনী হয়, ঐ উভয় বচনের পূর্ব্বার্দ্ধের এরূপ তাৎপর্য্য কদাচ হইতে পারে না। বস্তুতঃ, হারীত ও বৃহস্পতিবচনের উত্তরার্দ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, পিণ্ডোদকদান কালেই স্ত্রী পতিগোত্রভাগিনী হয়। আর, পূর্ব্বদর্শিত অনুসারে, যখন স্ত্রীর আদিপুরুষরূপ গোত্রের পরিবর্ত্ত অসম্ভব হইতেছে, এবং, যখন পিণ্ডসমন্বয়ানুরোধে সপিণ্ডীকরণ কালেই স্ত্রীর পতিসগোত্রত্বকল্পনার আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে, এবং সামান্য পিণ্ডোদকদান কালে স্ত্রীর পতিগোত্রভাগিত্বকল্পনার সেরূপ আবশ্যকতা লক্ষিত হইতেছে না; তখন, হারীত ও বৃহস্পতিবচনস্থ পিণ্ডোদক শব্দ সপিণ্ডীকরণবোধক, তাহার সন্দেহ নাই। এই পিণ্ডোদক শব্দ সপিণ্ডীকরণপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে, কাত্যায়নবচনের সহিত একবাক্যতা লাভ হইতেছে, এবং যুক্তির সহিতও অবিরোধ সিদ্ধ হইতেছে। আর, বিবাহযোগ্য কন্যানির্বাচন-

স্থলে, পিতৃসগোত্রা ও মাতৃসগোত্রা বর্জনের বিধি আছে। কিন্তু, বিবাহ হইলে, মাতার পতিগোত্রপ্রাপ্তি হয়; সুতরাং, পিতৃসগোত্রাবর্জন দ্বারাই মাতৃসগোত্রাবর্জন সিদ্ধ হওয়াতে, মাতৃসগোত্রার স্বতন্ত্র বর্জন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই আশঙ্কা করিয়া, কোনও কোনও সংগ্রহকর্ত্তারা, মাতৃসগোত্রাবর্জনস্থলীয় মাতৃ শব্দের অর্থ মাতামহ, এই যে কষ্টকল্পনা করিয়া গিয়াছেন; তাহারও পরিহার হইতেছে।

এক্ষণে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, যদি স্ত্রী সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে, তবে বিবাহিতা স্ত্রী জীবদ্দশায় ব্রতাদি করিলে, পতিগোত্রের উল্লেখ করা যায় কেন।

স্ত্রী ব্রতাদি কালে পতিগোত্র উল্লেখ করিয়া থাকে, যথার্থ বটে। কিন্তু, ব্রতাদিস্থলে, গোত্রোল্লেখের কোনও বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রাদ্ধাদিস্থলে যে গোত্রোল্লেখের বিধান আছে, তাহা দেখিয়াই, লোকে ব্রতাদিস্থলে গোত্রোল্লেখ করিতে আরম্ভ করিয়াছে (১০৬)। সুতরাং, ব্রতাদিস্থলে গোত্রোল্লেখ কেবল ব্যবহারমূলক। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, স্ত্রী সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে। অতএব, ব্রতাদিস্থলে যদিই গোত্রের উল্লেখ করিতে হয়, পিতৃগোত্রের উল্লেখ করাই বিধেয়। কিন্তু বিবাহ দ্বারা, স্ত্রী, পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, পতিগোত্র প্রাপ্ত হয়, পূর্ব্বোক্ত হারীত ও বৃহস্পতি বচনের এই অর্থ স্থির করিয়া, পতিগোত্রোল্লেখের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। যদি বল, তবে এত কাল পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা, পতিগোত্রের উল্লেখ করিয়া, যে সমস্ত ব্রতাদি করিয়াছে, তাহা কি নিষ্ফল হইবেক। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সে আশঙ্কা করা যাইতে পারে না; কারণ, যখন শাস্ত্রে ব্রতাদিস্থলে গোত্রোল্লেখের আবশ্যকতা নির্দ্দিষ্ট নাই, সুতরাং, গোত্রের উল্লেখ না

---

(১০৬) শ্রাদ্ধাদৌ ফলভাগিনাং গোত্রাদ্যুল্লেখদর্শনাৎ তদিতরত্রাপি তথোল্লেখাচারঃ। উদ্বাহতত্ত্ব।

শ্রাদ্ধাদিস্থলে ফলভাগীদিগের গোত্রাদি উল্লেখের বিধান দেখিয়া, তদ্ভিন্ন স্থলেও, গোত্রাদি উল্লেখের ব্যবহার হইয়াছে।

করিলে, ক্ষতি হইতে পারে না; তখন পতিগোত্রের উল্লেখ করিলেও, ব্রতাদির নিষ্ফলত্ব আশঙ্কা ঘটিবেক কেন। যদি গোত্রোল্লেখ ব্রতের অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তাহা হইলেই, প্রকৃত প্রস্তাবে গোত্রোল্লেখ না হইলে, ব্রতের নিষ্ফলত্ব সম্ভাবনা ঘটিতে পারিত।

যাহা দর্শিত হইল, তদনুসারে ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে; স্ত্রী সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে; সপিণ্ডীকরণ কালে, পিণ্ডসমন্বয়ানুরোধে, স্ত্রীর পতিসগোত্রত্ব কল্পনা করিতে হয়; সুতরাং, দ্বিতীয় বার বিবাহ কালে, পিতৃগোত্রের উল্লেখ করিয়া দান করিতে হইবেক। কিন্তু, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, দেশাচারানুরোধে, কাত্যায়নের সুস্পষ্ট বচনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, হারীত ও বৃহস্পতির অস্পষ্ট বচন অবলম্বন পূর্ব্বক, ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, স্ত্রী বিবাহের অব্যবহিত পর ক্ষণ অবধিই পতিগোত্রভাগিনী হয় (১০৭)। যদি এই ব্যবস্থার উপর

---

(১০৭) তদানীং গোত্রাপহারমাহ লঘুহারীতঃ

স্বগোত্রাদ্‌ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া॥

পাণিগ্রহণাদপি পিতৃগোত্রাপহারমাহ শ্রাদ্ধবিবেকে বৃহস্পতিঃ

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।
ভর্ত্তুর্গোত্রেণ নারীণাং দেয়ং পিণ্ডোদকং ততঃ॥

যত্তু সপিণ্ডনস্য গোত্রাপহারিত্বপ্রতিপাদকবচনং

সংস্কৃতায়াস্তু ভার্য্যায়াং সপিণ্ডীকরণান্তিকম্।
পৈতৃকং ভজতে গোত্রমূর্দ্ধন্তু পতিপৈতৃকমিতি॥

কাত্যায়নীয়ং তৎশাখান্তরীয়ং শিষ্টব্যবহারাভাবাৎ। অতএবানুমন্ত্রিতা গুরুং গোত্রেণাভিবাদয়েতেতি গোভিলোক্তং যৎ সপ্তপদীগমনানন্তরং পত্যুরভিবাদনং তৎ পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যমিতি ভট্টনারায়ণৈরুক্তম্। এতেন পিতৃগোত্রেণেতি সরলাভবদেবভট্টাভ্যামুক্তং হেয়ম্। উদ্বাহতত্ত্ব।

লঘুহারীত কহিয়াছেন, বিবাহাঙ্গ সপ্তপদীগমন হইলে পর, নারী পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়; তাহার পিণ্ডোদকদান পতিগোত্রের উল্লেখ করিয়া করিবেক। শ্রাদ্ধবিবেকধৃত বৃহস্পতি কহিয়াছেন, পাণিগ্রহণসম্পাদক মন্ত্র দ্বারা, স্ত্রী পিতৃ-

নির্ভর করিয়া, বিবাহের অব্যবহিত পর ক্ষণ অবধিই, স্ত্রীর পতিগোত্র-প্রাপ্তি অঙ্গীকার কর; তাহা হইলেও, দ্বিতীয় বার বিবাহ কালে যে পিতৃগোত্রের উল্লেখ করিয়া দান করিতে হইবেক, এ ব্যবস্থার কোনও ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না; কারণ, পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, বিবাহ কালে গোত্রোল্লেখের অভিপ্রায় এই যে, তদ্দ্বারা, স্ত্রী কোন বংশে জন্মিয়াছে, তাহার পরিচয় প্রদান করা যায়। বিবাহের পর স্ত্রী পতি-গোত্রভাগিনী হয় বলিয়া, সম্প্রদান কালে পতিগোত্রের উল্লেখ করিলে, সে অভিপ্রায় সম্পন্ন হয় না; সুতরাং, পিতৃগোত্রের উল্লেখই সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয় বোধ হইতেছে। এই মীমাংসা কেবল আমার কপোলকল্পিত নহে; শাস্ত্রেও ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা,

অমুষ্য পৌত্রীঞ্চামুষ্য পুত্রীঞ্চামুষ্য গোত্রজাম্।
ইমাং কন্যাং বরায়াস্মৈ বয়ং তদ্বিবৃণীমহে।
শৃণুধ্বমিতি বৈ ব্রূয়াদসৌ কন্যাপ্রদায়কঃ॥ (১০৮)

সমাগত সর্ব্বজন সমক্ষে, কন্যাদাতা ইহা কহিবেক যে, আপনারা শ্রবণ করুন, অমুকের পৌত্রী, অমুকের পুত্রী, অমুকের গোত্রোদ্ভবা এই কন্যাকে আমরা এই বরে দান করিতেছি।

গোত্র হইতে অপহৃতা হয়; তাহার পিণ্ডোদকদান পতিগোত্রের উল্লেখ করিয়া করিবেক। এ স্থলে বৃহস্পতি, পাণিগ্রহণ দ্বারাও গোত্রাপহার হয়, কহিতেছেন। আর কাত্যায়ন, স্ত্রীর বিবাহসংস্কার হইলে পর, সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে, পরে পতিগোত্রভাগিনী হয়, ইহা কহিয়া যে সপিণ্ডীকরণের গোত্রাপ-হারকারণতা কহিয়াছেন, তাহা অন্যশাখাবলম্বীদিগের পক্ষে; কারণ, সেরূপ শিষ্টাচার নাই। অতএব, গোভিলসূত্রে, সপ্তপদীগমনের পর পতিপ্রণাম কালে, যে গোত্রোল্লেখের বিধান আছে, ভট্টনারায়ণ ঐ গোত্র শব্দের পতিগোত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সুতরাং, সরলা ও ভবদেবভট্ট যে ঐ গোত্র শব্দের পিতৃ-গোত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহা অগ্রাহ্য।

(১০৮) বৃহদ্বশিষ্ঠসংহিতা। চতুর্থ অধ্যায়।

দেখ, এ স্থলে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে, আমরা অমুকের গোত্রোদ্ভবা কন্যা দান করিতেছি; সুতরাং, কন্যা যে গোত্রে জন্মিয়াছে, বিবাহ কালে, সেই গোত্রের উল্লেখ করাই বিচারসিদ্ধ হইতেছে। অমুকের গোত্রোদ্ভবা না থাকিয়া, যদি অমুকগোত্রা এই মাত্র অস্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকিত, তাহা হইলেও, স্ত্রী বিবাহের পর, পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, পতিগোত্রভাগিনী হয়, সুতরাং, দ্বিতীয় বার বিবাহ কালে পতিগোত্রের উল্লেখ করিতে হইবেক, ইহা কথঞ্চিৎ প্রতিপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু, যখন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বশিষ্ঠ বচনে, স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ আছে যে, যে গোত্রে জন্মিয়াছে, সেই গোত্রের উল্লেখ করিয়া, সমাগত সর্ব্বজন সমক্ষে পরিচয় দিয়া, কন্যা দান করিবেক; তখন, সম্প্রদান কালে, পিতৃগোত্র পরিত্যাগ করিয়া, পতিগোত্রের উল্লেখ কোনও মতেই কর্ত্তব্য হইতে পারে না।

২২—প্রথম বিবাহের

মন্ত্রই দ্বিতীয় বার বিবাহের মন্ত্র।

অনেকে এই আপত্তি করিয়াছেন, স্ত্রীর দ্বিতীয় বার বিবাহের মন্ত্র নাই। এই আপত্তি নিতান্ত অমূলক; কারণ, বিবাহসম্পাদক মন্ত্রগণের মধ্যে, কোনও মন্ত্রেই এরূপ কথা নাই যে, ঐ সমস্ত মন্ত্র দ্বিতীয় বার বিবাহ কালে খাটিতে পারে না; সুতরাং, যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র দ্বারা প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, দ্বিতীয় বারের বিবাহও সেই সমুদয় মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হইবেক।

ইহা পূর্ব্বে নির্ব্বিবাদে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, নারদ ও কাত্যায়ন বিষয়বিশেষে স্ত্রীদিগের পুনরায় বিবাহের অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু, ঐ সমস্ত ঋষি যেমন পুনরায় বিবাহের বিধি দিয়াছেন, সেইরূপ স্বতন্ত্র মন্ত্রের নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই। এক্ষণে, প্রথম বিবাহের মন্ত্র যদি এই বিবাহে না খাটে, তাহা হইলে, ঋষিদিগের তাদৃশ বিবাহের অনুমতি উন্মত্তপ্রলাপবৎ হইয়া উঠে; কারণ, স্ত্রী-পুরুষের সহযোগ, যথাবিধানে মন্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক সমাহিত না হইলে, বিবাহ শব্দে তাহার উল্লেখ করা যায় না। স্ত্রীপুরুষের যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত অবৈধ সংসর্গকে বিবাহসংস্কার বলে না। যদি স্ত্রীদিগের পুনরায় বিবাহ যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত সংসর্গ মাত্র হইত, তাহা হইলে, ঋষিরা সংস্কার শব্দে উহার উল্লেখ করিতেন না।

মনু কহিয়াছেন,

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥ ৯। ১৭৫॥

সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাদ্গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥ ৯। ১৭৬ ॥

যে নারী, পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, অথবা বিধবা হইয়া, স্বেচ্ছাক্রমে পুনর্ভূ হয়, অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে পৌনর্ভব বলে। যদি সেই স্ত্রী অক্ষতযোনি অথবা গতপ্রত্যাগতা হয়, অর্থাৎ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে, পরে পুনরায় পতিগৃহে আইসে, তাহার বিবাহসংস্কার হইতে পারে।

বশিষ্ঠ কহিয়াছেন,

পাণিগ্রাহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা।
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥ ১৭অ ॥

পতির মৃত্যু হইলে, অক্ষতযোনি স্ত্রীর পুনরায় বিবাহসংস্কার হইতে পারে।

বিষ্ণু কহিয়াছেন,

অক্ষতা ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ। ১৫ অ।

যে অক্ষতযোনি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কার হয়, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,

অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ। ১। ৬৭।

কি অক্ষতযোনি, কি ক্ষতযোনি, যে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কার হয়, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

অতএব, যখন মনু, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ বিষয়-বিশেষে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের অনুমতি দিয়াছেন, যখন তাঁহারা ঐ বিবাহকে, প্রথম বিবাহের ন্যায়, সংস্কার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যখন মন্ত্রহীন অবৈধ স্ত্রীপুরুষ সংসর্গকে সংস্কার বলা যায় না, যখন ঋষিরা দ্বিতীয় বিবাহের নিমিত্ত স্বতন্ত্র মন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই, এবং যখন প্রথম বিবাহের মন্ত্রে এমন কোনও কথাই নাই যে, দ্বিতীয় বিবাহে খাটিতে পারে না; তখন প্রথম বিবাহের মন্ত্রই যে দ্বিতীয় বিবাহের মন্ত্র, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় ঘটিতে পারে না। কেহ কেহ,

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসু ক্বচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হি তাঃ॥ ৮। ২৬॥

বিবাহমন্ত্র কন্যাদিগের বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, অকন্যাদিগের বিষয়ে নহে, যেহেতু, তাহাদের ধর্ম্মক্রিয়ায় অধিকার লোপ হইয়াছে।

এই মনু বচন অবলম্বন করিয়া, কহেন, কুমারীবিবাহের মন্ত্র বিধবা-বিবাহে খাটিতে পারে না। এ স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, মনুবচনে যে অকন্যা শব্দ আছে, তাহার অর্থ বিধবা নহে। বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষের সহিত যাহার সংসর্গ হয়, তাহাকে অকন্যা বলে। এই অকন্যার বিষয়ে বিবাহের মন্ত্রপ্রয়োগ করিবেক না; কারণ, অবৈধ পুরুষসংসর্গ দ্বারা তাহার ধর্ম্মক্রিয়ায় অধিকার লোপ হইয়া যায়। যদি অকন্যা শব্দের অর্থ বিধবা হইত, তাহা হইলে, ধর্ম্মক্রিয়ায় অধিকার লোপ হইয়া যায়, এ কথা কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে; কারণ, ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, বিধবা হইলে, স্ত্রীলোকের ধর্ম্মক্রিয়ায় অধিকার লোপ হইয়া যায়। অতএব, যখন মনুবচনে লিখিত আছে যে, যেহেতু ধর্ম্ম ক্রিয়ায় অধিকার লোপ হইয়া যায়, এজন্য, অকন্যাদের বিষয়ে বিবাহের মন্ত্র প্রযুক্ত হয় না; তখন, মনুবচনস্থ অকন্যা শব্দ বিধবাবাচক নহে, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। বিধবাদের ধর্ম্মক্রিয়ায় অধিকার লোপের কথা দূরে থাকুক, বরং যে সকল বিধবা, বিবাহ না করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে, কেবল ধর্ম্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারাই জীবনকাল যাপন করিবার বিধান আছে।

২৩—বিবাহিতস্ত্রীবিবাহ

বিবাহিতপুরুষবিবাহের ন্যায় অপ্রশস্ত কল্প।

এ স্থলে ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক,

অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্॥১।৫২॥(১০৯)

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া, সুলক্ষণা, অবিবাহিতা, মনোহারিণী, অসপিণ্ডা, বয়ঃকনিষ্ঠা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক।

ইত্যাদি বচনে অবিবাহিতা কন্যাকে বিবাহ করিবার বিধান আছে। এই বিধান দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইতেছে, বিবাহিতা কন্যাকে বিবাহ করিবেক না; সুতরাং, ব্যতিরেকমুখে, বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হইতেছে; যদি নিষিদ্ধ হইল, তবে তাহা প্রচলিত করা কি প্রকারে উচিত হইতে পারে।

এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক, বিবাহযোগ্যা কন্যার নির্ণয় স্থলে, কন্যার অবিবাহিতা বিশেষণ আছে কেন। বিবাহিতা কন্যাকে কদাচ বিবাহ করিবেক না, ঐ বিশেষণের এরূপ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা কোনও ক্রমে সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ, পরাশর প্রভৃতি সংহিতাকর্ত্তারা, স্ব স্ব সংহিতাতে, বিবাহিতা স্ত্রীর দ্বিতীয় বার বিবাহের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অবিবাহিতা বিশেষণের উল্লিখিত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাকে বলবতী করিয়া, বিবাহিতার বিবাহ এক বারেই নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা করিলে, সংহিতাকর্ত্তাদিগের বিবাহিতাবিবাহের

(১০৯) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

অনুজ্ঞাপ্রদান নিতান্ত অসংলগ্ন ও প্রলাপতুল্য হইয়া উঠে। ফলতঃ, বিবাহযোগ্যা কন্যার স্বরূপনির্ণয়স্থলীয় অবিবাহিতা বিশেষণের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, অবিবাহিতা কন্যা বিবাহ করা প্রশস্ত কল্প; আর বিবাহিতা কন্যা বিবাহ করা অপ্রশস্ত কল্প; যেমন, অকৃতদার ব্যক্তিকে কন্যাদান করা প্রশস্ত কল্প; আর কৃতদার ব্যক্তিকে কন্যাদান করা অপ্রশস্ত কল্প। উপরি নির্দ্দিষ্ট যাজ্ঞবল্ক্যবচনে যেমন অবিবাহিতা কন্যা বিবাহ করিবার বিধি আছে, সেইরূপ,

শ্রুতশীলিনে বিজ্ঞায় ব্রহ্মচারিণেঽর্থিনে দেয়া। (১১০)

অধীতবেদ, শীলসম্পন্ন, জ্ঞানবান্, অকৃতদার, প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে কন্যা দান করিবেক।

এই বৌধায়নবচনে অকৃতদার ব্যক্তিকে কন্যাদান করিবার বিধি আছে; তদনুসারে, কৃতদার ব্যক্তিকে কন্যাদান করা এক বারে নিষিদ্ধ বিবেচনা করা যাইতে পারে না; কারণ, স্ত্রী মরিলে, অথবা বন্ধ্যাত্বাদিদোষগ্রস্ত হইলে, শাস্ত্রে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহের বিধি আছে। এ স্থলে যেমন, দুই বিধির অবিরোধানুরোধে, প্রশস্ত অপ্রশস্ত কল্প বলিয়া মীমাংসা করিতে হইবেক; সেইরূপ, অবিবাহিতা বিবাহিতা স্ত্রী বিবাহ পক্ষেও, প্রশস্ত অপ্রশস্ত কল্প বলিয়া মীমাংসা করিতে হইবেক। বস্তুতঃ, বিবাহিত পুরুষকে বিবাহ করা যেমন অপ্রশস্ত কল্প, বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করাও সেইরূপ অপ্রশস্ত কল্প; এই উভয় পক্ষের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই।

অকৃতদারকে কন্যাদান করা প্রশস্ত কল্প, আর কৃতদারকে কন্যাদান করা অপ্রশস্ত কল্প, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনও এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। যথা,

বৌধায়নঃ শ্রুতশীলিনে বিজ্ঞায় ব্রহ্মচারিণেঽর্থিনে দেয়া। ব্রহ্মচারিণে অজাতস্ত্রীসম্পর্কায়েতি কল্পতরু-

---

(১১০) যাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকা ও উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত বৌধায়নবচন।

যাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকে। জাতস্ত্রীসম্পর্কস্য দ্বিতীয়-বিবাহে বিবাহাষ্টকবহির্ভাবাপত্তেস্তদুপাদানং প্রাশস্ত্যার্থমিতি তত্ত্বম্। (১১১)

বৌধায়ন কহিয়াছেন, অধীতবেদ, শীলসম্পন্ন, জ্ঞানবান্, অকৃতদার, প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে কন্যা দান করিবেক। এই বচন অনুসারে, কেবল অকৃতদার ব্যক্তিকেই কন্যাদান করিতে হয়; আর কৃতদার ব্যক্তির দ্বিতীয় বিবাহ ব্রাহ্ম প্রভৃতি অষ্টবিধ বিবাহের বহির্ভূত হইয়া পড়ে। অতএব, বৌধায়ন, অকৃতদার বিশেষণ দ্বারা, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, অকৃতদারকে কন্যা দান করা প্রশস্ত কল্প।

ফলতঃ, কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই, স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, শাস্ত্রকারেরা এ সকল বিষয়ে, স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে, একবিধ নিয়মই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। দেখ, প্রথমতঃ, বৈবাহিক সম্বন্ধের উপক্রম কালে, শাস্ত্রে কন্যার যেরূপ কুলশীলাদি পরীক্ষার আবশ্যকতা বিধান আছে, বরেরও সেইরূপ কুলশীলাদি পরীক্ষার আবশ্যকতা বিধান আছে (১১২)।

---

(১১১) উদ্বাহতত্ত্ব।

(১১২) অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্॥ ১। ৫২॥
অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীমসমানার্ষগোত্রজাম্।
পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা॥ ১। ৫৩॥
দশপুরুষবিখ্যাতাৎ শ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাৎ।
স্ফীতাদপি ন সঞ্চারিরোগদোষসমন্বিতাৎ॥ ১। ৫৪॥
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ।
যত্নাৎ পরীক্ষিতঃ পুংস্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ॥ ১। ৫৫॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া, সুলক্ষণা, অবিবাহিতা, মনোহারিণী, অসপিণ্ডা, বয়ঃকনিষ্ঠা, অচিকিৎসনীয়রোগশূন্যা, ভ্রাতৃমতী, অসমানপ্রবরোদ্ভবা, অসমানগোত্রোদ্ভবা, মাতৃপক্ষে পঞ্চমীবহির্ভূতা, পিতৃপক্ষে সপ্তমীবহির্ভূতা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক। যে প্রধান বংশ, দশ পুরুষ অবধি বিখ্যাত, নিত্যবেদাধ্যায়ী, ও

বিবাহের পর, পতিকে সন্তুষ্ট রাখা, স্ত্রীর পক্ষে, যেমন আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখাও, পুরুষের পক্ষে, সেইরূপ আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ আছে (১১৩)। স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগতা হইলে, তাহার পক্ষে যে বিষম পাতক স্মরণ আছে, পুরুষ অন্য নারীতে উপগত হইলে, তাঁহার পক্ষেও সেই বিষম পাতক স্মরণ আছে (১১৪)। স্ত্রী মরিলে, অথবা বন্ধ্যা প্রভৃতি স্থির হইলে, পুরুষের পক্ষে যেমন পুনরায় বিবাহ করিবার অনুজ্ঞা আছে, পুরুষ মরিলে, অথবা ক্লীব প্রভৃতি স্থির হইলে, স্ত্রীর পক্ষেও সেইরূপ পুনরায় বিবাহ করিবার অনুজ্ঞা আছে। কৃতদ্বার ব্যক্তিকে বিবাহ করা, স্ত্রীর পক্ষে, যেমন অপ্রশস্ত কল্প হইতেছে,

---

ধনধান্যাদিসম্পন্ন হইয়াও, সংক্রামকরোগগ্রস্ত ও দোষযুক্ত হয়, সে বংশের কন্যা বিবাহ করিবেক না। বরও এই সমস্ত লক্ষণ বিশিষ্ট, সজাতীয়, নিত্যবেদাধ্যায়ী হওয়া আবশ্যক। অধিকন্তু, বর পুরুষত্ববিশিষ্ট কি না, যত্ন পূর্ব্বক পরীক্ষা করা আবশ্যক; এবং বর যুবা, বুদ্ধিমান্ ও লোকপ্রিয় হওয়া আবশ্যক।

(১১৩) সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥ ৩। ৬০॥
মনুসংহিতা।

যে কুলে স্ত্রী সতত পতিকে সন্তুষ্ট রাখে, এবং পতি সতত স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখে, সেই কুলেরই স্থির মঙ্গল।

যত্রানুকূল্যং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গস্তত্র বর্দ্ধতে। ১। ৭৪॥
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

যে কুলে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর সদ্ব্যবহার করে, সেই কুলের ধর্ম্ম, অর্থ ভোগ বৃদ্ধি হয়।

(১১৪) ব্যুচ্চরন্ত্যাঃ পতিং নার্য্যা অদ্যপ্রভৃতি পাতকম্।
ভ্রূণহত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যত্যসুখাবহম্॥
ভার্য্যাং তথা ব্যুচ্চরতঃ কৌমারব্রহ্মচারিণীম্।
পতিব্রতামেতদেব ভবিতা পাতকং ভুবি॥ মহাভারত॥

অতঃপর যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবেক, তাহার ভ্রূণহত্যাসমান অসুখজনক ঘোর পাতক জন্মিবেক। আর, যে পুরুষ বাল্যাবধি সাধুশীলা পতিব্রতা পত্নীকে অতিক্রম করিবেক, তাহারও ভূতলে এই পাতক হইবেক।

বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করাও, পুরুষের পক্ষে, সেইরূপ অপ্রশস্ত কল্প হইতেছে। ফলতঃ, শাস্ত্রকারেরা, এ সকল বিষয়ে, স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে, সমান ব্যবস্থাই করিয়াছেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, পুরুষজাতির অনবধান দোষে, স্ত্রীজাতি নিতান্ত অপদস্থ হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষের ইদানীন্তন স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থা দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। স্ত্রীজাতিকে সমাদরে ও সুখে রাখার প্রথা প্রায় রহিত হইয়া গিয়াছে। ক্রমে ক্রমে এত দূর পর্য্যন্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, অনেকানেক বিজ্ঞ মহাশয়েরা স্ত্রীজাতিকে সুখে ও সচ্ছন্দে রাখা মূঢ়তার লক্ষণ বিবেচনা করেন। সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, ইদানীং স্ত্রীজাতির অবস্থা, সামান্য দাস দাসীর অবস্থা অপেক্ষাও, হেয় হইয়া উঠিয়াছে।

মনু কহিয়াছেন,

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দ্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥ ৩। ৫৫ ॥

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩। ৫৬ ॥

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা ॥ ৩। ৫৭ ॥

জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ ॥ ৩। ৫৮ ॥

যে সকল পিতা, ভ্রাতা, পতি, দেবর প্রভৃতি মঙ্গল বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে সমাদরে রাখিবেন ও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিবেন ॥ ৫৫ ॥ যে পরিবারে স্ত্রীলোকদিগকে সমাদরে রাখে, দেবতারা সেই পরিবারের উপর প্রসন্ন থাকেন। আর, যে পরিবারে স্ত্রীলোকদিগের সমাদর নাই, তথায় যজ্ঞ দানাদি সকল ক্রিয়া বিফল হয় ॥ ৫৬ ॥ যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোদুঃখ পায়, সেই পরিবার ত্বরায় উচ্ছিন্ন হয়। আর, যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোদুঃখ না পায়, সেই পরিবারের সতত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় ॥ ৫৭ ॥

স্ত্রীলোক, অনাদৃত হইয়া, যে সকল পরিবারকে অভিশাপ দেয়, সেই সকল পরিবার, অভিচারগ্রস্তের ন্যায়, সর্ব্ব প্রকারে উচ্ছিন্ন হয়॥ ৫৮॥

অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, এ স্থলে, স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবার আদেশ আছে, ইদানীং পুরুষেরা প্রায় সেরূপ ব্যবহার করেন না। এবং সেরূপ ব্যবহার না করিলে, যে বিষময় ফল ভোগের নির্দ্দেশ আছে, সেই ফলভোগ প্রায় সচরাচর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

২৪—দেশাচার

শাস্ত্র অপেক্ষা প্রবল প্রমান নহে।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা, যে সমস্ত শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ খণ্ডন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সে সমস্ত শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ ও প্রকৃত তাৎপর্য্য যথাশক্তি প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে, বিধবাবিবাহ প্রচলিত করণ বিষয়ে, তাঁহাদের আর যে এক আপত্তি আছে, সেই আপত্তিরও যথাশক্তি মীমাংসার চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রতিবাদী মহাশয়েরা কহিয়াছেন যে, বিধবাবিবাহ যদিও শাস্ত্রসম্মত হয়, তথাপি দেশাচারবিরুদ্ধ বলিয়া প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। কলি যুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত স্থির হইলেও, দেশাচারবিরোধরূপ আপত্তি উথাপিত হইতে পারিবেক; এই আশঙ্কা করিয়া, আমি প্রথম পুস্তকে, প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক, প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম (১১৫) যে, শাস্ত্রের বিধি না থাকিলেই, দেশাচারকে প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করিতে হইবেক।

প্রথম পুস্তকে আমি, এক মাত্র বচন দেখাইয়া, দেশাচারকে শাস্ত্র অপেক্ষা দুর্ব্বল কহিয়াছিলাম; বোধ করি, সেই নিমিত্তই, প্রতিবাদী মহাশয়েরা, সন্তুষ্ট হয়েন নাই; অতএব, তদ্বিষয়ের প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,

ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।
দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ॥ (১১৬)

যাঁহারা ধর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে, বেদ সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বিতীয় প্রমাণ, লোকাচার তৃতীয় প্রমাণ।

---

(১১৫) ৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।

(১১৬) মহাভারত। অনুশাসনপর্ব্ব।

এ স্থলে, দেশাচার সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত দৃষ্ট হইতেছে। বেদ ও স্মৃতি দেশাচার অপেক্ষা প্রবল প্রমাণ; সুতরাং, দেশাচার অবলম্বন করিয়া, তদপেক্ষা প্রবল প্রমাণ স্মৃতির ব্যবস্থায় অনাস্থা প্রদর্শন করা, বিচারসিদ্ধ হইতে পারে না।

ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
দেশাচারকুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে॥ (১১৭)

যে স্থলে, বেদে অথবা স্মৃতিতে, স্পষ্ট বিধি অথবা স্পষ্ট নিষেধ না থাকে, সেই স্থলে, দেশাচার ও কুলাচার অনুসারে, ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হয়।

দেখ, এ স্থলে, স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ আছে, যে বিষয়ে শাস্ত্রে বিধি অথবা নিষেধ নাই, সেই বিষয়েই দেশাচার প্রমাণ। সুতরাং দেশাচার দেখিয়া শাস্ত্রের বিধিতে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ হইতেছে।

স্মৃতের্ব্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ॥ (১১৮)

বেদের সহিত বিরোধ ঘটিলে, যেমন স্মৃতি অগ্রাহ্য হয়; সেইরূপ, স্মৃতির বিপরীত হইলে, দেশাচারকে অগ্রাহ্য করিতে হইবেক।

এ স্থলে, স্পষ্টই বিধি আছে, স্মৃতির ও দেশাচারের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, দেশাচার অগ্রাহ্য হইবেক।

অতএব, যখন স্মৃতি শাস্ত্রে কলি যুগে বিধবাবিবাহের স্পষ্ট বিধি আছে, তখন, দেশাচার বিরুদ্ধ বলিয়া, তাহার অকর্ত্তব্যত্ব ব্যবস্থাপন করিতে উদ্যত হওয়া, শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের মতের নিতান্ত বিপরীত হইতেছে। (১১৯)

---

(১১৭) স্কন্দপুরাণ।

(১১৮) প্রয়োগপারিজাতধৃত স্মৃতি।

(১১৯) আমার প্রত্যুত্তর রচনা সমাপ্ত হইলে পর, শ্রীযুত পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের উত্তর পুস্তক প্রাপ্ত হই। নিবিষ্ট চিত্তে পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিলাম, অন্যান্য প্রতিবাদী মহাশয়েরা, বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন প্রয়াসে, যে যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুস্তকে

তাহার অতিরিক্ত কথা নাই; সুতরাং, তাঁহার নিমিত্ত আমাকে আর অতিরিক্ত প্রয়াস পাইতে হয় নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান আপত্তি দুই, প্রথম পরাশরসংহিতা কলি যুগের শাস্ত্র নহে; দ্বিতীয়,

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে কচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥

এই মনুবচন অনুসারে, বিধবাবিবাহ বেদবিরুদ্ধ। আমার বোধ হয়, এই দুই কথারই যথাশক্তি প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছি।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুস্তকে প্রচারিত অন্যান্য উত্তরপুস্তকের অতিরিক্ত কথা নাই, যথার্থ বটে; কিন্তু তিনি, আপন পুস্তকে, এরূপ অসাধারণ কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তদ্দর্শনে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার বিস্তর প্রশংসা করিতে হয়। বোধ হয়, বিধবাবিবাহের বিপক্ষ মহাশয়েরা, তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া, পরম পুলকিত হইয়াছেন। যাহা হউক, উল্লিখিত মনুবচনানুসারে, বিধবা-বিবাহ বেদবিরুদ্ধ, এই কথাই তাঁহার সকল কৌশলের অবলম্বন স্বরূপ। কিন্তু, ঐ মনুবচন দ্বারা, বিধবাবিবাহ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া উঠে না। সুতরাং, তাঁহার সমস্ত কৌশল নিতান্ত নিরবলম্বন হইয়া পড়িতেছে। যদি ন্যায়রত্ন মহাশয়, যথার্থ পক্ষ অবলম্বন করিয়া, বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শনে উদ্যত হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার প্রশংসনীয় বুদ্ধিশক্তির কত প্রভা প্রকাশ পাইত, বলিতে পারা যায় না।

২৫—উপসংহার

দুর্ভাগ্যক্রমে, যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহা, বোধ করি, চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব, হে পাঠক মহাশয়বর্গ! আপনারা, অন্ততঃ কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া বলুন, এমন স্থলে, দেশাচারের দাস হইয়া, শাস্ত্রের বিধিতে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক, বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রচলিত না করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগকে যাবজ্জীন অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ করা, এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেওয়া, উচিত; অথবা, দেশা-চারের অনুগত না হইয়া, শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা নিরাকরণ, এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত নিবারণ করা উচিত। এ উভয় পক্ষের মধ্যে, কোন পক্ষ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ-কল্প, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া আপনারাই তাহার মীমাংসা করুন। আর, আপনারা ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাদের দেশের আচার এক বারেই অপরিবর্ত্তনীয় নহে। ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, সৃষ্টিকাল অবধি, আমাদের দেশে আচার পরিবর্ত্ত হয় নাই, এক আচারই পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, আমাদের দেশের আচার পদে পদে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্ব কালে এ দেশে, চারি বর্ণের যেরূপ আচার ছিল, এক্ষণকার আচারের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে, ভারতবর্ষের ইদানী-ন্তন লোকদিগকে এক বিভিন্নজাতি বলিয়া প্রতীতি জন্মে। বস্তুতঃ,

ক্রমে ক্রমে, আচারের এত পরিবর্ত্ত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের ইদানীন্তন লোক, পূর্ব্বতন লোকদিগের সন্তানপরম্পরা, এরূপ প্রতীতি হওয়া অসম্ভব। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এক উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই, আপনারা বুঝিতে পারিবেন, আমাদের দেশের আচারের কত পরিবর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ব কালে, শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করিলে শূদ্রের অপরাধের সীমা থাকিত না; এক্ষণে, সেই শূদ্র উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়া থাকেন; ব্রাহ্মণেরা, সেবাপরায়ণ ভৃত্যের ন্যায়, সেই শূদ্রাধিষ্ঠিত উচ্চ আসনের নিম্ন দেশে উপবেশন করেন (১২০)। আর, ইহাও দৃষ্ট হইতেছে, অতি অল্প কালের মধ্যেও, দেশাচারের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। দেখুন, রাজা রাজবল্লভের সময় অবধি, বৈদ্যজাতি যজ্ঞোপবীত ধারণ ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে, বৈদ্যজাতি এক মাস অশৌচ গ্রহণ করিতেন, ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন না; এবং, অদ্যাপি অনেক বৈদ্য পূর্ব্ব আচার অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকেন। যাঁহারা নূতন আচার অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তাঁহাদিগকে আপনারা দেশাচারপরিত্যাগী সদাচারপরিভ্রষ্ট বলিয়া গণ্য করেন না। দত্তকচন্দ্রিকা গ্রন্থ (১২১) প্রচারিত হইবার পর অবধি, ব্রাহ্মণাদি

---

(১২০) এই আচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কেবল শাস্ত্রানভিজ্ঞ শূদ্র ও ব্রাহ্মণেরাই এই আচার অবলম্বন করিয়াছেন, এমন নহে; যে সকল শূদ্র ও ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারাও, অক্ষুব্ধ চিত্তে ও অবিকৃত শরীরে, এই আচার অনুসারে চলিয়া থাকেন।

মনু কহিয়াছেন,

সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥ ৮।২৮১।

যদি শূদ্র ব্রাহ্মণের সহিত এক আসনে উপবেশন করে, তাহা হইলে, তাহার কটিতে (তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা) চিহ্ন করিয়া দিয়া, দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেক, অথবা কটিচ্ছেদন করিয়া দিবেক।

(১২১) পাঠকবর্গের অবগতি জন্য, ইহারও উল্লেখ করা আবশ্যক, এই দত্তকচন্দ্রিকা-

তিন বর্ণের উপনয়নযোগ্য কাল মধ্যে, আর শূদ্রের বিবাহযোগ্য কাল মধ্যে, গ্রহণ করিলেই, দত্তক পুত্র সিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু, তাহার পূর্ব্বে, সকল বর্ণেরই, পাঁচ বৎসরের মধ্যে গ্রহণ করিয়া, চূড়াকরণ সংস্কার না করিলে, দত্তক পুত্র সিদ্ধ হইত না। ঐ সমস্ত দেশাচার, শাস্ত্রমূলক বলিয়া, পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছিল; পরে, অন্য শাস্ত্র, অথবা শাস্ত্রের অন্য ব্যাখ্যা, উদ্ভাবিত হওয়াতে, তাহাদের পরিবর্ত্তে নূতন আচার প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল স্থলে, নূতন শাস্ত্র অথবা

গ্রন্থ কুবেরনামক প্রাচীন গ্রন্থ কর্ত্তার রচিত বলিয়া প্রচলিত স্মৃতিচন্দ্রিকা নামে যে এক প্রসিদ্ধ প্রাচীন সংগ্রহ গ্রন্থ আছে, তাহা এই কুবেরের সঙ্কলিত। দত্তকচন্দ্রিকা বাস্তবিক কুবেরের রচিত হইলে, অতি প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। কিন্তু, ফলতঃ তাহা নহে। দত্তকচন্দ্রিকার বয়ঃক্রম অদ্যাপি একশত বৎসর হয় নাই। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য, এই গ্রন্থ রচনা করিয়া, কুবেরের নাম দিয়া, প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। স্বনামে প্রচারিত না করিয়া, কুবেররচিত বলিয়া পরিচয় দিবার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে, স্বনামে প্রচার করিলে, দত্তকচন্দ্রিকা, ইদানীন্তন গ্রন্থ বলিয়া, সর্ব্বত্র আদরণীয় হইত না; সুতরাং, কয়েকটি নূতন ব্যবস্থা সঙ্কলন করিবার নিমিত্ত, যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহাও সফল হইত না। দত্তকচন্দ্রিকার প্রারম্ভে লিখিত আছে,

মন্বাদিবাক্যবিবৃতেষু বিবাদমার্গে-
ষষ্টাদশস্বপি ময়া স্মৃতিচন্দ্রিকায়াম্।
কল্যুক্তদত্তকবিধির্ন বিবেচিতো যঃ
সর্ব্বঃ স চন্দ্রি বিততো বিবৃতো বিশেষাৎ॥

আমি, মনু প্রভৃতির বচন প্রমাণে, স্মৃতিচন্দ্রিকাতে অষ্টাদশ বিবাদ পদেরই নিরূপণ করিয়াছি; কিন্তু কলিযুগোক্ত দত্তকবিধি বিবেচিত হয় নাই; এই গ্রন্থে সে সমুদয় সবিশেষ নিরূপিত হইল।

এবং সর্ব্বশেষে নির্দ্দেশ আছে,

ইতি শ্রীকুবেরকৃতা দত্তকচন্দ্রিকা সমাপ্তা।
কুবেররচিত দত্তকচন্দ্রিকা সমাপ্ত হইল।

এই রূপে, গ্রন্থের আদি ও অন্ত দেখিলে, দত্তকচন্দ্রিকা কুবেররচিত বলিয়া,

শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা অনুসারে, পূর্ব্বপ্রচলিত আচারের পরিবর্ত্তে, যে নূতন নূতন আচার প্রচলিত হইয়াছে, যখন আপনারা তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন; তখন, হতভাগা বিধবাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মতি প্রদানে এত কাতরতা ও এত কৃপণতা প্রদর্শন করিতেছেন কেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রস্তাবিত বিষয়, পূর্ব্বোক্ত কয়েক বিষয় অপেক্ষা, সহস্র অংশে গুরুতর। দেখুন, যদি বৈদ্যজাতি যজ্ঞোপবীত ধারণ ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ না করিতেন; এবং পাঁচ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালক গৃহীত হইলে, দত্তক পুত্র সিদ্ধ না হইত; তাহা হইলে, লোকসমাজের, কোনও কালে, কোনও অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু, প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত না থাকাতে যে শত শত ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা আপনারা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আপনারা, ইতঃপূর্ব্বে, কেবল শাস্ত্র দেখিয়াই, পূর্ব্বপ্রচলিত আচারের পরিবর্ত্তে, অবলম্বিত নূতন আচারে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন; এক্ষণে, যখন শাস্ত্র পাইতেছেন, এবং সেই শাস্ত্র অনুসারে চলিলে, বিধবাদিগের পরিত্রাণ ও শত শত ঘোরতর অনিষ্ট নিবারণের পথ হয়,

---

সুতরাং প্রতীতি জন্মে। কিন্তু, বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য, গ্রন্থসমাপ্তিকালে, কৌশল করিয়া, এক শ্লোকের মধ্যে, আপন নাম সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। যথা,

র ম্যৈষা চন্দ্রিকা দত্তপন্থতের্দর্শিকা ল ঘু।
ম নোরমা সন্নিবেশৈরঙ্গিনাং ধর্ম্মতার ণিঃ॥

এই মনোহারিণী চন্দ্রিকা দত্তকপথের দর্শয়িত্রী, সুচারু রূপে রচিতা, এবং ধর্ম্মনদীর তরণি স্বরূপ।

এই শ্লোকের, পূর্ব্বার্দ্ধের আদি ও অন্ত্য অক্ষর লইয়া রঘু, এবং উত্তরার্দ্ধের আদি ও অন্ত্য অক্ষর লইয়া মণি, সংগৃহীত হইতেছে। এই রূপে গ্রন্থকর্ত্তা দুই অভীষ্টই সিদ্ধ করিয়াছেন; প্রথম, গ্রন্থ প্রচলিত হওয়া; দ্বিতীয়, আপনি গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ হওয়া। কুবেরের নাম দিয়া প্রচারিত করাতে, দত্তকচন্দ্রিকা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া অনায়াসে প্রচলিত হইয়া গেল; আর, শেষ শ্লোকে যে কৌশল করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে গ্রন্থকর্ত্তা, তাহাও অপ্রকাশ রহিল না।

স্পষ্ট বুঝিতেছেন; তখন আর প্রস্তাবিত বিষয়ে অসম্মতি প্রদর্শন করা আপনাদের কোনও মতেই উচিত নহে। যত ত্বরায় সম্মতি প্রদান করেন, ততই মঙ্গল। বস্তুতঃ, দেশাচারের দোহাই দিয়া, আর আপনাদের এ বিষয়ে অসম্মত থাকা অনুচিত। কিন্তু, এখনও আমার আশঙ্কা হইতেছে, আপনাদের মধ্যে অনেকে, দেশাচার শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াও পাতিত্যজনক জ্ঞান করিবেন; এবং অনেকে, মনে মনে সম্মত হইয়াও, কেবল দেশাচারবিরুদ্ধ বলিয়া, প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত হওয়া উচিত, এ কথা সাহস করিয়া মুখেও বলিতে পারিবেন না। হায়, কি আক্ষেপের বিষয়! দেশাচারই এ দেশের অদ্বিতীয় শাসনকর্ত্তা, দেশাচারই এ দেশের পরম গুরু; দেশাচারের শাসনই প্রধান শাসন, দেশাচারের উপদেশই প্রধান উপদেশ।

ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস, হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে, শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে; ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত, যথেচ্ছচারী দুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে, সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে; আর, দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও, তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্নপ্রকাশ ও অনাদরপ্রদর্শন করিলেই, সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর অধিকারে, যাহারা, জাতিভ্রংশকর, ধর্ম্ম-

লোপকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সতত রত হইয়া, কালাতিপাত করে, কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্ম্মলোপ হয় না; কিন্তু যদি কেহ, সতত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, কেবল লৌকিক রক্ষায় তাদৃশ যত্নবান্ না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে থাকুক, সম্ভাষণ মাত্র করিলেও, এক কালে সকল ধর্ম্মের লোপ হইয়া যায়।

হা ধর্ম্ম! তোমার মর্ম্ম বুঝা ভার! কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান!

হা শাস্ত্র! তোমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে! তুমি যে সকল কর্ম্মকে ধর্ম্মলোপকর, জাতিভ্রংশকর বলিয়া, ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিতেছ, যাহারা, সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া, কালাতিপাত করিতেছে, তাহারাও সর্ব্বত্র সাধু ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া আদরণীয় হইতেছে; আর, তুমি যে কর্ম্মকে বিহিত ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ দিতেছ, অনুষ্ঠান দূরে থাকুক, তাহার কথা উত্থাপন করিলেই, এক কালে নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, অর্ব্বাচীনের শেষ, হইতে হইতেছে। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যে বহুবিধ দুর্নিবার পাপপ্রবাহে উচ্ছলিত হইতেছে, তাহার মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, তোমার প্রতি অনাদর, ও লৌকিক রক্ষায় একান্ত যত্ন, ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না।

হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি, তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচারগুণে, পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; কিন্তু, তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা, স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া, তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, সর্ব্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কত কালে তোমার দুরবস্থাবিমোচন হইবেক, তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কত কাল তোমরা, মোহনিদ্রায়

অভিভূত হইয়া, প্রমাদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে! এক বার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন; যথেষ্ট হইয়াছে। অতঃপর, নিবিষ্ট চিত্তে, শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর, এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলেই, স্বদেশের কলঙ্ক বিমোচন করিতে পারিবে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ; দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ; দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া, লৌকিক রক্ষা ব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ; তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জ্জন, দেশাচারের আনুগত্যপরিত্যাগ, ও সঙ্কল্পিত লৌকিকরক্ষাব্রতের উদ্যাপন করিয়া, যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাসদোষে, তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে, ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহারা, দুর্নিবাররিপুবশীভূত হইয়া, ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জাভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক, পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে, এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে, সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয়

রিপুবর্গ এক কালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে, সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম; আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্ম গ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্ম গ্রহণ কর, বলিতে পারি না!

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা। সংস্কৃত বিদ্যালয়।
৪ঠা কার্ত্তিক। সংবৎ ১৯১২।

MARRIAGE
OF
HINDU WIDOWS.

MARRIAGE OF HINDU WIDOWS.

PREFACE.

In January 1855, I published a small pamphlet in Bengali on the marriage of Hindu Widows, with the view to prove that it was sanctioned by the Sastras. To this pamphlet, replies were given by many of my countrymen. Instead of a rejoinder to each of them, I published, in October last, a second pamphlet in the same language, in which I noticed the material objections of all my Replicants.

The subject under discussion being of a nature which concerned my countrymen only, I had, as stated, published my pamphlets in Bengali and had no intention to issue an English version of them. But I was obliged to change my mind, because I found that since the publication of my pamphlets, several parties attempted to misrepresent things to the English public in Reviews and Journals. To these I was pressed by my friends to reply, but as it appeared to me that my pamphlets met all the objections that might be urged against the legality of the marriage of Hindu widows, I thought it best to publish an English version of them, which I now lay respectfully before the English Public,

Other parties have again gone so far as to assert that in my treatment of the subject, I have been influenced

more by compassion towards the unfortunate widows of my country than by a firm belief in their remarriage being consonant to the Sastras. They have also said that to prove such consonance is an impossibility. It is true that I do feel compassion for our miserable widows, but at the same time I may be permitted to state, that I did not take up my pen before I was fully convinced that the Sastras explicitly sanction their remarriage. This conviction I have come to, after a diligent, dispassionate and careful examination of the subject and I can now safely affirm, that in the whole range of our original Smritis there is not one single Text which can establish any thing to the contrary.

The translation is neither entire nor literal. The original having been intended for the mass of the native population, was written in a manner which would best suit their understandings. But as the English version has been prepared for a different class of Readers, I have been obliged to omit several passages in the second pamphlet to avoid repetition and occasionally to add or alter other passages, to make the translation suitable to them. For the same reason, several Chapters, which treat of comparatively unimportant points and may not be interesting to the English Public, have been altogether omitted.

MARRIAGE

OF

HINDU WIDOWS

Many Hindus are now thoroughly convinced of the pernicious consequences arising from the practice of prohibiting the Marriage of widows. Many are already prepared to give their widowed daughters, sisters, and other relations, in Marriage, and those, who dare not go so far, acknowledge it to be most desirable that this should be done.

Whether the marriage of widows is consonant to our Sastras, is a question which, a short while ago, was discussed by some of the principal Pundits of our country. But, unfortunately, our modern Pundits, carried away, in the heat of controversy, by a passion for victory, become so eager to maintain their respective dogmas that they entirely lose sight of the subject they are investigating ; and hence there is no hope of arriving at the truth of any question by convening an assembly of Pundits and setting them to debate on it. At the discussion above alluded to, each party considered itself victorious and its antagonist foiled. It is easy, therefore, to conceive how the question was decided. In fact, nothing was settled as to the point at issue. One great object, however, has been gained, and that is that most people, since that period, have been extremely anxious to ascertain the truth of this matter. Perceiving this eagerness I have been led to enquire into the subject ; and, in order to lay before the public at large the result of my enquiries, I published this treatise

in the vernacular language of the country : so that after an impartial examination the Hindu public may judge whether the marriage of widows ought to be practised or not.

In entering upon this enquiry we should, first of all, consider that, since the marriage of widows is a custom which has not prevailed among Hindus for many ages, in seeking to give our widows in marriage we propose an innovation and are bound to show that the custom is a proper one ; for if it be otherwise, no man, having any regard for religion, would consent to its introduction. It is, therefore, highly necessary to establish first the propriety of this custom. But how is this to be done ? By reasoning alone ? No. For it will not be admitted by our countrymen that *mere* reasoning is applicable to such subjects. The custom must have the sanction of the Sastras ; for in matters like this, the Sastras are the paramount authority among Hindus, and such acts only as are conformable to them are deemed proper. It must, therefore, first be settled, whether the marriage of widows is a custom consonant or opposed to the Sastras.

At the very outset of the enquiry as to whether the marriage of widows is consonant or opposed to our Sastras, we find it necessary to decide what are those Sastras, the sanction or prohibition of which will determine the propriety or impropriety of the practice. Certainly, Vyakarana (Grammar), Kavya (Poetry), Alankara (Rhetoric), Darsana (Philosophy), and the like, are not Sastras of this kind. It is only the works known as Dharma Sastras, that is to say, the works comprising the whole body of ceremonial and religious observances, moral duties, and municipal law, that are every where regarded as the Sastras to be referred to in deciding such questions.

In the first chapter of the Yajnavalkya-Sanhita there is an enumeration of what are called the Dharma Sastras ; namely,

मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्गिराः।
यमापस्तम्बसंवर्त्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥
पराशरव्यासशङ्खलिखिता दक्षगौतमौ ।
शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः ॥

"Manu, Atri, Vishnu, Harita, Yajnavalkya, Usana, Angira, Yama, Apastamba, Sanbarta, Katyayana, Vrihaspati, Parasara, Vyasa, Sankha, Likhita, Daksha, Gotama, Satatapa, and Vasishtha, are the authors of the Dharma Sastras."

The Sastras promulgated by these Rishis (Sages) are the Dharma Sastras.* The people of India (Hindus) observe those Dharmas (duties) which are enjoined in these Sastras; and acts are considered proper or improper according as they are consonant or opposed to these Dharma Sastras. Hence the marriage of widows will be countenanced, if conformable, and repudiated, if repugnant, to the Dharma Sastras.

Now it is to be considered whether all the Dharmas inculcated in all the Dharma Sastras are to be observed in all the Yugas (Ages). There is a solution of this question in the first chapter of the Dharma Sastra of Manu :

अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे ।
अन्ये कलियुगे नृणां युगह्रासानुरूपतः ॥

"Human power decreasing according to the Yugas, the Dharmas of the Satya Yuga are one thing, those of the Treta another; the Dharmas of the Dwapara are one thing, those of the Kali another."

That is to say, the Dharmas, which the people of prior Yugas practised cannot now be observed by the people of the Kali Yuga, because human power decreases in every successive Yuga. Men of the Treta Yuga had not the power of

* Besides these, the Sastras promulgated by Narada, Baudhayana, and fourteen other *Rishis*, are also reckoned as Dharma Sastras.

observing the Dharmas of the Satya Yuga, those of the Dwapara could not observe the Dharmas of either the Satya or Treta, Yuga, and those of the Kali Yuga lack strength to follow the Dharmas of the Satya, Treta, or Dwapara Yuga.

It clearly appears, then, that the people of the Kali Yuga are unable to practise the Dharmas of the past Yugas; and the question arises what are those Dharmas which the people of the Kali Yuga are to observe. In the Dharma Sastra of Manu it is merely stated that there are different Dharmas for the different Yugas; but the Dharmas peculiar to the different Yugas have not been specified. Neither in the Dharma Sastras of Atri, Vishnu, Harita, and others, mention is made of these different Dharmas. Certain Dharmas are indeed inculcated in these Dharma Sastras; but it is difficult to determine the Dharmas which, owing to the decrease of human power in successive Yugas, are appropriate to each Yuga. It is in the Parasara Sanhita only that there is an assignment of the Dharmas peculiar to the different Yugas. Thus it is mentioned in the first chapter of the Parasara Sanhita :

कृते तु मानवा धर्मास्त्रेतायां गौतमाः स्मृताः ।
द्वापरे शाङ्खलिखिताः कलौ पाराशराः स्मृताः ॥

"The Dharmas enjoined by Manu are assigned to the Satya Yuga; those by Gotama to the Treta; those by Sankha and Likhita to the Dwapara; and those by Parasara, to the Kali Yuga."

That is, the people of the Satya, Treta, and Dwapara, practised the Dharmas prescribed by Manu, Gotama, and Sankha and Likhita, respectively; and the people of the Kali Yuga are to observe the Dharmas prescribed by Parasara.* It is clear, therefore, that as Parasara has prescribed the

* It may be asked if the Dharma Sastras promulgated by Manu alone were to be followed in the Satya Yuga, that of Gotama alone in the Treta, that of

Dharmas of the Kali Yuga, the people of the Kali Yuga ought to follow the Dharmas prescribed by him.

On observing how the Parasara Sanhita opens, there will not remain the shadow of a doubt that its sole object is to promulgate the Dharmas of the Kali Yuga.

अथातो हिमशैलाग्रे देवदारुवनालये ।
व्यासमेकाग्रमासीनमपृच्छन्नृषयः पुरा ॥
मानुषाणां हितं धर्म्मं वर्त्तमाने कलौ युगे ।
शौचाचारं यथावच्च वद सत्यवतीसुत ॥
तच्छ्रुत्वा ऋषिवाक्यन्तु समिद्धाग्न्यर्कसन्निभः ।
प्रत्युवाच महातेजाः श्रुतिस्मृतिविशारदः ॥
नचाहं सर्व्वतत्त्वज्ञः कथं धर्म्मं वदाम्यहम् ।
अस्मत्पितैव प्रष्टव्य इति व्यासः सुतोऽवदत् ॥
ततस्ते ऋषयः सर्व्वे धर्म्मतत्त्वार्थकाङ्क्षिणः ।
ऋषिं व्यासं पुरस्कृत्य गता वदरिकाश्रमम् ॥
नानावृक्षसमाकीर्णं फलपुष्पोपशोभितम् ।
नदीप्रस्रवणाकीर्णं पुण्यतीर्थैरलङ्कृतम् ॥
मृगपक्षिगणाढ्यञ्च देवतायतनावृतम् ।
यक्षगन्धर्व्वसिद्धैश्च नृत्यगीतसमाकुलम् ॥
तस्मिन्नृषिसभामध्ये शक्तिपुत्रं पराशरम् ।
सुखासीनं महात्मानं मुनिमुख्यगणावृतम् ॥
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा व्यासस्तु ऋषिभिः सह ।
प्रदक्षिणाभिवादैश्च स्तुतिभिः समपूजयत् ॥

Saukha and Likhita alone in the Dwapara, and that of Parasara alone in the Kali Yuga, when are the Dharma Sastras composed by the other sages to be observed? But this question admits of an easy solution. The Dharma Sastras of Manu, of Gotama, of Sankha and Likhita, and of Parasara, are peculiar to the Satya, Treta, Dwapara, and Kali, respectively; and such parts of the other Dharma Sastras as are not at variance with these prominent Sastras are to be followed in those Yugas.

अथ सन्तुष्टमनसा पराशरमहामुनिः ।
आह सुस्वागतं ब्रूहीत्यासीनो मुनिपुङ्गवः ॥
व्यासः सुस्वागतं ये च ऋषयश्च समन्ततः ।
कुशलं कुशलेत्युक्त्वा व्यासः पृच्छत्यतः परम् ॥
यदि जानासि मे भक्तिं स्नेहाद्वा भक्तवत्सल ।
धर्मं कथय मे तात अनुग्राह्यो ह्यहं तव ॥
श्रुता मे मानवा धर्मा वाशिष्ठाः काश्यपास्तथा ।
गार्गेया गौतमाश्चैव तथा चौशनसाः स्मृताः ॥
अत्रेर्विष्णोश्च संवर्त्ताः दाक्षा आङ्गिरसास्तथा ।
शातातपाश्च हारीता याज्ञवल्क्यकृताश्च ये ॥
कात्यायनकृताश्चैव प्राचेतसकृताश्च ये ।
आपस्तम्बकृता धर्म्माः शङ्खस्य लिखितस्य च ॥
श्रुता ह्येते भवत्प्रोक्ताः श्रुतार्थास्ते न विस्मृताः ।
अस्मिन् मन्वन्तरे धर्म्माः कृतत्रेतादिके युगे ॥
सर्व्वे धर्म्माः कृते जाताः सर्व्वे नष्टाः कलौ युगे ।
चातुर्वर्ण्यसमाचारं किञ्चित् साधारणं वद ॥
व्यासवाक्यावसाने तु मुनिमुख्यः पराशरः ।
धर्म्मस्य निर्णयं प्राह सूक्ष्मं स्थूलञ्च विस्तरात् ॥

"In times of yore some Rishis thus addressed Vyasadeva : Declare to us, oh son of Satyavati ! what are the Dharmas and Acharas (practices) beneficial to men in the Kali Yuga. Vyasadeva, on hearing these words of the Rishis, said, as I know not the truth of all things, how shall I declare the Dharmas ? My father should be consulted on the subject. Then the Rishis, accompanying Vyasadeva, arrived at the retreat of Parasara. Vyasadeva and the Rishis, with joined palms, circumambulated, saluted, and glorified Parasara. The great Rishi Parasara having welcomed them with a joyous heart and made enquiries, they informed him of their own welfare. After which Vyasadeva said, Oh Sire ! I have heard from you, the Dharmas peculiar to the Satya, Treta, and Dwapara, as prescribed by Manu and others ; what I have heard, I have not

forgotten. All the Dharmas originated in the Satya Yuga, all of them have expired in the Kali Yuga. Declare, therefore, some of the common Dharmas of the four Varnas (castes). On the conclusion of Vyasa's speech, the great Rishi Parasara began to declare the Dharmas in detail."

At the commencement of the 2nd chapter also of the Parasara Sanhita, there plainly appears a resolution to speak the Dharmas peculiar to the Kali Yuga. Thus :—

अतःपरं गृहस्थस्य धर्म्माचारं कलौ युगे ।
धर्म्मं साधारणं शक्यं चातुर्वर्ण्याश्रमागतम् ॥
संप्रवक्ष्याम्यहं पूर्व्वं पराशरवचो यथा ॥

"Now, I shall declare the Dharmas and Acharas to be practised by a Grihastha (Householder) in the Kali Yuga, I shall first declare the practicable Dharmas common to the four Varnas (castes) and Asramas (orders) as taught by Parasara."

After all this, it can neither be denied nor questioned that the Parasara Sanhita is the Dharma Sastra of the Kali Yuga.

Now, it should be enquired, what Dharmas have been enjoined in the Parasara Sanhita for widows. We find in the 4th chapter of this work the following passage:—

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ ।
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥
मृते भर्त्तरि या नारी ब्रह्मचर्य्ये व्यवस्थिता ।
सा मृता लभते स्वर्गं यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥
तिस्रः कोट्योऽर्द्धकोटी च यानि लोमानि मानवे ।
तावत् कालं वसेत् स्वर्गं भर्त्तारं यानुगच्छति ॥

"On receiving no tidings of a husband, on his demise, on his turning an ascetic, on his being found impotent or on his degradation—under any one of these five calamities, it is canonical for women to take another husband. That woman, who on the decease

of her husband observes the Brahmacharya (leads the life of austerities and privations), attains heaven after death. She, who burns herself with her deceased husband, resides in heaven for as many Kalas or thousands of years as there are hairs on the human body or thirty-five millions."

Thus it appears that Parasara prescribes three rules for the conduct of a widow; marriage, the observance of the Brahmacharya, and burning with the deceased husband. Among these, the custom of concremation has been abolished by order of the ruling authorities; only two ways, therefore, have now been left for the widows; they have the option of marrying or of observing the Brahmacharya. But in the Kali Yuga, it has become extremely difficult for widows to pass their lives in the observance of the Brahmacharya; and it is for this reason, that the Philanthropic Parasara has, in the first instance, prescribed marriage. Be that as it may, what I wish to be clearly understood is this—that as Parasara plainly prescribes marriage as one of the duties of women in the Kali Yuga under any one of the five above enumerated calamities, the marriage of widows in the Kali Yuga is consonant to the Sastras.

It being settled that the marriage of widows in the Kali Yuga is consonant to the Sastras, we should now consider whether the son born of a widow on her remarriage, should be called a Paunarbhava.* There is a solution of this question in the Parasara Sanhita itself. Twelve different sorts of sons were sanctioned by the Sastras in the former Yugas, but Parasara has reduced their number to three for the Kali Yuga. Thus:—

औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिमकः सुतः ।

* A son born of a woman married a second time. In the prior Yugas the Paunarbhava was considered as an inferior sort of son.

"The Aurasa (son of the body or son by birth), the Dattaka (son adopted), and the Kritrima (son made)."*

Parasara, then, ordains three different sorts of sons in the Kali Yuga, the son by birth, the son adopted, and the son made ; and makes no mention of the Paunarbhava. But as he has prescribed the marriage of widows, he has, in effect, legalized the son born of a widow in lawful wedlock.

Now, the question to be decided is, whether this son should be called Aurasa (son of the body), Dattaka (son adopted), or Kritrima (son made). He can neither be called Dattaka nor Kritrima, for the son of another man, adopted agreeably to the injunctions of the Sastras, is called Dattaka or Kritrima according to the difference of the ritual observed during the adoption. But since the son, begotten by a man himself on the widow to whom he is married, is not another's son, he can be designated by neither of those appellations. The definitions of Dattaka (son adopted) and Kritrima (son made), as given in the Sastras, cannot be applied to the son begotten by a man himself on the widow married to him, but he falls under the description of the Aurasa (son by birth). Thus :—

माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि ।
सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः ॥ †

"The son given, according to the injunctions of the Sastras, by either of his parents, with a contented mind, to a person of the same caste, who has no male issue, is the Dattaka (son adopted) of the donee."

* In the Text there appears an enumeration of four different sorts of sons, but *Nanda Pandita* in his *Dattaka Mimansa*, has, by his interpretation of this passage, established that there are only three different sorts of sons in the Kali Yuga, the son of the body, the son adopted, and the son made. I have followed his interpretation.

† Manu Ch. IX.

सदृशं तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम् ।
पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं स विज्ञेयस्तु कृत्रिमः ॥

"He, who is endowed with filial virtues and well acquainted with merits and demerits, when affiliated by a person of the same class, is called Kritrima (son made)."

स्वे क्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम् ।
तमौरसं विजानीयात् पुत्रं प्रथमकल्पितम् ॥ *

"Whom a man himself has begotten on a woman of the same class, to whom he is married, know him to be the Aurasa (son of the body) and the first in rank."

The *indicia* of an Aurasa (son by birth) as above set forth, apply therefore, with full force to the son begotten by a man himself on a widow of the same class to whom he is wedded.

Since the Parasara Sanhita prescribes the marriage of widows and out of twelve legalizes only three sorts of sons in the Kali Yuga ; since the *indicia* of the Dattaka (son adopted), and of the Kritrima (son made), do not apply to the son born of a widow in lawful wedlock, while those of the Aurasa (son by birth), apply to him with full force, we are authorized to recognize him as the Aurasa or the son of the body. It can by no means be established that Parasara intended to reckon the son of a wedded widow in the Kali Yuga as a Paunarbhava by which name such a son was designated in the former Yugas ; and had it been necessary to give him the same designation in the Kali Yuga, Parasara would certainly have included the Paunarbhava in his enumeration of the different sorts of sons in the Kali Yuga. But far from this. The term Paunarbhava is not to be found in the Parasara Sanhita. There can be no doubt, therefore, that in the Kali Yuga,

* Manu Ch. IX.

the son begotten by a person himself on the widow to whom he is wedded, instead of being called Paunarbhava, will be reckoned as the Aurasa.

It being settled by the arguments above cited, that the marriage of widows in the Kali Yuga is consonant to the Sastras, we should now enquire whether in any Sastras, other than the Parasara Sanhita, there is a prohibition of this marriage in the Kali Yuga. For it is argued by many that the marriage of widows was in vogue in the former Yugas, but has been forbidden in the Kali Yuga. It should be remembered, however, that in the Parasara Sanhita the Dharmas, appropriated to the Kali Yuga only, have been assigned ; and among those Dharmas the marriage of widows has been prescribed in the clearest manner. It can, therefore, never be maintained that widows have been forbidden to marry in the Kali Yuga. Under what authority this prohibitory dogma is upheld, is a secret known only to the prohibitionists.

Some people consider the texts of the Vrihannaradiya and Aditya Puranas, quoted by the Smartta Bhattacharya Raghunandana in his article on marriage, as prohibitory of the marriage of widows in the Kali Yuga. Those texts are, therefore, cited here with an explanation of their meaning and purport.

Vrihannaradiya Purana.

समुद्रयात्रास्वीकारः कमण्डलुविधारणम् ।
द्विजानामसवर्णासु कन्यासूपयमस्तथा ॥
देवरेण सुतोत्पत्तिर्मधुपर्के पशोर्वधः ।
मांसादनं तथा श्राद्धे वानप्रस्थाश्रमस्तथा ॥
दत्तायाश्चैव कन्यायाः पुनर्दानं वरस्य च ।
दीर्घकालं ब्रह्मचर्य्यं नरमेधाश्वमेधकौ ॥

महाप्रस्थानगमनं गोमेधञ्च तथा मखम् ।
इमान् धर्म्मान् कलियुगे वर्ज्यानाहुर्मनीषिणः ॥

"Sea-voyage ; turning an ascetic ; the marriage of twiceborn men with damsels not of the same class ; procreation on a brother's wife or widow ; the slaughter of cattle in the entertainment of a guest ; the repast on flesh-meat at funeral obsequies ; the entrance into the order of a Vanaprastha (hermit) ; the giving away of a damsel, a second time, to a bridegroom, after she has been given to another ; Brahmacharya continued for a long time ; the sacrifice of a man, horse, or bull ; walking on a pilgrimage till the Pilgrim die, are the Dharmas the observance of which has been forbidden by the Munis (sages) in the Kali Yuga."

Nowhere in these texts can any passage be found forbidding the marriage of widows. Those, who try to establish this forbiddance on the strength of the prohibition of "the giving away of a damsel, a second time, to a bridegroom, after she has been given to another", have misunderstood the real purport of this passage. In former times, there prevailed a custom of marrying a damsel, who has been betrothed to a suitor, to another bridegroom when found to be endued with superior qualities. Thus :—

सकृत् प्रदीयते कन्या हरंस्तां चौरदण्डभाक् ।
दत्तामपि हरेत् पूर्व्वात् श्रेयांश्चेद्वर आव्रजेत् * ॥

"A damsel can be given away but once ; and he, who takes her back after having given away, incurs the penalty of theft : but even a damsel given may be taken back from the prior bridegroom, if a worthier suitor offer himself."

The Vrihannaradiya Puraná alludes only to the prohibition of the custom, prevailing in the former Yugas and sanctioned

* Yajnavalkya Sanhita. Ch. I.

by the Sastras, of marrying a girl betrothed to one person, to a worthier suitor. It is absurd, therefore, to construe the prohibition into a forbiddance of the marriage of widows in the Kali Yuga. Nor is it reasonable to understand this text of the Vrihannaradiya Purana, by a forced construction, as prohibitory of such marriage, while the plainest and the most direct injunction for it is to be found in the Parasara Sanhita.

Aditya Purana.

दीर्घकालं ब्रह्मचर्य्यं धारणञ्च कमण्डलोः ।
देवरेण सुतोत्पत्तिर्दत्ता कन्या प्रदीयते ॥
कन्यानामसवर्णानां विवाहश्च द्विजातिभिः ।
आततायिद्विजाग्र्याणां धर्म्मयुद्धेन हिंसनम् ॥
वानप्रस्थाश्रमस्यापि प्रवेशो विधिदेशितः ।
वृत्तस्वाध्यायसापेक्षमघसङ्कोचनं तथा ॥
प्रायश्चित्तविधानञ्च विप्राणां मरणान्तिकम् ।
संसर्गदोषः पापेषु मधुपर्के पशोर्वधः ॥
दत्तौरसेतरेषान्तु पुत्त्रत्वेन परिग्रहः ।
शूद्रेषु दासगोपालकुलमित्रार्द्धसीरिणाम् ॥
भोज्यान्नता गृहस्थस्य तीर्थसेवातिदूरतः ।
ब्राह्मणादिषु शूद्रस्य पक्वतादिक्रियापि च ।
भृग्वग्निपतनञ्चैव वृद्धादिमरणं तथा ॥
एतानि लोकगुप्त्यर्थं कलेरादौ महात्मभिः ।
निवर्त्तितानि कर्म्माणि व्यवस्थापूर्व्वकं बुधैः ॥

"Long continued Brahmacharya; turning an ascetic; procreation on a brother's wife or widow; the gift of a girl already given; the marriage of the twice-born men with damsels not of the same class; the killing of Brahmanas, intent upon destruction, in a fair combat; entrance into the order of a Vanaprastha (hermit); the diminution of the period of Asaucha (impurity),

in proportion to the purity of character and the extent of erudition in the Vedas ; the rule of expiation for Brahmanas extending to death ; the sin of holding intercourse with sinners ; the slaughter of cattle in the entertaiment of a guest ; the filiation of sons other than the Dattaka (son adopted) and the Aurasa (son by birth) ; the eating of edibles by a Grihastha (Householder) of the twice-born class, offered to him by a Dasa, Gopala, Kulamitra, and Ardhasiri, of the Sudra caste ; the undertaking of a distant pilgrimage ; the cooking of a Brahmana's meat by a Sudra ; falling from a precipice ; entrance into fire ; the self dissolution of old and other men—these have been legally abrogated, in the beginning of the Kali Yuga, by the wise and magnanimous, for the protection of men."

Nowhere also in these texts can any passage be found prohibiting the marriage of widows. That the interdict of the "gift of a girl already given," cannot be construed into such a prohibition, has already been shewn in examining a similar interdictory passage in the Vrihannaradiya Purana.

Some people say, that the prohibition of the filiation of sons other than the Aurasa (son by birth) and the Dattaka (son adopted) in the Aditya Purana, leads to the forbiddance of the marriage of widows. They argue in the following manner,—In the former Yugas, the sons of widows, born in wedlock, were called Paunarbhavas ; now, as there is a prohibition to filiate any other sons in the Kali Yuga except the Aurasa (son by birth) and the Dattaka (son adopted), this prohibition extends to the filiation of the Paunarbhava : the object of marriage is to have male issue ; but if the filiation of the Paunarbhava begotten on a wedded widow be interdicted, the marriage of widows is necessarily interdicted.—This objection appears, at first sight, rather strong and, in the absence of Parasara Sanhita, would have succeeded in establishing the prohibition of the marriage of

widows. But they, who raise this objection, have not, I believe, seen the Parasara Sanhita. It is true, indeed, that in the former Yugas, the son of a wedded widow was called Paunarbhava; but from what I have argued above in respect of the application of the term Paunarbhava to the son of a wedded widow in the Kali Yuga, it has been already decided that the distinction between a Paunarbhava and an Aurasa has been done away with. If then the son, born of a widow in lawful wedlock, instead of being called a Paunarbhava, be reckoned as Aurasa in the Kali Yuga, how can the prohibition, in the Kali Yuga, of the filiation of sons other than the Aurasa and Dattaka lead to the interdiction of the marriage of widows in the Kali Yuga?

It will now appear from the manner, in which I have expounded the spirit of the above quoted Texts of the Vrihannaradiya and Aditya Puranas, that they do not prohibit the marriage of widows in the Kali Yuga. But if the prohibitionists, not satisfied with the explanation, contend against the consonancy of this marriage to the Sastras, by citing the above Texts as prohibitory of the marriage of widows, we have then to consider the following question: The marriage of widows is enforced in the Parasara Sanhita, but interdicted in Vrihannaradiya and Aditya Puranas; which of them is the stronger authority? That is, whether, according to the injunction of Parasara, the marriage of widows is to be considered legal, or, according to the interdiction of the Vrihannaradiya and Aditya Puranas, it is to be held illegal.

To settle this point, we should enquire what decision the authors of our Sastras have come to in judging of the cogency of two classes of authorities, when they differ from each other. The auspicious Vedavyasa has, in his own institutes, settled this point. Thus :—

श्रुतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते ।

तत्र श्रौतं प्रमाणन्तु तयोर्द्वैधे स्मृतिर्वरा ॥

"Where variance is observed between the Veda, the Smriti, and the Purana, there the Veda is the supreme authority: when the Smriti and the Purana contradict each other, the Smriti is the superior authority."

That is, when the Veda inculcates one thing, the Smriti another, and the Purana a third, what is then to be done? Which Sastra is to be folowed? Men ought to regard all the three as Sastras, and if they follow only one of them, they disregard the other two; and by a disrespect of the Sastras they incur sin. The auspicious Vedavyasa, therefore, has settled the point, by declaring that when the Veda, the Smriti, and the Purana, are at variance with one another, then we should, instead of following the injunctions of the latter two, act up to those of the former; and in the event of a contradiction between the Smriti and the Purana, we should, instead of following the ordinances of the latter, act up to those of the former.

Mark now, in the first place, that from the above exposition of the Vrihannaradiya and Aditya Puranas, they do, by no means, appear to prohibit the marriage of widows: secondly, if by any forced construction, they can be made to imply such a prohibition, then there arises a palpable contradiction between the Vrihannaradiya and Aditya Puranas, and the Parasara Sanhita. The Parasara Sanhita prescribes, and the Vrihannaradiya and Aditya Puranas interdict, the marriage of widows in the Kali Yuga. The Parasara Sanhita is one of the Smritis, while the Vrihannaradiya and Aditya Puranas are Puranas. The author of the Puranas himself ordains, that when the Smriti and the Purana differ from each other, the former is to be followed in preference to the latter. Hence, even if the Texts of the Vrihannaradiya and Aditya Puranas

were made to imply a prohibition of the marriage of widows in the Kali Yuga, we should, in spite of it, follow the positive injunction for the marriage of widows in the Parasara Sanhita.

It can now be safely concluded that the consonancy of the marriage of widows to our Sastras has been indisputably settled. A fresh objection, however, may now arise that though the marriage of widows be sanctioned by our Sastras, yet being opposed to approved custom, it should not be practised. To answer this objection, it should be enquired in what case is approved custom to be followed as an authority. The Auspicious Vasishtha has settled this point in his institutes. Thus:

लोके प्रेत्य वा विहितो धर्म्मः।
तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम् ॥

"Whether in matters connected with this or the next world, in both cases, the Dharmas inculcated by the Sastras are to be observed; where there is an omission in the Sastras, *there* approved custom is the authority."

That is, men should observe those duties which have been inculcated by the Sastras; and in cases where the Sastras prescribe no rule or make no prohibition, but at the same time a practice, followed by a succession of virtuous ancestors, prevails, then such practice is to be deemed equal in authority to an ordinance of the Sastras. Now, as there is in the Parasara Sanhita a plain injunction for the marriage of widows in the Kali Yuga, it is neither reasonable nor consonant to the Sastras to consider it an illicit act, merely because it is opposed to approved usage; for it is ordained by Vasishtha that approved custom is to be followed only in cases where there is an omission in the Sastras. It is, therefore, indisputably proved that the marriage of widows in the Kali Yuga is, in all respects, a proper act,

An adequate idea of the intolerable hardships of early widowhood can be formed by those only whose daughters, sisters, daughters-in-law, and other female relatives, have been deprived of their husbands during their infancy. How many hundreds of widows, unable to observe the austerities of a Brahmacharya life, betake themselves to prostitution and fœticide, and thus bring disgrace upon the families of their fathers, mothers, and husbands. If the marriage of widows be allowed, it will remove the insupportable torments of life-long widowhood, diminish the crimes of prostitution and focticide, and secure all families from disgrace and infamy. As long as this salutary practice will be deferred, so long wil the crimes of prostitution, adultery, incest, and fœticide, flow on in an ever increasing current—so long will family stains be multiplied—so long will a widow's agony blaze on in fiercer flames.

In conclusion, I humbly beseech the public to attend to these circumstances, and after having duly weighed all that have been said respecting the consonancy of the marriage of widows to the Sastras, to decide whether the marriage of widows should or should not prevail.

MARRIAGE OF HINDU WIDOWS.

THE REJOINDER.

When the question of introducing the practice of the Marriage of Widows was first laid before the Community, I had strong apprehensions that it would be regarded with contempt; that the very title and purport of the work, which I published on the subject, would be a drawback to its attentive perusal, and that consequently my labour would be thrown away. But I was agreeably disappointed to find the public so eager to obtain the work, that, shortly after its publication, and in less than a week, its first impression, consisting of two thousand copies, was entirely exhausted, I was encouraged to make a second impression of three thousand copies, which also was nearly exhausted in a very short time. I consider myself amply rewarded for all my labours and pains by this manifestation of eagerness on the part of the public.

It is a great satisfaction to me that many persons, both mere men of the world as well as professors of Sastras, have not only condescended to publish replies to my work, but have spared no labour and expense on a subject which, I feared, would meet with their contempt and derision. It adds no little to my satisfaction to find that, among the replicants there are many, who are distinguished in this country for their rank, fortune, and learning. What a piece of good fortune to me and to my little work, that such personages

have deemed it worth their perusal, worth their discussion, and worth being replied to.

But it is much to be regretted that, most of my replicants are not well acquainted with the manner in which such questions should be discussed. Some have been so infuriated at the very sound of the marriage of Widows, that they have lost all control over themselves; and their replies furnish instances of want of proper attention to the investigation of truth, arising from loss of temper during a controversy. Others, again, have wilfully avoided all discussion as to the merits of the question, and raised a number of false and futile objections. Their object, however, in so doing, has, in some measure, been gained. The generality of our countrymen, being ignorant of the Sastras, are incapable of arriving at the truth in any subject by weighing the arguments and authorities adduced and cited by two parties engaged in a Sastric controversy. The appearance of any objection, however futile, is apt to cast them into doubt and uncertainty. Many, who on perusal of my work came to the conclusion that the question agitated by me was consonant to the Sastras, soon after, jumped to the opposite conclusion, on finding a few objections started against it. The great majority of my countrymen, moreover, being ignorant of the Sanskrit language, cannot of themselves understand the meaning and spirit of Sanskrit Texts, which can only be made intelligible to them by vernacular translations, upon which they entirely depend, in order to ascertain the truth in an enquiry of this nature. Many of the replicants have availed themselves of this circumstance to subserve their purpose, by distorting the meaning of the Texts, cited by them in their respective works, and such readers, as are ignorant of the Sanskrit, have taken their interpretation to be the genuine version. For this, however, the readers are not to blame; for, no one can easily bring himself to believe, that any person, engaged in a reli-

gious controversy, would, by ingenious artifices and subterfuges, give wrong interpretation to the sayings of the sages, and, readily and without scruple or hesitation, publish them for the information of the public.

It is much more to be regretted, that many among the replicants delight in ridicule and are fond of abuse. I was not aware that, ridicule and abuse form the chief elements of a religious controversy in this cuuntry. Instead, however, of having recourse to abuse and ridicule, the replicants should have adopted the course which suits the importance of the subject. It is surprising that, with many, the reception of these antagonist pamphlets has been in exact proportion to the railing and personalities they contain. I was at first much aggrieved at the course, adopted by many of the replicants ; but the perusal of a certain pamphlet has relieved me from all painful sensations. The reply is an anonymous one, under the signature of Vara (Bridegroom) who, though striken in years and every where reputed to be the wisest man in this part of the country, has, in several parts of his work, betrayed a fondness for scoffing and scurrilous jests. I have, therefore, come to the conclusion that, in a religous controversy, the use of ridicule and abusive language towards an adversary is the criterion of a wise man in this country. Had this been otherwise, the worthy and revered old man, whom the whole country unanimously pronounces to be the wisest, would not have adopted that course.

But whatever might be the character of the replies, I acknowledge my great obligations to their authors, and loudly offer them a thousand thanks. Had they not taken the trouble to reply to my work, it would have appeared that the learned and the influential portion of the community considered it beneath their notice. But it is, at least, clear from the replies that the subject, I have proposed, is not such as could be passed over with contempt and disregard. Their silence

would, indeed, have been most mortifying to me. They have employed considerable labour and research in citing, in their respective works, all available arguments and authorities that could be adduced te prove, as they supposed, the nonconformity of the question to the Sastras. When, therefore, different persons have, in different ways, done their best to raise various objections against the marriage of widows, it may be inferred that all that could be said against it has been exhausted. When these objections are weighed and examined, all doubts as to the consonance or otherwise of the practice of the marriage of widows to the Sastras, in the Kali-yuga, might be removed.

My adversaries have, in their respective works, written a great many things, but all of them are not relevant to the question at issue. I have, therefore, engaged myself to answer such of them as have appeared to me to have any bearing on the subject. As I have spared no pains and care in the framing of this answer, I humbly beseech my readers, that they would condescend to peruse this work once at least, from the beginning to the end, and I would consider all my labours amply rewarded.

CHAPTER I.

The Text of Parasara applies to Females actually Married, not to Virgins merely Betrothed.

Some have decided that the Text of Parasara, relative to marriage, purports to enjoin the marriage of a betrothed girl and not of a wedded woman, in the event of "No tidings being received of her husband &c. &c." It is necessary to consider, whether the decision of my opponents is correct,

Parasara says,

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ।
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते॥

"On receiving no tidings of a husband, on his demise, on his turning an ascetic, on his being found impotent, or on his degradation, under any one of these five calamities, it is canonical for women to take another husband."

The Text, understood according to the true meaning of the words used by Parasara, would naturally lead to the conclusion, that a woman can remarry under any one of the five calamities enumerated. No other conclusion can be arrived at, except by a forced interpretation of those words. Such interpretation is not however admissible, unless there be strong reasons for it. But no such reasons exist in this case, and therefore, Madhavacharya the Commentator, though antagonistic to the remarrying of females, has distinctly admitted that the Text of Parasara authorizes such remarriage, under the calamities aforesaid. Thus:—

परिवेदनपर्य्याधानयोरिव स्त्रीणां पुनरुद्वाहस्यापि
प्रसङ्गात् कञ्चिदभ्यनुज्ञां दर्शयति

"Parasara, having treated of Parivedana,* and of Paryadhana,† shows that under certain circumstances the remarriage of women is lawful. Thus :—

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ।
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते॥

"On receiving no tidings of a husband, on his demise, on his

* If the younger brother marries before the elder brother is married, that marriage is called *Parivedana*.

† If the younger brother consecrates fire before the elder brother does so, that act is called *Paryadhana*.

turning an ascetic, on his being found impotent, or on his degradation, under any one of these five calamities, it is canonical for women to take another husband."

पुनरुद्वाहमकृत्वा ब्रह्मचर्य्यव्रतानुष्ठाने श्रेयोऽतिशयं दर्शयति

"He next shows that it is more meritorious for women to observe the Brahmacharya than to marry again. Thus :—

मृते भर्त्तरि या नारी ब्रह्मचर्य्ये व्यवस्थिता ।
सा मृता लभते स्वर्गं यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥

"That woman, who, on the decease of her husband, observes the Brahmacharya, attains heaven after her death."

ब्रह्मचर्य्यादप्यधिकं फलमनुगमने दर्शयति

"He then shows that concremation is attended with a greater degree of merit than that attained from the observance of the Brahmacharya." Thus :—

तिस्रः कोट्योऽर्द्धकोटी च यानि लोमानि मानवे ।
तावत् कालं वसेत् स्वर्गं भर्त्तारं याऽनुगच्छति ॥

"She, who burns herself with her deceased husband, résides in heaven for as many Kalas or thousands of years, as there are hairs on the human body, or thirty five millions of years."

On referring to the Narada Sanhita, it will be perfectly clear, that the injunction for remarriage as expressed in the Text, "On receiving no tidings of a husband, &c., &c.," can by no means be applied to the case of a betrothed virgin. Thus :—

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ ।
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥
अष्टौ वर्षाण्युदीक्षेत ब्राह्मणी प्रोषितं पतिम् ।
अप्रसूता तु चत्वारि परतोऽन्यं समाश्रयेत् ॥

क्षत्रिया षट् समास्तिष्ठेदप्रसूता समात्रयम्।
वैश्या प्रसूता चत्वारि द्वे वर्षे त्वितरा वसेत्॥
न शूद्रायाः स्मृतः काल एष प्रोषितयोषिताम्।
जीवति श्रूयमाणे तु स्यादेष द्विगुणो विधिः॥
अप्रवृत्तौ तु भूतानां दृष्टिरेषा प्रजापतेः।
अतोऽन्यगमने स्त्रीणामेष दोषो न विद्यते॥ *

"On receiving no tidings of a husband, on his demise, on his turning an ascetic, on his being found impotent, or on his degradation, under any one of these five calamities, it is canonical for women to take another husband. A Brahmana woman should wait eight years for her absent lord, and four years only, if she be childless; then let her marry again. A Kshatriya woman should wait six years, and, in case she has no issue, three years only. Vaisya woman, if she has borne a child, four years, otherwise only two. For a Sudra woman no period is mentioned for which she is to wait for her husband. If it be heard that he is living, the rule is, that the aforesaid periods are to be doubled; when tidings are not received, the forementioned periods are enjoined. Such is the opinion of Brahma, the lord of men. In such cases, therefore, there is no harm in women marrying again."

It will now appear that, the aforesaid nuptial Text can, by no means, apply to a betrothed girl. In the case of an absent lord, different periods are assigned for which the wife is to wait for him, according as she has or has not any children. If this ordinance referred to a plighted virgin, the mention of the circumstance of her having or not having issue would be absurd. It may be urged that the Narada-sanhita was good only for the Satya-yuga, and therefore the Text quoted above cannot be construed to sanction the remarriage of women in the Kali-yuga, even if it were admitted that it enjoined such remarriage. It is true that the Narada-sanhita

* Narada Sanhita Ch XII.

was good for the Satya-yuga, but the Text alluded to is identical with that of Parasara, both being composed of the same words. When both the Texts are identical, the meaning they convey cannot but be identical also. It would be absurd to assume that a particular set of words would mean one thing in one Yuga, and another thing in another Yuga. It is clear, therefore, that the Text can, on no account, have reference to the case of betrothed girls.

Those, who attempt to interpret the above Text of Parasara, as applying to the case of a betrothed girl and not to a married woman, do so for the following reason: There are some Texts which prohibit the marriage of wedded women, and if Parasara's Text be admitted to apply to married women, a discrepancy arises between the Texts. There are other Texts again which prescribe marriage for betrothed virgins, and if Parasara's Text be interpreted to apply to them, no discrepancy would occur. They therefore contend that Parasara's Text should be interpreted as having reference to betrothed girls only. But I must remark, that as there are Texts prohibitory of the marriage of wedded women, so the Text of Kasyapa prohibits the nuptials of a betrothed girl. Thus :—

सप्त पौनर्भवाः कन्या वर्ज्जनीयाः कुलाधमाः।
वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतकौतुकमङ्गला।
उदकस्पर्शिता या च या च पाणिगृहीतिका।
अग्निं परिगता या च पुनर्भूप्रभवा च या।
इत्येताः काश्यपेनोक्ता दहन्ति कुलमग्निवत्॥

"In forming a matrimonial connexion, seven Paunarbhava damsels, despised of their families, are to be shunned. The Vagdatta, she who has been plighted by words of troth; the Manodatta, she whom her parent or guardian has disposed of in his mind; the Krita-kautuka-mangala, she on whose hand the nuptial

string has been tied ; the Udaka-sparsita, she who has been given away by the sprinkling of water ; the Panigrihita, she in respect of whom the ceremony of taking the hand has been performed ; the Agnim-parigata, she in respect of whom the marriage ceremonies have been completed ; the Punarbhu-prabhava, she who is born of a Punarbhu ; these seven damsels, described by Kasyapa, when married, consume, like fire, the family of their husbands."

Mark now, as Kasyapa includes the betrothed girl among those, who are to be shunned in marriage, and gives her the designation of Punarbhu (remarried), her marriage is necessarily interdicted. Kasyapa enjoins, that the betrothed girl and the married woman are equally to be rejected. If, therefore, the circumstance of some Texts prohibiting the marriage of a wedded woman be made to operate against the interpretation of the aforesaid Text of Parasara, as enjoining her remarriage ; then, by parity of reasoning, that Text cannot be interpreted to apply to the case of a betrothed girl, when there is a prohibition in the Text of Kasyapa against it. Hence, the construction of the Texts of Parasara, as applying to the case of a betrothed girl, does not establish its consonancy with all the Texts of our Sastras on the subject. This is not, however, the way to reconcile all the Texts. If such reconciliation be necessary, it can be done in the following manner :

There is no mention in the Texts of Kasyapa and others, containing prohibition or injunction regarding the marriage of wedded women, of the specific Yugas to which they refer: hence, they should be considered applicable to all the Yugas. But when, in respect of the present question, there are certain ordinances or interdictions expressly laid down for the Kali-yuga, they may be said to be special rules appropriate to that Yuga only. And as distinct specific rules for the Kali-yuga, touching the present subject, are found, it is

quite unnecessary to attempt to reconcile them with general rules regarding it. For, it is patent to all understandings, that a specific rule supersedes a general rule. It is therefore necessary that, all special rules relative to the Kali-yuga should be reconciled with each other, and upon such reconciliation depends the legality or otherwise of the marriage of widows in that Yuga. With this view, I here quote first such Texts, as prohibit the remarriage of women in the Kali-yuga :*

Adi Purana.

ऊढ़ायाः पुनरुद्वाहं ज्येष्ठांशं गोवधं तथा।
कलौ पञ्च न कुर्व्वीत भ्रातृजायां कमण्डलुम्॥

"The remarriage of a married woman, the giving of the best share to the eldest brother, the slaughter of a cow, procreation on a brother's wife, turning an ascetic, these five acts are not to be performed in the Kali-yuga."

Kratu.

देवराच्च सुतोत्पत्तिर्दत्ता कन्या न दीयते।
न यज्ञे गोवधः कार्य्यः कलौ न च कमण्डलुः।

"In the Kali-yuga, the brother is not to beget a child on a brother's wife, a girl already given is not to be given away, a cow is not to be slaughtered in religious ceremonies, and no one is to turn an ascetic.

Vrihannaradiya Purana.

दत्तायाश्चैव कन्यायाः पुनर्दानं परस्य च॥

"In the Kali-yuga, a damsel is not to be given to a bridegroom a second time."

* Quoted by Madhavacharya in his commentary on the Parasara Sanhita.

Aditya Purana.

दत्ता कन्या प्रदीयते ।

"In the Kali-yuga, the gift of a girl already given is forbidden."

Thus there is, in general terms, a prohibition of the remarriage of women in the Adi Purana, the Kratu Sanhita, and the Aditya and Vrihannaradiya Puranas. But in the Parasara Sanhita we find,

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ ।
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥

"On receiving no tidings of a husband, on his demise, on his turning an ascetic, on his being found impotent, or on his degradation, under any one of these five calamities, it is canonical for women to take another husband."

That is, under any of these five contingencies, the remarriage of a woman is permitted.

Thus, we have now before us Texts both for and against the remarriage of women in the Kali-yuga. If we attempt to reconcile these apparently contradictory Texts, we should do so in the following manner:

In the Adi Purana and the other works, quoted above, the prohibition against the marriage of wedded women in the Kali-yuga is a general one; but Parasara makes special cases under five different contingencies, in which such marriage is permitted. Where there are both a general and a special rule regarding a particular subject, the usual course is to apply the latter to the exceptional cases, and to adopt the former in all other cases. Hence it follows that the precept of Parasara should be observed in the five special contingencies mentioned, the prohibition in the Adi Purana, &c., being strictly adhered to in all other cases. This inter-

pretation reconciles the two apparently contradictory classes of Texts, and affords room for the application of both the precept and the prohibition. Let us enter into a detailed examination of the subject.

Katyayana says—

स तु यद्यन्यजातीयः पतितः क्लीव एव वा।
विकर्म्मस्थः सगोत्रो वा दासो दीर्घामयोऽपि वा।
ऊढ़ापि देया सान्यस्मै सहाभरणभूषणा॥ *

"If after wedding, the husband be found to be of a different caste, degraded, impotent, unprincipled, of the same Gotra or family, a slave, or a valitudinarian, then a married woman should be bestowed upon another, decked with proper apparel and ornaments."

Vasishtha Says—

कुलशीलविहीनस्य पण्डादिपतितस्य च।
अपस्मारिविधर्म्मस्य रोगिणां वेषधारिणाम्॥
दत्तामपि हरेत् कन्यां सगोत्रोढ़ां तथैव च॥ †

"A girl, married to a person who is of a low family and conduct, impotent, degraded, epileptic, unprincipled, sickly, a devotee, or of the same family, is to be taken away from him, that is, married to another."

Narrda Says—

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ।
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते॥

"On receiving no tidings of a husband, on his demise, on his turning an ascetic, on his being found impotent, or on his degradation, under any one of these five calamities, it is canonical for women to take another husband."

* Katyayana, quoted in the Parasara Bhashya and Nirnaya Sindhu.

† Vasishtha quoted in the Udvahatattwa.

Thus Katyayana, Vasishtha, and Narada, without alluding to any particular Yuga, have generally enjoined the remarriage of a woman when her husband is unprincipled, degraded, impotent, sickly, epileptic, of low family and conduct, an ascetic, a slave, of the same family, of a different caste, when no tidings are received of him, or when dead.

Adi Purana says—

ऊढ़ायाः पुनरुद्वाहं ज्येष्ठांशं गोवधं तथा ।
कलौ पञ्च न कुर्व्वीत भ्रातृजायां कमण्डलुम् ॥

"The remarriage of a married woman, the giving of the best share to the eldest brother, the slaughter of a cow, procreation on a brother's wife, or turning an ascetic, these five acts are not to be performed in the Kali-yuga."

Kratu says—

देवराच्च सुतोत्पत्तिर्दत्ता कन्या न दीयते ।
न यज्ञे गोवधः कार्य्यः कलौ न च कमण्डलुः ॥

"In the Kali-yuga, the brother is not to beget a child on a brother's wife, a girl already given is not to be given away, a cow is not to be slaughtered in religious ceremonies, and no one is to turn an ascetic."

Vrihannaradiya Purana says—

दत्तायाश्चैव कन्यायाः पुनर्द्दानं परस्य च ।

"In the Kali-yuga, a damsel is not to be given to a bridegroom a second time."

Aditya Purana says—

दत्ता कन्या प्रदीयते ।

"In the Kali-yuga, the gift of a girl already given is forbidden."

But the Parasara Sanhita says—

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ ।
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥

"On receiving no tidings of a husband, on his demise, on his turning an ascetic, on his being found impotent, or on his degradation, under any one of these five calamities it is canonical for women to take another husband."

Thus, the Adi Purana and other works, in general terms, prohibit the remarriage of wedded women in the Kali-yuga; while Parasara specially enjoins such marriage in the Kali-yuga, under the five circumstances specified by him.

Now, let my readers consider that Katyayana and other Sages, without alluding to any particular Yuga, enumerate certain cases, in which they enjoin the remarriage of a wedded woman. Such a rule would have answered for all the Yugas; but as in the Adi Purana and other works such marriage has been forbidden in the Kali-yuga, the prohibition is special to that Yuga: hence, the ordinances of Katyayana and others apply to the three Yugas other than the Kali.

Again, in the Adi Purana and other works, the remarriage of women in the Kali-yuga has been generally prohibited, without the specification of any exceptional cases; but Parasara points out particular conditions, under which he declares such marriage in that Yuga to be canonical. The injunction of Parasara, therefore, is a special rule; and the general prohibition in the Adi Purana and other works applies to all but the five cases specified by Parasara.

Such is always the case, when there are both general and special injunctions or prohibitions on the same subject. Thus:—

अहरहः सन्ध्यामुपासीत ।

"Day by day the Sandhya (a ceremony) is to be performed."

This is a clear general rule for the performance of the Sandhya laid down in the Vedas. But,

सन्ध्यां पञ्च महायज्ञान् नैत्यकं स्मृतिकर्म्म च ।
तन्मध्ये हापयेत्तेषां दशाहान्ते पुनः क्रिया ॥ *

"The Sandhya, the five great sacrifices, and the daily necessary rites, enjoined by the Smritis, are not to be performed during the period of Asaucha (impurity) ; after the expiration of that period, they are to be performed again."

Here, Javali prohibits the performance of the Sandhya, during the period of Asaucha. Now mark, though there is a general ordinance in the Vedas for the daily performance of the Sandhya, yet it is not performed during the period of Asaucha, by the special prohibition of Javali. Again,

पूर्व्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत् सावित्रीमार्कदर्शनात् ।
पश्चिमान्तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात् ॥ 101.
न तिष्ठति तु यः पूर्व्वां नोपास्ते यश्च पश्चिमाम् ।
स शूद्रवद्बहिष्कार्य्यः सर्व्वस्माद्द्विजकर्म्मणः ॥ 103. †

"At the morning twilight, let him (a twice-born) stand repeating the Gayatri, until he sees the sun ; and at the evening twilight, let him repeat it sitting, until the stars distinctly appear. But he, who stands not repeating in the morning twilight, and sits not repeating in the evening, must be precluded, like a Sudra, from every sacred observance of the twice-born classes." But,

संक्रान्त्यां पक्षयोरन्ते द्वादश्यां श्राद्धवासरे ।

* Javali, quoted in the Suddhitattwa.

† Manu. Ch. II.

सायं सन्ध्यां न कुर्व्वीत कृते च पितृहा भवेत् ॥

"On the day of the passage of the sun to a new Zodiacal sign, on the last day of either half of the lunar month, on the twelfth as well as twenty-seventh day of the moon, and on the day of the celebration of a Shraddha, the Sandhya is not to be performed in the evening; by doing so the sin of parricide is incurred."

Observe now, in spite of the general injunction in the institutes of Manu for the performance of the Sandhya in the morning and evening and the penalty attached to its violation, it is not performed on certain specified days by the special prohibition of Vyasa; that is, the general injunction for the performance of the Sandhya obtains on days other than those specified by that Sage. In the Vedas is the following prohibition—

मा हिंस्यात् सर्व्वा भूतानि ॥

"Kill no living thing."

But in other places of the Vedas there are such injunctions as the following—

अश्वमेधेन यजेत ।

"This sacrifice is to be performed by the shaughter of a horse."

पशुना रुद्रं यजेत ।

"The sacrifice, called the Rudra-yaga, is to be performed by the slaughter of cattle."

अग्नीषोमीयं पशुमालभेत ।

"The sacrifice in honor of Agni and Shoma is to be performed by the slaughter of cattle."

* Vyasa, quoted in the Tithitattwa.

वायव्यं श्वेतमालभेत ।

"The sacrifice in honor of Vayu is to be performed by the slaughter of a white goat."

Now mark, despite the most clear and positive general prohibition in one part of the Vedas, against killing animals, their slaughter, in certain sacrifices, is considered a meritorious act by the special injunctions in other parts of the Vedas; that is, owing to the special injunction, the general prohibition against the slaughter of animals, is applicable to all cases except those of the equine sacrifice, the Rudra-yaga, and the like. On this account the illustrious Manu has said—

मधुपर्के च यज्ञे च पितृदैवतकर्म्मणि ।
अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्रेत्यब्रवीन्मनुः ॥ 5. 41.

"On a solemn offering to a guest, at a sacrifice, and in holy rites to the manes or to the gods, on these occasions only and not in others, may cattle be slain; this law Manu has enacted."

It should be observed, that in the above cited cases, our acts are guided by special rules in spite of general ones to the contrary; the latter obtaining force only in cases not comprehended in the former. In spite, then, of the general prohibition against the remarriage of women in the Kali-yuga, the special ordinance of Parasara, directing their remarriage under the five conditions specified by him, is to be observed; the general prohibition in the Adi Purana and other works obtaining force in all cases except those five. This I consider to be the plain and rational way of reconciling apparently contradictory Texts on the subject under discussion.

CHAPTER II.

THE MARITAL TEXT OF PARASARA REFERS TO THE KALI-YUGA, NOT TO THE OTHER YUGAS.

Madhavacharya, after giving an interpretation of the Text of Parasara respecting the remarriage of females, thus concludes,—

अयञ्च पुनरुद्वाहो युगान्तरविषयः। तथाचादिपुराणम्
ऊढ़ायाः पुनरुद्वाहं ज्येष्ठांशं गोवधं तथा।
कलौ पञ्च न कुर्व्वीत भ्रातृजायां कमण्डलुम्॥

"This injunction of Parasara, for the remarriage of females, is to be understood to apply to Yugas other than the Kali; because it is declared, in the Adi Purana, that the remarriage of a female once wedded, the allotment of the best share to the eldest brother, the Bovine sacrifice, procreation on a brother's wife, and turning and ascetic, are the five acts not to be practised in the Kali-yuga."

It should now be considered, whether this remark of Madhavacharya is correct and reasonable. It is necessary, in the first place, to ascertain the object of Parasara from the spirit of his Sanhita and its interpretation by Madhavacharya himself.

The Text of the Sanhita.

अथातो हिमशैलाग्रे देवदारुवनालये।
व्यासमेकाग्रमासीनमपृच्छन्नृषयः पुरा॥
मानुषाणां हितं धर्म्मं वर्त्तमाने कलौ युगे।
शौचाचारं यथावच्च वद सत्यवतीसुत॥

"*Therefore*, in times of yore, the Rishis, *thereafter*, addressed Vyasa—who was seated, with his attention fixed on one object, in his retreat in the pine forests on the top of the Himalayas,—

Declare to us, Oh son of Satyavati ! what are the Dharmas (duties) and Acharas (practices) beneficial to men in this Kali-yuga.''

Commentary of Madhavacharya.

वर्त्तमाने कलाविति विशेषणात् युगान्तरधर्म्मज्ञानानन्तर्य्यम् ।

"*Thereafter*, that is, the Rishis, after having been informed of the Dharmas of the Satya, Treta, and Dwapara Yugas, enquired about the Dharmas of the Kali-yuga."

अतःशब्दो हेत्वर्थः यस्मादेकदेशाध्यायिनो नाशेषधर्म्मज्ञानं
यस्माच्च युगान्तरधर्म्ममवगत्य न कलिधर्म्मावगतिस्तस्मादिति ।

"*Therefore*, that is, whereas the study of a part cannot make one acquainted with the whole of the Dharmas, and whereas the Kali Dharmas cannot be known from an acquaintance with the Dharmas of other Yugas, therefore the Rishis enquired."

From this it cleary appears, that at the commencement of the Kali-yuga, the Rishis, who knew the Dharmas of the Satya, Treta, and Dwapara Yugas, wishing to obtain a knowledge of those for the Kali-yuga, repaired to Vyasa and questioned him on the subject.

Text.

तच्छ्रुत्वा ऋषिवाक्यन्तु सशिष्योऽग्न्यर्कसन्निभः ।
प्रत्युवाच महातेजाः श्रुतिस्मृतिविशारदः ॥
नचाहं सर्व्वतत्त्वज्ञः कथं धर्म्मं वदाम्यहम् ।
अस्मत्पितैव प्रष्टव्य इति व्यासः सुतोऽवदत् ॥

"Hearing these words of the Rishis, he (the great Vyasa), surrounded by his pupils, radiant as the sun and fire, and versed in the Vedas and the Smritis, replied, *I do not know the truth of all things*, how shall I declare the Dharmas ? *My father only should be consulted on the subject.* This was said by the son of Parasara."

Commentary.

नचाहमिति वदतो व्यासस्यायमाशयः सम्प्रति कलिधर्म्माः पृच्छ्यन्ते तत्र न तावदहं स्वतः कलिधर्म्मतत्त्वं जानामि अस्मत्पितुरेव तत्र प्राधान्यात् अतएव कलौ पाराशराः स्मृता इति वक्ष्यते। यदि पितृप्रसादान्मम तदभिज्ञानं तर्हि स एव पिता प्रष्टव्यः नहि मूलवक्तरि विद्यमाने प्रणाड़िका युज्यत इति।

"*I do not know*, &c., by this, Vyasa means to say that you are now enquiring of me the Kali Dharmas; but I have learnt them from my father; he only is master of them; and as I have obtained a knowledge of them through my father's favour, he should be consulted on the subject; when the original instructor is living, it is not meet to receive knowledge at second hand."

एवकारेणान्यकर्त्तारो व्यावर्त्त्यन्ते। यद्यपि मन्वादयः कलिधर्म्माभिज्ञास्तथापि पराशरस्यास्मिन् विषये तपोविशेषबलात् असाधारणः कश्चिदतिशयो द्रष्टव्यः। यथा काण्वमाध्यन्दिनकाठककौथुमतैत्तिरीयादिशाखासु काण्वादीनामसाधारण्यत्वं तद्वदत्रावगन्तव्यम्। कलिधर्म्मसम्प्रदायोऽयमेतस्यापि पराशरसुतस्य यदा तद्धर्म्मरहस्याभिवदने सङ्कोचः तदा किमु वक्तव्यमन्येषामिति।

"From the expression *my father only should be consulted on the subject* it is to be inferred, that the authors of the other Smritis are excluded (as referees on this subject). Although Manu and others, are versed in the Kali Dharmas, yet Parasara, by virtue of particular penances, has become the supreme authority as regards the Kali Dharmas. As among the Kanwa, Madhyandina, Kathaka, Kauthuma, Taittiriya, and other Sakhas or branches of the Vedas the Kanwa and some others are distinguished, so, in respect of the Kali Dharmas, Parasara stands pre-eminent among all the authors of the Smritis. When Vyasa, who is himself admitted to be the instructor of the Kali

Dharmas, hesitates to declare them while Parasara is living, what shall we say of the other Rishis."

We thus see that as regards the Kali Dharmas, the authority of Parasara weighs more than that of Manu and other writers of Smritis and that his Text is supreme on the subject of the Kali Dharmas.

Text.

यदि जानासि मे भक्तिं स्नेहाद्वा भक्तवत्सल ।
धर्म्मं कथय मे तात अनुग्राह्यो ह्यहं तव ॥

"Oh Sir ! affectionate to thy votaries, if thou knowest me to be thy votary and bearest any affection towards me, instruct me in the Dharmas ; I am an object of thy favour."

Vyasa thus addressed his father.

Commentary.

ननु सन्ति बहवो मन्वादिभिः प्रोक्ता धर्म्माः तत्र को धर्म्मो भवता बुभुत्सित इत्याशङ्क्य बुभुत्सितं परिशेषयितुमुपन्यस्यति ।

"There are various Dharmas promulgated by Manu and others, and Vyasa, fearing as if Parasara asked him which of them he wished to learn first, mentions the Dharmas in which he has been already edified, that he may conclude with specifying the Dharmas, he wishes to learn."

Text.

श्रुता मे मानवा धर्म्मा वाशिष्ठाः काश्यपास्तथा ।
गार्गेया गौतमीयाश्च तथाचौशनसाः स्मृताः ॥
अत्रेर्विष्णोश्च संवर्त्ताद्दक्षादाङ्गिरसास्तथा ।
शातातपाश्च हारीता याज्ञवल्क्यास्तथैव च ॥
आपस्तम्बकृता धर्म्माः शङ्खस्य लिखितस्य च ।
कात्यायनकृताश्चैव प्राचेतसकृताश्च ये ॥

श्रुता ह्येते भवत्प्रोक्ताः श्रुतार्था मे न विस्मृताः ।
अस्मिन् मन्वन्तरे धर्म्माः कृतत्रेतादिके युगे ॥

"I have heard from you the Dharmas declared by Manu, Vasishtha, Kasyapa, Garga, Gotama, Usana, Atri, Vishnu, Sanvartta, Daksha, Angira, Satatapa, Harita, Yajnavalkya, Apastamba, Sankha, Likhita, Katyayana, and Prachetasa. I have not forgotten what I learnt; they were the Dharmas of the Satya, Treta, and Dwapara Yugas."

Commentary.

इदानीं परिशिष्टं बुभुत्सितं पृच्छति ।

"And now he enquires about the Dharmas he wishes to learn."

Text.

सर्व्वे धर्म्माः कृते जाताः सर्व्वे नष्टाः कलौ युगे ।
चातुर्वर्ण्यसमाचारं किञ्चित् साधारणं वद ॥

"All the Dharmas originated in the Satya-yuga, all of them have expired in the Kali-yuga: declare therefore some of the common Dharmas of the four Varnas (castes)."

Commentary.

विष्णुपुराणे

वर्णाश्रमाचारवती प्रवृत्तिर्न कलौ नृणाम् ।

आदिपुराणेऽपि

यस्तु कार्त्तयुगे धर्म्मो न कर्त्तव्यः कलौ युगे ।
पापप्रसक्तास्तु यतः कलौ नार्य्यो नरास्तथा ॥

अतः कलौ प्राणिनां प्रयाससाध्ये धर्म्मे प्रवृत्त्यसम्भवात् सुकरो धर्म्मोऽत्र बुभुत्सितः ।

"It is said in the Vishnu Purana that 'the specified Dharmas of the four Varnas (castes) and of the four Asramas (orders,) are not observed in the Kali-yuga. It is also declared

in the Adi Purana that 'the Dharmas of the Satya-Yuga cannot be practised in the Kali-yuga; because both men and women, all, are addicted to sin.' Men in the Kali-yuga cannot be expected to have any predilection for Dharmas, which are difficult to be practised: the inculcation of the easily practicable Dharmas, therefore, is the object of the Parasara Sanhita."

By all this, it is manifest that the Dharmas, inculcated by Manu and others, are appropriate to the Satya, Treta, and Dwapara Yugas, and that the observance of all of them in the Kali-yuga is impracticable. Vyasa, therefore, asks of Parasara for such Dharmas as are easily performable in the Kali-yuga.

Text.

व्यासवाक्यावसाने तु मुनिमुख्यः पराशरः ।
धर्म्मस्य निर्णयं प्राह सूक्ष्मं स्थूलञ्च विस्तरात् ॥

"On the conclusion of Vyasa's speech, Parasara, the chief of Sages, began to propound, in detail, the general principles and subtle points of the Dharmas."

Thus it appears, that, at the request of Vyasa, Parasara, who tenderly loved his son, began to declare the Dharmas of the Kali-yuga.

Now let my readers calmly think, whether or not, the above citations of the Texts of Parasara and of the commentary of Madhavacharya himself clearly and unquestionably prove, that the sole object of the Parasara Sanhita is the inculcation of the Dharmas of the Kali-yuga. When it is understood that such is the object of the work, it must be acknowledged that the whole work, from beginning to end, has reference to the Kali-yuga only. It would, therefore, be absurd to suppose that the Text relative to the marriage of widows and other women applies to the other Yugas. How can it be reasonably supposed that when

Vyasa and other Sages, at the commencement of the Kali-yuga, distinctly declare their having acquired a knowledge of the Dharmas of the preceding Yugas, and therefore ask Parasara to edify them in the Dharmas of the Kali-yuga, he would, in inculcating the Dharmas of that Yuga throughout his work, prescribe only a single Dharma which applies to Yugas other than the Kali. There can be no doubt, therefore, that Parasara has prescribed the remarriage of women as a Dharma appropriate to the Kali-yuga.

It has been shewn above that Madhavacharya has, in his own interpretation, decided that the object of the Parasara Sanhita is the propounding of the Kali Dharmas. Any conclusion therefore arrived at by the Commentator, which is contrary to the scope of the Sanhita and opposed to his own interpretation, can never be accepted as rational.

Madhavacharya's gloss, to the following effect, on the three Texts of Parasara relative to remarriage, Brahmacharya, and concremation, becomes incoherent, if the Text relative to remarriage be supposed to refer to Yugas other than the Kali :

"Under certain contingencies the remarriage of a woman is legal."

"It is more meritorious for a woman who, instead of marrying again, observes the Brahmacharya."

"Concremation is attended with a greater degree of merit than what is attained from the observance of Brahmacharya."

In the opinion of Madhavacharya, remarriage refers to the prior Yugas; Brahmacharya and concremation to the Kali-yuga. There can be therefore no connexion between the Text which speaks of remarriage and those which direct Brahmacharya and concremation. Now, when Madhavacharya, by deciding that the marital Text refers to the former Yugas, leaves not to the widows of the Kali-yuga, any

right to remarriage, the idea of comparison expressed in the Text which promises higher rewards to the widow of the Kali-yuga who, instead of marrying, observes the Brahmacharya, would be quite absurd. The obvious connexion subsisting between the three Texts which declare in the first place, remarriage of women to be canonical; secondly, the observance of the Brahmacharya to be instrumental in procuring greater merit; and thirdly, concremation to be the passport to still higher rewards; inevitably leads to the conclusion, that these three injunctions apply to one and the same Yuga: If remarriage be considered to refer to the preceding Yugas, Brahmacharya and concremation must necessarily be deemed appropriate to those Yugas; and if the latter two be viewed as assigned for the Kali-yuga, the former must also apply to this Yuga. Want of mutual connexion would destroy the sense. It must be confessed, in short, that Madhavacharya, in his zeal to reckon the marriage of widows among the Dharmas of the former Yugas, has not only strayed from the obvious purport of the author of the Sanhita, but has neglected to see, whether this dictum would tally with his own interpretation of the passage.

Madhavacharya has himself declared that 'as it is not expected that men in the Kali-yuga would have any predilection for the Dharmas which are difficult to be observed, it is the object of Parasara to assign such Dharmas for the Kali-yuga, as are easily practicable.' Considering remarriage to be a Dharma easily practicable, Parasara has, in the first place, laid it down as a Dharma for the widows in general. Sacondly, the observance of the Brahmacharya being a difficult task, he has enjoined it for those women who feel their strength equal to it, declaring that its observance would be a passport to heaven. Thirdly, concremation being the severest duty, he has ordained it for

those women whose courage is commensurate with the task, by encouraging them with the hope of eternal residence in heaven. Madhavacharya has however reckoned the easily practicable duty of remarriage as a Dharma of the past Yugas, and assigned the remaining two most arduous duties only (Brahmacharya and concremation) as appropriate to the Kali-yuga. Now, let my readers consider, whether this allotment of Madhavacharya squares with his former exposition, that men in the Kali-yuga not being disposed to observe the Dharmas which are difficult of performance, the avowed object of Parasara is the assignment of the easily practicable Dharmas for men of the Kali-yuga. It is certainly a strange hypothesis that a most easily practicable Dharma, which the strong minded men of the byegone ages were privileged to perform, should have been interdicted to a feeble and degenerate race. In fact, when it is considered that the people of the Kali-yuga have immeasurably fallen off, in their physical and moral strength, from their ancestors of the prior Yugas, and are therefore incapable of practising the difficult Dharmas ; when Parasara, having commenced declaring the Dharmas of the Kali-yuga has, in respect of widows in general, ordained, in the first instance, remarriage, the most easily practicable Dharma, we come to the irresistible conclusion that Madhavacharya's supposition of remarriage not being intended for the widows of the Kali-yuga can never be reconciled with reason or the avowed object of the author of the Sanhita.

That the above interpretation of Madhavacharya is opposed to the intention of Parasara is clearly evident also from the writings of Bhattojidikshita, who thus declares his opinion :

न च कलिनिषिद्धस्यापि युगान्तरीयधर्म्मस्यैव गृह्रे स्मृते इत्यादिपराशर-

वाक्यं प्रतिपादकमिति वाच्यं कलावनुष्ठेयान् धर्म्मानेव वक्ष्यामीति प्रतिज्ञाय तद्ग्रन्थप्रणयनात्। *

"It cannot be contended that the Marital Text of Parasara applies to Yugas other than the Kali, for Farasara has compiled his Sanhita, with the avowed object of declaring the Dharmas to be observed in the Kali-yuga alone."

From the arguments and citations above set forth, the non-consonancy of the interpretation of Madhavacharya to the scope of the Parasara-sanhita and to his own exposition of the three Texts relating to remarriage, Brahmacharya, and concremation, has been sufficiently established. We should now examine the weight of the authority, on the strength of which he founds his supposition that remarriage was not intended for the Kali-yuga.

Madhavacharya, in attempting to refer the remarriage of females to Yugas other than the Kali, has not been able to derive any support either from the general scope of the Sanhita or from the obvious meaning and construction of the Text in question, but has suffered himself to be guided by a single Text of the Adi Purana. His meaning seems to be this: although the Parasara Sanhita is appropriate to the Kali-yuga only and although it enjoins the remarrige of females, yet as there appears a prohibition in the Adi Purana against the remarriage of women once wedded, in the Kali-yuga, the injunction of Parasara should be considered not to refer to the Kali-yuga but to the preceding Yugas.

Three strong objections may be raised against this reasoning—Ist, The Text, which Madhavacharya declares to have cited from the Adi Purana, is not to be found in that Purana; moreover, when regard is had to the scheme of the work, the improbability af any such Text being found in it would be manifest: the citation of Madhavacharya, there-

* Chaturvinsati Smriti Vyakhya. Section on marriage.

fore, appears to be unfounded, and any conclusion, which it supports, should be considered as unauthorized. Secondly, should the Text in question be admitted to be genuine, it is not reasonable to qualify, on its strength, the Text of Parasara ; for Parasara Sanhita is one of the Smritis and the Adi Purana is a Puranic work : and it has been clearly shewn * that in the event of a contradiction between the Smriti and the Purana, the former would be the stronger authority ; that is, we should, in that case, instead of following the injunctions of the Purana, act up to those of the Smriti. By this rule therefore no Text of a Smriti can be qualified by any Puranic Text, when they seem to jar with each other. In the third place, from what has been said in the preceding chapter respecting the cogency of special rules, we should, instead of suffering the Text of the Adi Purana to qualify that of the Parasara Sanhita, rather reverse the process : The prohibition in the Adi Purana is a general rule, while Parasara's ordinance is a special one ; the general rule, instead of barring the operation of a special rule, should be superseded by the latter. Mark now, the interpretation of Madhavacharya referring the injunction of Parasara for remarriage of females to Yugas other than the Kali, is—Firstly, opposed to the spirit and scope of the Sanhita ; secondly, inconsistent with his own expositions ; thirdly, founded on an authority, the genuineness of which is questionable ; fourthly, (the genuineness of the authority being granted) contrary to the rule laid down by Vyasa which declares the authority of the Smriti to be superior to that of the Purana, when they are at variance with each other ; and fifthly, contradictive to the universal doctrine that a special rule supersedes a general one. In fact the supposition that the marital Text of Parasara refers to Yugas other than the Kali is untenable.

* See page 241.

A fresh objection may start up: Madhavacharya was a great scholar; we should accept his doctrine without questioning its reasonableness. To this, I have only to observe, that Madhavacharya was, indeed, a learned man and, in all respects, highly venerated; but he was not infallible nor are his opinions always accepted as infallible. Whenever his conclusions were unsound, succeeding writers have not scrupled to refute and criticize them. Thus:—

यत्तु माधवः यस्तु वाजसनेयी स्यात् तस्य सन्धिदिनात्पुरा। न कार्य्यन्वाहितिः किन्तु सदा सन्धिदिने हि सा इत्याह तत् कर्कभाष्यदेवजानीश्रीअनन्तभाष्यादिसकलतच्छाखीयग्रन्थविरोधाद्बहुनादराच्चोपेक्ष्यम्। *

"What Madhavacharya has said here cannot be accepted as authoritative, because it is opposed to the Karkabhashya, Devajani, Sri Anantabhashya and all other writers on the Vajasaneya Sakha, and disregarded by many."

माधवस्तु सामान्यवाक्यान्निर्णयं कुर्व्वन् भ्रान्त एव। †

"Madhavacharya in attempting to settle the point, according to the common acceptation of the term, has entangled himself in the meshes of fallacy."

कृष्णा पूर्व्वोत्तरा शुक्ला दशम्येवं व्यवस्थितेति माधवः। वस्तुतस्तु मुख्या नवमीयुतैव ग्राह्या। दशमी तु प्रकर्त्तव्या सदुर्गा द्विजसत्तमेत्यापस्तम्बोक्तेः। ‡

"Madhavacharya lays down this rule, but we must follow a different course."

मासि चाश्वयुजे शुक्ले नवरात्रे विशेषतः।
सम्पूज्य नवदुर्गाञ्च नक्तं कुर्य्यात् समाहितः।
नवरात्राभिधं कर्म्म नक्तव्रतमिदं स्मृतम्॥

* Nirnayasindhu. Ch. I. † Nirnayasindhu. Ch. II.
‡ Nirnayasindhu. Ch. I.

आरम्भे नवद्वात्तस्येत्यादिस्कान्दात् माधवोक्तेश्च मन्नैव प्रधानमिति चेत् न नवरात्रोपवासतः इत्यादेरनुपपत्तेः। *

"If you say that the rule is valid, because it has been declared by Madhavacharya and is to be found in the Skanda Purana, then the other Sastras are falsified."

अत्र यामत्रयादर्वाक् चतुर्दशीसमाप्तौ तदन्ते तदूर्द्ध्वगामिन्यान्तु प्रातस्तिथिमध्य एवेति हेमाद्रिमाधवादयो व्यवस्थामाहुः तन्न तिथ्यन्ते तिथिभान्ते वा पारणं यत्र चोदितम्। यामत्रयोर्द्ध्वगामिन्यां प्रातरेव हि पारणेत्यादिसामान्यवचनैरेव व्यवस्थासिद्धेरुभयविधवाक्यवैयर्थ्यस्य दुष्परिहरत्वात्। †

"Hemadri, Madhavacharya, and others, have settled this rule, but it should not be received; for then the conclusion would be irresistible, that both the dicta are useless."

नच यदि प्रथमनिशायामेकतरवियोगस्तदापि ब्रह्मवैवर्त्तादिवचनाद्दिवापारणमनन्तभट्टमाधवाचार्य्योक्तं युक्तमिति वाच्यं न रात्रौ पारणं कुर्य्यादृते वै रोहिणीव्रतात्। निशायां पारणं कुर्य्यात् वर्ज्जयित्वा महानिशामिति संवत्सरप्रदीपधृतस्य न रात्रौ पारणं कुर्य्यादृते वै रोहिणीव्रतात्। अत्र निश्यपि तत् कार्य्यं वर्ज्जयित्वा महानिशामिति ब्रह्माण्डोक्तस्य च निर्व्विषयत्वापत्तेः। ‡

"If you say that the conclusion arrived at by Ananta Bhatta and Madhavacharya are valid, then the quotation in the Sanvatsara Pradipa, and the Text of the Brahmanda Purana will have no sphere of application."

Thus Kamalakarabhatta and Rughunandana have not failed to refute his doctrines when they appeared open to objection: wherefore it clearly appears, that the dictum of

* Nirnayasindhu. Ch. II. † Nirnayasindhu. Ch. II.

‡ Tithitattwa.

Madhavacharya, right or wrong, is not to be received as an infallible authority.

CHAPTER III.

THE MARITAL INJUNCTION OF PARASARA IS NOT OPPOSED TO MANU.

Almost all the oppositionists have come to the conclusion, that the marriage of widows is against the law of Manu ; whereby they mean to establish that the Text of Parasara, though it authorizes the marriage of widows in the Kali-yuga, being opposed to Manu, should be rejected on the strength of the following Text of Vrihaspati :

वेदार्थोपनिबन्धृत्वात् प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम् ।
मन्वर्थविपरीता या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते ॥ *

"Manu has, in his own Sanhita, compiled the spirit of the Vedas ; he is, therfore, the chief authority ; and Smritis at variance with him are not proper guides."

This conclusion does not appear to be rational. Vrihaspati directs that the Manu Sanhita is the chief authority, and the Smritis at variance with it are to be rejected ; but he does not specify any particular Yuga or Yugas in which that Sanhita is to be so regarded. On the other hand, Parasara, an equally wise and infallible Sage, distinctly affirms that the Sanhita of Manu was appropriate for the Satya-yuga only, and not for all the Yugas. The direction of Vrihaspati, in general terms, might have applied to all the Yugas as advanced by the oppositionists, if Parasara

* Quoted by Kulluka Bhatta.

did not particularize the Satya-yuga. It must accordingly be admitted that the Sanhita of Manu was supreme authority in that Yuga only, and not in any other Yuga. That it is not so in the Kali-yuga, is also evident from the fact that, in many instances, the prevailing practices are founded on Smritis plainly at variance with that Sanhita. Thus :—

Manu has said—

त्रिंशद्वर्षो वहेत् कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम् ।
त्र्यष्टवर्षोऽष्टवर्षां वा धर्म्मे सीदति सत्वरः ॥ 9. 94.

"A man, aged thirty years, is to marry a girl of twelve ; or a man of twenty-four years, a damsel of eight ; a breach of this rule makes a man sinful."

But Angira declares—

अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी ।
दशमे कन्यका प्रोक्ता अत ऊर्द्ध्वं रजस्वला ॥
तस्मात् संवत्सरे प्राप्ते दशमे कन्यका बुधैः ।
प्रदातव्या प्रयत्नेन न दोषः कालदोषतः ॥ *

"Damsels of eight, nine, and ten years are respectively named Gauri, Rohini, and Kanya ; and all girls above ten are called Rajaswala or women in their catamenia : when therefore a girl has reached her tenth year, she is to be immediately disposed of in marriage, and such marriage, even though celebrated in an interdicted nuptial season, will not be held culpable."

It thus appears, that Angira has fixed the eighth, ninth, and tenth years as the proper marriageable age of a girl ; and so great is his apprehension, lest she should continue unmarried after her tenth year, that he enjoins the marriage of a decennarian damsel even in times when weddings

* Quoted in the Udvahatattwa.

are forbidden ; but with respect to males, he assigns neither twenty-four nor thirty years, nor any period for their marriageable age. Now it shonld be observed, whether or not, the above Texts of Manu and Angira contradict each other : Manu fixes either the eighth or twelfth year as the marriageable age of a girl, any deviation from which is declared by him to be sinful ; while Angira directs that a damsel should be married in her eighth, ninth, or tenth year, the last of which is declared to be the farthest limit at which her marriage is indispensable and not to be deferred : hence, according to his opinion the twelfth year is by no means the proper marriageable age. The actual practice now-a-days is founded on the ordinance of Angira and opposed to the law of Manu. If the injunction of Manu in this respect were to be followed, girls of eight and twelve years would be bestowed upon suitors aged twenty-four and thirty years respectivley ; otherwise the sacred law is violated. We nowhere see, in the present age, the operation of such a rule. The ordinance of Angira, on the contrary, that the eighth, ninth, and tenth years, are the proper wedding periods of a damsel, is almost universaly observed. Hence then, as regards the determination of the marriageable age, the rule of Manu is at present discountenanced, while that of Angira, which is opposed to it, is respected.

Again, Manu has declared—

एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः ।
शेषाणामानृशंस्यार्थं प्रदद्यात्तु प्रजीवनम् ॥ 9. 163.
षष्ठन्तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात् पैतृकाद्धनात् ।
औरसो विभजन् दायं पित्र्यं पञ्चममेव वा ॥ 9. 164.
औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितृरिक्थस्य भागिनौ ।
दशापरे तु क्रमशो गोत्ररिक्थांशभागिनः ॥ 9. 165.

"The son of his own body is the sole heir to a man's estate. He is to allow a maintenance to the rest, out of kindness only."

"But when the son of the body divides the paternal inheritance, he is to give a sixth or fifth part of it to the son, of the wife begotten by a kinsman."

"The son of the body, aud son of the wife should succeed to the paternal estate, but the ten other kinds of sons succeed, in order, to the family duties and to their share of inheritance."

Thus, according to Manu, if a man have many kinds of sons, a son of the body, a son of the wife, an adopted son, and the like, then the son of the body shall inherit his paternal property, after having allotted to the son of the wife a fifth or sixth part of it; and shall allow a maintenance to the adopted and other sons as a mere act of kindness; on failure of a son of the body, the son of the wife shall succeed to the whole property, and failing him, the adopted son and so on; the last named succeeding in default of the preceding.

But Katyayana says—

उत्पन्ने त्वौरसे पुत्त्रे तृतीयांशहराः सुताः ।
सवर्णा असवर्णास्तु ग्रासाच्छादनभागिनः ॥ *

"On the birth of a son, of the body, the other sons, of the same caste with the father, take a third of his heritage; but if they be of a different caste, they are entitled only to maintenance."

According to Katyayana, therefore, the son of the wife, the adopted and other sons, of the same caste with the father, succeed to a third of their paternal estate, and if of a different caste, can claim a mere maintenance. Mark now, whether or not Manu and Katyayana, are at variance with each other. Manu allows a sixth or a fifth of the heritage

* Quoted in the Dayabhaga.

to the son of the wife and mere maintenance to the other kinds of sons; while Katyayana enjoins the allotment of a third part of the estate to the son of the wife as well as to all the rest, who are of the same class with the father. According to Manu, when there is a son of the body, the Dattaka (adopted son) is entitled only to maintenance; * but according to Katyayana, he has a claim to a third of the heritage. If we observe the actual practice, we shall find, that in this case, the injunction of Manu is disregarded, while that of Katyayana, who holds a contrary opinion, is followed: that is, in the present age when a son of the body is living, an adopted son, instead of getting mere maintenance, partakes of a third of the heritage. Had Vrihaspati meant to say that all Smritis, opposed to Manu, are to be rejected even in the Kali-yuga, how comes it that Katyayana's rule, in the case above cited, is now held valid in practice?

A third instance:

Manu says—

यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः ।
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ 9. 69.
यथाविध्यधिगम्यैनां शुक्लवस्त्रां शुचिव्रताम् ।
मिथो भजेदाप्रसवात् सकृत् सकृदृतावृतौ ॥ 9. 70.
न दत्त्वा कस्यचित् कन्यां पुनर्दद्याद्विचक्षणः ।
दत्त्वा पुनः प्रयच्छन् हि प्राप्नोति पुरुषानृतम् ॥ 9. 71.

*, But if the Dattaka be endued with excellent qualities, he iuherits the property with the son of the body, Thus :—

उपपन्नो गुणैः सर्व्वैः पुत्त्रो यस्य स दत्त्रिमः ।
स हरेतैव तद्रिक्थं सम्प्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः ॥

"Of the man who has adopted a son adorned with every virtue, that son shall take the heritage though fron a different family."

"The damsel, whose husband dies after troth verbally plighted but before consummation, his brother shall take for the purpose of begetting a son on her according to this rule."

"Having taken such a girl for the above purpose in due form of law, she being clad in a white robe and pure in her moral conduct, let him approach her once in due season, and until issue be had."

"Let no sensible man, who has once given his daughter to a suitor, give her again (in the event of his death before consummation), to another; for he who gives away his daughter, whom he had before given, incurs the guilt of stealing a girl."

We thus find that Manu prohibits the marriage of a betrothed girl on the death of the suitor to whom she had been plighted, directs the procreation of a son on her by his brother in due form of law, and, after the birth of such issue, enjoins the life-long observance of the rules of widowhood. According to his opinion, therefore, a betrothed girl is unmarriageable after the death of her suitor, and for the perpetuation of his line, she, having, by his brother given birth to a son, must continue a widow though her whole life.

But Vasishtha pronounces—

अद्भिर्वाचा च दत्तायां म्रियेताथो वरो यदि ।
न च मन्त्रोपनीता स्यात् कुमारी पितुरेव सा ॥
यावच्चेदाहृता कन्या मन्त्रैर्यदि न संस्कृता ।
अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथैव सा ॥ Ch. 17.

"The damsel, whose suitor happens to die after she had, been given to him by the sprinkling of water, or by troth verbally plighted, but before the utterance of the nuptial Texts, continues her father's."

"If a damsel has been given only by pledge of words without the consummation of the marital act by the utterance of

the nuptial Texts, she should be bestowed upon another in due form; her state of celibacy is not destroyed by mere verbal plight."

Thus Vasishtha, considering the virgin state of a betrothed girl unaffected by the death of the suitor before consummation, enjoins the bestowal of her to another in due form of law.

Observe now whether or not there is a broad contradiction between Manu and Vasishtha. Manu prohibits the marriage of a betrothed damsel after the death of the suitor before consummation, and directs her to bear a single son by her late suitor's brother, and then to continue a widow for life; while Vasishtha plainly enjoins her wedding under the same predicament. On turning to the custom now prevailing in our country, we see it founded on the ordinance of Vasishtha; that is, on the death of the suitor before consummation, a damsel is bestowed upon another according to the injunction of Vasishtha, but she is not, in conformity with the law of Manu, obliged to continue a widow for life.

When, therefore, on referring to practice we find, that in many particulars, Smritis opposed to Manu are everywhere respected and followed in the Kali-yuga, and when Parasara assigns the Dharmas propounded by Manu to be appropriate only to the Satya-yuga, the superiority of the authority of Manu, and the invalidity of Smritis opposed to him as declared by Vrihaspati, must necessarily be considered to allude to the Satya-yuga. Otherwise the Text of Vrihaspati, that Manu has compiled the spirit of the Vedas, and therefore Manu is pre-eminent, becomes incongruous:—Has Manu alone digested in his Sanhita the purport of the Vedas, and have Yajnavalkya and Parasara and the other Rishis failed to do so? Have they, in their respective

institutes, delivered their self-invented ordinances opposed to the Vedas? Certainly, it cannot be supposed that they knew not the Vedas, or that they did not propound, in their respective works, the spirit of the Vedas: the fact is, they have, in their respective Smritis, exhibited the scope of the Vedas in the same manner, as Manu has done in his own Sanhita.

If, then, what Vrihaspati has predicated of the institutes of Manu with a view to the establishment of his pre-eminence, can be equally predicated of the other institutes, how can the conclusion be rational that Manu is the supreme authority and the other Smriti writers are inferior to him. The same cause, which operates to render one work pre-eminent, must, while it exists in another, serve to render it equally excellent. In fact, when people regard all the Rishis equally wise and infallible, and when all of them have, in their respective works, propounded the spirit of the Vedas, all of them must, no doubt, be equally esteemed.

That we are to accord equal respect to all the Rishis is a conclusion arrived at not by myself alone; Madhavacharya, in his commentary on the Parasara Sanhita, comes to the same decision.

Thus—

अस्तु वा कथञ्चिन्मनुस्मृतेः प्रामाण्यं तथापि प्रकृतायाः पराशरस्मृतेः किमायातं तेन न हि मनोरिव पराशरस्य महिमानं कश्चिद्वेदः प्रख्यापयति तस्मात्तदीयस्मृतेर्दुर्निरूपं प्रामाण्यम्।

"Well; if the pre-eminence of the institutes of Manu be, in some such manner, established, what does it matter with reference to the Parasara Sanhita? Nowhere the Vedas chant the greatness of Parasara as of Manu. It would therefore be difficult to determine the authoritativeness of the institutes of Parasara."

Madhavacharya, having proposed this question, preceeds to solve it :

Thus—

न च पराशरमहिम्नोऽश्रौतत्वं यद्वोवाच व्यासः पराशर्य्य इति श्रुतौ पराशरपुत्त्रत्वमुपजीव्य व्यासस्य स्तुतत्वात्। यदा सर्व्वसम्प्रतिपन्नमहिम्नो वेदव्यासस्यापि स्तुतये पराशरपुत्त्रत्वमुपजीव्यते तदा किमुवक्तव्यमचिन्त्यमहिमा पराशर इति। तस्मात् पराशरोऽपि मनुसमान एव। एष एव न्यायो वशिष्ठात्रियाज्ञवल्क्यादिषु योजनीयः।

"It is not true that Parasara's greatness has not been chanted in the Vedas ; by the expression in the Vedas "Vyasa, the son of Parasara, has said," Vyasa has been extolled as the son of Parasara. The eminence of Vyasa is universally admitted ; when, therefore, he has been complimented in the Vedas for his being the son of Parasara, it needs no mention, that Parasara's greatness is beyond all question. Now, there remains no doubt, that Parasara is, equally illustrious with Manu. Similar reasoning should be applied to Vasishtha, Atri, Yajnavalkya, and others ; that is their greatness also being sung in the Vedas, they are as exalted as Manu."

It is therefore indubitably established, that when all the sage authors of the Sanhitas are acknowledged to be equally wise and infallible ; when all of them have, in their respective works, given an exposition of the spirit of the Vedas ; and when they are all eulogized in the Vedas ; all of them ought to receive from us an equal tribute of respect. The only distinction consists in this, that one special Text of Smriti obtains precedence in a particular Yuga : the institutes of Manu was the paramount authority in the Satya-yuga, those of Gotama in the Treta, those of Sankha and Likhita in the Dwapara, and those of Parasara is the cardinal Smriti in the Kali-yuga. Thus, the Smritis of Manu and Parasara being appropriate to two

different Yugas, there is no such relation between them that any contradiction could be possible.

From all that have been urged above, we come to the following conclusions—

The institutes of Manu and Parasara, being the leading Sastras of two different Yugas, can never be at variance with each other ; the superiority of Manu and the invalidity of Smritis opposed to him, as advanced by Vrihaspati, refer to the Satya-yuga ; in the Kali-yuga, the Smritis, which are even at variance with Manu, are received as authorities. Hence, there can be no objection to the validity of the marriage of widows in the Kali-yuga as ordained by Parasara, even though it were opposed to the institutes of Manu.

Let us now inquire whether the nuptial ordinace of Parasara, in respect of widows and other women, is at all at variance with Manu or other Smritis.

Manu says—

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया ।
उत्पादयेत् पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ 9. 175.

"If a woman, after becoming a widow, or being divorced by her husband, marries again, the son born of her of this marriage is called a Paunarbhava."

Vishnu says—

अक्षता भूयः संस्कृता पुनर्भूः । Ch. 15.

"She, who continues a virgin and undergoes the ceremony of marriage for a second time, is called a Punarbhu."

Yajnavalkya declares—

अक्षता च क्षता चैव पुनर्भूः संस्कृता पुनः । 1. 67.

"She, who continues a virgin or otherwise, is called a Pu-

narbhu, if she undergoes the ceremony of marriage for a second time."

Vasishtha pronounces—

या च क्लीबं पतितमुन्मत्तं वा पतिमुत्सृज्य अन्यं पतिं विन्दते मृते वा सा पुनर्भूर्भवति। Ch. 17.

"She, who having forsaken her lord for his impotence, degradation, or insanity, or on his death, takes another husband, is called a Punarbhu."

Thus, it appears, that Manu, Vishnu, Yajnavalkya, and Vasishtha, have admitted the remarriage of a woman, on the degradation, impotence, insanity, or the death, of her husband.

Some of the oppositionists have asserted that Manu and other Lawgivers, in making mention of the Paunarbhava (son born in the second wedlock of women), did not mean to legalize them, but only wanted to give a designation to such sons, should they happen to be born. This assumption, however, is gratuitous. No authorities warrant such a conclusion. For, those authors, who have declared the law with respect to sons, have one and all, regarded the Paunarbhava as a legal son.

Manu, after having defined the son of the body and the rest of the twelve kinds of sons, concludes with saying,

क्षेत्रजादीन् सुतानेतानेकादश यथोदितान्।
पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः॥ 9. 80.

"These eleven kinds of sons, the son of the wife and the rest as enumerated, are allowed by Rishis to be substitutes, in order, for a son of the body, for the sake of preventing the failure of obsequies."

And,

श्रेयसः श्रेयसोऽभावे पापीयान्रिक्थमर्हति। 9. 185.

"On failure of the superior classes of sons, in succession, let the inferior in order take the heritage."

Yajnavalkya, also, after describing the son of the body and the other kinds of sons, says,

पिण्डदोऽंशहरश्चैषां पूर्व्वाभावे परः परः । 2. 102.

"Among these twelve kinds of sons, when there is a failure of those named first, they, who are named next in order, become the heir and the offerer of the funeral cake."

Thus, when Manu and Yajnavalkya have declared the Paunarbhava to have a legal right to the heritage and to the performance of the Sraddha, the assertion of such son's being illegal should be utterly disregarded.

When, therefore, Manu, Yajnavalkya, Vishnu, and Vasishtha, admit the remarriage of women under certain contingencies, the conclusion that the marriage of widows is against the opinion of Manu and other Smriti writers must be quite unfounded. It would seem that this conclusion has been advanced by persons, who have not thoroughly studied Manu and other Jurists. It would be uncharitable to suppose, that with a full knowledge of the subject they have brought forward such an unfounded and a false statement.

The fact is, that the marriage of widows is not contrary to the opinion of Manu and other Jurists. The only thing to be marked is, that they designated the remarried females Punarbhus, and the sons, born in such second wedlock, Paunarbhavas : while, according to Parasara, such females and such sons are not to bear those designations in the Kali-yuga. This much is the extent of the difference of opinion between Parasara and the other Smriti writers. Had Parasara intended to continue those designations in the Kali-yuga, he would certainly have assigned the term

Punarbhu to such females and reckoned the Paunarbhava in his enumeration of the several kinds of sons. That, in the Kali-Yuga, such females are not to be called Punarbhus and such sons, instead of being designated Paunarbhavas, are to be reckoned sons of the body, is borne out by the prevailing practice. Mark, if after troth verbally plighted, the suitor happens to die, or the match is broken by some cause or other, before consummation of the marital rite, the marriage of the damsel takes place with another person. In the preceding ages, such females were called Punarbhus and their issues Paunarbhavas.

Thus—

सप्त पौनर्भवाः कन्या वर्जनीयाः कुलाधमाः ।
वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतकौतुकमङ्गला ।
उदकस्पर्शिता या च या च पाणिगृहीतिका ।
अग्निं परिगता या च पुनर्भूप्रभवा च या ।
इत्येताः काश्यपेनोक्ता दहन्ति कुलमग्निवत् ॥

"Seven Punarbhu (remarried) damsels, who are the despised of their families, are to be shunned ; the Vagdatta, she who has been plighted by word of troth ; the Manodatta, she whom one has disposed of in his mind ; the Krita-kautuka-mangala, she on whose hand the nuptial string has been tied ; the Udaka-sparsita, she who has been given away by the sprinkling of water ; the Panigrihita, she in respect of whom the ceremony of taking the hand has been performed ; Agnim-parigata, she in respect of whom the marriage ceremonies have been completed ; and the Punarbhu-prabhava, she who is born of a Punarbhu : these seven kinds of damsels described by Kasyapa, when married, consume like fire the family of their husbands."

Now-a-days the marriage of four kinds of Punarbhus, out of the seven enumerated above, namely the Vagdatta, the Manodatta, the Krita-kautuka-mangala, and the Punar-

bhu-prabhava, has become current. Such females have no distinctive appellation, and are regarded, in all respects, equal to the wives married for the first time, though in former Yugas they were designated Punarbhus, and the sons born of them, instead of being called Paunarbhavas, are to all intents and purposes, considered the same as the sons of the body. They offer funeral cakes to their parents, succeed to their estate, and perform all other stated duties just like sons of the body; never, even by mistake, are they called Paunarbhavas.

It should now be observed, that, as the marriage of four, out of the seven kinds of Punarbhus of byegone ages, is now current, and they are deemed as reputable as women married for the first time, bearing even no distinctive appellation, and their issues undistinguished from the Aurasa putra (son of the body); if the second wedding of the remaining three Punarbhus were to come in vogue, by parity of reasoning, there would be no bar to their being regarded in the same light as wives married for the first time, and their sons being acknowledged as Aurasa putras (sons of the body).

Hence, then, as Parasara accords to the Punarbhu of the former ages the same right which is assigned to a once married woman, and to the Paunarbhavas of the past Yugas the same claims which are inherent in the Aurasa putra (son of the body), and as the prevailing custom upholds this opinion as regards the four kinds of Punarbhus and Paunarbhavas of the prior Yugas, there can be no doubt that remarried widows and their issue, though they might have been named Punarbhus and Paunarbhavas in the former Yugas, would now, in the Kali-yuga, be undistinguished from the first married wives and Aurasa putras (sons of the body) respectively.

The conclusion that sons of remarried widows are to be regarded as Aurasa putras (sons of the body) in the Kali-yuga, is also fully supported by the authority of the

Mahabharata wherein it is related, that there was a king of the Nagas, named Airavata, who married his widowed daughter to Arjuna, and the son born unto her by Arjuna, named Iravan, was reckoned as the Aurasa putra (son of the body) of Arjuna.

अर्जुनस्यात्मजः श्रीमानिरावान्नाम वीर्यवान् ।
सुतायां नागराजस्य जातः पार्थेन धीमता ॥
ऐरावतेन सा दत्ता ह्यनपत्या महात्मना ।
पत्यौ हते सुपर्णेन कृपणा दीनचेतना ॥ *

"By Arjuna was begotten on the daughter of the king of the Nagas, a handsome and powerful son named Iravan : when her husband was killed by Suparna, Airavata, the magnanimous king of the Nagas, gave that dejected sorrowstricken childless daughter in marriage to Arjuna, the third Pandava."

अजानन्नर्जुनश्चापि निहतं पुत्रमौरसम् ।
जघान समरे शूरान् राज्ञस्तान् भीष्मरक्षिणः ॥

"Arjuna, not knowing this his Aurasa putra (son of the body) to have been killed, continued smiting the mighty kings who defended Bhishma."

Thus it appears that with the setting in of the Kali-yuga, † the Paunarbhava of the former Yugas, began to be reckoned and accepted as Aurasa putra (the son of the body).

We should now examine the spirit and real import of

* Bhishma Parva. Ch. 91.

† शतेषु षट्सु सार्द्धेषु त्र्यधिकेषु च भूतले ।
कलेर्गतेषु वर्षाणामभवन् कुरुपाण्डवाः ॥

† Six hundred and fifty three years after the Kali-yuga had commenced, the Kurus and Pandavas flourished. —Rajatarangini by Kalhana, Taranga 1.

the Texts quoted by the oppositionists from Manu with the view of shewing that his opinion is adverse to the marriage of widows. The following half of one of the Texts of Manu has been cited by them to gain their object.

न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद्भर्त्तोपदिश्यते । 5. 162.

"And a stranger has not, in respect of a virtuous woman, been ever called her husband in any Sastras."

But when its meaning and the purport of the context is considered, my adversaries will fail to attain their end.

Thus—

मृते भर्त्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्य्ये व्यवस्थिता ।
स्वर्गं गच्छत्यपुत्त्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ 5.160.
अपत्यलोभाद्या तु स्त्री भर्त्तारमतिवर्त्तते ।
सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाच्च हीयते ॥ 5. 161.
नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे ।
न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद्भर्त्तोपदिश्यते ॥ 5. 162.

"That virtuous woman, who after the decease of her husband, observes the Brahmacharya, ascends to heaven though she have no child ; like those Brahmacharis (abstemious men) who had no issue."

"That woman, who from a wish to bear children prostitutes herself, incurs opprobrium, and shall be excluded from the seat of her husband (in another world)."

"Issue begotten on a woman by a stranger, is no progeny of hers, and the child begotten on the wife of another man is no offspring of the begetter ; and a stranger has not, in respect of a virtuous woman, been ever called her husband in any Sastras."

Vasishtha says—

अनन्ताः पुत्त्रिणां लोकाः नापुत्त्रस्य लोकोऽस्तीति श्रूयते । Ch. 17.

"Men having sons enjoy heaven to eternity; it is declared in the Vedas, that heaven is not decreed for him, who has no son.'

If a childless widow, keeping this authority in view, fears her exclusion from heaven and, longing to gain it, receives the embraces of a stranger with the view of bearing a son, she brings disgrace upon herself and finds no place in heaven; for issue illegally begotten by a stranger, is not to be reckoned her rightful child. If it be questioned, why not regard the begetter as her husband, Manu answers, no, "such a stranger has not, in respect of a virtuous woman, been ever called her husband in any Sastras; that is, he, whom a woman, solely guided by her will, and in the hope of heaven, illegally betakes herself to, with the view of having a son procreated on her, can, according to no Sastras, be regarded her husband. Since, all the Sastras have applied the term husband to that man only, with whom a woman has been married in due form established by law.

The proper import, therefore, of half the Text, quoted by the replicants, is, that if a widow, yearning for a son in the hope of heaven, *prostitutes* herself by receiving the embraces of a stranger, that stranger cannot be called her *husband*; otherwise, if it imply, that a woman can have no *scond husband* even though she *marry* him in due legal form, it would jar with the injunction of Manu himself in respect of the Paunarbhavas, whom he allows to offer funeral cakes to their parents and succeed to their property.

The replicants have made a second attempt to establish the discordance of the marriage of widows with Manu, by accepting an absolutely verbal import of another half of a Text of Manu, without examining its bearing with the context.

Thus—

न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ।

"In the nuptial ordinances there is no mention of the remarriage of widows."

But they have failed to see that if this Text were to be considered positively prohibitory of the marriage of widows, it would be at variance with Manu's own legalization of Paunarbhava. The half of the Text, cited above, taken by itslf, may somehow be construed in the spirit in which they have interpreted it; but when viewed in its relation with the context and the end and scope of the author, this interpretation can never be maintained.

Thus—

देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया ।
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ 9. 59.
विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि ।
एकमुत्पादयेत् पुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन ॥ 9. 60.
द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्त्रीषु तद्विदः ।
अनिर्वृत्तं नियोगार्थं पश्यन्तो धर्मतस्तयोः ॥ 9. 61.
विधवायां नियोगार्थे निर्वृत्ते तु यथाविधि ।
गुरुवच्च स्नुषावच्च वर्त्तेयातां परस्परम् ॥ 9. 62.
नियुक्तौ यौ विधिं हित्वा वर्त्तेयातान्तु कामतः ।
तावुभौ पतितौ स्यातां स्नुषागगुरुतल्पगौ ॥ 9. 63.
नान्यस्मिन् विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः ।
अन्यस्मिन् हि नियुञ्जाना धर्मं हन्युः सनातनम् ॥ 9. 64.
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित् ।
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ 9. 65.
अयं द्विजैर्हि विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः ।
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेणे राज्यं प्रशासति ॥ 9. 66.

स महीमखिलां भुञ्जन् राजर्षिप्रवरः पुरा ।
वर्णानां सङ्करं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ 9. 67.
ततः प्रभृति यो मोहात् प्रमीतपतिकां स्त्रियम् ।
नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगर्हन्ति साधवः ॥ 9. 68.

"On failure of issue, a wife, duly authorized, may have the desired son begotten on her by the husband's brother or by some other kinsman."

"Sprinkled with clarified butter and silent, in the night, let the man thus appointed beget one son, but a second by no means, on that widow."

"Some sages, versed in the rules of appointment, thinking that the legal object of the appointment may not be answered, by the birth of a single son, enjoin the procreation of a second son on the widow."

"The object of the appointment having, in respect of the widow, been legally accomplished, they both (the widow and the man appointed) are to live like a daughter-in-law and a father-in-law."

"They two, who being appointed for the above purpose, deviate from the strict rule and act from carnal desire, shall be degraded and deemed, the one as having defiled the bed of his daughter-in-law, and the other as having criminally lived with her father-in-law."

"By men of twice-born classes no widow must be authorized to conceive by a stranger; by such an authorization to conceive by a stranger, chastity is ruined."

"Nowhere in the nuptial Text, has Niyoga (appointment) been mentioned, and in marital ordinances, the Vedana (acceptance for the purpose of procreating) of a widow is not alluded to."

"This practice, fit only for cattle, is reprehended by the learned twice-born; it is said to have been the custom even amongst men, while Vena had sovereign power."

"That great monarch, having grasped the whole earth, and

having lost sense through lust, gave rise to the Varna-sankara (mixed classes)."

"Since that time, the virtuous condemn that man who, through delusion of mind, appoints a widow to have a son procreated on her."

Now, on duly considering these Texts, would it appear that they treat of the marriage of widows or of Kshetraja putras (sons born on the wife by another)? The first Text introduces and the last concludes the subject of Kshetraja putra. When, therefore, the proem and the sequel relate to injunctions and prohibitions respecting the Kshetraja putra and all the intermediate Texts allude to the same subject, there can be no doubt that this section treats of the procreation of a son on another's wife. As regards the Text (included in the above cited ones), on the strength of which the oppositionists urge that the marriage of widows is against the opinion of Manu, I have to say that, as in the first half of it the word Niyoga has been used, which clearly and indisputably signifies direction for the procreation of a son on another's wife, the ambiguous term Vedana in the second half must also be taken, regard being had to the context, in the sense of acceptance of another's wife for the procreation of a son. The verbal radix Vid (to accept), from which the word Vedana is derived, means to *accept* the hand of a woman, either in marriage or for the purpose of procreating on her a Kshetraja son ; Vedana, therefore, signifies marriage or taking for the above purpose, according as it is used in a passage relating to nuptial matters or to the practice of Niyoga or appointment.

Thus—

न सगोत्रां न समानप्रवरां भार्य्यां विन्देत । *

* Vishnu Sanhita. Ch. XXIV.

"A damsel of the same kin *Na vindeta*, that is, one should not take as a wife."

Here, the passage relates to nuptial matters, and the derivative Vindeta from the verb Vid necessarily signifies taking the hand in marriage.

Again—

यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः ।
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥
यथाविध्यधिगम्यैनां शुक्लवस्त्रां शुचिव्रताम् ।
मिथो भजेदाप्रसवात् सकृत् सकृदृतावृतौ ॥

"The damsel, whose suitor dies after troth verbally plighted, but before consummation, his brother, according to this rule, *Vindeta*, that is, shall take for the purpose of begetting a son on her."

"Having taken in due form such a girl, bearing all the marks of widowhood, for the above purpose, let him approach her once in due season and until issue be had."

Here the Texts obviously treat of Niyoga or direction for the procreation of a son on another's wife : hence, the verb Vid, through its derivative Vindeta, is accepted in the sense of taking for the procreation of a son, &c. It is conclusive, therefore, that, in the following Text—

न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ।

"In the matrimonial ordinances the Vedana of a woman is not alluded to."

The word Vedana, derived from the verb Vid, being used in the passage relating to Niyoga, must necessarily mean acceptance for the procreation of a son ; otherwise, all sense and consistency would be destroyed. The two interpretations of the Text in question are here placed in juxta position,

to enable the reader to judge of their respective correctness and appositeness.

"Nowhere in the nuptial Mantras (specific Texts) has Niyoga (direction for the procreation of a son, &c.,) been mentioned, nor in the matrimonial ordinances *has the taking of a widow for the procreation of a son on her been alluded to.*"

"Nowhere in the nuptial Mantras (specific Texts) has Niyoga (direction for the procreation of a son, &c.,) been mentioned, nor in the matrimonial ordinances, *has the marriage of a widow been alluded* to."

Manu, in this passage, wishes to interdict Niyoga Dharma (practice of appointment), and, therefore, distinctly prohibits it by saying that among all the Mantras (specific Texts) relating to marriage, there are none, which make mention of Niyoga, nor is there in the injunction relating to marriage any allusion to Vedana, (accepting of a woman for the purpose of procreating a child on her) : that is, as Niyoga (direction for &c.,) is a means for the generation of progeny, and as the great object of marriage is the begetting of a son, Manu reckons Niyoga and Vedana as a sort of marriage, and from the circumstance of their not being mentioned in the nuptial Mantras or marital ordinances, concludes Niyoga to be illegal. It is hard to conceive that having, in the first half of a Text in the section on Niyoga, prohibited the procreation of a Kshetraja son, he would, in the second half of it, introduce the irrelevant and impertinent prohibition of the marriage of widows. It is quite in keeping with the section on Niyoga to say, that the Niyoga Dharma is not mentioned in the nuptial mantras, but it does not accord with the spirit of that section to say, that the marriage of widows is not alluded to, in the marital ordinances. Why would the question of the marriage of widows be suddenly started, while the author is

discussing the Niyôga Dharma? In fact, in the Text in question, the term Vedana has been used and not the term Vivaha (marriage). The Vedana has the double import of taking the hand in marriage and acceptance for the procreation of a child according to the Niyoga Dharma. Here it unquestionably means, from the context, accepting a woman for the procreation of a child on her. They, who attempt to make it here signify formal marriage and thereby to establish the prohibition of the marriage of widows, betray only their ignorance of the spirit of the passage.

That this section treats of Niyoga only, and not the marriage of widows, would be further corroborated by what Vrihaspati, the preceptor of the gods, has said in reference to these Texts of Manu.

Thus—

उक्तो नियोगो मनुना निषिद्धः स्वयमेव तु ।
युगह्रासादशक्योऽयं कर्त्तुमन्यैर्विधानतः ॥
तपोज्ञानसमायुक्ताः कृतत्रेतादिके नराः ।
द्वापरे च कलौ नृणां शक्तिहानिर्हि निर्मिता ॥
अनेकधा कृताः पुत्रा ऋषिभिर्यैः पुरातनैः ।
न शक्यास्तेऽधुना कर्त्तुं शक्तिहीनैरिदन्तनैः ॥ *

"Manu himself has enjoined Niyoga (direction for &c.) and has himself interdicted it. Human power decreasing according to the Yugas, people are not able strictly to follow the Niyoga rules; men in the Satya, Treta, and Dwapara Yugas were given to devotion and austerities and blessed with higher intellectual power, but in the Kali-yuga, the human race has degenerated ; the various kinds of sons which were created by the sages of old, cannot now be created by the weak mortals of the present age."

That is, in the section on Niyoga, Manu has, in the

* Quoted by Kulluka Bhatta.

first five Texts, clearly ordained the Niyoga, while in the remaining five, he has as clearly interdicted it. It would be certainly absurd for the same person enjoining and prohibiting the same thing in the same breath. The auspicious Vrihaspati has solved this difficulty, by declaring that Manu intended to refer the injunction for Niyoga to the Satya, Treta, and Dwapara Yugas, and its prohibition to the Kali-yuga: hence it appears undeniable, from Vrihaspati's exposition of the section on Niyoga in the institutes of Manu, that it treats only of that subject.

It should also be observed here, that the institutes of Narada are a portion of the institutes of Manu. Narada having abridged the larger work of Manu, his compilation has been styled the Narada Sanhita, just as the work, which now passes under the name of Manu Sanhita, is sometimes called the Bhrigu Sanhita, because, it has been compiled by Bhrigu. We find in the beginning of the Narada Sanhita the following passage.

भगवान् मनुः प्रजापतिः सर्व्वभूतानुग्रहार्थमाचारस्थितिहेतुभूतं शास्त्रं चकार। तदेतत् श्लोकशतसहस्रमासीत्। तेनाध्यायसहस्रेण मनुः प्रजापतिरुपनिबध्य देवर्षये नारदाय प्रायच्छत्। स च तस्मादधीत्यमहत्त्वान्नायं ग्रन्थः सुकरो मनुष्याणां धारयितुमिति द्वादशभिः सहस्रैः संचिक्षेप तच्च सुमतये भार्गवाय प्रायच्छत्। स च तस्मादधीत्य तथैवायुर्ह्रासादल्पीयसी मनुष्याणां शक्तिरिति ज्ञात्वा चतुर्भिः सहस्रैः संचिक्षेप। तदेतत् सुमतिकृतं मनुष्या अधीयते। विस्तरेण शतसाहस्रं देवगन्धर्व्वादयः। यत्रायमाद्यः श्लोको भवति

आसीदिदं तमोभूतं न प्राज्ञायत किञ्चन।
ततः स्वयम्भूर्भगवान् प्रादुरासीच्चतुर्मुखः॥

इत्येवमधिकृत्य क्रमात् प्रकरणात् प्रकरणमनुक्रान्तम्। तत्र तु नवमं प्रकरणं व्यवहारो नाम यस्येमां देवर्षिर्नारदः सूत्रस्थानीयां मातृकां चकार।

"The auspicious Manu has prepared his Sastra as a means for preserving the purity of the Acharas (practices) of mortals. Manu having written that work in a hundred thousand couplets, arranged in a thousand chapters, delivered the work to Narada, the divine sage, who studied it under Manu himself, and thinking it difficult for men to be edified in the Sastra, comprised in a work of so great a magnitude, abridged it into twelve thousand verses, in order to render it easy of acquisition. The Epitome he gave to a descendant of Bhrigu, named Sumati, who having received instructions in it from him, and observing the decrease of human power owing to the diminution of the period of human life, further reduced it into four thousand verses. Mortals read only this abridgment by Sumati, while Devas (gods) and gandharvas (heavenly choristers) study the primary great work consisting of hundred thousand verses, which commences with the following couplet. 'This universe was involved in darkness, nothing was perceptible : then appeared the auspicious and quadruvisaged Brahma the uncreated Being.' After this commencement, the various sections follow each other in regular succession ; among them the ninth is on the adminstration of justice ; thus the divine Narada has introduced the subject."

It is msnifest, therefore, that the institutes of Narada are but the essence of the larger edition of the institutes of Manu, Narada having epitomized the great work of Manu, comprised in a hundred thousand couplets. Now, as has been shown elsewhere, that in Narada's abridgment of the institutes of Manu, there is an injunction for the remarriage of women under five predicaments, namely, when tidings are not received of a husband and the like, such an injunction is to be considerd not only as delivered by Parasara but also by Manu himself ; for this reason, in Madhavacharya's commentary on Parasara, the Text beginning with "On receiving no tidings of a husband &c." has been quoted as the Text of Manu."

Thus—

मनुरपि

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ ।
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥

Manu also has said,

"On receiving no tidings of a husband, on his demise, on his turning an ascetic, on his being found impotent, or on his degradation, under any one of these five calamities, it is canonical for women to take another husband."

We are thus warranted in concluding that the marriage of widows, instead of being opposed to, is perfectly in accordance with, the opinion of Manu, and when Parasara cites the above Text of Manu verbatim and literatim, it is a vain attempt to prove that the marriage of widows is against the law of Manu.

CHAPTER IV.

THE MARITAL TEXT OF PARASARA IS NOT OPPOSED TO THE VEDAS.

Some of the replicants have attempted to prove, that the injunction of Parasara for the remarriage of females is contrary to the spirit of the Vedas. Their object in so doing is, that as the Vedas are the paramount authority in this country, the ordinance of Parasara, if opposed to them, cannot be accepted as a rule of conduct, inasmuch as it has been settled by Vedavyasa, that

श्रुतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते ।
तत्र श्रौतं प्रमाणन्तु तयोर्द्वैधे स्मृतिर्वरा ॥

"Where variance is observed between the Veda, the Smriti, and

the Purana, there the Veda is the supreme authority ; where the Smriti and purana contradict each other, Smriti is the supreme authority."

The following is the Vaidic Text cited by the oppositionists :

यदेकस्मिन् यूपे द्वे रशने परिव्ययति तस्मादेको द्वे जाये विन्देत।
यन्नैकां रशनां द्वयोर्यूपयोः परिव्ययति तस्मान्नैका द्वौ पती विन्देत॥

"As round a single Yupa (sacrificial post) two tethers can be tied, so a man can marry two wives. As one tether cannot be tied round two Yupas, so a woman cannot marry two husbands."

Their assumption, that the marriage of widows is an anti-vaidic doctrine, rests on this Text alone. My adversaries, on meeting with the passage "a woman cannot marry two husbands," have jumped to the conclusion that the marriage of widows is opposed to the Vedas. This is not, however, the real purport of this Text of the Vedas. The meaning of the above cited passage is, that as round a single Yupa two tethers can *at the same time* be fastened, so one man can *at the same time* have two wives ; and as one tether cannot *at the same time* be tied round two Yupas, so one woman cannot *at the same time* have two husbands ; not that, on the death of the first husband, she cannot have a second. The interpretation is not merely the result of my individual cogitation ; it is corroborated by a Text of the Vedas themselves, quoted by Nilakantha, one of the Commentators of the Mahabhārata, and by his exposition of that Text.

Text—

नैकस्या बहवः सह पतयः। *

"A woman cannot have many husbands *together*."

* This Text has also been quoted by Madhāvacharya in his commentary on the Parasara Sanhita.

Commentary—

सहेति युगपद्बहुपतित्वनिषेधो विहितो न तु समयभेदेन। *

"The word Saha (*together*) in this Vaidic Test means that a woman is prohibited from having many husbands *at the same time*, but her having many husbands *at different times* is not reprehensible."

Thus, the attempt of my adversaries to prove the marriage of widows as opposed to the Vedas has failed. They ought to have considered that the Rishis, who are admitted to have compiled in their Sanhitas the spirit of the Vedas, would never have permitted such marriage, nor could the practice have prevailed in ancient times, had it been interdicted in the Vedas.

CHAPTER VIII.

RESTRICTIONS OF DIRGHATAMA ARE NOT PROHIBITORY OF THE MARRIAGE OF WIDOWS.

Some of the replicants have asserted upon the authority of the following Text, quoted from the Adi Parva of the Mahahharata, that a woman should have only one husband in this world :

दीर्घतमा उवाच।

अद्यप्रभृति मर्य्यादा मया लोके प्रतिष्ठिता।
एक एव पतिर्नार्य्या यावज्जीवं परायणम्॥
मृते जीवति वा तस्मिन्नापरं प्राप्नुयान्नरम्।
अभिगम्य परं नारी पतिष्यति न संशयः॥

* Adi Parva, Ch.195.

They have interpreted the Text thus.—"Dirghatama says: that a woman shall adhere to *one* husband only during her life. Neither after his death nor during his lifetime, shall she have intercourse with another man. If she have such intercourse, she shall surely be degraded." If this interpretation were correct, their objection to the marriage of widows would certainly be valid. But the Text has a different signification altogether. It means that a woman should adhere to her husband *alone* as long as she lives; neither after his death nor during his lifetime, shall she have intercourse with another man &c. The passage appears to have reference to criminal connection which was prevalent in early ages, and not to marriage.

That adultery did prevail in early ages, is observed in another part of the Mahabharata.

Thus—

ऋतावृतौ राजपुत्त्रि स्त्रिया भर्त्ता पतिव्रते ।
नातिवर्त्तव्य इत्येवं धर्म्मं धर्म्मविदो विदुः ॥
शेषेष्वन्येषु कालेषु स्वातन्त्र्यं स्त्री किलार्हति ।
धर्म्ममेवं जनाः सन्तः पुराणं परिचक्षते ॥ *

Pandu Says to Kunti "O Chaste Princess! persons learned in religion admit it to be the religious duty of women not to neglect their husbands during the menses: at other times, women may gratify their own inclinations, and pious men have sung of this ancient Dharma (practice)."

That is, during the menses, women, for the sake of the genuineness of the offspring, should attend their husbands only, and not have intercourse with other men; but at other times, they might live with other men. This practice was sanctioned in early ages by pious men. Dirghatama

* Mahabharata, Adi Parva, Ch. 122.

issues his injunction to put a stop to this long prevailing practice of women indulging themselves according to their inclinations, and his prohibition of intercourse with other men evidently refers to *adultery*, not to *second marriage* contracted agreeably to the Sastran. The same will appear from the context :

पुत्त्रलाभाच्च सा पत्नी न तुतोष पतिं तदा ।
प्रद्विषन्तीं पतिर्भार्य्यां किं मां द्वेक्षीति चाब्रवीत् ॥

प्रद्वेष्युवाच ।

भार्य्याया भरणाद्भर्त्ता पालनाच्च पतिः स्मृतः ।
अहं त्वां भरणं कृत्वा जात्यन्धं ससुतं सदा ।
नित्यकालं श्रमेणार्त्ता न भरेयं महातपः ॥
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा ऋषिः कोपसमन्वितः ।
प्रत्युवाच ततः पत्नीं प्रद्वेषीं ससुतां तदा ।
नीयतां क्षत्त्रियकुलं धनार्थश्च भविष्यति ॥

प्रद्वेष्युवाच ।

त्वया दत्तं धनं विप्र नेच्छेयं दुःखकारणम् ।
यथेष्टं कुरु विप्रेन्द्र न भरेयं यथा पुरा ॥

दीर्घतमा उवाच ।

अद्यप्रभृति मर्य्यादा मया लोके प्रतिष्ठिता ।
एक एव पतिर्नार्य्या यावज्जीवं परायणम् ॥
मृते जीवति वा तस्मिन्नापरं प्राप्नुयान्नरम् ।
अभिगम्य परं नारी पतिष्यति न संशयः ॥
अपतीनान्तु नारीणामद्यप्रभृति पातकम् ।
यद्यस्ति चेद्धनं सर्व्वं वृथाभोगा भवन्तु ताः ।
अकीर्त्तिः परिवादाश्च नित्यं तासां भवन्तु वै ॥
इति तद्वचनं श्रुत्वा ब्राह्मणी भृशकोपिता ।
गङ्गायां नीयतामेष पुत्त्रा इत्येवमब्रवीत् ॥

लोभमोहाभिभूतास्ते पुत्राश्च गौतमादयः ।
बद्धोडुपे परिक्षिप्य गङ्गायां समवासृजन् ॥
कस्मादन्धश्च वृद्धश्च भर्त्तव्योऽयमिति स्म ह ।
चिन्तयित्वा ततः क्रूराः प्रतिजग्मुरथो गृहान् ॥

"Dirghatama's wife, who had already offspring, no longer gratifying him, Dirghatama asked her the reason why she slighted him. She replied 'a husband maintains his wife and is therefore called Bharta, (supporter). He takes care of her and is therefore called her pati (lord) ; but you are born blind, and I have been alwyas put to as much trouble as possible to support you and your children. I will do so no more.' Hearing this from his wife, the Rishi, full of anger, asked his wife and children to take him to the king whereby they would gain wealth. His wife rejoined ; 'I do not want wealth acquired by you ; you can do what you like ; I will no longer maintain you.' Dirghatama said, 'from this day I ordain for this world, that a woman shall adhere to her husband alone as long as she lives. Neither after his death nor during his lifetime, shall she have intercourse with another man. She who does so shall be surely degraded. From this day, women, neglecting their husbands and having intercourse with other men, shall be sinful, shall not be able to enjoy riches if they are possesed of any, and shall always be infamous.' Dirghatama's wife, hearing this, asked her sons to throw him into the Ganges. Gotama and other sons, blinded by avarice, and thinking it useless to support a blind and an old father, tied him to a float and left him floating on the river."

It is evident from the above, that Dirghatama resenting his wife's refusal to support him any longer, enjoined that a woman shall adhere to her husband alone, and that women neglecting their husbands shall be sinful. Seeing himself slighted by his wife, he imagined she was thinking of abandoning him, to have intercourse with another man ; and being wrathful at this, he issued his injunction to put

a stop to the long prevailing practice of women indulging themselves according to their inclinations. This practice was regarded as a Dharma by pious men in early ages, and they imputed no guilt to it. Consequently, Dirghatama's wife would not have been culpable or sinful by adopting it; and hence Dirghatama ordained, that a woman committing adultery shall be degraded and culpable. If Dirghatama's injunction be interpreted to imply that a woman shall not have intercourse with another man or marry him under any circumstances, even in accordance to the injunctions of Sastras, how could Dirghatama himself immediately after procreate a Kshetraja son on Sudeshna the queen of King Vali.

सोऽनुस्रोतस्तदा विप्रः प्लवमानो यदृच्छया ।
जगाम सुबहून् देशानन्धस्तेनोडुपेन ह ॥
तन्तु राजा वलिर्नाम सर्व्वधर्म्मविदां वरः ।
अपश्यन्मज्जनगतः स्रोतसाभ्याशमागतम् ॥
अथाह चैनं धर्म्मात्मा वलिः सत्यपराक्रमः ।
ज्ञात्वैवं स च वव्रेऽथ पुत्रार्थं भरतर्षभ ॥
सन्तानार्थं महाभाग भार्य्यासु मम मानद ।
पुत्रान् धर्म्मार्थकुशलानुत्पादयितुमर्हसि ॥
एवमुक्तः स तेजस्वी तं तथेत्युक्तवानृषिः ।
तस्मै स राजा स्वां भार्य्यां सुदेष्णां प्राहिणोत्तदा ॥

"The blind Brahmana, floating at random in the stream, passed through many countries. King Vali, superior to all in the knowledge of religion, was bathing in the Ganges, when he saw the old Brahmana floating close to him on the stream. The King immediately seized him, and learning all the particulars, requested him to procreate a virtuous and able son on his queen. Dirghatama accepted the offer, and the king sent Sudeshna to him."

Hence, if Dirghatama's injunction had condemned as

sinful a woman's intercourse with another man than the husband, even according to the rules prescribed by the Sastras, he himself would not have agreed to violate his own injunction, by undertaking to procreate a son on the queen of king Vali. He would have certainly prevented the king from giving his queen to another man for the procreation of a son. Again, in another part of the Mahabharata, it will be found that Arjuna married the widowed daughter of the Naga-raja Airavata. If Dirghatama's injunction had been prohibitory of the marriage of widows, then Naga-raja Airavata, after the issuing of the injunction, would not have offered his widowed daughter in marriage, and Arjuna also would not have married the widow. In fact, the procreation of sons by another man, and remarriage after the death of the husband, are consonant to the Sastras; and Dirghatama's condemnation of the long prevailing practice of adultery, not sanctioned by Sastras, cannot interfere with these. Hence, it is evident that Dirghatama has prescribed his rule only to prohibit the long existing evil practice of adultery.

Let us examine the passage in another way. Even admitting that it has reference to the remarriage of women, it cannot by any means be said to support the oppositionists in their assertion that the injunction of Dirghatama is prohibitory of such marriage. For, as the Text does not mention any particular Yuga, it is to be considered as a general rule applicable to all the Yugas. The Text of Parasara applies, as has already been stated, to the Kali-yuga only, and is therefore a special rule on the subject. As in cases where there are both general and special rules, the latter always supercede the former, so in the present instance, Parasara's rule must supercede that of Dirghatama. Should Dirghatama's rule be admitted to apply to the Kali-yuga only, even then, it cannot be understood to prohib-

it the remarriage of women altogether. For, this rule enjoins general prohibition, while Parasara makes five exceptions in which remarriage is allowable. The special rule must supercede the general one.

CHAPTER X.

THE PARASARA SANHITA TEACHES THE DHARMAS OF THE KALI-YUGA ALONE AND NOT OF OTHER YUGAS.

Some have raised an objection, that it is not only the Dharmas of the Kali-yuga that have been set down in the Parasara Sanhita, but the Dharmas of the other Yugas have been set down also. The purport of this objection seems to be, that if it is proved that the Dharmas of the other Yugas, besides those of the Kali, had been declared in the Parasara Sanhita, then the rule, which Parasara has laid down for the marriage of widows and other wedded women, would apply to those Yugas and not to Kali ; and thus the marriage of widows would not be consonant to the Sastras in the Kali-yuga. In the Parasara Sanhita, the sacrifice of the horse ; the eating of the rice of a Dasa, Napita, Gopala, and some others of the Sudra caste ; the shortening of the period of Asaucha (impurity) of a twice-born in case he is a student of the Vedas &c., are enjoined. The opponents, supposing these to be the Dharmas of Satya, Treta, and Dwapara, and not of Kali, have raised the objection under review. But, from what has been proved before, it is clear that the sole object of the Parasara Sanhita is to enjoin the Dharmas of the Kali-yuga alone. So, there is not a shade of plausibility to suppose, that the

Dharmas of the other Yugas should be enjoined in that Sanhita. The sacrifice of horse &c., therefore, from the purport and aim of the Sanhita, cannot be proved to be the Dharmas of the other Yugas alone. The opponents, finding in the Adi, Vrihannaradiya, and Aditya Puranas the sacrifice of the horse &c., interdicted in the Kali-yuga, have concluded them to be the Dharmas of the other Yugas. The line of argument they seem to have adopted in their minds is this: "In the preceding Yugas the sacrifice of the horse &c., were permitted and performed. But it is found that in some Sástras they are prohibited in the Kali-yuga. They, therefore, cannot be the Dharmas of that Yuga. Hence, when they are enjoined in the Parasara Sanhita, it is evident that in that Sanhita the Dharmas of the Yugas other than the Kali are set down also."

In order to meet this objection, we should see, in the first instance, whether the interdiction of the Adi, Vrihannaradiya, and Aditya Puranas have, all along in the Kali-yuga, been observed as such. We have no history of the manners and customs of our country. Complete success, therefore, in the inquiry is impossible. But, from as much as can be learned by a careful investigation, it is clearly demonstrated that the interdiction of the Puranas, mentioned above, has not been observed as such. We have distinct evidence of some of those Dharmas having been performed in the Kali-yuga which are interdicted in those three works. When, therefore, in the face of the interdiction, those Dharmas have been performed, how can it be maintained that the interdiction has been properly observed as such? The marriage of a wedded woman; the allotment of the best share to the eldest brother; sea-voyage; turning an ascetic; the marriage of the twice-born men with damsels not of the same caste; precreation on a brother's widow or wife; the slaughter of cattle in the entertainment of a

guest ; repast on flesh meat at sacrifices for the satisfaction of departed ancestors ; entrance into the order of Vanaprastha (hermit) ; the giving of a damsel to a bridegroom a second time, after she has been given to another ; Brahmacharya continued for a long time ; the sacrifice of a man, horse, or bull ; walking on a pilgrimage till the pilgrim die ; entrance into fire ; the rule of expiation for Brahmanas extending to death ; the filiation of no other sons than the Dattaka (son given) and Aurasa (son by birth) ; the diminution of the period of Asaucha, (impurity) in proportion to the purity of character and the extent of erudition in the Vedas ; the eating of edibles offered by a Dasa, Napita, Gopala &c., of the Sudra caste ; these Dharmas and some others are stated in the Adi, Vrihannaradiya, and Aditya Puranas as those, the observance of which is interdicted in the Kali-yuga. Of these the sacrifice of horse, entrance into fire, turning an ascetic, Brahmacharya for a long time, sea-voyage, distant pilgrimage, and the marriage of widows, are the Dharmas, of the observance of which in the Kali-yuga we have clear evidence.

Thus—

The Pandavas, who flourished 653 years after the Kali-yuga had commenced, performed the sacrifice of horse and went on a distant pilgrimage. These are facts so well and universally known, that to adduce proofs thereof is superfluous. It has also been stated before (P. 72) that Arjuna married the widowed daughter of the Naga-raja Airavata.

A king of the name of Sudraka flourished a few centuries before the birth of Vikramaditya. We have clear evidence of his having performed the sacrifice of horse and of entering fire.

Thus :—

ऋग्वेदं सामवेदं गणितमथ कलां वैशिकीं हस्तिशिक्षां

ज्ञात्वा शर्व्वप्रसादाद्व्यपगततिमिरे चक्षुषी चोपलभ्य ।
राजानं वीक्ष्य पुत्त्रं परमसमुदयेनाश्वमेधेन चेष्ट्वा
लब्ध्वा चायुः शताब्दं दशदिनसहितं शूद्रकोऽग्निं प्रविष्टः ॥*

"He (Sudraka) was well versed in the Rik and Sama Vedas, in the Mathematical Science, in the sixty-four elegant arts, and the management of elephants : by the favor of Siva he enjoyed eyes uninvaded by darkness, and beheld his son seated on the throne : after performing the exalted Aswamedha (the sacrifice of horse) and having attained the age of an hundred years and ten days, he entered the fatal fire." †

* Mrichchhakati. Prelude.

† In the chapter of prophecies in the Skanda Purana we find a mention of this Sudraka.

Thus :—

त्रिषु वर्षसहस्रेषु कलेर्यातेषु पार्थिव ।
त्रिशते च दशन्यूने ह्यस्यां भुवि भविष्यति ।
शूद्रको नाम वीराणामधिपः सिद्धसत्तमः ॥
नृपान् सर्व्वान् पापरूपान् वर्द्धितान् यो हनिष्यति ।
चर्व्वितायां समाराध्य लप्स्यते भूभरापहः ॥
ततस्त्रिषु सहस्रेषु दशाधिकशतत्रये ।
भविष्यं नन्दराज्यञ्च चाणक्यो यान् हनिष्यति ।
शुक्लतीर्थे सर्वपापनिर्मुक्तिं योऽभिलप्स्यते ॥
ततस्त्रिषु सहस्रेषु सहस्राभ्यधिकेषु च ।
भविष्यो विक्रमादित्यो राज्यं सोऽत्र प्रलप्स्यते ॥

"3290 years after the Kali-yuga has commenced there will be a King on this earth of the name of Sudraka. He will be a great hero and one of the principal devotees. He will destroy all the sinful and potent sovereigns ; and contemplating and worshipping the Divinity at Charvita he will acquire success in Yoga (devotion). Twenty years after that, the descendants of the Nanda family will become sovereigns. Chanakya will destroy this Nanda family ; and contemplating and worshipping the Divinity at Sukla-tirtha will expiate his sins. 690 years after that, Vikramaditya will become king."

We have clear evidence of a king of the name of Pravarasena having four times performed the sacrifice of Aswamedha. Distinct mention of this is made in the title deed of the gift of land, which he made to a Brahmana of the name of Devasarmacharya.

Thus :—

चतुरश्वमेधयाजिनः विष्णुवृद्धसगोत्रस्य सम्राजः वाकाटकानां महाराजश्रीप्रवरसेनस्य इत्यादि । *

"King Pravarasena the performer of four sacrifices of horse, descended from king Visnu-rudra, the sovereign of Kataka &c."

It is also mentioned in this title deed that the ancestors of Pravarasena ten times performed the sacrifice of horse.

Thus :—

दशाश्वमेधावभृथस्नातानाम् । *

"Performed ten times the sacrifice of horse."

We have also evidence of Mihirakula, a king of Kasmira, having entered fire.

Thus :—

स वर्षसप्ततिं भुक्त्वा भुवं भूलोकभैरवः ।
भूरिरोगार्दितवपुः प्राविशज्जातवेदसम् ॥ †

"Of fiery disposition, King Mihirakula, after enjoying sovereignty for seventy years and being attacked with many diseases, entered fire.

King Mihirakula led his army to Singhala (Ceylon) and deposed the sovereign of the Island from his throne.

* See P, 728 Asiatic Society's Journal, Nov. 1836.

† Rajatarangini by Kahlana, Taranga I.

From this, it is evident, that at his time sea-voyage was not considered as a prohibition.

Thus :—

स जातु देवीं संवीतसिंहलांशुककञ्चुकाम् ।
हेमपादाङ्कितकुचां दृष्ट्वा जज्वाल मन्युना ॥ 296.
सिंहलेषु नरेन्द्राङ्घ्रिमुद्राङ्कः क्रियते पटः ।
इति कञ्चुकिना पृष्टेनोक्तो यात्रां व्यधात्ततः ॥ 297.
स सिंहलेन्द्रेण समं संरम्भादुदपाटयत् ।
चिरेण वक्षःस्पृष्टप्रियालोकनजां क्रुधम् ॥ 298. *

"The Queen had worn a bodice manufactured at Singhala. King Mihirakula, seeing foot marks in gold upon her breast, was all inflamed with ire. On enquiring, the eunuch of the female apartments replied—'On clothes manufactured in Singhala they imprint the foot marks of their sovereign.' On hearing this, the king marched to invade Singhala. King Mihirakula fought a battle with the king of Singhala and thus appeased the anger, which he felt from the circumstance of the foot marks of the latter having touched the breast of his queen."

There is clear evidence of king Jayapira having sent his ambassador to Singhala. This, therefore, is an additional proof, that it was usual then to undertake sea-voyages.

Thus :—

सान्धिविग्रहिकः सोऽथ गच्छन् पोतच्युतोऽम्बुधौ ।
प्राप पारं तिमिग्रासात्तिमिमुत्पाट्य निर्गतः ॥ 503. †

"The ambassador fell into the sea from the vessel. A whale swallowed him up. He burst assunder its stomach and came out."

* Rajatarangini by Kahlana. Taranga. I.

† Rajatarangini by Kahlana. Taranga. IV.

We find that Matrigupta, a king of Kasmira, adopted the Dharma of an ascetic.

Thus :—

अथ वाराणसीं गत्वा कृतकाषायसंग्रहः ।
सर्व्वं सन्यस्य सुकृती मातृगुप्तोऽभवद्यतिः । 322. *

"Afterwards the pious and virtuous Matrigupta, giving up every thing worldly, went to Benares and wearing red clothes adopted the Dharma of an ascetic." †

King Suvastu in the year 1018 of the Sanvat, the era of Vikramaditya, erected a temple to Siva of the name of Harshadeva. In the tablet, which was attached to the temple, distinct mention is made of his having observed a life-long Brahmacharya.

Thus :—

आजन्मब्रह्मचारी दिगमलवसनः संयतात्मा तपस्वी
श्रीहर्षाराधनैकव्यसनशुभमतिस्त्यक्तसंसारमोहः ।
आसीद्यो लब्धजन्मा नवतरवपुषां सत्तमः श्रीसुवस्तु-
स्तेनेदं धर्म्मवित्तैः सुघटितविकटं कारितं हर्षहर्म्यम् ॥ ‡

"That Suvastu, who observed a life-long Brahmacharya, remained naked, restrained his passions, led the life of a hermit, was devoted to the worship of Harshadeva, was devoid of all attachment to the infatuations of the world, had accomplished the object of human existence, and was a handsome person, has for pious purposes erected the well constructed and the vast temple of Harshadeva."

आसीन्नैष्ठिकरूपो यो दीप्तपाशुपतव्रतः । ‡

* Rajatarangini by Kahlana. Taranga. III.

† Even in the present age, it is usual for persons, in all parts of India, to become ascetic.

‡ See P. 378 Asiatic Society's Journal, July 1835.

"He observed a life-long Brahmacharya and was a devoted Sivite."

From all this, it clearly appears that the sacrifice of horse, distant pilgrimage, entrance into fire, the adoption of the life of an ascetic, Sea-voyage, Brahmacharya of long duration, and the marriage of wedded women, are the Dharmas which have been observed in the Kali-yuga. There is not the least doubt that the Hindus of the olden times had greater knowledge of Sastras and had entertained a greater veneration for them than those of the Kali-yuga. They, however, without observing the prohibition of the Adi Purana, &c., used to perform the sacrifice of horse, entered the fire, and so on. From this, it is clearly proved, that the Hindus of those ages did not desist from the exercise of the actions which had the sanction of the Smritis, from the mere circumstance of their performance being prohibited in the Puranas. It is stated in the Aditya Purana, that

एतानि लोकगुप्त्यर्थं कलेरादौ महात्मभिः ।
निवर्त्तितानि कर्म्माणि व्यवस्थापूर्व्वकं बुधैः ॥

"These (that is Aswamedha, &c.,) have been legally abrogated, in the beginning of the Kali-yuga, by the wise and magnanimous, for the protection of men."

and for confirming what the wise and magnanimous have said, it is stated at last, that

समयश्चापि साधूनां प्रमाणं वेदवद्भवेत् ।

"The decision of the virtuous is authority like the Vedas."

When in the face of this dictum, the Hindus of olden times used to perform the Aswamedha, wihout minding the prohibitions of the Puranas, there is not the least doubt, that these prohibitions were neither considered nor respected as such. Besides, there is a prohibition in the Aditya Pu-

rana of the filiation of any other sons than the Dattaka (son given) and the Aurasa (son of the body). But the inhabitants of Benares and the neighbouring districts are in the practice of taking Kritrima sons. It is for this, that Nanda Pandita, in his Dattaka Mimansa, has decided, that

दत्तपदं कृत्रिमस्याप्युपलक्षणम् औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिमकः सुत इति कलिधर्म्मप्रस्तावे पराशरस्मरणात्।

"On the failure of the son of the body, like Dattaka we can take also a Kritrima son; because, Parasara has ordained that in the Kali-yuga, there should be three sorts of sons, the Aurasa, the Dattaka, and Kritrima."

That is, though according to the prohibition of the Aditya Purana, there could, in the Kali-yuga, be but two classes of sons, the Dattaka and the Aurasa, yet when Parasara, in declaring the Dharmas of Kali, has sanctioned the filiation of the Kritrima, this latter also becomes canonical. Distant pilgrimage, we find, is mentioned as a prohibition in the Aditya Purana. But it is unknown to none that even now many persons go on distant pilgrimages. The prohibition of the rule of expiation for Brahmanas extending to death is a prohibition without having ever been observed; for the celebrated Udayanacharya, who defeated (in controversy) the Buddhists and established on a firm basis the Vaidic religion, ended his life by burning himself to death. Very lately, a distinguished personage*, with the view of expiating his sins, observed the rule of expiation extending to death and starved himself till his life ended, with the sanction of all the Pandits of Benares.

When, therefore, Parasara has given his sanction to the performance of the sacrifice of horse with reference to the

* The late Samachurn Banerjea.

Kali-yuga, and when clear evidence is found of kings at different periods of the Kali-yuga having performed the sacrifice, it becomes a Dharma which may be observed in the Kali in common with the other Yugas. The shortening of the period of Asoucha (impurity) similarly, when mentioned in the Parasara-sanhita as a Dharma of the Kali, becomes such without a shadow of doubt. The reason, however, why we do not see the Brahmanas of the modern times shorten their periods of impurity, is that Parasara has given his precept for the shortening of this impurity with reference to them alone, who perform every day sacrifices at the alter and who every day study the Vedas.

Thus :—

एकाहात् शुध्यते विप्रो योऽग्निवेदसमन्वितः ।
त्र्यहात् केवलवेदस्तु द्विहीनो दशभिर्दिनैः ॥

"The Brahmana, who performs every day sacrifices at the alter and every day studies the Vedas, shall be cleared of impurity in one day, and he, who simply studies the Vedas, in three days. He, who neither performs the one nor studies the other, shall be cleared of impurity in ten days."

Since, now-a-days, every-day sacrifice and the study of the Vedas have fallen into disuse, the shortening of the period of impurity has in consequence been disused. And when in the Parasara Sanhita the eating of the *Anna* (edibles), offered by a Dasa, Napita, and Gopala, &c., of the Sudra caste, has been mentioned as a Dharma of the Kali-yuga, that it is such there cannot be the least doubt. It might be urged, that if according to Parasara, the eating of the edibles, of a Dasa, &c., in the Kali-yuga be allowable, are the three superior castes (the Brahmans, Kshatriyas, and Vaisyas) then allowed to eat the *Anna* of those Sudras? I think they are allowed to eat and they do generally eat.

A careful consideration of the purport of the Text in which Parasara gives this permission and of the two Texts that precede, shall make even my opponents agree to this.

Thus :—

शुष्कान्नं गोरसं स्नेहं शूद्रवेश्मन आगतम् ।
पक्वं विप्रगृहे पूतं भोज्यं तन्मनुरब्रवीत् ॥

"Dried edibles, that is unboiled rice ; cowjuice, that is milk ; and oil, when brought from the house of a Sudra and cooked at the house of a Brahmana, becomes purified and Manu has declared that *anna* (edibles) to be acceptable as food."

This Text states that a Brahmana may, without incurring guilt, bring to his home unboiled rice, &c., given to him by a Sudra, and eat them after having them cooked at his own house. It is inferentially to be understood, therefore, that he incurs guilt by eating them, after having them cooked at a Sudra's house.

आपत्काले तु विप्रेण भुक्तं शूद्रगृहे यदि ।
मनस्तापेन शुध्येत द्रुपदां वा शतं जपेत् ॥

"At the time of danger, if a Brahmana eats at the house of a Sudra, he will be cleared of all impurity by repentance, or by repeating the Drupada Mantra a hundred times."

That eating at the time of danger at a Sudra's house, after cooking the edibles there, is not reprehensible, clearly appears from this Text. It is inferentially evident, therefore, that eating at a Sudra's house after cooking the edibles there, at other times than those of danger, is reprehensible.

दासनापितगोपालकुलमित्रार्द्धसीरिणः ।
एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत् ॥

"Of the Sudra caste, Dasa, Napita, Gopala, Kulamitra, and Ardhasiri, are the classes, and those that come for help are the

individuals, whose *Anna* may be eaten; that is the unboiled rice, &c., which they might offer, may be eaten, after being boiled or cooked at their houses."

By these three Texts it is clear, that if a Brahmana eats even the unboiled rice, &c., offered by a Sudra, after cooking them at his (the Sudra's) house, he eats the *Anna* of a Sudra; the unboiled rice, &c., given by a Sudra, do not become the *Anna* of a Sudra, when brought home and eaten after being cooked. At times of danger however, these edibles might be eaten at a Sudra's house after cooking them there. But the unboiled rice given by a Dasa, Napita, or a Gopala, and so forth may, without incurring guilt, be eaten after cooking or boiling it at his house, whether at times of danger or at other times.

Now let my readers judge what harm is there in accepting this sort of *Anna* of a Sudra. Some have understood the words Sudranna (Anna of a Sudra) to mean the boiled rice of a Sudra. This, however, cannot be the meaning of the word here. Had it been so, there would not have been in the Aditya Purana the prohibition of the cooking of the *Anna* of a twice-born by any one of the Sudra caste, immediately after the prohibition of the eating of the *Anna* of Dasa, Napita, &c., of the Sudra's. * When of the two prohibitions, one after the other, in the one that comes last, the cooking of the *Anna* is distinctly mentioned, the first prohi-

* शूद्रेषु दासगोपालकुलमित्रार्द्धसीरिणाम् ।
भोज्यान्नता गृहस्थस्य तीर्थसेवातिदूरतः ॥
ब्राह्मणादिषु शूद्रस्य पक्वतादिक्रियापि च ।

"The eating of the *Anna* by a grihastha, (householder) of the twice born classes offered to him by a Dasa, Gopala, Kulamitra, and Ardhasiri of the Sudra caste; distant pilgrimage; the cooking of a Brahmana's *Anna* by a Sudra (are prohibited in the Kali-yuga)."

bition, as a matter of course, must refer to uncooked *Anna*. It must be considered also that even unboiled rice of the Sudras is treated in the Sastras as Sudranna.

Thus :—

आमं शूद्रस्य पक्वान्नं पक्वमुच्छिष्टमुच्यते। *

"The unboiled *Anna* of a Sudra is to be considered as boiled; the boiled *Anna* of a Sudra as an offal."

The explanation that has been given above of the word Sudranna is corroborated by a discussion on the subject by the Smarta Bhattacharya Raghunandana.

Thus :—

आममन्नं दत्तमपि भोजनकाले तद्गृहावस्थितं शूद्रान्नम्। तथाचाङ्गिराः

शूद्रवेश्मनि विप्रेण क्षीरं वा यदि वा दधि।
निवृत्तेन न भोक्तव्यं शूद्रान्नं तदपि स्मृतम्॥

निवृत्तेन शूद्रान्नान्निवृत्तेन। अपि शब्दात् साक्षात् घृततण्डुलादि। स्वगृहागते पुनरङ्गिराः

यथा यतस्ततो ह्यापः शुद्धिं यान्ति नदीं गताः।
शूद्राद्विप्रगृहेष्वन्नं प्रविष्टन्तु सदा शुचि॥

प्रविष्टेऽपि स्वीकारापेक्षामाह पराशरः

तावद्भवति शूद्रान्नं यावन्न स्पृशति द्विजः।
द्विजातिकरसंस्पृष्टं सर्वं तद्धविरुच्यते॥

स्पृशति गृह्णातीति कल्पतरुः। तत्र सम्प्रोक्ष्य ग्राह्यमाह विष्णुपुराणम्

सम्प्रोक्षयित्वा गृह्णीयात् शूद्रान्नं गृहमागतम्।

तत्र पात्रान्तरेण ग्राह्यमाहाङ्गिराः

स्वपात्रे यत्र विन्यस्तं दुग्धं यच्छति नित्यशः।

* Tithitattwa, Durgapujatattwa.

पात्रान्तरगतं ग्राह्यं दुग्धं स्वगृह आगतम् ॥
एतेषु स्वगृह आगतस्यैव शुद्धत्वं तद्गृहगतस्य शूद्रान्नदोषभागित्वं प्रतीयते ।

"Even unboiled rice offered by a Sudra and eaten at his house becomes Sudranna; for Angira has said, that 'A Brahmana, who has ceased eating Sudranna, should not drink even milk or curd at a Sudra's house, for that also is Sudranna.' On the subject of unboiled rice, &c., Angira has said again, that 'As water, coming from any part, becomes purified the moment it has fallen into the river, so unboiled rice, &c, on their very entrance from a Sudra's house to a Brahmana's, becomes purified.' Parasara has said that Sudranna, even after it has entered a Brahmana's house, in order to be purified, requires his acceptance: thus—'So long as a Brahmana does not accept it, it remains Sudranna; a touch of his hand purifies it.' In the Vishnu Purana, it has been stated that Sudranna should be accepted after being washed or sprinkled with water: thus—'When Sudranna comes to one's own house, it should be accepted after being sprinkled.' Angira has stated that Sudranna is to be received on a different plate from that on which it is brought: thus—'The milk or curd which a Sudra makes a gift of, on his own plate, when brought to one's own house, should be accepted after being placed on a different plate.' From these, it is demonstrated that unboiled rice, &c., given by a Sudra, lose all impurity when brought to one's own house; when they remain at a Sudra's, they have the impurity of Sudranna."

From all these considerations, therefore, it is evident that starting from the preconceived notion that the sacrifice of horse, &c., are not the Dharmas of the Kali-yuga, it is no way consistent with reason to come to the conclusion, that because these Dharmas are sanctioned in the Parasara Sanhita, Parasara has not only declared the Dharmas of the Kali-yuga, but has also declared those of others, and that consequently

Parasara Sanhita does not teach the Dharmas of the Kaliyuga alone.

CHAPTER XX.

THE FATHER CAN MAKE A GIFT OF HIS WIDOWED DAUGHTER.

Many have stated the question, in the form of an objection, "that in marriage, who is to make the gift of a widow? When the father has once given her away, his right in her has ceased. When he has no right in her, how can he dispose of her by giving her again to another in marriage?"

We have at present in our country two sorts of marriage—"the Brahma" and "Asura," that is by a gift or sale of the daughter. Here the words "gift" and "sale" do not exactly mean what they mean elsewhere. In ordinary cases, a man can make a gift or sale of a thing, if he has a right in it. He loses his right in that thing, if he once makes a sale or gift of it, and consequently cannot make a sale or gift of it again. From time immemorial, this law prevails with reference to the gift or sale of land, house, garden, cattle, &c. There seems, however, to be no analogy between such sale or gift, and sale or gift of a daughter. In the case of land, cattle, &c., no one can make a gift or sale, if he has no right therein. Should he happen to make such a gift or sale, it becomes null and void. But this rule does not hold with reference to the gift of a daughter. Gift in marriage is not actual but merely nominal. The framers of our Sastras have enjoined the disposal of the daughter in marriage under the designation of gift. The marriage is consummated on any one's making this gift. The marriage is valid and com-

plete by the gift of the bride by a person who could have no right whatsoever in her, equally with her gift by him who may have an actual right in her. In the case of ordinary things, no person can make over by gift a thing to another when he has no right in that thing, while a bride can be made over in gift by any person of the same caste.

Thus :—

पिता दद्यात् स्वयं कन्यां भ्राता वानुमतः पितुः ।
मातामहो मातुलश्च सकुल्यो बान्धवस्तथा ॥
माता त्वभावे सर्व्वेषां प्रकृतौ यदि वर्त्तते ।
तस्यामप्रकृतिस्थायां कन्यां दद्युः स्वजातयः ॥ *

"The father should himself make the gift of the daughter, or the brother should do so with the permission of the father. The maternal grand-father, the maternal uncle, persons descended from the same paternal ancestor, and persons with whom there are ties of consanguinity, shall make the gift of the bride. In the absence of all these, the mother, if she is in her sane state, shall make the gift, if she is not, the gift shall be made by persons of the same caste."

Mark now, if it had been the intention of the framers of our Sastras, that the same rule shall hold with reference to the gift of a bride as with reference to the gift of land, cattle, &c., that is, he alone who has a right in her shall be entitled to make the gift, then how could persons of the same caste be entitled, to make the gift ? If any one has a right in her, it is her father and mother alone. The others can have a right in her by no possibility. If the rule had been, that like the gift of land, cattle, &c., the gift of a bride shall be made by him alone who has a right in her, then the framers of the Sastras would not

* Narada-sanhita, quoted in the Udvahatattwa.

have stated the maternal grand-father, &c., as persons entitled to make the gift, or why would they make the mother the person last entitled to make the gift ? She should have been, in that case, held second to the father only. In fact, there cannot be the same right in a daughter as there is in land, cattle, &c. ; if there had been, the giving away of a bride in marriage without the knowledge and consent of the father, by any other person, would have been considered null and void, being a gift by a person who had no right whatsoever. But it is not a rare occurrence, that sometimes persons give away females in marriage, under such circumstances. Why are such marriages valid ? Why cannot the father lay complaints before a court of justice, and make void the gift of his daughter by a person who had no right whatsoever in her ? The gift of another's land and cattle is never valid. It becomes void when a complaint is lodged before a court of justice. From all these considerations, therefore, the gift of a bride is merely nominal and is founded on no right whatsoever. If then the gift of a daughter is founded on no right whatsoever in her, and if it is a gift merely nominal and is enjoined by the Sastras as only a part of the marriage ceremony, there is nothing to prevent the father to give her away in marriage again, if her husband is dead, or in any other contingencies specified in the Sastras. As in the Text quoted above, sanction is given to the gift of a female on her first marriage, so in other Texts like sanction is given, in certain contingencies, to the gift of her on her remarriage.

Thus :-

स तु यद्यन्यजातीयः पतितः क्लीव एव च ।
विकर्म्मस्थः सगोत्रो वा दासो दीर्घामयोऽपि वा ।
ऊढ़ापि देया सान्यस्मै सहावरणभूषणा ॥

"If after wedding, the husband be found to be of a different caste, degraded, impotent, unprincipled, of the same Gotra or family, a slave, or a valetudinarian, then a married woman should be bestowed upon another decked with proper apparel and ornaments."

Mark ! sanction is here given to *give* away *again* a wedded female in marriage in due form. If the circumstance of having given away a daughter once in marriage were a bar to her being made a gift of on the occasion of remarriage, then the great sage Katyayana would not have given clear sanction to her being made over to another as a gift, on her husband being found to be degraded, impotent, valetudinarian, &c. Mereover, it is not only that we find a mere sanction, but clear evidence is found that a father *did make* the gift of a widowed daughter on the occasion of her remarriage.

Thus—

अर्ज्जुनस्यात्मजः श्रीमानिरावान्नाम वीर्य्यवान् ।
सुतायां नागराजस्य जातः पार्थेन धीमता ।
ऐरावतेन सा दत्ता ह्यनपत्या महात्मना ।
पत्यौ हते सुपर्णेन कृपणा दीनचेतना ॥

"By Arjuna was begotten on the daughter of the Nag-raja, a handsome and powerful son named Iravan. When her husband was killed by Suparna, Airavata, the magnanimous king of the Nagas, made a gift of that dejected, sorrow-stricken, childless daughter to Arjuna."

When, therefore, the gift of a daughter is, as proved above, not founded on right, but only forms a part of the marriage ceremony, when there is clear sanction in the Sastras to make the gift of a daughter on the occassion of her remarriage with all the rites and ceremonies of marriage, and when we have clear evidence of a widowed daughter having

been made over as a gift on the occasion of her remarriage; the objection that, after the gift of the daughter, the father has lost all his right in her and therefore cannot give her away a second time in marriage, is altogether unreasonable. The fact is, those parties, who are entitled, according to the Sastras, to make the gift of a female on the occasion of her first marriage, can also do so on the occasion of her remarriage.

CHAPTER XXII.

THE MANTRAS (NUPTIAL TEXTS) TO BE USED ON THE OCCASION OF A SECOND MARRIAGE ARE THE SAME, AS THOSE THAT ARE USED ON THE OCCASION OF A FIRST MARRIAGE.

Some of the Replicants object to the remarriage of widows on the ground, that there are no Mantras for such marriage, and that therefore it cannot be contracted. This seems to be a futile objection. There is nothing in the Mantras used on the occasion of a first marriage to make it valid, which would prevent their being used on the occasion of a second. Those Mantras, that sanctify the first matrimonial connexion, shall also sanctify the second.

It has already been indisputably established that Manu, Vishnu, Vasishtha, Yajnavalkya, Narada, and Katyayana, have enjoined the remarriage of women under certain contingencies. But if the Mantras, prescribed for the first marriage, had not been applicable to remarriages, those Rishis would certainly have prescribed other Mantras for them, as no marriage is valid without Mantras. When, how-

ever, there are no such separate Mantras, the sanction of the Rishis for remarriage would be absurd, if the Mantras for the first marriage were not applicable to the second. The *mere intercourse* of the sexes can never be called the *Sanskara* (rite) *of marriage*, which requires the application of proper Mantras in due form. If the *remarriage* of women were *mere intercourse* with men, not duly sanctified by proper Mantras, the authors of our Sastras aforesaid would not have applied the word *Sanskara* to it also. Thus,

Manu says :—

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया ।
उत्पादयेत् पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ 9. 175.
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा ।
पौनर्भवेण भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥ 9. 176.

"If a woman after becoming a widow, or being divorced by her husband, marries again, the son born of her of this marriage, is called a Paunarbhava. If she be a virgin, or if she leave her husband and return to him, she is again entitled to the *Sanskara* or ceremony of marriage."

Vasishtha says :—

पाणिग्राहे मृते बाला केवलं मन्त्रसंस्कृता ।
सा चेदक्षतयोनिः स्यात् पुनः संस्कारमर्हति ॥ Ch. 17.

"She, who is married but continues a virgin, is again entitled to the *Sanskxra*, if her husband dies."

Vishnu says :—

अक्षता भूयः संस्कृता पुनर्भूः । Ch. 15.

"She, who, though married, continues a virgin and undergoes the *Sanskara* for a second time, is called Punarbhu."

Yajnavalkya says :—

अक्षता च क्षता चैव पुनर्भूः संस्कृता पुनः । I. 67.

"She, who continues a virgin, or otherwise, is called Punarbhu, if she undergoes the *Sanskara* for a second time."

When, therefore, Manu, Vishnu, Vasishtha, Yajnavalkya, Parasara, and other writers of our Sastras, have enjoined the remarriage of women under certain contingencies ; when they have denominated such marriage "the *Sanskara of marriage*" ; when the word *Sanskara* can by no means be applied to a *mere intercourse* of the sexes, not sanctified by Mantras ; when they have legalized the issue of such marriages ; and when, at the same time, they have not prescribed a different set of Mantras for them, the Mantras, now used in first marriages, should certainly be used in the second, especially as there is nothing in those Mantras which would make them inapplicable to remarriage of females.

Some of the oppositionists contend for the inapplicability of the existing Mantras to remarriage of women on the strength of the following Text of Manu :—

पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः ।
नाकन्यासु क्वचिन्नृणां लुप्तधर्म्मक्रिया हि ताः ॥ 8. 226.

"The nuptial Texts are applied solely to *Kanyas* or virgins, and nowhere to *Akanyas* or girls who have lost their virginity ; *since they are excluded from the performance of religious duties.*"

Here I have to observe that in the Text, above cited, Manu, by the word *Akanya,* does not mean *widows* but girls who have lost their virginity before marriage by illicit intercourse with men, as is evident from the last part of the clause "*Since they are excluded from the performance of religious duties.*" No Hindu can assert that widows are excluded from those duties. On the contrary, such widows,

who would prefer widowhood to remarriage, are enjoined by the Sastras to pass their lives in the performance of such duties.

CHAPTER XXIII.

In Matrimonial Alliances Unmarried Damsels are preferable to Married ones in the same way as Unmarried Men are to Married ones.

While dwelling upon the subject of the remarriage of widows, it should be considered that the following Text of Yajnavalkya enjoins marriage with an unmarried girl:

अविप्लुतब्रह्मचर्य्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्वहेत्।
अनन्यपूर्व्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्॥ *

"After leading the life of a student in the Vedas, a person should marry an unmarried, amiable damsel, inferior in age, with auspicious physical signs, and without the pale of consanguinity."

From this as well as other Texts upon the subject, the oppositionists try to establish that a married damsel should not be married again.

This conclusion is no way consistent with the precept of Manu, Yajnavalkya, Vasishtha, Vishnu, and other sages, who have in their Sanhitas given sanction, in certain contingencies, to the remarriage of married women. For, if the conclusion of my adversaries be admitted, the sanction of the sages alluded to becomes absurd. In fact the true purport of

* Yajnavalkya-sanhita. 1. 52.

the Text is, that when a person is entering into matrimonial alliance, he should prefer an unmarried bride to a married one, just as in the bestowal of a daughter, an unmarried person should be preferred to a married one. As in the Text of Yajnavalkya a man is enjoined to marry an unmarried damsel, so in the following Text of Baudhayana it is laid down that a daughter should be bestowed on an unmarried man :

श्रुतशीलिने विज्ञाय ब्रह्मचारिणेऽर्थिने देया ॥ *

"A daughter should be bestowed on a suitor studied in the Vedas, virtuous, wise, and *unmarried.*"

If from this we infer that the bestowal of a daughter on a person once married is altogether prohibited, the inference would jar with other Texts in which we find, that on the demise of a wife, on her barrenness, or under other contingencies, male persons are permitted to marry again. To reconcile this apparent discrepancy, we must conclude that the Texts refer to different degrees of preference. A similar conclusion must be arrived at with regard to the marrying a virgin or a married damsel. In fact marrying a damsel once married is as much a case of second preference on the part of a man, as marrying a male person once married is on the part of woman.

This is a conclusion which has been arrived at by the Smartta Bhattacharya Raghunandana also.

Thus :—

बौधायनः श्रुतशीलिने विज्ञाय ब्रह्मचारिणेऽर्थिने देया। ब्रह्मचारिणे अजातस्त्रीसम्पर्कायेति कल्पतरुयाज्ञवल्क्यदीपकलिके। जातस्त्रीसम्पर्कस्य द्वितीयविवाहे विवाहादेकवह्निर्भार्यापत्तेस्तदुपादानं प्राशस्त्यार्थमिति तत्त्वम् ॥ †

* Quoted in the Udvahatattwa and Yajnavalkya Dipakalika.

† Udvahatattwa.

"Baudhayana has said that a daughter should be bestowed on a suitor studied in the Vedas, virtuous, wise, and *unmarried.* From a too literal interpretation of this, it would appear that daughters should be bestowed on *unmarried persons only*, and that the remarriage of a man once married does not fall within any of the eight classes of marriage. We are to understand, therefore, that by the use of the adjective '*unmarried*' Baudhayana has meant that the bestowal of a daughter on an *unmarried* person is a case of *first preference.*"

In fact, a little observation would show, that the framers of the Sastras have on such matters laid down equal rules for both the sexes. They have ordained that, before betrothment, inquiry as to the family and character of the bridegroom is as much necessary as that of the bride.* After the

* अविप्लुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्वहेत् ।
अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम् ॥ 1. 52.
अरोगिणीं भ्रातृमतीमसमानार्षगोत्रजाम् ।
पञ्चमात् सप्तमादूर्ध्वं मातृतः पितृतस्तथा ॥ 1. 53.
दशपुरुषविख्यातात् श्रोत्रियाणां महाकुलात् ।
स्फीतादपि न सञ्चारिरोगदोषसमन्वितात् ॥ 1. 54.
एतैरेव गुणैर्युक्तः सवर्णः श्रोत्रियो वरः ।
यत्नात् परीक्षितः पुंस्त्वे युवा धीमान् जनप्रियः ॥ 1. 55.

"After leading the life of a student in the Vedas, a person should marry a damsel, unmarried, amiable, with auspicious physical signs, inferior in age, without the pale of consanguinity, having no incurable disease, having a brother, not descended from the same line of ancestors, and five degrees without the mother's side and seven without the father's. A bride should not be selected from the family which has a blemish or is subject to contagious disease notwithstanding it be very distinguished, celebrated for ten generations, possessed of riches, corn, &c., and one in which the Vedas are every day studied. The bridegroom also should be possessed of these attributes, should belong to the same caste and should be an every-day student of the Vedas. Moreover every care should be taken to ascertain

marriage is contracted, they make it as much a duty of the husband to please the wife, as that of the wife to please him. * Want of chastity they make as sinful on the part of man as on that of woman. † As they have ordained man to marry again on the demise of his wife or on her proving barren &c., so they have ordained woman to marry again on the demise of her husband or on his proving impotent &c. Marrying a woman once married they have made as much case of second preference on the part of man, as marrying a man once married on the part of woman.—But unfortunately man, the stronger sex, arrogates to himself rights which he is not willing to accede to weak woman. He has taken the Sastras into his

---

whether the bridegroom is possessed of *Potency*. It is necessary also that he should be youthful, intelligent, and amiable." *Yajnavalkya.*

* सन्तुष्टो भार्य्यया भर्त्ता भर्त्रा भार्य्या तथैव च ।
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ 3. 60.

"Constant prosperity attends the family in which the wife pleases the husband and the husband pleases the wife." *Manu.*

यत्रानुकूल्यं दम्पत्योस्त्रिवर्गस्तत्र वर्द्धते ॥ 1. 74.

"The family, in which the wife and the husband keep each other pleased, and behave well towards each other, is one in which virtue, riches, and enjoyment increase." *Yajnavalkya.*

† व्युच्चरन्त्याः पतिं नार्य्या अद्यप्रभृति पातकम् ।
भ्रूणहत्यासमं घोरं भविष्यत्यसुखावहम् ।
भार्य्यां तथा व्युच्चरतः कौमारब्रह्मचारिणीम् ।
पतिव्रतामेतदेव भविता पातकं भुवि ॥

"Henceforward, a woman that will transgress her husband shall incur the deep guilt of fœticide. And the husband that will transgress a wife well-behaved and chaste, shall incur the same guilt." Mahabharata, Adi Parva, Ch cxxii.

own hands and interprets and moulds them in a way which best suits his convenience ; perfectly regardless of the degraded condition to which woman has been reduced through his selfishness and injustice. A sight of the wrongs of the women of modern India is really heart-rending. To respect the female sex and to make them happy are things almost unknown in this country. Nay men, who consider themselves wise and are esteemed as such by others, take a pleasure in the degraded state of the females.

Manu has declared :—

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा ।
पूज्या भूषयितव्याश्च बहु कल्याणमीप्सुभिः ॥ 3. 55.
यत्र नार्य्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्व्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 3. 56.
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत् कुलम् ।
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्द्धते तद्धि सर्व्वदा ॥ 3. 57.
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः ।
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ 3. 58.

"Fathers, brothers, husbands, brothers of husband, &c., who wish for happiness and prosperity, should respect women and keep them adorned in clothes and ornaments. The gods remain propitious to the family, in which the females are respected. Sacrifices and gifts are productive of no fruits in the family, in which women are not respected. The family soon goes to destruction, in which the females are not respected. The family, in which the females are happy, always rises in happiness and wealth. When, not being properly treated and respected, women curse families, the latter utterly perish, as if destroyed by Kritya." *

* A Female Deity, to whom sacrifices are offered for the destruction of an enemy.

Unfortunately this salutary rule regarding the treatment of women is scarcely followed ; and the evil consequences, usually attendant upon a transgression of such a golden rule, are everywhere visible.

CHAPTER XXIV.

The Custom of The Country is not a stronger authority than the Sastras.

I have, to the best of my ability, explained the true meaning and purport of the Texts quoted by the Replicants with the object to prove the nonconformity of the marriage of widows to the Sastras. I will now endeavour to meet another objection which they have made with regard to the introduction of the practice. The opponents have urged that even if the remarriage of widows be consonant to the Sastras, it should not prevail, being opposed to the custom of the country. Anticipating such an objection, I pointed out in my first pamphlet a Text from Vasishtha, to shew that the Sastra is a stronger authority than custom. But as I imagine that only one Text has not been considered sufficient by my opponents, I will cite other authorities on the subject.

Thus :—

धर्म्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ।
द्वितीयं धर्म्मशास्त्रन्तु तृतीयं लोकसंग्रहः ॥ *

"Those that wish to know what Dharmas are, for them the Veda is the highest authority, the Smriti the second, and Custom the third."

* Mahabharata, Anusasana Parva.

Here we see that custom is held as the weakest authority; and the Veda and the Smriti are stronger authorities :

Again :

न यत्र साक्षाद्विधयो न निषेधाः श्रुतौ स्मृतौ ।
देशाचारकुलाचारैस्तत्र धर्म्मो निरूप्यते ॥ *

"Where there are no direct sanctions or prohibitions laid down in the Veda or the Smriti, the Dharmas are to be ascertained from an observation of the custom of the country and of the family."

Thus it is distinctly stated that custom is to be followed on those matters only on which there are on precepts in the Sastras.

Further :

स्मृतेर्वेदविरोधे तु परित्यागो यथा भवेत् ।
तथैव लौकिकं वाक्यं स्मृतिबाधे परित्यजेत् ॥ †

"As Smriti is not to be accepted when it is opposed to the Vedas, so custom is not to be respected when it is at variance with Smriti."

So when Smriti and custom are opposed to each other, custom is not to be followed.

When we see, therefore, that there is distinct sanction in the Sastras for the marriage of widows, to attempt to establish that it should not prevail, because it is opposed to the custom of the country, is acting in direct opposition to the opinion and precept of the framers of our Sastras.

* Skand Purana.

† A Smriti quoted in the Prayogaparijata.

CHAPTER XXV.

CONCLUSION.

Every one, having the senses of sight and hearing, must acknowledge how intolerable are the hardships of our widows, especially of those who have the misfortune to lose their husbands at an early age; and how baneful to society are the effects of the custom which excludes them from the privilege of marrying again. Reader! I beseech you to think seriously for a while upon the subject, and then to say whether we should continue slaves to such a custom, regardless of the precepts of our Sastras or should we throw off the yoke, and resting on those holy sanctions, introduce among ourselves the marriage of widows, and thus relieve those unfortunate creatures from their miseries. While forming your decision, you should bear in mind that the customs of our country are not immutable in their nature. No one can assert that they have never undergone any change. On the contrary, the present inhabitants of India would appear to be altogether a different race, were you to compare their customs with those that prevailed in days of old amongst their ancestors. One instance will suffice to illustrate the truth of this statement. It was considered a heinous offence in a Sudra, if, in ancient times, he durst be seated on the same carpet or mat with a Brahmana; but the Brahmanas of these days, like menial servants, content themselves with sitting on the carpet or mat, while the Sudra occupies a raised seat upon the same. *

* This custom is opposed to the Sastras. It is not only the Sudras and Brahmanas ignorant of the Sastras that follow this custom, but those Brahmanas and Sudras who are reputed as versed in them, act in accordance with it without compunction.

Changes in our customs have taken place even within a recent period. The Vaidyas, from the time of Rajah Rajballabha, have commenced to reduce the period of their Asaucha (impurity) to fifteen days, and to wear the sacred thread. Before his time, the period of their Asaucha was a month, and they did not wear the sacred thread. Even now, there are families among the Vaidyas who stick to the old custom. Have these innovators and their descendants ever been treated as men degraded and having no claim to the privileges of their caste ? Again, before the appearance of the Dattaka-chandrika, all Hindus in adopting sons were obliged, in order to make the adoption valid, to take them before the age of five, and to perform the rite of Churakarana (ceremony of Tonsure) on them. Since the publication of that work, if a son is adopted, in the case of a Brahmana, before the ceremony of the sacred thread, and in the case of a Sudra, before the marriageable age, he is still admitted to be within the proper limits of age, and his adoption considered as valid.

In these cases, new customs were adopted according to a new interpretation of the Sastras, not because they were absolutely needed by the society at large, but merely because they suited the convenience or caprice of certain individuals. For, if the Vaidyas did not reduce the period of their Asaucha, or wear a thread, or if sons were not adopted after five years of age, society could neither gain nor lose. But what an amount of misery and evil does the country sustain from

Maun has said :—

सहासनमभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टजः ।
कट्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकर्त्तयेत् ॥ 8. 28.

"If a Sudra seats himself on the same seat with a Brahmana, his loins should be branded with heated iron and he should be banished or his loins cut asunder."

the non-prevalence of the marriage of widows! Here you have a positive evil—evil of a magnitude passing our imagination to conceive. Now, if you could adopt customs that at best suited but your convenience, you should do any thing for the removal of this awful evil, when you have your Sastras most explicitly permitting your widows to marry again.

But I am not without my apprehensions that many among you at the very sound of the word "custom" will consider it sinful even to enquire if the change should take place. There are others again, who, though in their hearts agree to the measure, have not the courage even to say that it should be adopted, only because it is opposed to the customs of their country. O what a miserable state of things is this! Custom is the supreme ruler in this country: Custom is the supreme instructor: The rule of custom is the paramount rule: The precept of custom is the paramount precept.

What a mighty influence is thine, O custom! Inexpressible in words! With what absolute sway dost thou rule over thy votaries! Thou hast trampled upon the Sastras, triumphed over virtue, and crushed the power of discriminating right from wrong and good from evil! Such is thy influence, that what is no way conformable to the Sastras is held in esteem, and what is consonant to them is set at open defiance. Through thy influence, men, lost to all sense of religion, and reckless in their conduct, are everywhere regarded as virtuous and enjoy all the privileges of society, only because they adhere to mere forms: while those truly virtuous and of unblemished conduct, if they disregard those forms and disobey thy authority, are considered as the most irreligious, despised as the most depraved, and cut off from society.

What a sad misfortune has befallen our Sastras! Their authority is totally disregarded. They, who pass their lives in the performance of those acts which the Sastras repeated-

ly prohibit as subversive of caste and religion, are everywhere respected as pious and virtuous: while, the mere *mention* of the duties prescribed by the Sastras makes a man looked upon as the most irreligious and vicious. A total disregard of the Sastras and a careful observance of mere usages and external forms is the source of the irresistible stream of vice which overflows the country.

How miserable is the present state of India! It was once known to nations as the land of virtue. But the blood dries up to think that it is now looked upon as the land of depravity, and that from the conduct of its present race of people. From a view of its present degradation it is vain to look for a speedy reformation.

Countrymen! how long will you suffer yourselves to be led away by illusions! Open your eyes for once and see, that India, once the land of virtue, is being overflooded with the stream of adultery and fœticide. The degradation to which you have sunk is sadly low. Dip into the spirit of your Sastras, follow its dictates, and you shall be able to remove the foul blot from the face of your country. But unfortunately you are so much under the domination of long established prejudice, so slavishly attached to custom and the usages and forms of society, that I am afraid you will not soon be able to assert your dignity and follow the path of rectitude. Habit has so darkened your intellect and blunted your feelings, that it is impossible for you to have compassion for your helpless widows. When led away by the impulse of passion, they violate the vow of widowhood, you are willing to connive at their conduct. Losing all sense of honor and religion, and from apprehensions of mere exposure in society, you are willing to help in the work of fœticicide. But what a wonder of wonders! You are not willing to follow the dictates of your Sastras, to give them in marriage again, and thus to relieve them from their intol-

erable sufferings, and yourselves from miseries, crimes, and vices. You perhaps imagine that with the loss of their husbands your females lose their nature as human beings and are subject no longer to the influence of passions. But what instances occur at every step to show, how sadly you are mistaken. Alas ! what fruits of poison you are gathering from the tree of life, from moral torpitude and a sad want of reflection. How greatly is this to be deplored ! Where *men* are void of pity and compassion, of a perception of right and wrong, of good and evil, and where *men* consider the observance of mere forms as the highest of duties and the greatest of virtues, in such a country would that women were never born.

Woman ! in India thy lot is cast in misery !

বহুবিবাহ

বিজ্ঞাপন

এ দেশে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও সমাজে অশেষবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে। রাজশাসন ব্যতিরেকে, সেই ক্লেশের ও সেই অনিষ্টের নিবারণের সম্ভাবনা নাই। এজন্য, দেশস্থ লোকে, সময়ে সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ প্রার্থনায়, রাজদ্বারে আবেদন করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, ১৬ বৎসর পূর্ব্বে, শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে, বন্ধুবর্গসমবায় নামক সমাজ হইতে, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হয়। বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য, তাহা রহিত হইলে, হিন্দুদিগের ধর্ম্মলোপ হইবেক; অতএব, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে, এই মর্ম্মে, প্রতিকূল পক্ষ হইতেও, এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে, এই দুই আবেদনপত্রের প্রদান ভিন্ন, এ বিষয়ের অন্য কোনও অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

২। দুই বৎসর অতীত হইলে, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, দিনাজপুর, নাটোর, দিঘাপতি প্রভৃতি স্থানের রাজারা ও দেশস্থ প্রায় যাবতীয় প্রধান লোকে, বহু বিবাহের নিবারণ প্রার্থনায়, ব্যবস্থাপক সমাজে আবেদনপত্র প্রদান করেন। এই সময়ে, দেশস্থ লোকে এ বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে; কারণ, নিবারণ প্রার্থনায় প্রায় সকল স্থান হইতেই আবেদনপত্র আসিয়াছিল; প্রতিকূল কথা কোনও পক্ষ হইতে উচ্চারিত

হয় নাই। লোকান্তরবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়, এই সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ বিষয়ে, যেরূপ যত্নবান্ হইয়াছিলেন, এবং, নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে, অশেষ প্রকারে, যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়। ব্যবস্থাপক সমাজ বহু-বিবাহনিবারণী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবেন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ আশ্বাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশের দুর্ভাগ্য ক্রমে, সেই সময়ে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজপুরুষেরা, বিদ্রোহের নিবারণ বিষয়ে, সম্পূর্ণ ব্যাপৃত হইলেন; বহু বিবাহের নিবারণ বিষয়ে, আর তাঁহাদের মনোযোগ দিবার অবকাশ রহিল না।

৩। এইরূপে এই মহোদ্যোগ বিফল হইয়া যায়। তৎপরে, বারাণসীনিবাসী, অধুনা লোকান্তরবাসী, রাজা দেবনারায়ণ সিংহ মহোদয়, বহু বিবাহের নিবারণ বিষয়ে, সাতিশয় উৎসাহী ও সবিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই সময়ে, উদারচরিত রাজা বাহাদুর ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের সভ্য ছিলেন। তিনি নিজে সমাজে এ বিষয়ের উত্থাপন করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। তদনুসারে তদ্বিষয়ক উদ্যোগও হইতেছিল। কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই, তাঁহার ব্যবস্থাপক সমাজে উপবেশন করিবার সময় অতীত হইয়া গেল; সুতরাং; তথায় তাঁহার অভিপ্রেত বিষয়ের উত্থাপন করিবার সুযোগ রহিল না।

৪। পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইল, পুনরায় বহু বিবাহ নিবারণের উদ্যোগ হয়। ঐ সময়ে, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ প্রভৃতির রাজারা, দেশের অন্যান্য ভূম্যধিকারিগণ, তদ্ব্যতিরিক্ত অনেকানেক প্রধান ব্যক্তি, এবং বহুসংখ্যক লোক, একমতাবলম্বী হইয়া,

এ দেশের তৎকালীন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত সর সিসিল বীডন মহোদয়ের নিকট আবেদনপত্র প্রদান করেন। মহামতি সর সিসিল বীডন, আবেদনপত্র পাইয়া, এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগপ্রকাশ ও অনুকূল বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছিলেন; কিন্তু, উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের অনভিপ্রায় বশতঃ, অথবা কি হেতু বশতঃ বলিতে পারা যায় না, তিনি এতদ্বিষয়ক উদ্যোগ হইতে বিরত হইলেন।

৫। শেষ বার আবেদনপত্র প্রদত্ত হইলে, কোনও কোনও পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল। সেই সকল আপত্তির মীমাংসা করা উচিত ও আবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই পুস্তক মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু, এ বিষয় আপাততঃ স্থগিত রহিল, এবং আমিও, ঐ সময়ে অতিশয় পীড়িত হইয়া, কিছু কালের জন্য শয্যাগত হইলাম; সুতরাং, তৎকালে পুস্তক মুদ্রিত করিবার আর তাদৃশ আবশ্যকতাও ছিল না, আর, তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠি, আমার তাদৃশ ক্ষমতাও ছিল না। এই দুই কারণ বশতঃ, পুস্তক এত দিন অর্দ্ধমুদ্রিত অবস্থায় কালযাপন

৬। সম্প্রতি শুনিতেছি, কলিকাতাস্থ সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্য মহোদয়েরা বহু বিবাহের নিবারণ বিষয়ে বিলক্ষণ উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহাদের নিতান্ত ইচ্ছা, এই অতিজঘন্য, অতিনৃশংস প্রথা রহিত হইয়া যায়। এই প্রথা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিবেক কি না, এই আশঙ্কার অপনয়ন জন্য, সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী প্রধান প্রধান পণ্ডিতের মত গ্রহণ করিতেছেন, এবং রাজদ্বারে আবেদন করিবার অপরাপর উদ্যোগ দেখিতেছেন। তাঁহারা,

সদভিপ্রায়প্রণোদিত হইয়া, যে অতি মহৎ দেশহিতকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, হয় ত, সে বিষয়ে তাঁহাদের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবেক, এই ভাবিয়া, আমি এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

৭। শেষ বারের উদ্যোগের সময়, কেহ কেহ কহিয়াছিলেন, রাজপুরুষেরা পরামর্শ দিয়া, কোনও ব্যক্তিকে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, তাহাতেই, বহু বিবাহের নিবারণ প্রার্থনায়, আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। কেহ কেহ কহিয়াছিলেন, যাহাদের উদ্যোগে আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী, হিন্দুধর্ম্মের লোপ করিবার অভিপ্রায়ে, এই উদ্যোগ করিয়াছে। কিন্তু, সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভার এই উদ্যোগে তাদৃশ অপবাদপ্রবর্ত্তনের অণু মাত্র সম্ভাবনা নাই। যাহাতে এ দেশে হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা হয়, সেই উদ্দেশে, সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ঈদৃশ সভার অধ্যক্ষেরা, রাজপুরুষদিগের উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া, হিন্দুধর্ম্মলোপের জন্য, এই উদ্যোগ করিয়াছেন, নিতান্ত নির্ব্বোধ ও নিতান্ত অনভিজ্ঞ না হইলে, কেহ এরূপ কহিতে পারিবেন না। তবে, প্রস্তাবিত দেশহিতকর বিষয় মাত্রে প্রতিপক্ষতা করা যাঁহাদের অভ্যাস ও ব্যবসায়, তাঁহারা কোনও মতে ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। তাঁহারা, এরূপ সময়ে, উন্মত্তের ন্যায়, বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া উঠেন; এবং, যাহাতে প্রস্তাবিত বিষয়ের ব্যাঘাত ঘটে, স্বতঃ পরতঃ, সে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। ঈদৃশ ব্যক্তিরা সামাজিক দোষ সংশোধনের বিষম বিপক্ষ। তাঁহাদের অদ্ভুত প্রকৃতি ও অদ্ভুত চরিত্র; নিজেও কিছু করিবেন না, অন্যকেও কিছু করিতে দিবেন না। তাঁহারা চিরজীবী হউন।

৮। পরিশেষে, সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভার নিকট প্রার্থনা এই, যখন তাঁহারা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সবিশেষ যত্ন ও যথোচিত চেষ্টা না করিয়া, যেন ক্ষান্ত না হয়েন। তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, দেশের ও সমাজের যে, যার পর নাই, হিতসাধন হইবেক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র; সেরূপ সংস্কার না জন্মিলে, তাঁহারা কদাচ এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেন না। বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, সমাজে যে গরীয়সী অনিষ্ট-পরম্পরা ঘটিতেছে, তদ্দর্শনে, তদীয় অন্তঃকরণে, বহু বিবাহ বিষয়ে, ঘৃণা ও দ্বেষ জন্মিয়াছে; সেই ঘৃণা প্রযুক্ত, সেই দ্বেষ বশতঃ, তাঁহারা এই প্রথার নিবারণ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহার সংশয় নাই।

কাশীপুর
১লা শ্রাবণ। সংবৎ ১৯২৮। } শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

বহুবিবাহ

স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, ও সামাজিক নিয়ম দোষে, পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন। এই দুর্ব্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, তাঁহারা, পুরুষজাতির নিকট, অবনত ও অপদস্থ হইয়া, কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, সেই সমস্ত সহ্য করিয়া, জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব প্রদেশেই, স্ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃশ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্য বশতঃ, স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। অত্রত্য পুরুষজাতি, কতিপয় অতিগর্হিত প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া, হতভাগা স্ত্রীজাতিকে, অশেষ প্রকারে, যাতনাপ্রদান করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে, বহুবিবাহপ্রথা, এক্ষণে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছে। এই অতি জঘন্য, অতি নৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই। এই প্রথার প্রবলতা প্রযুক্ত, তাঁহাদিগকে যে সমস্ত ক্লেশ ও যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে, সে সমুদয় আলোচনা করিয়া দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। ফলতঃ, এতন্মূলক অত্যাচার এত অধিক ও এত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, যাঁহাদের

কিঞ্চিৎমাত্র হিতাহিতবোধ ও সদসদ্বিবেকশক্তি আছে, তাদৃশ ব্যক্তি মাত্রেই এই প্রথার বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা, এই প্রথা, এই দণ্ডে, রহিত হইয়া যায়। অধুনা, এ দেশের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে রাজশাসন ব্যতিরেকে, ঈদৃশ দেশব্যাপক দোষ নিবারণের উপায়ান্তর নাই। এজন্য, অনেকে উদ্যুক্ত হইয়া, অশেষদোষাস্পদ বহুবিবাহপ্রথার নিবারণের নিমিত্ত, রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে, কোনও কোনও পক্ষ হইতে, আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। যথাশক্তি সেই সকল আপত্তির উত্তরপ্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথম আপত্তি।

এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, বহুবিবাহপ্রথার দোষকীর্ত্তন বা নিবারণকথার উত্থাপন হইলে, তাঁহারা খড়গহস্ত হইয়া উঠেন। তাঁহাদের এরূপ সংস্কার আছে, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ও ধর্ম্মানুগত ব্যবহার। যাঁহারা এ বিষয়ে বিরাগ বা বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন, তাদৃশ ব্যক্তি সকল, তাঁহাদের মতে, শাস্ত্রদ্রোহী, ধর্ম্মদ্বেষী, নাস্তিক ও নরাধম বলিয়া পরিগণিত। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্ম্মলোপ ঘটিবেক। তাঁহারা, শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, বিবাদ ও বাদানুবাদ করিয়া থাকেন, কিন্তু, এ বিষয়ে শাস্ত্রেই বা, কত দূর পর্য্যন্ত, বিধি বা অনুমোদন আছে, এবং পুরুষজাতির উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দ্বারাই বা, কত দূর পর্য্যন্ত অনার্য্য আচরণ ঘটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সবিশেষ অবগত নহেন। এ দেশে সকল ধর্ম্মই শাস্ত্রমূলক; শাস্ত্রে যে বিষয়ের বিধি আছে, তাহাই ধর্ম্মানুগত বলিয়া পরিগৃহীত; আর, শাস্ত্রে যাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্মবহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং, বিবাহ বিষয়ে শাস্ত্রকারদিগের যে সমস্ত বিধি অথবা নিষেধ আছে, সে সমুদয় পরীক্ষিত হইলেই, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ও ধর্ম্মানুগত ব্যবহার কি না, এবং বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্ম্মলোপের আশঙ্কা আছে কি না, অবধারিত হইতে পারিবেক।

দক্ষ কহিয়াছেন,

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ॥ (১)

দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণ, আশ্রমবিহীন হইয়া, এক দিনও থাকিবেক না; বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পাতকগ্রস্ত হয়।

এই শাস্ত্র অনুসারে, আশ্রমবিহীন হইয়া থাকা, দ্বিজের পক্ষে, নিষিদ্ধ ও পাতকজনক। দ্বিজপদ উপলক্ষণ মাত্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি বর্ণের পক্ষেই এই ব্যবস্থা।

বামনপুরাণে নির্দ্দিষ্ট আছে,

চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকম্।
ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এব হি।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ।
গার্হস্থ্যমুচিতন্ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণমাচরেৎ॥ (২)

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, ব্রাহ্মণের এই চারি আশ্রম নির্দিষ্ট আছে; ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিন; বৈশ্যের প্রথম দুই; শূদ্রের গার্হস্থ্য মাত্র এক আশ্রম; সে, হৃষ্ট চিত্তে, তাহারই অনুষ্ঠান করিবেক।

এই ব্যবস্থা অনুসারে, সমুদয়ে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, এই চারি আশ্রম। কালভেদে ও অধিকারিভেদে, মনুষ্যের পক্ষে, এই আশ্রমচতুষ্টয়ের অন্যতম অবলম্বন আবশ্যক;

---

(১) দক্ষসংহিতা। প্রথম অধ্যায়।

(২) উদ্বাহতত্ত্বধৃত।

নতুবা, আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন, পাতকগ্রস্ত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ চারি আশ্রমেই অধিকারী; ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, এই তিন আশ্রমে; বৈশ্য ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, এই দুই আশ্রমে; শূদ্র একমাত্র গার্হস্থ্য আশ্রমে অধিকারী। উপনয়ন সংস্কারের পর, গুরুকুলে অবস্থিতি পূর্ব্বক, বিদ্যাভ্যাস ও সদাচারশিক্ষাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে; ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর, বিবাহ করিয়া, সংসারযাত্রা সম্পাদনকে গার্হস্থ্য বলে; গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালনের পর, যোগাভ্যাসের নিমিত্ত, বনবাস আশ্রয়কে বানপ্রস্থ বলে; বানপ্রস্থধর্ম্ম সমাধানের পর, বিষয়বাসনা পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলে।

মনু কহিয়াছেন,

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥ ৩। ৪।

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞা লাভের পর, যথা বিধানে স্নান ও সমাবর্ত্তন (৩) করিয়া, সজাতীয়া সুলক্ষণা ভার্য্যার পাণি গ্রহণ করিবেক।

বিবাহের এই প্রথম বিধি। এই বিধি অনুসারে, বিদ্যাভ্যাস ও সদাচার শিক্ষার পর, দারপরিগ্রহ করিয়া, মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হয়।

ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥ ৫। ১৬৮। (৪)

পূর্ব্বমৃতা স্ত্রীর যথাবিধি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া, পুনরায় দারপরিগ্রহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবেক।

---

(৩) বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর, গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের পূর্ব্বে, অনুষ্ঠীয়মান ক্রিয়াবিশেষ।

(৪) মনুসংহিতা।

বিবাহের এই দ্বিতীয় বিধি। এই বিধি অনুসারে, স্ত্রীবিয়োগ হইলে, গৃহস্থ ব্যক্তির পুনরায় দারপরিগ্রহ আবশ্যক।

মদ্যপাসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা ॥ ৯।৮০।(৫)

যদি স্ত্রী সুরাপায়িনী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, অতি ক্রূরস্বভাবা, ও অর্থনাশিনী হয়, তাহা হইলে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ, করিবেক।

বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী ॥ ৯। ৮১। (৫)

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, ও অপ্রিয়বাদিনী (৬) হইলে, কালাতিপাত ব্যতিরেকে, অধিবেদন করিবেক।

বিবাহের এই তৃতীয় বিধি। এই বিধি অনুসারে, স্ত্রী বন্ধ্যা প্রভৃতি অবধারিত হইলে, তাহার জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করা আবশ্যক।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো ঽবরাঃ ॥ ৩। ১২।
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥ ৩।১৩। (৭)

দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে সবর্ণাবিবাহই বিহিত। কিন্তু, যাহারা, যদৃচ্ছা ক্রমে, বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে

---

(৫) মনুসংহিতা।

(৬) যে সতত স্বামীর প্রতি দুঃশ্রব কটূক্তি প্রয়োগ করে।　　(৭) মনুসংহিতা।

বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা; বৈশ্যের বৈশ্যা, শূদ্রা; শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা ভার্য্যা হইতে পারে।

বিবাহের এই চতুর্থ বিধি। এই বিধি অনুসারে, সবর্ণাবিবাহই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষে প্রশস্ত কল্প। কিন্তু, যদি কোনও উৎকৃষ্ট বর্ণ, যথাবিধি সবর্ণা বিবাহ করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে, পুনরায় বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়, তবে সে আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণে বিবাহ করিতে পারে।

যে সমস্ত বিধি প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে বিবাহ ত্রিবিধ, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য। প্রথম বিধি অনুসারে, যে বিবাহ করিতে হয়, তাহা নিত্য বিবাহ; এই বিবাহ না করিলে, মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমে অধিকারী হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ; তাহা না করিলে, আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয় (৮)। তৃতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ; কারণ, তাহা, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ, করিতে হয়। চতুর্থ বিধির অনুযায়ী বিবাহ কাম্য বিবাহ। এই বিবাহ, নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহের ন্যায়, অবশ্যকর্ত্তব্য নহে; উহা পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন; অর্থাৎ, ইচ্ছা হইলে, তাদৃশ বিবাহ করিতে পারে, এই মাত্র। কাম্য বিবাহে কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের অধিকার প্রদর্শিত হওয়াতে, শূদ্রের তাদৃশ বিবাহে অধিকার নাই।

পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যসাধন গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য। দার-পরিগ্রহ ব্যতিরেকে, এ উভয়ই সম্পন্ন হয় না; এ নিমিত্ত,

---

(৮) স্ত্রীবিয়োগরূপ নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়, এজন্য এই বিবাহের নৈমিত্তিকত্বও আছে।

প্রথম বিধিতে দারপরিগ্রহ, গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের দ্বার স্বরূপ, গৃহস্থাশ্রম সমাধানের অপরিহার্য্য উপায় স্বরূপ, নির্দিষ্ট হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কালে, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হয়; এজন্য, ঐ অবস্থায়, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে, পুনরায় দারপরিগ্রহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব, চিররোগিত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, পুত্র লাভের ও ধর্ম্মকার্য্য সমাধানের ব্যাঘাত ঘটে; এজন্য, শাস্ত্রকারেরা, তাদৃশ স্থলে, স্ত্রী সত্ত্বে; পুনরায় বিবাহ করিবার তৃতীয় বিধি দিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রম সমাধানের নিমিত্ত, শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে সবর্ণা-পরিণয়নের পর, যদি কোনও উৎকৃষ্ট বর্ণ, যদৃচ্ছা ক্রমে, বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহার পক্ষে, অসবর্ণা বিবাহে অধিকার বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা চতুর্থ বিধি প্রদর্শন করিয়াছেন। বিবাহ বিষয়ে, এতদ্ব্যতিরিক্ত, আর বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং, স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে, নির্দিষ্ট নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যদৃচ্ছা ক্রমে, পুনরায় সবর্ণা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নহে। ফলতঃ, সবর্ণা বিবাহের পর, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে, অসবর্ণা বিবাহের বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, তাদৃশ ব্যক্তির, তথাবিধ স্থলে, সবর্ণাবিবাহ নিষিদ্ধ কল্প হইতেছে।

এরূপ বিধিকে পরিসংখ্যা বলে। পরিসংখ্যা বিধির নিয়ম এই, যে স্থল ধরিয়া বিধি দেওয়া যায়, তদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়। বিধি ত্রিবিধ, অপূর্ব্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যা-বিধি। বিধি ব্যতিরেকে যে স্থলে কোনও রূপে প্রবৃত্তি সম্ভবে

না, তাহাকে অপূর্ব্ববিধি কহে; যেমন, "স্বর্গকামো যজেত," স্বর্গকামনায় যাগ করিবেক। এই বিধি না থাকিলে, লোকে, স্বর্গলাভবাসনায়, কদাচ যাগে প্রবৃত্ত হইত না; কারণ, যাগ করিলে স্বর্গলাভ হয়, ইহা প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত নহে। যে বিধি দ্বারা কোনও বিষয় নিয়মবদ্ধ করা যায়, তাহাকে নিয়মবিধি বলে; যেমন, "সমে যজেত," সম দেশে যাগ করিবেক। লোকের পক্ষে যাগ করিবার বিধি আছে; সেই যাগ, কোনও স্থানে অবস্থিত হইয়া, করিতে হইবেক; লোকে, ইচ্ছা অনুসারে, সমান, অসমান, উভয়বিধ স্থানেই যাগ করিতে পারিত; কিন্তু, "সমে যজেত," এই বিধি দ্বারা, সমান স্থানে যাগ করিবেক, ইহা নিয়মবদ্ধ হইল। যে বিধি দ্বারা, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে, নিষেধ সিদ্ধ হয়, এবং বিহিত স্থলে বিধি অনুযায়ী কার্য্য করা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন থাকে, তাহাকে পরিসংখ্যা বিধি বলে; যেমন, "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ," পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়। লোকে, যদৃচ্ছা ক্রমে, যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণ করিতে পারিত; কিন্তু, "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ," এই বিধি দ্বারা, বিহিত, শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত, কুক্কুর প্রভৃতি যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তুর ভক্ষণনিষেধ সিদ্ধ হইতেছে; অর্থাৎ, লোকের পঞ্চনখ জন্তুর মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্তি হইলে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবেক না; শশ প্রভৃতি পঞ্চনখ জন্তুর মাংস ভক্ষণও লোকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন; ইচ্ছা হয়, ভক্ষণ করিবেক, ইচ্ছা না হয়, ভক্ষণ করিবেক না। সেইরূপ, যদৃচ্ছা ক্রমে অধিক বিবাহে উদ্যত পুরুষ সবর্ণা, অসবর্ণা, উভয়বিধ স্ত্রীরই পাণিগ্রহণ করিতে পারিত; কিন্তু, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহে প্রবৃত্ত হইলে, অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, এই বিধি

প্রদর্শিত হওয়াতে, যদৃচ্ছাস্থলে অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত স্ত্রীর বিবাহ-নিষেধ সিদ্ধ হইতেছে। অসবর্ণাবিবাহও লোকের ইচ্ছাধীন; ইচ্ছা হয়, তাদৃশ বিবাহ করিবেক; ইচ্ছা না হয়, করিবেক না; কিন্তু, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বিবাহ করিতে হইলে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিতে পারিবেক না, ইহাই বিবাহবিষয়ক চতুর্থ বিধির উদ্দেশ্য। এই বিবাহবিধিকে অপূর্ব্ববিধি বলা যাইতে পারে না; কারণ, ঈদৃশ বিবাহ রাগপ্রাপ্ত, অর্থাৎ লোকের ইচ্ছা বশতঃ প্রাপ্ত হইতেছে; যাহা কোনও রূপে প্রাপ্ত নহে, তদ্বিষয়ক বিধিকেই অপূর্ব্ববিধি বলে। এই বিবাহবিধিকে নিয়মবিধি বলা যাইতে পারে না; কারণ, ইহা দ্বারা অসবর্ণা-বিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নিয়মবদ্ধ হইতেছে না। সুতরাং, এই বিবাহবিধিকে, অগত্যা, পরিসংখ্যাবিধি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবেক (৯)।

বিবাহবিষয়ক বিধিচতুষ্টয়ের স্থূল তাৎপর্য্য এই, প্রথম বিধি অনুসারে, গৃহস্থ ব্যক্তির সবর্ণাবিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য; গৃহস্থ অবস্থায় স্ত্রীবিয়োগ হইলে, দ্বিতীয় বিধি অনুসারে, সবর্ণাবিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য; স্ত্রী বন্ধ্যা প্রভৃতি স্থির হইলে, তৃতীয় বিধি অনুসারে, সবর্ণাবিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য; সবর্ণা বিবাহ করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহে প্রবৃত্তি হইলে, ইচ্ছা হয়, চতুর্থ বিধি অনুসারে, অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ

---

(৯) বিনিযোগবিধিরপ্যপূর্ব্ববিধিনিয়মবিধিপরিসংখ্যাবিধিভেদাত্রিবিধঃ বিধিং বিনা কথমপি যদর্থগোচরপ্রবিত্তির্নোপপদ্যতে অসাবপূর্ব্ববিধিঃ নিয়তপ্রবৃত্তিফলকো বিধির্নিয়মবিধিঃ স্ববিষয়াদন্যত্র প্রবৃত্তিবিরোধী বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ তদুক্তং বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে॥

বিধিস্বরূপ।

করিতে পারিবেক না। কলিযুগে অসবর্ণা বিবাহের ব্যবহার রহিত হইয়াছে; সুতরাং যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বিবাহের আর স্থল নাই।

এক্ষণে, ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, ইদানীন্তন যদৃচ্ছপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড কেবল শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নয়, এরূপ নহে, উহা, সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং, যাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে বহু বিবাহ করিতেছেন, তাঁহারা, নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য, পাতকগ্রস্ত হইতেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,

বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥ ৩। ২১৯।

বিহিত বিষয়ের অবহেলন ও নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিলে, এবং ইন্দ্রিয়বশীকরণ করিতে না পারিলে, মনুষ্য পাতকগ্রস্ত হয়।

কোনও কোনও মুনিবচনে, এক ব্যক্তির অনেক স্ত্রী বিদ্যমান থাকা নির্দিষ্ট আছে, তদ্দর্শনে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যখন শাস্ত্রে এক ব্যক্তির যুগপৎ বহু স্ত্রী বিদ্যমান থাকার স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তখন যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু বিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য নহে, ইহা কি রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। তাঁহাদের অভিপ্রেত শাস্ত্র সকল এই,—

১। সবর্ণাসু বহুভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মকার্য্যং কারয়েৎ (১০)।

সজাতীয়া বহু ভার্য্যা বিদ্যমান থাকিলে, জ্যেষ্ঠার সহিত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেক।

২। সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্ম্মনুঃ॥ ৯। ১৮৩। (১১)

(১০) বিষ্ণুসংহিতা। ২৬ অধ্যায়।

(১১) মনুসংহিতা।

মনু কহিয়াছেন, সপত্নীদের মধ্যে যদি কেহ পুত্রবতী হয়, সেই সপত্নীপুত্র দ্বারা তাহারা সকলেই পুত্রবতী গণ্য হইবেক।

৩। ত্রিবিবাহং কৃতং যেন ন করোতি চতুর্থকম্।
কুলানি পাতয়েৎ সপ্ত ভ্রূণহত্যাব্রতং চরেৎ॥ (১২)

যে ব্যক্তি, তিন বিবাহ করিয়া, চতুর্থ বিবাহ না করে, সে সাত কুল পতিত করে, তাহার ভ্রূণহত্যাপ্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক।

এই সকল বচনে এরূপ কিছুই নির্দিষ্ট নাই যে, তদ্দারা, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে, পুরুষের ইচ্ছাধীন বহু বিবাহ প্রতিপন্ন হইতে পারে। প্রথম বচনে এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা বিদ্যমান থাকার উল্লেখ আছে; কিন্তু ঐ বহু ভার্য্যা বিবাহ অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত নিবন্ধন নহে, তাহার কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না। দ্বিতীয় বচনে যে বহু বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা যে কেবল পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব নিবন্ধন ঘটিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে; কারণ, ঐ বচনে পুত্রহীনা সপত্নীদের বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। তৃতীয় বচনে, তিন বিবাহের পর বিবাহান্তরের অবশ্যকর্ত্তব্যতানির্দেশ আছে। কিন্তু, এই বচন বহুবিবাহবিষয়ক নহে। ইহার স্থল এই,—যে ব্যক্তির ক্রমে দুই স্ত্রী গত হইয়াছে, সে পুনরায় বিবাহ করিলে, তাহার তিন বিবাহ হয়; চতুর্থ বিবাহ না করিলে, তাহার প্রত্যবায় ঘটে। এই প্রত্যবায়ের পরিহারার্থে, বিবাহার্থী ব্যক্তি, প্রথমতঃ, এক ফুলগাছকে স্ত্রী কল্পনা করিয়া, উহার সহিত তৃতীয় বিবাহ সম্পন্ন করে; তৎপরে যে বিবাহ হয়, তাহা চতুর্থ বিবাহের স্থলে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপ তিন বিবাহ

(১২) উদ্বাহতত্ত্বধৃত।

ও চারি বিবাহই এই বচনের উদ্দেশ্য। কেহ কেহ এই ব্যবস্থা করেন, যেখানে তিন স্ত্রী বর্ত্তমান থাকে, সেই স্থলে এই বচন খাটিবেক (১৩)। যদি এই ব্যবস্থা আদরণীয় হয়, তাহা হইলে, বর্ত্তমান তিন স্ত্রীর বিবাহ অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত নিবন্ধন, আর চতুর্থ বিবাহ এই বচনে উল্লিখিত দোষের পরিহাররূপ নিমিত্ত নিবন্ধন বলিতে হইবেক। অর্থাৎ, প্রথমতঃ, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ, ক্রমে তিন বিবাহ ঘটিয়াছে; পরে, তিন স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিলে, এই বচনে যে চতুর্থ বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতার নির্দেশ আছে, তদনুসারে পুনরায় বিবাহ করা আবশ্যক হইতেছে। মনুবচনে অধিবেদনের যে সমস্ত নিমিত্ত নির্দিষ্ট আছে, এই বচনে উল্লিখিত দোষের পরিহার তদতিরিক্ত নিমিত্তান্তর বলিয়া পরিগণিত হইবেক। ফলকথা এই, যখন শাস্ত্রকারেরা, কাম্যবিবাহস্থলে, কেবল অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন, যখন ঐ বিধি দ্বারা, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, যদৃচ্ছা ক্রমে সবর্ণাবিবাহ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যখন উল্লিখিত বহু বিবাহ সকল অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত বশতঃ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে, তখন যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যখন, পুরাণে ও ইতিহাসে, কোনও কোনও রাজার যুগপৎ বহু স্ত্রী বিদ্যমান থাকার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তখন পুরুষের বহু বিবাহ শাস্ত্রানুমত কর্ম্ম নহে, ইহা কিরূপে অঙ্গীকৃত হইতে পারে। ইহা যথার্থ বটে, পূর্ব্বকালীন কোনও কোনও রাজার বহু বিবাহের পরিচয় পাওয়া

(১৩) এতদ্বচনং বর্ত্তমানস্ত্রীত্রিকপরমিতি বদন্তি। উদ্বাহতত্ত্ব।

যায়; কিন্তু, সে সকল বিবাহ যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বিবাহ নহে। রামায়ণে উল্লিখিত আছে, রাজা দশরথের অনেক মহিলা ছিলেন। কিন্তু, তিনি যে যদৃচ্ছা ক্রমে সেই সমস্ত বিবাহ করিয়াছিলেন, কোনও ক্রমে এরূপ প্রতীতি জন্মে না। রামায়ণে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে তিনি, বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত, পুত্রমুখ নিরীক্ষণে অধিকারী হয়েন নাই। ইহা নিশ্চিত বোধ হইতেছে, তাঁহার প্রথম পরিণীতা স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া পরিগণিতা হইলে, তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন; এবং সে স্ত্রীও পুত্রবতী না হওয়াতে, তাঁহারও বন্ধ্যাত্ব বোধে, রাজা পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপে, ক্রমে ক্রমে, তাঁহার অনেক বিবাহ ঘটে। অবশেষে, চরম বয়সে, কৌশল্যা, কেকয়ী, সুমিত্রা, এই তিন মহিষীর গর্ভে তাঁহার চারি সন্তান জন্মে। সুতরাং, রাজা দশরথের বহু বিবাহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বশঙ্কা নিবন্ধন ঘটিয়াছিল, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। দশরথ যে কারণে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন, অন্যান্য রাজারাও, সেই কারণে, অথবা শাস্ত্রোক্ত অন্য কোনও নিমিত্ত বশতঃ, একাধিক বিবাহ করেন, তাহার সংশয় নাই। তবে, ইহাও লক্ষিত হইতে পারে, কোনও কোনও রাজা, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, বহু বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাদৃশ দৃষ্টান্ত দর্শনে, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ব্যাপার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। রাজার আচার, সর্ব্বসাধারণ লোকের পক্ষে, আদর্শস্বরূপ পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে। ভারতবর্ষীয় রাজারা, স্ব স্ব অধিকারে, এক প্রকার সর্ব্বশক্তিমান্ ছিলেন। প্রজারা ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া চলিলে, রাজা, দণ্ড বিধান পূর্ব্বক, তাহাদিগকে ন্যায়পথে অবস্থাপিত করিতেন। কিন্তু, রাজারা উৎপথপ্রতিপন্ন হইলে, তাঁহাদিগকে ন্যায়পথে প্রবর্ত্তিত

করিবার লোক ছিল না। বস্তুতঃ, রাজারা সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ ছিলেন। সুতরাং, যদি কোনও রাজা, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যদৃচ্ছা ক্রমে, বহু বিবাহ করিয়া থাকেন, সর্ব্বসাধারণ লোকে, সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া, বহু বিবাহ করিলে, তাহা কোনও ক্রমে বৈধ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। মনু কহিয়াছেন,—

> সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
> স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥ ৭। ৭।
> বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
> মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥ ৭। ৮।

রাজা প্রভাবে সাক্ষাৎ অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র। রাজা বালক হইলেও, তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করা উচিত নহে। তিনি নিঃসন্দেহ মহতী দেবতা, নররূপে বিরাজ করিতেছেন।

রাজা প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে মহতী দেবতা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। অতএব, যেমন দেবতার চরিত্র মনুষ্যের অনুকরণীয় নহে; সেইরূপ, রাজার চরিত্রও, মনুষ্যের পক্ষে, অনুকরণীয় হইতে পারে না। এই নিমিত্ত, যাহা সর্ব্বসাধারণ লোকের পক্ষে সর্ব্বথা অবৈধ, তেজীয়ানের পক্ষে, তাহা দোষাবহ নয় বলিয়া, শাস্ত্রকারেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন।

ফলতঃ যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড যদৃচ্ছাপ্রবৃত্তব্যবহারমূলক মাত্র। এই অতিজঘন্য, অতিনৃশংস ব্যাপার শাস্ত্রানুমত বা ধর্ম্মানুগত ব্যবহার নহে; এবং, ইহা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা বা ধর্ম্মলোপের অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয় আপত্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, কুলীন ব্রাহ্মণদিগের জাতিপাত ও ধর্ম্মলোপ ঘটিবেক। এই আপত্তি ন্যায়োপেত হইলে, বহুবিবাহপ্রথার নিবারণচেষ্টা, কোনও মতে, উচিত কর্ম্ম হইত না। কৌলীন্যপ্রথার পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, উহা ন্যায়োপেত কি না, তাহা প্রতীয়মান হইতে পারিবেক; এজন্য, কৌলীন্যমর্য্যাদার প্রথম ব্যবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

রাজা আদিসূর, পুত্রেষ্টিযাগের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, অধিকারস্থ ব্রাহ্মণদিগকে, যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত, আহ্বান করেন। এ দেশের তৎকালীন ব্রাহ্মণেরা আচারভ্রষ্ট ও বেদবিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং, তাঁহারা আদিসূরের অভিপ্রেত যজ্ঞ সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না। রাজা, নিরুপায় হইয়া, ৯৯৯ শাকে (১) কান্যকুব্জরাজের নিকট, শাস্ত্রজ্ঞ ও আচারপূত পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রেরণ প্রার্থনায়, দূত প্রেরণ করিলেন। কান্যকুব্জরাজ, তদনুসারে, পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন—

১	শাণ্ডিল্যগোত্র	ভট্টনারায়ণ।
২	কাশ্যপগোত্র	দক্ষ।
৩	বাৎস্যগোত্র	ছান্দড়।

(১) আদিসূরো নবনবত্যধিকনবশতীশতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানায়য়ামাস।

কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র।

৪ ভরদ্বাজগোত্র শ্রীহর্ষ

৫ সাবর্ণগোত্র বেদগর্ভ। (২)

ব্রাহ্মণেরা, সস্ত্রীক, সভৃত্য, অশ্বারোহণে, গৌড়দেশে আগমন করেন। চরণে চর্ম্মপাদুকা, সর্ব্বাঙ্গ সূচীবিদ্ধ বস্ত্রে আবৃত; এইরূপ বেশে, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে, রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারা দ্বারবানকে কহিলেন, ত্বরায় রাজার নিকট আমাদের আগমনসংবাদ দাও। দ্বারী, নরপতিগোচরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের আগমনসংবাদ প্রদান করিলে, তিনি প্রথমতঃ অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; পরে, দৌবারিকের মুখে, তাঁহাদের আচার ও পরিচ্ছদের বিষয় অবগত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ দেশের ব্রাহ্মণেরা আচারভ্রষ্ট ও ক্রিয়াহীন বলিয়া, আমি দূর দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইলাম। কিন্তু, যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে উঁহাদিগকে আচারপূত বা ক্রিয়ানিপুণ বলিয়া বোধ হইতেছে না। যাহা হউক, আপাততঃ সাক্ষাৎ না করিয়া, উঁহাদের আচার প্রভৃতির বিষয় সবিশেষ অবগত হই, পরে যেরূপ হয় করিব। এই স্থির করিয়া, রাজা দ্বারবানকে কহিলেন, ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগকে বল, আমি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত আছি, এক্ষণে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না; তাঁহারা, বাসস্থানে গিয়া, শ্রান্তিদূর করুন; অবকাশ পাইলেই, সাক্ষাৎ করিতেছি।

---

(২) ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোঽথ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামা চ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রজশ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽথ কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্যশ্রেষ্ঠোঽথ ছান্দড়ঃ॥
ভরদ্বাজকুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽথ সাবর্ণো যথা বেদ ইতি স্মৃতঃ॥ কুলরাম।

এই কথা শুনিয়া, দ্বারবান, ব্রাহ্মণদিগের নিকটে আসিয়া, সমস্ত নিবেদন করিল। রাজা অবিলম্বেই তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করিবেন, এই স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণেরা, আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত, জলগণ্ডুষ হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন; এক্ষণে, তাঁহার অনাগমনবার্ত্তা শ্রবণে, করস্থিত আশীর্ব্বাদবারি নিকটবর্ত্তী মল্লকাষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ব্রাহ্মণদিগের এমনই প্রভাব, আশীর্ব্বাদবারির স্পর্শ মাত্র, চিরশুষ্ক মল্লকাষ্ঠ সঞ্জীবিত, পল্লবিত, ও পুষ্পফলে সুশোভিত, হইয়া উঠিল (৩)। এই অদ্ভুত ঘটনা তৎক্ষণাৎ নরপতিসমীপে নিবেদিত হইল। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহাদের আচার ও পরিচ্ছদের কথা শুনিয়া, প্রথমতঃ, তাঁহার মনে অশ্রদ্ধা ও বিরাগ জন্মিয়াছিল; এক্ষণে, বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিল। তখন তিনি, গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং, দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন (৪)।

অনন্তর, রাজা, নির্দ্ধারিত শুভ দিবসে, সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ দ্বারা, পুত্রেষ্টিযাগ করাইলেন। যাগপ্রভাবে, রাজমহিষী গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইলেন। রাজা, যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, নিজ রাজ্যে বাস করিবার নিমিত্ত, ব্রাহ্মণদিগকে, সবিশেষ নির্ব্বন্ধ সহকারে, অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা,

---

(৩) বিক্রমপুরের লোকে বলেন, বল্লালসেনের বাটীর দক্ষিণে যে দিঘি আছে, তাহার উত্তর পাড়ে, পাকা ঘাটের উপর, ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি সজীব আছে। বৃক্ষ অতি বৃহৎ; নাম গজারিবৃক্ষ। এতজ্জাতীয় বৃক্ষ বিক্রমপুরের আর কোথাও নাই। ময়মনসিংহ জিলার মধুপুর পাহাড় ভিন্ন অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। মল্লকাষ্ঠ স্থলে অনেকে [illegible] আলানস্তম্ভ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

এই উপাখ্যান সচরাচর যেরূপ উল্লিখিত হইয়া থাকে, অবিকল সেইরূপ হইল।

রাজার নির্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম, বট-গ্রাম এই রাজদত্ত এক এক গ্রামে, (৫) এক এক জন বসতি করিলেন।

কাল ক্রমে, এই পাঁচ জনের ষট্‌পঞ্চাশৎ সন্তান জন্মিল। ভট্টনারায়ণের ষোড়শ, দক্ষের ষোড়শ, শ্রীহর্ষের চারি, বেদগর্ভের দ্বাদশ, ছান্দড়ের আট (৬)। এই প্রত্যেক সন্তানকে রাজা বাসার্থে এক এক গ্রাম প্রদান করিলেন। সেই সেই গ্রামের নাম অনুসারে, তাঁহাদের সন্তানপরম্পরা অমুকগ্রামীণ, অর্থাৎ অমুকগাঁই, বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। শাণ্ডিল্যগোত্রে, ভট্টনারায়ণ-বংশে, বন্দ্য, কুসুম, দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষলী, বটব্যাল, পারিহা, কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, সেয়ক, গড়গড়ি, আকাশ, কেশরী, মাষচটক, বসুয়ারি, করাল, এই ষোল গাঁই (৭)। কাশ্যপগোত্রে, দক্ষবংশে, চট্ট, অম্বুলী, তৈলবাটী, পোড়ারি, হড়, গূড়, ভূরিষ্ঠাল, পালধি, পাকড়াসী, পূষলী, মূলগ্রামী, কোয়ারী, পলসায়ী, পীতমুণ্ডী, সিমলায়ী, ভট্ট, এই ষোল গাঁই (৮)। ভরদ্বাজগোত্রে, শ্রীহর্ষবংশে,

---

(৫) পঞ্চকোটিঃ কামকোটির্হরিকোটিস্তথৈব চ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রামস্তেষাং স্থানানি পঞ্চ চ॥ কুলরাম।

(৬) ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শ।
চত্বারঃ শ্রীহর্ষজাতা দ্বাদশ বেদগর্ভতঃ॥
অষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতাশ্ছান্দড়ান্মুনেঃ॥ কুলরাম।

(৭) বন্দ্যঃ কুসুমো দীর্ঘাঙ্গী ঘোষলী বটব্যালকঃ।
পারী কুলী কুশারিশ্চ কুলভিঃ সেয়কো গড়ঃ।
আকাশঃ কেশরী মাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ।
ভট্টবংশোদ্ভবা এতে শাণ্ডিল্যে ষোড়শ স্মৃতাঃ॥ কুলরাম।

(৮) চট্টোঽম্বুলী তৈলবাটী পোড়ারির্হড়গূড়কৌ।

মুখুটী, ডিংসাই, সাহরী, রাই, এই চারি গাঁই (৯)। সাবর্ণগোত্রে, বেদগর্ভবংশে, গাঙ্গূলি, পুংসিক, নন্দিগ্রামী, ঘণ্টেশ্বরী, কুন্দগ্রামী, সিয়ারি, সাটেশ্বরী, দায়ী, নায়েরী, পারিহাল, বালিয়া, সিদ্ধল, এই বার গাঁই (১০)। বাৎস্যগোত্রে, ছান্দড়বংশে, কাঞ্জিলাল, মহিন্তা, পূতিতুণ্ড, পিপলাই, ঘোষাল, বাপুলি, কাঞ্জারী, সিমলাল, এই আট গাঁই (১১)।

ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির আগমনের পূর্ব্বে, এ দেশে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা, তদবধি, হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া রহিলেন, এবং, সপ্তশতীনামে প্রসিদ্ধ হইয়া, পৃথক্ সম্প্রদায় রূপে পরিগণিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জগাই, ভাগাই, সাগাই, নানসী, আরথ, বালথবি, পিথুরী, মুলুকজুরী, প্রভৃতি গাঁই ছিল। সপ্তশতী পঞ্চগোত্রবহির্ভূত ; এজন্য, কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানেরা, ইঁহাদের সহিত, আহার ব্যবহার ও আদান প্রদান করিতেন না ; যাঁহারা করিতেন, তাঁহারাও, সপ্তশতীর ন্যায়, হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতেন।

ভূরিশ্চ পালধিশ্চৈব পর্কটিঃ পূষলী তথা।
মূলগ্রামী কোয়ারী চ পলসায়ী চ পীতকঃ।
সিমলায়ী তথা ভট্ট ইমে কাশ্যপসংজ্ঞকাঃ॥ কুলরাম।

(৯) আদৌ মুখটী ডিণ্ডী চ সাহরী রাইকস্তথা॥
ভারদ্বাজা ইমে জাতাঃ শ্রীহর্ষস্য তনূদ্ভবাঃ॥ কুলরাম।

(১০) গাঙ্গূলিঃ পুংসিকো নন্দী ঘণ্টাকুন্দসিয়ারিকাঃ।
সাটো দায়ী তথা নায়ী প্যারী বালী চ সিদ্ধলঃ।
বেদগর্ভোদ্ভবা এতে সাবর্ণে দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥ কুলরাম।

(১১) কাঞ্জিবিল্লী মহিন্তা চ পূতিতুণ্ডশ্চ পিপ্পলী।
ঘোষালো বাপুলিশ্চৈব কাঞ্জারী চ তথৈব চ।
সিমলালশ্চ বিজ্ঞেয়া ইমে বাৎস্যকসংজ্ঞকাঃ॥ কুলরাম।

কাল ক্রমে, আদিসূরের বংশধ্বংস হইল। সেনবংশীয় রাজারা গৌড়দেশের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন (১২)। এই বংশে উদ্ভূত সুপ্রসিদ্ধ রাজা বল্লালসেনের অধিকারকালে, কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়। কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্রাহ্মণদিগের সন্তানপরম্পরার মধ্যে, ক্রমে ক্রমে, বিদ্যালোপ ও আচারভ্রংশ ঘটিয়া আসিতেছিল; উহার নিবারণই কৌলীন্যমর্য্যাদাস্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজা বল্লালসেন বিবেচনা করিলেন, আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি সদ্‌গুণের যথোপযুক্ত পুরস্কার করিলে, ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই, সেই সকল গুণের রক্ষা বিষয়ে, সবিশেষ যত্নবান্ হইবেন। তদনুসারে, তিনি, পরীক্ষা দ্বারা, যাঁহাদিগকে নবগুণবিশিষ্ট দেখিলেন, তাঁহাদিগকে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করিলেন। কৌলীন্যপ্রবর্ত্তক নয় গুণ এই—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা, দান (১৩)। আবৃত্তিশব্দের অর্থ পরিবর্ত্ত। পরিবর্ত্ত চারিপ্রকার, আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা (১৪)। আদান, অর্থাৎ, সমান বা উৎকৃষ্ট গৃহ হইতে কন্যাগ্রহণ; প্রদান, অর্থাৎ, সমান অথবা উৎকৃষ্ট গৃহে কন্যাদান; কুশত্যাগ, অর্থাৎ, কন্যার অভাবে কুশময়ী কন্যার দান; ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা,

---

(১২) আদিসূরের বংশধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিষক্সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা॥ ঘটককারিকা।

(১৩) আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥ কুলরাম।

এরূপ প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে, নিষ্ঠা শান্তিস্তপো দানম্, এইরূপ পাঠ ছিল; পরে, বল্লালকালীন ঘটকেরা শান্তিশব্দস্থলে আবৃত্তিশব্দ নিবেশিত করিয়াছেন।

(১৪) আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথৈব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্ত্তশ্চতুর্বিধঃ॥ কুলরাম।

অর্থাৎ, উভয় পক্ষে কন্যার অভাব ঘটিলে, ঘটকের সম্মুখে, বাক্য মাত্র দ্বারা পরস্পর কন্যাদান। সৎকুলে কন্যাদান ও সৎকুল হইতে কন্যাগ্রহণ কুলের প্রধান লক্ষণ; কিন্তু, কন্যার অভাব ঘটিলে, আদানপ্রদান সম্পন্ন হয় না; সুতরাং, কন্যাহীন ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুললক্ষণাক্রান্ত হইতে পারেন না। এই দোষের পরিহারের নিমিত্ত, কুশময়ী কন্যার দান ও ঘটক সমক্ষে বাক্য মাত্র দ্বারা পরস্পর কন্যাদানের ব্যবস্থা হয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের ষট্‌পঞ্চাশৎ সন্তান এক এক গ্রামে বাস করেন। সেই সেই গ্রামের নাম অনুসারে, এক এক গাঁই হয়। তাঁহাদের সন্তানপরম্পরা সেই সেই গাঁই বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। সমুদয়ে ৫৬ গাঁই; তন্মধ্যে, বন্দ্য, চট্ট, মুখুটী, ঘোষাল, পূতিতুণ্ড, গাঙ্গুলি, কাঞ্জিলাল, কুন্দগ্রামী, এই আট গাঁই সর্ব্বতোভাবে নবগুণবিশিষ্ট ছিলেন (১৫), এজন্য কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন। এই আট গাঁইর মধ্যে, চট্টোপাধ্যায়বংশে, বহুরূপ, সুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ, বাঙ্গাল, এই পাঁচ; পূতিতুণ্ডবংশে, গোবর্দ্ধনাচার্য্য; ঘোষালবংশে, শির; গঙ্গোপাধ্যায়বংশে, শিশ; কুন্দগ্রামিবংশে, রোষাকর; বন্দ্যোপাধ্যায়বংশে, জাহ্লন, মহেশ্বর, দেবল, বামন, ঈশান, মকরন্দ, এই ছয়; মুখোপাধ্যায়বংশে, উৎসাহ, গরুড়, এই দুই; কাঞ্জিলালবংশে, কানু, কুতূহল, এই দুই; সমুদয়ে এই উনিশ জন কুলীন হইলেন (১৬)। পালধি, পাকড়াশী, সিমলায়ী, বাপুলি,

(১৫) বন্দ্যশ্চট্টোঽথ মুখুটী ঘোষালশ্চ ততঃ পরঃ।
পূতিতুণ্ডশ্চ গাঙ্গুলিঃ কাঞ্জিঃ কুন্দেন চাষ্টমঃ। কুলরাম।

(১৬) বহুরূপঃ সুচো নাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥

ভূরিষ্ঠাল, কুলকুলী, বটব্যাল, কুশারি, সেয়ক, কুসুম, ঘোষলী, মাষচটক, বসুয়ারি, করাল, অম্বুলী, তৈলবাটী, মূলগ্রামী, পূষলী, আকাশ, পলসায়ী, কোয়ারী, সাহরি, ভট্টাচার্য্য, সাটেশ্বরী, নায়েরী, দায়ী, পারিহাল, সিয়ারী, সিদ্ধল, পুংসিক, নন্দিগ্রামী, কাঞ্জারী, সিমলাল, বালী, এই ৩৪ গাঁই অষ্টগুণবিশিষ্ট ছিলেন; এজন্য, শ্রোত্রিয়সংজ্ঞাভাজন হইলেন (১৭)। পূর্ব্বোক্ত নয় গুণের মধ্যে, ইঁহারা আবৃত্তিগুণে বিহীন ছিলেন; অর্থাৎ, বন্দ্য প্রভৃতি আট গাঁই, আদান প্রদান বিষয়ে, যেমন সাবধান ছিলেন; পালধি প্রভৃতি চৌত্রিশ গাঁই, সে বিষয়ে, তদ্রূপ সাবধান ছিলেন না; এজন্য, তাঁহারা কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন না। আর, দীর্ঘাঙ্গী, পারিহা, কুলভী, পোড়ারী, রাই, কেশরী, ঘণ্টেশ্বরী, ডিংসাই, পীতমুণ্ডী, মহিন্তা, গূড়, পিপলাই,

---

পুতির্গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ।
গাঙ্গুলীয়ঃ শিশো নাম্না কুন্দো রোষাকরোঽপিচ ॥
জাহ্লনাখ্যস্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ।
দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মকরন্দকঃ ॥
উৎসাহগরুড়খ্যাতৌ মুখবংশসমুদ্ভবৌ।
কান্নুকুতূহলাবেতৌ কাঞ্জিকুলপ্রতিষ্ঠিতৌ।
ঊনবিংশতিসংখ্যাতা মহারাজেন পূজিতাঃ ॥ কুলরাম।

(১৭) পালধিঃ পর্কটিশ্চৈব সিমলায়ী চ বাপুলিঃ।
ভূরিঃ কুলী বটব্যালঃ কুশারিঃ সেয়কস্তথা।
কুসুমো ঘোষলী মাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ।
অম্বুলী তৈলবাটী চ মূলগ্রামী চ পূষলী।
আকাশঃ পলসায়ী চ কোয়ারী সাহরিস্তথা।
ভট্টঃ সাটশ্চ নায়েরী দায়ী পারী সিয়ারকঃ ॥
সিদ্ধলঃ পুংসিকো নন্দী কাঞ্জারী সিমলালকঃ।
বালী চেতি চতুস্ত্রিংশদ্বল্লালনৃপপূজিতাঃ ॥ কুলরাম।

হড়, গড়গড়ি, এই চৌদ্দ গাঁই সদাচারপরিভ্রষ্ট ছিলেন; এজন্য, গৌণ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইলেন (১৮)।

এরূপ প্রবাদ আছে, রাজা বল্লালসেন, কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপনের দিন স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে, নিত্যক্রিয়ার সমাপনান্তে, রাজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময়, আর কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময়, উপস্থিত হন। যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন, তাঁহারা কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; যাঁহারা দেড় প্রহরের সময়, তাঁহারা শ্রোত্রিয়, আর, যাঁহারা এক প্রহরের সময়, তাঁহারা গৌণ কুলীন, হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিতে অধিক সময় লাগে; সুতরাং, যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিয়াছিলেন; তদ্দ্বারা রাজা তাঁহাদিগকে সদাচারপূত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন; এজন্য, তাঁহাদিগকে প্রধান মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। দেড়প্রহরের সময় আগতেরা আচারাংশে ন্যূন ছিলেন, এজন্য ন্যূন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; আর, এক প্রহরের সময় আগতেরা আচারভ্রষ্ট বলিয়া অবধারিত হইলেন; এজন্য, রাজা তাঁহাদিগকে, হেয়জ্ঞান করিয়া, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিলেন।

এই রূপে, কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হইল। নিয়ম হইল, কুলীনেরা কুলীনের সহিত আদান প্রদান সম্পন্ন করিবেন;

---

(১৮) দীর্ঘাঙ্গী পারীঃ কুলভী পোড়ারী রাই কেশরী।
ঘণ্টা ডিণ্ডী পীতমুণ্ডী মহিন্তা গুড় পিপ্পলী।
হড়শ্চ গড়গড়িশ্চৈব ইমে গৌণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ কুলরাম।

শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন; কিন্তু, শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিতে পারিবেন না; করিলে, কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইবেন (১৯); আর, গৌণ কুলীনের কন্যাগ্রহণ করিলে, এক কালে কুলক্ষয় হইবেক; এই নিমিত্ত, গৌণ কুলীনেরা অরি, অর্থাৎ কুলের শত্রু, বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পরিগণিত হইলেন (২০)।

কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, বল্লালসেনের আদেশ অনুসারে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ ঘটক এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ঘটকদিগের এই ব্যবসায় নিরূপিত হইল যে, তাঁহারা কুলীনদিগের স্তুতিবাদ ও বংশাবলীকীর্ত্তন করিবেন এবং তাঁহাদের গুণ, দোষ ও কৌলীন্যমর্য্যাদা সংক্রান্ত নিয়ম বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন (২১)।

কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গৌণকুলীন ব্যতিরিক্ত, আর একপ্রকার ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের নাম বংশজ। এরূপ নির্দিষ্ট আছে, ব্রাহ্মণদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময়, বল্লালের মুখ হইতে বংশজশব্দ নির্গত হইয়াছিল এই মাত্র; বাস্তবিক, তিনি কোনও ব্রাহ্মণদিগকে বংশজ বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীতে সন্নিবেশিত করেন নাই; উত্তর কালে বংশজব্যবস্থা হইয়াছে। যে সকল কুলীনের

---

(১৯) শ্রোত্রিয়ায় সুতাং দত্ত্বা কুলীনো বংশজো ভবেৎ। কুলরাম।

(২০) অরয়ঃ কুলনাশকাঃ।
যৎকন্যালাভমাত্রেণ সমূলস্তু বিনশ্যতি॥ কুলরাম।

(২১) বল্লালবিষয়ে নূনং কুলীনা দেবতাঃ স্বয়ম্।
শ্রোত্রিয়া মেরবো জ্ঞেয়া ঘটকাঃ স্তুতিপাঠকাঃ॥
অংশং বংশং তথা দোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ।
ত এব ঘটকা জ্ঞেয়া ন নামগ্রহণাৎ পরম॥ কুলরাম।

কন্যা, ঘটনা ক্রমে, শ্রোত্রিয়গৃহে বিবাহিতা হইল, তাঁহারা কুলভ্রষ্ট হইলেন। এই রূপে যাঁহাদের কুলভ্রংশ ঘটিল, তাঁহারা বংশজসংজ্ঞাভাজন ও মর্য্যাদা বিষয়ে গৌণ কুলীনের সমকক্ষ হইলেন; অর্থাৎ, গৌণ কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে, যেমন কুলক্ষয় হইয়া যায়, বংশজকন্যা গ্রহণ করিলেও, কুলীনের সেইরূপ কুলক্ষয় ঘটে। তদনুসারে, বংশজ ত্রিবিধ, প্রথম, শ্রোত্রিয় পাত্রে কন্যাদাতা কুলীন বংশজ; দ্বিতীয়, গৌণ কুলীনের কন্যাগ্রাহী কুলীন বংশজ; তৃতীয়, বংশজের কন্যাগ্রাহী কুলীন বংশজ। স্থূল কথা এই, কোনও ক্রমে কুলক্ষয় হইলেই, কুলীন বংশজভাবাপন্ন হইয়া থাকেন (২২)।

কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হইলে, এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন—প্রথম, কুলীন; দ্বিতীয়, শ্রোত্রিয়; তৃতীয়, বংশজ; চতুর্থ, গৌণ কুলীন; পঞ্চম, পঞ্চগোত্রবহির্ভূত সপ্তশতী সম্প্রদায়।

কাল ক্রমে, গৌণ কুলীনেরা শ্রোত্রিয়শ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন, কিন্তু সর্ব্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের সমান হইতে পারিলেন না। প্রকৃত শ্রোত্রিয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয়, ও গৌণ কুলীনেরা কষ্ট

(২২) বল্লালের মুখ হইতে বংশজ শব্দ নির্গত হইয়াছিল এই মাত্র, তিনি বংশজব্যবস্থা করেন নাই, ঘটকদিগের এই নির্দ্দেশ সম্যক্ সংলগ্ন বোধ হয় না। ৫৬ গাঁইর মধ্যে, ৩৪ গাঁই শ্রোত্রিয়, ও ১৪ গাঁই গৌণ কুলীন, বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছিলেন; অবশিষ্ট ৮ গাঁইর লোকের মধ্যে কেবল ১৯ জন কুলীন হন। এই ১৯ জন ব্যতিরিক্ত লোকদিগের বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হইতেছে, বল্লাল এই সকল লোকদিগকে বংশজশ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ইহারাই আদিবংশজ। তৎপরে, আদানপ্রদান দোষে, যে সকল কুলীনের কুলভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাঁহারাও বংশজসংজ্ঞাভাজন হইয়াছেন। ইহাও সম্পূর্ণ সম্ভব বোধ হয়, এই আদিবংশজেরাই বল্লালের নিকট ঘটক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রোত্রিয়, বলিয়া উল্লিখিত হইতে লাগিলেন। গৌণ কুলীন এই সংজ্ঞাকালে তাঁহারা যেরূপ হেয় ও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন, কষ্ট শ্রোত্রিয় এই সংজ্ঞাকালেও সেইরূপ রহিলেন।

কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, ১০ পুরুষ গত হইলে দেবীবর ঘটকবিশারদ কুলীনদিগকে মেলবন্ধ করেন। যে আচার বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি গুণ দেখিয়া, বল্লাল ব্রাহ্মণদিগকে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহার অধিকাংশই লোপাপত্তি পায়; কেবল আবৃত্তিগুণ মাত্রে কুলীনদিগের যত্ন ও আস্থা থাকে। কিন্তু, দেবীবরের সময়ে, কুলীনেরা এই গুণেও জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। আদানপ্রদানের বিশুদ্ধি বল্লালদত্ত কুল-মর্য্যাদার এক মাত্র অবলম্বন ছিল, তাহাও লয়প্রাপ্ত হয়। যে সকল দোষে এককালে কুল নির্মূল হয়, কুলীন মাত্রেই সেই সমস্ত দোষে দূষিত হইয়াছিলেন। যে যে কুলীন একবিধ দোষে দূষিত, দেবীবর তাঁহাদিগকে এক সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করেন। সেই সম্প্রদায়ের নাম মেল। মেলশব্দের অর্থ দোষমেলন, অর্থাৎ দোষ অনুসারে সম্প্রদায়বন্ধন (২৩)। দেবীবর ব্যবস্থা করেন, দোষ যায়, কুল তায় (২৪)। বল্লাল, গুণ দেখিয়া, কুলমর্য্যাদার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; দেবীবর, দোষ দেখিয়া, কুলমর্য্যাদার ব্যবস্থা করিলেন। পৃথক্ পৃথক্ দোষ অনুসারে, দেবীবর তৎকালীন কুলীনদিগকে ৩৬ মেলে (২৫) বদ্ধ করেন।

---

(২৩) দোষান্ মেলয়তীতি মেলঃ। (২৪) দোষো যত্র কুলং তত্র।

(২৫) ১ ফুলিয়া, ২ খড়দহ, ৩ সর্ব্বানন্দী, ৪ বল্লভী, ৫ সুরাই, ৬ আশ্চর্য্যশেখরী ৭ পণ্ডিতরত্নী, ৮ বাঙ্গাল, ৯ গোপালঘটকী, ১০ ছায়ানরেন্দ্রী, ১১ বিজয়পণ্ডিতী, ১ চাঁদাই, ১৩ মাধাই, ১৪ বিদ্যাধরী, ১৫ পারিহাল, ১৬ শ্রীরঙ্গভট্টী, ১৭ মালাধরখানি ১৮ কাকুস্থী, ১৯ হরিমজুমদারী, ২০ শ্রীবর্দ্ধনী, ২১ প্রমোদনী, ২২ দশরথঘটকী, ২

তন্মধ্যে ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের প্রাদুর্ভাব অধিক। এই দুই মেলের লোকেরাই প্রধান কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন; এবং এই দুই মেলের লোকেরাই, যার পর নাই, অত্যাচারকারী হইয়া উঠিয়াছেন। যে যে দোষে এই দুই মেল বদ্ধ হয়, তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, উভয়ে একবিধ দোষে লিপ্ত ছিলেন; এজন্য, দেবীবর এই দুয়ে ফুলিয়া মেল বদ্ধ করেন। নাধা, ধন্ধ, বারুইহাটী, মুলুকজুরী, এই দোষচতুষ্টয়ে ফুলিয়া মেল বদ্ধ হয়। নাধানামকস্থানবাসী বন্দ্যোপাধ্যায়েরা বংশজ ছিলেন; গঙ্গানন্দের পিতা মনোহর তাঁহাদের বাটীতে বিবাহ করেন। এই বংশজকন্যাবিবাহ দ্বারা, তাঁহার কুলক্ষয় ও বংশজভাবাপত্তি ঘটে। মনোহরের কুলরক্ষার নিমিত্ত, ঘটকেরা, পরামর্শ করিয়া, নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়দিগকে শ্রোত্রিয় করিয়া দিলেন। তদবধি, নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়েরা, বাস্তবিক বংশজ হইয়াও, মাষচটক নামে শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, এই বিবাহ দ্বারা মনোহরের কুলক্ষয় ঘটিয়াছিল, কেবল ঘটকদিগের অনুগ্রহে কথঞ্চিৎ কুলরক্ষা হইল। ইহার নাম নাধাদোষ। শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দুই অবিবাহিতা দুহিতা ছিল। হাঁসাইনামক মুসলমান, ধন্ধনামক স্থানে, বলপূর্ব্বক, ঐ দুই কন্যার জাতিপাত করে। পরে, এক কন্যা কংসারিতনয় পরমানন্দ পূতিতুণ্ড, আর এক কন্যা গঙ্গাবর বন্দ্যোপাধ্যায়

শুভরাজখানী, ২৪ নড়িয়া, ২৫ রায়মেল, ২৬ চট্টরাঘবী, ২৭ দেহাটী, ২৮ ছয়ী, ২৯ ভৈরবঘটকী, ৩০ আচম্বিতা, ৩১ ধরাধরী, ৩২ বালী, ৩৩ রাঘবঘোষলী, ৩৪ শুঙ্গোসর্ব্বানন্দী, ৩৫ সদানন্দখানী, ৩৬ চন্দ্রবতী।

বিবাহ করেন। এই গঙ্গাবরের সহিত নীলকণ্ঠ গঙ্গোর আদান-প্রদান হয়। নীলকণ্ঠ গঙ্গোর সহিত আদানপ্রদান দ্বারা, গঙ্গানন্দও যবনদোষে দূষিত হয়েন। ইহার নাম ধন্ধদোষ (২৬)। বারুইহাটীগ্রামে ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণের জাতিভ্রংশ ঘটিত। কাঁচনার মুখটী অর্জ্জুন মিশ্র ঐ গ্রামে ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সহিত আদানপ্রদান করেন। এই শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আদানপ্রদান দ্বারা, গঙ্গানন্দও সেই দোষে দূষিত হয়েন। ইহার নাম বারুইহাটীদোষ। গঙ্গানন্দের ভ্রাতৃপুত্র শিবাচার্য্য, মুলুকজুরীকন্যা বিবাহ করিয়া, কুলভ্রষ্ট ও সপ্তশতীভাবাপন্ন হয়েন; পরে, শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহ করেন। ইহার নাম মুলুকজুরীদোষ।

যোগেশ্বর পণ্ডিত ও মধু চট্টোপাধ্যায়, উভয়ে একবিধ দোষে লিপ্ত ছিলেন; এজন্য এই দুয়ে খড়দহ মেল বন্ধ হয়। যোগেশ্বরের পিতা হরি মুখোপাধ্যায় গড়গড়িকন্যা, যোগেশ্বর নিজে পিপলাইকন্যা, বিবাহ করেন। মধু চট্টোপাধ্যায় ডিংসাই রায় পরমানন্দের কন্যা বিবাহ করেন। যোগেশ্বর এই মধু চট্টোকে কন্যাদান করিয়াছিলেন।

বংশজ, গৌণ কুলীন ও সপ্তশতী সম্প্রদায়ের কন্যা বিবাহ করিলে, এক কালে কুলক্ষয় ও বংশজভাবাপত্তি ঘটে। ফুলিয়া

---

(২৬) অনূঢ়া শ্রীনাথসুতা ধন্ধঘাটস্থলে গতা।
হাঁসাইখানদারেণ যবনেন বলাৎকৃতা॥
ধন্ধস্থানগতা কন্যা শ্রীনাথচট্টজাত্মজা।
যবনেন চ সংসৃষ্টা সোঢ়া কংসসুতেন বৈ॥ দোষমালা॥
নাথাইচট্টের কন্যা হাঁসাইখানদারে।
সেই কন্যা বিভা কৈল বন্দ্য গঙ্গাবরে॥ ঘটককারিকা॥

মেলের প্রকৃতি গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পিতা মনোহর বংশজকন্যা বিবাহ করেন; গঙ্গানন্দভ্রাতৃপুত্র শিবাচার্য্য মুলুকজুরীকন্যা বিবাহ করেন। খড়দহ মেলের প্রকৃতি যোগেশ্বর পণ্ডিতের পিতা হরি মুখোপাধ্যায় গড়গড়িকন্যা, যোগেশ্বর নিজে পিপলাইকন্যা, আর মধু চট্টোপাধ্যায় ডিংসাইকন্যা, বিবাহ করেন। মুলুকজুরী পঞ্চগোত্রবহির্ভূত সপ্তশতীসম্প্রদায়ের অন্তর্বর্ত্তী; গড়্গড়ি, পিপলাই ও ডিংসাই গৌণ কুলীন। ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের লোকেরা কুলীন বলিয়া যে অভিমান করেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক; কারণ, বংশজ, গৌণ কুলীন ও সপ্তশতী কন্যা বিবাহ দ্বারা, বহু কাল, তাঁহাদের কুলক্ষয় ও বংশজভাবাপত্তি ঘটিয়াছে। অধিকন্তু, যবনদোষস্পর্শ বশতঃ, ফুলিয়া মেলের লোকদিগের জাতিভ্রংশ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ, সকল মেলের লোকেরাই, কুবিবাহ প্রভৃতি দোষে, কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, মেলবন্ধনের পূর্ব্বেই, বল্লালপ্রতিষ্ঠিত কুলমর্য্যদার লোপাপত্তি হইয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা কুলীন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বাস্তবিক বহু কালের বংশজ। যাঁহারা বংশজ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, কৌলীন্যপ্রথার নিয়ম অনুসারে, তাঁহাদের সহিত ইদানীন্তন কুলাভিমানী বংশজদিগের কোনও অংশে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই (২৭)।

যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে, বহু কাল, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কৌলীন্যমর্য্যাদা লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। কৌলীন্যের নিয়ম অনুসারে, কুলীন বলিয়া গণনীয় হইতে পারেন, ইদানীং ঈদৃশ

(২৭) কি কি দোষে কোন কোন মেল বদ্ধ হয়, দোষমালাগ্রন্থে তাহার সবিস্তর বিবরণ আছে, বাহুল্যভয়ে এস্থলে সে সকল উল্লিখিত হইল না। যাঁহারা সবিশেষ জানিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে দোষমালাগ্রন্থ দেখা আবশ্যক।

ব্যক্তিই অপ্রাপ্য ও অপ্রসিদ্ধ। অতএব, যখন কুলীনের একান্ত অসদ্ভাব ঘটিয়াছে, তখন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, কুলীনদিগের জাতিপাত ও ধর্ম্মলোপ ঘটিবেক, এ আপত্তি, কোনও মতে, ন্যায়োপেত বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারে না।

দেবীবর যে যে ঘর লইয়া মেল বদ্ধ করেন, সেই সেই ঘরে আদানপ্রদান ব্যবস্থাপিত হয়। মেলবন্ধনের পূর্ব্বে, কুলীনদিগের আট ঘরে পরস্পর আদানপ্রদান প্রচলিত ছিল। ইহাকে সর্ব্বদ্বারী বিবাহ কহিত। তৎকালে, আদানপ্রদানের কিছু মাত্র অসুবিধা ছিল না। এক ব্যক্তির অকারণে একাধিক বিবাহ করিবার আবশ্যকতা ঘটিত না, এবং কোনও কুলীনকন্যাকেই যাবজ্জীবন, অবিবাহিত অবস্থায় কালযাপন করিতে হইত না। এক্ষণে, অল্প ঘরে মেল বদ্ধ হওয়াতে, কাল্পনিক কুল রক্ষার জন্য, এক পাত্রে অনেক কন্যার দান অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। এই রূপে, দেবীবরের কুলীনদিগের মধ্যে বহু বিবাহের সূত্রপাত হইল।

অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার ঋতুদর্শন, শাস্ত্র অনুসারে ঘোরতর পাতকজনক। কাশ্যপ কহিয়াছেন,

পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা॥
যস্তু তাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্বলঃ।
অশ্রদ্ধেয়মপাংক্তেয়ং তং বিদ্যাদ্বৃষলীপতিম্॥ (২৮)

যে অবিবাহিতা কন্যা পিত্রালয়ে রজস্বলা হয়, তাহার পিতা ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হন। সেই কন্যাকে বৃষলী বলে। যে জ্ঞান-

---

(২৮) উদ্বাহতত্ত্বধৃত।

হীন ব্রাহ্মণ সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করে, সে অশ্রাদ্ধেয় (২৯) অপাংক্তেয় (৩০) ও বৃষলীপতি।

যম কহিয়াছেন,

মাতা চৈব পিতা চৈব, জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥ ২৩ ॥
যস্তাং বিবাহয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যো হ্যপাংক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ ॥ ২৪ ॥ (৩১)

কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় রজস্বলা দেখিলে, মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এই তিন জন নরকগামী হয়। যে ব্রাহ্মণ, অজ্ঞানান্ধ হইয়া, সেই কন্যাকে বিবাহ করে, সে অসম্ভাষ্য, (৩২) অপাংক্তেয় ও বৃষলীপতি।

পৈঠীনসি কহিয়াছেন,

যাবন্নোদ্ভিদ্যেতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া অথ ঋতুমতী ভবতি দাতা প্রতিগ্রহীতা চ নরকমাপ্নোতি পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াং জায়স্তে। তস্মাৎ নগ্নিকা দাতব্যা ॥ (৩৩)

স্তনপ্রকাশের পূর্ব্বেই কন্যাদান করিবেক। যদি কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুমতী হয়, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে নরকগামী হয়, এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বিষ্ঠায় জন্মগ্রহণ করে। অতএব, ঋতুদর্শনের পূর্ব্বেই, কন্যাদান করিবেক।

---

(২৯) যাহাকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলে, শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়।
(৩০) যাহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিলে, পাপ হয়।
(৩১) যমসংহিতা।
(৩২) যাহার সহিত সম্ভাষণ করিলে, পাতক জন্মে।
(৩৩) জীমূতবাহনপ্রণীতদায়ভাগধৃত।

ব্যাস কহিয়াছেন,

> যদি সা দাতৃবৈকল্যাদ্রজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা।
> ভ্রূণহত্যাশ্চ তাবত্যঃ পতিতঃ স্যাত্তদপ্রদঃ॥ (৩৪)

যে ব্যক্তি দানাধিকারী, যদি তাহার দোষে কুমারী ঋতুদর্শন করে; তবে, ঐ কুমারী, অবিবাহিত অবস্থায়, যত বার ঋতুমতী হয়, সে তত বার ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত, এবং যথাকালে তাহার বিবাহ না দেওয়াতে, পতিত হয়।

অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার ঋতুদর্শন ও ঋতুমতী কন্যার পাণিগ্রহণ এক্ষণকার কুলীনদিগের গৃহে সচরাচর ঘটনা। কুলীনেরা, দেবীবরের কপোলকল্পিত প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া, ঘোরতর পাতকগ্রস্ত হইতেছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে বিবেচনা করিতে গেলে, তাঁহারা বহু কাল পতিত ও ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন (৩৫)।

---

(৩৪) ব্যাসসংহিতা। দ্বিতীয় অধ্যায়।

(৩৫) অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার ঋতুদর্শন ও ঋতুমতী কন্যার পাণিগ্রহণ, শাস্ত্র অনুসারে, ঘোরতর পাতকজনক হইলেও, কুলাভিমানী মহাপুরুষেরা উহাকে দোষ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। দোষ বোধ করিলে, অকিঞ্চিৎকর কুলাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেন না, এবং কন্যাদিগকে অবিবাহিত অবস্থায় রাখিয়া, নিজে নরকগামী হইতেন না, এবং পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ এই তিন পূর্ব্বপুরুষকে পরলোকে বিষ্ঠাকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিতেন না। হয়ত, তাঁহারা,

> কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।
> নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ ৯। ৮৯॥

কন্যা ঋতুমতী হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বরং গৃহে থাকিবেক, তথাপি তাহাকে কদাচ নির্গুণ পাত্রে প্রদান করিবেক না।

এই মানবীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলেন বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। মনু নির্গুণ পাত্রে কন্যাদান অবিধেয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু, ইদানীন্তন কুলাভিমানী মহাশয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা নির্গুণ; আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি গুণে তাঁহারা একবারে

কুলীনমহাশয়েরা যে কুলের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আছেন, তাহা বিধাতার সৃষ্টি নহে। বিধাতার সৃষ্টি হইলে, সে বিষয়ে স্বতন্ত্র বিবেচনা করিতে হইত। এ দেশের ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাহীন ও আচারভ্রষ্ট হইতেছিলেন। যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যা, সদাচার প্রভৃতি গুণের আদর থাকে, এক রাজা তাহার উপায় স্বরূপ কুলমর্য্যাদা ব্যবস্থা, এবং কুলমর্য্যাদা রক্ষার উপায় স্বরূপ কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন, করেন। সেই রাজপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কুবিবাহ প্রভৃতি দোষে, বহু কাল, কুলীন মাত্রের কুলক্ষয় হইয়া গিয়াছে। যখন, রাজপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে, রাজদত্ত কুলমর্য্যাদার উচ্ছেদ হইয়াছে, তখন কুলীনম্মন্য মহাপুরুষদিগের ইদানীন্তন কুলাভিমান নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি মাত্র। অনন্তর, দেবীবর, যে অবস্থায়, যে রূপে, কুলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে কুলীনগণের অহঙ্কার করিবার কোনও হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। কুলীনেরা সুবোধ হইলে, অহঙ্কার না করিয়া, বরং তাদৃশ কুলের পরিচয় দিতে লজ্জিত হইতেন। লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, সেই কুলের অভিমানে, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়া, স্বয়ং নরকগামী হইতেছেন, এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, তিন পুরুষকে পরলোকে বিষ্ঠাহ্রদে বাস করাইতেছেন। ধন্য রে অভিমান! তোর প্রভাব ও মহিমার ইয়ত্তা নাই। তুই মনুষ্যজাতির অতি বিষম শত্রু। তোর কুহকে পড়িলে, সম্পূর্ণ মতিচ্ছন্ন ঘটে; হিতাহিতবোধ, ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেচনা একবারে অন্তর্হিত হয়।

বর্জ্জিত হইয়াছেন। সুতরাং, ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে বিবেচনা করিতে গেলে, এক্ষণকার কুলীন পাত্রে কন্যাদান করাই সর্ব্বতোভাবে অবিধেয় বলিয়া নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবেক।

কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, দশ পুরুষ গত হইলে দেবীবর, কুলীনদিগের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া মেলবন্ধন দ্বারা নূতন প্রণালী সংস্থাপন করেন। এক্ষণে, মেল বন্ধনের সময় হইতে দশ পুরুষ অতীত হইয়াছে (৩৬); এবং কুলীনদিগের মধ্যে, নানা বিশৃঙ্খলাও ঘটিয়াছে। সুতরাং, পুনরায় কোনও নূতন প্রণালী সংস্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, বল্লাল সেন, উহার নিবারণের অভিপ্রায়ে, কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপন করেন। তৎপরে, কুলীনদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া দেবীবর, উহার নিবারণের আশয়ে, মেলবন্ধন করেন। এক্ষণে কুলীনদিগের মধ্যে, যে অশেষবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে অমূলক কুলাভিমান পরিত্যাগ ভিন্ন, উহার নিবারণের আর উপায় নাই। যদি তাঁহারা সুবোধ, ধর্ম্মভীরু, ও আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন অকিঞ্চিৎকর কুলাভিমানে বিসর্জ্জন দিয়া, কুলীননামের কলঙ্ক বিমোচন করুন। আর, যদি তাঁহারা কুলাভিমান পরিত্যাগ নিতান্ত অসাধ্য বা একান্ত অবিধেয় বোধ করেন; তবে তাঁহাদের পক্ষে, কোনও নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক এ অবস্থায়, বোধ হয়, পুনরায় সর্ব্বদ্বারী বিবাহ প্রচলিত হওয়া

---

(৩৬) ১ শ্রীহর্ষ, ২ শ্রীগর্ভ, ৩ শ্রীনিবাস, ৪ আরব, ৫ ত্রিবিক্রম, ৬ কাক, ৭ সাং ৮ জলাশয়, ৯ বাণেশ্বর, ১০ গুহ, ১১ মাধব, ১২ কোলাহল। শ্রীহর্ষ প্রথম গৌড়দেশে আগমন করেন।

১ উৎসাহ, ২ আহিত, ৩ উদ্ধব, ৪ শিব, ৫ নৃসিংহ, ৬ গর্ভেশ্বর, ৭ মুরারি, ৮ অনিরুদ্ধ, ৯ লক্ষ্মীধর, ১০ মনোহর। মুখুটীবংশে উৎসাহ প্রথম কুলীন হন।

১ গঙ্গানন্দ, ২ রামাচার্য্য, ৩ রাঘবেন্দ্র, ৪ নীলকণ্ঠ, ৫ বিষ্ণু, ৬ রামদেব, ৭ সীতারাম ৮ সদাশিব, ৯ গোরাচাঁদ, ১০ ঈশ্বর। গঙ্গানন্দ ফুলিয়ামেলের প্রকৃতি। ঈশ্বরমুখোপাধ্যায় খড়দহগ্রামবাসী।

ভিন্ন, কুলীনদিগের পরিত্রাণের আর পথ নাই। এই পথ অবলম্বন করিলে, কোনও কুলীনের, অকারণে, একাধিক বিবাহের আবশ্যকতা থাকিবেক না; কোনও কুলীনকন্যাকে, যাবজ্জীবন বা দীর্ঘ কাল, অবিবাহিত অবস্থায় থাকিয়া, পিতাকে নরকগামী করিতে হইবেক না; এবং রাজনিয়ম দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, কোনও ক্ষতি বা অসুবিধা ঘটিবেক না। এ বিষয়ে কুলীনদিগের ও কুলীনপক্ষপাতী মহাশয়দিগের যত্ন ও মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। অনর্থকর, অধর্ম্মকর কুলাভিমানের রক্ষা বিষয়ে, অন্ধ ও অবোধের ন্যায়, সহায়তা করা অপেক্ষা, যে সকল দোষ বশতঃ, কুলীনদিগের ধর্ম্মলোপ ও যার পর নাই অনর্থসংঘটন হইতেছে, সেই সমস্ত দোষের সংশোধন পক্ষে যত্নবান্ হইলে, কুলীনপক্ষপাতী মহাশয়দিগের বুদ্ধি, বিবেচনা, ও ধর্ম্ম অনুযায়ী কর্ম্ম করা হইবেক।

ইদানীন্তন কুলাভিমানী মহাপুরুষেরা কুলীন বলিয়া অভিমান করিতেছেন, এবং দেশস্থ লোকের পূজনীয় হইতেছেন। যদি তদীয় চরিত্র বিশুদ্ধ ও ধর্ম্মমার্গের অনুযায়ী হইত, তবে তাহাতে কেহ কোনও ক্ষতিবোধ বা আপত্তি উত্থাপন করিতেন না। কিন্তু, তাঁহাদের আচরণ, যার পর নাই, জঘন্য ও ঘৃণাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের আচরণ বিষয়ে লোকসমাজে শত শত উপাখ্যান প্রচলিত আছে; এস্থলে সে সকলের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ফলকথা এই, দয়া, ধর্ম্মভয়, লোকলজ্জা প্রভৃতি একবারে তাঁহাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। কন্যাসন্তানের সুখ দুঃখ গণনা বা হিত অহিত বিবেচনা তদীয় চিত্তে কদাচ স্থান পায় না। কন্যা যাহাতে করণীয় ঘরে অর্পিতা হয়, কেবল সেই বিষয়ে দৃষ্টি থাকে। অঘরে অর্পিতা হইলে,

কন্যা কুলক্ষয়কারিণী হয়; এজন্য, কন্যার কি দশা ঘটিবেক, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, যেন তেন প্রকারেণ, কন্যাকে পাত্রসাৎ করিতে পারিলেই, তাঁহারা চরিতার্থ হয়েন। অবিবাহিত অবস্থায়, কন্যা বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলে, তাঁহাদের কুলক্ষয় ঘটে; বাটীতে থাকিয়া, ব্যভিচারদোষে আক্রান্ত ও ভ্রূণহত্যাপাপে বারংবার লিপ্ত হইলে, কোনও দোষ ও হানি নাই। কথঞ্চিৎ কুলরক্ষা করিয়া, অর্থাৎ নামমাত্রে বিবাহিতা হইয়া, কন্যা বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করিলে, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র ক্ষোভ, লজ্জা, বা ক্ষতিবোধ হয় না। তাহার কারণ এই যে, এ সকল ঘটনায় কুললক্ষ্মী বিচলিতা হয়েন না। যদি কুললক্ষ্মী বিচলিতা না হইলেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের সকল দিক রক্ষা হইল। কুললক্ষ্মীরও তাঁহাদের উপর নিরতিশয় স্নেহ ও অপরিসীম দয়া। তিনি, কোনও ক্রমে, সে স্নেহ ও সে দয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এ স্থলে কুললক্ষ্মীর স্নেহ ও দয়ার একটি আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

অমুক গ্রামে, অমুক নামে, একটি প্রধান কুলীন ছিলেন। তিনি তিন চারিটি বিবাহ করেন। অমুক গ্রামে যে বিবাহ হয়, তাহাতে তাঁহার দুই কন্যা জন্মে। কন্যারা, জন্মাবধি, মাতুলালয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইয়াছিল। মাতুলেরা ভাগিনেয়ীদের প্রতিপালন করিতেছেন ও যথাকালে বিবাহ দিবেন, এই স্থির করিয়া, পিতা নিশ্চিন্ত থাকিতেন, কোনও কালে, তাহাদের কোনও তত্ত্বাবধান করিতেন না। দুর্ভাগ্য ক্রমে, মাতুলদের অবস্থা ক্ষুণ্ণ হওয়াতে, তাঁহারা ভাগিনেয়ীদের বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। প্রথমা কন্যাটির বয়ঃক্রম ১৮, ১৯ বৎসর, দ্বিতীয়াটির বয়ঃক্রম ১৫, ১৬ বৎসর, এই সময়ে, কোনও

ব্যক্তি ভুলাইয়া তাহাদিগকে বাটী হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়।

প্রায় এক পক্ষ অতীত হইলে, তাহাদের পিতা এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলেন; এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, এক আত্মীয়ের সহিত পরামর্শ করিবার নিমিত্ত, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। আত্মীয়ের নিকট এই দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, তিনি, গলদশ্রু লোচনে, আকুল বচনে, কহিতে লাগিলেন, ভাই, এত কালের পর, আমায় কুললক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলেন; আর আমার জীবনধারণ বৃথা; আমি অতি হতভাগ্য, নতুবা কুললক্ষ্মী বাম হইবেন কেন। আত্মীয় কহিলেন, তুমি যে কখনও কন্যাদের কোনও সংবাদ লও নাই; এ তোমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। যাহা হউক, কুলীন ঠাকুর, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে কন্যাপহারীর শরণাগত হইলেন, এবং প্রার্থনা করিলেন, আপনি দয়া করিয়া, তিন মাসের জন্য, কন্যা দুটি দেন; আমি, তিন মাসের মধ্যে, উহাদিগকে আপনকার নিকট পঁহুছাইয়া দিব। কন্যাপহারী যাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করেন, এরূপ অনেক ব্যক্তি, কুলীন ঠাকুরের কাতরতা দর্শনে ও আর্ত্তবাক্য শ্রবণে অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া, অনেক অনুরোধ করিয়া, তিন মাসের জন্য, সেই দুই কন্যাকে পিতৃহস্তে সমর্পণ করাইলেন। তিনি, চরিতার্থ হইয়া, তাহাদের দুই ভগিনীকে আপন বসতিস্থানে লইয়া গেলেন, এবং এক ব্যক্তি, অঘরে বিবাহ দিবার জন্য, চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছিল; অনেক যত্নে, অনেক কৌশলে, ইহাদের উদ্ধার করিয়াছি, ইহা প্রচার করিয়া দিলেন। কন্যারা না পলায়ন করিতে পারে, এজন্য, এক রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। সেই রক্ষক, সর্ব্ব ক্ষণ, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, কুলীন ঠাকুর, অর্থের সংগ্রহ ও বরের অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত, নির্গত হইলেন; এবং, এক মাস পরে, ভাদ্র মাসের শেষে, বিবাহের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক, এক যষ্টিবর্ষীয় বর সমভিব্যাহারে, বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। বরও, কন্যাদের চরিত্র বিষয়ে, সমস্তই সবিশেষ জানিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু, অগ্রে কোনও অংশে আপত্তি উত্থাপন বা অসম্মতি প্রদর্শন না করিয়া, বিবাহের সময়, উপস্থিত সর্ব্ব জন সমক্ষে, অম্লান মুখে কহিলেন, আমি শুনিলাম, এই দুই কন্যা অতি দুশ্চরিত্রা; আমি ইহাদের পাণিগ্রহণ করিব না। কন্যাকর্ত্তাকে ভয় দেখাইয়া, নিয়মিত দক্ষিণা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক প্রাপ্তিই এই অসম্মতি প্রদর্শনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। সামান্যরূপ বাদানুবাদ ও উপরোধ অনুরোধের পর, বর, আর বার টাকা পাইলে বিবাহ করিতে পারেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কন্যাকর্ত্তা, এক বিঘা ব্রহ্মত্র ভূমি বন্ধক রাখিয়া, বার টাকা আনিয়া, বরের হস্তে সমর্পণ করিলে, শেষ রাত্রিতে, নির্ব্বিবাদে, কন্যা দ্বয়ের সম্প্রদানক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। কুলীন ঠাকুরের কুলরক্ষা হইল। যাঁহারা বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কুললক্ষ্মী বিচলিতা হইলেন না, এই আনন্দে ব্রাহ্মণের নয়নযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

পর দিন প্রভাত হইবা মাত্র, বর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কতিপয় দিবস অতীত হইলে, বিবাহিতা কুলপালিকারাও অন্তর্হিতা হইলেন। তদবধি, আর কেহ তাঁহাদের কোনও সংবাদ লইলেন না; এবং, সংবাদ লইবার আবশ্যকতাও ছিল না। তাঁহারা পিতার কুলরক্ষা করিয়াছেন; অতঃপর, তাঁহারা যথেচ্ছ-

চারিণী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেও, ইদানীন্তন কুলীনদিগের কুলধর্ম্ম অনুসারে, আর তাঁহাদের পিতার কুলোচ্ছেদের বা কলঙ্কঘটনার আশঙ্কা ছিল না। বিশেষতঃ, তিনি কন্যাপহারীর নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তিন মাসের মধ্যে, কন্যাদিগকে তাঁহার নিকট পঁহুছাইয়া দিবেন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই, প্রতিশ্রুত সময় উত্তীর্ণ প্রায় হয়। এজন্য, সত্যনিষ্ঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উদারচরিত কুলীন ঠাকুর, সেই দুই কন্যা লইয়া, কন্যাপহারীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং, সেই কুলপালিকাগিদকে তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক, তদীয় দয়া ও সৌজন্যের প্রশংসাকীর্ত্তন, ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক, প্রতিশ্রুত সময় মধ্যে, কন্যাপ্রত্যর্পণপ্রতিজ্ঞা হইতে মুক্তিলাভ, ও আনুষঙ্গিক কিঞ্চিৎ অর্থলাভ করিয়া, প্রসন্ন ও প্রফুল্লচিত্তে, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

সে যাহা হউক, কুলীন ঠাকুর কুললক্ষ্মীর স্নেহে ও দয়ায় বঞ্চিত হইলেন না, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়। চঞ্চলা বলিয়া, লক্ষ্মীর বিলক্ষণ অপবাদ আছে; কিন্তু, কুলীনের কুললক্ষ্মী সে অপবাদের আস্পদ নহেন।

অনেকেই এই ঘটনার সবিশেষ বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন; কিন্তু, তজ্জন্য, কেহ, কখনও, কোনও অংশে, কুলীন ঠাকুরের প্রতি অণুমাত্র অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রদর্শন করেন নাই।

এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া, যাঁহারা পূজনীয় কুলীন ঠাকুরদিগের ও তদীয় অলৌকিক কুলমর্য্যাদার প্রশংসাকীর্ত্তন না করিবেন, এবং এতদ্দেশীয় প্রশংসনীয় সাধুসমাজের শিরোরত্ন মহাপুরুষদিগকে, মুক্তকণ্ঠে, ধন্যবাদ না দিবেন, তাঁহারা নিতান্ত পামর।

তৃতীয় আপত্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহপ্রথা রহিত হইলে, ভঙ্গকুলীনদের সর্ব্বনাশ। এক ব্যক্তি অনেক বিবাহ করিতে না পারিলে, তাঁহাদের কৌলীন্যমর্য্যাদার সমূলে উচ্ছেদ ঘটিবেক। এই আপত্তির বলাবল বিবেচনা করিতে হইলে, ভঙ্গকুলীনের কুল, চরিত্র প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বংশজকন্যা বিবাহ করিলে, কুলীনের কুলক্ষয় হয়; এজন্য, কুলীনেরা বংশজকন্যার পাণিগ্রহণে পরাঙ্মুখ থাকেন। এ দিকে, বংশজদিগের নিতান্ত বাসনা, কুলীনে কন্যাদান করিয়া, বংশের গৌরববর্দ্ধন করেন। কিন্তু, সে বাসনা অনায়াসে সম্পন্ন হইবার নহে। যাঁহারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, তাদৃশ বংশজেরাই সেই সৌভাগ্যলাভে অধিকারী। যে কুলীনের অনেক সন্তান থাকে, এবং অর্থলোভ সাতিশয় প্রবল হয়; তিনি, অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া, বংশজকন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। এই বিবাহ দ্বারা, কেবল ঐ পুত্রের কুলক্ষয় হয়; তাঁহার নিজের বা অন্যান্য পুত্রের কুলমর্য্যাদার কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না।

এইরূপে, যে সকল কুলীনসন্তান, বংশজকন্যা বিবাহ করিয়া, কুলভ্রষ্ট হয়েন, তাঁহারা স্বকৃতভঙ্গ কুলীন বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। ঈদৃশ ব্যক্তির, অতঃপর, বংশজকন্যা বিবাহে আর আপত্তি থাকে না। কুলভঙ্গ করিয়া, কুলীনকে কন্যাদান করা বহুব্যয়সাধ্য; এজন্য, সকল বংশজের ভাগ্যে সে সৌভাগ্য ঘটিয়া

উঠে না। কিন্তু, স্বকৃতভঙ্গ কুলীনেরা, কিঞ্চিৎ পাইলেই, তাঁহাদিগকে চরিতার্থ করিতে প্রস্তুত আছেন। এই সুযোগ দেখিয়া, বংশজেরা, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া, স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করিতে ব্যগ্র হয়েন; এবং, বিবাহিতা স্ত্রীর কোনও ভার লইতে হইবেক না, অথচ আপাততঃ কিঞ্চিৎ লাভ হইতেছে, এই ভাবিয়া, স্বকৃতভঙ্গেরাও বংশজদিগকে চরিতার্থ করিতে বিমুখ হয়েন না। এইরূপে, কিঞ্চিৎ লাভের লোভে, বংশজকন্যা বিবাহ করা স্বকৃতভঙ্গের প্রকৃত ব্যবসায় হইয়া উঠে।

এতদ্ভিন্ন, ভঙ্গকুলীনদের মধ্যে এই নিয়ম হইয়াছে, অন্ততঃ স্বসমান পর্য্যায়ের ব্যক্তিদিগকে কন্যাদান করিতে হইবেক; অর্থাৎ, স্বকৃতভঙ্গের কন্যা স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে দান করা আবশ্যক। তদনুসারে, যে সকল স্বকৃতভঙ্গের অবিবাহিতা কন্যা থাকে, তাঁহারাও, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া, স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করেন। স্বকৃতভঙ্গের পুত্র, পৌত্র প্রভৃতির পক্ষেও, স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করা শ্লাঘার বিষয়; এজন্য, তাঁহারাও, সবিশেষ যত্ন করিয়া, স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করিয়া থাকেন।

স্বকৃতভঙ্গ কুলীন, এইরূপে, ক্রমে ক্রমে, অনেক বিবাহ, করেন। স্বকৃতভঙ্গের পুত্রেরা, এ বিষয়ে, স্বকৃতভঙ্গ অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট নহেন। তৃতীয় পুরুষ অবধি বিবাহের সংখ্যা ন্যূন হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে, বংশজকন্যা গ্রহণ করিলে, কুলীন, এককালে কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইয়া, হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতেন; ইদানীং, পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত, কুলীন বলিয়া গণ্য ও মান্য হইয়া থাকেন।

যে সকল হতভাগা কন্যা স্বকৃতভঙ্গ অথবা দুপুরুষিয়া পাত্রে অর্পিতা হয়েন, তাঁহারা যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে বাস করেন।

বিবাহকর্ত্তা মহাপুরুষেরা, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া, কন্যাকর্ত্তার কুলরক্ষা অথবা বংশের গৌরববর্দ্ধন করেন, এই মাত্র। সিদ্ধান্ত করা আছে, বিবাহকর্ত্তাকে বিবাহিতা স্ত্রীর তত্ত্বাবধানের, অথবা ভরণপোষণের, ভার বহন করিতে হইবেক না। সুতরাং, কুলীন-মহিলারা, নাম মাত্র বিবাহিতা হইয়া, বিধবা কন্যার ন্যায়, যাবজ্জীবন, পিত্রালয়ে কালযাপন করেন। স্বামিসহবাসসৌভাগ্য বিধাতা তাঁহাদের অদৃষ্টে লিখেন নাই; এবং, তাঁহারাও সে প্রত্যাশা রাখেন না। কন্যাপক্ষীয়েরা সবিশেষ চেষ্টা পাইলে, কুলীন জামাতা, শ্বশুরালয়ে আসিয়া, দুই চারি দিন অবস্থিতি করেন; কিন্তু, সেবা ও বিদায়ের ত্রুটি হইলে, এ জন্মে আর শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করেন না।

কোনও কারণে কুলীনমহিলার গর্ভসঞ্চার হইলে, তাহার পরিপাকের নিমিত্ত, কন্যাপক্ষীয়দিগকে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম, সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া, জামাতার আনয়ন। তিনি আসিয়া, দুই এক দিন শ্বশুরালয়ে অবস্থিত করিয়া, প্রস্থান করেন। ঐ গর্ভ, তাঁহার সহযোগে সম্ভূত বলিয়া, প্রচারিত ও পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়, জামাতার আনয়নে কৃত-কার্য্য হইতে না পারিলে, ব্যভিচারসহচরী ভ্রূণহত্যা দেবীর আরাধনা। এ অবস্থায়, এ ব্যতিরিক্ত নিস্তারের আর পথ নাই। তৃতীয় উপায় অতি সহজ, ও সাতিশয় কৌতুকজনক। তাহাতে অর্থব্যয়ও নাই, এবং ভ্রূণহত্যাদেবীর উপাসনাও করিতে হয় না। কন্যার জননী, অথবা বাটীর অপর গৃহিণী, একটি ছেলে কোলে করিয়া, পাড়ায় বেড়াইতে যান; এবং, একে একে প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, দেখ মা, দেখ বোন, অথবা দেখ্ বাছা, এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া, কথাপ্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করেন,

অনেক দিনের পর, কাল রাত্রিতে জামাই আসিয়াছিলেন; হঠাৎ আসিলেন, রাত্রিকাল, কোথায় কি পাব; ভাল করিয়া খাওয়াতে পারি নাই; অনেক বলিলাম, এক বেলা থাকিয়া, খাওয়া দাওয়া করিয়া যাও; তিনি কিছুতেই রহিলেন না; বলিলেন, আজ কোনও মতে থাকিতে পারিব না; সন্ধ্যার পরেই, অমুক গ্রামের মজুমদারদের বাটীতে একটা বিবাহ করিতে হইবেক; পরে, অমুক দিন, অমুক গ্রামের হালদারদের বাটীতেও বিবাহের কথা আছে; সেখানেও যাইতে হইবেক; যদি সুবিধা হয়, আসিবার সময়, এই দিক হইয়া যাইব। এই বলিয়া, ভোর ভোর চলিয়া গেলেন। স্বর্ণকে বলিয়াছিলাম, ত্রিপুরা ও কামিনীকে ডাকিয়া আন্; তারা, জামাইর সঙ্গে, খানিক আমোদ আহ্লাদ করিবেক। একলা যেতে পারিব না বলিয়া, ছুঁড়ী কিছুতেই এল না। এই বলিয়া, সেই দুই কন্যার দিকে চাহিয়া, বলিলেন, এবার জামাই এলে, মা তোরা যাস্, ইত্যাদি। এইরূপে, পাড়ার বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া, জামাতার আগমনবার্ত্তা কীর্ত্তন করেন। পরে স্বর্ণমঞ্জরীর গর্ভসঞ্চার প্রচার হইলে, ঐ গর্ভ জামাতৃকৃত বলিয়া পরিপাক পায়।

এই সকল কুলীনমহিলার পুত্র হইলে, তাহারা দুপুরুষিয়া কুলীন বলিয়া গণনীয় ও পূজনীয় হয়। তাহাদের প্রতিপালন ও উপনয়নান্ত সংস্কার সকল মাতুলদিগকে করিতে হয়। কুলীন পিতা কখনও তাহাঁদের কোনও সংবাদ লয়েন না ও তত্ত্বাবধান করেন না; তবে, অন্নপ্রাশন আদি সংস্কারের সময়, নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইলে, এবং কিছু লাভের আশ্বাস থাকিলে, আসিয়া আভ্যুদয়িক করিয়া যান। উপনয়নের পর, পিতার নিকট পুত্রের বড় আদর। তিনি সঙ্গতিপন্ন বংশজদিগের বাটীতে তাহার বিবাহ

দিতে আরম্ভ করেন; এবং পণ, গণ প্রভৃতি দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিতে থাকেন। বিবাহের সময়, মাতুলদিগের কোনও কথা চলে না, ও কোনও অধিকার থাকে না। পুত্র যত দিন অল্পবয়স্ক থাকে, তত দিনই পিতার এই লাভজনক ব্যবসায় চলে। তাহার চক্ষু ফুটিলে, তাঁহার ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যায়। তখন সে, আপন ইচ্ছায়, বিবাহ করিতে আরম্ভ করে; এবং, এই সকল বিবাহে পণ, গণ প্রভৃতি যাহা পাওয়া যায়, তাহা তাহারই লাভ, পিতা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কন্যাসন্তান জন্মিলে, তাহার নাড়ীচ্ছেদ অবধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত, যাবতীয় ক্রিয়া মাতুলদিগকেই সম্পন্ন করিতে হয়। কুলীনকন্যার বিবাহ ব্যয়সাধ্য; এজন্য, পিতা এ বিবাহের সময় সে দিক দিয়া চলেন না। কুলীনভাগিনেয়ী যথাযোগ্য পাত্রে অর্পিতা না হইলে, বংশের গৌরবহানি হয়; এজন্য, মাতুলেরা, ভঙ্গকুলীনের কুলমর্য্যাদার নিয়ম অনুসারে, ভাগিনেয়ীদের বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই সকল কন্যারা, স্ব স্ব জননীর ন্যায়, নাম মাত্রে বিবাহিতা হইয়া, মাতুলালয়ে কালযাপন করেন।

কুলীনভগিনী ও কুলীনভাগিনেয়ীদের বড় দুর্গতি। তাঁহাদিগকে, পিত্রালয়ে অথবা মাতুলালয়ে থাকিয়া, পাচিকা ও পরিচারিকা উভয়ের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়। পিতা যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন কুলীনমহিলার নিতান্ত দুরবস্থা ঘটে না। পিতার দেহাত্যয়ের পর, ভ্রাতারা সংসারের কর্ত্তা হইলে, তাঁহারা অতিশয় অপদস্থ হন। প্রখরা ও মুখরা ভ্রাতৃভার্য্যারা তাঁহাদের উপর, যার পর নাই, অত্যাচার করেন। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ, রাত্রিতে নিদ্রাগমন, এ উভয়ের অন্তর্বর্ত্তী দীর্ঘ কাল, উৎকট পরিশ্রম সহকারে, সংসারের সমস্ত কার্য্য করিয়াও

তাঁহারা, সুশীলা, ভ্রাতৃভার্য্যাদের নিকট, প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। ভ্রাতৃভার্য্যারা, সর্ব্বদাই, তাঁহাদের উপর খড়গহস্ত। তাঁহাদের অশ্রুপাতের বিশ্রাম নাই বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি-দোষে দূষিত হইতে হয় না। অনেক সময়, লাঞ্ছনা সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে, তাঁহারা আপন অদৃষ্টের দোষকীর্ত্তন ও কৌলীন্যপ্রথার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন; এবং, পৃথিবীর মধ্যে কোথাও স্থান থাকিলে চলিয়া যাইতাম, আর ও বাড়ীতে মাথা গলাইতাম না, এইরূপ বলিয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া, মনের আক্ষেপ মিটান। উত্তরসাধকের সংযোগ ঘটিলে, অনেকানেক বয়স্থা কুলীনমহিলা, যন্ত্রণাময় পিত্রালয় ও মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া, বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করেন।

ফলকথা এই, কুলীনমহিলাদিগের যন্ত্রণার পরিসীমা নাই। যাঁহারা, কখনও, তাঁহাদের অবস্থার বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন, ঐ হতভাগা নারীদিগকে কত ক্লেশে কালযাপন করিতে হয়। তাঁহাদের যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; এবং, যে হেতুতে তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত দুঃসহ ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যজাতির উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে। এক পক্ষের অমূলক অকিঞ্চিৎকর গৌরবলাভলোভ, অপর পক্ষের কিঞ্চিৎ অর্থলাভলোভ, সমস্ত অনর্থের মূল কারণ; আর, এ উভয় পক্ষ ভিন্ন, দেশস্থ যাবতীয় লোকের এ বিষয়ে ঔদাস্য অবলম্বন উহার সহকারী কারণ। যাঁহাদের দোষে কুলীনকন্যাদের এই দুরবস্থা, যদি তাঁহাদের উপর সকলে অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে, ক্রমে এই অসহ্য

অত্যাচারের নিবারণ হইতে পারিত। অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের কথা দূরে থাকুক, অত্যাচারকারীরা দেশস্থ লোকের নিকট, যার পর নাই, মাননীয় ও পূজনীয়। এমন স্থলে, রাজদ্বারে আবেদন ভিন্ন, কুলীনকামিনীদিগের দুরবস্থাবিমোচনের কি উপায় হইতে পারে। পৃথিবীর কোনও প্রদেশে, স্ত্রীজাতির ঈদৃশী দুরবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি ধর্ম্ম থাকেন, রাজা বল্লালসেন ও দেবীবর ঘটকবিশারদ, নিঃসন্দেহ, নরকগামী হইয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে, এবং পৃথিবীর অপরাপর প্রদেশেও, বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু, তথায় বিবাহিতা নারীদিগকে, এতদ্দেশীয় কুলীনকামিনীদের মত, দুর্দ্দশায় কালযাপন করিতে হয় না। তাহারা স্বামীর গৃহে বাস করিতে পায়; স্বামীর অবস্থানুরূপ গ্রাসাচ্ছাদন পায়; এবং, পর্য্যায় ক্রমে, স্বামীর সহবাসও লাভ করিয়া থাকে। স্বামিগৃহবাস, স্বামিসহবাস, স্বামিদত্ত গ্রাসাচ্ছাদন কুলীনকন্যাদের স্বপ্নের অগোচর।

এ দেশের ভঙ্গকুলীনদের মত, পাষণ্ড ও পাতকী ভূমণ্ডলে নাই। তাঁহারা দয়া, ধর্ম্ম, চক্ষুলজ্জা, ও লোকলজ্জায় একবারে বর্জ্জিত। তাঁহাদের চরিত্র অতি বিচিত্র। চরিত্র বিষয়ে তাঁহাদের উপমা দিবার স্থল নাই। তাঁহারাই তাঁহাদের এক মাত্র উপমা-স্থল।—কোনও প্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয়! আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে যাওয়া হয় কি। তিনি অম্লান মুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিজিট (১) পাই, সেই খানে যাই।—গত দুর্ভিক্ষের

(১) ডাক্তরেরা চিকিৎসা করিতে গেলে, তাঁহাদিগকে যাহা দিতে হয়, এ দেশের সাধারণ লোকে তাহাকে ভিজিট (Visit) বলে।

সময়, এক জন ভঙ্গকুলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন। তিনি লোকের নিকট আস্ফালন করিয়াছিলেন, এই দুর্ভিক্ষে কত লোক অন্নাভাবে মারা পড়িয়াছে; কিন্তু, আমি কিছুই টের পাই নাই; বিবাহ করিয়া সচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছি।—গ্রামে বারোয়ারিপূজার উদ্যোগ হইতেছে। পূজার উদ্যোগীরা, ঐ বিষয়ে চাঁদা দিবার জন্য, কোনও ভঙ্গকুলীনকে পীড়াপীড়ি করাতে, তিনি, চাঁদার টাকা সংগ্রহের জন্য, একটি বিবাহ করিলেন।—বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণের উপযুক্ত অর্থ লইয়া গেলে, কোনও ভঙ্গকুলীন, দয়া করিয়া, তাঁহাকে আপন আবাসে অবস্থিতি করিতে অনুমতি প্রদান করেন; কিন্তু, সেই অর্থ নিঃশেষ হইলেই, তাঁহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।—পুত্রবধূর ঋতুদর্শন হইয়াছে। সে যাঁহার কন্যা, তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা, জামাতাকে আনাইয়া, কন্যার পুনর্ব্বিবাহ-সংস্কার নির্ব্বাহ করেন। পত্র দ্বারা বৈবাহিককে আপন প্রার্থনা জানাইলেন। বৈবাহিক, তদীয় পত্রের উত্তরে, অধিক টাকার দাওয়া করিলেন। কন্যার পিতা তত টাকা দিতে অনিচ্ছু বা অসমর্থ হওয়াতে, তিনি পুত্রকে শ্বশুরালয়ে যাইতে দিলেন না; সুতরাং পুত্রবধূর পুনর্ব্বিবাহসংস্কার এ জন্মের মত স্থগিত রহিল।—বহুকাল স্বামীর মুখ দেখেন নাই; তথাপি কোনও ভঙ্গকুলীনের ভার্য্যা, ভাগ্যক্রমে, গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ব্যভিচারিণী কন্যাকে গৃহে রাখিলে, জ্ঞাতিবর্গের নিকট অপদস্থ ও সমাজচ্যুত হইতে হয়; এজন্য, তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা পরামর্শ স্থির হইলে, তাহার হিতৈষী আত্মীয়, এই সর্ব্বনাশ নিবারণের অন্য কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া, অনেক চেষ্টা করিয়া, তদীয় স্বামীকে আনাইলেন। এই মহাপুরুষ,

অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া, সর্ব্ব সমক্ষে স্বীকার করিলেন, রত্ন-মঞ্জরীর গর্ভ আমার সহযোগে সম্ভূত হইয়াছে।

ভঙ্গকুলীনের চরিত্র বিষয়ে, এ স্থলে, একটি অপূর্ব্ব উপাখ্যান কীর্ত্তিত হইতেছে। কোনও ব্যক্তি, মধ্যাহ্ন কালে, বাটীর মধ্যে আহার করিতে গেলেন; দেখিলেন, যেখানে আহারের স্থান হইয়াছে, তথায় দুটি অপরিচিত স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। একটির বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর, দ্বিতীয়াটির বয়ঃক্রম ১৮, ১৯ বৎসর। তাঁহাদের আকার ও পরিচ্ছদ দুরবস্থার একশেষ প্রদর্শন করিতেছে; তাঁহাদের মুখে বিষাদ ও হতাশতার সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ঐ ব্যক্তি স্বীয় জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা ইঁহারা কে, কি জন্যে এখানে বসিয়া আছেন। তিনি বৃদ্ধার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, ইনি চট্ট-রাজের স্ত্রী, এবং অল্পবয়স্কাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এটি তাঁহার কন্যা। ইঁহারা, তোমার কাছে, আপনাদের দুঃখের পরিচয় দিবেন বলিয়া, বসিয়া আছেন।

চট্টরাজ দুপুরুষিয়া ভঙ্গকুলীন; ৫, ৬ টি বিবাহ করিয়া-ছেন। তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট মাসিক বৃত্তি পান; এজন্য, তাঁহার যথেষ্ট খাতির রাখেন। তাঁহার ভগিনী, ভাগিনেয়, ও ভাগিনেয়ীরা তাঁহার বাটীতে থাকেন; তাঁহার কোনও স্ত্রীকে কেহ কখনও তাঁহার বাটীতে অবস্থিতি করিতে দেখেন নাই।

সেই দুই স্ত্রীলোকের আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া, ঐ ব্যক্তির অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল। তিনি, আহার বন্ধ করিয়া তাঁহাদের উপাখ্যান শুনিতে বসিলেন। বৃদ্ধা কহিলেন, আমি চট্টরাজের ভার্য্যা; এটি তাঁহার কন্যা, আমার গর্ভে

জন্মিয়াছে। আমি পিত্রালয়ে থাকিতাম। কিছু দিন হইল, আমার পুত্র কহিলেন, মা, আমি তোমাদের দুজনকে অন্ন বস্ত্র দিতে পারিব না। আমি বলিলাম, বাছা বল কি; আমি তোমার মা, ও তোমার ভগিনী; তুমি অন্ন না দিলে, আমরা কার কাছে যাইব। তুমি এক জনকে অন্ন দিবে, আর এক জন কোথায় যাইবেক; পৃথিবীতে অন্ন দিবার লোক আর কে আছে। এই কথা শুনিয়া, পুত্র কহিলেন, তুমি মা, তোমায় অন্ন বস্ত্র, যেরূপে পারি, দিব; উহার ভার আমি আর লইতে পারিব না। আমি রাগ করিয়া বলিলাম, তুমি কি উহাকে বেশ্যা হইতে বল। পুত্র কহিলেন, আমি তাহা জানি না; তুমি উহার বন্দোবস্ত কর। এই বিষয় লইয়া, পুত্রের সহিত আমার বিষম মনান্তর ঘটিয়া উঠিল; এবং, অবশেষে, আমায় কন্যা সহিত বাটী হইতে বহির্গত হইতে হইল।

কিছু দিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, আমার এক মাস্তত ভগিনীর বাটীতে একটি পাচিকার প্রয়োজন আছে। আমরা উভয়ে ঐ পাচিকার কর্ম্ম করিব, মনে মনে এই স্থির করিয়া, তথায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, ২, ৪ দিন পূর্ব্বে, তাঁহারা পাচিকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন, নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া, কি করি, কোথায় যাই, এই চিন্তা করিতে লাগিলাম। অমুক গ্রামে আমার স্বামীর এক সংসার আছে, তাহার গর্ভজাত সন্তান, চটের কারবার করিয়া, বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন; তাঁহার দয়া ধর্ম্মও আছে। ভাবিলাম, যদিও আমি বিমাতা, এ বৈমাত্রেয় ভগিনী; কিন্তু, তাঁহার শরণাগত হইয়া দুঃখ জানাইলে, অবশ্য দয়া করিতে পারেন। এই ভাবিয়া, অবশেষে, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং সমস্ত কহিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে,

তাঁহার হস্তে ধরিয়া বলিলাম, বাবা, তুমি দয়া না করিলে, আমাদের আর গতি নাই।

আমার কাতরতা দর্শনে, সপত্নীপুত্র হইয়াও, তিনি যথেষ্ট স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করিলেন, এবং কহিলেন, যত দিন তোমরা বাঁচিবে, তোমাদের ভরণপোষণ করিব। এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণে, আমি আহ্লাদে গদগদ হইলাম। আমার চক্ষুতে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি যথোচিত যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তাঁহার বাটীর স্ত্রীলোকেরা সেরূপ নহেন। এ আপদ আবার কোথা হইতে উপস্থিত হইল, এই বলিয়া, তাঁহারা, যার পর নাই, অনাদর ও অপমান করিতে লাগিলেন। সপত্নীপুত্র ক্রমে ক্রমে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলেন ; কিন্তু, তাঁহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিলেন না। এক দিন, আমি তাঁহার নিকটে গিয়া সমুদয় বলিলাম। তিনি কহিলেন, মা, আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি ; কিন্তু, কোনও উপায় দেখিতেছি না। আপনারা কোনও স্থানে গিয়া থাকুন ; মাস মাস, আমার নিকট লোক পাঠাইবেন ; আমি আপনাদিগকে কিছু কিছু দিব।

এই রূপে নিরাশ্বাস হইয়া, কন্যা লইয়া, তথা হইতে বহির্গত হইলাম। পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে ভাবিলাম, স্বামী বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার নিকটে যাই, এবং দুরবস্থা জানাই, যদি তাঁহার দয়া হয়। এই স্থির করিয়া, পাঁচ সাত দিন হইল, এখানে আসিয়াছিলাম। আজ তিনি স্পষ্ট জবাব দি[illegible], আমি তোমাদিগকে এখানে রাখিতে, বা অন্ন বস্ত্র দিতে [illegible]রব না। অনেকে বলিল, তোমায় জানাইলে, কোনও [illegible] হইতে পারে ; এজন্য, এখানে আসিয়া বসিয়া আছি।

ঐ ব্যক্তি শুনিয়া ক্রোধে ও দুঃখে অতিশয় অভিভূত হইলেন, এবং অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তিনি, চট্টরাজের বাটীতে গিয়া, যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, আপনকার আচরণ দেখিয়া, আমি চমৎকৃত হইয়াছি। আপনি, কোন বিবেচনায়, তাঁহাদিগকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন। আপনি তাঁহাদিগকে বাটীতে রাখিবেন কি না, স্পষ্ট বলুন। ঐ ব্যক্তির ভাবভঙ্গী দেখিয়া, বৃত্তিভোগী চট্টরাজ ভয় পাইলেন, এবং কহিলেন, তুমি বাটীতে যাও, আমি ঘরে বুঝিয়া পরে তোমার নিকটে যাইতেছি।

অপরাহ্ণ কালে, চট্টরাজ ঐ ব্যক্তির নিকটে আসিয়া বলিলেন, যদি তুমি তাহাদের হিসাবে, মাস মাস, কিছু দিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে বাটীতে রাখিতে পারি। ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন, এবং তিন মাসের দেয় তাঁহার হস্তে দিয়া কহিলেন, এই রূপে তিন তিন মাসের টাকা আগামী দিব; এতদ্ভিন্ন, তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রের ভার আমার উপর রহিল। আর কোনও ওজর করিতে না পারিয়া, নিরুপায় হইয়া, চট্টরাজ, স্ত্রী ও কন্যা লইয়া, গৃহ প্রতিগমন করিলেন। তিনি নিজে দুঃশীল লোক নহেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীরা দুর্দ্দান্ত দস্যু; তাঁহাদের ভয়ে ও তাঁহাদের পরামর্শে, তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে পূর্ব্বোক্ত নির্ঘাত জবাব দিয়াছিলেন। বৃত্তিদাতা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং মাসিক আর কিছু দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া, ভগিনীরাও অগত্যা সম্মত হইলেন। চট্টরাজ, কখনও, কোনও স্ত্রীকে আনিয়া নিকটে রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ভগিনীরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন। সেই কারণে, তিনি কস্মিন্ কালেও,

আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ভঙ্গকুলীনদিগের ভগিনী, ভাগিনেয়, ও ভাগিনেয়ীরা পরিবারস্থানে পরিগণিত; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের কোনও সংস্রব থাকে না।

যাহা হউক, ঐ ব্যক্তি, পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, স্থানান্তরে গেলেন, এবং যথাকালে অঙ্গীকৃত মাসিক দেয় পাঠাইতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে, বাটীতে গিয়া, তিনি, সেই দুই হতভাগা নারীর বিষয়ে, অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, চট্টরাজ ও তাঁহার ভগিনীরা স্থির করিয়াছিলেন, বৃত্তিদাতার অঙ্গীকৃত নূতন মাসিক দেয় পুরাতন মাসিক বৃত্তির অন্তর্গত হইয়াছে; আর তাহা কোনও কারণে রহিত হইবার নহে; তদনুসারে, চট্টরাজ, ভগিনীদের উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া, স্ত্রী ও কন্যাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন; তাঁহারাও, গত্যন্তরবিহীন হইয়া, স্থানান্তরে গিয়া, অবস্থিতি করিতেছেন। কন্যাটি সুশ্রী ও বয়স্থা, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন; এবং, জননীর সহিত, সচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছেন।

এই উপাখ্যানে ভঙ্গকুলীনের আচরণের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, অতি ইতর জাতিতেও সেরূপ লক্ষিত হয় না। প্রথমতঃ, এক মহাপুরুষ বৃদ্ধ মাতা ও বয়স্থা ভগিনীকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পরে, তাঁহারা স্বামী ও পিতার শরণাগত হইলে, সে মহাপুরুষও তাঁহাদিগকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। এক ব্যক্তি, দয়া করিয়া, সেই দুই দুর্ভগার গ্রাসাচ্ছাদনের ভারবহনে অঙ্গীকৃত হইলেন, তাহাতেও স্ত্রী ও কন্যাকে বাটীতে রাখা পরামর্শসিদ্ধ হইল না। স্বামী ও উপযুক্ত পুত্র সত্ত্বে, কোনও ভদ্রগৃহে, বৃদ্ধা স্ত্রীর কদাচ এরূপ

দুর্গতি ঘটে না। পিতা ও উপযুক্ত ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিতে, কোনও ভদ্রগৃহের কন্যাকে, নিতান্ত অনাথার ন্যায়, অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয় না। ঐ কন্যার স্বামীও বিদ্যমান আছেন; কিন্তু, তাঁহাকে এ বিষয়ে অপরাধী করিতে পারা যায় না। তিনি স্বকৃতভঙ্গ কুলীন। যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ঈদৃশ দোষে দূষিত হইয়াও, চট্টরাজ ও তাঁহার উপযুক্ত পুত্র লোক সমাজে হেয় বা অশ্রদ্ধেয় হইলেন না।

ভঙ্গকুলীনের কুল, চরিত্র প্রভৃতির পরিচয় প্রদত্ত হইল। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এক ব্যক্তি অনেক বিবাহ করিতে না পারিলে, ঈদৃশ কুলীনের অপকার বা মানহানি ঘটিবেক, এই অনুরোধে, বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকা উচিত ও আবশ্যক কি না। প্রথমতঃ, মেলবন্ধনের পূর্ব্বে, তাঁহাদের পুরাতন কুল এককালে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে; তৎপরে, বংশজকন্যাপরিণয় দ্বারা, পুনরায়, তদীয় কপোলকল্পিত নূতন কুলের লোপাপত্তি হইয়াছে। এইরূপে, দুই বার, যাঁহাদের কুলোচ্ছেদ ঘটিয়াছে, তাঁহাদিগকে কুলীন বলিয়া গণ্য করিবার, এবং তদীয় শশবিষাণসদৃশ কুলমর্য্যাদার আদর করিবার, কোনও কারণ বা প্রয়োজন লক্ষিত হইতেছে না; তাঁহাদের অবৈধ, নৃশংস, লজ্জাকর আচরণ দ্বারা, সংসারে যেরূপ গরীয়সী অনিষ্টপরম্পরা ঘটিতেছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া গণনা করা উচিত নয়। বোধ হয়, এক উদ্যমে, তাঁহাদের সমূলে উচ্ছেদ করিলে, অধর্ম্মগ্রস্ত হইতে হয় না। সে বিবেচনায়, তদীয় অকিঞ্চিৎকর কপোলকল্পিত কুলমর্য্যাদার হানি অতি সামান্য কথা। যাহা হউক, তাঁহাদের কুলক্ষয়

হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা কুলীন নহেন; তাঁহারা কুলীন নহেন, সুতরাং তাঁহাদের কৌলীন্যমর্য্যাদা নাই; তাঁহাদের কৌলীন্য-মর্য্যাদা নাই, সুতরাং, বহুবিবাহপ্রথা নিবারণ দ্বারা, কৌলীন্য-মর্য্যাদার উচ্ছেদসম্ভাবনাও নাই।

এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক, এরূপ কতকগুলি ভঙ্গকুলীন আছেন, যে বিবাহব্যবসায়ে তাঁহাদের যৎপরোনাস্তি দ্বেষ। তাঁহারা বিবাহব্যবসায়ীদিগকে অতিশয় হেয় জ্ঞান করেন। নিজে, প্রাণান্তেও, একাধিক বিবাহ করিতে সম্মত নহেন; এবং, যাহাতে এই কুৎসিত প্রথা রহিত হইয়া যায়, সে বিষয়েও চেষ্টা করিয়া থাকেন। উভয়বিধ ভঙ্গকুলীনের আচরণ পরস্পর এত বিভিন্ন, যে তাঁহাদিগকে এক জাতি বা এক সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া, কোনও ক্রমে, প্রতীতি জন্মে না। দুর্ভাগ্য ক্রমে, উক্তরূপ ভঙ্গকুলীনের সংখ্যা অধিক নয়। যাহা হউক, তাঁহাদের ব্যবহার দ্বারা, বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিবাহব্যবসায় পরিত্যাগ, ভঙ্গকুলীনের পক্ষে, নিতান্ত দুরূহ বা অসাধ্য ব্যাপার নহে।

চতুর্থ আপত্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, কিছু কাল পূর্ব্বে, এ দেশে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার ছিল। তখন, অনেকে অনেক বিবাহ করিতেন। এখন, এ দেশে সে অত্যাচারের প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে; যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, অল্প দিনের মধ্যেই, তাহার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবেক। এমন স্থলে, বহু বিবাহের নিবারণ বিষয়ে রাজশাসন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।

এক্ষণে কুলীনদিগের পূর্ব্ববৎ অত্যাচার নাই, এই নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ প্রতারণা বাক্য; অথবা, যাঁহারা সেরূপ নির্দ্দেশ করেন, কুলীনদিগের আচার ও ব্যবহার বিষয়ে, তাঁহাদের কিছু মাত্র অভিজ্ঞতা নাই। পূর্ব্বে, বিবাহ বিষয়ে, কুলীনদিগের যেরূপ অত্যাচার ছিল, এক্ষণেও তাঁহাদের তদ্বিষয়ক অত্যাচার সর্ব্বতোভাবে তদবস্থই আছে; কোনও অংশে, তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। এ বিষয়ে বৃথা বিতণ্ডা না করিয়া, কতকগুলি বর্ত্তমান কুলীনের নাম, বয়স, বাসস্থান, ও বিবাহসংখ্যার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

হুগলী জিলা।

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০	৫৫	বসো
ভগবান্ চট্টোপাধ্যায়	৭২	৬৪	দেশমুখো
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬২	৫৫	চিত্রশালি

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	৫৬	৪০	চিত্রশালি
তিতুরাম গাঙ্গূলি	৫৫	৭০	ঐ
রামময় মুখোপাধ্যায়	৫২	৫০	তাজপুর
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৫০	৬০	ভুঁইপাড়া
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৫০	৬০	পাখুড়া
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	৫২	ক্ষীরপাই
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪	৫২	আঁকড়িশ্রীরামপুর
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১	৪৭	চিত্রশালি
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪০	৪৫	তীর্ণা
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০	৫০	কোননগর
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	৪০	৫৫	দণ্ডিপুর
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬	৪৪	গৌরহাটী
রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০	৪০	খামারগাছী
শশীশেখর মুখোপাধ্যায়	৩০	৬০	ঐ
তারাচরণ মুখোপাধ্যায়	৩০	৩৫	বরিজহাটী
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮	৪০	গুড়প
শ্রীচরণ মুখোপাধ্যায়	২৭	৪০	সাঙ্গাই
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫	৪০	খামারগাছি
ভবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২৩	৪০	জাঁইপাড়া
মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	৩৫	খামারগাছি
গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	৩৪	কুচুণ্ডিয়া
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	২১	৩৫	কাপসীট
পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়	২০	৪০	ভৈটে
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	২০	৩৭	মাহেশ

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
কৃষ্ণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২০	৪৫	বসন্তপুর
হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২০	৪০	রঞ্জিতবাটী
রমানাথ চট্টোপাধ্যায়	২০	৫০	গরলগাছা
অন্নদাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২০	৪৫	ভৈটে
দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	১৯	২৮	বসন্তপুর
রামরত্ন মুখোপাধ্যায়	১৭	৪৮	জয়রামপুর
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	১৭	৩২	মাহেশ
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬	২০	চিত্রশালি
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৬	৩৫	মহেশ্বরপুর
অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	৩০	মালিপাড়া
অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	গোয়াড়া
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	সোঁতিয়া
জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫	৪০	খামারগাছী
অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৬	ভুঁইপাড়া
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫	৩২	মোগলপুর
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২৪	পাতা
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২২	ঐ
দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২৫	বেলেসিকরে
ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়	১৫	২০	ভৈটে
কালীপ্রসাদ গাঙ্গুলি	১৫	৪৫	পশপুর
সূর্য্যকান্ত মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	ভৈটে
রামকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪	৩২	ক্ষীরপাই
কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৪	৪৫	মধুখণ্ড
কালীকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪	২১	সিয়াখালা

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	৫০	চুঁচুড়া
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৩	৫০	বৈঁচী
হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩	৪০	গরলগাছা
কার্ত্তিকেয় মুখোপাধ্যায়	১২	৩০	দেওড়া
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩০	তাঁতিসাল
মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩০	মালিপাড়া
সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৪০	ঐ
ব্রজরাম চট্টোপাধ্যায়	১২	২৫	চন্দ্রকোনা
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩২	কৃষ্ণনগর
রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	২৮	জয়রামপুর
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	১২	৪০	ভুঁইপাড়া
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	১২	৩০	বলাগড়
তিতুরাম মুখোপাধ্যায়	১২	৪০	নতিবপুর
প্রসন্নকুমার গাঙ্গুলি	১২	৩৬	গজা
মনসারাম চট্টোপাধ্যায়	১১	৬৫	ভঞ্জপুর
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১	১৮	তাঁতিসাল
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	১১	৩০	গরলগাছা
লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১০	২৫	বিদ্যাবতীপুর
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০	৪৫	ঐ
কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১০	৩০	ভৈটে
রামকমল মুখোপাধ্যায়	১০	৪০	নিত্যানন্দপুর
কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	২৮	বৈঁচী
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	১০	২৫	ঐ
মতিলাল মুখোপাধ্যায়	১০	৪৫	ঐ

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৪৫	ধসা
দুর্গারাম বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৫০	শ্যামবাটী
যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৪৫	আনুড়
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	১০	৩৫	বেঙ্গাই
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৩০	বৈতল
প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০	৪০	বসন্তপুর
কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০	৪০	সিয়াখালা
রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৯	৩৬	যদুপুর
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৯	৩০	নপাড়া
সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	বৈঁচী
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	ঐ
চুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৩২	ঐ
কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	মোল্লাই
গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	২০	দেওড়া
দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৩৫	গুড়প
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৮	৪০	মালিপাড়া
যাদবচন্দ্র গাঙ্গুলি	৮	৩৫	বহরকুলী
মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	২৫	সিকরে
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	৮	৩২	বরিজহাটী
ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	পাতুল
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	জয়রামপুর
হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৬০	শ্যামবাটী
রামচাঁদ চট্টোপাধ্যায়	৮	৪০	ভঞ্জপুর
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭	৩২	ঐ

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
দিগম্বর মুখোপাধ্যায়	৭	৩৬	রত্নপুর
কুড়ারাম মুখোপাধ্যায়	৭	৩২	নতিবপুর
দুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৬২	মথুরা
বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৩৪	বসন্তপুর
শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৩৫	ভুরসুবা
রামসুন্দর মুখোপাধ্যায়	৭	৫০	আঁটপুর
বেণীমাধব গাঙ্গুলি	৭	৫০	চিত্রশালি
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬	৩০	মোগলপুর
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৬	২২	চন্দ্রকোনা
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	৬	৩০	বাখরচক
চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬	৩০	বসন্তপুর
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৬	৪০	রঞ্জিতবাটী
উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬	২৬	নন্দনপুর
গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৫	৩০	গৌরহাটী
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩২	পশপুর
কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৫	৫০	সুলতানপুর
মনসারাম চট্টোপাধ্যায়	৫	৪৫	তারকেশ্বর
গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	২২	আমড়াপাট
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	বালিগোড়
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫	৩৫	তারকেশ্বর
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	ভালাই
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়	৫	২৬	টেকরা
হরশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৪০	মাজু
নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩২	সন্ধিপুর

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৫	৩০	বালিডাঙ্গা
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩৬	গৌরাঙ্গপুর
দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩০	কৃষ্ণনগর
সীতারাম মুখোপাধ্যায়	৫	৩৫	চন্দ্রকোনা
রামধন মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	চন্দ্রকোনা
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৫	৪৩	বরদা
ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়	৫	৩৫	নারীট
সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়	৫	২৬	বরদা
শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	১৯	নপাড়া
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫	১৮	দণ্ডিপুর

অনুসন্ধান দ্বারা যত দূর ও যেরূপ জানিতে পারিয়াছি, তদনুসারে কুলীনদিগের বিবাহসংখ্যা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল। সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে, আরও অনেক বহুবিবাহকারীর নাম পাওয়া যাইতে পারে। ৪, ৩ ,২ বিবাহ করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি অনেক; বাহুল্যভয়ে, এ স্থলে তাঁহাদের নাম নির্দ্দিষ্ট হইল না। হুগলী জিলাতে বহুবিবাহকারী কুলীনের যত সংখ্যা, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, যশর, বরিসাল, ঢাকা প্রভৃতি জিলাতে তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে; বরং, কোনও জিলায় তাদৃশ কুলীনের সংখ্যা অধিক। কুলীনদিগের বিবাহের যে সংখ্যা প্রদর্শিত হইল, তাহা ন্যূনাধিক হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা অধিকসংখ্যক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেই স্বকৃত বিবাহের প্রকৃত সংখ্যা অবধারিত বলিতে পারেন না। সুতরাং, অন্যের তাহা অবধারিত জানিতে পারা সহজ নহে। বিবাহের যে সকল সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যদি

কোনও স্থলে প্রকৃত সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহাতে কোনও কথা নাই; যদি ন্যূন হয়, তাহা হইলে কুলীনপক্ষপাতী আপত্তিকারী মহাশয়েরা অনায়াসে বলিবেন, আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু, আমি সেরূপ করি নাই; অনুসন্ধান দ্বারা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছি; জ্ঞান পূর্ব্বক কোনও বৈলক্ষণ্য করি নাই।

প্রসিদ্ধ জনাই গ্রাম কলিকাতার ৫, ৬ ক্রোশ মাত্র অন্তরে অবস্থিত। এই গ্রামের যে সকল ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয় স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইতেছে।

নাম	বিবাহ	বয়স
মহানন্দ মুখোপাধ্যায়	১০	৩৫
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	২৯
আনন্দচন্দ্র গাঙ্গুলি	৭	৫৫
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি	৫	৩২
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	৫	৫০
চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়	৫	৬৪
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪	১৮
দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	৪	২৬
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৪	৪৫
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৪	২৭
নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪	৫০
সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩	২৯
ত্রিপুরাচরণ মুখোপাধ্যায়	৩	৩৫
কালিদাস গাঙ্গুলি	৩	২৬

নাম	বিবাহ	বয়স
দীননাথ গাঙ্গুলি	৩	১৯
কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩	৪০
ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	৩	৪০
কালীপদ মুখোপাধ্যায়	৩	৫০
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	৩৫
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৩	৪৩
নীলমণি গাঙ্গূলি	৩	৪৮
কালীকুমার মুখোপাধ্যায়	৩	৫৫
চন্দ্রনাথ গাঙ্গূলি	৩	৫০
শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩	৪৩
হারানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩	৬০
প্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায়	২	৪০
সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়	২	৪০
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৫
সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৫
চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়	২	৬০
চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	২	২৫
রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২৫
হরিনাথ মুখোপাধ্যায়	২	৬২
রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৭
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	২	৫০
দীননাথ মুখোপাধ্যায়	২	৫০
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	২	৫০
রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫০

নাম	বিবাহ	বয়স
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	২	৩৫
চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩২
কালীকুমার গাঙ্গূলি	২	২৫
আশুতোষ গাঙ্গূলি	২	২০
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩১
নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩৩
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	২	২৮
গৌরীচরণ মুখোপাধ্যায়	২	২৮
ভগবান্‌চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২	৩২
দ্বারকানাথ গাঙ্গূলি	২	৩০
কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩২
হরিহর গাঙ্গূলি	২	৩৫
কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায়	২	২৮
প্যারীমোহন গাঙ্গূলি	২	৩৩
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	২	৩৫
চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	২	২৮
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২	২৪
নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২৮
দীননাথ মুখোপাধ্যায়	২	৩০
যদুনাথ গাঙ্গূলি	২	২৭
বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়	২	২৭
গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২৭
চন্দ্রকুমার গাঙ্গূলি	২	২১
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২	২১

নাম	বিবাহ,	বয়স
প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২৪
যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২০

এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিবাহ বিষয়ে কুলীনদিগের অত্যাচারের নিবৃত্তি হইয়াছে কি না। এখন যেরূপ অত্যাচার হইতেছে, পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা অধিক ছিল, এরূপ বোধ হয় না; বরং, পূর্ব্ব অপেক্ষা এক্ষণে অধিক অত্যাচার হইতেছে, ইহাই সম্পূর্ণ সম্ভব। পূর্ব্বে অধিক টাকা না পাইলে, কুলীনেরা কুলভঙ্গে সম্মত ও প্রবৃত্ত হইতেন না। অধিক টাকা দিয়া, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দেন, এরূপ ব্যক্তিও অধিক ছিলেন না। এ কারণে, স্বকৃতভঙ্গের সংখ্যা তখন অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প ছিল। কিন্তু, অধুনাতন কুলীনেরা, অল্প লাভে সন্তুষ্ট হইয়া, কুলভঙ্গ করিয়া থাকেন। আর, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দিবার লোকের সংখ্যাও এক্ষণে অনেক অধিক হইয়াছে। পূর্ব্বে, কোনও গ্রামে কেবল এক ব্যক্তি কুলভঙ্গ করিয়া কন্যার বিবাহ দিতেন। পরে তাঁহার পাঁচ পুত্র হইল। তাঁহারা সকলে, কন্যার বিবাহ বিষয়ে, পিতৃদৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন। এক্ষণে, সেই পাঁচ পুত্রের পুত্রদিগকে, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দিতে হইতেছে। সুতরাং, যে স্থানে, কেবল এক ব্যক্তি, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দিতেন; সেই স্থানে, এক্ষণে, সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া চলিবার লোকের সংখ্যা অনেক অধিক হইয়াছে। মূল্যও অল্প, গ্রাহকের সংখ্যাও অধিক; এজন্য, কুলভঙ্গ ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই হইতেছে। সুতরাং, স্বকৃতভঙ্গের সংখ্যা

এখন অনেক অধিক; এবং, উত্তরোত্তর, অধিক বই ন্যূন হওয়া সম্ভব নহে। স্বকৃতভঙ্গেরা অধিক বিবাহ করিতেছেন; এবং, স্থানে স্থানে, তাঁহাদের যে কন্যার পাল জন্মিতেছে, তাহাদিগকে স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে অর্পণ করিতে হইতেছে। এমন স্থলে, বিবাহ-বিষয়ক অত্যাচারের, বৃদ্ধি ব্যতীত, হ্রাস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক, কুলীনদিগের বিবাহবিষয়ক অত্যাচারের প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে, যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, অল্প দিনেই, তাহার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবেক, এ কথা সম্পূর্ণ অলীক।

কলিকাতাবাসী নব্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তি পল্লী-গ্রামের কোনও সংবাদ রাখেন না; সুতরাং, তত্রত্য যাবতীয় বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; কিন্তু তৎসংক্রান্ত কোনও বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, সম্পূর্ণ অভিজ্ঞের ন্যায়, অসঙ্কুচিত চিত্তে, তাহা করিয়া থাকেন। তাঁহারা, কলিকাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তদনুসারে পল্লী-গ্রামের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া লয়েন। ঐ সকল মহোদয়েরা বলেন, এ দেশে বিদ্যার সবিশেষ চর্চ্চা হওয়াতে, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে।

এ কথা যথার্থ বটে, বহু কাল ইঙ্গরেজী বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ দ্বারা, কলিকাতায়, ও কলিকাতার অব্যবহিত সন্নিহিত স্থানে, কুপ্রথা ও কুসংস্কারের, অনেক অংশে, নিবৃত্তি হইয়াছে; কিন্তু, তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত স্থানে, ইঙ্গরেজী বিদ্যার তাদৃশ অনুশীলন হইতেছে না, ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত তদ্রূপ ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ ঘটিতেছে না; সুতরাং, সেই সেই স্থানে, কুপ্রথা ও

কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব তদবস্থই রহিয়াছে। ফলতঃ, পল্লীগ্রামের অবস্থা, কোনও অংশে, কলিকাতার মত হইয়াছে, এরূপ নির্দ্দেশ নিতান্ত অসঙ্গত। কার্য্যকারণভাবব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে, এরূপ সংস্কার কদাচ উদ্ভূত হইতে পারে না। কলিকাতায়, যে কারণে, যত কালে, যে কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে; যে সকল স্থানে যাবৎ সেই কারণের তত কাল সংযোগ না ঘটিতেছে; তাবৎ তথায় সেই কার্য্যের উৎপত্তি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কলিকাতায় যত কাল ইঙ্গরেজী বিদ্যার যেরূপ অনুশীলন ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত যেরূপ ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ হইয়াছে; পল্লীগ্রামে যাবৎ, সর্ব্বতোভাবে, ঐরূপ না ঘটিতেছে, তাবৎ তথায় কলিকাতার অনুরূপ ফল লাভ, কোনও মতে, সম্ভবিতে পারে না। যাহা হউক, কলিকাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তদনুসারে পল্লীগ্রামের অবস্থা অনুমান করা নিতান্ত অব্যবস্থা।

ফলকথা এই, কোনও বিষয়ে মত প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞ না হইয়া, তাহা করা পরামর্শসিদ্ধ নহে। সবিশেষ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে, কেহ কোনও বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন না। বহুবিবাহপ্রথা বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে, ঐ জঘন্য ও নৃশংস প্রথার অনেক নিবৃত্তি হইয়াছে, উহা আর পূর্ব্বের মত প্রবল নাই, পরপ্রতারণা যাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তাদৃশ ব্যক্তি কদাচ ঈদৃশ করিতে পারেন না। ঈর্ষ্যার পরতন্ত্র, বা বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন, অথবা কুসংস্কারবিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া, প্রস্তাবিত কোনও বিষয়ের প্রতিপক্ষতা করা মাত্র যাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তিনি সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞই হউন, আর সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞই হউন, যাহা স্বপক্ষ সমর্থনের, বা পরপক্ষ খণ্ডনের, উপযোগী জ্ঞান করিবেন, তাহাই

সচ্ছন্দে নির্দ্দেশ করিবেন; যাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব হইলেও, তাহাকেই সে বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা বলিয়া কীর্ত্তন করিতে, কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না। কোনও ব্যক্তি, সদভিপ্রায়প্রবর্ত্তিত হইয়া, কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠান করিলে, উক্তবিধ ব্যক্তিরা ঐ অনুষ্ঠানকে, অসদভিপ্রায়প্রণোদিত বলিয়া, অম্লান মুখে নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু, আপনারা যে, ঈর্ষ্যা অথবা জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া, অতথ্য নির্দ্দেশ দ্বারা, অন্যের চক্ষে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ করিতেছেন, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন না।

পঞ্চম আপত্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, কায়স্থজাতির আভ্যরসের ব্যাঘাত ঘটিবেক। এই আপত্তি অতি দুর্ব্বল ও অকিঞ্চিৎকর। আভ্যরস না হইলে, কায়স্থদিগের জাতিপাত ও ধর্ম্মলোপ হয় না; এবং, বিবাহবিষয়েও, কোনও অসুবিধা ঘটে না।

কায়স্থজাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রথম কুলীন, দ্বিতীয় মৌলিক। ঘোষ, বসু, মিত্র, এই তিন ঘর কুলীন কায়স্থ। মৌলিক দ্বিবিধ, সিদ্ধ ও সাধ্য। দে, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ, এই আট ঘর সিদ্ধ মৌলিক; আর, সোম, রুদ্র, পাল, নাগ, ভঞ্জ, বিষ্ণু, ভদ্র, রাহা, কুণ্ড, সুর, চন্দ্র, নন্দী, শীল, নাথ, রক্ষিত, আইচ প্রভৃতি যে বায়ত্তর ঘর কায়স্থ, আছেন, তাঁহারা সাধ্য মৌলিক। সাধ্য মৌলিকেরা, মর্য্যাদা বিষয়ে, সিদ্ধ মৌলিক অপেক্ষা, নিকৃষ্ট। সিদ্ধ মৌলিকেরা সন্মৌলিক, সাধ্য মৌলিকেরা, বায়ত্তরিয়া বলিয়া, সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

কায়স্থজাতির বিবাহের স্থূল ব্যবস্থা এই;—কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কুলীনকন্যা বিবাহ করিতে হয়; মৌলিককন্যা বিবাহ করিলে, তাঁহার কুলভ্রংশ ঘটে; কিন্তু, প্রথম কুলীনকন্যা বিবাহ করিয়া, মৌলিককন্যা বিবাহ করিলে, কুলের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। কুলীনের অপর পুত্রেরা মৌলিককন্যা বিবাহ করিতে পারেন; এবং, সচরাচর, তাহাই করিয়া থাকেন। মৌলিক

মাত্রের কুলীন পাত্রে কন্যাদান, ও কুলীনকন্যা বিবাহ, করা আবশ্যক। মৌলিকে মৌলিকে আদানপ্রদান হইলে, জাতিপাত ও ধর্ম্মলোপ হয় না; কিন্তু, তাদৃশ আদানপ্রদানকারীদিগকে কায়স্থসমাজে কিছু হেয় হইতে হয়। ৬০, ৭০ বৎসর পূর্ব্বে, মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ নিতান্ত বিরল ছিল না; এবং, নিতান্ত দোষাবহ বলিয়াও পরিগৃহীত হইত না।

মৌলিকেরা কুলীনের দ্বিতীয় পুত্র প্রভৃতিকে কন্যাদান করিয়া থাকেন। কিন্তু, কতিপয় মৌলিক পরিবারের সঙ্কল্প এই, কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কন্যাদান করিতে হইবেক। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রথমে, মৌলিককন্যা বিবাহ করিতে পারেন না। কুলীনকন্যা বিবাহ দ্বারা যাঁহার কুলরক্ষা হইয়াছে, মৌলিক কায়স্থ, অনেক যত্ন ও অনেক অর্থব্যয় করিয়া, তাঁহাকে কন্যা দান করেন। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, এই রূপে, মৌলিকগৃহে যে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন, তাহার নাম আগুরস; আর, যে সকল মৌলিকের গৃহে এইরূপ বিবাহ হয়, তাঁহাদিগকে আগুরসের ঘর বলে।

মৌলিকেরা, আগুরস করিয়া, অনেক যত্নে, জামাতাকে গৃহে রাখেন। তাহার কারণ এই বোধ হয়, কুলীনের জ্যেষ্ঠ সন্তান পিতৃমর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়। আগুরসপ্রিয় মৌলিকদিগের উদ্দেশ্য এই, তাঁহাদের দৌহিত্র সেই মর্য্যাদার ভাজন হইবেক। কিন্তু, যে ব্যক্তির দুই বিবাহ, তাহার কোন স্ত্রী প্রথম পুত্রবতী হইবেক, তাহার স্থিরতা নাই। পূর্ব্বপরিণীতা কুলীনকন্যার অগ্রে পুত্র জন্মিলে, আগুরসের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। জামাতাকে পূর্ব্বপরিণীতা কুলীনকন্যার নিকটে যাইতে না দেওয়া, সেই উদ্দেশ্যসাধনের এক মাত্র উপায়। এজন্য, জামাতাকে সন্তুষ্ট

করিয়া গৃহে রাখা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। তাদৃশ স্থলে, পূর্ব্বপরিণীতা কুলীনকন্যা স্বামীর মুখ দেখিতে পান না। বস্তুতঃ, তাদৃশী কুলীনকন্যাকে, নাম মাত্রে বিবাহিতা হইয়া, বিধবা কন্যার ন্যায়, পিত্রালয়ে কালযাপন করিতে হয়। কুলীন জামাতাকে বশে রাখা বিলক্ষণ ব্যয়সাধ্য; এজন্য, যে সকল আন্তরসপ্রিয় মৌলিকের অবস্থা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাঁহারা সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না; সুতরাং, আন্তরসের মুখ্য ফল লাভ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ঈদৃশ স্থলে, কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, কুলীনকন্যা ও মৌলিককন্যা উভয়কে লইয়া, সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আন্তরস না করিলে, মৌলিকের জাতিপাত বা ধর্ম্মলোপ হয় না; এবং, বিবাহ বিষয়েও, কিছু মাত্র অসুবিধা ঘটে না। কুলীনের মধ্যম প্রভৃতি পুত্রকে কন্যাদান করিলেই, মৌলিকের সকল দিক রক্ষা হয়। এজন্য, প্রায় সকল মৌলিকেই তাদৃশ পাত্রে কন্যাদান করিয়া থাকেন। আমি কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কন্যাদান করিয়াছি, নিরবচ্ছিন্ন এই অভিমানসুখলোভের বশবর্ত্তী হইয়া, কেবল কতিপয় মৌলিক-পরিবার আন্তরস করেন। কিন্তু, তুচ্ছ অভিমানসুখের জন্য, পূর্ব্বপরিণীতা নিরাপরাধা কুলীনকন্যার সর্ব্বনাশ করিতেছেন, ক্ষণ কালের জন্যেও, সে বিবেচনা করেন না। যে দেশে, আপন কন্যার হিতাহিত বিবেচনার পদ্ধতি নাই; সে দেশে, পরের কন্যার হিতাহিত বিবেচনা সুদূরপরাহত।

যে সকল আন্তরসপ্রিয় পরিবার নিঃস্ব হইয়াছেন, এবং, অর্থ ব্যয় করিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে, আন্তরস করিতে সমর্থ নহেন; তাঁহাদের পক্ষে, আন্তরস, অশেষ প্রকারে, বিলক্ষণ

বিপদের স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই, আভ্যরসপ্রথা এই দণ্ডে রহিত হইয়া যায়। রাজশাসন দ্বারা এই কুৎসিত প্রথার উচ্ছেদ হইলে, তাঁহারা পরিত্রাণ বোধ করেন; কিন্তু, স্বয়ং সাহস করিয়া পথপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। যদি তাঁহারা, আভ্যরসে বিসর্জ্জন দিয়া, কুলীনের দ্বিতীয় প্রভৃতি পুত্রে কন্যাদান করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের জাতিপাত বা ধর্ম্মলোপ হইবেক না; তবে, আভ্যরস করিল না, অথবা করিতে পারিল না, বলিয়া, প্রতিবেশীরা, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া, নিন্দা ও উপহাস করিবেন; কেবল, এই নিন্দার ও এই উপহাসের ভয়ে, তাঁহারা আভ্যরস হইতে বিরত হইতে পারিতেছেন না। স্পষ্ট কথা বলিতে হইলে, আমাদের দেশের লোক বড় নির্ব্বোধ, বড় কাপুরুষ।

রাজশাসন দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, আভ্যরসের ব্যাঘাত ঘটিবেক, সন্দেহ নাই; কিন্তু, কতিপয় মৌলিকপরিবারের তুচ্ছ অভিমানসুখের ব্যাঘাত ভিন্ন, কায়স্থজাতির, কোনও অংশে, কোনও অসুবিধা বা অপকার ঘটিবেক, তাহার কোনও সম্ভাবনা লক্ষিত বা অনুমেয় হইতেছে না। আদ্যরস, কায়স্থজাতির পক্ষে, অপরিহার্য্য ব্যবহার নহে। এই ব্যবহার, অশেষ প্রকারে, অনিষ্টকর ও অধর্ম্মকর, তাহার সন্দেহ নাই। যখন, এই ব্যবহার রহিত হইলে, কোনও অংশে, কায়স্থজাতির অহিত, অধর্ম্ম, বা অন্যবিধ অসুবিধা বা অপকার ঘটিতেছে না; তখন, উহা বহুবিবাহ নিবারণের আপত্তিস্বরূপে উত্থাপিত বা পরিগৃহীত হওয়া, কোনও মতে, উচিত বা ন্যায়ানুগত নহে। আর, যদি রাজনিয়ম দ্বারা, বা অন্যবিধ কারণে, অকারণে একাধিক বিবাহ করিবার প্রথা রহিত হইয়া যায়, তাহা হইলেও, আভ্য-

রসের এককালে উচ্ছেদ হইতেছে না। কুলীনের যে সকল জ্যেষ্ঠ সন্তানের স্ত্রীবিয়োগ ঘটিবেক, তাঁহারা আত্মরসের ঘরে দারপরিগ্রহ করিতে পারিবেন। যাহা হউক, এই আত্মরসের ব্যাঘাত ঘটিবেক ; অতএব, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হওয়া উচিত নহে ; ঈদৃশ আপত্তি উত্থাপন করা কেবল আপনাকে উপহাসাস্পদ করা মাত্র।

ষষ্ঠ আপত্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, এ দেশে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, অশেষবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে, সন্দেহ নাই। যাহাতে তাহার নিবারণ হয়, সে বিষয়ে, সাধ্যানুসারে, সকলের যথোচিত যত্ন ও চেষ্টা করা নিতান্ত উচিত ও আবশ্যক। কিন্তু, বহুবিবাহ সামাজিক দোষ; সামাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকের কার্য্য; সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া, কোনও ক্রমে, বিধেয় নহে।

এই আপত্তি শুনিয়া, আমি, কিয়ৎ ক্ষণ, হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। সামাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকের কার্য্য, এ কথা শুনিতে, আপাততঃ, অত্যন্ত কর্ণসুখকর। যদি এ দেশের লোক সামাজিক দোষের সংশোধনে প্রবৃত্ত ও যত্নবান হয়, এবং অবশেষে কৃতকার্য্য হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা সুখের, আহ্লাদের, সৌভাগ্যের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু, দেশস্থ লোকের প্রকৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি, বিবেচনাশক্তি প্রভৃতির, অশেষ প্রকারে, যদ্রূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এবং অদ্যাপি পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহারা সমাজের দোষ-সংশোধনে যত্ন ও চেষ্টা করিবেন; এবং, সেই যত্নে, সেই চেষ্টায়, ইষ্টসিদ্ধি হইবেক; সহজে সে প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। ফলতঃ, কেবল আমাদের যত্নে ও চেষ্টায়, সমাজের সংশোধনকার্য্য সম্পন্ন হইবেক; এখনও, এ দেশের সে দিন, সে সৌভাগ্যদশা উপস্থিত হয় নাই; এবং, কত কালে উপস্থিত হইবেক, দেশের

বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না। বোধ হয়, সে দিন, সে সৌভাগ্যদশা, কস্মিন্ কালেও, উপস্থিত হইবেক না।

যাঁহারা এই আপত্তি করেন, তাঁহারা নব্য সম্প্রদায়ের লোক। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ ও বহুদর্শী হইয়াছেন; তাঁহারা, অর্ব্বাচীনের ন্যায়, সহসা, এরূপ অসার কথা মুখ হইতে বিনির্গত করেন না। ইহা যথার্থ বটে; তাঁহারাও, এক কালে, অনেক বিষয়ে, অনেক আস্ফালন করিতেন; সমাজের দোষসংশোধন ও সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন তাঁহাদের জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য, এ কথা, সর্ব্ব ক্ষণ, তাঁহাদের মুখে নৃত্য করিত। কিন্তু, এ সকল পঠদ্দশার ভাব। তাঁহারা, পঠদ্দশা সমাপন করিয়া, বৈষয়িক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে, পঠদ্দশার ভাবের তিরোভাব হইতে লাগিল। অবশেষে, সামাজিক দোষের সংশোধন দূরে থাকুক, স্বয়ং, সেই সমস্ত দোষে সম্পূর্ণ লিপ্ত হইয়া, সচ্ছন্দ চিত্তে কালযাপন করিতেছেন। এখন তাঁহারা বহুদর্শী হইয়াছেন; সমাজের দোষসংশোধন, সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, এ সকল কথা, ভ্রান্তি ক্রমেও, আর তাঁহাদের মুখ হইতে বহির্গত হয় না; বরং, ঐ সকল কথা শুনিলে, বা কাহাকেও ঐ সকল বিষয়ে সচেষ্ট হইতে দেখিলে, তাঁহারা উপহাস করিয়া থাকেন।

এই সম্প্রদায়ের অল্পবয়স্কদিগের এক্ষণে পঠদ্দশার ভাব চলিতেছে। অল্পবয়স্ক দলের মধ্যে, যাঁহারা অল্প বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদেরই আস্ফালন বড়। তাঁহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, অনায়াসে, লোকের এই প্রতীতি জন্মিতে পারে, তাঁহারা সমাজের দোষসংশোধনে ও শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনে প্রাণ সমর্পণ

করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহারা যে মুখমাত্রসার, অন্তরে সম্পূর্ণ অসার, অনায়াসে, সকলে তাহা বুঝিতে পারেন না। তাদৃশ ব্যক্তিরাই, উন্নত ও উদ্ধত বাক্যে, কহিয়া থাকেন, সমাজের দোষসংশোধন সমাজের লোকের কার্য্য; সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। কিন্তু, সমাজের দোষসংশোধন কিরূপ কার্য্য; এবং, কিরূপ সমাজের লোক, অন্যদীয় সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া, সমাজের দোষ সংশোধনে সমর্থ; যাঁহাদের সে বোধ ও সে বিবেচনা আছে, তাঁহারা, এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, কখনই, সাহস করিয়া, বলিতে পারেন না, আমরা কোনও কালে, কেবল আত্মযত্নে ও আত্মচেষ্টায়, সামাজিক দোষের সংশোধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিব। আমরা অত্যন্ত কাপুরুষ, অত্যন্ত অপদার্থ; আমাদের হতভাগা সমাজ অতিকুৎসিত দোষপরম্পরায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ। এ দিকের চন্দ্র ও দিকে উঠিলেও, এরূপ লোকের ক্ষমতায়, এরূপ সমাজের দোষসংশোধন, কস্মিন্ কালেও, সম্পন্ন হইবার নহে। উল্লিখিত নব্য প্রামাণিকেরা কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ; তাঁহাদের যেরূপ বুদ্ধি, যেরূপ বিদ্যা, যেরূপ ক্ষমতা, তদপেক্ষা অনেক অধিক উচ্চ কথা কহিয়া থাকেন। কথা বলা যত সহজ, কাজ করা তত সহজ নহে।

সামাজিক দোষের সংশোধনে অত্রত্য লোকের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা বিষয়ে, দুটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথম, ব্রাহ্মণজাতির কন্যাবিক্রয়; দ্বিতীয়, কায়স্থজাতির পুত্রবিক্রয়। ব্রাহ্মণজাতির অধিকাংশ শ্রোত্রিয় ও অনেক বংশজ কন্যা বিক্রয় করেন; আর, সমুদায় শ্রোত্রিয় ও অধিকাংশ বংশজ, কন্যা ক্রয় করিয়া, বিবাহ করেন। এই ক্রয় বিক্রয়, শাস্ত্র অনুসারে,

অতি গর্হিত কর্ম্ম ; এবং, প্রকারান্তরে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অতি জঘন্য ব্যবহার। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন,

ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে।
তস্যাং জাতাঃ সুতাস্তেষাং পিতৃপিণ্ডং ন বিদ্যতে ॥ (১)

ক্রয় করিয়া যে কন্যাকে বিবাহ করে, সে পত্নী নহে ; তাহার গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মে, তাহারা পিতার পিণ্ডদানে অধিকারী নয়।

ক্রয়ক্রীতা তু যা নারী ন সা পত্ন্যভিধীয়তে।
ন সা দৈবে ন সা পৈত্র্যে দাসীং তাং কবয়ো বিদুঃ ॥ (২)

ক্রয় করিয়া যে নারীকে বিবাহ করে, তাহাকে পত্নী বলে না ; সে দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে বিবাহকর্ত্তার সহধর্ম্মচারিণী হইতে পারে না ; পণ্ডিতেরা তাহাকে দাসী বলিয়া গণনা করেন।

শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্বসুতাং লোভমোহিতাঃ।
আত্মবিক্রয়িণঃ পাপা মহাকিল্বিষকারিণঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চাসপ্তমং কুলম্ ॥ (৩)

যাহারা, লোভ বশতঃ, পণ লইয়া কন্যাদান করে, সেই আত্মবিক্রয়ী পাপাত্মা মহাপাতককারীরা ঘোর নরকে পতিত হয়, এবং ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষকে নরকে নিক্ষিপ্ত করে।

বৈকুণ্ঠবাসী হরিশর্ম্মার প্রতি ব্রহ্মা কহিয়াছেন,

যঃ কন্যাবিক্রয়ং মূঢ়ো লোভাচ্চ কুরুতে দ্বিজ।
স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুরীষহ্রদসংজ্ঞকম্ ॥

---

(১) অত্রিসংহিতা। (২) দত্তকমীমাংসাধৃত।
(৩) উদাহতত্ত্বধৃত কাশ্যপবচন।

বিক্রীতায়াশ্চ কন্যায়া যঃ পুত্রো জায়তে দ্বিজ।
স চাণ্ডাল ইতি জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ (৪)

হে দ্বিজ, যে মূঢ়, লোভ বশতঃ, কন্যা বিক্রয় করে, সে পুরীষহ্রদ নামক ঘোর নরকে যায়। হে দ্বিজ, বিক্রীতা কন্যার যে পুত্র জন্মে, সে চাণ্ডাল, তাহার কোনও ধর্ম্মে অধিকার নাই।

দেখ! কন্যাক্রয় করিয়া বিবাহ করা, শাস্ত্র অনুসারে, কত দূষ্য। শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ স্ত্রীকে পত্নী বলিয়া, ও তাদৃশ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে পুত্র বলিয়া, অঙ্গীকার করেন না; তাঁহাদের মতে, তাদৃশ স্ত্রী দাসী; তাদৃশ পুত্র সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত চাণ্ডাল। সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়; কিন্তু, শাস্ত্র অনুসারে, তাদৃশ স্ত্রী, ধর্ম্মকার্য্যে, স্বামীর সহচারিণী হইতে পারে না। লোকে, পিণ্ডপ্রত্যাশায়, পুত্র প্রার্থনা করে; কিন্তু, শাস্ত্র অনুসারে, তাদৃশ পুত্র পিতার পিণ্ডদানে অধিকারী নহে। আর, যে ব্যক্তি অর্থলোভে কন্যা বিক্রয় করে, সে চিরকালের জন্য নরকগামী হয়, এবং পিতা, পিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষকে নরকে নিক্ষিপ্ত করে।

অর্থলোভে কন্যা বিক্রয় ও কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করা অতি জঘন্য ও ঘোরতর অধর্ম্মকর ব্যবহার, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যাঁহারা কন্যা বিক্রয় করেন, এবং যাঁহারা, কন্যা ক্রয় করিয়া, বিবাহ করেন, তাঁহারাও, সময়ে সময়ে, এই ক্রয়বিক্রয় ব্যবসায়কে অতি ঘৃণিত, অতি জঘন্য, ব্যবহার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই ব্যবহার, যার পর নাই, অধর্ম্মকর ও অনিষ্টকর, তাহাও সকলের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়া আছে।

(৪) ক্রিয়াযোগসার॥ ঊনবিংশ অধ্যায়।

যদি, সামাজিক দোষের সংশোধনে, আমাদের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, এই নিরতিশয় কুৎসিত কাণ্ড, এত দিন, এ প্রদেশে প্রচলিত থাকিত না।

ব্রাহ্মণজাতির কন্যাবিক্রয় ব্যবসায় অপেক্ষা, কায়স্থজাতির পুত্রবিক্রয় ব্যবসায় আরও ভয়ানক ব্যাপার। মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়স্থজাতির কন্যা হইলেই সর্ব্বনাশ। কন্যার যত বয়োবৃদ্ধি হয়, পিতার সর্ব্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে। যার কন্যা, তার সর্ব্বনাশ; যার পুত্র, তার পৌষ মাস। বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে, পুত্রবান ব্যক্তি, অলঙ্কার, দানসামগ্রী প্রভৃতি উপলক্ষে, পুত্রের এত মূল্য প্রার্থনা করেন যে, মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়স্থের পক্ষে, কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হওয়া দুর্ঘট হয়। এ বিষয়ে, বরপক্ষ এরূপ নির্লজ্জ ও নৃশংস ব্যবহার করেন যে, তাঁহাদের উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে। কৌতুকের বিষয় এই, কন্যার বিবাহ দিবার সময়, যাঁহারা শশব্যস্ত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েন; পুত্রের বিবাহ দিবার সময়, তাঁহাদেরই আর একপ্রকার ভাবভঙ্গী হয়। এইরূপে, কায়স্থেরা, কন্যার বিবাহের সময়, মহাবিপদ, ও পুত্রের বিবাহের সময়, মহোৎসব, জ্ঞান করেন। পুত্রবিক্রয় ব্যবসায় যে অতি কুৎসিত কর্ম্ম, তাহা কায়স্থ মাত্রে স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু, আপন পুত্রের বিবাহের সময়, সে বোধও থাকে না, সে বিবেচনাও থাকে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যাঁহারা নিজে সুশিক্ষিত ও পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতেছেন, এ ব্যবসায়ে তাঁহারাই নিতান্ত নির্দ্দয়, ও নিতান্ত নির্লজ্জ। যে বালক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার মূল্য অনেক; যে তদপেক্ষা উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার মূল্য তদপেক্ষা

অনেক অধিক; যাহারা তদপেক্ষাও অধিকবিদ্য হইয়াছে, তাহাদের সহিত কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করা, অনেকের পক্ষে, অসংসাহসিক ব্যাপার। আর, যদি তদুপরি ইষ্টকনির্ম্মিত বাসস্থান ও গ্রাসাচ্ছাদনের সমাবেশ থাকে, তাহা হইলে, সর্ব্বনাশের ব্যাপার। বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন না হইলে, তাদৃশ স্থলে বিবাহের কথা উত্থাপনে অধিকারই নাই। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই ব্যবসায়ের, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা, কলিকাতায় অত্যন্ত অধিক প্রাদুর্ভাব। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ব্রাহ্মণজাতির কন্যার মূল্য ক্রমে অল্প হইয়া আসিতেছে; কায়স্থজাতির পুত্রের মূল্য, উত্তরোত্তর, অধিক হইয়া উঠিতেছে। যদি বাজার এইরূপ থাকে, অথবা আরও গরম হইয়া উঠে; তাহা হইলে, মধ্যবিত্ত ও হীনাবস্থ কায়স্থপরিবারের অনেক কন্যাকে, ব্রাহ্মণজাতীয় কুলীনকন্যার ন্যায়, অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে হইবেক।

যেরূপ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, কায়স্থ মাত্রে এ বিষয়ে বিলক্ষণ জ্বালাতন হইয়াছেন। ইহা যে অতি লজ্জাকর ও ঘৃণাকর ব্যবহার, সে বিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। কায়স্থজাতি, একবাক্য হইয়া, যে বিষয়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছেন; তাহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে কেন। যদি এ দেশের লোকের, সামাজিক দোষের সংশোধনে, প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা থাকিত; তাহা হইলে, কায়স্থজাতির পুত্রবিক্রয় ব্যবহার, বহু দিন পূর্ব্বে, রহিত হইয়া যাইত।

এ দেশের হিন্দুসমাজ ঈদৃশ দোষপরম্পরায় পরিপূর্ণ। পূর্ব্বোক্ত নব্য প্রামাণিকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এ পর্য্যন্ত, তাঁহারা তন্মধ্যে, কোন কোন দোষের সংশোধনে, কত দিন, কিরূপ

যত্ন ও কিরূপ চেষ্টা করিয়াছেন; এবং, তাঁহাদের তাদৃশ যত্নে ও তাদৃশ চেষ্টায়, কোন কোন দোষের, কত দূর সংশোধন হইয়াছে; আর, এক্ষণেই বা, তাঁহারা কোন কোন দোষের সংশোধনে কিরূপ যত্ন ও কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন।

বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, অশেষ প্রকারে, হিন্দুসমাজের অনিষ্ট ঘটিতেছে। সহস্র সহস্র বিবাহিতা নারী, যার পর নাই, যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত, প্রবল বেগে, প্রবাহিত হইতেছে। দেশের লোকের যত্নে ও চেষ্টায়, ইহার প্রতিকার হওয়া, কোনও মতে, সম্ভাবিত নহে। সম্ভাবনা থাকিলে, তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন থাকিত না। এক্ষণে, বহুবিবাহপ্রথা রহিত হওয়া আবশ্যক, এই বিবেচনায়, রাজদ্বারে আবেদন করা উচিত; অথবা, এরূপ বিষয়ে, রাজদ্বারে আবেদন করা ভাল নয়; অতএব, তাহা চিরকাল প্রচলিত থাকুক, এই বিবেচনায়, ক্ষান্ত থাকা উচিত। এই অতি জঘন্য, অতি নৃশংস প্রথা প্রচলতি থাকাতে, সমাজে যে গরীয়সী অনিষ্টপরম্পরা ঘটিতেছে, যাঁহারা তাহা, অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন; এবং, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, যাঁহাদের অন্তঃকরণ, সর্ব্ব ক্ষণ, দুঃসহ দুঃখদহনে দগ্ধ হইতেছে; তাঁহাদের বিবেচনায়, যে কোনও উপায়ে হউক, এই প্রথা রহিত হইলেই, সমাজের মঙ্গল। বস্তুতঃ, রাজশাসন দ্বারা, এই নৃশংস প্রথার উচ্ছেদ হইলে, সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল ঘটিবেক, তাহার কোনও হেতু বা সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। আর, যাঁহারা তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন, তাঁহাদের যে কোনও প্রকারে, ন্যায়বিরুদ্ধ বা বিবেচনাবহির্মুখ কর্ম্ম করা হইয়াছে, তর্ক দ্বারা

তাহা প্রতিপন্ন করাও নিতান্ত সহজ বোধ হয় না। আমাদের ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দেওয়া উচিত নয়, এরূপ কথা বলা বালকতা প্রদর্শন মাত্র। আমাদের ক্ষমতা কোথায়। ক্ষমতা থাকিলে, ঈদৃশ বিষয়ে, গবর্ণমেণ্টের নিকটে যাওয়া কদাচ উচিত ও আবশ্যক হইত না; আমরা নিজেই সমাজের সংশোধনকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম। ইচ্ছা নাই, চেষ্টা নাই, ক্ষমতা নাই, সুতরাং, সমাজের দোষসংশোধন করিতে পারিবেন না; কিন্তু, তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিলে, অপমানবোধ বা সর্ব্বনাশজ্ঞান করিবেন, এরূপ লোকের সংখ্যা, বোধ করি, অধিক নহে; এবং, অধিক না হইলেই, দেশের ও সমাজের মঙ্গল।

সপ্তম আপত্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই, হিন্দু, মুসলমান, উভয়বিধ সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে, বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে, কেবল বাঙ্গালাদেশের হিন্দু-সম্প্রদায়ের লোক, ঐ প্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত, আবেদন করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশ ভারতবর্ষের এক অংশ মাত্র। এক অংশের এক সম্প্রদায়ের লোকের অনুরোধে, ভারতবর্ষীয় যাবতীয় প্রজাকে অসন্তুষ্ট করা গবর্ণমেণ্টের কদাচ উচিত নহে।

এই আপত্তি, কোনও ক্রমে, যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না। বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে, বাঙ্গালাদেশে, হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে, যত দোষ ও যত অনিষ্ট ঘটিতেছে; বোধ হয়, ভারতবর্ষের অন্য কোনও অংশে তদ্রূপ নহে; এবং, বাঙ্গালাদেশের মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যেও, সেরূপ দোষ বা সেরূপ অনিষ্ট দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক, যাঁহারা আবেদন করিয়াছেন, বাঙ্গালাদেশে, হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে, বহুবিবাহনিবন্ধন যে অশেষবিধ উৎকট অনিষ্টসংঘটন হইতেছে, তাহার নিবারণ হয়, এই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, এই তাঁহাদের প্রার্থনা। এ দেশের মুসলমানসম্প্রদায়ের লোক বহু বিবাহ করিয়া থাকেন; তাঁহারা চিরকাল সেরূপ করুন; তাহাতে আবেদনকারীদিগের কোনও আপত্তি নাই; এবং, তাঁহাদের এরূপ ইচ্ছাও নহে, এবং প্রার্থনাও নহে, যে গবর্ণমেণ্ট, এই উপলক্ষে, মুসলমানদিগেরও বহু বিবাহের পথ রুদ্ধ করিয়া

দেন ; অথবা, গবর্ণমেণ্ট, এক উদ্যমে, ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকের পক্ষে, বিবাহ বিষয়ে ব্যবস্থা করুন, ইহাও তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। বহুবিবাহসূত্রে, স্বসম্প্রদায়ের যে অতি মহতী দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তদ্দর্শনে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছেন ; এবং, সেই দুরবস্থা বিমোচনের উপায়ান্তর না দেখিয়া, রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন। স্বসম্প্রদায়ের তাদৃশী দুরবস্থার বিমোচন মাত্র তাঁহাদের উদ্দেশ্য। যদি গবর্ণমেণ্ট, সদয় হইয়া, তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য করিয়া, এ প্রদেশের কেবল হিন্দুসম্প্রদায়ের জন্য, বিবাহ বিষয়ে, কোনও ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন, তাহাতে এ প্রদেশের মুসলমান সম্প্রদায়, অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু, মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়, অসন্তুষ্ট হইবেন কেন। এ দেশের হিন্দুসম্প্রদায় গবর্ণ-মেণ্টের প্রজা। তাঁহাদের সমাজে, কোনও বিষয় নিরতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের স্বীয় যত্নে ও স্বীয় ক্ষমতায়, সে ক্লেশের নিবারণ হইতে পারে না ; অথচ, সে ক্লেশের নিবারণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রজারা, নিরুপায় হইয়া, রাজার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক, সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছেন। এমন স্থলে, প্রজার প্রার্থনা পরিপূরণ করা রাজার অবশ্যকর্ত্তব্য। এক প্রদেশের প্রজাবর্গের প্রার্থনা অনুসারে, তাঁহাদের হিতার্থে, কেবল সেই প্রদেশের জন্য, কোনও ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলে, হয় ত প্রদেশান্তরীয় প্রজারা অসন্তুষ্ট হইবেন, এই অমূলক, অকিঞ্চিৎকর আশঙ্কা করিয়া, সে বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন রাজধর্ম্ম নহে।

এরূপ প্রবাদ আছে, ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরেল, মহাত্মা লার্ড বেণ্টিক, অতি নৃশংস সহগমনপ্রথা রহিত করিবার

নিমিত্ত, কৃতসঙ্কল্প হইয়া, প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই স্পষ্ট বাক্যে কহিয়াছিলেন, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, যাবতীয় লোক যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইবেক, এবং, নিঃসন্দেহ, রাজবিদ্রোহে অভ্যুত্থান করিবেক। মহামতি, মহাসত্ত্ব গবর্ণর্ জেনেরেল, এই সকল কথা শুনিয়া, ভীত বা হতোৎসাহ না হইয়া কহিলেন, যদি, এই প্রথা রহিত করিয়া, এক দিন আমাদের রাজ্য থাকে, তাহা হইলেও, ইঙ্গরেজজাতির নামের যথার্থ গৌরব ও রাজ্যাধিকারের সম্পূর্ণ সার্থকতা হইবেক। তিনি, প্রজার দুঃখদর্শনে, দয়ার্দ্রচিত্ত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা সেই ইঙ্গরেজজাতির অধিকারে বাস করিতেছি। কিন্তু, অবস্থার কত পরিবর্ত্ত হইয়াছে। যে ইঙ্গরেজজাতি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, রাজ্যভ্রংশভয় অগ্রাহ্য করিয়া, প্রজার দুঃখবিমোচন করিয়াছেন; এক্ষণে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, প্রজারা, বারংবার প্রার্থনা করিয়াও, কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। হায়।

"তে কেঽপি দিবসা গতাঃ"।

সে এক দিন গিয়াছে।

যাহা হউক, আবেদনকারীদের অভিমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলে, গবর্ণমেণ্ট এ প্রদেশের মুসলমান, বা অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু, মুসলমান, উভয়বিধ, প্রজাবর্গের নিকট অপরাধী হইবেন; অথবা, প্রজাবর্গ অসন্তুষ্ট হইবেন, এই ভয়ে অভিভূত হইয়া, আবেদিত বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন করিবেন, এ কথা, কোনও মতে, শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। ইঙ্গরেজজাতি তত নির্ব্বোধ,

তত অপদার্থ, তত কাপুরুষ নহেন। যেরূপ শুনিতে পাই, তাঁহারা, রাজ্যভোগের লোভে আকৃষ্ট হইয়া, এ দেশে অধিকার বিস্তার করেন নাই; সর্ব্বাংশে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনই তাঁহাদের রাজ্যাধিকারের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য।

এ স্থলে, একটি কুলীনমহিলার আক্ষেপোক্তির উল্লেখ না করিয়া, ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ঐ কুলীনমহিলা ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, জ্যেষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার না কি বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা হইতেছে। আমি কহিলাম, কেবল চেষ্টা নয়, যদি তোমাদের কপালের জোর থাকে, আমরা এ বারে কৃতকার্য্য হইতে পারিব। তিনি কহিলেন, যদি আর কোনও জোর না থাকে, তবে তোমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না; কুলীনের মেয়ের নিতান্ত পোড়া কপাল; সেই পোড়া কপালের জোরে, যত হবে, তা আমরা বিলক্ষণ জানি। এই বলিয়া, মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক, কিয়ৎ ক্ষণ, ক্রোড়-স্থিত শিশু কন্যাটির মুখ নিরীক্ষণ করিলেন; অনন্তর, সজল নয়নে, আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, বহুবিবাহপ্রথার নিবারণ হইলে, আমাদের আর কোনও লাভ নাই; আমরা এখনও যে সুখ ভোগ করিতেছি, তখনও সেই সুখ ভোগ করিব; তবে যে হতভাগীরা আমাদের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে; যদি তাহারা, আমাদের মত, চিরদুঃখিনী না হয়, তাহা হইলেও আমাদের অনেক দুঃখ নিবারণ হয়। এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, সেই কুলীন-মহিলা কহিলেন, সকলে বলে, এক স্ত্রীলোক আমাদের দেশের রাজা; কিন্তু, আমরা সে কথায় বিশ্বাস করি না; স্ত্রীলোকের রাজ্যে, স্ত্রীজাতির এত দুরবস্থা হইবেক কেন। এই কথা বলিবার সময়, তদীয় ম্লান বদনে বিষাদ ও নৈরাশ্য এরূপ সুস্পষ্ট ব্যক্ত

হইতে লাগিল যে, আমি দেখিয়া, শোকে, একান্ত অভিভূত হইয়া, অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম।

হা বিধাতঃ! তুমি কি কুলীনকন্যাদের কপালে, নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশভোগ ভিন্ন, আর কিছুই লিখিতে শিখ নাই। উল্লিখিত কুলীনমহিলার হৃদয়বিদারণ আক্ষেপবাক্য আমাদের অধীশ্বরী করুণাময়ী ইংলণ্ডেশ্বরীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি সাতিশয় লজ্জিত ও নিরতিশয় দুঃখিত হন, সন্দেহ নাই।

এই দুই কুলীনমহিলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই;—ইঁহারা দুপুরুষিয়া ভঙ্গকুলীনের কন্যা এবং স্বকৃতভঙ্গ কুলীনের বনিতা। জ্যেষ্ঠার বয়ঃক্রম ২০, ২১ বৎসর; কনিষ্ঠার বয়ঃক্রম ১৬, ১৭ বৎসর। জ্যেষ্ঠার স্বামীর বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর; তিনি, এ পর্য্যন্ত, ১২টি মাত্র বিবাহ করিয়াছেন। কনিষ্ঠার স্বামীর বয়ঃক্রম ২৫, ২৬ বৎসর; তিনি, এ পর্য্যন্ত, ২৫ টির অধিক বিবাহ করিতে পারেন নাই।

উপসংহার।
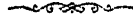
রাজশাসন দ্বারা বহুবিবাহ প্রথার নিবারণচেষ্টা বিষয়ে, আমি যে সকল আপত্তি শুনিতে পাইয়াছি, উহাদের নিরাকরণে যথাশক্তি যত্ন করিলাম। আমার যত্ন কতদূর সফল হইয়াছে, বলিতে পারি না। যাঁহারা, দয়া করিয়া, এই পুস্তকে দৃষ্টিপাত করিবেন, তাঁহারা তাহার বিবেচনা করিতে পারিবেন। এ বিষয়ে, এতদ্ব্যতিরিক্ত, আরও কতিপয় আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে; সে সকলেরও উল্লেখ করা আবশ্যক।

প্রথম;—কতকগুলি লোক বিবাহ বিষয়ে যথেচ্ছচারী; ইচ্ছা হইলেই বিবাহ করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যক্তি সকল নিজে সংসারের কর্ত্তা; সুতরাং, বিবাহ প্রভৃতি সাংসারিক বিষয়ে, অন্যদীয় ইচ্ছার বশবর্ত্তী নহেন। ইঁহারা, স্বেচ্ছা অনুসারে, ২, ৩, ৪, ৫ বিবাহ করিয়া থাকেন। ইঁহারা আপত্তি করিতে পারেন, সাংসারিক বিষয়ে, মনুষ্য মাত্রের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ও স্বেচ্ছা অনুসারে চলিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে; প্রতিবেশিবর্গের সে বিষয়ে কথা কহিবার, বা প্রতি-বন্ধক হইবার, অধিকার নাই। একাধিক বিবাহ করিতে, যাঁহাদের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি নাই; তাঁহারা, এক বিবাহে সন্তুষ্ট

হইয়া, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করুন; আমরা তাঁহাদিগকে অধিক বিবাহ করিতে অনুরোধ করিব না। আমাদের অধিক বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে, আমরা তাহা করিব; সে বিষয়ে, তাঁহারা দোষপ্রদর্শন বা আপত্তি উত্থাপন করিবেন কেন।

দ্বিতীয়;—পিতা মাতা পুত্ত্রের বিবাহ দিয়াছেন। বিবাহের পর, কন্যাপক্ষীয়দিগকে, বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী দিয়া, মধ্যে মধ্যে, জামাতার তত্ত্ব করিতে হয়। তত্ত্বের সামগ্রী মনোমত না হইলে, জামাতৃপক্ষীয় স্ত্রীলোকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। কোনও কোনও স্থলে, এই অসন্তোষ এত প্রবল ও দুর্নিবার হইয়া উঠে যে, ঐ উপলক্ষে, পুনরায় পুত্ত্রের বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হয়।

তৃতীয়;—কখনও কখনও, কোনও কারণে, বৈবাহিকদিগের পরস্পর বিলক্ষণ অস্বরস ঘটিয়া উঠে। তথাবিধ স্থলেও, পিতা মাতা, বৈবাহিককুলের উপর আক্রোশ করিয়া, পুনরায় পুত্ত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন।

চতুর্থ;—কোনও কোনও স্থলে, অকারণে, বা অতি সামান্য কারণে, পুত্ত্রবধূর উপর শাশুড়ীর উৎকট বিদ্বেষ জন্মে। তিনি, সেই বিদ্বেষের বশবর্ত্তিনী হইয়া, স্বামীকে সম্মত করিয়া, পুনরায় পুত্ত্রের বিবাহ দেন।

পঞ্চম;—অধিক অলঙ্কার দানসামগ্রী প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে, এই লোভে পড়িয়া, কোনও কোনও পিতা মাতা, কদাকারা কন্যার সহিত, পুত্ত্রের বিবাহ দেন। সেই কদাকারা

স্ত্রীর উপর পুত্রের অনুরাগ না জন্মিলে, পুনরায় তাহার বিবাহ দিতে হয়।

ষষ্ঠ ;—অন্য কোনও লোভ নাই, কেবল কুটুম্বিতার বড় সুখ হইবেক ; এ অনুরোধেও, পিতা মাতা, পুত্রের হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া, তাহার বিবাহ দিয়া থাকেন। অনেক সময়ে, তাদৃশ স্থলেও, পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিবার আবশ্যকতা ঘটে।

যদি, রাজশাসন দ্বারা, বহুবিবাহপ্রথা রহিত হইয়া যায় ; তাহা হইলে, পুত্রের বিবাহ বিষয়ে, পিতা মাতার যে যথেচ্ছচারিতা আছে, তাহার উচ্ছেদ হইবেক। সুতরাং, তাঁহাদেরও, এই প্রথার নিবারণ বিষয়ে, আপত্তি করিবার অধিকার ও আবশ্যকতা আছে। কিন্তু, এ পর্য্যন্ত, কোনও পক্ষ হইতে, তাদৃশ আপত্তি, স্পষ্ট বাক্যে, উচ্চারিত হয় নাই। সুতরাং, ঐরূপ আপত্তির নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই।

বহুবিবাহপ্রথার নিবারণ জন্য, আবেদনপত্র প্রদান বিষয়ে, যাঁহারা প্রধান উদেযাগী ; কোনও কোনও পক্ষ হইতে, তাঁহাদের উপর এই অপবাদ প্রবর্ত্তিত হইতেছে যে, তাঁহারা, নাম কিনিবার জন্য, দেশের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হইয়াছেন। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, বিংশতি সহস্রের অধিক লোক আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইঁহারা সকলে এত নির্ব্বোধ ও এত অপদার্থ নহেন যে, এককালে সদসদ্বিবেচনাশূন্য হইয়া, কতিপয় ব্যক্তির নামক্রয়বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য, স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিবেন। নিম্নে কতিপয় স্বাক্ষরকারীর নাম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে ;—

বৰ্দ্ধমানাধিপতি শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর
নবদ্বীপাধিপতি শ্রীযুত মহারাজ সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর (পাইকপাড়া)
শ্রীযুত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর (ভূকৈলাস)
শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)
শ্রীযুত বাবু রাজকুমার রায় চৌধুরী (বারিপুর)
শ্রীযুত রাজা পূর্ণচন্দ্র রায় (সাওড়াপুলী)
শ্রীযুত বাবু সারদাপ্রসাদ রায় (চকদিঘী)
শ্রীযুত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ (ভাস্তাড়া)
শ্রীযুত রায় প্রিয়নাথ চৌধুরী (টাকী)
শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ রায় (জাড়া)
শ্রীযুত বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত.

শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ
শ্রীযুত বাবু হীরালাল শীল
শ্রীযুত বাবু শ্যামচরণ মল্লিক
শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক
শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র ঘোষাল
শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মল্লিক
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মিত্র
শ্রীযুত বাবু দয়ালচাঁদ মিত্র
শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত
শ্রীযুত বাবু নৃসিংহ দত্ত
শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন
শ্রীযুত বাবু হরিমোহন সেন
শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র সেন
শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র
শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র
শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ লাহা
শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দেব
শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ সরকার
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণদাস পাল

এক্ষণে, অনেকে বিবেচনা করিতে পারিবেন, এই সকল ব্যক্তিকে তত নির্ব্বোধ ও তত অপদার্থ জ্ঞান করা সঙ্গত কি

না। বহুবিবাহপ্রথার নিবারণ হওয়া উচিত ও আবশ্যক, এরূপ সংস্কার না জন্মিলে, এবং তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করা পরামর্শসিদ্ধ বোধ না হইলে, ইঁহারা, কেবল অন্যের অনুরোধে, বা অন্যবিধ কারণ বশতঃ, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিবার লোক নহেন। আর, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, দেশের অনিষ্টসাধন হইবেক, এ কথার অর্থগ্রহ করিতে পারা যায় না। বহুবিবাহপ্রথা যে, যার পর নাই, অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা, বোধ হয়, চক্ষু কর্ণ হৃদয় বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। সেই নিরতিশয় অনিষ্টকর বিষয়ের নিবারণ হইলে, দেশের অনিষ্টসাধন হইবেক, আপত্তিকারী মহাপুরুষদের মত সূক্ষ্মদর্শী না হইলে, তাহা বিবেচনা করিয়া স্থির করা দুরূহ। যাহা হউক, ইহা নির্ভয়ে ও নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যাঁহারা, বহুবিবাহপ্রথার নিবারণের জন্য, রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন, স্ত্রীজাতির দুরবস্থাবিমোচন ও সমাজের দোষসংশোধন ভিন্ন, তাঁহাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি নাই।

পরিশিষ্ট

পুস্তকের চতুর্থ প্রকরণে, বিবাহব্যবসায়ী ভঙ্গকুলীনদিগের বাস, বয়স, বিবাহসংখ্যার যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। তাদৃশ ভঙ্গকুলীনদিগের পৈতৃক বাসস্থান নাই; কতকগুলি পিতার মাতুলালয়ে, কতকগুলি নিজের মাতুলালয়ে, কতকগুলি পুত্রের মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকেন; আর কতকগুলি কখন কোন আলয়ে অবস্থিতি করেন, তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং, তাঁহাদের যে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কোনও কোনও স্থলে, তাহার বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতে পারে। তাঁহাদের বয়ঃক্রম বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এই বিষয় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়াছিল; সুতরাং, এক্ষণে তাঁহাদের পাঁচ বৎসর অধিক বয়স হইয়াছে; এবং, হয় ত, কেহ কেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর, বিবাহসংখ্যা দৃষ্টি করিয়া, কেহ কেহ বলিতে পারেন, অধিকবয়স্কদিগের বিবাহের সংখ্যা যেরূপ অধিক, অল্পবয়স্কদিগের সেরূপ অধিক দৃষ্ট হইতেছে না; ইহাতে বোধ হইতেছে, এক্ষণে বিবাহ-ব্যবসায়ের অনেক হ্রাস হইয়াছে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যাঁহাদের বিবাহের সংখ্যা অধিক, এক দিনে, এক মাসে, বা এক বৎসরে, তাঁহারা তত বিবাহ করেন নাই; তাঁহাদের বিবাহের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং অদ্যাপি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ভঙ্গকুলীনেরা, জীবনের অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত, বিবাহ করিয়া থাকেন। এই পাঁচ বৎসরে, অল্পবয়স্ক দলের

মধ্যে, অনেকের বিবাহসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ; এবং, ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, অধিক বয়সে, এক্ষণকার বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের সমান হইবেক, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। অতএব, উভয় পক্ষের বিবাহসংখ্যাগত বর্ত্তমান বৈলক্ষণ্য দর্শনে, ভঙ্গকুলীনদিগের বিবাহব্যবসায় আর পূর্ব্বের মত প্রবল নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করা, কোনও মতে, ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না।

প্রথম ক্রোড়পত্র

অতি অল্প দিন হইল, শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুত নারায়ণ বেদরত্ন প্রভৃতি ত্রয়োদশ ব্যক্তির স্বাক্ষরিত, বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচার নামে, এক পত্র প্রচারিত হইয়াছে। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক বিচারপুস্তক প্রচারিত হইবার পরে, ঐ বিচারপত্র আমার হস্তগত হয়। বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার, তাহা রহিত হওয়া কদাচ উচিত নহে; সর্ব্বসাধারণের নিকট, ইহা প্রতিপন্ন করাই এই বিচারপত্র প্রচারের উদ্দেশ্য। স্বাক্ষরকারী মহাশয়েরা, স্বপক্ষ সমর্থনের অভিপ্রায়ে, স্মৃতি ও পুরাণের কতিপয় বচন প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণ এই ;—

১। একামুদ্বা তু কামার্থমন্যাং বোঢুং য ইচ্ছতি।
সমর্থস্তোষয়িত্বার্থৈঃ পূর্ব্বোঢামপরাং বহেৎ॥

মদনপারিজাতধৃতস্মৃতিঃ।

যে ব্যক্তি, এক স্ত্রী বিবাহ করিয়া, রতিকামনায় অন্য স্ত্রী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সমর্থ হইলে, পূর্ব্বপরিণীতাকে অর্থ দ্বারা তুষ্টা করিয়া, অপর স্ত্রী বিবাহ করিবেন।

২। একৈব ভার্য্যা স্বীকার্য্যা ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগিনা।
প্রার্থনে চাতিরাগে চ গ্রাহ্যানেকা অপি দ্বিজ॥

স্বতন্ত্রগার্হস্থ্যধর্ম্মপ্রস্তাবে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্।

ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগী ব্যক্তিদিগের এক ভার্য্যা স্বীকার করা কর্ত্তব্য,

কিন্তু উপযাচিত হইয়া কেহ কন্যা প্রদানেচ্ছু হইলে, অথবা রতিবিষয়ক সাতিশয় অনুরাগ থাকিলে, তাঁহারা অনেক ভার্য্যাও গ্রহণ করিবেন (১)।

এই দুই প্রমাণ দর্শনে, অনেকের অন্তঃকরণে, বহুবিবাহ শাস্ত্রানুগত ব্যবহার বলিয়া, প্রতীতি জন্মিতে পারে; এজন্য, এ বিষয়ে, কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক বিচারপুস্তকে দর্শিত হইয়াছে (২), শাস্ত্রকারেরা, বিবাহ বিষয়ে, চারি বিধি দিয়াছেন; সেই চারি বিধি অনুসারে, বিবাহ ত্রিবিধ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য। প্রথম বিধির অনুযায়ী বিবাহ নিত্য বিবাহ; এই বিবাহ না করিলে, মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমে অধিকারী হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ; তাহা না করিলে, আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয়। তৃতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ; কারণ, তাহা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব, চিররোগিত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়। চতুর্থ বিধির অনুযায়ী বিবাহ কাম্য বিবাহ; এই বিবাহ, নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহের ন্যায়, অবশ্যকর্ত্তব্য নহে; উহা পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন; অর্থাৎ, ইচ্ছা হইলে, তাদৃশ বিবাহ করিতে পারে, এই মাত্র।

---

(১) স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়েরা যেরূপ পাঠ ধরিয়াছেন, ও যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই পরিগৃহীত হইল; আমার বিবেচনায়, দ্বিতীয় প্রমাণের প্রথমার্দ্ধে, পাঠের ব্যতিক্রম হইয়াছে; সুতরাং, ব্যাখ্যারও বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। বোধ হয়, প্রকৃত পাঠ এই,—

একৈব ভার্য্যা স্বীকার্য্যা ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগিনী।

ধর্ম্মকর্ম্মের উপযোগিনী এক ভার্য্যা বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

(২) ৩৫২ পৃষ্ঠ হইতে ৩৫৯ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখ।

পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যসাধন গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য। দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে, এ উভয় সম্পন্ন হয় না; এ নিমিত্ত, প্রথম বিধিতে, দারপরিগ্রহ গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশের দ্বারস্বরূপ, ও গৃহস্থাশ্রমসমাধানের অপরিহার্য্য উপায়স্বরূপ, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রম সম্পাদনকালে, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় বিবাহ না করে; তবে সেই দারবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হয়; এজন্য, ঐ অবস্থায়, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে, পুনরায় দারপরিগ্রহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব, চিররোগিত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যসাধনের ব্যাঘাত ঘটে; এজন্য, শাস্ত্রকারেরা, তাদৃশ স্থলে, স্ত্রীসত্ত্বে, পুনরায় বিবাহ করিবার তৃতীয় বিধি দিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রম সমাধানের নিমিত্ত, শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে সবর্ণা পরিণয়ের পর, যদি কোনও উৎকৃষ্ট বর্ণ, যদৃচ্ছা ক্রমে, বিবাহে প্রবৃত্ত হয়; তাহার পক্ষে অসবর্ণাবিবাহে অধিকার বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা চতুর্থ বিধি প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং, এই বিধি দ্বারা, তাদৃশ ব্যক্তির, তথাবিধ স্থলে, সবর্ণাবিবাহ এক বারে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের অবলম্বিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণে, যে বিবাহের বিধি পাওয়া যাইতেছে, তাহা কাম্য বিবাহ; কারণ, প্রথম প্রমাণে, "যে ব্যক্তি, এক স্ত্রী বিবাহ করিয়া, রতিকামনায় অন্য স্ত্রী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন"; এবং, দ্বিতীয় প্রমাণে, "রতিবিষয়ক সাতিশয় অনুরাগ থাকিলে, তাঁহারা অনেক ভার্য্যাও গ্রহণ করিবেন"; এইরূপে, কাম্য বিবাহের স্পষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। রতিকামনা ও

রতিবিষয়ক সাতিশয় অনুরাগ বশতঃ, যে বিবাহ করা হইবেক, তাহা কাম্য বিবাহ ব্যতিরিক্ত নামান্তর দ্বারা উল্লিখিত হইতে পারে না। মনু, কাম্য বিবাহের স্থলে, অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন; এবং, সেই বিধি দ্বারা, তথাবিধ স্থলে, সবর্ণাবিবাহ এক বারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং, স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের অবলম্বিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণ দ্বারা, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ব্যক্তি, সবর্ণা বিবাহ করিয়া, রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্যত হয়, সে অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারে; নতুবা, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তি, রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পূর্ব্বপরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় সজাতীয়া বিবাহ করিবেক, ইহা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্যে ও ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণবচনে, সামান্য আকারে, কাম্য বিবাহের বিধি আছে; তাদৃশবিবাহাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সবর্ণা বা অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, তাহার কোনও নির্দ্দেশ নাই। মনু কাম্য বিবাহের বিধি দিয়াছেন, এবং তাদৃশবিবাহাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এমন স্থলে, মনুবাক্যের সহিত একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া, উল্লিখিত স্মৃতিবাক্য ও পুরাণবাক্যকে অসবর্ণাবিবাহবিষয়ক বলিয়া ব্যবস্থা করাই প্রকৃত শাস্ত্রার্থ, সে বিষয়ে, কোনও অংশে, কিছু মাত্র, সংশয় বা আপত্তি হইতে পারে না। অতএব, ঐ দুই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ কাণ্ড শাস্ত্র-সম্মত ব্যবহার, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র।

স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের অবলম্বিত তৃতীয়,

চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম, নবম, ও দশম প্রমাণ অসবর্ণাবিবাহবিষয়ক বচন। অসবর্ণাবিবাহ ব্যবহার বহু কাল রহিত হইয়াছে; সুতরাং, এ স্থলে, সে বিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের অবলম্বিত অবশিষ্ট প্রমাণে, এক ব্যক্তির অনেক স্ত্রী বিদ্যমান থাকার উল্লেখ আছে; কিন্তু, উহা দ্বারা, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। ঐ সকল প্রমাণ সর্ব্বাংশে পরস্পর এত অনুরূপ যে, একটি প্রদর্শিত হইলেই, সকলগুলি প্রদর্শিত করা হইবেক; এজন্য, এ স্থলে একটি মাত্র উদ্ধৃত হইতেছে;—

৭। সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্ম্মনুঃ ॥ (৩)

সজাতীয়া বহু স্ত্রীর মধ্যে, যদি একটি স্ত্রী পুত্রবতী হয়; তবে, সেই পুত্র দ্বারা, সকল স্ত্রীকেই মনু পুত্রবতী কহিয়াছেন।

এই মনুবচনে, অথবা এতদনুরূপ অন্যান্য মুনিবচনে, এরূপ কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই যে, তদ্দ্বারা, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে, লোকের ইচ্ছাধীন বহুভার্য্যাবিবাহ প্রতিপন্ন হইতে পারে। উল্লিখিত বচনসমূহে, যে বহুভার্য্যাবিবাহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা অধিবেদনের নির্দ্দিষ্ট নিমিত্ত নিবন্ধন, তাহার সন্দেহ নাই (৪)।

ফলকথা এই, যখন শাস্ত্রকারেরা, কাম্য বিবাহের স্থলে, কেবল অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন; যখন ঐ বিধি দ্বারা,

(৩) মনুসংহিতা। ৯।১৮৩।

(৪) বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার পুস্তকের ৩৫৮ পৃষ্ঠ অবধি ৩৬২ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখ।

পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, যদৃচ্ছা ক্রমে সবর্ণাবিবাহ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে; যখন উল্লিখিত বিবাহ সকল অধিবেদনের নির্দ্দিষ্ট নিমিত্ত বশতঃ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে; তখন, যদৃচ্ছা ক্রমে, যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বস্তুতঃ, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুগত ব্যবহার নহে। আর, তাদৃশ বহুবিবাহকাণ্ড ন্যায়ানুগত ব্যবহার কি না, সে বিষয়ে কিছু বলা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। বহুবিবাহ যে অতিজঘন্য, অতিনৃশংস ব্যবহার, কোনও মতে ন্যায়ানুগত নহে, তাহা, যাঁহাদের সামান্যরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা আছে, তাঁহারাও অনায়াসে বুঝিতে পারেন। ফলতঃ, যে মহাপুরুষেরা স্বয়ং বহুবিবাহপাপে লিপ্ত, তদ্ব্যতিরিক্ত কোনও ব্যক্তি, বহুবিবাহ ব্যবহারের রক্ষা বিষয়ে, চেষ্টা করিতে পারেন; অথবা, অন্য কেহ বহুবিবাহপ্রথা নিবারণের উদ্যোগ করিলে, দুঃখিত হইতে পারেন; কিংবা, তাহা নিবারিত হইলে, লোকের ধর্ম্মলোপ বা দেশের সর্ব্বনাশ হইল, মনে ভাবিতে পারেন; এত দিন, আমার সেরূপ বোধ ছিল না। বলিতে কি, স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের অধ্যবসায় দর্শনে, আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া, তাঁহারা সাতিশয় দুঃখিত ও বিলক্ষণ কুপিত হইয়াছেন; এবং, ধর্ম্মরক্ষিণী সভার অধ্যক্ষেরা এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া, তাঁহাদের প্রতি স্বেচ্ছাচারী, শাস্ত্রানভিজ্ঞ, কুটিলমতি, অপরিণামদর্শী প্রভৃতি কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। আমার বোধে, এ ভাবে এ বিচারপত্র প্রচারিত করা, স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের পক্ষে, সুবোধের কার্য্য হয় নাই।

অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা, কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে, সহায়তায়, ও উত্তেজনায়, বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচারপত্র প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু, সহসা এ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। তর্কবাচস্পতি মহাশয় এত অনভিজ্ঞ নহেন যে, এরূপ অসমীচীন আচরণে দূষিত হইবেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, যখন, বহুবিবাহ প্রথার নিবারণ প্রার্থনায়, রাজদ্বারে আবেদন করা হয়; সে সময়ে, তিনি এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগী ছিলেন; এবং, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। এক্ষণে, তিনিই আবার, বহু বিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়া, এই লজ্জাকর, ঘৃণাকর, অনর্থকর, অধর্ম্মকর ব্যবহারকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইবেন, ইহা সম্ভব বোধ হয় না।

কাশীপুর
২৪এ শ্রাবণ। সংবৎ ১৯২৮। } শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

দ্বিতীয় ক্রোড়পত্র।

আমার দৃঢ় সংস্কার এই, এ দেশে যে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্তব্যবহারমূলক, শাস্ত্রানুমত ব্যবহার নহে। তদনুসারে, বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক বিচারপুস্তকে, তাদৃশ বিবাহকাণ্ড শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু, কলিকাতাস্থ সংস্কৃতকালেজে, ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক, শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের, ও কাব্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে, তাদৃশ বহুবিবাহব্যবহার শাস্ত্রানুমত কার্য্য। ইঁহারা এ বিষয়ে স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রচারিত করিয়াছেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় ও বিদ্যাভূষণ মহাশয়, উভয়েই, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ঈদৃশ পণ্ডিতদ্বয়ের বিপরীত ব্যবস্থা দর্শনে, লোকের অন্তঃকরণে, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু-বিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ব্যবহার বলিয়া, প্রতীতি জন্মিতে পারে; এজন্য, এ বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বহুবিবাহ-বিষয়ক অভিপ্রায় উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে—

"সম্প্রতি কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহোদয় বহুবিবাহবিষয়ক যে একখানি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপসংহারে লিখিত আছে "অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে, সহায়তায়, ও উত্তেজনায়, বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচারপত্র প্রচারিত করিয়া-

ছেন। কিন্তু, সহসা, এ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না।” বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্যের সহিত আমার যে প্রকার চিরপ্রণয়, আত্মীয়তা ও সম্বন্ধ আছে তাহাতে পরমুখে শ্রবণ মাত্রেই উহা প্রচার না করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। এককালে শোনা কথা প্রচার করা বিদ্যাসাগরসদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত ও কর্ত্তব্য হয় না। তিনি কি জানেন না যে তাঁহার কথার মূল্য কত? যাহা হউক বিদ্যাসাগরের হঠকারিতাদর্শনে আমি বিস্মিত ও আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। ফলতঃ বিদ্যাসাগর মিথ্যাবাদী লোক দ্বারা বঞ্চিত ও মোহিত হইয়াছেন। আমি উক্ত বিষয়ে পরামর্শ, সহায়তা ও উত্তেজনা কিছুই করি নাই। তবে প্রায় একমাস গত হইল, সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা পরিত্যাগ করিবার কয়েকটী কারণ মধ্যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ইহার প্রামাণ্যার্থে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলাম, যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বিষয়, তাহার রহিতকরণ বিষয়ে ধর্ম্মসভার হস্তক্ষেপ করা অন্যায়, তাহাতেই যদি বিদ্যাসাগরের নিকটে কেহ সহায়তা করা কহিয়া থাকে বলিতে পারি না। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত ইহা আমার চিরসিদ্ধান্ত আছে এবং বরাবর কহিয়া আসিতেছি এবং এক্ষণেও কহিতেছি যে, বহু বিবাহ সর্ব্বদেশপ্রচলিত, সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ও চিরপ্রচলিত, তদ্বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতের সহিত আমার মতের ঐক্য না হওয়ায় দুঃখিত হইলাম। তিনি বহু বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে যেরূপ শাস্ত্রের অভিনব অর্থ ও যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন, অবশ্য বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ অর্থ ও যুক্তি শাস্ত্রানুমোদিত বা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইলেও ভঙ্গকুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে প্রণালীতে উহা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল এবং কতক পরিমাণে এপর্য্যন্ত প্রচলিত আছে তাহা অত্যন্ত ঘৃণাকর লজ্জাকর ও নৃশংস, ইহা বিলক্ষণ আমার অন্তরে জাগরূক আছে এবং উহার নিবারণ হয় ইহাতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং আছে। অধিক

কি এই জন্য ৫। ৬ বৎসর গত হইল "তৎকালে উপায়ান্তর নাই বিবেচনা করিয়া সামাজিক বিষয় হইলেও" নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয়ের নিবারণার্থে আইন প্রস্তুত করিবার জন্য রাজদ্বারে আবেদনপত্রেও স্বাক্ষর করিয়া তদ্বিষয় সম্পাদনার্থ বিশেষ উদ্যোগী ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, বিদ্যাচর্চ্চার প্রভাবে বা যে কারণে হউক ঐ কুৎসিত বহুবিবাহপ্রণালী অনেক পরিমাণে ন্যূন হইয়াছে। আমার বোধ হয় অল্পকাল মধ্যে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবে অতএব তজ্জন্য আর আইনের আবশ্যকতা নাই। সকল সময়ে, সকল আইন আবশ্যক হয় না। এই নিমিত্তই ব্যবস্থাপক সমাজ হইতে বর্ষে বর্ষে আইন পরিবর্ত্তিত হয়।

শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতি। (১)"

এস্থলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, বহু বিবাহ শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার বলিয়া, তাঁহার চিরসিদ্ধান্ত আছে, এই মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; সেই সিদ্ধান্তকে প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করেন নাই। গত ১৬ই শ্রাবণ, তিনি ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। উল্লিখিত পত্রের তৎসংক্রান্ত অংশ এই,—

"একামূঢ়া তু কামার্থমন্যাং বোঢুং য ইচ্ছতি।
সমর্থস্তোষয়িত্বার্থৈঃ পূর্ব্বোঢ়ামপরাং বহেৎ ॥

এই মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্য দ্বারা নির্ণীত আছে যে, যে ব্যক্তি এক স্ত্রী বিবাহ করিয়া কামার্থে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে ঐ ব্যক্তি সমর্থ হইলে অর্থ দ্বারা পূর্ব্বপরিণীতাকে তুষ্টা করিয়া অপরা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে। এইমত শাস্ত্র থাকায় এবং দক্ষপ্রজাপতির কন্যাগণ ধর্ম্ম প্রভৃতি মহাত্মাগণ এককালে বিবাহ করা, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি

(১) সোমপ্রকাশ, ১৩ ভাদ্র ১২৭৮।

মুনিগণ এবং দশরথ যুধিষ্ঠিরাদি রাজগণ এমত আচার করিয়াছিলেন তাহা বেদ ও পুরাণে সুপ্রসিদ্ধ আছে ঐ মত অবিগীত শিষ্টাচার-পরম্পরানুমোদিত বহু বিবাহ শাস্ত্রসম্মত তাহা অবধৃত হইয়াছে এবং এতদ্দেশীয় কুলীন বা অন্য মহাত্মাগণ এবং অন্যান্য বহুদেশীয় হিন্দুসমাজগণে এই আচার প্রচলিত আছে তাহা নিবারণার্থে একটী ব্যবস্থা করা হইয়াছে।”

তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্যে যে বিবাহের বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কাম্য বিবাহ। মনু, কাম্য বিবাহ স্থলে, অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন; ঐ বিধি দ্বারা, তথাবিধ স্থলে, সবর্ণাবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং, মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ব্যক্তি, যথাবিধি সবর্ণাবিবাহ করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে, পুনরায়, বিবাহ করিতে উদ্যত হয়, সে অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারে; নতুবা, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তি, রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পূর্ব্বপরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায়, সজাতীয়া বিবাহ করিবেক; ইহা, কোনও মতে, প্রতিপন্ন হইতে পারে না। মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্যে, সামান্য আকারে, কাম্য বিবাহের বিধি আছে; তাদৃশ বিবাহাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সবর্ণা বা অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, তাহার কোনও উল্লেখ নাই। মনু কাম্য বিবাহের বিধি দিয়াছেন; এবং, তাদৃশ বিবাহাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এমন স্থলে, মনুবাক্যের সহিত একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া, মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্যকে অসবর্ণাবিবাহবিষয়ক বলিয়া, ব্যবস্থা করাই প্রকৃত শাস্ত্রার্থ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় বা

আপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং, মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্য দ্বারা, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিমত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুসবর্ণা-বিবাহ ব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা, কোনও মতে, প্রতিপন্ন হইতেছে না।

যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু বিবাহের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে, শাস্ত্ররূপ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, অবিগীত শিষ্টাচার রূপ প্রমাণ দ্বারা, তাহার পোষকতা করিবার জন্য, তর্কবাচস্পতি মহাশয় দেবগণ, ঋষিগণ, ও পূর্ব্বকালীন রাজগণের আচারের উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব, কিরূপ আচার প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া উচিত, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

মনু কহিয়াছেন,

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ। ১। ১০৯।

বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত আচারই পরম ধর্ম্ম।

শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় এই, যে আচার বেদ ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী, তাহাই পরম ধর্ম্ম ; লোকে তাদৃশ আচারেরই অনুষ্ঠান করিবেক ; তদ্ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ বা স্মৃতি-বিরুদ্ধ আচার আদরণীয় ও অনুসরণীয় নহে। ঈদৃশ আচারের অনুসরণ করিলে, প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অবৈধ আচরণে দূষিত হইয়া থাকেন। এ কালে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্ব কালেও সেইরূপ ছিল ; অর্থাৎ, পূর্ব্ব কালেও অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অবৈধ আচরণে দূষিত হইতেন। তবে, পূর্ব্বকালীন লোকেরা তেজীয়ান্ ছিলেন ; এজন্য, অবৈধ আচরণ নিমিত্ত, প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন না।

তাঁহারা অধিকতর শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; সুতরাং, তাঁহাদের আচার সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ; তাহার অনুসরণে দোষস্পর্শ হইতে পারে না; এরূপ ভাবিয়া, অর্থাৎ, পূর্ব্বকালীন লোকের আচার মাত্রই সদাচার, এই বিবেচনা করিয়া, তদনুসারে চলা উচিত নয়। তাঁহাদের যে আচার শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহা অনুসরণীয় নহে; তাহার অনুসরণ করিলে, সাধারণ লোকের অধঃপাত অবধারিত।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন,

> দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ পূর্ব্বেষাম্। ৮।
> তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। ৯।
> তদন্বীক্ষ্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরঃ। ১০। (১)

পূর্ব্বকালীন লোকদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা তেজীয়ান্, তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই। সাধারণ লোকে, তদীয় আচরণ দর্শনে, তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, এককালে উৎসন্ন হয়।

অতএব ইহা অবধারিত হইতেছে, বেদ ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী আচারই সাধারণ লোকের অনুসরণীয়, বেদ ও স্মৃতির বিরুদ্ধ আচার অনুসরণীয় নহে। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক বিচারপুস্তকে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহ করা স্মৃতিবিরুদ্ধ আচার। অতএব, যদিও ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবগণ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজগণ, যদৃচ্ছা ক্রমে, একাধিক বিবাহ করিয়া থাকেন; সাধারণ লোকের সে

---

(১) আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্র, দ্বিতীয় প্রশ্ন, ষষ্ঠ পটল।

বিষয়ে তদীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলা কদাচ উচিত নহে। এমন স্থলে, দেবগণ, ঋষিগণ, ও পূর্ব্বকালীন রাজগণের যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহার, সাধারণ লোকের পক্ষে, আদর্শ স্বরূপে প্রবর্ত্তিত করা বহুজ্ঞ পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নয়। বেদব্যাখ্যাতা মাধবাচার্য্য, শিষ্টাচারের প্রামাণ্য বিষয়ে, যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

যো মাতুলবিবাহাদৌ শিষ্টাচারঃ স মা ন বা।
ইতরাচারবন্মাত্বমমাত্বং স্মার্ত্তবাধনাৎ ॥ ১৭ ॥
স্মৃতিমূলো হি সর্ব্বত্র শিষ্টাচারস্ততোঽত্র চ।
অনুমেয়া স্মৃতিঃ স্মৃত্যা বাধ্যা প্রত্যক্ষয়া তু সা ॥ ১৮ ॥ (২)

মাতুলকন্যাবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে যে শিষ্টাচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রামাণ্য আছে কি না। অন্যান্য শিষ্টাচারের ন্যায়, ঐ সকল শিষ্টাচারের প্রামাণ্য থাকা সম্ভব; কিন্তু, স্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া, উহাদের প্রামাণ্য নাই। শিষ্টাচার মাত্রই স্মৃতিমূলক; এজন্য, এস্থলে, শিষ্টাচার দ্বারা, স্মৃতির অনুমান করিতে হইবেক; কিন্তু, অনুমানসিদ্ধ স্মৃতি, প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতি দ্বারা, বাধিত হইয়া থাকে।

ভদ্রসমাজে যে ব্যবহার প্রচলিত থাকে, উহাকে শিষ্টাচার বলে। শাস্ত্রকারেরা সেই শিষ্টাচারকে, বেদ ও স্মৃতির ন্যায়, ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত করিয়াছেন। সমুদয় শিষ্টাচার স্মৃতিমূলক; অর্থাৎ, শিষ্টাচার দেখিলেই বোধ করিতে হইবেক, উহা স্মৃতির বিধি অনুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শিষ্টাচার দ্বিবিধ, প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিমূলক, ও অনুমানসিদ্ধস্মৃতি-

(২) জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর, প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় পাদ, পঞ্চম অধিকরণ।

মূলক। যেখানে, দেশবিশেষে, কোনও শিষ্টাচার প্রচলিত আছে, এবং স্মৃতিশাস্ত্রে তাহার মূলীভূত স্মৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়; সেখানে, ঐ শিষ্টাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিমূলক। আর, যেখানে কোনও শিষ্টাচার প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহার মূলীভূত স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না; তথায়, ঐ শিষ্টাচার দর্শনে, এই অনুমান করিতে হয়, ঐ শিষ্টাচারের মূলীভূত স্মৃতি ছিল, কাল ক্রমে তাহা লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে; এইরূপ শিষ্টাচার অনুমানসিদ্ধস্মৃতিমূলক। প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতি অনুমানসিদ্ধ স্মৃতির বাধক; অর্থাৎ, যেখানে দেশবিশেষে কোনও শিষ্টাচার দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে ঐ শিষ্টাচারমূলক ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে; তথায়, প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতির বিরুদ্ধ বলিয়া, ঐ শিষ্টাচারের প্রামাণ্য নাই। দক্ষিণ দেশের কোনও কোনও স্থলে, ভদ্রসমাজে মাতুলকন্যাপরিণয়ের ব্যবহার আছে; সুতরাং, মাতুলকন্যাপরিণয় সেই সেই স্থলের শিষ্টাচার। কিন্তু, স্মৃতিশাস্ত্রে মাতুলকন্যাপরিণয় সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে; এজন্য, ঐ শিষ্টাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতির বিরুদ্ধ। প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতির বিরুদ্ধ শিষ্টাচার, অনুমানসিদ্ধ স্মৃতি দ্বারা, প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন, ও পরিগৃহীত হইতে পারে না। অতএব, মাতুলকন্যাপরিণয়রূপ শিষ্টাচারের প্রামাণ্য নাই। সেইরূপ, এতদ্দেশীয় যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহার শিষ্টাচার বটে; কিন্তু, উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতির বিরুদ্ধ; সুতরাং, উহা অবিগীতশিষ্টাচারশব্দবাচ্য, অথবা ধর্ম্ম বিষয়ে প্রামাণ বলিয়া প্রবর্ত্তিত ও পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে। দেবগণের ও পূর্ব্বকালীন রাজগণের আচার মাত্রই অবিগীত শিষ্টাচার বলিয়া পরিগণিত ও ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইলে, কন্যাগমন, গুরুপত্নী-

হরণ, মাতুলকন্যাপরিণয়, পাঁচ জনের একস্ত্রীবিবাহ প্রভৃতি ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারিবেক।

অতএব, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত স্মৃতিবাক্য ও উল্লিখিত শিষ্টাচার দ্বারা, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহার শাস্ত্রসম্মত বলিয়া, কোনও মতে, প্রতিপন্ন হইতেছে না। যদি ইহা অপেক্ষা বলবত্তর প্রমাণান্তর না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার চিরসিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইতেছে না। ফলকথা এই, "বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত ইহা আমার চিরসিদ্ধান্ত আছে," এই মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ক্ষান্ত হওয়া ভাল হয় নাই; প্রবল প্রমাণ পরম্পরা দ্বারা, স্বীয় সিদ্ধান্তের সমর্থন করা সর্ব্বতোভাবে উচিত ছিল।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় কহিয়াছেন,

"বরাবর কহিয়া আসিতেছি এবং এক্ষণেও কহিতেছি যে বহুবিবাহ সর্ব্বদেশপ্রচলিত, সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ও চিরপ্রচলিত।"

এ বিষয়ে বক্তব্য এই, তিনি বরাবর কহিয়া আসিতেছেন এবং এক্ষণেও কহিতেছেন; এতদ্ভিন্ন, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত, এ বিষয়ের আর কোনও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বহুবিবাহ যে সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত নহে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্বয়ং সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। যদি যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত হইত, তাহা হইলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, নিঃসংশয়, সর্ব্ব শাস্ত্র হইতেই, ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেন; অনেক কষ্টে, অনেক অনুসন্ধানের পর, অপ্রচলিত সামান্য সংগ্রহগ্রন্থ হইতে, এক মাত্র বচন উদ্ধৃত করিয়া, নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট হইতেন না। ফলকথা এই, মনু, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ, গোতম, যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব, পরাশর, বেদব্যাস

প্রভৃতির প্রণীত ধর্ম্মসংহিতাগ্রন্থে স্বমতের প্রতিপোষক প্রমাণ দেখিতে না পাইয়া, তাঁহাকে অগত্যা মদনপারিজাতের শরণাগত হইতে হইয়াছে।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় লিখিয়াছেন,

"তিনি (বিদ্যাসাগর) বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে যেরূপ শাস্ত্রের অভিনব অর্থ ও যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন, অবশ্য বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ অর্থ ও যুক্তি শাস্ত্রানুমোদিত বা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।"

এ স্থলে বক্তব্য এই, বহুবিবাহবিষয়ক বিচারপুস্তকে, বিবাহ সংক্রান্ত ছয়টি মাত্র মনুবচন উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে, কোন বচনের অর্থ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিনব বোধ হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। যে সকল শব্দে ঐ সকল বচন রচিত হইয়াছে, সে সকল শব্দ দ্বারা অন্যবিধ অর্থ প্রতিপন্ন হইতে পারে, সম্ভব বোধ হয় না। তর্কবাচস্পতি মহাশয় কহিতেছেন, আমার লিখিত অর্থ ও যুক্তি শাস্ত্রানুমোদিত বা সঙ্গত নহে। কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই, তাঁহার মতে, কিরূপ অর্থ ও কিরূপ যুক্তি সঙ্গত ও শাস্ত্রানুমোদিত, তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। এরূপ শিষ্টাচার আছে, যাঁহারা অন্যকৃত অর্থ ও যুক্তির উপর দোষারোপ করেন, তাঁহারা স্বাভিমত প্রকৃত অর্থ ও প্রকৃত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যখন, আমার লিখিত অর্থ ও যুক্তির উপর দোষারোপ করিতেছেন, তখন, শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া, স্বাভিমত প্রকৃত অর্থ ও প্রকৃত যুক্তির পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলে, উভয় পক্ষের অর্থ ও যুক্তি দেখিয়া, কোন পক্ষের অর্থ ও যুক্তি সঙ্গত ও শাস্ত্রানুমত, লোকে তাহা বিবেচনা করিতে

পারিতেন। নতুবা, কেবল তাঁহার মুখের কথায়, সকলে আমার লিখিত অর্থ ও যুক্তি অগ্রাহ্য করিবেন, এরূপ বোধ হয় না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় সোমপ্রকাশে প্রচার করিয়াছেন,

"বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইলেও ভঙ্গকুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে প্রণালীতে উহা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল, এবং কতক পরিমাণে এ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত ঘৃণাকর, লজ্জাকর ও নৃশংস, ইহা বিলক্ষণ আমার অন্তরে জাগরূক আছে এবং উহার নিবারণ হয় ইহাতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং আছে।"

ধর্ম্মরক্ষিণীসভায় লিখিয়াছেন,

"এতদ্দেশীয় কুলীন বা অন্য মহাত্মাগণ এবং অন্যান্যদেশীয় হিন্দুসমাজগণে এই আচার প্রচলিত আছে।"

এক স্থলে, 'কুলীনদিগের বহুবিবাহব্যবহার অত্যন্ত ঘৃণাকর, লজ্জাকর, ও নৃশংস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অপর স্থলে, কুলীনেরা মহাত্মা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন; তাঁহাদের বহুবিবাহব্যবহার শিষ্টাচাররূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্ম্মরক্ষিণী সভায়, যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, বহুবিবাহকারী কুলীনমাত্রেই মহাত্মা ও পূজনীয়, এই বোধ হয়; ভঙ্গকুলীনদিগের উপর তাঁহার ঘৃণা ও দ্বেষ আছে, কোনও ক্রমে, সেরূপ প্রতীতি জন্মে না। যথা—

"৫, ৬ বৎসর গত হইল তৎকালে উপায়ান্তর নাই বিবেচনা করিয়া সামাজিক বিষয় হইলেও নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয়ের নিবারণার্থে আইন প্রস্তুত করিবার জন্য রাজদ্বারে আবেদনপত্রেও স্বাক্ষর করিয়া তদ্বিষয় সম্পাদনার্থ বিশেষ উদ্‌যোগী ছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি বিদ্যাচর্চ্চার প্রভাবে বা যে কারণে হউক ঐ কুৎসিত বহুবিবাহপ্রণালী অনেক পরিমাণে ন্যূন হইয়াছে।

আমার বোধ হয় অল্পকাল মধ্যে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবেক অতএব তজ্জন্য আর আইনের আবশ্যকতা নাই।”

“প্রায় একমাস গত হইল সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা পরিত্যাগ করিবার কয়েকটি কারণমধ্যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বিষয় ইহার প্রামাণ্যার্থে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলাম যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বিষয়, তাহার রহিতকরণবিষয়ে ধর্ম্মসভার হস্তক্ষেপ করা অন্যায়।”

এস্থলে বক্তব্য এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে কারণে, যে অভিপ্রায়ে, যে বিষয়ে উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন, সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভাও নিঃসংশয়, সেই কারণে, সেই অভিপ্রায়ে, সেই বিষয়ে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। তবে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রতিভাবলে বুঝিতে পারিয়াছেন, কুলীনদিগের বিবাহ সংক্রান্ত অত্যাচার, অল্প কাল মধ্যে, একবারে অন্তর্হিত হইবেক; অতএব, আইনের আর আবশ্যকতা নাই; ধর্ম্মরক্ষিণী সভার অনভিজ্ঞ অধ্যক্ষদিগের অদ্যাপি সে বোধ জন্মে নাই। আর, ইহাও বিবেচনা করা উচিত, যৎকালে তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে, বহুবিবাহব্যবহারের নিবারণ প্রার্থনায়, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সে সময়ে উহা নৃশংস, ঘৃণাকর, লজ্জাকর ব্যাপার ছিল; এক্ষণে, সময়গুণে, উহা “সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত” “অবিগীতশিষ্টাচারপরম্পরানুমোদিত” ব্যবহার হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং, তর্কবাচস্পতি মহাশয় নৃশংস, ঘৃণাকর, লজ্জাকর বিষয়ের নিবারণে উদ্যোগী হইয়াছিলেন; সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত, অবিগীতশিষ্টাচারপরম্পরানুমোদিত ব্যবহারের উচ্ছেদে উদ্যত হইয়াছেন। ঈদৃশ অন্যায্য অনুষ্ঠান দর্শনে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে, অবশ্য বিরাগ

জন্মিতে পারে। সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভার ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক ছিল, বিদ্যাচর্চ্চার প্রভাবে, অথবা তর্কবাচস্পতি মহাশয়-কৃত উদ্যোগের ও নামস্বাক্ষরের প্রভাবে, যখন, পাঁচ বৎসরে, বহুবিবাহ সংক্রান্ত অত্যাচারের, অনেক পরিমাণে, নিবৃত্তি হইয়াছে; তখন, অল্প পরিমাণে যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, আর আড়াই বৎসরে, নিতান্ত না হয়, আর পাঁচ বৎসরে তাহার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবেক, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। এমন স্থলে, এই আড়াই বৎসর অথবা পাঁচ বৎসর কাল অপেক্ষা করা ধর্ম্মরক্ষিণী সভার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ছিল; তাহা হইলে, অকারণে, তাঁহাদিগকে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কোপে পতিত হইতে হইত না।

এক্ষণে, শ্রীযুত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বহুবিবাহ-বিষয়ক অভিপ্রায় উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে,—

"বহুবিবাহ যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ। শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রূপ থাকিত না। যুক্তিও এই কথা কহিয়া দিতেছে। এ দেশের পুরুষেরা চিরকাল স্বৈরব্যবহারী হইয়া আসিয়াছেন। আপনাদিগের সুখস্বচ্ছন্দ ও সুবিধার অন্বেষণেই চিরকাল ব্যস্ত ছিলেন, স্ত্রীজাতির সুখদুঃখাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। এতাদৃশ স্বার্থপর পুরুষেরা স্বহস্তে শাস্ত্রকর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া যে আপনাদিগের একটি প্রধান ভোগপথ রুদ্ধ করিয়া যাইবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, কাব্যাদি ইহার প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিতেছে। যথা—

যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি, তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দেত। যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি, তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত। বেদ।

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিতি দোষাল্পত্বখ্যাপনার্থং নতু দোষাভাব এব। তদাহতুঃ শঙ্খলিখিতৌ। ভার্য্যাঃ কার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ শ্রেয়স্যঃ সর্ব্বেষাং স্যুরিতি পূর্ব্বঃ কল্পঃ, ততোঽনুকল্পঃ চতস্রো ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্বেণ, তিস্রো রাজন্যস্য, দ্বে বৈশ্যস্য, একা শূদ্রস্য। জাত্যবচ্ছেদেন চতুরাদিসংখ্যা সম্বধ্যতে। ইতি দায়ভাগঃ।

জাত্যবচ্ছেদেনেতি তেন ব্রাহ্মণাদেঃ পঞ্চ ষড় বা সজাতীয়া ন বিরুদ্ধা ইত্যাশয়ঃ। অচ্যুতানন্দকৃততট্টীকা।

রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে। অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি। ভাগবত।

বেত্রবতি! বহুধনত্বাৎ বহুপত্নীকেন তত্রভবতা (ধনমিত্রেণ বণিজা) ভবিতব্যং। বিচার্য্যতাং যদি কাচিদাপন্নসত্ত্বা স্যাৎ তস্য ভার্য্যাসু। শকুন্তলা।

শাশুড়ী রাগিণী, ননদী বাঘিনী, সতিনী নাগিনী বিষের ভরা। ভারতচন্দ্র।" (১)

অদ্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় কহিতেছেন, "বহুবিবাহ যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রূপ থাকিত না"। তদীয় ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী হইয়া, কল্য, অন্য এক মহাশয় কহিবেন, কন্যাবিক্রয় যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে, উহা কখনও এরূপ প্রচরদ্রূপ থাকিত না। তৎপর দিন, দ্বিতীয় এক মহাশয় কহিবেন, ভ্রূণহত্যা যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে, উহা কখনও এরূপ প্রচরদ্রূপ থাকিত না।

(১) সোমপ্রকাশ, ১৩ই ভাদ্র, ১২৭৮।

তৎপর দিন, তৃতীয় এক মহাশয় কহিবেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে, উহা কখনও এরূপ প্রচররূপ থাকিত না। তৎপর দিন, চতুর্থ এক মহাশয় কহিবেন, কপটলেখ্য প্রস্তুত করা যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে, উহা কখনও এরূপ প্রচররূপ থাকিত না। তৎপর দিন, পঞ্চম এক মহাশয় কহিবেন, বিষয়কর্ম্মস্থলে উৎকোচগ্রহণ বা অন্যায্য উপায়ে অর্থোপার্জন যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে, উহা কখনও এরূপ প্রচররূপ থাকিত না। এইরূপে, যে সকল দুষ্ক্রিয়া বিলক্ষণ প্রচলিত আছে, তৎসমুদয় শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবহার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া উঠিবেক। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই ব্যবস্থা, অনেকের নিকট, নিরতিশয় আদরভাজন হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মত, উদ্ধত ও অবিমৃশ্যকারী নহেন। তিনি, তাঁহার ন্যায়, স্বীয় সিদ্ধান্তকে নিরবলম্বন রাখেন নাই; অদ্ভুত যুক্তি দ্বারা উহার বিলক্ষণ সমর্থন করিয়াছেন। সেই অদ্ভুত যুক্তি এই,—

"এ দেশের পুরুষেরা চিরকাল স্বৈরব্যবহারী হইয়া আসিয়াছেন আপনাদিগের সুখস্বচ্ছন্দ ও সুবিধার অন্বেষণেই চিরকাল ব্যস্ত ছিলেন, স্ত্রীজাতির সুখদুঃখাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। এতাদৃশ স্বার্থপর পুরুষেরা স্বহস্তে শাস্ত্রকর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া যে আপনাদিগের একটি প্রধান ভোগপথ রুদ্ধ করিয়া যাইবেন, ইহা কোনও ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।"

বিদ্যাভূষণ মহাশয়, স্বপক্ষ সমর্থনে সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া, উচিত অনুচিত বিবেচনায় এককালে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন করা তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে; এবং তদর্থে এই অদ্ভুত যুক্তি উদ্ভাবিত করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা স্বার্থপর, যথেচ্ছচারী, ও ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ ছিলেন; স্ত্রীজাতির সুখদুঃখাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। বিবাহ বিষয়ে যথেচ্ছচার অব্যাহত না থাকিলে, ইন্দ্রিয়সুখাসক্তি চরিতার্থ হইতে পারে না; সুতরাং, তাঁহারা, বিবাহ বিষয়ে যথেচ্ছচার নিষিদ্ধ করিয়া, পুরুষজাতির প্রধান ভোগসুখের পথ রুদ্ধ করিয়া যাইবেন, ইহা সম্ভব নয়; অতএব, বিবাহবিষয়ক যথেচ্ছচার শাস্ত্রকারদিগের অনভিমত কার্য্য, ইহা কোনও মতে সম্ভাবিত নহে।

পণ্ডিতের মুখে কেহ কখনও এরূপ বিচিত্র মীমাংসা শ্রবণ করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। বিদ্যাভূষণ মহাশয়, সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত হইয়া, নিতান্ত নিরীহ, নিতান্ত নিরপরাধ শাস্ত্রকারদিগের বিষয়ে, যেরূপ নৃশংস অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব।

শাস্ত্রে, স্ত্রীলোকদিগের প্রতি, যেরূপ ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে;—

মনু কহিয়াছেন,

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দ্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহু কল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥ ৩। ৫৫ ॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩। ৫৬ ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা ॥ ৩। ৫৭ ॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ ॥ ৩। ৫৮ ॥

আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতা, ভ্রাতা, পতি, ও দেবর স্ত্রীলোকদিগকে সমাদরে রাখিবেক ও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিবেক ॥ ৫৫ ॥ যে পরিবারে স্ত্রীলোকদিগকে সমাদরে রাখে, দেবতারা সেই পরিবারের প্রতি প্রসন্ন থাকেন। আর, যে পরিবারে স্ত্রীলোকদিগের সমাদর নাই, তথায় যজ্ঞ দান আদি সকল ক্রিয়া বিফল হয় ॥ ৫৬ ॥ যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোদুঃখ পায়, সে পরিবার ত্বরায় উৎসন্ন হয়; আর, যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোদুঃখ না পায়, সে পরিবারের সতত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় ॥ ৫৭ ॥ স্ত্রীলোক, অনাদৃত হইয়া, যে সমস্ত পরিবারকে অভিশাপ দেয়, সেই সকল পরিবার, অভিচারগ্রস্তের ন্যায়, সর্ব্ব প্রকারে উৎসন্ন হয় ॥ ৫৮ ॥

পরাশর কহিয়াছেন,

ভোজ্যালঙ্কারবাসোভিঃ পূজ্যাঃ স্যুঃ সর্ব্বদা স্ত্রিয়ঃ।
যথা কিঞ্চিন্ন শোচন্তি নিত্যং কার্য্যং তথা নৃভিঃ ॥ ৪১ ॥
আয়ুর্বিত্তং যশঃ পুত্রাঃ স্ত্রীপ্রীত্যা স্যুর্নৃণাং সদা।
নশ্যন্তি তে তদপ্রীতৌ তাসাং শাপাদসংশয়ম্ ॥ ৪। ৪২ ॥
স্ত্রিয়ো যত্র তু পূজ্যন্তে সর্ব্বদা ভূষণাদিভিঃ।
পিতৃদেবমনুষ্যাশ্চ মোদন্তে তত্র বেশ্মনি ॥ ৪। ৪৩ ॥
স্ত্রিয়স্তুষ্টাঃ শ্রিয়ঃ সাক্ষাদ্রুষ্টাশ্চেদ্দুষ্টদেবতাঃ।
বর্দ্ধয়ন্তি কুলং তুষ্টা নাশয়ন্ত্যবমানিতাঃ ॥ ৪। ৪৪ ॥

নাবমান্যাঃ স্ত্রিয়ঃ সদ্ভিঃ পতিশ্বশুরদেবরৈঃ।
পিত্রা মাত্রা চ ভ্রাত্রা চ তথা বন্ধুভিরেব চ ॥৪।৪৫॥(১)

আহার, অলঙ্কার, ও পরিচ্ছদ দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বদা সমাদর করিবেক। যাহাতে তাহারা কিঞ্চিন্মাত্র মনোদুঃখ না পায়, পুরুষদিগের সর্ব্বদা সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত॥ ৪১ ॥ স্ত্রীলোকেরা সন্তুষ্ট থাকিলে, পুরুষদিগের অবিচ্ছেদে আয়ু, ধন, যশ, পুত্র লাভ হয়; তাহারা অসন্তুষ্ট হইলে, তাহাদের শাপে, তৎসমুদয় নিঃসংশয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়॥ ৪২ ॥ যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা ভূষণাদি দ্বারা সর্ব্বদা সমাদৃত হয়, দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ সেই পরিবারের প্রতি প্রসন্ন থাকেন॥ ৪৩ ॥ স্ত্রীলোক তুষ্ট থাকিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, রুষ্ট হইলে দুষ্টদেবতা স্বরূপ; তুষ্ট থাকিলে, কুলের শ্রীবৃদ্ধি হয়; অবমানিত হইলে, কুলের ধ্বংস হয়॥ ৪৪ ॥ সচ্চরিত্র স্বামী, শ্বশুর, দেবর, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ও বন্ধুবর্গ কদাচ স্ত্রীলোকদিগের অবমাননা করিবেক না॥৪৫॥

যদি এই ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া, পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন, তাহাতে শাস্ত্রকারেরা অপরাধী হইতে পারেন না।

শাস্ত্রে, বিবাহ বিষয়ে, যে সমস্ত বিধি ও নিষেধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে সমুদয় প্রদর্শিত হইতেছে—

১। গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥৩।৪॥(২)

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞালাভান্তে, যথাবিধানে স্নান ও সমাবর্ত্তন(৩) করিয়া, সজাতীয়া সুলক্ষণা ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

(১) বৃহৎপরাশরসংহিতা।

(২) মনুসংহিতা।

(৩) ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে অনুষ্ঠীয়মান ক্রিয়াবিশেষ।

২। ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ ॥ ৫।১৬৮ ॥ (৪)

পূর্ব্বমৃতা স্ত্রীর যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া, পুনরায় দারপরিগ্রহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবেক।

৩। মদ্যপাসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা ॥ ৯।৮০॥ (৪)

যদি স্ত্রী সুরাপায়িণী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, অতিক্রূরস্বভাবা, ও অর্থনাশিনী হয়, তৎসত্ত্বে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক।

৪। বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী ॥ ৯। ৮১ ॥ (৪)

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্ত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্যামাত্র প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালাতিপাত ব্যতিরেকে, অধিবেদন করিবেক।

৫। ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত। ১২। (৫)

যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্ত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না।

৬। সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ ॥৩। ১২॥ (৬)

দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে সবর্ণাবিবাহই বিহিত। কিন্তু, যাহারা রতিকামনায় বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক।

(৪) মনুসংহিতা।

(৫) আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্র, দ্বিতীয় প্রশ্ন, পঞ্চম পটল।

(৬) মনুসংহিতা।

৭। একামুৎক্রম্য কামার্থমন্যাং লব্ধুং য ইচ্ছতি।
সমর্থস্তোষয়িত্বার্থৈঃ পূর্ব্বোঢ়ামপরাং বহেৎ॥ (৭)

যে ব্যক্তি স্ত্রীসত্ত্বে রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, সে সমর্থ হইলে, অর্থ দ্বারা পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিয়া, অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক।

দেখ, প্রথম বচন দ্বারা, গৃহস্থাশ্রম প্রবেশ কালে, প্রথম বিবাহের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে; দ্বিতীয় বচন দ্বারা, স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পুনরায় বিবাহের বিধি দর্শিত হইয়াছে; তৃতীয় ও চতুর্থ বচন দ্বারা, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, তাহার জীবদ্দশায়, বিবাহান্তর বিহিত হইয়াছে; পঞ্চম বচন দ্বারা, ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় সজাতীয়াবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে; ষষ্ঠ বচন দ্বারা, যে ব্যক্তি স্ত্রীসত্ত্বে রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে অসজাতীয়া বিবাহের বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; সপ্তম বচন দ্বারা, রতিকামনায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, পূর্ব্বপরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক, অসজাতীয়া বিবাহ করিবেক, এই ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। বিবাহ বিষয়ে এই সমস্ত বিধি ও নিষেধ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, লোকে, শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ লঙ্ঘন পূর্ব্বক, বিবাহ বিষয়ে যে যথেচ্ছচার করিতেছে, তদ্দর্শনে শাস্ত্রকারেরা, স্বার্থপরতা ও যথেচ্ছচারিতার অনুবর্ত্তী হইয়া, শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, অম্লান মুখে এ উল্লেখ করা ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা ও নিরতিশয় প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন মাত্র।

---

(৭) স্মৃতিচন্দ্রিকাধৃত দেবলবচন।

উল্লিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, বিদ্যাভূষণ মহাশয়, স্বীয় সিদ্ধান্তের অধিকতর সমর্থনার্থ, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সংস্কৃত কাব্য, ও বাঙ্গালা কাব্য হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত বেদবাক্যের অর্থ এই, যেমন যজ্ঞকালে এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে; যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না। এই বেদবাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আবশ্যক হইলে, এক ব্যক্তি, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। ইহা দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা, অথবা শাস্ত্রকারদিগের স্বার্থপরতা ও যথেচ্ছচারিতা, কত দূর সপ্রমাণ হইল, বলিতে পারি না। দায়ভাগধৃত শঙ্খ-লিখিতবচন, সর্ব্বাংশে, অসবর্ণাবিবাহপ্রতিপাদক মনুবচনের তুল্য; সুতরাং, যদৃচ্ছাস্থলে, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, সজাতীয়াপরিণয়নিষেধবোধক; অতএব, উহা দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা, অথবা শাস্ত্রকারদিগের স্বার্থপরতা ও যথেচ্ছচারিতা, সপ্রমাণ হওয়া সম্ভব নহে। দায়ভাগের টীকাকার অচ্যুতানন্দ কহিয়াছেন, "জাত্যবচ্ছেদেন" এই কথা বলাতে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পাঁচ কিংবা ছয় সজাতীয়া বিবাহ দূষ্য নয়, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে। শঙ্খলিখিতবচনে লিখিত আছে, অনুলোম ক্রমে ব্রাহ্মণের চারি, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই, শূদ্রের এক ভার্য্যা হইতে পারে। দায়ভাগকার লিখিয়াছেন, এই বচনে যে চারি, তিন, দুই, এক শব্দ আছে, তদ্দ্বারা চারি জাতি, তিন জাতি, দুই জাতি, এক জাতি, এই বোধ হইতেছে; অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ চারি জাতিতে, ক্ষত্রিয় তিন জাতিতে, বৈশ্য দুই

জাতিতে, শূদ্র এক জাতিতে, বিবাহ করিতে পারে। অচ্যুতানন্দ দায়ভাগের এই লিখনের ভাবব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন, পাঁচ কিংবা ছয় সজাতীয়া বিবাহ দূষ্য নয়। মনুর বিবাহবিষয়ক চতুর্থ বিধি দ্বারা, যদৃচ্ছাস্থলে, সজাতীয়াবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে; ইহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অচ্যুতানন্দ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভাবব্যাখ্যা করিতেন, এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, ঋষিবাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া, আধুনিক সংগ্রহকার বা টীকাকারের কপোলকল্পিত ব্যবস্থায় আস্থা প্রদর্শন করা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দুরবস্থা প্রদর্শন মাত্র। ভাগবতপুরাণ হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ এই, বসুদেবের ভার্য্যা রোহিণী নন্দালয়ে আছেন, তাঁহার অন্য ভার্য্যারা কংসভয়ে অলক্ষ্য প্রদেশে কালহরণ করিতেছেন। বসুদেবের বহুবিবাহ যদৃচ্ছানিবন্ধন হইতে পারে। বিবাহ বিষয়ে তিনি শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন; তজ্জন্য শাস্ত্রকারেরা অপরাধী হইতে পারেন না। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, শাস্ত্রকারদিগের মতে, পূর্ব্বকালীন লোকের ঈদৃশ যথেচ্ছ ব্যবহার অবৈধ ও সাধারণ লোকের অনুকরণীয় নহে। পাছে কেহ তদীয় তাদৃশ অবৈধ আচরণের অনুসরণ করে, এজন্য তাঁহারা সর্ব্বসাধারণ লোককে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং, ইহা দ্বারাও যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন, অথবা শাস্ত্রকারেরা স্বার্থপর ও যথেচ্ছচারী বলিয়া পরিগণিত, হইতে পারেন না। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, সত্যযুগে ধনমিত্র নামে এক ঐশ্বর্য্যশালী বণিক অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন; আর, বিদ্যাসুন্দরের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, ইদানীন্তন স্ত্রীলোকের সতিন থাকে

যদি এরূপ বিতণ্ডা উপস্থিত হইত, এ দেশে কেহ কখনও, কোনও কারণে, পূর্ব্ব পরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, বিবাহ করেন নাই, তাহা হইলে, শকুন্তলা ও বিদ্যাসুন্দরের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা, ফলোদয় হইতে পারিত। লোকে, শাস্ত্রীয় নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে। সেই অশাস্ত্রীয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দ্বারা, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, অথবা শাস্ত্রকারেরা, স্বার্থপরতা ও যথেচ্ছচারিতার অনুবর্ত্তী হইয়া, শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে না। এ দেশের লোকে, কোনও কালে, কোনও বিষয়ে, শাস্ত্রের ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া চলেন না; তাঁহাদের যাবতীয় ব্যবহার শাস্ত্রীয় বিধি ও শাস্ত্রীয় নিষেধ অনুসারে নিয়মিত; যদি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইত, তাহা হইলে, এ দেশের লোকের ব্যবহার দর্শনে, হয় ত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এরূপ সন্দেহ করিলে, নিতান্ত অন্যায় হইত না। কিন্তু, যখন যাদৃচ্ছিক বহুবিবাহব্যবহার শাস্ত্রকারদিগের মতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইতেছে, তখন তাদৃশ ব্যবহার দর্শনে, উহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এরূপ মীমাংসা করা কোনও মতে সঙ্গত হইতে পারে না। তবে, এ দেশের লোক, অনেক বিষয়ে, শাস্ত্রের নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া থাকেন; সুতরাং, বিবাহ বিষয়েও তাঁহারা তাহা করিতেছেন, এজন্য, তাহা বিশেষ দোষাবহ হইতে পারে না; এরূপ নির্দ্দেশ করিলে, বরং তাহা অপেক্ষাকৃত ন্যায়ানুগত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত।

উপসংহার

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই,

> সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
> কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ ॥৩।১২॥

দ্বিজাতির পক্ষে, অগ্রে সবর্ণাবিবাহই বিহিত। কিন্তু, যাহারা রতিকামনায় বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা, অনুলোম ক্রমে, বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক।

এই মনুবচনে যে বিধি পাওয়া যাইতেছে, তাহা পরিসংখ্যা বিধি। এই পরিসংখ্যা বিধি দ্বারা, পূর্ব্বপরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর জীবদ্দশায়, যদৃচ্ছা ক্রমে, পুনরায় সজাতীয়াবিবাহ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঐ বিধি পরিসংখ্যা বিধি নহে, যাবৎ ইহা প্রতিপন্ন না হইতেছে, তাবৎ বহুবিবাহ "সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত" অথবা "শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়," ইহা প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহার সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত, অথবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, ইহা প্রতিপন্ন করা যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহাদের ঐ বিবাহ-বিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন করা আবশ্যক। তাহা না করিয়া, যিনি যত ইচ্ছা বিতণ্ডা করুন, যিনি যত ইচ্ছা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, শকুন্তলা, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করুন, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত, অথবা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ নয়, ইহা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। বৃথা বিবাদে ও বাদানুবাদে, নিজের ও কৌতূহলাক্রান্ত পাঠক-গণের সময়নাশ ব্যতিরিক্ত আর কোনও ফল নাই।

কাশীপুর।
১লা আশ্বিন। সংবৎ ১৯২৮। } **শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা**

বহুবিবাহ

দ্বিতীয় পুস্তক

বহুবিবাহ

দ্বিতীয় পুস্তক

যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড যে শাস্ত্রবহির্ভূত ও সাধুবিগর্হিত ব্যবহার, ইহা, বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক বিচারপুস্তকে, আলোচিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে, কতিপয় ব্যক্তি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; এবং, তাদৃশ বিবাহব্যবহার সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রানুমোদিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন। আক্ষেপের বিষয় এই, প্রতিবাদী মহাশয়েরা তত্ত্বনির্ণয় পক্ষে তাদৃশ যত্নবান্ হয়েন নাই, জিগীষার বা পাণ্ডিত্য প্রদর্শন বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। কোনও বিষয় প্রস্তাবিত হইলে, যে কোনও প্রকারে প্রতিবাদ করা আবশ্যক, অনেকেই, আদ্যোপান্ত, এই বুদ্ধির অধীন হইয়া চলিয়াছেন। ঈদৃশ ব্যক্তিবর্গের তাদৃশ বিচার দ্বারা, কীদৃশফললাভ হওয়া সম্ভব, তাহা সকলেই অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন। আমার দৃঢ় সংস্কার এই, যে সকল মহাশয়েরা, প্রকৃত প্রস্তাবে, ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবসায় বা অনুশীলন করিয়াছেন, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার, ইহা কদাচ তাঁহাদের মুখ বা লেখনী হইতে বহির্গত হইতে পারে না।

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের সংখ্যা অধিক নহে; সমুদয়ে পাঁচ ব্যক্তি প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পুস্তকপ্রচারের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। প্রথম, মুর্শিদাবাদনিবাসী শ্রীযুত গঙ্গাধর কবিরত্ন। কবিরত্ন মহাশয় ব্যাকরণে ও চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রবীণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবসায় তাঁহার জাতিধর্ম্ম নহে; এবং, তাঁহার পুস্তক পাঠ করিলে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই। সুতরাং, ধর্ম্মশাস্ত্র সংক্রান্ত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া, কবিরত্ন মহাশয়ের পক্ষে, এক প্রকার অনধিকারচর্চ্চা হইয়াছে; এরূপ নির্দ্দেশ করিলে, বোধ করি, নিতান্ত অসঙ্গত বলা হয় না। দ্বিতীয়, বরিসালনিবাসী শ্রীযুত রাজকুমার ন্যায়রত্ন। শুনিয়াছি, ন্যায়রত্ন মহাশয় ন্যায়শাস্ত্রে বিলক্ষণ নিপুণ; তদ্ভিন্ন, অন্য অন্য শাস্ত্রেও তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি আছে। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তিনি, এক মাত্র জীমূতবাহনপ্রণীত দায়ভাগ অবলম্বন করিয়া, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তৃতীয়, শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় অতিশয় ধীরস্বভাব, অন্যান্য প্রতিবাদী মহাশয়দিগের মত, উদ্ধত ও অহমিকাপূর্ণ নহেন। তাঁহার পুস্তকের কোনও স্থলে, ঔদ্ধত্য প্রদর্শন বা গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি, শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া, শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন। চতুর্থ, শ্রীযুত সত্যব্রত সামশ্রমী। সামশ্রমী মহাশয় অল্পবয়স্ক ব্যক্তি; অল্প কাল হইল, বারাণসী হইতে, এ দেশে আসিয়াছেন। নব্য ন্যায়শাস্ত্র ভিন্ন সমুদয় সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং সমুদয়ের অধ্যাপনা করিতে পারেন, এই বলিয়া, আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

কিন্তু, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, তদীয় পুস্তক পাঠে, কোনও ক্রমে, তদ্রূপ প্রতীতি জন্মে না। তাঁহার বয়সে যত দূর শোভা পায়, তদীয় ঔদ্ধত্য তদপেক্ষা অনেক অধিক। সর্ব্বশেষ শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে, ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন; কিন্তু, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা বলিয়া, সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছেন। তিনি যে কখনও রীতিমত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই, তদীয় পুস্তক তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সমুদয়ই অপসিদ্ধান্ত। অনেকেই বলিয়া থাকেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই; নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে, কিন্তু কোনও শাস্ত্রে প্রবেশ নাই; বিতণ্ডা করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদৃশী শক্তি নাই, বলিতে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, তদীয় বহুবিবাহবাদ পুস্তক এই কয়টি কথা, অনেক অংশে, সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

যাহা হউক, বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলন সংক্রান্ত তদীয় আচরণের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, চমৎকৃত হইতে হয়। ছয় বৎসর পূর্ব্বে, যখন, বহুবিবাহপ্রথার নিবারণ প্রার্থনায়, রাজদ্বারে আবেদনপত্র প্রদত্ত হয়; তৎকালে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় নিবারণপক্ষে বিলক্ষণ উৎসাহী ও অনুরাগী ছিলেন; এবং, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, সাতিশয় আগ্রহ সহকারে, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করেন। সেই আবেদনপত্রের স্থূল মর্ম্ম এই; "নয় বৎসর অতীত হইল, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহারের নিবারণ প্রার্থনায়, পূর্ব্বতন ব্যবস্থাপক সমাজে ৩২ খানি আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। এই অতি জঘন্য, অতি

নৃশংস ব্যবহার হইতে যে অশেষবিধ অনর্থসংঘটন হইতেছে, সে সমুদয় ঐ সকল আবেদনপত্রে সবিস্তর উল্লিখিত হইয়াছে; এজন্য, আমরা আর সে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি না। আমাদের মধ্যে অনেকে ঐ সকল আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, এবং, ঐ সকল আবেদনপত্রে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, সে সমুদয় আমরা সকলে অঙ্গীকার করিয়া লইতেছি"। নাম স্বাক্ষর করিবার সময়, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, আবেদনপত্রের অর্থ অবগত হইয়া, এই আপত্তি করিয়াছিলেন, পূর্ব্বতন আবেদনপত্রে কি কি কথা লিখিত আছে, তাহা অবগত না হইলে, আমি স্বাক্ষর করিতে পারিব না; পরে, ঐ আবেদনপত্রের অর্থ অবগত হইয়া, নাম স্বাক্ষর করেন। "এ দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে, পুরুষ একমাত্র বিবাহে অধিকারী; কিন্তু, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ঘটিলে, একাধিক বিবাহ করিতে পারেন; এই শাস্ত্রোক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা এক্ষণে বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে"। ঐ সকল আবেদনপত্রে এই সকল কথা লিখিত আছে; এবং, এই সকল কথা বিশিষ্ট রূপে অবগত হইয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করেন। এই সময়েই আমি, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক বিচারপুস্তকের প্রথম ভাগ রচনা করিয়া, তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম। শুনিয়া তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; এবং, শাস্ত্রের যথার্থ মীমাংসা হইয়াছে, এই বলিয়া, মুক্ত কণ্ঠে, সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে, সেই তর্কবাচস্পতি মহাশয় বহু বিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন; এবং, বহু বিবাহ ব্যবহারকে শাস্ত্রসম্মত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া, প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

তদীয় এতাদৃশ চরিতবৈচিত্র্যের মূল এই। আমার পুস্তক প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপালস্মৃতিরত্ন প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, এক ব্যবস্থাপত্র প্রচারিত করেন। ঐ সময়ে অনেকে কহিয়াছিলেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পরামর্শে ও সহায়তায়, ঐ ব্যবস্থাপত্র প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু, আমি তাঁহাকে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহারের বিষম বিদ্বেষী বলিয়া জানিতাম; এজন্য, তিনি বহু বিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, এ কথায় আমার বিশ্বাস জন্মে নাই; বরং, তাদৃশ নির্দ্দেশ দ্বারা, অকারণে, তাঁহার উপর উৎকট দোষারোপ হইতেছে, এই বিবেচনা করিয়াছিলাম। ঐ আরোপিত দোষের পরিহার বাসনায়, উল্লিখিত ব্যবস্থাপত্রের আলোচনা করিয়া, উপসংহার কালে লিখিয়াছিলাম,—

"অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে ও সহায়তায়, বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচারপত্র প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু, সহসা, এ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। তর্কবাচস্পতি মহাশয় এত অনভিজ্ঞ নহেন, যে এরূপ অসমীচীন আচরণে দূষিত হইবেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, যখন, বহু বিবাহের নিবারণ প্রার্থনায়, রাজদ্বারে আবেদন করা হয়, সে সময়ে, তিনি এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগী ছিলেন; এবং, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। এক্ষণে, তিনিই আবার, বহু বিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়া, এই লজ্জাকর, ঘৃণাকর, অনর্থকর,

অধর্ম্মকর ব্যবহারকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইবেন, ইহা সম্ভব বোধ হয় না”।

আমার আলোচনাপত্রের এই অংশ পাঠ করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় ক্রোধে অন্ধ হইয়াছেন, এই কথা শুনিতে পাইলাম; কিন্তু, তুষ্ট না হইয়া, রুষ্ট হইলেন কেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে, সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলাম, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড রহিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, কলিকাতাস্থ ধর্ম্মরক্ষিণী সভা উহার নিবারণ বিষয়ে সবিশেষ সচেষ্ট ও সে বিষয়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গের মতসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং, রাজশাসন ব্যতিরেকে, এই জঘন্য ব্যবহার রহিত হওয়া সম্ভাবিত নহে, ইহা স্থির করিয়া, রাজদ্বারে আবেদন করিবার অভিপ্রায় করেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় এ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রতিবাদী হইয়াছিলেন, এবং, ধর্ম্মরক্ষিণী সভা অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন, আর তাঁহাদের সংস্রবে থাকা বিধেয় নহে, এই বিবেচনা করিয়া, ক্রোধভরে সভার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার আলোচনাপত্র প্রচারিত হইলে, ধর্ম্মরক্ষিণী সভার অধ্যক্ষেরা জানিতে পারিলেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কিছু দিন পূর্ব্বে, বহু বিবাহের নিবারণ বিষয়ে সবিশেষ উৎসাহী ও উদ্‌যোগী ছিলেন, এবং, বহু বিবাহের নিবারণ প্রার্থনায়, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে, তিনি নিজে যাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে, তাঁহারা তাহাই করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু, এই অপরাধে, অধার্ম্মিকবোধে, তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করা আশ্চর্য্যের বিষয় জ্ঞান করিয়া, তাঁহারা উপহাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমার লিখন দ্বারা পূর্ব্ব কথা ব্যক্ত না

হইলে, ধর্ম্মরক্ষিণী সভার অধ্যক্ষেরা, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পূর্ব্বতন আচরণ বিষয়ে, বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিতেন না, এবং, এ পর্য্যন্ত তাহা অপ্রকাশ থাকিলে, তাঁহারা তাঁহাকে উপহাস করিবারও পথ পাইতেন না। সুতরাং, আমিই তাঁহাকে অপ্রতিভ করিয়াছি; এবং, আমার দোষেই, তাঁহাকে উপহাসাস্পদ হইতে হইয়াছে; এই অপরাধ ধরিয়া, যার পর নাই কুপিত হইয়াছেন; এবং, আমার প্রচারিত বহুবিবাহবিষয়িণী ব্যবস্থা খণ্ডন করিয়া, আমায় অপদস্থ করিবার নিমিত্ত, বহুবিবাহবাদ পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন। ধর্ম্মবুদ্ধির অধীন হইয়া, শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলে, লোক যেরূপ আদরণীয় ও শ্রদ্ধাভাজন হয়েন; রোষ বশে বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন হইয়া, শাস্ত্রার্থ বিপ্লাবনে প্রবৃত্ত হইলে, লোককে তদনুরূপ অনাদরণীয় ও অশ্রদ্ধাভাজন হইতে হয়। ফলতঃ, এই অলৌকিক আচরণ দ্বারা, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে রাগদ্বেষের নিতান্ত বশীভূত ও নিতান্ত অবিমৃশ্যকারী মনুষ্য, ইহারই সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বহুবিবাহবাদ সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছে; এজন্য, সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তদীয় গ্রন্থ পাঠে অধিকারী হইতে পারেন নাই। যদি বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত হইত, তাহা হইলে, তিনি, এই গ্রন্থের সঙ্কলন বিষয়ে, যে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিয়াছেন, দেশস্থ সমস্ত লোকে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে পারিতেন। আমার পুস্তকে বহুবিবাহবাদের যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইবেক, তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়া, তাঁহারা তদীয় পাণ্ডিত্যপ্রকাশের আংশিক পরিচয় পাইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু, উহা দ্বারা, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে,

পরিতৃপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। শুনিয়াছিলাম, সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে, বহুবিবাহবাদ, অবিলম্বে, বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত ও প্রচারিত হইবেক। দুর্ভাগ্য ক্রমে, এ পর্য্যন্ত তাহা না হওয়াতে, বোধ হইতেছে, তাঁহারা তদীয় বহুবিবাহবিচারবিষয়ক পাণ্ডিত্য-প্রকাশের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভে বঞ্চিত রহিলেন। তিনি গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "যাঁহারা ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানলাভে অভিলাষী, তাঁহাদের বোধ জন্মাইবার নিমিত্তই আমার যত্ন" (১)। কিন্তু, তদীয় গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলিত হওয়াতে, তাঁহার প্রতিজ্ঞা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই। এ দেশের অধিকাংশ লোক সংস্কৃতজ্ঞ নহেন; সুতরাং, তাদৃশ ব্যক্তিবর্গ, ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভে অভিলাষী হইলেও, তদীয় গ্রন্থ দ্বারা, কোনও উপকার লাভ করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ, তিনি উপসংহারকালে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "যে সকল সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি বিদ্যা-সাগরের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহার উদ্ভাবিত পদবী বহুদোষপূর্ণ, তাঁহাদের এই বোধ জন্মাইবার নিমিত্তই যত্ন করিলাম" (২)। অতএব, তদীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে, যাঁহারা আমা দ্বারা প্রতারিত হইয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনের নিমিত্ত, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত হওয়াই, সর্ব্বতোভাবে, উচিত ও আবশ্যক ছিল। তাহা না করিয়া, সংস্কৃত ভাষায় পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য কি, বুঝিতে পারা যায় না। এক উদ্যোগে, মীমাংসাশক্তি ও সংস্কৃতরচনাশক্তি এ উভয়ের পরিচয় প্রদান ব্যতীত, গ্রন্থকর্ত্তার অন্য কোনও

---

(১) ধর্ম্মতত্ত্বং বুভুৎসূনাং বোধনায়ৈব মৎকৃতিঃ।

(২) তদ্বাক্যে বিশ্বাসবতাং সংস্কৃতপরিজ্ঞানশূন্যানাং তদুদ্ভাবিতপদব্যা বহুলদোষগ্রস্ততাবোধনায়ৈব প্রযত্নঃ কৃতঃ।

উদ্দেশ্য আছে কি না, অনুমানবলে তাহার নিরূপণ করা কোনও মতে সম্ভাবিত নহে।

যাহা হউক, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু বিবাহ ব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অশেষ প্রকারে, পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। পাণ্ডিত্য প্রকাশ বিষয়ে, অন্যান্য প্রতিবাদী মহাশয়েরা তাঁহার সমকক্ষ নহেন। পুস্তক প্রকাশের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে, সর্ব্বশেষে পরিগণিত হইলেও, পাণ্ডিত্য প্রকাশের ন্যূনাধিক্য অনুসারে, তিনি সর্ব্বাগ্রগণ্য। এরূপ সর্ব্বাগ্রগণ্য ব্যক্তির সর্ব্বাগ্রে সম্মান হওয়া উচিত ও অবশ্যক; এজন্য, তাঁহার উত্থাপিত আপত্তি সকল সর্ব্বাগ্রে সমালোচিত হইতেছে।

তর্কবাচস্পতিপ্রকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে মনুবচন অনুসারে, রতিকামনাস্থলে, সবর্ণা বিবাহের নিষেধ প্রতিপাদিত হইয়াছে; আমি, ঐ বচনের প্রকৃত অর্থের গোপন, ও অকিঞ্চিৎকর অভিনব অর্থের উদ্ভাবন, পূর্ব্বক, লোককে প্রতারণা করিয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন,

> "অহো বৈদগ্ধী প্রজ্ঞাবতো বিদ্যাসাগরস্য যদকিঞ্চিৎকরাভিনবার্থপ্রকাশনেন বহবো লোকা ব্যামোহিতা ইতি (১)।"
>
> প্রজ্ঞাবান্ বিদ্যাসাগরের কি চাতুরী! অকিঞ্চিৎকর অভিনব অর্থের উদ্ভাবন দ্বারা অনেক লোককে বিমোহিত করিয়াছেন।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, এখন পর্য্যন্ত আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আমি মনুবচনের যে অর্থ লিখিয়াছি, উহাই ঐ বচনের প্রকৃত, ও চিরপ্রচলিত অর্থ; লোক বিমোহনের নিমিত্ত, আমি, বুদ্ধিবলে, অভিনব অর্থের উদ্ভাবন করি নাই। শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, অভিপ্রেত সাধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ গোপন করিয়া, ছল বা কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক, লোকসমাজে কপোলকল্পিত অপ্রকৃত অর্থ প্রচারিত করা নিতান্ত মূঢ়মতি, নিতান্ত নীচপ্রকৃতির কর্ম্ম। আমি, জ্ঞান পূর্ব্বক, কখনও,

(১) বহুবিবাহবাদ, ৪৬ পৃষ্ঠা।

সেরূপ গর্হিত আচরণে দূষিত হই নাই ; এবং, যত দিন জীবিত থাকিব, জ্ঞান পূর্ব্বক, কখনও, সেরূপ গর্হিত আচরণে দূষিত হইব না। সে যাহা হউক, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের আরোপিত অপবাদ বিমোচনের নিমিত্ত, বিবাদস্পদীভূত মনুবচন, সবিস্তর অর্থ সমেত, প্রদর্শিত হইতেছে।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ ॥৩।১২।

দ্বিজাতীনাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাম্ অগ্রে প্রথমে ধর্ম্মার্থে ইতি যাবৎ দারকর্ম্মণি পরিণয়বিধৌ সবর্ণা সজাতীয়া কন্যা প্রশস্তা বিহিতা ; তু কিন্তু কামতঃ কামবশাৎ প্রবৃত্তানাং দারান্তর-পরিগ্রহে উদ্যুক্তানাং দ্বিজাতীনাম্ ইমাঃ বক্ষ্যমাণাঃ অনন্তর-বচনোক্তা ইতি যাবৎ অবরাঃ হীনবর্ণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাশূদ্রাঃ ক্রমেণ আনুলোম্যেন স্যুঃ ভার্য্যাঃ ভবেয়ুঃ।

[illegible] ৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের, প্রথম অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ বিবাহে, [illegible] তীয়া কন্যা প্রশস্তা, অর্থাৎ বিহিতা ; কিন্তু, যাহারা, [illegible] বশতঃ, বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, বক্ষ্যমাণ অবরা, অর্থ[illegible]োক্ত হীনবর্ণা ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, অনুলোম ক্রমে, তাহাদের ভার্য্যা হইবেক।

প্রথম পুস্তকে, এই বচনের অর্থ সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছিল ; কিন্তু, সংক্ষেপ নিবন্ধন, ফলের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই ; ইহা প্রদর্শিত করিবার নিমিত্ত, ঐ অর্থ উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,

"দ্বিজাতির পক্ষে, অগ্রে সবর্ণা বিবাহই বিহিত। কিন্তু, যাহারা, রতি-কামনায়, বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা, অনুলোম ক্রমে, বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক।"

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা, উভয় ভাষায় মনুবচনের অর্থ প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি শাস্ত্রের

অর্থ গোপন অথবা শাস্ত্রের অযথা ব্যাখ্যা করিয়াছি কি না। আমার স্থির সংস্কার এই, যে সকল শব্দে ঐ বচন সঙ্কলিত হইয়াছে; প্রদর্শিত ব্যাখ্যায়, তন্মধ্যে কোনও শব্দের অর্থ গোপিত বা অযথা প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। ফলতঃ, এই ব্যাখ্যা যে এই বচনের প্রকৃত ব্যাখ্যা, সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন, অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী, কোনও ব্যক্তি তাহার অপলাপ বা তদ্বিষয়ে বিতণ্ডা করিতে পারেন, এরূপ বোধ হয় না।

এক্ষণে, আমার অবলম্বিত অর্থ প্রাচীন ও চিরপ্রচলিত অর্থ; অথবা, লোক বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব অর্থ; এ বিষয়ে সংশয় নিরসনের নিমিত্ত, বেদব্যাখ্যাতা মাধবাচার্য্যের লিখিত অর্থ উদ্ধৃত হইতেছে ;—

"অগ্রে স্নাতকস্য প্রথমবিবাহে দারকর্ম্মণি অগ্নিহোত্রাদৌ ধর্ম্মে
সবর্ণা বরেণ সমানো বর্ণো ব্রাহ্মণাদির্যস্যাঃ স' — '
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়স্য ক্ষত্রিয়া বৈশ্যস্য বৈশ্যা ৫
সবর্ণামূঢ্বা পশ্চাৎ রিরংসবশ্চেৎ তদা তেষাম্ ৎ.
ইমাঃ ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ ক্রমেণ ভার্য্যাঃ স্যুঃ (২)।"

অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত, স্নাতকের প্রথম বিবাহে, সবর্ণা, অর্থাৎ বরের সজাতীয়া কন্যা, প্রশস্তা, যেমন, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যের বৈশ্যা। দ্বিজাতিরা, ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, অগ্রে সবর্ণাবিবাহ করিয়া, পশ্চাৎ যদি রিরংসু হয়, অর্থাৎ রতিকামনা পূর্ণ করিতে চায়, তবে অবরা, অর্থাৎ হীনবর্ণা, বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা, অনুলোম ক্রমে, তাহাদের ভার্য্যা হইবেক।

দেখ, মাধবাচার্য্য মনুবচনের যে অর্থ লিখিয়াছেন, আমার লিখিত অর্থ, তাহার ছায়াস্বরূপ; সুতরাং, আমার লিখিত অর্থ, লোক

(২) পরাশরভাষ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অর্থ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে না। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন,

"বিদ্যাসাগরের কি চাতুরী! অকিঞ্চিৎকর অভিনব অর্থের উদ্ভাবন দ্বারা, অনেক লোককে বিমোহিত করিয়াছেন।"

এই নির্দ্দেশ সঙ্গত হইতেছে কি না। পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্য মনুবচনের এবংবিধ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, ইহা অবগত থাকিলে, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অম্লানমুখে, আমার উপর ঈদৃশ অসঙ্গত দোষারোপ করিতে অগ্রসর হইতেন, এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, আমি, প্রকৃত অর্থের গোপন ও অপ্রকৃত অভিনব অর্থের উদ্ভাবন পূর্ব্বক, লোককে প্রতারণা করিয়াছি, তিনি এই যে বিষম অপবাদ দিয়াছেন, এক্ষণে, বোধ করি, সে অপবাদ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিব।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অস্মদীয় মীমাংসায় দোষারোপ করিয়া, যথার্থ শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু, ঈদৃশ গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া, তত্ত্বনির্ণয় নিমিত্ত, যেরূপ যত্ন ও যেরূপ পরিশ্রম করা আবশ্যক, তাহা করেন নাই; সুতরাং, অভিপ্রেত সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি, মনুবচন অবলম্বন করিয়া, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহারের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছি; এজন্য, আমার লিখিত অর্থ যথার্থ কি না, তাহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, মনুসংহিতা দেখা আবশ্যক বোধ হইয়াছে; তদনুসারে, তিনি মনুসংহিতা বহিষ্কৃত করিয়াছেন, এবং পুস্তক উদ্ঘাটিত করিয়া, আপাততঃ, মূলে যেরূপ পাঠ ও টীকায় যেরূপ অর্থ দেখিয়াছেন, অসন্দিহান চিত্তে, তাহাকেই প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ স্থির করিয়া,

তদনুসারে মীমাংসা করিয়াছেন ; এই বচন অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্তারা উদ্ধৃত করিয়াছেন কি না, এবং যদি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, তাঁহারা কিরূপ পাঠ ধরিয়াছেন এবং কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। প্রথমতঃ, তাঁহার অবলম্বিত মূলের পাঠ সমালোচিত হইতেছে।

মূল

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ॥

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কিঞ্চিৎ পরিশ্রম ও কিঞ্চিৎ বুদ্ধিচালনা করিলেই, অনায়াসে প্রকৃত পাঠের ও প্রকৃত অর্থের নির্ণয় করিতে পারিতেন, এবং তাহা হইলে, অকারণে আমার উপর খড়গহস্ত হইয়া, বৃথা বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতেন না। তিনি যে, রোষে ও অবিবেকদোষে, সামান্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা দর্শাইবার নিমিত্ত, পদবিশ্লেষ সহকারে, মনুবচন উদ্ধৃত হইতেছে।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
সবর্ণা অগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ॥
কামতঃ তু প্রবৃত্তানাম্ ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশঃ অবরাঃ॥

"ক্রমশঃ অবরাঃ" এই দুই পদে সন্ধি হওয়াতে, পদের অন্তস্থিত ওকারের পরবর্ত্তী অকারের লোপ হইয়া, "ক্রমশো বরাঃ" ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। এরূপ সন্ধি স্থলে, পাঠকদিগের বোধসৌকর্য্যের নিমিত্ত, লুপ্ত অকারের চিহ্ন রাখিবার ব্যবহার আছে। কিন্তু, সকল স্থলে, সকলকে সে ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলিতে

দেখা যায় না। যদি এ স্থলে লুপ্ত অকারের চিহ্ন রাখা যায়, তাহা হইলে "ক্রমশো ঽবরাঃ" এইরূপ আকৃতি হয়। লুপ্ত অকারের চিহ্ন পরিত্যক্ত হইলে, "ক্রমশো বরাঃ" এইরূপ আকৃতি হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্য ক্রমে, মনুসংহিতার মুদ্রিত পুস্তকে লুপ্ত অকারের চিহ্ন না থাকাতে, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়, "অবরাঃ" এই স্থলে, "বরাঃ" এই পাঠ স্থির করিয়া, তদনুসারে মনুবচনের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন ; সুতরাং, তাঁহার অবলম্বিত অর্থ বচনের প্রকৃত অর্থ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। তাঁহার সন্তোষের নিমিত্ত, এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক, "অবরাঃ", এই পাঠ আমার কপোলকল্পিত, অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত, অভিনব পাঠ নহে। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, মাধবাচার্য্য পরাশরভাষ্যে; "অবরাঃ" এই পাঠ ধরিয়া, মনুবচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠকদিগের সুবিধার জন্য, এ স্থলে তদীয় ব্যাখ্যার ঐ অংশ পুনরায় উদ্ধৃত হইতেছে ;—

"ধর্ম্মার্থমাদৌ সবর্ণামূঢ়্বা পশ্চাৎ রিরংসবশ্চেৎ তদা তেষাম্ "অবরাঃ" হীনবর্ণাঃ ইমাঃ ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ ক্রমেণ ভার্য্যাঃ স্যুঃ।"

মিত্রমিশ্রও, "অবরাঃ" এই পাঠ ধরিয়া, মনুর অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,

"অতএব মনুনা

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরা ইতি ॥

কামতঃ ইতি "অবরাঃ" ইতি চ বদতা সবর্ণাপরিণয়নমেব মুখ্যমিত্যুক্তম্ (৩)।"

---

(৩) বীরমিত্রোদয়, ব্যবহারপ্রকাশ, দায়ভাগপ্রকরণ।

বিশ্বেশ্বরভট্টও এই পাঠ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,

"অথ দারানুকল্পঃ। তত্র মনুঃ।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥

"অবরাঃ" জঘন্যাঃ (৪)।"

জীমূতবাহন, স্বপ্রণীত দায়ভাগগ্রন্থে, "অবরাঃ" এই পাঠ ধরিয়াছেন। যথা,

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো "ঽবরাঃ"॥

ফলতঃ, "ক্রমশো বরাঃ" এ স্থলে "অবরাঃ" এই পাঠই যে প্রকৃত পাঠ, সে বিষয়ে, কোনও অংশে, সংশয় করা যাইতে পারে না। যাঁহারা, "ক্রমশঃ বরাঃ" এই পাঠ প্রকৃত পাঠ বলিয়া, বিতণ্ডা করিতে উদ্যত হইবেন, পুস্তকের লুপ্ত অকারের চিহ্ন নাই, ইহাই তাঁহাদের এক মাত্র প্রমাণ। কিন্তু, লুপ্ত অকারের চিহ্ন না থাকা সচরাচর ঘটিয়া থাকে; সুতরাং, উহা প্রবল প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না (৫)। এ দিকে, জীমূতবাহনপ্রণীত দায়ভাগে, "অবরাঃ" এই পাঠ পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে (৬); আর, মাধবাচার্য্য, মিত্রমিশ্র, ও বিশ্বেশ্বরভট্ট,

(৪) মদনপারিজাত, বিবাহপ্রকরণ।

(৫) সংস্কৃতবিদ্যালয়ে পরাশরভাষ্য, বীরমিত্রোদয়, ও মদনপারিজাতের যে পুস্তক আছে, তাহাতে "ক্রমশো বরাঃ" এ স্থলে লুপ্ত অকারের চিহ্ন নাই; অথচ গ্রন্থকর্ত্তারা, "অবরাঃ" এই পাঠ ধরিয়া, ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৬) দায়ভাগ, এ পর্য্যন্ত, চারি বার মুদ্রিত হইয়াছে; সর্ব্বপ্রথম, ১৭৩৫ শাকে, বাবুরাম পণ্ডিত; দ্বিতীয়, ১৭৫০ শাকে, লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার; তৃতীয়, ১৭৭২ শাকে, শ্রীযুত ভরতচন্দ্র শিরোমণি; চতুর্থ, ১৭৮৫ শাকে, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর,

স্পষ্টাক্ষরে, "অবরাঃ" এই পাঠ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এমন স্থলে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, "বরাঃ" "অবরাঃ," এ উভয়ের মধ্যে, কোন পাঠ প্রকৃত পাঠ বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত পাঠ মনুবচনের প্রকৃত পাঠ নহে, তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে, তাঁহার আশ্রয়ভূত টীকার বলাবল পরীক্ষিত হইতেছে।

টীকা

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং প্রথমে বিবাহে কর্ত্তব্যে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা ভবতি কামতঃ পুনর্বিবাহে প্রবৃত্তানাম্ এতাঃ বক্ষ্যমাণাঃ আনুলোম্যেন শ্রেষ্ঠা ভবেযুঃ।"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের প্রথম বিবাহে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা; কিন্তু, কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্তদিগের পক্ষে, বক্ষ্যমাণ কন্যারা অনুলোম ক্রমে শ্রেষ্ঠা হইবেক।

মূলে লুপ্ত অকারের অসম্ভাব বশতঃ, "অবরাঃ" এই স্থলে "বরাঃ" এই পাঠকে প্রকৃত পাঠ স্থির করিয়া, প্রতমতঃ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের যে ভ্রম জন্মিয়াছিল, কুল্লূকভট্টের ব্যাখ্যা দর্শনে, তাঁহার সেই ভ্রম সর্ব্বতোভাবে দৃঢ়ীভূত হয়। যেরূপ লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে, আমার সামান্য বিবেচনায়, লিপিকরপ্রমাদ বশতঃ, কুল্লূকভট্টের টীকায় পাঠের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; নতুবা, তিনি এরূপ অসংলগ্ন ব্যাখ্যা লিখিবেন, সম্ভব বোধ হয় না। "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের প্রথম বিবাহে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা," এ

মুদ্রিত করেন। এই চারি মুদ্রিত পুস্তকেই, "অবরাঃ" এই পাঠ আছে। আর, যত গুলি হস্তলিখিত পুস্তক দেখিয়াছি, সে সমুদয়েই "অবরাঃ" এই পাঠ দৃষ্ট হইতেছে।

স্থলে প্রশস্তা শব্দের শ্রেষ্ঠা এই অর্থ লিখিত দৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু প্রশস্ত শব্দ শ্রেষ্ঠ এই অর্থের বাচক নহে। শ্রেষ্ঠ শব্দ তারতম্যবোধক শব্দ, প্রশস্ত শব্দ তারতম্যবোধক শব্দ নহে। শ্রেষ্ঠ শব্দে, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এই অর্থ বুঝায়; প্রশস্ত শব্দে, উৎকৃষ্ট, উচিত, বিহিত, প্রসিদ্ধ, অভিমত, ইত্যাদি অর্থ বুঝায়; সুতরাং, শ্রেষ্ঠ শব্দ ও প্রশস্ত শব্দ এক পর্য্যায়ের শব্দ নহে। অতএব, প্রশস্ত শব্দের অর্থ স্থলে শ্রেষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ অপপ্রয়োগ। আর, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের প্রথম বিবাহে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা," এ লিখনের অর্থও, কোনও মতে, সংলগ্ন হয় না। বিবাহযোগ্যা কন্যা দ্বিবিধা, সবর্ণা ও অসবর্ণা (৭)। প্রথম বিবাহে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টা, এ কথা বলিলে, অসবর্ণাও প্রথম বিবাহে পরিগৃহীতা হইতে পারে। কিন্তু, অগ্রে সবর্ণা বিবাহ না করিয়া, অসবর্ণা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অভিমত নহে। যথা,

ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রকন্যাস্তু ন বিবাহ্যা দ্বিজাতিভিঃ।
বিবাহ্যা ব্রাহ্মণী পশ্চাদ্বিবাহ্যাঃ ক্বচিদেব তু (৮)॥

দ্বিজাতিরা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিবেক না; তাহারা ব্রাহ্মণী অর্থাৎ সবর্ণা বিবাহ করিবেক; পশ্চাৎ, অর্থাৎ অগ্রে ব্রাহ্মণী বিবাহ করিয়া, স্থলবিশেষে, ক্ষত্রিয়াদিকন্যা বিবাহ করিতে পারিবেক।

তবে সবর্ণার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, এরূপ বিধি আছে। যথা,

---

(৭) উদ্বহনীয়া কন্যা দ্বিবিধা সবর্ণা চাসবর্ণা চ।
বিবাহযোগ্যা কন্যা দ্বিবিধা সবর্ণা ও অসবর্ণা। পরাশরভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়।

(৮) বীরমিত্রোদয়ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

অলাভে কন্যায়াঃ স্নাতকব্রতং চরেৎ অপিবা ক্ষত্রিয়ায়াং পুত্ত্রমুৎপাদয়েৎ, বৈশ্যায়াং বা শূদ্রায়াঞ্চেত্যেকে (৯)।

সজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, স্নাতকব্রতের অনুষ্ঠান অথবা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিবেক। কেহ কেহ শূদ্রকন্যা বিবাহেরও অনুমতি দিয়া থাকেন।

এ অনুসারে, প্রথম বিবাহে কথঞ্চিৎ অসবর্ণার প্রাপ্তি কল্পনা করিলেও, প্রথম বিবাহে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা, এ কথা সংলগ্ন হইতে পারে না। প্রশস্য শব্দের উত্তর ইষ্ঠপ্রত্যয় হইয়া, শ্রেষ্ঠ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষাতিশয় বোধন স্থলেই, ইষ্ঠ প্রত্যয় হইয়া থাকে। এস্থলে সবর্ণা ও অসবর্ণা এই দুই মাত্র পক্ষ প্রাপ্ত হইতেছে, বহু পক্ষের প্রাপ্তি ঘটিতেছে না; সুতরাং, প্রথম বিবাহে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা, এ কথা বলিলে, সবর্ণা ও অসবর্ণা এ দুয়ের মধ্যে সবর্ণার উৎকর্ষাতিশয়ের প্রতীতি জন্মে; বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষাতিশয়ের বোধন সম্ভবে না। কিন্তু, বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষাতিশয়বোধনের স্থল ভিন্ন, শ্রেষ্ঠ শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। আর, যদিই কথঞ্চিৎ ঐ স্থলে শ্রেষ্ঠ শব্দের গতি লাগে; কিন্তু, "রতিকামনায় বিবাহপ্রবৃত্ত-দিগের পক্ষে, বক্ষ্যমাণ কন্যারা অনুলোম ক্রমে শ্রেষ্ঠা হইবেক," এ স্থলে শ্রেষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত অপপ্রয়োগ; কারণ, এখানে, বহুর বা দুয়ের মধ্যে, একের উৎকর্ষাতিশয়বোধনের কোনও সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। পর বচনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণের কন্যার উল্লেখ আছে; সুতরাং, পূর্ব্ব বচনে, সামান্যাকারে, "বক্ষ্যমাণ কন্যারা" এরূপ নির্দ্দেশ করিলে, কামার্থ বিবাহে, সবর্ণা, অসবর্ণা, উভয়বিধ কন্যাই অভিপ্রেত

(৯) পরাশরভাষ্য ও বীরমিত্রোদয় ধৃত পৈঠীনসিবচন।

বলিয়া প্রতীয়মান হইবেক। কামার্থ বিবাহে বক্ষ্যমাণ কন্যা অর্থাৎ সবর্ণা ও অসবর্ণা শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টা, এরূপ বলিলে, সবর্ণা ও অসবর্ণা ভিন্ন কামার্থ বিবাহের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট স্থল অনেক আছে, ইহা অবশ্য বোধ হইবেক। কিন্তু, সবর্ণা ও অসবর্ণা ভিন্ন অন্যবিধ বিবাহযোগ্য কন্যার অসদ্ভাব বশতঃ, কামার্থ বিবাহের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট স্থল ঘটিতে পারে না; এবং, তাদৃশ স্থল না ঘটিলেও, কামার্থ বিবাহে সবর্ণা ও অসবর্ণা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টা, এরূপ নির্দ্দেশ হইতে পারে না। সুতরাং, বক্ষ্যমাণ কন্যারা, অর্থাৎ পর বচনে উল্লিখিত সবর্ণা ও অসবর্ণা, অনুলোম ক্রমে শ্রেষ্ঠা, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টা, এই ব্যাখ্যা নিতান্ত প্রামাদিক হইয়া উঠে। "ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ," এ স্থলে "বরাঃ" এই পাঠ অবলম্বন করিলে, বক্ষ্যমাণ সবর্ণা ও অসবর্ণা কন্যারা, অনুলোম ক্রমে, শ্রেষ্ঠা হইবেক, এতদ্ভিন্ন অন্য ব্যাখ্যা সম্ভবে না। কিন্তু, যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে তাদৃশী ব্যাখ্যা, কোনও ক্রমে, সংলগ্ন হইতে পারে না। আর, "অবরাঃ" এই পাঠ অবলম্বন করিলে, বক্ষ্যমাণ হীনবর্ণা কন্যারা অর্থাৎ পর বচনে উল্লিখিত ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, অনুলোম ক্রমে, ভার্য্যা হইবেক, এই ব্যাখ্যা প্রতিপন্ন হয়; এবং, এই ব্যাখ্যা যে সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।

কুল্লূকভট্টের উল্লিখিত ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় মনুবচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে;—

"অগ্রে স্বোক্তধর্ম্মরতিপুত্ররূপবিবাহফলত্রয়মধ্যে শ্রেষ্ঠে ধর্ম্মে ইত্যর্থঃ নিমিত্তার্থে সপ্তমী তথাচ ধর্ম্মনিমিত্তে দারকর্ম্মণি দারত্ব-

সম্পাদকে সংস্কাররূপে ক্রিয়াকলাপে দ্বিজাতীনাং সবর্ণা প্রশস্তা মুনিভির্বিহিতা তু পুনঃ কামতঃ রতিকামতঃ বহুপুত্রকামতশ্চ প্রবৃত্তানাং তদুপায়সাধনার্থং যত্নবতাং দারকর্ম্মণীত্যনুষজ্যতে ইমাঃ বক্ষ্যমাণাঃ সবর্ণাদয়ঃ ক্রমশঃ বর্ণক্রমেণ বরাঃ বিহিতত্বেন শ্রেষ্ঠাঃ (১০)।"

দ্বিজাতিদিগের ধর্ম্মার্থ বিবাহে সবর্ণা বিহিতা, কিন্তু যাহারা রতিকামনা ও বহুপুত্রকামনা বশতঃ বিবাহে যত্নবান্ হয়, তাহাদের পক্ষে বক্ষ্যমাণ সবর্ণা প্রভৃতি কন্যা বর্ণ ক্রমে শ্রেষ্ঠা।

দৈববশাৎ, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের লেখনী হইতে, বচনের পূর্ব্বার্দ্ধের প্রকৃত ব্যাখ্যা নির্গত হইয়াছে; যথা, "দ্বিজাতিদিগের ধর্ম্মার্থ বিবাহে সবর্ণা বিহিতা"; কিন্তু, অবশিষ্ট ব্যাখ্যা কুল্লূক-ভট্টের ব্যাখ্যার ছায়াস্বরূপ; সুতরাং, কুল্লূকভট্টের ব্যাখ্যার ঐ অংশে যে দোষ দর্শিত হইয়াছে, তদীয় ব্যাখ্যাতে সেই দোষ সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তিতেছে। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ হইয়া, শ্রেষ্ঠ শব্দের প্রকৃত অর্থ অবগত নহেন, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। তিনি বলিতে পারেন, আমি যেমন দেখিয়াছি, তেমনই লিখিয়াছি; কিন্তু, শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া, "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতম্," এ প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলা, তাঁহার ন্যায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের পক্ষে, প্রশংসার বিষয় নহে। যাহা হউক, পূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে, "ক্রমশো বরাঃ" এ স্থলে "অবরাঃ" এই পাঠ প্রকৃত পাঠ, সে বিষয়ে আর সংশয় করা যাইতে পারে না। "অবরাঃ" এই পাঠ সত্ত্বে, রতিকামনায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধ কন্যা বিবাহ করিবেক, এ অর্থ কোনও মতে

(১০) বহুবিবাহবাদ। ৩৭ পৃষ্ঠা।

প্রতিপন্ন হইতে পারে না। অবর শব্দের অর্থ হীন, নিকৃষ্ট; বক্ষ্যমাণ অবরা কন্যা বিবাহ করিবেক, এরূপ বলিলে, আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যা বিবাহ করিবেক, ইহাই প্রতীয়মান হয়। পর বচনে সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধ কন্যার নির্দ্দেশ আছে, যথার্থ বটে। কিন্তু, পূর্ব্ব বচনে, বক্ষ্যমাণ কন্যা বিবাহ করিবেক, যদি এরূপ সামান্যাকারে নির্দ্দেশ থাকিত, তাহা হইলে, কথঞ্চিৎ, সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধ কন্যার বিবাহ অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু, যখন, বক্ষ্যমাণ অবরা কন্যা বিবাহ করিবেক, এরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ আছে; তখন, আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যা, অর্থাৎ অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা, বিবাহ করিবেক, ইহাই প্রতিপন্ন হয়, এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও অর্থ, কোনও ক্রমে, প্রতিপন্ন হইতে পারে না। অতএব, রতিকামনায় বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তি সবর্ণা ও অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। তিনি পাঠে ভুল করিয়াছেন; সুতরাং, অর্থে ভুল অপরিহার্য্য।

কিঞ্চ,

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥৩।১৩। (১১)

শূদ্রের এক মাত্র শূদ্রা ভার্য্যা হইবেক; বৈশ্যের শূদ্রা, বৈশ্যা; ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া; ব্রাহ্মণের শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া, ব্রাহ্মণী।

স্থিরচিত্ত হইয়া, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, আলোচনা করিয়া দেখিলে, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অনায়াসেই,

---

(১১) মনুসংহিতা।

বুঝিতে পারিতেন, এই মনুবচন পূর্ব্ব বচনে উল্লিখিত কামার্থ বিবাহের উপযোগিনী কন্যার পরিচায়ক হইতে পারে না। পূর্ব্ব বচনের পূর্ব্বার্দ্ধে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ত্রিবিধ দ্বিজাতির প্রথম বিবাহের উপযোগিনী কন্যার বিষয়ে ব্যবস্থা আছে; উত্তরার্দ্ধে, রতিকামনায় বিবাহপ্রবৃত্ত ঐ ত্রিবিধ দ্বিজাতির তাদৃশ বিবাহের উপযোগিনী কন্যার বিষয়ে বিধি দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং, সম্পূর্ণ বচন কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ত্রিবিধ দ্বিজাতির বিবাহবিষয়ক হইতেছে। পূর্ব্ব বচনের উত্তরার্দ্ধে, যে বিবাহের বিধি আছে, যদি পর বচনকে ঐ বিবাহের উপযোগিনী কন্যার পরিচায়ক বল, তাহা হইলে, পর বচনে, "শূদ্রের এক মাত্র শূদ্রা ভার্য্যা হইবেক," এরূপ নির্দ্দেশ থাকা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে; কারণ, যে বচনে কেবল দ্বিজাতির বিবাহের উপযোগিনী কন্যার নির্বচন হইতেছে, তাহাতে শূদ্রের বিবাহের উল্লেখ, কোনও মতে, সম্ভবিতে পারে না। অতএব, পর বচন পূর্ব্ব বচনে উল্লিখিত কামার্থ বিবাহের উপযোগিনী কন্যার পরিচায়ক নহে।

চারি বর্ণের বিবাহসমষ্টির নিরূপণ এই বচনের উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা; বৈশ্য বৈশ্যা, শূদ্রা; শূদ্র এক মাত্র শূদ্রা বিবাহ করিতে পারে; ইহাই এই বচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কোন অবস্থায়, যথাক্রমে, চারি, তিন, দুই বর্ণে বিবাহ করিতে পারে, তাহা পূর্ব্ব বচনে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রথমে সবর্ণা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণকন্যা, বিবাহ করিবেক; পরে, রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণা, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদি কন্যা, বিবাহ

করিতে পারিবেক। ক্ষত্রিয়, ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রথমে সবর্ণা, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কন্যা, বিবাহ করিবেক; পরে, রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণা, অর্থাৎ বৈশ্যাদি কন্যা, বিবাহ করিতে পারিবেক। বৈশ্য, ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রথমে সবর্ণা, অর্থাৎ বৈশ্যকন্যা, বিবাহ করিবেক; পরে, রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণা, অর্থাৎ শূদ্রকন্যা, বিবাহ করিতে পারিবেক। অতএব, ধর্ম্মার্থে সবর্ণাবিবাহ, কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ, শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত, তাহার কোনও সংশয় নাই।

এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন ও চিরপ্রচলিত সিদ্ধান্ত, কিংবা আমার কপোলকল্পিত অথবা, লোকবিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব সিদ্ধান্ত, এই সংশয়ের নিরসনবাসনায়, পূর্ব্বতন গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মীমাংসা উদ্ধৃত হইতেছে;—

মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন,

"লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেদিত্যুক্তং তত্রোদ্বহনীয়া কন্যা দ্বিবিধা সবর্ণা চাসবর্ণা চ তয়োরাদ্যা প্রশস্তা তদাহ মনুঃ

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥

অগ্রে স্নাতকস্য প্রথমবিবাহে দারকর্ম্মণি অগ্নিহোত্রাদৌ ধর্ম্মে সবর্ণা বরেণ সমানো বর্ণো ব্রাহ্মণাদির্যস্যাঃ সা যথা ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়স্য ক্ষত্রিয়া বৈশ্যস্য বৈশ্যা প্রশস্তা ধর্ম্মার্থমাদৌ সবর্ণামূঢ়্বা পশ্চাৎ রিরংসবশ্চেৎ তদা তেষাম্ অবরাঃ হীনবর্ণাঃ ইমাঃ ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ ক্রমেণ ভার্য্যাঃ স্যুঃ" (১২)।

(১২) পরাশরভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়।

সুলক্ষণা কন্যা বিবাহ করিবেক, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বিবাহযোগ্যা কন্যা দ্বিবিধা, সবর্ণা ও অসবর্ণা; তাহার মধ্যে, সবর্ণা প্রশস্তা; যথা, মনু কহিয়াছেন, "অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত, স্নাতকের প্রথম বিবাহে সবর্ণা অর্থাৎ বরের সজাতীয়া কন্যা প্রশস্তা, যেমন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যের বৈশ্যা। দ্বিজাতিরা, ধর্ম্মকার্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত, অগ্রে সবর্ণা বিবাহ করিয়া, পশ্চাৎ যদি রিরংসু হয়, অর্থাৎ রতিকামনা পূর্ণ করিতে চাহে তবে অবরা অর্থাৎ হীনবর্ণা বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা অনুলোম ক্রমে তাহাদের ভার্য্যা হইবেক।

মিত্রমিশ্র কহিয়াছেন,

"অতএব মনুনা

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরা ইতি ॥

কামতঃ ইতি অবরাঃ ইতি চ বদতা সবর্ণাপরিণয়নমেব মুখ্যমিত্যুক্তম্ (১৩)।"

দ্বিজাতিদিগের ধর্ম্মার্থ বিবাহে সবর্ণা বিহিতা; কিন্তু যাহারা কামতঃ, অর্থাৎ কামবশতঃ, বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, বক্ষ্যমাণ অবরা, অনুলোম ক্রমে, তাহাদের ভার্য্যা হইবেক। এ স্থলে মনু "কামতঃ" ও "অবরাঃ" এই দুই কথা বলাতে, অর্থাৎ কামনিবন্ধন বিবাহস্থলে অসবর্ণা বিবাহের বিধি দেওয়াতে, সবর্ণাপরিণয় মুখ্য বিবাহ, ইহাই উক্ত হইয়াছে।

বিশ্বেশ্বরভট্ট কহিয়াছেন,

"অনুলোমক্রমেণ দ্বিজাতীনাং সবর্ণাপাণিগ্রহণসমনন্তরং ক্ষত্রিয়াদিকন্যাপরিণয়ো বিহিতঃ তত্র চ সবর্ণাবিবাহো মুখ্যঃ ইতরস্ত্বনুকল্পঃ (১৪)।"

দ্বিজাতিদিগের সবর্ণাপাণিগ্রহণের পর, অনুলোম ক্রমে, ক্ষত্রিয়াদিকন্যাপরিণয় বিহিত হইয়াছে; তন্মধ্যে, সবর্ণাবিবাহ মুখ্য কল্প, অসবর্ণাবিবাহ অনুকল্প।

---

(১৩) বীরমিত্রোদয়।

(১৪) মদনপারিজাত।

এইরূপে, সবর্ণাপরিণয় বিবাহের মুখ্য কল্প, অসবর্ণাপরিণয় বিবাহের অনুকল্প, এই ব্যবস্থা করিয়া, বিশ্বেশ্বরভট্ট অনুকল্পের স্থল দেখাইতেছেন,

"অথ দারানুকল্পঃ। তত্র মনুঃ

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ ॥

অবরাঃ জঘন্যাঃ (১৫)।"

অতঃপর বিবাহের অনুকল্পপক্ষ কথিত হইতেছে। সে বিষয়ে মনু কহিয়াছেন, দ্বিজাতিদিগের ধর্ম্মার্থ বিবাহে সবর্ণা বিহিতা; কিন্তু, যাহারা কামতঃ, অর্থাৎ কাম বশতঃ, বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, বক্ষ্যমাণ অবরা, অনুলোম ক্রমে, তাহাদের ভার্য্যা হইবেক। অবরা অর্থাৎ হীনবর্ণা ক্ষত্রিয়াদিকন্যা।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ধর্ম্মার্থে সবর্ণাবিবাহ ও কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত, মাধবাচার্য্য, মিত্রমিশ্র, ও বিশ্বেশ্বরভট্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কি না। অধুনা, বোধ করি, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও অঙ্গীকার করিতে পারেন, এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন ও চিরপ্রচলিত সিদ্ধান্ত, আমার কপোলকল্পিত, অথবা লোকবিমোহনের নিমিত্ত বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত, অভিনব সিদ্ধান্ত নহে।

ধর্ম্মার্থে সবর্ণাবিবাহ বিহিত, আর কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ অনুমোদিত, শাস্ত্রান্তরেও তাহার অসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা,

সবর্ণা যস্য যা ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী হি সা স্মৃতা।
অসবর্ণা তু যা ভার্য্যা কামপত্নী হি সা স্মৃতা (১৬) ॥

---

(১৫) মদনপারিজাত।

(১৬) মৎস্যসূক্ত, একত্রিংশ পটল।

যাহার যে সবর্ণা ভার্য্যা, তাহাকে ধর্ম্মপত্নী বলে; আর, যাহার যে অসবর্ণা ভার্য্যা, তাহাকে কামপত্নী বলে।

এই শাস্ত্র অনুসারে, ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, বিবাহিতা সবর্ণা স্ত্রী ধর্ম্মপত্নী; আর, কামোপশমনের নিমিত্ত, বিবাহিতা অসবর্ণা স্ত্রী কামপত্নী। অতঃপর, ধর্ম্মার্থে সবর্ণাবিবাহ ও কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ শাস্ত্রকারদিগের সম্পূর্ণ অভিমত, এ বিষয়ে আর সংশয় থাকা উচিত নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অসবর্ণাবিবাহবিধায়ক মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ আলোচিত হইল; এক্ষণে, অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব সম্ভব ও সঙ্গত কি না, তাহা আলোচিত হইতেছে। প্রথম পুস্তকে বিধিত্রয়ের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে;—

"বিধি ত্রিবিধ অপূর্ব্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি। বিধি ব্যতিরেকে যে স্থলে কোনও রূপে প্রবৃত্তি সম্ভবে না, তাহাকে অপূর্ব্ববিধি কহে; যেমন, "স্বর্গকামো যজেত," স্বর্গকামনায় যাগ করিবেক। এই বিধি না থাকিলে, লোকে, স্বর্গলাভবাসনায়, কদাচ যাগে প্রবৃত্ত হইত না; কারণ, যাগ করিলে স্বর্গলাভ হয়, ইহা প্রমাণান্তর দ্বারা, প্রাপ্ত নহে। যে বিধি দ্বারা কোনও বিষয় নিয়মবদ্ধ করা যায়, তাহাকে নিয়মবিধি বলে; যেমন, "সমে যজেত," সম দেশে যাগ করিবেক। লোকের পক্ষে যাগ করিবার বিধি আছে; সেই যাগ, কোনও স্থানে অবস্থিত হইয়া, করিতে হইবেক; লোকে, ইচ্ছানুসারে, সমান, অসমান, উভয়বিধ স্থানেই যাগ করিতে পারিত; কিন্তু, "সমে যজেত" এই বিধি দ্বারা, সমান স্থানে যাগ, করিবেক, ইহা নিয়মবদ্ধ হইল। যে বিধি দ্বারা বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, এবং, বিহিত স্থলে, বিধি অনুযায়ী কার্য্য করা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন থাকে, তাহাকে পরিসংখ্যাবিধি বলে; যেমন, "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়। লোকে, যদৃচ্ছাক্রমে, যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণ করিতে পারিত; কিন্তু,

"পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ," এই বিধি দ্বারা, বিহিত শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত, কুক্কুরাদি যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তুর ভক্ষণনিষেধ সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ, লোকের পঞ্চনখ জন্তুর মাংসভক্ষণে প্রবৃত্তি হইলে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ জন্তুর মাংস-ভক্ষণ করিতে পারিবেক না; শশ প্রভৃতি পঞ্চনখ জন্তুর মাংস-ভক্ষণও লোকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন; ইচ্ছা হয়, ভক্ষণ করিবেক; ইচ্ছা না হয়, ভক্ষণ করিবেক না। সেইরূপ, যদৃচ্ছাক্রমে অধিক বিবাহে উদ্যত পুরুষ সবর্ণা অসবর্ণা উভয়বিধ স্ত্রীরই পাণিগ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু, যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহে প্রবৃত্ত হইলে, অসবর্ণাবিবাহ করিবেক, এই বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, যদৃচ্ছাস্থলে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত স্ত্রীর বিবাহনিষেধ সিদ্ধ হইতেছে। অসবর্ণা-বিবাহও লোকের ইচ্ছাধীন; ইচ্ছা হয়, তাদৃশ বিবাহ করিবেক; ইচ্ছা না হয় করিবেক না; কিন্তু, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বিবাহ করিতে হইলে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিতে পারিবেক না; ইহাই বিবাহবিষয়ক চতুর্থ বিধির উদ্দেশ্য। এই বিবাহ-বিধিকে অপূর্ব্ববিধি বলা যাইতে পারে না; কারণ, ঈদৃশ বিবাহ রাগপ্রাপ্ত, অর্থাৎ লোকের ইচ্ছা বশতঃ প্রাপ্ত হইতেছে; যাহা কোনও রূপে প্রাপ্ত নহে, তদ্বিষয়ক বিধিকেই অপূর্ব্ববিধি বলে। এই বিবাহবিধিকে নিয়মবিধি বলা যাইতে পারে না; কারণ, ইহা দ্বারা অসবর্ণাবিবাহ, অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া, নিয়মবদ্ধ হইতেছে না। সুতরাং, এই বিবাহবিধিকে, অগত্যা, পরিসংখ্যা-বিধি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবেক (১৭)।"

---

(১৭) বিনিয়োগবিধিরপ্যপূর্ব্ববিধিনিয়মবিধি পরিসংখ্যাবিধিভেদাত্রিবিধঃ বিধিং বিনা কথমপি যদর্থগোচর প্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে অসাবপূর্ব্ববিধিঃ নিয়তপ্রবৃত্তিফলকো বিধির্নিয়মবিধিঃ স্ববিষয়াদন্যত্র প্রবৃত্তিবিরোধী বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ তদুক্তং বিধি-রত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে॥ বিধিস্বরূপ।

যে কারণে অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা উপরি উদ্ধৃত অংশে বিশদ রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে এজন্য, এস্থলে এ বিষয়ে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

তাঁহার প্রথম আপত্তি এই ;—

"মানববচনস্য যৎ পরিসংখ্যাপরত্বং কল্প্যতে তৎ কস্য হেতোঃ ? ন তাবৎ তস্য পরিসংখ্যাকল্পকং কিঞ্চিৎ বচনান্তরমস্তি, নাপি যুক্তিঃ, নবা প্রাচীনসন্দর্ভসম্মতিঃ। তথাচ অসতি পরিসংখ্যা-কল্পকযুক্ত্যাদৌ দোষত্রয়গ্রস্তাং পরিসংখ্যাং স্বীকৃত্য মানববচনস্য যৎ দোষত্রয়কলঙ্কপঙ্কে নিক্ষেপণং কৃতং তৎ কেবলং স্বাভীষ্ট-সিদ্ধিমনীষয়ৈব। পরিসংখ্যায়াং হি

শ্রুতার্থস্য পরিত্যাগাদশ্রুতার্থস্য কল্পনাৎ।
প্রাপ্তস্য বাধাদিত্যেবং পরিসংখ্যা ত্রিদোষিকা ইতি ॥

শ্রুতার্থত্যাগাশ্রুতার্থকল্পনপ্রাপ্তবাধরূপং মীমাংসাশাস্ত্রসিদ্ধং দোষ-ত্রয়ং স্বীকার্য্যং তস্য চ সতি গত্যন্তরে নৈবাঙ্গীকার্য্যতা (১৮)।"

মনুবচনে যে বিবাহবিধি আছে, উহার যে পরিসংখ্যাত্ব কল্পিত হইতেছে, তাহার হেতু কি। ঐ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্বকল্পনার প্রমাণস্বরূপ বচনান্তর নাই, যুক্তিও নাই, এবং প্রাচীন গ্রন্থের সম্মতিও নাই। এইরূপ প্রমাণবিরহে, ত্রিদোষগ্রস্তা পরিসংখ্যা স্বীকার করিয়া, মনুবচনকে যে দোষত্রয়রূপ কলঙ্কপঙ্কে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, কেবল স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধিচেষ্টাই তাহার মূল। পরিসংখ্যাতে শ্রুত অর্থের ত্যাগ, অশ্রুত অর্থের কল্পনা, প্রাপ্ত বিষয়ের বাধ, মীমাংসাশাস্ত্র-সিদ্ধ এই দোষত্রয় স্বীকার করিতে হয়; এজন্য, গত্যন্তরসত্ত্বে পরিসংখ্যা, কোনও মতে, স্বীকার করা যায় না।

---

(১৮) বহুবিবাহবাদ, ৩৮ পৃষ্ঠা।

মীমাংসকেরা পরিসংখ্যাবিধির যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, যে বিধি সেই লক্ষণে আক্রান্ত হয়, তাহা পরিসংখ্যা বিধি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। প্রথম পুস্তকে দর্শিত হইয়াছে, মনুর অসবর্ণাবিবাহবিধি পরিসংখ্যাবিধির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত। কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ রাগপ্রাপ্ত বিবাহ। রাগপ্রাপ্ত বিষয়ে বিধি থাকিলে, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ বোধনের নিমিত্ত, ঐ বিধির পরিসংখ্যাত্ব অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং, রাগপ্রাপ্ত অসবর্ণাবিবাহ বিষয়ক বিধির পরিসংখ্যাত্ব অপরিহার্য্য ও অবশ্যস্বীকার্য্য হইতেছে; তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য অন্যবিধ প্রমাণের অণুমাত্র আবশ্যকতা নাই। "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়, এই বাক্যে পঞ্চনখ ভক্ষণ শ্রুত হইতেছে; কিন্তু, পঞ্চনখের ভক্ষণবিধান এই বাক্যের অভিপ্রেত না হওয়াতে, শ্রুত অর্থের পরিত্যাগ ঘটিতেছে। এই বাক্য দ্বারা, শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখের ভক্ষণনিষেধ প্রতিপাদিত হওয়াতে, অশ্রুত অর্থের কল্পনা হইতেছে। আর, রাগপ্রাপ্ত শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ ভক্ষণের বাধ জন্মিতেছে। অর্থাৎ, পঞ্চনখভক্ষণরূপ যে অর্থ বিধিবাক্যের অন্তর্গত শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহা পরিত্যক্ত হইতেছে; শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখভক্ষণের নিষেধরূপ যে অর্থ বিধিবাক্যের অন্তর্গত শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না, তাহা কল্পিত হইতেছে; আর, ইচ্ছা বশতঃ, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের ন্যায়, তদ্ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখের ভক্ষণরূপ যে বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার বাধ ঘটিতেছে। এই রূপে, পরিসংখ্যাবিধিতে দোষত্রয়স্পর্শ অপরিহার্য্য; এজন্য, গত্যন্তর সম্ভবিলে, পরিসংখ্যা স্বীকার করা যায় না। প্রথম পুস্তকে প্রতিপাদিত হইয়াছে, গত্যন্তর না থাকাতেই, অর্থাৎ

অপূর্ব্ববিধি ও নিয়মবিধির স্থল না হওয়াতেই, অসবর্ণাবিবাহ-বিধির পরিসংখ্যাত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ফলতঃ, পরিসংখ্যার প্রকৃত স্থল বলিয়া বোধ হওয়াতেই, আমি এই বিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার করিয়াছি; স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, কষ্টকল্পনা বা কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক, পরিসংখ্যাত্ব কল্পনা করিয়া, মনুবচনকে অকারণে দোষত্রয়রূপ কলঙ্কপঙ্কে নিক্ষিপ্ত করি নাই।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই ;—

"কিঞ্চ, বিবাহস্য রাগপ্রাপ্তত্বাঙ্গীকারে প্রথমবিবাহস্যাপি রাগপ্রাপ্ততয়া সবর্ণাং স্ত্রিয়মুদ্বহেদিত্যাদিমনুবচনস্যাপি পরি-সংখ্যাপরত্বাপত্তির্দ্দুর্ব্বারৈব।' স্বীকৃতঞ্চ বিদ্যাসাগরেণাপ্যস্য বাক্যস্যোৎপত্তিবিধিত্বম্ অতঃ স্বোক্তবিরুদ্ধতয়া প্রত্যবস্থানে তস্য বিমৃশ্যকারিতা কথঙ্কারং তিষ্ঠেৎ। যথাচ বিবাহস্য অলৌ-কিকসংস্কারাপাদকত্বেন ন রাগপ্রাপ্তত্বং তথা প্রতিপাদিতং পুরস্তাৎ (১৯)।"

কিঞ্চ, বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব অঙ্গীকার করিলে, প্রথম বিবাহেরও রাগপ্রাপ্তত্ব ঘটে; এবং, তাহা হইলে, সবর্ণা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবেক, ইত্যাদি মনুবচনেরও, পরিসংখ্যাপরত্বঘটনা দুর্নিবার হইয়া উঠে। বিদ্যাসাগরও, এই মনুবাক্য অপূর্ব্ব-বিধির স্থল বলিয়া, অঙ্গীকার করিয়াছেন; এক্ষণে স্বোক্তবিরুদ্ধ নির্দ্দেশ করিলে, কিরূপে তাঁহার বিমৃশ্যকারিতা থাকিতে পারে। বিবাহ অলৌকিকসংস্কার-সম্পাদক; এজন্য, উহার রাগপ্রাপ্তত্ব ঘটিতে পারে না, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বিবাহের রাগপ্রাপ্ত স্বীকার করিলে,

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥ ৩॥ ৪।

---

(১৯) বহুবিবাহবাদ, ৪২ পৃষ্ঠা।

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞালাভান্তে, যথাবিধানে স্নান ও সমাবর্ত্তন করিয়া, সজাতীয়া সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

এই মনুবচনে প্রথম অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, তাহারও পরিসংখ্যাত্ব অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; এমন স্থলে,

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥ ৩। ১২।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা; কিন্তু, যাহারা, কাম বশতঃ, বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা, অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক।

এই মনুবচনে কামার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, তাহার পরিসংখ্যাত্বপরিহার সুদূরপরাহত। অতএব, বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব স্বীকার করা পরামর্শসিদ্ধ নহে। তাদৃশ স্বীকারে একবার আবদ্ধ হইলে, আর কোনও মতে অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব নিবারণ করিতে পারিবেন না; এই ভয়ে, পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনা-পরিশূন্য হইয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব অপলাপ করাই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই, অপলাপে প্রবৃত্ত হইয়া, কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, তাহার পথ রাখেন নাই। তিনি কহিতেছেন, "বিবাহ অলৌকিক-সংস্কারসম্পাদক; এজন্য, উহার রাগপ্রাপ্তত্ব ঘটিতে পারে না, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে"। পূর্ব্বে কিরূপে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তৎপ্রদর্শনার্থ তদীয় পূর্ব্ব লিখন উদ্ধৃত হইতেছে,—

"কিঞ্চ, অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো যমিচ্ছেত্তু তমাবসেৎ। ইতি মিতাক্ষরাধৃতবাক্যাৎ ব্রহ্মচর্য্যাতিরিক্তাশ্রমমাত্রস্যৈব রাগপ্রযুক্তত্বাৎ গৃহস্থাশ্রমস্যাপি রাগপ্রযুক্ততয়া তদধীনপ্রবৃত্তিকবিবাহস্যাপি রাগপ্রযুক্তত্বেন কাম্যত্বস্যৈবোচিতত্বাৎ (২০)।"

---

(২০) বহুবিবাহবাদ, ১৪ পৃষ্ঠা।

কিন্তু, যথাবিধানে ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয়, সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক ; মিতাক্ষরাধৃত এই বচন অনুসারে, ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরিক্ত আশ্রমমাত্রই রাগপ্রাপ্ত ; সুতরাং, গৃহস্থাশ্রমও রাগপ্রাপ্ত ; গৃহস্থাশ্রমের রাগপ্রাপ্ততা বশতঃ, গৃহস্থাশ্রম প্রবেশমূলক বিবাহও রাগপ্রাপ্ত ; সুতরাং উহা কাম্য বলিয়াই পরিগণিত হওয়া উচিত।

ইচ্ছাময় তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যখন যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই বলেন। তদীয় পূর্ব্ব লিখন দ্বারা, "বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব" প্রতিপাদিত হইতেছে, অথবা "বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব ঘটিতে পারে না," তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। সে যাহা হউক, আমি তদীয় যথেচ্ছচার দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়াছি। তিনি পূর্ব্বে, দৃঢ় বাক্যে, "বিবাহ রাগপ্রাপ্ত," ইহা প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছেন ; এক্ষণে অনায়াসে, তুল্যরূপ দৃঢ় বাক্যে, "বিবাহ রাগপ্রাপ্ত নহে," ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বিতণ্ডাপিশাচী স্কন্ধে আরোহণ করিলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। পূর্ব্বে, যখন ধর্ম্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব খণ্ডন করা আবশ্যক হইয়াছিল, তখন তিনি, বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত, প্রয়াস পাইয়াছেন ; কারণ, তখন বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব স্বীকার না করিলে, ধর্ম্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব খণ্ডন সম্পন্ন হয় না। এক্ষণে, কামার্থ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন করা আবশ্যক হইয়াছে ; সুতরাং, বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব খণ্ডনের নিমিত্ত প্রয়াস পাইতেছেন ; কারণ, এখন বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব অস্বীকার না করিলে, কামার্থ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন সম্পন্ন হয় না। এক্ষণে, সকলে নিরপেক্ষ হইয়া বলুন, এরূপ পরস্পর

বিরুদ্ধ লিখন কেহ কখনও এক লেখনীর মুখ হইতে নির্গত হইতে দেখিয়াছেন কি না। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন "যাঁহারা ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভে অভিলাষী, তাঁহাদের বোধ জন্মাইবার নিমিত্তই আমার যত্ন" (২১)। অধুনা, ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভে অভিলাষীরা, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পূর্ব্ব লিখনে আস্থা ও শ্রদ্ধা করিয়া, "বিবাহ মাত্রই রাগপ্রাপ্ত," এই ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া, লইবেন; অথবা, তদীয় শেষ লিখনে আস্থা ও শ্রদ্ধা করিয়া, "বিবাহ মাত্রই রাগপ্রাপ্ত নয়," এই ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিবেন, ধর্ম্মোপদেষ্টা তর্কবাচস্পতি মহাশয় সে বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবেন। আমায় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ, অসঙ্কুচিত চিত্তে, এই উত্তর দিব, উভয় ব্যবস্থাই শিরোধার্য্য করা উচিত ও আবশ্যক। মনু কহিয়াছেন,

শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাত্তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ। ২। ১৪।

যে স্থলে শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ ঘটে, তথায় উভয়ই ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থাপিত।

উভয়ই বেদবাক্য, সুতরাং উভয়ই সমান মাননীয়। বেদবাক্যের পরস্পর বিরোধ স্থলে, বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে, বেদের মানরক্ষা হয় না। সেইরূপ, এই উভয় ব্যবস্থাই এক লেখনী হইতে নির্গত, সুতরাং উভয়ই সমান মাননীয়। বিকল্প-ব্যবস্থা অবলম্বন পূর্ব্বক, উভয় ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া না লইলে, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মানরক্ষা হয় না।

তিনি কহিয়াছেন,

"বিদ্যাসাগরও, এই মনুবাক্য অপূর্ব্ববিধির স্থল বলিয়া,

---

(২১) ধর্ম্মতত্ত্বং বুভুৎসূনাং বোধনায়ৈব মৎকৃতিঃ।

অঙ্গীকার করিয়াছেন; এক্ষণে স্বোক্তবিরুদ্ধ নির্দ্দেশ করিলে, কিরূপে তাঁহার বিমৃশ্যকারিতা থাকিতে পারে।"

এস্থলে বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত মনুবচনে ধর্ম্মার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, পূর্ব্বে আমি ঐ বিধিকে অপূর্ব্ববিধি, ও ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহকে নিত্য বিবাহ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, এবং এক্ষণেও করিতেছি। তখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহকে রাগপ্রাপ্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই; এখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহকে রাগপ্রাপ্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত নহি। আর, মনুর রচনান্তরে কামার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, পূর্ব্বে ঐ বিধিকে পরিসংখ্যাবিধি, ও ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহকে রাগপ্রাপ্ত বিবাহ, বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, এবং এক্ষণেও করিতেছি। তখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহ রাগপ্রাপ্ত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই; এখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহ রাগপ্রাপ্ত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত নহি। সুতরাং, এ উপলক্ষে আমার বিমৃশ্যকারিতা ব্যাঘাতের কোনও আশঙ্কা বা সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অন্তঃকরণে অকস্মাৎ ঈদৃশী আশঙ্কা উপস্থিত হইল কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, আশ্চর্য্যের অথবা কৌতুকের বিষয় এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় অন্যের বিমৃশ্যকারিতা রক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন; কিন্তু নিজের বিমৃশ্যকারিতা রক্ষা পক্ষে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই।

যাহা দর্শিত হইল, তদনুসারে তর্কবাচস্পতি মহাশয় পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছেন, বিবাহ মাত্রই রাগপ্রাপ্ত; সুতরাং, কামার্থ বিবাহেরও রাগপ্রাপ্তত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। পরে স্বীকার

করিয়াছেন, বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব স্বীকার করিলে, বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার অপরিহার্য্য ; সুতরাং, পূর্ব্বস্বীকৃত রাগপ্রাপ্ত কামার্থ বিবাহবিষয়ক বিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিজের স্বীকার অনুসারে, কামার্থ বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব, ও কামার্থ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব, প্রতিপন্ন হইতেছে কি না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই ;—

"কিঞ্চ, মনুনা ইমাশ্চেতি ইদমা পুরোবর্ত্তিনীনামেব দারকর্ম্মণি বর্ণক্রমেণ বরত্বমুক্তং পুরোবর্ত্তিন্যশ্চ ব্রাহ্মণস্য সবর্ণা ক্ষত্রিয়াদয়স্তিস্রশ্চ, ক্ষত্রিয়স্য সবর্ণা বৈশ্যা শূদ্রা চ, বৈশ্যস্য সবর্ণা শূদ্রা চ, শূদ্রস্য শূদ্রৈবেতি। তস্য চ পরিসংখ্যাত্বকল্পনে শ্রুতাভ্য এব সবর্ণাসবর্ণাভ্যঃ অতিরিক্তবিবাহনিষেধপরত্বং বাচ্যং ততশ্চ কথঙ্কারম্ অসবর্ণাতিরিক্তমাত্রং নিষিধ্যেত (২২)।

কিঞ্চ, মনু, "ইমাঃ" অর্থাৎ এই সকল কন্যা, এই কথা বলিয়া, বিবাহ বিষয়ে অনুলোম ক্রমে পুরোবর্ত্তিনী অর্থাৎ পরবচনোক্ত কন্যাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। পুরোবর্ত্তিনী কন্যাসকল এই, ব্রাহ্মণের সবর্ণা ও ক্ষত্রিয়া প্রভৃতি তিন; ক্ষত্রিয়ের সবর্ণা, বৈশ্যা ও শূদ্রা, বৈশ্যের সবর্ণা ও শূদ্রা; শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা। এই বচনের পরিসংখ্যাত্ব কল্পনা করিলে, পরবচনে যে সবর্ণা ও অসবর্ণা কন্যার নির্দ্দেশ আছে, তদতিরিক্ত কন্যার বিবাহনিষেধ অভিপ্রেত বলিতে হইবেক; অতএব কেবল অসবর্ণাব্যতিরিক্ত কন্যার বিবাহনিষেধ কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে।

পূর্ব্বে সবিস্তর দর্শিত হইয়াছে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় মনুবচনের যে পাঠ ও যে অর্থ স্থির করিয়াছেন, ঐ পাঠ ও ঐ অর্থ বচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ নহে। ঐ বচন দ্বারা

---

(২২) বহুবিবাহবাদ, ৪৩ পৃষ্ঠা।

সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়ের বিবাহ বিহিত হয় নাই; কেবল অসবর্ণার বিবাহই বিহিত হইয়াছে। সুতরাং, ঐ বচনে উল্লিখিত বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার করিলে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত কন্যার বিবাহ নিষেধ প্রতিপন্ন হইবার কোনও প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারে না। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধ কন্যার বিবাহ মনুবচনের অভিপ্রেত, এই অমূলক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই, এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ অবগত থাকিলে, কদাচ ঈদৃশ অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উত্থাপনে প্রবৃত্ত হইতেন না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই;—

"কিঞ্চ পরিসংখ্যায়ামিতরনিবৃত্তিরেব বিহিতা বিধিপ্রত্যয়ার্থাশ্রয়ত্বস্যৈব বিহিতত্বাৎ "অশ্বাভিধানীমাদত্তে" ইত্যাদৌ চ অশ্বাতিরিক্তরশনাগ্রহণাভাব ইষ্টসাধনং তাদৃশগ্রহণাভাবেন ইষ্টং ভাবয়েদিতি বা, "পঞ্চ পঞ্চনখান্ ভুঞ্জীত" ইত্যাদৌ চ শশাদিপঞ্চকভিন্নপঞ্চনখভোজনং ন ইষ্টসাধনম্ ইতি তত্র তত্র বিধ্যর্থঃ ফলিতঃ তত্র চ অশ্বরশনাগ্রহণে শশাদিভোজনে চ তত্তদ্বিধেরৌদাসীন্যমেবেত্যেবং পরিসংখ্যাস্বরণৌ স্থিতায়াং মানববচনেঽপি সবর্ণায়া অসবর্ণায়া বা বিবাহে বিধেরৌদাসীন্যমেব বাচ্যং, কেবলং তদতিরিক্তবিবাহাভাব এব বিহিতঃ স্যাৎ তথাচ ক্ষত্রিয়াদীনামসবর্ণানাং কথং বিবাহসিদ্ধির্ভবেৎ। ততশ্চ ক্ষত্রিয়াদিবিবাহস্যাবিহিতত্বেন তদগর্ভজাতসন্তানস্যানৌরসত্বাপত্তিঃ (২৩)।"

কিঞ্চ, পরিসংখ্যাস্থলে বিধিবাক্যোক্ত বিষয়ের অতিরিক্ত বর্জনই বিহিত, কারণ বিধিপ্রত্যয়ের অর্থের আশ্রয়ত্বই বিহিত হইয়া থাকে; অশ্বরশনা গ্রহণ করিবেক, ইত্যাদি স্থলে, অশ্ব ব্যতিরিক্ত রশনাগ্রহণের অভাব ইষ্টসাধন অথবা তাদৃশগ্রহণের অভাব দ্বারা ইষ্টচিন্তা করিবেক, এইরূপ; এবং, পাঁচটি পঞ্চনখ

(২৩) বহুবিবাহবাদ, ৪২ পৃষ্ঠা।

ভক্ষণীয় ইত্যাদি স্থলে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখভোজন ইষ্টসাধন নহে, এইরূপ তত্ত্বৎ স্থলে বিধির অর্থ প্রতিপন্ন হয়। তাহাতে অশ্বরশনাগ্রহণে ও শশ প্রভৃতি ভোজনে তত্তৎ বিধির ঔদাসীন্যই থাকে। এইরূপ পরিসংখ্যা পদ্ধতি থাকাতে, মনুবচনেও সবর্ণার বা অসবর্ণার বিবাহ বিষয়ে বিধির ঔদাসীন্য বলিতে হইবেক; কেবল তদ্ব্যতিরিক্ত বিবাহের অভাবই বিহিত হইতেছে। সুতরাং, ক্ষত্রিয়াদি অসবর্ণার বিবাহ সিদ্ধি কিরূপে হইতে পারে; এবং সেই হেতু বশতঃ, ক্ষত্রিয়াদি বিবাহ অবিহিত হওয়াতে, তদ্গর্ভজাত সন্তানের ঔরসত্ব ব্যাঘাত ঘটে।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধবোধনই পরিসংখ্যাবিধির উদ্দেশ্য, বিহিত বিষয়ের কর্ত্তব্যত্ববোধন ঐ বিধির লক্ষ্য নহে; যদি সেরূপ লক্ষ্য না হইল, তাহা হইলে বিধিবাক্যোক্ত বিষয় বিহিত হইল না; যদি বিহিত না হইল, তাহা হইলে উহা কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ," পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়, এই বিধিবাক্যে যে পঞ্চ পঞ্চনখের উল্লেখ আছে, পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা, তদ্ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখের ভক্ষণনিষেধ প্রতিপাদিত হইতেছে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের ভক্ষণবিধান ঐ বিধিবাক্যের উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের ভক্ষণ বিহিত হইতেছে না। সেইরূপ, মনুবচনে কামার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, ঐ বিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার করিলে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত স্ত্রীর বিবাহনিষেধ সিদ্ধ হইবেক, অসবর্ণার বিবাহবিধান ঐ বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইবেক না; যদি তাহা না হইল, তাহা হইলে অসবর্ণাবিবাহ বিহিত হইল না; যদি বিহিত না হইল, তাহা হইলে অসবর্ণার গর্ভজাত সন্তান অবৈধ স্ত্রীর সংসর্গে সম্ভূত হইল; সুতরাং, ঔরস অর্থাৎ বৈধ সন্তান বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় এস্থলে পরিসংখ্যাবিধির যেরূপ সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। লোকের ইচ্ছা দ্বারা যাহার প্রাপ্তি ঘটে, তাহাকে রাগপ্রাপ্ত বলে; তাদৃশ বিষয়ের প্রাপ্তির নিমিত্ত, বিধির আবশ্যকতা নাই। যদি বিধি থাকে, তাহা হইলে, বিহিত বিষয়ের ব্যতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়; অর্থাৎ, যদিও তাদৃশ সমস্ত বিষয় ইচ্ছা দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু, কতিপয় স্থল ধরিয়া বিধি দেওয়াতে, কেবল ঐ কয় স্থলে ইচ্ছা অনুসারে চলিবার অধিকার থাকে, তদতিরিক্ত স্থলে নিষেধ বোধিত হয়। পঞ্চনখ ভক্ষণ রাগপ্রাপ্ত; কারণ, লোকে, ইচ্ছা করিলেই, তাহা ভক্ষণ করিতে পারে; সুতরাং, তাহার প্রাপ্তির জন্য, বিধির আবশ্যকতা নাই। কিন্তু, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের নির্দ্দেশ করিয়া ভক্ষণের বিধি দেওয়াতে, ঐ পাঁচ স্থলে, ইচ্ছা অনুসারে, ভক্ষণের অধিকার থাকিতেছে; তদতিরিক্ত পঞ্চনখ ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইতেছে; উহাদের ভক্ষণে আর অধিকার রহিতেছে না। সুতরাং, "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ," এই বিধি দ্বারা, শশ প্রভৃতি পঞ্চ মাত্র পঞ্চনখ ভক্ষণীয় বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইতেছে, তদ্ব্যতিরিক্ত যাবতীয় পঞ্চনখ অভক্ষ্য পক্ষে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণ দোষাবহ নহে; কারণ, লোকের ইচ্ছা বশতঃ তাহাদের ভক্ষণের যে প্রাপ্তি ছিল, শাস্ত্রের বিধি দ্বারা তাহা নিবারিত হইতেছে না; শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ ভক্ষণ দোষাবহ হইতেছে; কারণ, যাবতীয় পঞ্চনখ ভক্ষণ ইচ্ছা বশতঃ প্রাপ্ত হইলেও, শশ প্রভৃতি পাঁচটি ধরিয়া বিধি দেওয়াতে, তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত পঞ্চনখের ভক্ষণ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেইরূপ, কামার্থ বিবাহ স্থলে, লোকের

ইচ্ছা বশতঃ, সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়েরই প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল; কিন্তু, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত পুরুষ অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, এই বিধি দেওয়াতে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হইতেছে; অসবর্ণা বিবাহ পূর্ব্ববৎ ইচ্ছাপ্রাপ্ত থাকিতেছে; অর্থাৎ, ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারিবেক; কারণ, পূর্ব্বেও ইচ্ছা দ্বারা অসবর্ণার প্রাপ্তি ছিল, এবং বিধি দ্বারাও অসবর্ণার প্রাপ্তি নিবারিত হইতেছে না। পরিসংখ্যাবিধির এইরূপ তাৎপর্য্যব্যাখ্যাই সচরাচর পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা অনুসারে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণ, ও অসবর্ণা বিবাহ, উভয়ই অবিহিত; সুতরাং, উভয়ই দোষাবহ; শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণ করিলে, প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক; এবং অসবর্ণা বিবাহ করিলে, তাহার গর্ভজাত সন্তান, অবৈধ সন্তান বলিয়া, পরিগণিত হইবেক। তিনি, এস্থলে, পরিসংখ্যাবিধির এরূপ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু, পূর্ব্বে সর্ব্বসম্মত তাৎপর্য্যব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। তথায় স্বীকার করিয়াছেন, পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, এবং সেই নিষেধ দ্বারা, বিহিত স্থলে বিধি অনুযায়ী কর্ম্ম করিবার অধিকার অব্যাহত থাকে। যথা,

"রতিসুখস্য রাগপ্রাপ্তৌ তদুপায়স্য স্ত্রীগমনস্যাপি রাগপ্রাপ্তৌ সত্যাং স্বদারনিরতঃ সদেতি মানববচনস্য পরদারান্ ন গচ্ছেদিতি পরিসংখ্যাপরতায়াঃ সর্ব্বৈঃ স্বীকারেণ পরদারগমননিষেধাৎ তদ্ব্যুদাসেন অনিষিদ্ধস্ত্রীগমনং শাস্ত্রবিহিতস্ত্রীসংস্কারং বিনানুপপন্নমিত্যনিষিদ্ধতাপ্রয়োজকঃ সংস্কার আক্ষিপ্যতে (২৪)।"

---

(২৪) বহুবিবাহবাদ, ৭ পৃষ্ঠা।

রতিসুখ ও তাহার উপায়ভূত স্ত্রীগমন রাগপ্রাপ্ত হওয়াতে, "সদা স্বদারপরায়ণ হইবেক," এই মনুবচন, পরদারগমন করিবেক না, এরূপ পরিসংখ্যার স্থল বলিয়া, সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন; তদনুসারে পরদারগমন নিষেধ বশতঃ; পরদারবর্জন পূর্ব্বক অনিষিদ্ধ স্ত্রীগমন শাস্ত্রবিহিত সংস্কার ব্যতিরেকে সিদ্ধ হইতে পারে না, এই হেতুতে, অনিষিদ্ধতার প্রয়োজক সংস্কার আক্ষিপ্ত হয়।

রতিকামনায় স্ত্রীসম্ভোগ রাগপ্রাপ্ত, অর্থাৎ পুরুষের ইচ্ছাধীন; রতিসুখলাভের ইচ্ছা হইলে, পুরুষ স্ত্রী সম্ভোগ করিতে পারে; স্বস্ত্রী ও পরস্ত্রী উভয় সম্ভোগেই রতিসুখলাভ সম্ভব; সুতরাং, পুরুষ, ইচ্ছা অনুসারে, উভয়বিধ স্ত্রী সম্ভোগ করিতে পারিত; কিন্তু মনু, "সদা স্বদারপরায়ণ হইবেক," এই বিধি দিয়াছেন। এই বিধি সর্ব্বসম্মত পরিসংখ্যাবিধি। এই বিধি দ্বারা, পরদার বর্জন পূর্ব্বক, স্বদার গমন প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এক্ষণে, পরিসংখ্যাবিধি বিষয়ে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দ্বিবিধ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা উপলব্ধ হইতেছে। তদীয় প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ প্রতিপাদন দ্বারা, বিহিত বিষয়ের অনুষ্ঠান প্রতিপাদিত হয়; সুতরাং, বিধিবাক্যোক্ত বিষয় অবিহিত ও অনুষ্ঠানে প্রত্যবায়জনক নহে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ প্রতিপাদনই পরিসংখ্যাবিধির উদ্দেশ্য, বিধিবাক্যোক্ত বিষয়ের বিহিতত্বপ্রতিপাদন, কোনও মতে, উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং, তাহা অবিহিত ও অনুষ্ঠানে প্রত্যবায়জনক। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা প্রমাণপদবীতে অধিরোহিত হইলে, মনুর স্বদারগমনবিষয়ক সর্ব্বসম্মত পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা, পরদারগমন মাত্র নিষিদ্ধ হয়, স্বদারগমনের বিহিতত্ব প্রতিপন্ন হয় না; সুতরাং, স্বদারগমন অবিহিত, ও স্বদারগর্ভসম্ভূত ঔরস

সন্তান অবৈধ সন্তান বলিয়া পরিগৃহীত, হইয়া উঠে। যাহা হউক, এক বিষয়ে এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যবস্থা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। ফলকথা এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যখন যাহাতে সুবিধা দেখেন, তাহাই বলেন; যাহা বলিতেছি, তাহা যথার্থ শাস্ত্রার্থ কি না; অথবা, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, এবং এক্ষণে যাহা বলিতেছি, এ উভয়ের পরস্পর বিরোধ ঘটিতেছে কি না, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন না। যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার তদ্রূপ অনুধাবন করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে, এরূপ বোধ হয় না। বস্তুতঃ, কি শাস্ত্রীয় বিচার, কি লৌকিক ব্যবহার, সর্ব্ব বিষয়েই তিনি সম্পূর্ণ যথেচ্ছচারী।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন করিবার নিমিত্ত, এইরূপ আরও দুই একটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন; অকিঞ্চিৎকর ও অনাবশ্যক বিবেচনায়, এ স্থলে আর সে সকলের উল্লেখ ও আলোচনা করা গেল না। যদৃচ্ছা স্থলে যত ইচ্ছা সবর্ণাবিবাহ প্রতিপন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই, তিনি অসবর্ণাবিবাহ-বিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডনে প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছেন, ঐ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডিত ও অপূর্ব্ব-বিধিত্ব সংস্থাপিত হইলেই, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা সবর্ণাবিবাহ নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু সে তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি মাত্র। মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ কি, সে বোধ না থাকাতেই, তাঁহার মনে তাদৃশ বিষম কুসংস্কার জন্মিয়া আছে। তিনি মানবীয় বিবাহবিধিকে অপূর্ব্ববিধিই বলুন, নিয়ম-বিধিই বলুন, আর পরিসংখ্যাবিধিই বলুন, উহা দ্বারা, কাম স্থলে, অসবর্ণা বিবাহই প্রতিপন্ন হইবেক, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা

সবর্ণা ও অসবর্ণা বিবাহ, কোনও মতে, প্রতিপন্ন হইতে পারিবেক না। তর্কবাচস্পতি মহাশয় মনে করুন, তিনি এই বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডনে ও অপূর্ব্ববিধিত্ব সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন ; কিন্তু, আমি তাহাতে তাঁহার কোনও ইষ্টাপত্তি দেখিতেছি না। পূর্ব্বে নির্ব্বিবাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে,

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥ ৩। ১২।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা ; কিন্তু যাহারা কাম বশতঃ বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক।

এই মনুবচন দ্বারা, যদৃচ্ছা স্থলে, কেবল অসবর্ণাবিহিত হইয়াছে। যদি এই বিবাহবিধিকে অপূর্ব্ববিধি বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে, কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্ত পুরুষ অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করিবেক, এইরূপ অসবর্ণাবিবাহের সাক্ষাৎ বিধি পাওয়া যাইবেক ; পরিসংখ্যার ন্যায়, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিবেক না, এরূপ নিষেধ বোধিত হইবেক না। যদি, কাম স্থলে, সবর্ণা ও অসবর্ণা, উভয়বিধস্ত্রীবিবাহ মনুবচনের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ইষ্টসিদ্ধি ঘটিতে পারিত ; অর্থাৎ, সবর্ণা ও অসবর্ণা, উভয়বিধস্ত্রীবিবাহের সাক্ষাৎ বিধি পাওয়া যাইত, এবং, তাহা হইলেই, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা সবর্ণা ও অসবর্ণা বিবাহ অনায়াসে সিদ্ধ হইত। কিন্তু, পূর্ব্বে, নিঃসংশয়িত রূপে, প্রতিপাদিত হইয়াছে, অসবর্ণাবিবাহবিধানই মনুবচনের এক মাত্র উদ্দেশ্য ; সুতরাং, অপূর্ব্ববিধি কল্পনা করিয়া, সবর্ণা ও অসবর্ণা, উভয়বিধস্ত্রীবিবাহ সিদ্ধ করিবার পথ রুদ্ধ হইয়া আছে। অতএব, অপূর্ব্ববিধি স্বীকার করিলেও, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কোনও উপকার দর্শিতেছে না ; এবং, যদৃচ্ছা

ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত পুরুষ অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারে, আমার অবলম্বিত এই চিরন্তন মীমাংসারও, কোনও অংশে, হানি ঘটিতেছে না। আর, যদি এই বিবাহবিধিকে নিয়মবিধি বলা যায়, তাহাতেও, আমার পক্ষে কোনও হানি, এবং তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পক্ষে কোনও ইষ্টাপত্তি, দৃষ্ট হইতেছে না। নিয়মবিধি অঙ্গীকৃত হইলে, ইহাই প্রতিপন্ন হইবেক, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত পুরুষ সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধ স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিত; কিন্তু, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত পুরুষ অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, এই বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, যদৃচ্ছা স্থলে অসবর্ণা বিবাহ নিয়মবদ্ধ হইল; অর্থাৎ, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণা কন্যারই পাণিগ্রহণ করিবেক; সুতরাং, যদৃচ্ছা স্থলে, সবর্ণা ও অসবর্ণা, উভয়বিধস্ত্রীবিবাহের আর পথ থাকিতেছে না। অতএব, পরিসংখ্যা স্বীকার না করিলেও, যদৃচ্ছা স্থলে অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারে, এ ব্যবস্থার কোনও অংশে ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কিঞ্চিৎ বুদ্ধিব্যয় করিলে, ও, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, ক্ষণকাল আলোচনা করিয়া দেখিলে, অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, এ বিষয়ে, আমার পক্ষে, অপূর্ব্ববিধি, নিয়মবিধি, পরিসংখ্যাবিধি, এ তিন বিধিই সমান; তবে, পরিসংখ্যার প্রকৃত স্থল বলিয়াই, পরিসংখ্যাপক্ষ অবলম্বিত হইয়াছিল; নতুবা, কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, এই বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকারের ঐকান্তিকী আবশ্যকতা নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম পুস্তকে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ভেদে বিবাহের ত্রৈবিধ্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ঐ ত্রৈবিধ্যব্যবস্থা আমার কপোলকল্পিত, শাস্ত্রানুমোদিতও নহে, যুক্তিমূলকও নহে; ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, অশেষ প্রকারে, প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার মতে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, পরিব্রজ্যা, এই চারি আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম নিত্য, অপর তিন আশ্রম কাম্য, নিত্য নহে; গৃহস্থাশ্রম কাম্য, সুতরাং, গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশমূলক বিবাহও কাম্য। তিনি লিখিয়াছেন,

"অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো যমিচ্ছেত্তু তমাবসেদিতি মিতাক্ষরাধৃত-বাক্যাৎ ব্রহ্মচর্য্যাতিরিক্তাশ্রমমাত্রস্যৈব রাগপ্রযুক্তত্বাৎ গৃহস্থাশ্রমস্যাপি রাগপ্রযুক্ততয়া তদধীনপ্রবৃত্তিকবিবাহস্যাপি রাগ-প্রযুক্তত্বেন কাম্যত্বস্যৈবোচিতত্বাৎ (১)।"

যথাবিধানে ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয়, সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক; মিতাক্ষরাধৃত এই বচন অনুসারে, ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরিক্ত, আশ্রম মাত্রই রাগপ্রাপ্ত; সুতরাং, গৃহস্থাশ্রমও রাগপ্রাপ্ত; গৃহস্থাশ্রমের রাগপ্রাপ্ততা বশতঃ, গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশমূলক বিবাহও রাগপ্রাপ্ত; সুতরাং, উহা কাম্য বলিয়াই পরিগণিত হওয়া উচিত।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুযায়ী নহে। মিতাক্ষরাধৃত এক মাত্র বচনের যথাশ্রুত অর্থ অবলম্বন করিয়া, এরূপ অপসিদ্ধান্ত প্রচারিত করা, তাদৃশ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের পক্ষে, সদ্বিবেচনার কর্ম্ম হয় নাই। কোনও বিষয়ে শাস্ত্রের

(১) বহুবিবাহবাদ, ১৪ পৃষ্ঠা।

মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে, সে বিষয়ে কি কি প্রমাণ আছে, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। আপন অভিপ্রায়ের অনুকূল এক মাত্র প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, মীমাংসা করায়, স্বীয় অনভিজ্ঞতাপ্রদর্শন ব্যতীত, আর কোনও ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, আশ্রম সকল নিত্য কি না, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে, নিত্য কাহাকে বলে, অগ্রে তাহার নিরূপণ করা আবশ্যক। যে সকল হেতুতে নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, প্রসিদ্ধ প্রাচীন প্রামাণিক সংগ্রহকার সে সমুদয়ের নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যথা,

নিত্যং সদা যাবদায়ুর্ন কদাচিদতিক্রমেৎ।
ইত্যুক্ত্যাতিক্রমে দোষশ্রুতেরত্যাগচোদনাৎ।
ফলাশ্রুতেবীর্প্সয়া চ তন্নিত্যমিতি কীর্ত্তিতম্॥

যে বিধিবাক্যে নিত্য শব্দ, সদা শব্দ, বা যাবদায়ুঃ শব্দ থাকে, অথবা, কদাচ লঙ্ঘন করিবেক না, এরূপ নির্দ্দেশ থাকে, লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি থাকে, ত্যাগ করিবেক না এরূপ নির্দ্দেশ থাকে, ফলশ্রুতি না থাকে, অথবা, বীপ্সা অর্থাৎ এক শব্দের দুই বার প্রয়োগ থাকে, তাহাকে নিত্য বলে।

উদাহরণ—

নিত্য শব্দ।

১। নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্ (২)।

স্নান করিয়া, শুচি হইয়া, নিত্য দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ, ও পিতৃতর্পণ করিবেক।

সদা শব্দ।

২। অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা (৩)।

অপুত্র ব্যক্তি সদা পুত্রপ্রতিনিধি করিবেক।

---

(২) মনুসংহিতা। ২। ১৬৭।

(৩) অত্রিসংহিতা।

যাবদায়ুঃ শব্দ।

৩। উপোষ্যৈকাদশী রাজন্ যাবদায়ুঃ স্ববৃত্তিভিঃ (৪)।

হে রাজন্, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা, যাবদায়ুঃ, অর্থাৎ যাবজ্জীবন, একাদশীতে উপবাস করিবেক।

কদাচ লঙ্ঘন করিবেক না।

৪। একাদশ্যামুপবসেন্ন কদাচিদতিক্রমেৎ (৫)।

একাদশীতে উপবাস করিবেক, কদাচ লঙ্ঘন করিবেক না।

লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি।

৫। শ্রাবণে বহুলে পক্ষে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতম্।
ন করোতি নরো যস্তু স ভবেৎ ক্রূররাক্ষসঃ (৬)॥

যে নর, শ্রাবণ মাসে, কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত না করে, সে ক্রূর রাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

ত্যাগ করিবেক না।

৬। পরমাপদমাপন্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
সূতকে মৃতকে চৈব ন ত্যজেদ্দ্বাদশীব্রতম্ (৭)॥

উৎকট আপদই ঘটুক, বা আহ্লাদের বিষয়ই উপস্থিত হউক, বা জননাশৌচ অথবা মরণাশৌচই ঘটুক, দ্বাদশীব্রত ত্যাগ করিবেক না।

ফলশ্রুতি না থাকা।

৭। অথ শ্রাদ্ধমমাবাস্যায়াং পিতৃভ্যো দদ্যাৎ (৮)।

অমাবাস্যাতে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবেক।

বীপ্সা।

৮। অশ্বযুক্কৃষ্ণপক্ষে তু শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে (৯)।

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে, দিন দিন শ্রাদ্ধ করিবেক।

---

(৪) কালমাধবধৃত অগ্নিপুরাণ।
(৫) কালমাধবধৃত কণ্ববচন।
(৬) কালমাধবধৃত সনৎকুমারসংহিতা।
(৭) কালমাধবধৃত বিষ্ণুরহস্য।
(৮) শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত গোভিলস্মৃতি।
(৯) মলমাসতত্ত্বধৃত ব্রহ্মপুরাণ।

যে সকল হেতু বশতঃ, বিধির নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, সে সমুদয় দর্শিত হইল। এক্ষণে, আশ্রমবিষয়ক বিধিবাক্যে নিত্যত্বপ্রতিপাদক হেতু আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, ঐ সমস্ত বিধিবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,

১। বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥ (১০)

যথাক্রমে এক বেদ, দুই বেদ, অথবা সকল বেদ অধ্যয়ন ও যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবেক।

২। চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ॥ (১১)।

দ্বিজ, জীবনের প্রথম চতুর্থ ভাগ গুরুকুলে বাস করিয়া, দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক, জীবনের দ্বিতীয় চতুর্থ ভাগ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিবেক।

৩। এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেত্তু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ (১২)।

স্নাতক দ্বিজ, এইরূপে, বিধি পূর্ব্বক, গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া, সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, যথাবিধানে বনে বাস করিবেক।

৪। গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥ (১৩)।

গৃহস্থ যখন আপন শরীরে বলী ও পলিত, এবং অপত্যের অপত্য দর্শন করিবেক, তখন অরণ্য আশ্রয় করিবেক।

৫। বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ॥ (১৪)।

---

(১০) মনুসংহিতা। ৩। ২।
(১১) মনুসংহিতা। ৪। ১।
(১২) মনুসংহিতা। ৬। ১।
(১৩) মনুসংহিতা। ৬। ২।
(১৪) মনুসংহিতা। ৬। ৩৩।

এইরূপে, জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহিত করিয়া, সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, জীবনের চতুর্থ ভাগে পরিব্রজ্যা আশ্রম অবলম্বন করিবেক।

৬। অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্ত্রানুৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥ (১৫)

বিধি-পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মতঃ পুত্ত্রোৎপাদন, এবং যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক।

এই সমস্ত আশ্রমবিষয়ক বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি নাই। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি না থাকিলে, ঐ বিধি নিত্য বিধি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে; সুতরাং, এ সমুদয়ই নিত্য বিধি হইতেছে; এবং, তদনুসারে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, পরিব্রজ্যা, চারি আশ্রমই নিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

কিঞ্চ,

১। জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণবান্ জায়তে ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যঃ যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ এষ বা অনৃণো যঃ পুত্ত্রী যজ্বা ব্রহ্মচর্য্যবান্ (১৬)।

ব্রাহ্মণ, জন্মগ্রহণ করিয়া, তিন ঋণে বদ্ধ হয়; ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিগণের নিকট, যজ্ঞদ্বারা দেবগণের নিকট, পুত্ত্র দ্বারা পিতৃগণের নিকট; যে ব্যক্তি পুত্ত্রোৎপাদন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহ করে, সে ঐ ত্রিবিধ ঋণে মুক্ত হয়।

২। ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ ॥ (১৭)।

তিন ঋণের পরিশোধ করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক; ঋণপরিশোধ না করিয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করিলে, অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

---

(১৫) মনুসংহিতা। ৬। ৩৬।

(১৬) পরাশরভাষ্যধৃত শ্রুতি।

(১৭) মনুসংহিতা। ৬। ৩৫।

৩। ঋণত্রয়াপাকরণমবিধায়াজিতেন্দ্রিয়ঃ।
রাগদ্বেষাবনির্জ্জিত্য মোক্ষমিচ্ছন্ পতত্যধঃ (১৮) ॥

ঋণত্রয়ের পরিশোধ, ইন্দ্রিয়বশীকরণ, ও রাগদ্বেষজয় না করিয়া, মোক্ষ ইচ্ছা করিলে, অধঃপাতে যায়।

৪। অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথাত্মজান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ ॥ (১৯)।

বেদাধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন, ও যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া, দ্বিজ মোক্ষকামনা করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

৫। অনুৎপাদ্য সুতান্ দেবানসন্তর্প্য পিতৄংস্তথা।
ভূতাদীংশ্চ কথং মৌঢ্যাৎ স্বর্গতিং গন্তুমিচ্ছসি ॥ (২০)

পুত্রোৎপাদন, দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, ও ভূতবলিপ্রদান না করিয়া, মূঢ়তা বশতঃ, কি প্রকারে, স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছ।

৬। গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সদারো বৈ দ্বিজোত্তমঃ।
অনুৎপাদ্য সুতং নৈব ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্গৃহাৎ (২১)।

ব্রাহ্মণ, গুরুর অনুজ্ঞালাভান্তে, সমাবর্ত্তন ও দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক, পুত্রোৎপাদন না করিয়া, কদাচ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিবেক না।

এই সকল শাস্ত্রে, ঋণত্রয়ের অপরিশোধনে, দোষশ্রুতি দৃষ্ট, হইতেছে। ত্রিবিধ ঋণের মধ্যে, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিঋণের, গৃহস্থাশ্রম দ্বারা দেবঋণ ও পিতৃঋণের পরিশোধ হয়। সুতরাং, ব্রহ্মচর্য্যের ন্যায়, গৃহস্থাশ্রমও নিত্য হইতেছে।

---

(১৮) চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

(১৯) মনুসংহিতা। ৬। ৩৭।

(২০) চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডধৃত মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

(২১) চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডধৃত কালিকাপুরাণ।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যতা অপলাপ করিতে পারা যায় কি না। পূর্ব্বে যে আটটি হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহারা প্রত্যেকেই নিত্যত্বপ্রতিপাদক; তন্মধ্যে, আশ্রমব্যবস্থা সংক্রান্ত বিধিবাক্যে দুই হেতু সম্পূর্ণ লক্ষিত হইতেছে; প্রথম ফলশ্রুতিবিরহ, দ্বিতীয় লঙ্ঘনে দোষ-শ্রুতি। সুতরাং, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যতা বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকিতেছে না।

এরূপ কতকগুলি শাস্ত্র আছে যে, উহারা, আপাততঃ, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বপ্রতিবন্ধক বলিয়া প্রতীয়মান হয়; ঐ সমস্ত শাস্ত্র উদ্ধৃত ও তদীয় প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য আলোচিত হইতেছে।

১। চত্বার আশ্রমা ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থপরিব্রাজকাঃ তেষাং বেদমধীত্য বেদৌ বা বেদান্ বা অবিশীর্ণ-ব্রহ্মচর্য্যো যমিচ্ছেত্তু তমাবসেৎ (২২)।

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, পরিব্রজ্যা, এই চারি আশ্রম; তন্মধ্যে এক বেদ, দুই বেদ, বা সকল বেদ, অধ্যয়ন ও যথাবিধানে ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয়, সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক।

২। আচার্য্যেণাভ্যনুজ্ঞাতশ্চতুর্ণামেকমাশ্রমম্।
আ বিমোক্ষাচ্ছরীরস্য সোঽনুতিষ্ঠেদযথাবিধি ॥ (২৩)।

দ্বিজ, আচার্য্যের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, যাবজ্জীবন, যথাবিধি, চারি আশ্রমের এক আশ্রম অবলম্বন করিবেক।

৩। গার্হস্থ্যমিচ্ছন্ ভূপাল কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্।

(২২) বশিষ্ঠসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়।
(২৩) চতুর্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডধৃত উশনার বচন।

ব্রহ্মচর্য্যেণ বা কালং নয়েৎ সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্।
বৈখানসো বাথ ভবেৎ পরিব্রাড়থবেচ্ছয়া॥ (২৪)।

হে রাজন্! গৃহস্থাশ্রমের ইচ্ছা হইলে, দারপরিগ্রহ করিবেক; অথবা, সঙ্কল্প করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, কালক্ষেপণ করিবেক; অথবা, ইচ্ছা অনুসারে বানপ্রস্থ আশ্রম কিংবা পরিব্রজ্যা আশ্রম অবলম্বন করিবেক।

এই সকল শাস্ত্র দ্বারা আপাততঃ, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বব্যাঘাত প্রতীয়মান হয়। ব্রহ্মচর্য্য সমাধান করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয়, সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক, এরূপ বলাতে, গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতি আশ্রমত্রয় সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হইতেছে; ইচ্ছাধীন কর্ম্ম রাগপ্রাপ্ত; সুতরাং, তাহার নিত্যত্ব ঘটিতে পারে না; তাহা কাম্য বলিয়াই পরিগৃহীত হওয়া উচিত। এক্ষণে, আশ্রম বিষয়ে দ্বিবিধ শাস্ত্র উপলব্ধ হইতেছে; কতকগুলি গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব-প্রতিপাদক, কতকগুলি গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বপ্রতিবন্ধক; সুতরাং, উভয়বিধ শাস্ত্র পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া, আপাততঃ, প্রতীতি জন্মিতে পারে। কিন্তু, বাস্তবিক তাহা নহে। শাস্ত্রকারেরা, অধিকারিভেদে, তাহার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন; অর্থাৎ, অধিকারিবিশেষের পক্ষে, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বপ্রতিপাদন, আর, অধিকারিবিশেষের পক্ষে, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বনিরাকরণ, করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং, অধিকারিভেদব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই, আপাততঃ বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান উল্লিখিত উভয়বিধ শাস্ত্রসমূহের সর্ব্বতোভাবে অবিরোধ সম্পাদিত হয়। যথা,

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
ক্রমেণৈবাশ্রমাঃ প্রোক্তাঃ কারণাদন্যথা ভবেৎ॥ (২৫)

---

(২৪) চতুর্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডধৃত বামনপুরাণ।
(২৫) চতুর্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডধৃত কূর্ম্মপুরাণ।

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতি, যথাক্রমে এই চারি আশ্রম বিহিত হইয়াছে; কারণ বশতঃ, অন্যথা হইতে পারে।

এই শাস্ত্রে, প্রথমতঃ, যথাক্রমে, চারি আশ্রম বিহিত হইয়াছে; অর্থাৎ, প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, তৎপরে গার্হস্থ্য, তৎপরে বানপ্রস্থ, তৎপরে, পরিব্রজ্যা, অবলম্বন করিবেক; কিন্তু, পরে, বিশিষ্ট কারণ ঘটিলে, এই ব্যবস্থার অন্যথাভাব ঘটিতে পারিবেক, ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং, বিশিষ্ট কারণ ঘটনা ব্যতিরেকে, পূর্ব্ব ব্যবস্থার অন্যথাভাব ঘটিতে পারিবেক না, তাহাও অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে, সেই বিশিষ্ট কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যথা,

সর্ব্বেষামেব বৈরাগ্যং জায়তে সর্ব্ববস্তুষু।
তদৈব সন্ন্যসেদ্বিদ্বানন্যথা পতিতো ভবেৎ॥
পুনর্দারক্রিয়াভাবে মৃতভার্য্যঃ পরিব্রজেৎ।
বনাদ্বা ধূতপাপো বা পরং পন্থানমাশ্রয়েৎ॥
প্রথমাদাশ্রমাদ্বাপি বিরক্তো ভবসাগরাৎ।
ব্রাহ্মণো মোক্ষমন্বিচ্ছন্ ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ॥ (২৬)

যখন সাংসারিক সর্ব্ব বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিবেক, বিদ্বান্ ব্যক্তি, সেই সময়েই, সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেক; অন্যথা, অর্থাৎ তাদৃশ বৈরাগ্য ব্যতিরেকে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে, পতিত হইবেক। গৃহস্থাশ্রমকালে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় দারপরিগ্রহ না ঘটে, তাহা হইলে সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক; অথবা, বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক পাপক্ষয় করিয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করিবেক। সাংসারিক বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিলে, মোক্ষার্থী ব্রাহ্মণ, সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, প্রথম আশ্রম হইতেই, সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক।

যস্যৈতানি সুগুপ্তানি জিহ্বোপস্থোদরং শিরঃ।
সন্ন্যসেদকৃতোদ্বাহো ব্রাহ্মণো ব্রহ্মচর্য্যবান্ (২৭)॥

---

(২৬) চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডধৃত কূর্ম্মপুরাণ।

(২৭) পরাশরভাষ্যধৃত নৃসিংহপুরাণ।

যাহার জিহ্বা, উপস্থ, উদর, ও মস্তক সুরক্ষিত, অর্থাৎ বিষয়বাসনায় বিচলিত না হয়, তাদৃশ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য্য সমাধানান্তে, বিবাহ না করিয়াই, সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক।

সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজেদকৃতোদ্বাহঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ॥
প্রব্রজেদ্‌ব্রহ্মচর্য্যেণ প্রব্রজেচ্চ গৃহাদপি।
বনাদ্বা প্রব্রজেদ্বিদ্বানাতুরো বাথ দুঃখিতঃ (২৮)॥

....রকে নিঃসার দেখিয়া, সারদর্শন বাসনায়, বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক, বিবাহ না করিয়াই, সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক। বিদ্বান্, রোগার্ত্ত, অথবা দুঃখার্ত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে, অথবা গৃহস্থাশ্রম হইতে, অথবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে, সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক।

এই সকল শাস্ত্রে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, সাংসারিক সর্ব্ব বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিলে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়াও, সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারে; তাদৃশ কারণ ব্যতিরেকে, গৃহস্থাশ্রমে বিমুখ হইয়া, সন্ন্যাস আশ্রয় করিলে পতিত হয়। ইহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ব্যক্তি সংসারে বিরক্ত হইবেক, সে, গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন না করিয়াই, সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারিবেক; আর, যে ব্যক্তি বিরক্ত না হইবেক, সে তাহা করিতে পারিবেক না, করিলে পতিত হইবেক। সংসারবিরক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যের পরেই সন্ন্যাসে অধিকারী; আর, সংসারে অবিরক্ত ব্যক্তি তাহাতে অধিকারী নহে। বিরক্ত ব্যক্তির পক্ষে, গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশের আবশ্যকতা নাই; অবিরক্ত ব্যক্তির পক্ষে, গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশের আবশ্যকতা আছে। সুতরাং, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বব্যবস্থা অবিরক্তের পক্ষে, গৃহস্থাশ্রমের অনিত্যত্বব্যবস্থা

(২৮) পরাশরভাষ্যধৃত অগ্নিপুরাণ।

বিরক্তের পক্ষে। জাবালশ্রুতিতে এ বিষয়ের সার মীমাংসা আছে। যথা,

ব্রহ্মচর্য্যং পারসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ, যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজেৎ (২৯)।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহস্থ হইবেক, গৃহস্থ হইয়া বানপ্রস্থ হইবেক, বানপ্রস্থ হইয়া সন্ন্যাসী হইবেক। যদি বৈরাগ্য জন্মে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, কিংবা গৃহস্থাশ্রম, অথবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেক। যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেক।

এই বেদবাক্যে, প্রথমতঃ, যথাক্রমে চারি আশ্রমের বিধি, তৎপরে বৈরাগ্য জন্মিলে, যে আশ্রমে থাকুক, সন্ন্যাস অবলম্বনের বিধি, এবং বৈরাগ্য জন্মিবামাত্র, সংসার পরিত্যাগ করিবার বিধি, প্রদত্ত হইয়াছে।

এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আশ্রম বিষয়ে, বিরক্ত ও অবিরক্ত, এই দ্বিবিধ অধিকারিভেদে ব্যবস্থা করা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত ও অনুমোদিত কি না; এবং, এরূপ অধিকারিভেদব্যবস্থা অবলম্বন করিলে, আপাততঃ বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান আশ্রমবিষয়ক দ্বিবিধ শাস্ত্রসমূহের সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য হইতেছে কি না। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সন্তোষার্থে, এস্থলে ইহাও উল্লিখিত হওয়া আবশ্যক, এই অধিকারিভেদব্যবস্থা আমার কপোলকল্পিত, অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত, অভিনব সিদ্ধান্ত নহে। পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্য এই সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। যথা,

(২৯) মিতাক্ষরা, চতুর্বর্গচিন্তামণি প্রভৃতি ধৃত।

"যদা জন্মান্তরানুষ্ঠিতসুকৃতপরিপাকবশাৎ বাল্য এব বৈরাগ্যমুপজায়তে তদানীমকৃতোদ্বাহো ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ তথাচ জাবালশ্রুতিঃ ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বেতি পূর্ব্বমবিরক্তং বালং প্রতি আশ্রমচতুষ্টয়মায়ুর্ব্বিভাগেনোপন্যস্য বিরক্তমুদ্দিশ্য যদিবেতি পক্ষান্তরোপন্যাসঃ ইতরথেতি বৈরাগ্যে ইত্যর্থঃ।

নন্বু ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজ্যাঙ্গীকারে মনুবচনানি বিরুধ্যেরন্

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥
অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রানুৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥
অনধীত্য গুরোর্বেদাননুৎপাদ্য তথাত্মজান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধ ইতি॥

ঋণত্রয়ং শ্রুত্যা দর্শিতং জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণবান্ জায়তে ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যঃ যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রী যজ্বা ব্রহ্মচর্য্যবানিতি। নৈবম্ অবিরক্তবিষয়ত্বাদেতেষাং বচনানাম্ অতএব বিরক্তস্য প্রব্রজ্যায়াং কালবিলম্বং নিষেধতি জাবালশ্রুতিঃ যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজেদিতি" (৩০)।

যদি, জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত সুকৃতবলে, বাল্য কালেই বৈরাগ্য জন্মে, তাহা হইলে, বিবাহ না করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতেই পরিব্রজ্যা করিবেক। জাবালশ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে, "ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহস্থ হইবেক, গৃহস্থ হইয়া বানপ্রস্থ হইবেক, বানপ্রস্থ হইয়া পরিব্রাজক হইবেক; যদি বৈরাগ্য জন্মে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, কিংবা গৃহস্থাশ্রম, অথবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেক"। প্রথমে, অবিরক্ত অজ্ঞের পক্ষে, কালভেদে আশ্রমচতুষ্টয়ের বিধি

(৩০) পরাশরভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রদান করিয়া, বিরক্তের পক্ষে, যে কোনও আশ্রম হইতে পরিব্রজ্যাবলম্বনরূপ পক্ষান্তর প্রদর্শিত হইয়াছে।

যদি বল, ব্রহ্মচর্য্যের পর পরিব্রজ্যার অবলম্বন অঙ্গীকৃত হইলে, মনুবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। যথা "ঋণত্রয়ের পরিশোধ করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক; ঋণ পরিশোধ না করিয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করিলে, অধোগতি প্রাপ্ত হয়। বিধি পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মতঃ পুত্রোৎপাদন এবং যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক। বেদাধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া, দ্বিজ মোক্ষকামনা করিলে, অধোগতি প্রাপ্ত হয়"। বেদে ঋণত্রয় দর্শিত হইয়াছে; যথা, "ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিগণের নিকট, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের নিকট, পুত্র দ্বারা পিতৃগণের নিকট, ঋণে বদ্ধ হয়; যে ব্যক্তি পুত্রোৎপাদন, যজ্ঞানুষ্ঠান, ও ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহ করে, সে ঐ ত্রিবিধ ঋণে মুক্ত হয়"। এ আপত্তি হইতে পারে না, কারণ, উল্লিখিত মনুবচনসকল অবিরক্ত ব্যক্তির পক্ষে, সুতরাং বিরোধের সম্ভাবনা নাই; এজন্য, জাবালশ্রুতিতে বিরক্ত ব্যক্তির পরিব্রজ্যা অবলম্বন বিষয়ে কালবিলম্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে; যথা, "যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেক"।

যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, সে সমুদয়ের আলোচনা পূর্ব্বক, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, মিতাক্ষরাধৃত এক মাত্র বচনের যথাশ্রুত অর্থ আশ্রয় করিয়া, শ্রীমান্ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহোদয় গৃহস্থাশ্রম কাম্য, নিত্য নহে, এই যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রানুমত ও ন্যায়ানুগত হইতে পারে কি না।

যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে, বোধ করি, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব একপ্রকার সংস্থাপিত হইল; সুতরাং, "গৃহস্থাশ্রমের রাগপ্রাপ্ততা বশতঃ গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশমূলক বিবাহও রাগপ্রাপ্ত, সুতরাং উহা কাম্য বলিয়াই পরিগণিত হওয়া উচিত,", সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত এই ব্যবস্থা সম্যক্ আদরণীয় হইতে পারে না।

এক্ষণে, বিবাহের নিত্যত্ব সম্ভব কি না, তাহার আলোচনা করিবার নিমিত্ত, বিবাহবিষয়ক বিধিবাক্য সকল উদ্ধৃত হইতেছে।

১। গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ (৩১)॥

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞালাভান্তে, যথাবিধানে স্নান ও সমাবর্ত্তন করিয়া, সজাতীয়া সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

২। অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ (৩২)।

যথাবিধানে ব্রহ্মচর্য্যনির্ব্বাহ করিয়া, সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

৩। বিন্দেত বিধিবদ্ভার্য্যামসমানার্ষগোত্রজাম্ (৩৩)।

যথাবিধি অসমানগোত্রা, অসমানপ্রবরা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

৪। গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেতানন্যপূর্ব্বাং যবীয়সীম্ (৩৪)।

গৃহস্থ সজাতীয়া, বয়ঃকনিষ্ঠা, অনন্যপূর্ব্বা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

৫। গৃহস্থো বিনীতক্রোধহর্ষো গুরুণানুজ্ঞাতঃ স্নাত্বা অসমানার্ষামস্পৃষ্টমৈথুনাং যবীয়সীং সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত (৩৫)।

গৃহস্থ, ক্রোধ ও হর্ষ বশীকৃত করিয়া, গুরুর অনুজ্ঞালাভান্তে সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক, অসমানপ্রবরা, অক্ষতযোনি, বয়ঃকনিষ্ঠা, সজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

৬। অথ দ্বিজোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ সবর্ণাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
কুলে মহতি সম্ভূতাং লক্ষণৈশ্চ সমন্বিতাম্॥
ব্রাহ্মেণৈব বিবাহেন শীলরূপগুণান্বিতাম্ (৩৬)॥

দ্বিজ, বেদাধ্যয়নানন্তর গুরুর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, ব্রাহ্ম বিধানে, সুশীলা, সুলক্ষণা, রূপবতী, গুণবতী, মহাকুলপ্রসূতা, সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

---

(৩১) মনুসংহিতা। ৩। ৪।
(৩২) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা। ১। ৫২।
(৩৩) শঙ্খসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়।
(৩৪) গোতমসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়।
(৩৫) বশিষ্ঠসংহিতা, অষ্টম অধ্যায়।
(৩৬) সংবর্ত্তসংহিতা। ৩৫।

৭। গৃহীতবেদাধ্যয়নঃ শ্রুতশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
অসমানার্ষগোত্রাং হি কন্যাং সভ্রাতৃকাং শুভাম্।
সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণাং সুবৃত্তামুদ্বহেন্নরঃ (৩৭) ॥

মনুষ্য, যথাবিধি বেদাধ্যয়ন ও অধীত শাস্ত্রের অর্থগ্রহণ করিয়া, অসগোত্রা, অসমানপ্রবরা, ভ্রাতৃমতী, শুভলক্ষণা, সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণা, সচ্চরিত্রা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

৮। সজাতিমুদ্বহেৎ কন্যাং সুরূপাং লক্ষণান্বিতাম্ (৩৮)।

সজাতীয়া, সুরূপা, সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

৯। বুদ্ধিরূপশীললক্ষণসম্পন্নামরোগামুপযচ্ছেত। (৩৯)।

বুদ্ধিমতী, সুরূপা, সুশীলা, সুলক্ষণা, অরোগিণী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

১০। লক্ষণ্যো বরো লক্ষণবতীং কন্যাং যবীয়সীমসপিণ্ডামসগোত্রজামবিরুদ্ধসম্বন্ধামুপযচ্ছেৎ। (৪০)।

লক্ষণযুক্ত বর লক্ষণবতী, বয়ঃকনিষ্ঠা, অসপিণ্ডা, অসগোত্রা, অবিরুদ্ধসম্বন্ধা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

১১। কুলজাং সুমুখীং স্বঙ্গীং সুকেশাঞ্চ মনোহরাম্।
সুনেত্রাং সুভগাং কন্যাং নিরীক্ষ্য বরয়েদ্‌বুধঃ (৪১) ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি সৎকুলজাতা, সুমুখী, শোভনাঙ্গী, সুকেশা, মনোহরা, সুনেত্রা, সুভগা কন্যা দেখিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিবেক।

১২। সবর্ণাং ভার্য্যামুদ্বহেৎ (৪২)।

সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

---

(৩৭) হারীতসংহিতা।
(৩৮) বৃহৎপরাশরসংহিতা। ৪। ৩২।
(৩৯) আশ্বলায়নীয় গৃহ্যসূত্র। ১। ৫৩।
(৪০) আশ্বলায়নীয় গৃহ্যপরিশিষ্ট। ১। ২২।
(৪১) আশ্বলায়নস্মৃতি, বিবাহপ্রকরণ।
(৪২) বুধস্মৃতি।

১৩। বেদানধীত্য বিধিনা সমাবৃত্তোঽপ্লুতব্রতঃ।
সমানামুদ্বহেৎ পত্নীং যশঃশীলবয়োগুণৈঃ (৪৩)॥

যথাবিধি বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যসমাধান পূর্ব্বক সমাবর্ত্তন করিয়া, যশ, শীল, বয়স্ ও গুণে স্বসদৃশী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

১৪। লব্ধাভ্যনুজ্ঞো গুরুতো দ্বিজো লক্ষণসংযুতাম্।
বুদ্ধিশীলগুণোপেতাং কন্যকামন্যগোত্রজাম্।
আত্মনোঽবরবর্ষাঞ্চ বিবহেদ্বিধিপূর্ব্বকম্ (৪৪)॥

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, বিধি পূর্ব্বক, সুলক্ষণা, বুদ্ধিমতী, সুশীলা, গুণবতী, অসগোত্রা, বয়ঃকনিষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

১৫। গুরুং বা সমনুজ্ঞাপ্য প্রদায় গুরুদক্ষিণাম্।
সদৃশানাহরেদ্দারান্ মাতাপিতৃমতে স্থিতঃ (৪৫)॥

গুরুর অনুজ্ঞা লাভ ও গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়া, পিতা মাতার মতানুবর্ত্তী হইয়া, সজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

১৬। বেদং বেদৌ চ বেদান্ বা ততোঽধীত্য যথাবিধি।
অবিশীর্ণব্রহ্মচর্য্যো দারান্ কুর্ব্বীত ধর্ম্মতঃ (৪৫)॥

যথাবিধি এক বেদ, দুই বেদ, বা সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য সমাপন পূর্ব্বক, ধর্ম্ম অনুসারে, দারপরিগ্রহ করিবেক।

১৭। সমাবর্ত্ত্য সবর্ণাস্তু লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ (৪৬)।

সমাবর্ত্তন করিয়া, সজাতীয়া, সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

১৮। অপাকৃত্য ঋণঞ্চার্ষং লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ (৪৭)॥

ঋষিঋণের পরিশোধ করিয়া, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক, সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

---

(৪৩) চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডধৃত বৃহস্পতিবচন।

(৪৪) বিধানপারিজাতধৃত শৌনকবচন।

(৪৫) চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডধৃত।

(৪৬) চতুর্বিংশতিস্মৃতিব্যাখ্যাধৃত।

(৪৭) বিধানপারিজাতধৃত মৎস্যপুরাণ।

১৯। বেদানধীত্য যত্নেন পাঠতো জ্ঞানতস্তথা।
সমাবর্ত্তনপূর্ব্বন্তু লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ (৪৮) ॥

যত্ন পূর্ব্বক বেদের পাঠ ও অর্থগ্রহ করিয়া, সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক, সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

২০। অতঃপরং সমাবৃত্তঃ কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্ (৪৯)।

অতঃপর, সমাবর্ত্তন করিয়া, দারপরিগ্রহ করিবেক।

২১। সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীম্।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ (৫০) ॥

দ্বিজ, পিতৃপক্ষে সপ্তমী ও মাতৃপক্ষে পঞ্চমী ত্যাগ করিয়া, ন্যায়ানুসারে, যথাবিধি, দারপরিগ্রহ করিবেক।

২২। অসমানার্ষেয়ীং কন্যাং বরয়েৎ (৫১)।

অসমানপ্রবরা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

২৩। স্নাত্বা সমুদ্বহেৎ কন্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ (৫২)।

সমাবর্ত্তন করিয়া, সজাতীয়া, সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

২৪। দারাধীনাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
দারান্ সর্ব্বপ্রযত্নেন বিশুদ্ধানুদ্বহেত্ততঃ (৫৩) ॥

গৃহস্থাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া স্ত্রী ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণজাতির। অতএব, সর্ব্ব প্রযত্নে নির্দোষা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি না থাকিলে, ঐ বিধি নিত্য বিধি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। বিবাহবিষয়ক যে সকল বিধিবাক্য প্রদর্শিত হইল, তাহার একটিতেও ফলশ্রুতি নাই; সুতরাং, বিবাহবিষয়ক বিধি নিত্য বিধি হইতেছে; এবং,

---

(৪৮) বিধানপারিজাতধৃত।
(৪৯) উদ্বাহতত্ত্বধৃত সংবর্ত্তবচন।
(৫০) উদ্বাহতত্ত্বধৃত বিষ্ণুপুরাণ।
(৫১) উদ্বাহতত্ত্বধৃত পৈঠীনসিবচন।
(৫২) বীরমিত্রোদয়ধৃত ব্যাসবচন।
(৫৩) মদনপারিজাতধৃত কাশ্যপবচন।

সেই নিত্য বিধি অনুযায়ী বিবাহের নিত্যত্বও সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে।

পত্নীমূলং গৃহং পুংসাম্ (৫৪)।

পত্নী পুরুষদিগের গৃহস্থাশ্রমের মূল।

ন গৃহেণ গৃহস্থঃ স্যাদ্ভার্য্যয়া কথ্যতে গৃহী।
যত্র ভার্য্যা গৃহং তত্র ভার্য্যাহীনং গৃহং বনম্ (৫৫)॥

কেবল গৃহবাস দ্বারা গৃহস্থ হয় না; ভার্য্যার সহিত গৃহে বাস করিলে গৃহস্থ হয়। যেখানে ভার্য্যা, সেই খানে গৃহ; ভার্য্যাহীন গৃহ বন।

এই দুই শাস্ত্র অনুসারে, স্ত্রী গৃহস্থাশ্রমের মূল, স্ত্রী ব্যতিরেকে গৃহস্থাশ্রম হয় না, এবং স্ত্রীবিরহিত ব্যক্তি গৃহস্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং, অকৃতদার বা মৃতদার ব্যক্তি আশ্রমভ্রষ্ট।

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ (৫৬)॥

দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ, আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না; বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পাতকগ্রস্ত হয়।

এই শাস্ত্রে, গৃহস্থ ব্যক্তির, প্রথম অবস্থায়, অথবা মৃতদার অবস্থায়, বিবাহের অকরণে স্পষ্ট দোষশ্রুতি দৃষ্ট হইতেছে।

অষ্টচত্বারিংশদব্দং বয়ো যাবন্ন পূর্য্যতে।
পুত্রভার্য্যাবিহীনস্য নাস্তি যজ্ঞাধিকারিতা (৫৭)॥

যাবৎ আটচল্লিশ বৎসর বয়স্ পূর্ণ না হয়, পুত্রহীন ও ভার্য্যাহীন ব্যক্তির যজ্ঞে অধিকার নাই।

---

(৫৪) দক্ষসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়।

(৫৫) বৃহৎপরাশরসংহিতা। ৪। ৭০।

(৫৬) দক্ষসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।

(৫৭) উদ্বাহতত্ত্বধৃত ভবিষ্যপুরাণ।

এই শাস্ত্রেও, আটচল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, স্ত্রীবিরহিত ব্যক্তির পক্ষে, বিলক্ষণ দোষশ্রুতি লক্ষিত হইতেছে।

মেখলাজিনদণ্ডেন ব্রহ্মচারী তু লক্ষ্যতে।
গৃহস্থো দেবযজ্ঞাদ্যৈর্নখলোম্না বনাশ্রিতঃ।
ত্রিদণ্ডেন যতিশ্চৈব লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্।
যস্যৈতল্লক্ষণং নাস্তি প্রায়শ্চিত্তী নচাশ্রমী (৫৮)॥

মেখলা, অজিন, দণ্ড ব্রহ্মচারীর লক্ষণ; দেবযজ্ঞ প্রভৃতি গৃহস্থের লক্ষণ; নখ, লোম প্রভৃতি বানপ্রস্থের লক্ষণ; ত্রিদণ্ড যতির লক্ষণ; এক এক আশ্রমের এই সকল পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ; যাহার এই লক্ষণ নাই, সে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তী ও আশ্রমভ্রষ্ট।

এই শাস্ত্রেও, বিবাহের অকরণে, স্পষ্ট দোষশ্রুতি লক্ষিত হইতেছে। দেবযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমের লক্ষণ; কিন্তু, স্ত্রীর সহযোগ ব্যতিরেকে, ঐ সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না; সুতরাং, স্ত্রীবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রষ্ট ও প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই সকল বচনে বিবাহবিধির লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি লক্ষিত হইতেছে কি না। লঙ্ঘনে দোষশ্রুতিও বিধির নিত্যত্বপ্রতিপাদক; সুতরাং, লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি দ্বারা বিবাহবিধির, ও তদনুযায়ী বিবাহের, নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

অপরঞ্চ, শাস্ত্রান্তরেও বিবাহবিধির লঙ্ঘনে সুস্পষ্ট দোষশ্রুতি দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

অদারস্য গতির্নাস্তি সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
সুরার্চ্চনং মহাযজ্ঞং হীনভার্য্যো বিবর্জ্জয়েৎ॥

---

(৫৮) দক্ষসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।

একচক্রো রথো যদ্বদেকপক্ষো যথা খগঃ।
অভার্য্যোঽপি নরস্তদ্বদযোগ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥
ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ সুখম্।
ভার্য্যাহীনে গৃহং কস্য তস্মাদ্ভার্য্যাং সমাশ্রয়েৎ ॥
সর্ব্বস্বেনাপি দেবেশি কর্ত্তব্যো দারসংগ্রহঃ (৫৯) ॥

ভার্য্যাহীন ব্যক্তির গতি নাই; তাহার সকল ক্রিয়া নিষ্ফল; ভার্য্যাহীনের দেবপূজায় ও মহাযজ্ঞে অধিকার নাই; একচক্র রথ ও একপক্ষ পক্ষীর ন্যায়, ভার্য্যাহীন ব্যক্তি সকল কার্য্যে অযোগ্য; ভার্য্যাহীনের ক্রিয়ায় অধিকার নাই; ভার্য্যাহীনের সুখ নাই; ভার্য্যাহীনের গৃহ নাই; অতএব ভার্য্যা আশ্রয় করিবেক। হে দেবেশি! সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও, দারপরিগ্রহ করিবেক।

---

(৫৯) মৎস্যসূক্ত, একত্রিংশ পটল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যে সমস্ত শাস্ত্র প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে, বোধ করি, বিবাহের নিত্যত্ব একপ্রকার সংস্থাপিত হইতেছে। এক্ষণে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যেরূপে বিবাহের নিত্যত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। তিনি লিখিয়াছেন,

"অথ বিবাহস্য ত্রৈবিধ্যাবান্তরভেদেষু নিত্যত্বং যদুররীকৃতং তৎ কস্মাৎ হেতোঃ কিং তদ্বিনা বিবাহস্বরূপাসিদ্ধেঃ উত বিবাহফলাসিদ্ধেঃ উত শাস্ত্রপ্রমাণানুসারিত্বাৎ। নাদ্যদ্বিতীয়ৌ নিত্যত্বং বিনাপি বিবাহস্বরূপফলানাং সিদ্ধেঃ ন হি নিত্যত্বং বিবাহস্বরূপনির্ব্বাহকং কেনাপ্যুররীক্রিয়তে ফলাসিদ্ধিপ্রয়োজকত্বং তু সুদূরপরাহতং নিত্যকর্ম্মণঃ ফলনৈয়ত্যাভাবাৎ। তৃতীয়ঃ পক্ষঃ পরিশিষ্যতে তত্রাপীদমুচ্যতে প্রতিজ্ঞামাত্রেণ সাধ্যসিদ্ধেরনভ্যুপগমাৎ হেতুভূতপ্রমাণস্য তত্রানির্দ্দেশাৎ ন তস্য সাধ্যসাধকত্বম্। অথ অকরণে প্রত্যবায়ানুবন্ধিত্বমেব নিত্যত্বে হেতুরুচ্যতে অকরণে প্রত্যবায়ানুবন্ধিত্বনির্ণয়স্যাপি বলবদাগমসাধ্যত্বাৎ আগমস্য চ তত্রানির্দ্দেশাৎ কথঙ্কারং তাদৃশহেতুনা সাধ্যসিদ্ধিঃ নিশ্চিতহেতোরেব সাধ্যসিদ্ধেঃ প্রয়োজকত্বাৎ প্রত্যুত

যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজেৎ
ব্রহ্মচর্য্যাদ্বা বনাদ্বা গৃহাদ্বা

ইতি শ্রুত্যা বৈরাগ্যমাত্রতঃ প্রব্রজ্যায়া উক্ত্যা গৃহস্থাশ্রমস্য নিত্যত্ববাধনাৎ।

অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো যমিচ্ছেত্তু তমাবসেৎ

ইতি প্রাগুক্তবচনেন গৃহস্থাশ্রমাদেঃ ইচ্ছাধীনত্বোক্তেঃ নৈষ্ঠিক-

ব্রহ্মচারিণশ্চ গৃহস্থাশ্রমাভাবস্য সর্ব্বসম্মতত্বাচ্চ। এবং তন্নিত্যত্বাভাবে তদধীনপ্রবৃত্তিকস্য বিবাহস্য কথং নিত্যত্বং স্যাৎ।

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ॥

ইতি দক্ষবচনে তু দ্বিজানামাশ্রমমাত্রস্যৈব অকরণে প্রত্যবায়ানুবন্ধিত্বকথনেঽপি গৃহস্থাশ্রমমাত্রস্য নিত্যত্বাপ্রাপ্তেঃ। অত্র চ দ্বিজপদস্যোপলক্ষণপরত্বং যদভিহিতং তদপি প্রমাণসাপেক্ষত্বাৎ প্রমাণস্য চানুপন্যাসাদুপেক্ষ্যমেব (৬০)।”

বিবাহের ত্রৈবিধ্যের অবান্তরভেদের মধ্যে যে নিত্যত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে, সে কি হেতুতে, কি তদ্ব্যতিরেকে বিবাহের স্বরূপ অসিদ্ধ হয় এই হেতুতে, কিংবা বিবাহের ফল অসিদ্ধ হয় এই হেতুতে, অথবা শাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, তাহা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় হেতু সম্ভবে না, কারণ বিবাহের নিত্যত্ব ব্যতিরেকে বিবাহের স্বরূপ ও ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে, নিত্যত্ব বিবাহের স্বরূপনির্ব্বাহক, ইহা কেহই স্বীকার করেন না; নিত্যত্ব ব্যতিরেকে বিবাহের ফল অসিদ্ধ হয় এ কথা সুদূরপরাহত, নিত্য কর্ম্মের ফলের নৈয়ত্য নাই। তৃতীয় পক্ষ অবশিষ্ট থাকিতেছে, সে বিষয়েও বক্তব্য এই, কেবল প্রতিজ্ঞা দ্বারা সাধ্য সিদ্ধ হয়, ইহা কেহই স্বীকার করেন না; সাধ্যসিদ্ধির হেতুভূত প্রমাণের নির্দ্দেশ নাই, সুতরাং, উহা সাধ্যসাধক হইতে পারে না। যদি বল, অকরণে প্রত্যবায়জনকতা নিত্যত্বের হেতু, কিন্তু অকরণে প্রত্যবায়জনকতার নির্ণয়ও বলবৎ শাস্ত্র ব্যতিরেকে হইতে পারে না, কিন্তু তথায় শাস্ত্রের নির্দ্দেশ নাই; অতএব কিরূপে তাদৃশ হেতু দ্বারা সাধ্যসিদ্ধ হইতে পারে, নির্ণীত হেতুই সাধ্যসিদ্ধির প্রয়োজক; প্রত্যুত, “যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, অথবা বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে পরিব্রজ্যা করিবেক”। এই বেদবাক্যে বৈরাগ্য জন্মিবামাত্র প্রব্রজ্যা উক্ত হওয়াতে, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব নিরস্ত হইতেছে। “যথাবিধানে ব্রহ্মচর্য্যনির্ব্বাহ করিয়া যে আশ্রমে ইচ্ছা হয় সে আশ্রম অবলম্বন করিবেক”; এই পূর্ব্বোক্ত বচনে গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতি ইচ্ছাধীন এ কথা বলা হইয়াছে; এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর গৃহস্থাশ্রম

(৬০) বহুবিবাহবাদ, ১৫ পৃষ্ঠা;

অবলম্বনের আবশ্যকতা নাই, ইহা সর্ব্বসম্মত। এইরূপে গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব নিরস্ত হইবাতে, গৃহস্থাশ্রম প্রবেশমূলক বিবাহের নিত্যত্ব কি রূপে হইতে পারে। "দ্বিজ আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকগ্রস্ত হয়" এই দক্ষবচনে দ্বিজাতিদিগের আশ্রমমাত্রের অকরণে প্রত্যবায়জনকতা উক্ত হইলেও, গৃহস্থাশ্রমমাত্রের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে না। আর এ স্থলে দ্বিজপদের যে উপলক্ষণপরত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ, কিন্তু প্রমাণের নির্দ্দেশ নাই; অতএব সে কথা অগ্রাহ্যই করিতে হইবেক।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই লিখনের অন্তর্গত আপত্তি সকল পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে।

প্রথম আপত্তি;—

"বিবাহের ত্রৈবিধ্যের অবান্তরভেদের মধ্যে যে নিত্যত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তাহা কি হেতুকে; কি তদ্ব্যতিরেকে বিবাহের স্বরূপ অসিদ্ধ হয় এই হেতুতে, কিংবা বিবাহের ফল অসিদ্ধ হয় এই হেতুতে, অথবা শাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, তাহা করা হইয়াছে।"

এই আপত্তির, অথবা প্রশ্নের, উত্তর এই; আমি, শাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, বিবাহের নিত্যত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছি।

দ্বিতীয় আপত্তি;—

"কেবল প্রতিজ্ঞা দ্বারা সাধ্য সিদ্ধি হয়, ইহা কেহই স্বীকার করেন না; সাধ্য সিদ্ধির হেতুভূত প্রমাণের নির্দ্দেশ নাই; সুতরাং উহা সাধ্যসাধক হইতে পারে না।"

অর্থাৎ, বিবাহ নিত্য এই মাত্র নির্দ্দেশ করিলে, বিবাহের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না; তাহা সিদ্ধ করা আবশ্যক হইলে, প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক। তাঁহার মতে, আমি, বিবাহ নিত্য, এই মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছি, কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করি নাই; সুতরাং, তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই

যে, প্রথম পুস্তকে আমি এ বিষয়ের সবিস্তর বিচার ও প্রমাণ প্রদর্শন করি নাই, তাহার কারণ এই যে, ধর্ম্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে কাহারও বিপ্রতিপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং, প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক, এই সংস্কার বশতঃ তাহা করি নাই। বস্তুতঃ, আমি সিদ্ধ বিষয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছি; সাধ্য নির্দ্দেশ করি নাই। সিদ্ধ বিষয়ের নির্দ্দেশ যেরূপে করিতে হয়, তাহাই করিয়াছি। যথা,

"যে সমস্ত বিধি প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে বিবাহ ত্রিবিধ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য। প্রথম বিধি অনুসারে যে বিবাহ করিতে হয়, তাহা নিত্য বিবাহ; এই বিবাহ না করিলে, মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমে অধিকারী হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ; তাহা না করিলে আশ্রমভ্রংশনিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয় (৬১)।"

"পুত্ত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্য সাধন গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য। দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে এই উভয়ই সম্পন্ন হয় না; এই নিমিত্ত, প্রথম বিধিতে, দারপরিগ্রহ, গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের দ্বারস্বরূপ, ও গৃহস্থাশ্রম সমাধানের অপরিহার্য্য উপায়স্বরূপ, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কালে, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হয়; এজন্য, ঐ অবস্থায়, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে, পুনরায় দারপরিগ্রহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন (৬১)।"

ধর্ম্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব সিদ্ধ বিষয় বলিয়া, প্রমাণ প্রদর্শন

---

(৬১) বহুবিবাহ, প্রথম পুস্তক, ৩৫৪ পৃষ্ঠা।

করি নাই বটে ; কিন্তু যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাতে তদ্বিষয়ক সমস্ত প্রমাণের সার সংগৃহীত হইয়াছে। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন, প্রমাণ নির্দ্দেশ নাই, অতএব তাহা অসিদ্ধ ও অগ্রাহ্য, অনায়াসে এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, ধর্ম্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব বিষয়ে পূর্ব্বে (৬২) যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দর্শনে বোধ করি তাঁহার সংশয় দূর হইতে পারে।

তৃতীয় আপত্তি ;—

> "যদি বল, অকরণে প্রত্যবায়জনকতা নিত্যত্বের হেতু, কিন্তু অকরণে প্রত্যবায়জনকতার নির্ণয়ও বলবৎ শাস্ত্র ব্যতিরেকে হইতে পারে না ; কিন্তু তথায় শাস্ত্রের নির্দ্দেশ নাই ; অতএব কিরূপে তাদৃশ হেতু দ্বারা সাধ্য সিদ্ধি হইতে পারে, নির্ণীত হেতুই সাধ্যসিদ্ধির প্রয়োজক।"

অর্থাৎ, যে কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় জন্মে অর্থাৎ যাহার লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি আছে, তাহাকে নিত্য বলে। কিন্তু অকরণে প্রত্যবায়-জনকতা বিবাহের নিত্যত্বসাধক প্রমাণ উপন্যস্ত হইতে পারে না ; কারণ, বিবাহের অকরণে প্রত্যবায় জন্মে, বিশিষ্ট শাস্ত্র-প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার নির্ণয় হইতে পারে না ; কিন্তু তাদৃশ শাস্ত্রের নির্দ্দেশ নাই। অতএব, অকরণে প্রত্যবায় জন্মে, এই হেতু দর্শাইয়া, বিবাহের নিত্যত্ব সাধিত হইতে পারে না।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এস্থলেও, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, শাস্ত্রব্যবসায়ীর মত, কথা বলেন নাই। বিবাহের অকরণে গৃহস্থ ব্যক্তির প্রত্যবায় জন্মে, ইহাও সর্ব্বসম্মত সিদ্ধ বিষয় ; এজন্য,

---

(৬২) এই পুস্তকের ৫২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

অনাবশ্যক বিবেচনায়, প্রথম পুস্তকে তাহার প্রমাণভূত শাস্ত্রের সবিশেষ নির্দ্দেশ করি নাই। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের প্রবোধনের নিমিত্ত, পূর্ব্বে (৬৩) তাদৃশ শাস্ত্রও সবিস্তর দর্শিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে, বোধ করি, তাঁহার সন্তোষ জন্মিতে পারে।

চতুর্থ আপত্তি ;—

"যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, অথবা বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে পরিব্রজ্যা করিবেক।

এই বেদবাক্যে বৈরাগ্য জন্মিবামাত্র পরিব্রজ্যা উক্ত হওয়াতে, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব নিরস্ত হইতেছে"।

এস্থলে বক্তব্য এই যে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, বেদবাক্যের শেষ অংশ আপন অভিপ্রায়ের অনুকূল দেখিয়া, ঐ অংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বেদবাক্য সমগ্র গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বপ্রতিপাদন স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। তথাপি, পাঠকগণের সুবিধার জন্য, পুনরায় উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,

ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজেৎ।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহস্থ হইবেক, গৃহস্থ হইয়া বানপ্রস্থ হইবেক, বানপ্রস্থ হইয়া সন্ন্যাসী হইবেক; যদি বৈরাগ্য জন্মে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, অথবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে পরিব্রজ্যাশ্রম আশ্রয় করিবেক; যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই পরিব্রজ্যা আশ্রয় করিবেক।

প্রথমতঃ, যথাক্রমে চারি আশ্রমের ব্যবস্থা আছে; তৎপরে, বৈরাগ্য জন্মিলে, সন্ন্যাস গ্রহণের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে।

---

(৬৩) এই পুস্তকের ৫৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।

ইহাতে, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাহত না হইয়া, নিত্যত্বের সংস্থাপনই হইতেছে, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, (৬৪) এজন্য এস্থলে আর তাহার উল্লেখ করা গেল না।

পঞ্চম আপত্তি ;—

"যথাবিধানে ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয়, সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক এই পূর্ব্বোক্ত বচনে গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতি ইচ্ছাধীন একথা বলা হইয়াছে।"

এ বচন দ্বারা যে গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাহত হয় না, তাহা পূর্ব্বে সম্যক্ সংস্থাপিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ আপত্তি ;—

"নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনের আবশ্যকতা নাই ইহা সর্ব্বসম্মত।"

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন না, ইহাতেও গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাহত হইতে পারে না। সামান্য বিধি অনুসারে, উপনয়নের পর, কিয়ৎ কাল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া, গৃহস্থাশ্রম, তৎপরে বানপ্রস্থাশ্রম, তৎপরে পরিব্রজ্যাশ্রম, অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু বিশেষ বিধি অনুসারে, সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। যেমন, যথাক্রমে চারি আশ্রম ব্যবস্থাপিত হইলেও, বিশেষ বিধি অনুসারে, বৈরাগ্যস্থলে, এক কালে ব্রহ্মচর্য্যের পর পরিব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে পারে, এবং তদ্দ্বারা গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতির নিত্যত্ব ব্যাহত হয় না; সেইরূপ, কিয়ৎ কাল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া, পরে, ক্রমে ক্রমে, অবশিষ্ট আশ্রমত্রয়ের অবলম্বন ব্যবস্থাপিত হইলেও, বিশেষ বিধি অনুসারে, গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতিতে পরাঙ্মুখ হইয়া, যাবজ্জীবন

(৬৪) এই পুস্তকের ৫২৩ পৃষ্ঠা দেখ।

ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতির নিত্যত্বব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে বিশেষ বিধি এই ;—

যদি ত্বাত্যন্তিকং বাসং রোচয়েত গুরোঃ কুলে।
যুক্তঃ পরিচরেদেনমাশরীরবিমোক্ষণাৎ (৬৫) ॥

যদি গুরুকুলে যাবজ্জীবন বাস করিবার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে, অবহিত হইয়া, দেহত্যাগ পর্য্যন্ত, তাঁহার পরিচর্য্যা করিবেক।

কিয়ৎ কাল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার সামান্য বিধি থাকিলেও, ইচ্ছা হইলে, এই বিশেষ বিধি অনুসারে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিতে পারে। স্থলবিশেষে, বিশেষ বিধি অনুসারে, নিত্য কর্ম্মের বাধ হয়, এবং সেই বাধ দ্বারা, তত্তৎ কর্ম্মের নিত্যত্ব ব্যাহত হয় না, ইহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব নহে।

যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ (৬৬)।

যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগ করিবেক।

নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্ (৬৭)।

স্নান করিয়া, শুচি হইয়া, নিত্য দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও পিতৃতর্পণ করিবেক।

ইত্যাদি শাস্ত্রে, যাবজ্জীবন, অগ্নিহোত্র, দেবতর্পণ প্রভৃতি কর্ম্মের নিত্য বিধি আছে। কিন্তু,

সন্ন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কর্ম্মদোষানপানুদন্।
নিয়তো বেদমভ্যস্য পুত্রৈশ্বর্য্যে সুখং বসেৎ (৬৮)।

---

(৬৫) মনুসংহিতা। ২। ২৪৩।
(৬৬) একাদশীতত্ত্বধৃত শ্রুতি।
(৬৭) মনুসংহিতা। ২। ১৭৬।
(৬৮) মনুসংহিতা। ৬। ৯৫।

সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ, কর্ম্মজনিত দোষের অপনোদন, ও বেদশাস্ত্রের অনুশীলন পূর্ব্বক, পুত্রদত্ত গ্রাসাচ্ছাদন দ্বারা জীবনধারণ করিয়া, সংযত মনে সচ্ছন্দে কালযাপন করিবেক।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ (৬৯)॥

ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া, আত্মজ্ঞানে, চিত্তস্থৈর্য্যে ও বেদাভ্যাসে যত্নবান্ হইবেক।

ইত্যাদি শাস্ত্রে, পরিব্রাজকের পক্ষে, বেদোক্ত ও ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগের বিধি আছে; তদনুসারে, ঐ সকল কর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে, অগ্নিহোত্র, দেবতর্পণ প্রভৃতি নিত্য কর্ম্ম। পরিব্রজ্যা অবস্থায়, ঐ সকল নিত্য কর্ম্ম পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু, ঐ পরিত্যাগ জন্য, তত্তৎ কর্ম্মের নিত্যত্ব ব্যাহত হয় না। সেইরূপ, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন না, এই হেতুতে, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বব্যাঘাত ঘটিতে পারে না।

সপ্তম আপত্তি ;—

"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ॥

"দ্বিজ আশ্রমবিহীন হইয়া, এক দিনও থাকিবেক না; বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকগ্রস্ত হয়।" এই দক্ষবচনে দ্বিজাতিদিগের আশ্রমমাত্রের অকরণে প্রত্যবায়জনকতা উক্ত হইলেও, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে না।"

এই আপত্তি সর্ব্বাংশে তৃতীয় আপত্তির তুল্য। সুতরাং, ইহার আর স্বতন্ত্র সমালোচন অনাবশ্যক।

এই সঙ্গে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় এক প্রাসঙ্গিক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন; সে বিষয়েও কিছু বলা আবশ্যক।

---

(৬৯) মনুসংহিতা। ১২। ৯২।

"আর, এ স্থলে দ্বিজপদের যে উপলক্ষণপরত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ, কিন্তু প্রমাণের নির্দ্দেশ নাই। অতএব সে কথা অগ্রাহ্যই করিতে হইবেক।"

নিতান্ত অনবধান বশতই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় এরূপ কথা বলিয়াছেন। দ্বিজপদের যে উপলক্ষণপরত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহাও এক প্রকার সিদ্ধ বিষয়; প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার তাদৃশী আবশ্যকতা নাই। সে যাহা হউক, সে বিষয়ে "প্রমাণের নির্দ্দেশ নাই," এ কথা প্রণিধান পূর্ব্বক বলা হয় নাই। প্রথম পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, তাহার আলোচনা করিয়া দেখিলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় দ্বিজপদের উপলক্ষণপরত্বব্যাখ্যার সম্পূর্ণ প্রমাণ দেখিতে পাইতেন। যথা,

"দক্ষ কহিয়াছেন,

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ॥

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ, আশ্রমবিহীন হইয়া, এক দিনও থাকিবেক না; বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পাতকগ্রস্ত হয়।

এই শাস্ত্র অনুসারে, আশ্রমবিহীন হইয়া থাকা, দ্বিজের পক্ষে, নিষিদ্ধ ও পাতকজনক। দ্বিজপদ উপলক্ষণ মাত্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি বর্ণের পক্ষেই এই ব্যবস্থা।

বামনপুরাণে নির্দ্দিষ্ট আছে,

চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকম্॥
ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এব হি।

ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ।
গার্হস্থ্যমুচিতন্ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণমাচরেৎ॥

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, ব্রাহ্মণের এই চারি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে; ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিন; বৈশ্যের প্রথম দুই; শূদ্রের গার্হস্থ্যমাত্র এক আশ্রম; সে, হৃষ্ট চিত্তে, তাহারই অনুষ্ঠান করিবেক (৭০)।"

বামনপুরাণ অনুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ন্যায়, শূদ্রও আশ্রমে অধিকারী; তাহার পক্ষে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া কালক্ষেপণ করিবার বিধি আছে। অতএব, শূদ্রের যখন গৃহস্থাশ্রমে অধিকার ও তাহা অবলম্বন করিয়া কালক্ষেপণ করিবার বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন বিহিত আশ্রম অবলম্বন না করা তাহার পক্ষে দোষাবহ, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু দক্ষবচনে, দোষকীর্ত্তন স্থলে, দ্বিজশব্দের প্রয়োগ আছে; দ্বিজশব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণের বোধ হয়; এজন্য, "দ্বিজপদ উপলক্ষণমাত্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি বর্ণের পক্ষেই এই ব্যবস্থা," ইহা লিখিত হইয়াছিল; অর্থাৎ, যদিও বচনে দ্বিজ শব্দ আছে, কিন্তু যখন, চারি বর্ণের পক্ষেই, আশ্রমব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, তখন আশ্রমলঙ্ঘনে যে দোষশ্রুতি আছে, তাহা চারি বর্ণের পক্ষেই সমভাবে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত; এবং, সেই জন্যই, বচনস্থিত দ্বিজ শব্দ, দ্বিজমাত্রের বোধক না হইয়া, আশ্রমাধিকারী চারি বর্ণের বোধক হওয়া আবশ্যক। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের প্রীত্যর্থে, এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, এই মীমাংসা আমার কপোলকল্পিত, অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত, অভিনব মীমাংসা নহে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, বহু কাল পূর্ব্বে, এই মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন; যথা,

(৭০) বহুবিবাহ, প্রথম পুস্তক, ৪৫১ পৃষ্ঠা।

"দক্ষঃ

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হ্যসৌ॥
জপে হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে বা রতঃ সদা।
নাসৌ ফলং সমাপ্নোতি কুর্ব্বাণোঽপ্যাশ্রমচ্যুতঃ॥

বিষ্ণুপুরাণঞ্চ

ব্রতেষু লোপকো যশ্চ আশ্রমাদ্বিচ্যুতশ্চ যঃ।
সন্দংশযাতনামধ্যে পততস্তাবুভাবপি॥

অত্র আশ্রমাদ্বিচ্যুতশ্চ য ইতি সামান্যেন দোষাভিধানাৎ শূদ্রস্যাপি তথাত্বমিতি পূর্ব্ববচনে দ্বিজ ইত্যুপলক্ষণম্। শূদ্রস্যাপ্যাশ্রমমাহ পরাশরভাষ্যে বামনপুরাণম্

চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকম্।
ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এব হি।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ।
গার্হস্থ্যমুচিতন্ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণমাচরেৎ" (৭১)॥

দক্ষ কহিয়াছেন, "দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণ, আশ্রমবিহীন হইয়া, এক দিনও থাকিবেক না; বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পাতকগ্রস্ত হয়। আশ্রমচ্যুত হইয়া, জপ, হোম, দান, অথবা বেদাধ্যয়ন করিলে, ফলভাগী হয় না।" বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে, "যে ব্যক্তি ব্রতলোপ করে, এবং যে ব্যক্তি আশ্রমচ্যুত হয়, ইহারা উভয়েই সন্দংশযাতনানামক নরকে পতিত হয়।" এ স্থলে, কোনও বর্ণের উল্লেখ না করিয়া, আশ্রমচ্যুত ব্যক্তির দোষকীর্ত্তন করাতে, আশ্রমচ্যুত হইলে শূদ্রও দোষভাগী হইবেক, ইহা অভিপ্রেত হওয়াতে, পূর্ব্ববচনে দ্বিজপদ উপলক্ষণ মাত্র। পরাশরভাষ্যধৃত বামনপুরাণবচনে শূদ্রেরও

---

(৭১) উদাহতত্ত্ব।

আশ্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা, "ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, ব্রাহ্মণের এই চারি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে; ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিন; বৈশ্যের প্রথম দুই; শূদ্রের গার্হস্থ্য মাত্র এক আশ্রম; সে, হৃষ্ট চিত্তে, তাহারই অনুষ্ঠান করিবেক।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, প্রমাণ দেখিতে না পাইয়া, দ্বিজপদের উপলক্ষণপরত্বব্যাখ্যা অপ্রমাণ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বচন দেখিয়া, তাহার অর্থনির্ণয় ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিয়া, মীমাংসা করা সকলের পক্ষে সহজ নহে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু, এতদ্দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত উদ্বাহতত্ত্বে দৃষ্টি থাকিলে, উল্লিখিত দ্বিজপদের উপলক্ষণপরত্বব্যাখ্যা অপ্রমাণ বলিয়া অগ্রাহ্য করা যায় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
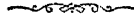
তর্কবাচস্পতি মহাশয় যেরূপে বিবাহের নিত্যত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা একপ্রকার আলোচিত হইল। এক্ষণে, তিনি যেরূপে বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা আলোচিত হইতেছে।

তিনি লিখিয়াছেন,

"কিমিদং নৈমিত্তিকত্বং কিং নিমিত্তাধীনত্বং নিমিত্তনিশ্চয়োত্তরাব্যবহিতোত্তরকর্ত্তব্যত্বং বা ন তাবদাদ্যঃ কার্য্যমাত্রস্য কারণসাধ্যতয়া সর্ব্বস্যৈব নৈমিত্তিকত্বাপত্তেঃ এবঞ্চ তদভিমতনিত্যবিবাহস্যাপি দানাদিপ্রযোজ্যতয়া নিমিত্তাধীনত্বেন নৈমিত্তিকত্বাপত্তিঃ। ন দ্বিতীয়ঃ পত্নীমরণনিশ্চয়াধীনস্য তন্মতে নিত্যস্য দ্বিতীয়বিধ্যনুসারিবিবাহস্যাপি নৈমিত্তিকত্বাপত্তেঃ তস্য অশৌচাদেরিব মরণনিমিত্তনিশ্চয়াধীনত্বাৎ। কিঞ্চ তন্মতে তৃতীয়বিধ্যনুসারিবিবাহস্য নৈমিত্তিকস্যাপি নৈমিত্তিকত্বানুপপত্তিঃ তস্য শুদ্ধকালপ্রতীক্ষাধীনতয়া বক্ষ্যমাণাষ্টবর্ষাদিকালপ্রতীক্ষাসদ্ভাবেন চ নিমিত্তনিশ্চয়াব্যবহিতোত্তরং ক্রিয়মাণত্বাভাবাৎ। অন্যচ্চ

নৈমিত্তিকানি কাম্যানি নিপতন্তি যথা যথা।
তথা তথৈব কার্য্যাণি ন কালস্তু বিধীয়তে॥

ইত্যুক্তেঃ লুপ্তসংবৎসরমলমাসশুক্রাস্তস্তত্বাস্তশুদ্ধকালেঽপি তৃতীয়বিধ্যনুসারিণো নৈমিত্তিকস্য কর্ত্তব্যতাপত্তিঃ নৈমিত্তিকে জাতেষ্ট্যাদৌ অশৌচাদেঃ শুদ্ধকালস্য চ প্রতীক্ষাভাবস্য সর্ব্বসম্মতত্বাৎ তৎপ্রতীক্ষণাভাবাপত্তের্দুস্তরত্বাৎ। মন্বাদিভিশ্চ

বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেত্তব্যা দশমে স্ত্রী মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী।

ইত্যাদিনা অষ্টবর্ষাদিকালপ্রতীক্ষাং বদদ্ভিঃ প্রদর্শিতনৈমিত্তিকত্বং তস্য প্রত্যাখ্যাতম্ (৭২)।"

নৈমিত্তিক কাহাকে বল, কি নিমিত্তাধীন কর্ম্মকে নৈমিত্তিক বলিবে, অথবা নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তর কালে যাহা করিতে হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক বলিবে। প্রথম পক্ষ সম্ভব নহে, কারণ, কার্য্যমাত্রই কারণসাধ্য, সুতরাং সকল কর্ম্মই নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে; এবং তাঁহার অভিমত নিত্য বিবাহও দানাদি-সাধ্য, সুতরাং নিমিত্তাধীন হইতেছে; এজন্য উহারও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিয়া উঠে। দ্বিতীয় পক্ষও সম্ভব নহে; তন্মতে দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ নিত্য বিবাহ; এই নিত্য বিবাহও নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে; কারণ, যেমন অশৌচ প্রভৃতি মরণ-নিশ্চয় জ্ঞানের অধীন, সেইরূপ এই নিত্য বিবাহও পূর্ব্বপত্নীর মরণনিশ্চয়জ্ঞানের অধীন। কিঞ্চ, তন্মতে তৃতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ; এই নৈমিত্তিক বিবাহেরও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিতে পারে না; বিবাহে শুদ্ধ কাল এবং বক্ষ্যমাণ অষ্টবর্ষাদি কাল প্রতীক্ষার আবশ্যকতা বশতঃ, নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তর কালে তাহার অনুষ্ঠান ঘটিতেছে না। অপরঞ্চ, নৈমিত্তিক কাম্য যখনই ঘটিবেক, তখনই তাহার অনুষ্ঠান করিবেক, তাহাতে কালাকাল বিবেচনা নাই।" এই শাস্ত্র অনুসারে, লুপ্ত সংবৎসর, মলমাস, শুক্রাস্ত প্রভৃতি অশুদ্ধ কালেও তৃতীয় বিধি অনুযায়ী নৈমিত্তিক বিবাহের কর্ত্তব্যতা ঘটিয়া উঠে। জাতেষ্টি প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্মে অশৌচাদির ও শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, ইহা সর্ব্বসম্মত; তদনুসারে তদভিমত নৈমিত্তিক বিবাহস্থলেও অশৌচাদির ও শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিবার আবশ্যকতা থাকিতে পারে না। আর, "স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্যামাত্র-প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে," ইত্যাদি দ্বারা মনু প্রভৃতি, অষ্টবর্ষাদি কাল প্রতীক্ষা বলিয়া, বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, "নিমিত্তাধীন কর্ম্ম নৈমিত্তিক," এই যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমার বিবেচনায়, উহাই নৈমিত্তি-

(৭২) বহুবিবাহবাদ, ১৮ পৃষ্ঠা।

কের প্রকৃত লক্ষণ। তত্তৎ কর্ম্মে অধিকারবিধায়ক আগন্তুক হেতুবিশেষকে নিমিত্ত বলে; নিমিত্তের অধীন যে কর্ম্ম, অর্থাৎ নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যে কর্ম্মে অধিকার জন্মে না, তাহাকে নৈমিত্তিক কহে; যেমন জাতকর্ম্ম, নান্দীশ্রাদ্ধ, গ্রহণশ্রাদ্ধ প্রভৃতি। জাতকর্ম্ম নৈমিত্তিক; কারণ, পুত্রজন্মরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে, জাতকর্ম্মে অধিকার জন্মে না; নান্দীশ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক; কারণ, পুত্রের সংস্কারাদিরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে, নান্দীশ্রাদ্ধে অধিকার জন্মে না; গ্রহণশ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক; কারণ, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে, গ্রহণশ্রাদ্ধে অধিকার জন্মে না। সেইরূপ, স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে, যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, ঐ বিবাহ নৈমিত্তিক; কারণ, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বরূপ নিমিত্ত ব্যবিরেকে, তাদৃশ বিবাহে অধিকার জন্মে না; স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে, যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, ঐ বিবাহ নৈমিত্তিক; কারণ, স্ত্রীর ব্যভিচাররূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে, তাদৃশ বিবাহে অধিকার জন্মে না; স্ত্রী চিররোগিণী হইলে, যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, ঐ বিবাহ নৈমিত্তিক; কারণ, স্ত্রীর চিররোগরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে, তাদৃশ বিবাহে অধিকার জন্মে না। এইরূপে, শাস্ত্রকারেরা, নিমিত্তবিশেষের নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার যে সকল বিধি দিয়াছেন, সেই সমস্ত বিধি অনুযায়ী বিবাহ, নৈমিত্তিক বিবাহ; কারণ, তত্তৎ নিমিত্ত ব্যতিরেকে, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার জন্মে না।

উল্লিখিত নৈমিত্তিক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে আপত্তি দর্শাইয়াছেন, তাহা কার্য্যকারক নহে। যথা,

"প্রথম পক্ষ সম্ভব নহে, কারণ কার্য্যমাত্রই কারণসাধ্য,

সুতরাং সকল কার্য্যই নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে। এবং তাঁহার অভিমত নিত্য বিবাহও দানাদিসাধ্য, সুতরাং নিমিত্তাধীন হইতেছে; এজন্য উহাঁরও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিয়া উঠে।"

তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক শব্দের প্রকৃত অর্থ অবগত নহেন; এজন্য, ঈদৃশ অকিঞ্চিৎকর আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন। সামান্যতঃ, নিমিত্ত শব্দ কারণবাচী ও নৈমিত্তিক শব্দ কার্য্যবাচী বটে। যথা,

উদেতি পূর্ব্বং কুসুমং ততঃ ফলং
ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।
নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরয়ং বিধি-
স্তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ (৭৩)॥

প্রথম পুষ্প উৎপন্ন হয়, তৎপরে ফল জন্মে; প্রথম মেঘের উদয় হয়, তৎপরে বৃষ্টি হয়; নিমিত্ত ও নৈমিত্তিকের এই ব্যবস্থা; কিন্তু, তোমার প্রসাদের অগ্রেই ফললাভ হয়।

এস্থলে, নিমিত্ত শব্দ কারণবাচী ও নৈমিত্তিক শব্দ কার্য্যবাচী। কিন্তু, ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক শব্দ পারিভাষিক, কারণার্থবাচক ও কার্য্যার্থবাচক সামান্য নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক শব্দ নহে। পুত্ত্রাদির সংস্কারকালে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়; পুরুষব্যাপার ও শাস্ত্রোক্ত ইতিকর্ত্তব্যতা প্রভৃতি দ্বারা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন হয়; এজন্য, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ পুরুষব্যাপার প্রভৃতি কারণসাধ্য হইতেছে। কিন্তু, পুরুষব্যাপার প্রভৃতি, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের নিষ্পাদক কারণ হইলেও, উহার নিমিত্ত বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে না; পুত্ত্রাদির সংস্কার উহার নিমিত্ত; অর্থাৎ

(৭৩) অভিজ্ঞানশকুন্তল, সপ্তম অঙ্ক।

পুত্রাদির সংস্কার উপস্থিত না হইলে, তাহাতে অধিকার জন্মে না; সুতরাং, পুত্রাদির সংস্কার আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধরূপ কার্য্যে অধিকারবিধায়ক হেতুবিশেষ ও নিমিত্তশব্দবাচ্য হইতেছে; এবং, এই পুত্রাদির সংস্কাররূপ নিমিত্তের অধীন বলিয়া, অর্থাৎ তাদৃশ নিমিত্ত ব্যতিরেকে, তাহাতে অধিকার জন্মে না এজন্য; আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক কার্য্য। অতএব, "কার্য্যমাত্রই কারণসাধ্য, সুতরাং সকল কার্য্যই নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে," এ কথা প্রণিধান পূর্ব্বক বলা হয় নাই। আর, আমার অভিমত নিত্য বিবাহও দানাদিসাধ্য, সুতরাং উহারও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিয়া উঠে; এ কথাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দানাদি বিবাহের নিষ্পাদক কারণ বটে, কিন্তু বিবাহের নিমিত্ত হইতে পারে না; কারণ, দানাদি বিবাহে অধিকারবিধায়ক হেতু নহে; সুতরাং, উহারা নিমিত্তশব্দবাচ্য হইতে পারে না। যদি উহারা নিমিত্তশব্দবাচ্য না হইল, তবে আমার অভিমত নিত্য বিবাহের নৈমিত্তিকত্বঘটনার সম্ভাবনা কি।

কিঞ্চ, "নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তরকালে যাহা করিতে হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক বলে;" তর্কবাচস্পতি মহাশয় এই যে দ্বিতীয় লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা নৈমিত্তিকের সাধারণ লক্ষণ হইতে পারে না। নৈমিত্তিক দ্বিবিধ, নিরবকাশ ও সাবকাশ। যাহাতে অবকাশ থাকে না, অর্থাৎ কালবিলম্ব চলে না, নিমিত্ত ঘটিলেই যাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাকে নিরবকাশ নৈমিত্তিক বলে; যেমন গ্রহণশ্রাদ্ধ। নিমিত্তযুক্ত কালে নৈমিত্তিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়; সুতরাং, যত ক্ষণ গ্রহণ থাকে, সেই সময়েই গ্রহণনিমিত্তক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক; গ্রহণ অতীত হইয়া গেলে, আর নিমিত্তযুক্ত কাল পাওয়া যায় না; এজন্য, আর সে শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার

থাকে না; গ্রহণ অধিক ক্ষণ স্থায়ী নহে; এজন্য, উপস্থিত হইবা মাত্র, শ্রাদ্ধের আরম্ভ করিতে হয়; সুতরাং, গ্রহণশ্রাদ্ধে অবকাশ থাকে না; এজন্য, গ্রহণশ্রাদ্ধ নিরবকাশ নৈমিত্তিক। আর, যাহাতে অবকাশ থাকে, অর্থাৎ বিশিষ্ট কারণ বশতঃ কালবিলম্ব চলে, নিমিত্তঘটনার অব্যবহিত পরেই, যাহার অনুষ্ঠানের ঐকান্তিকী আবশ্যকতা নাই, তাহাকে সাবকাশ নৈমিত্তিক বলে; যেমন, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বনিবন্ধন বিবাহ। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বরূপ নিমিত্তযুক্ত কালে এই বিবাহ করিতে হয়; স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব, গ্রহণরূপ নিমিত্তের ন্যায়, সহসা অতীত হইয়া যাইবেক, সে আশঙ্কা নাই; এজন্য, বিশিষ্ট কারণ বশতঃ বিলম্ব হইলেও, এ বিষয়ে নিমিত্তযুক্ত কালের অসম্ভাব ঘটে না; সুতরাং, ইহাতে অবকাশ থাকে; এজন্য, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বনিবন্ধন বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক। অতএব, "নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তরকালে যাহা করিতে হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক বলে," ইহা নিরবকাশ নৈমিত্তিকের লক্ষণ; কারণ, নিরবকাশ নৈমিত্তিকেই কালবিলম্ব চলে না। যথা,

কালেঽনন্যগতিং নিত্যাং কুর্য্যান্নৈমিত্তিকীং ক্রিয়াম্ (৭৪)।

যে সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম অনন্যগতি, অর্থাৎ কালান্তরে যাহাদের অনুষ্ঠান চলে না, নিমিত্তঘটনার অব্যবহিত উত্তরকালেই, তাহাদের অনুষ্ঠান করিবেক।

কুর্য্যাৎ প্রাত্যহিকং কর্ম্ম প্রযত্নেন মলিম্লুচে।
নৈমিত্তিকঞ্চ কুর্ব্বীত সাবকাশং ন যদ্ভবেৎ (৭৫)।

প্রত্যহ যে সকল কর্ম্ম করিতে হয়, এবং যে সকল নৈমিত্তিক সাবকাশ নহে; মলমাসেও, যত্ন পূর্ব্বক, তাহাদের অনুষ্ঠান করিবেক।

---

(৭৪) মলমাসতত্ত্বধৃত কাঠকগৃহ্য। (৭৫) মলমাসতত্ত্বধৃত বৃহস্পতিবচন।

নৈমিত্তিক সাবকাশ ও নিরবকাশ ভেদে দ্বিবিধ, বোধ হয়, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সে বোধ নাই; এজন্য, নিরবকাশ নৈমিত্তিকের লক্ষণকে নৈমিত্তিকমাত্রের লক্ষণ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

উল্লিখিত লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় সর্ব্বপ্রথম এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন,

> "তন্মতে দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ নিত্য বিবাহ; এই নিত্য বিবাহও নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে; কারণ, যেমন অশৌচ প্রভৃতি মরণনিশ্চয়জ্ঞানের অধীন, সেই রূপ এই নিত্য বিবাহও পূর্ব্ব-পত্নীর মরণনিশ্চয়জ্ঞানের অধীন"।

ইহার তাৎপর্য্য এই, পত্নীর মরণনিশ্চয় ব্যতিরেকে, পুরুষ দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহে অধিকারী হয় না; এজন্য, এই বিবাহে পত্নীমরণের নিমিত্ততা আছে; সুতরাং, উহা নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে, এবং তাহা হইলেই, আমার অভিমত নিত্যত্বের ব্যাঘাত হইল। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, প্রথম পুস্তকে

> "দ্বিতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ; তাহা না করিলে, আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয়" (৭৬)।

এই রূপে, প্রথমতঃ এই বিবাহের নিত্যত্ব নির্দ্দেশ করিয়া, পরিশেষে এই বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব স্বীকার করিয়াছি। যথা,

> "স্ত্রীবিয়োগরূপ নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়, এজন্য এই বিবাহের নৈমিত্তিকত্বও আছে" (৭৬)।

ফলকথা এই, স্ত্রীবিয়োগনিবন্ধন বিবাহ কেবল নিত্য অথবা কেবল নৈমিত্তিক নহে, উহা নিত্যনৈমিত্তিক। লঙ্ঘনে দোষশ্রুতিরূপ

---

(৭৬) বহুবিবাহ, প্রথম পুস্তক, ৩৫৪ পৃষ্ঠা।

হেতু বশতঃ, এই বিবাহের নিত্যত্ব আছে; আর, স্ত্রীবিয়োগরূপ নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়, এজন্য নৈমিত্তিকত্বও আছে। এইরূপ উভয়ধর্ম্মাক্রান্ত হওয়াতে, এই বিবাহ নিত্যনৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। আমি, প্রথমে এই বিবাহকে নিত্য বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, টীকায় উহার নৈমিত্তিকত্ব স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু, যখন উহার নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব উভয়ই আছে, তখন উহাকে, কেবল নিত্য বলিয়া পরিগণিত না করিয়া, নিত্যনৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত করাই আবশ্যক। এতদনুসারে, বিবাহ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট না হইয়া, বিবাহ নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্যনৈমিত্তিক, কাম্য ভেদে চতুর্ব্বিধ বলিয়া পরিগণিত হওয়াই উচিত ও আবশ্যক। সে যাহা হউক, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, উপেক্ষা বশতঃ, অথবা অনবধান বশতঃ, আমার লিখনে দৃষ্টিপাত না করিয়াই, এই আপত্তি করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই;—

"কিঞ্চ তন্মতে তৃতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ, এই নৈমিত্তিক বিবাহেরও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিতে পারে না; কারণ বিবাহে শুদ্ধ কালের এবং অষ্ট বর্ষাদি কালের প্রতীক্ষার আবশ্যকতা বশতঃ, নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তরকালে তাহার অনুষ্ঠান ঘটিতেছে না।

পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, নৈমিত্তিক দ্বিবিধ, সাবকাশ ও নিরবকাশ। সাবকাশ নৈমিত্তিকে কালপ্রতীক্ষা চলে; নিরবকাশ নৈমিত্তিকে কালপ্রতীক্ষা চলে না; তৃতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক; উহাতে কালপ্রতীক্ষা চলিতে পারে। এজন্য, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তরকালে অনুষ্ঠান না

ঘটিলেও, উহার নৈমিত্তিকত্বের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, সাবকাশ নৈমিত্তিকে নিরবকাশ নৈমিত্তিকে লক্ষণ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া, নৈমিত্তিক বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই ;—

> "অপরঞ্চ, "নৈমিত্তিক কর্ম্ম যখনই ঘটিবেক, তখনই তাহার অনুষ্ঠান করিবেক, তাহাতে কালাকাল বিবেচনা নাই।" এই শাস্ত্র অনুসারে, লুপ্তসংবৎসর মলমাস শুক্রাস্ত প্রভৃতি কালেও তৃতীয় বিধি অনুযায়ী নৈমিত্তিক বিবাহের কর্ত্তব্যতা ঘটিয়া উঠে। জাতেষ্টি প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্মে অশৌচাদির ও শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, ইহা সর্ব্বসম্মত ; তদনুসারে তদভিমত নৈমিত্তিক বিবাহস্থলেও অশৌচাদির ও শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিবার আবশ্যকতা থাকিতে পারে না।"

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এ আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর ; কারণ উক্ত বচন নিরবকাশনৈমিত্তিকবিষয়ক ; নিরবকাশ নৈমিত্তিকেই কালাকাল বিবেচনা নাই। তৃতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক। সাবকাশ নৈমিত্তিকে কালাকাল বিবেচনার সম্পূর্ণ আবশ্যকতা আছে। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, সাবকাশ নৈমিত্তিকে নিরবকাশ নৈমিত্তিকবিষয়িণী ব্যবস্থা ঘটাইবার চেষ্টা পাইয়া, অনভিজ্ঞতাপ্রদর্শনমাত্র করিয়াছেন।

অপরঞ্চ,

> "জাতেষ্টি প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্মে অশৌচাদির ও শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, ইহা সর্ব্বসম্মত।"

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই ব্যবস্থা সর্ব্বাংশে সঙ্গত নহে। জাতেষ্টি মলমাসাদি অশুদ্ধ কালেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে ;

সুতরাং, তাহাতে শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না," তদীয় ব্যবস্থার এ অংশ সর্ব্বসম্মত বটে। কিন্তু, জাতেষ্টিতে অশৌচান্তের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, অর্থাৎ অশৌচকালেও উহার অনুষ্ঠান হইতে পারে; এ ব্যবস্থা তিনি কোথায় পাইলেন, বলিতে পারি না। পুত্র জন্মিলে, জাতেষ্টি ও জাতকর্ম্ম করিবার, এবং জাতকর্ম্মের পর বালককে স্তন্য পান করাইবার, বিধি আছে। কিন্তু, জাতেষ্টি করিতে যত সময় লাগে, তত ক্ষণ স্তন্য পান করিতে না দিলে, বালকের প্রাণবিয়োগ অবধারিত; এজন্য, অগ্রে স্বল্পকালসাধ্য জাতকর্ম্ম মাত্র করিয়া, বালককে স্তন্য পান করায়; পরে, অশৌচান্তে জাতেষ্টি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থাই সর্ব্বসম্মত বলিয়া অঙ্গীকৃত। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, বুদ্ধিবলে, অশ্রুতপূর্ব্ব সর্ব্বসম্মত ব্যবস্থা বহিষ্কৃত করিয়াছেন। অশৌচকালেও জাতেষ্টি অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা যে সম্পূর্ণ অব্যবস্থা, সে বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই; তথাপি তাঁহার প্রীত্যর্থে, জাতেষ্টি সংক্রান্ত অধিকরণদ্বয় উদ্ধৃত হইতেছে;—

"অষ্টাদশম্

জন্মানন্তরমেবেষ্টির্জাতকর্ম্মণি বা কৃতে।
নিমিত্তানন্তরং কার্য্যং নৈমিত্তিকমতোঽগ্রিমঃ ॥ ১ ॥
জাতকর্ম্মণি নির্বৃত্তে স্তনপ্রাশনদর্শনাৎ।
প্রাগেবেষ্টৌ কুমারস্য বিপত্তেরূর্দ্ধমস্তু সা ॥ ২ ॥

পুত্রজন্মনো বৈশ্বানরেষ্টিনিমিত্তত্বাৎ নৈমিত্তিকস্য কালবিলম্বাযোগাৎ জন্মানন্তরমেবেষ্টিরিতি চেৎ মৈবং স্তনপ্রাশনং তাবৎ জাতকর্ম্মানন্তরং বিহিতং যদি জাতকর্ম্মণঃ প্রাগেব বৈশ্বানরেষ্টিনিরূপ্যেত তদা স্তনপ্রাশনস্যাত্যন্তবিলম্বনাৎ পুত্রো বিপদ্যেত

তথা সতি পুত্ৰত্বাদিকমিষ্টিফলং কস্য স্যাৎ তস্মান্ন জন্মানন্তরং কিন্তু জাতকর্ম্মণ ঊর্দ্ধং সেষ্টিঃ” (৭৭)।

অষ্টাদশ অধিকরণ

পুত্ৰজন্মরূপ নিমিত্ত বশতঃ, বৈশ্বানর যাগ অর্থাৎ জাতেষ্টি করিতে হয়; নৈমিত্তিকের অনুষ্ঠানে কালবিলম্ব চলে না; অতএব, জন্মের পর ক্ষণেই, জাতেষ্টি করা উচিত, এরূপ বলিও না; কারণ, জাতকর্ম্মের পর স্তন্য পান করাইবার বিধি আছে; যদি জাতকর্ম্মের পূর্ব্বে জাতেষ্টির ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে স্তন্য পানের বিলম্বনিবন্ধন, বালকের প্রাণবিয়োগ ঘটে; বালকের প্রাণবিয়োগ ঘটিলে, যাগের ফলভাগী কে হইবেক। অতএব, জন্মের পর ক্ষণেই না করিয়া, জাতকর্ম্মের পর জাতেষ্টি করা আবশ্যক।

“একোনবিংশম্

জাতকর্ম্মানন্তরং স্যাদাশৌচাপগমেঽথবা।
নিমিত্তসন্নিধেরাদ্যঃ কর্ত্তুঃ শুদ্ধ্যর্থমুত্তরঃ ॥ ১ ॥

যদ্যপি জাতকর্ম্মানন্তরমেব তদনুষ্ঠানে নিমিত্তভূতং জন্ম সন্নিহিতং ভবতি তথাপ্যশুচিনা পিত্রা অনুষ্ঠীয়মানমঙ্গং বিকলং ভবেৎ জাতকর্ম্মণি তু বিপত্তিপরিহারায় তাৎকালিকী শুদ্ধিঃ শাস্ত্রেণৈব দর্শিতা মুখ্যসন্নিধেরবশ্যং বাধিতত্বাৎ শুদ্ধিলক্ষণাঙ্গবৈকল্যং বারয়িতুমাশৌচাদূর্দ্ধমিষ্টিং কুর্য্যাৎ” (৭৭)।

ঊনবিংশ অধিকরণ

যদিও, জাতকর্ম্মের পর ক্ষণেই, জাতেষ্টির অনুষ্ঠান করিলে পুত্ৰজন্মরূপ নিমিত্ত সন্নিহিত হয়; কিন্তু পিতা, অশুচি অবস্থায়, যাগের অনুষ্ঠান করিলে, তাহার ফললাভ হইতে পারে না। বালকের প্রাণবিয়োগরূপ অনিষ্ট নিবারণের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা, জাতকর্ম্ম স্থলে, পিতার তাৎকালিক শুদ্ধি ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিমিত্তসন্নিহিত কালে অনুষ্ঠান কোনও মতে চলিতে পারে না; অতএব,

(৭৭) জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তর, চতুর্থ অধ্যায়, তৃতীয় পাদ।

জাতকর্ম্মের পর না করিয়া, কার্য্যসিদ্ধির নিদানভূত শুদ্ধির অনুরোধে, অশৌচান্তে জাতেষ্টির অনুষ্ঠান করিবেক।

শবরস্বামীও, এইরূপ বিচার করিয়া, অশৌচান্তে, পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যাতে, জাতেষ্টির অনুষ্ঠান করিবেক, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যথা,

"তস্মাদতীতে দশাহে পৌর্ণমাস্যামমাবাস্যায়াং বা কুর্য্যাৎ" (৭৮)।

অতএব, দশাহ অতীত হইলে, পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যাতে করিবেক।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই ;—

"আর, "স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে," ইত্যাদি দ্বারা মনু প্রভৃতি, অষ্টবর্ষাদি কাল প্রতীক্ষা বলিয়া, বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন।"

এই অশ্রুতপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত নিতান্ত কৌতুককর। যে বচনে মনু নৈমিত্তিক বিবাহের বিধি দিয়াছেন, ঐ বচনে মনু বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা বলা অল্প পাণ্ডিত্যের কর্ম্ম নহে। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত পরেই যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহাই নৈমিত্তিক। কিন্তু, মনু, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিশ্চয়ের পর, অষ্টবর্ষাদি কাল প্রতীক্ষা করিয়া বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন ; সুতরাং, ঐ বিবাহ নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হইতেছে না ; এজন্য, উহার নৈমিত্তিকত্ব ঘটিতে পারে না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদিই মনু, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিশ্চয়ের পর, বিবাহ বিষয়ে অষ্টবর্ষাদি কালপ্রতীক্ষার বিধি দিয়া থাকেন, তাহা হইলেই,

---

(৭৮) মীমাংসাভাষ্য, চতুর্থ অধ্যায়; তৃতীয় পাদ, অষ্টাদশ অধিকরণ।

বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নিবন্ধন বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব নিরস্ত হইবেক কেন। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, ঈদৃশ বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক; বিশিষ্ট কারণ বশতঃ, সাবকাশ নৈমিত্তিকে কাল প্রতীক্ষা চলে; সুতরাং, নিমিত্তঘটনার অব্যবহিত পরেই, উহার অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। যদি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইত, নৈমিত্তিক কর্ম্ম মাত্রে, কোনও মতে, কাল প্রতীক্ষা চলে না, নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তর কালেই, তত্তৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদ্ব্যতিরেকে, ঐ সকল কর্ম্ম কদাচ নৈমিত্তিক বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না; তাহা হইলেই, ঐ বচন দ্বারা, উক্ত বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব নিরাকৃত হইতে পারিত।

কিন্তু, তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন; সুতরাং, ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহে অসমর্থ; সমর্থ হইলে, মনু, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি অবধারণের পর, অষ্টবর্ষাদি কাল প্রতিক্ষা করিয়া, বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন, এরূপ অসার ও অসঙ্গত কথা তদীয় লেখনী হইতে নির্গত হইত না। শাস্ত্রকারেরা বিধি দিয়াছেন, স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃতপুত্ত্রা, বা কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে, পুরুষ পুনরায় বিবাহ করিবেক। সুতরাং, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি অবধারিত না হইলে, পুরুষ, এই বিধি অনুসারে, বিবাহে অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতির অবধারণের সহজ উপায় নাই। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কিছু কাল স্ত্রীলোকের সন্তান না হইয়া, অধিক বয়সে সন্তান জন্মিয়াছে; উপর্য্যুপরি স্ত্রীলোকের কতকগুলি সন্তান মরিয়া, পরে সন্তান জন্মিয়া রক্ষা পাইয়াছে; ক্রমাগত, স্ত্রীলোকের কতকগুলি কন্যাসন্তান জন্মিয়া, পরে পুত্ত্রসন্তান জন্মিয়াছে। এ অবস্থায়, স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃতপুত্ত্রা বা কন্যামাত্রপ্রসবিনী বলিয়া অবধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে। রজোনিবৃত্তি না হইলে, স্ত্রীলোকের সন্তানসম্ভাবনা

নিবৃত্ত হয় না। অতএব, যাবৎ রজোনিবৃত্তি না হয়, তাবৎ স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃতপুত্রা, বা কন্যামাত্রপ্রসবিনী বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু, স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে গেলে, পুরুষের বয়স অতীত হইয়া যায়; সে বয়সে দারপরিগ্রহ করিলে, সন্তানোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকা সন্দেহস্থল। এরূপ নিরুপায় স্থলে, মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রথম ঋতুদর্শন দিবস হইতে আট বৎসর যে স্ত্রীলোকের সন্তান না জন্মিবেক, তাহাকে বন্ধ্যা, দশ বৎসর যে স্ত্রীলোকের সন্তান হইয়া মরিয়া যাইবেক, তাহাকে মৃতপুত্রা, আর এগার বৎসর যে স্ত্রীলোকের কেবল কন্যাসন্তান জন্মিবেক, তাহাকে কন্যামাত্রপ্রসবিনী বোধ করিতে হইবেক; এবং তখন পুরুষের পুত্রকামনায় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার অধিকার জন্মিবেক। নতুবা, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি অবধারণের পর আট বৎসর, দশ বৎসর, এগার বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া বিবাহ করিবেক, মনুবচনের ওরূপ অর্থ নহে। আর, যদি মনুবচনের ঐরূপ অর্থই তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিতান্ত অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, কোন সময়ে, কি উপায়ে, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি অবধারিত হইবেক, এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত ছিল; কারণ, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি অবধারিত হইলেই, অবধারণের দিবস হইতে অষ্টবর্ষাদি কালের গণনা আরম্ভ হইতে পারে। তদ্ব্যতিরেকে তাদৃশ কালগণনা, কোনও মতে, সম্ভবিতে পারে না। লোকে ব্যবস্থা অনুসারে চলিতে পারে, এরূপ পথ না করিয়া, ব্যবস্থা দেওয়া ব্যবস্থাপকের কর্ত্তব্য নহে।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্থলান্তরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"বিদ্যাসাগরেণ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যভেদেন বিবাহস্ত্রৈবিধ্যং

যদভিহিতং তৎ কিং মন্বাদিশাস্ত্রোপলব্ধম্ উত স্বপ্নোপলব্ধম্ অথ স্বশেমুষীপ্রতিভাসলব্ধং বা তত্র

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং স্নানমিষ্যতে

ইতি স্নানস্য যথা ত্রৈবিধ্যপ্রতিপাদকশাস্ত্রমুপলভ্যতে এবং শাস্ত্রোপলম্ভাভাবান্নাদ্যঃ ন চ তথা শাস্ত্রং দৃশ্যতে ন বা তেনাপ্যুপলব্ধম্। গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিত ইত্যুক্তিমনুস্মৃত্য সংস্কৃতপাঠশালাতো গৃহীতশকটভারপুস্তকেনাপি তেন যদি কিঞ্চিৎ প্রমাণমদ্রক্ষ্যত তদা নিরদেক্ষ্যত ন চ নিরদেশি। নাপি তত্র কস্যচিৎ সন্দর্ভস্য সম্মতিরস্তি। অতঃ প্রমাণোপন্যাসমন্তরেণ তদ্বচনমাত্রে বিশ্বাসভাজঃ সংস্কৃতানভিজ্ঞজনান্ প্রত্যেব তচ্ছোভতে নতু প্রমাণপরতন্ত্রান্ তান্ত্রিকান্ প্রতি (৭৯)।”

বিদ্যাসাগর নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ভেদে বিবাহের যে ত্রৈবিধ্য ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা কি মনুপ্রভৃতিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র দেখিয়া করিয়াছেন, না স্বপ্নে পাইয়াছেন, অথবা আপন বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে, “স্নান ত্রিবিধ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য”, স্নানের যেমন ত্রৈবিধ্যপ্রতিপাদক এই শাস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে, সেরূপ শাস্ত্র নাই, সুতরাং ঐ ব্যবস্থা শাস্ত্রানুযায়িনী নহে; সেরূপ শাস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে না, এবং তিনিও পান নাই। “গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ” যাহার অনেক গ্রন্থ আছে, সে পণ্ডিতপদবাচ্য; এই উক্তির অনুসরণ করিয়া, তিনি সংস্কৃতপাঠশালা হইতে এক গাড়ী পুস্তক লইয়া গিয়াছেন; তাহাতেও যদি কিছু প্রমাণ দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাহা নির্দ্দেশ করিতেন, কিন্তু নির্দ্দেশ করেন নাই। এ বিষয়ে কোন গ্রন্থের সম্মতি দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব প্রমাণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে অবলম্বিত ঐ ত্রৈবিধ্যব্যবস্থা তদীয় বাক্যে বিশ্বাসকারী সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকটেই শোভা পাইবেক, প্রমাণপরতন্ত্র তান্ত্রিকদিগের নিকটে নহে।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আমি মনুপ্রভৃতিপ্রণীত শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া, বিবাহের ত্রৈবিধ্য ব্যবস্থা করিয়াছি; ঐ ব্যবস্থা স্বপ্নে

---

(৭৯) বহুবিবাহবাদ, ১২ পৃষ্ঠা।

প্রাপ্ত, অথবা বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত নহে। তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে মীমাংসা করিয়াছেন, তদনুসারে বিবাহমাত্রই কাম্য; সুতরাং, বিবাহের কাম্যত্ব অংশে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই; কেবল, বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব অংশেই তিনি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে যে সকল শাস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, আমার বোধে, তদ্দ্বারা বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব, নিঃসংশয়িতরূপে, প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং, বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব ব্যবস্থা শাস্ত্রানুযায়িনী নহে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দ্দেশ, কোনও মতে, সঙ্গত হইতেছে না।

কিঞ্চ,

> "স্নান ত্রিবিধ, নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য", স্নানের যেমন ত্রৈবিধ্য প্রতিপাদক এই শাস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে, সেরূপ শাস্ত্র নাই।"

তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে, কখনও এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন না। কর্ম্মবিশেষ নিত্য, নৈমিত্তিক, বা কাম্য, কোনও কোনও স্থলে, বচনে এরূপ নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, অনেক স্থলে, সেরূপ নির্দ্দেশ নাই; অথচ, সে সকল স্থলে, তত্তৎ কর্ম্ম নিত্য, বা নৈমিত্তিক, বা কাম্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বচনে নিত্যত্ব প্রভৃতির নির্দ্দেশ না থাকিলে, কর্ম্ম সকল নিত্য প্রভৃতি বলিয়া পরিগণিত হইবেক না, এ কথা বলা যাইতে পারে না। সন্ধ্যাবন্দন নিত্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত; কিন্তু, বচনে নিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ নাই। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ নিত্য ও নৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু, বচনে নিত্য ও নৈমিত্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ নাই। একাদশীর উপবাস নিত্য ও কাম্য বলিয়া ব্যবস্থাপিত; কিন্তু বচনে নিত্য ও কাম্য বলিয়া নির্দ্দেশ নাই। যে

যে হেতুতে কর্ম্ম সকল নিত্য, নৈমিত্তিক, বা কাম্য বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইবেক, শাস্ত্রকারেরা তৎসমুদয় বিশিষ্টরূপে দর্শাইয়া গিয়াছেন; তদনুসারে, সর্ব্বত্র নিত্যত্ব প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। স্নান, দান, জাতকর্ম্ম, নান্দিশ্রাদ্ধ প্রভৃতি কতিপয় স্থলে বচনে যে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এরূপ নির্দ্দেশ আছে, তাহা বাহুল্যমাত্র; তাহা না থাকিলেও, তত্তৎ কর্ম্মের নিত্যত্ব প্রভৃতির নিরূপণ পূর্ব্বোল্লিখিত সাধারণ নিয়ম দ্বারা হইতে পারিত। বচনে নির্দ্দেশ না থাকিলে, যদি নিত্যত্ব প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইতে না পারে, তাহা হইলে সন্ধ্যাবন্দন, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, একাদশীর উপবাস, ইত্যাদির নিত্যত্ব প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না। বচনে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এরূপ নির্দ্দেশ থাকুক, বা না থাকুক, বিধিবাক্যে নিত্যশব্দপ্রয়োগ, লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি প্রভৃতি হেতু থাকিলে, সেই বিধি অনুযায়ী কর্ম্ম নিত্য বলিয়া পরিগণিত হইবেক; বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি থাকিলে, সেই বিধি অনুযায়ী কর্ম্ম কাম্য বলিয়া পরিগণিত হইবেক; বিধিবাক্যে নিমিত্ত বশতঃ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান অনুমত হইবেক, তাহা নৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত হইবেক। অতএব, বচনে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ইত্যাদি শব্দে নির্দ্দেশ না থাকিলে, বৈধ কর্ম্মের নিত্যত্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হয় না, ইহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কথা।

অপিচ,

"এ বিষয়ে কোনও গ্রন্থেরও সম্মতি দেখিতে পাওয়া যায় না"।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দ্দেশ অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র। বিবাহের নিত্যত্ব বিষয়ে অতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থের সম্মতি লক্ষিত হইতেছে। যথা,

"রতিপুত্রধর্ম্মার্থত্বেন বিবাহস্ত্রিবিধঃ তত্র পুত্রার্থো দ্বিবিধঃ নিত্যঃ কাম্যশ্চ তত্র নিত্যে প্রজার্থে সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ ইত্যনেন সবর্ণা মুখ্যা দর্শিতা (৮০)।"

বিবাহ ত্রিবিধ রত্যর্থ, পুত্রার্থ ও ধর্ম্মার্থ; তন্মধ্যে পুত্রার্থ বিবাহ দ্বিবিধ নিত্য ও কাম্য; তন্মধ্যে নিত্য পুত্রার্থ বিবাহে সবর্ণা কন্যা মুখ্যা, ইহা "সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ" এই বচন দ্বারা দর্শিত হইয়াছে।

এস্থলে বিজ্ঞানেশ্বর, অসন্দিগ্ধ বাক্যে, বিবাহের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অতএব, তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে, বিবাহের নিত্যত্বব্যবস্থা বিষয়ে, অন্ততঃ, মিতাক্ষরানামক গ্রন্থের সম্মতি আছে। কৌতুকের বিষয় এই, তিনি মিতাক্ষরার উপরি উদ্ধৃত অংশের

"রতিপুত্রধর্ম্মার্থত্বেন বিবাহস্ত্রিবিধঃ"।

বিবাহ ত্রিবিধ রত্যর্থ, পুত্রার্থ, ও ধর্ম্মার্থ।

এই প্রথম বাক্যটি বিবাহের কাম্যত্বসংস্থাপনপ্রকরণে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন (৮১); কিন্তু উহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী

"তত্র পুত্রার্থো দ্বিবিধঃ নিত্যঃ কাম্যশ্চ"

তন্মধ্যে পুত্রার্থ বিবাহ দ্বিবিধ, নিত্য ও কাম্য।

এই বাক্যে, নিত্য কাম্য ভেদে বিবাহ দ্বিবিধ, এই যে নির্দ্দেশ আছে, অনুগ্রহ করিয়া দিব্য চক্ষে তাহা নিরীক্ষণ করেন নাই।

---

(৮০) মিতাক্ষরা, আচারাধ্যায়।

(৮১) এতৎ সর্ব্বমভিসন্ধায় বিজ্ঞানেশ্বরেণ মিতাক্ষরায়ামাচারাধ্যায়ে রতিপুত্রধর্ম্মার্থত্বেন বিবাহস্ত্রিবিধ ইত্যুক্তম্। বহুবিবাহবাদ, ১০ পৃষ্ঠা। এই সকল অনুধাবন করিয়া, বিজ্ঞানেশ্বর, মিতাক্ষরার আচারাধ্যায়ে "রতিপুত্রধর্ম্মার্থত্বেন বিবাহস্ত্রিবিধঃ" এই কথা বলিয়াছেন।

বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব বিষয়েও প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সম্মতি দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

"অধিবেদনং ভার্য্যান্তরপরিগ্রহঃ অধিবেদননিমিত্তান্যপি স এবাহ"

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথেতি॥ (৮২)।

পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহের নাম অধিবেদন। যে সকল নিমিত্ত বশতঃ অধিবেদন করিতে পারে, যাজ্ঞবল্ক্য তৎসমুদয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, স্ত্রী সুরাপায়িণী, চিররোগিণী, ব্যভিচারিণী, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়বাদিনী, কন্যামাত্রপ্রসবিনী, ও পতিদ্বেষিণী হইলে, পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক।

"অধিবেদনং দ্বিবিধং ধর্ম্মার্থং কামার্থঞ্চ তত্র পুত্রোৎপত্ত্যাদিধর্ম্মার্থে পূর্ব্বোক্তানি মদ্যপত্বাদীনি নিমিত্তানি কামার্থে তু ন তান্যপেক্ষিতানি (৮৩)।"

"দ্বিবিধং হ্যধিবেদনং ধর্ম্মার্থং কামার্থঞ্চ তত্র পুত্রোৎপত্ত্যাদিধর্ম্মার্থে প্রাগুক্তানি মদ্যপত্বাদীনি নিমিত্তানি কামার্থে তু ন তান্যপেক্ষিতানি (৮৪)।"

অধিবেদন দ্বিবিধ ধর্ম্মার্থ ও কামার্থ; তাহার মধ্যে পুত্রোৎপত্তি প্রভৃতি ধর্ম্মার্থ অধিবেদনে পূর্ব্বোক্ত সুরাপানাদিরূপ নিমিত্তঘটনা আবশ্যক; কামার্থ বিবাহে সে সকলের অপেক্ষা করিতে হয় না।

"এতন্নিমিত্তাভাবে নাধিবেত্তব্যেত্যাহ আপস্তম্বঃ
ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত (৮৫)।"

আপস্তম্ব কহিয়াছেন, এই সকল নিমিত্ত না ঘটিলে, অধিবেদন করিতে পারিবেক না; যথা, যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না;

---

(৮২) পরাশরভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়।
(৮৩) পরাশরভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়।
(৮৪) চতুর্ব্বিংশতিস্মৃতিব্যাখ্যা।
(৮৫) বীরমিত্রোদয়।

এক্ষণে

১। "যে সকল নিমিত্ত বশতঃ অধিবেদন করিতে পারে।"

২। "ধর্ম্মার্থ অধিবেদনে পূর্ব্বোক্ত সুরাপানাদিরূপ নিমিত্ত ঘটনা আবশ্যক"।

৩। "এই সকল নিমিত্ত না ঘটিলে, অধিবেদন করিতে পারিবেক না"।

ইত্যাদি লিখন দ্বারা, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ কৃত বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব বিষয়ে, পরাশরভাষ্য, বীরমিত্রোদয়, ও চতুর্বিংশতিস্মৃতিব্যাখ্যা, এই সকল গ্রন্থের সম্মতি আছে কি না, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহোদয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অপরঞ্চ,

"অতএব প্রমাণপ্রদর্শন ব্যতিরেকে অবলম্বিত ঐ ত্রৈবিধ্যব্যবস্থা তদীয় বাক্যে বিশ্বাসকারী সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকটেই শোভা পাইবেক, প্রমাণপরতন্ত্র তান্ত্রিকদিগের নিকটে নহে"।

এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে বিবাহের ত্রৈবিধ্যব্যবস্থা প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক, অথবা প্রমাণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে, অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমার অবলম্বিত ব্যবস্থা তান্ত্রিকদিগের নিকটে শোভা পাইবেক না। কিন্তু, আমার সামান্য বিবেচনায়, তান্ত্রিক মাত্রেই ঐ ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিবেন, এরূপ বোধ হয় না। তবে, যাঁহারা তাঁহার মত ঘোর তান্ত্রিক, তাঁহাদের নিকটে উহা গ্রাহ্য হইবেক, এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না।

বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন,

"ইত্থং বিবাহস্য কেবলনিত্যত্বং কেবলনৈমিত্তিকত্বঞ্চ ত্রৈবিধ্য-বিভাজকোপাধিতয়া তেন যৎ প্রমাণমন্তরেণৈব কল্পিতং তৎ প্রতিক্ষিপ্তং তচ্চ দ্বিশকটপুস্তকভারাহরণেন উপদেশসহস্রানুসরণেন বা তেন সমাধেয়ম্ (৮৬)।"

এইরূপে বিদ্যাসাগর, প্রমাণ ব্যতিরেকেই, ত্রৈবিধ্যবিভাজক উপাধি স্বরূপে, যে বিবাহের কেবলনিত্যত্ব ও কেবলনৈমিত্তিকত্ব কল্পনা করিয়াছেন, তাহা খণ্ডিত হইল। এক্ষণে তিনি, দুই গাড়ী পুস্তক আহরণ অথবা সহস্র উপদেশ গ্রহণ করিয়া, তাহার সমাধান করুন।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, দয়া করিয়া, আমায় যে এই উপদেশ দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমি তাঁহার মত সর্ব্বজ্ঞ নহি; সুতরাং, পুস্তকবিরহিত অথবা উপদেশনিরপেক্ষ হইয়া, বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারি, আমার এরূপ সাহস বা এরূপ অভিমান নাই। বস্তুতঃ, তাঁহার উত্থাপিত আপত্তির সমাধানের নিমিত্ত, আমায় বহু পুস্তক দর্শন ও সংশয়স্থলে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তিনি, আত্মীয়তাভাবে, ঈদৃশ উপদেশ প্রদান না করিলেও, আমায় তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইত, তাহার সন্দেহ নাই। তর্কবাচস্পতি মহাশয় সবিশেষ অবগত ছিলেন, এজন্য পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি সংস্কৃত-পাঠশালা হইতে এক গাড়ী পুস্তক আহরণ করিয়াছি (৮৭)।

---

(৮৬) বহুবিবাহবাদ, ১৯ পৃষ্ঠা।

(৮৭) গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিত ইত্যুক্তিমনুসৃত্য সংস্কৃতপাঠশালাতো গৃহীতশকটভারপুস্তকেন। বহুবিবাহবাদ, ১৩ পৃষ্ঠা।

যাহার অনেক গ্রন্থ আছে সে পণ্ডিতপদবাচ্য, এই উক্তির অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত পাঠশালা হইতে এক গাড়ী পুস্তক লইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু, দেখ, তিনি কেমন সরল, কেমন পরহিতৈষী ; এক গাড়ী পুস্তক পর্য্যাপ্ত হইবেক না, যেমন বুঝিতে পারিয়াছেন, অমনি দুই গাড়ী পুস্তক আহরণের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্য বশতঃ, আমি যে সকল পুস্তক আহরণ করিয়াছি, আমার আশঙ্কা হইতেছে, তাহা দুই গাড়ী পরিমিত হইবেক না ; বোধ হয়, অথবা বোধ হয় কেন, একপ্রকার নিশ্চয়ই, কিছু ন্যূন হইবেক ; সুতরাং, সম্পূর্ণ ভাবে, তদীয় তাদৃশ নিরুপম উপদেশ পালন করা হয় নাই ; এজন্য, আমি অতিশয় চিন্তিত, দুঃখিত, লজ্জিত, কুণ্ঠিত, ও শঙ্কিত হইতেছি। দয়াময় তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যেরূপ দয়া করিয়া, আমায় ঐ উপদেশ দিয়াছেন, যেন সেইরূপ দয়া করিয়া, আমার এই অপরাধ মার্জনা করেন। আর, এস্থলে ইহাও নির্দেশ করা আবশ্যক, যদিও তদীয় উপদেশের এ অংশে আমার কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছে ; কিন্তু অপর অংশে, অর্থাৎ তাঁহার উত্থাপিত আপত্তির সমাধান বিষয়ে, যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। সুতরাং, সে বিষয়ে মহানুভাব তর্কবাচস্পতি মহোদয় আমায় নিতান্ত অপরাধী করিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,

"ইচ্ছায়া নিরঙ্কুশত্বাচ্চ য়াবদিচ্ছং তাবদ্বিবাহস্যোচিতত্বাৎ (১)।"

ইচ্ছার নিয়ামক নাই, অতএব যত ইচ্ছা বিবাহ করা উচিত।

এই ব্যবস্থার অথবা উপদেশবাক্যের সৃষ্টিকর্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি, এবং আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তিনি চিরজীবী হউন, এবং এইরূপ সদ্ব্যবস্থা ও সদুপদেশ দ্বারা, স্বদেশীয়দিগের সদাচারশিক্ষা ও জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন বিষয়ে, সহায়তা করিতে থাকুন। তাঁহার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি, অগাধ বিদ্যা, ও অদ্ভুত সাহস ব্যতিরেকে, এরূপ অভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থার উদ্ভব কদাচ সম্ভব নহে। তদপেক্ষা ন্যূনবুদ্ধি, ন্যূনবিদ্য, ন্যূনসাহস ব্যক্তির, "যত ইচ্ছা বিবাহ করা উচিত," কদাচ ঈদৃশ ব্যবস্থা দিতে সাহস হয় না; তাদৃশ ব্যক্তি, অত্যন্ত সাহসী হইলে, "যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে," কথঞ্চিৎ এরূপ ব্যবস্থা দিতে পারেন। যাহা হউক, তিনি যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা কত দূর সঙ্গত, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্যনৈমিত্তিক, ও কাম্য ভেদে বিবাহ চতুর্বিধ। ব্রহ্মচর্য্য সমাধানের পর, গুরুগৃহ হইতে স্বগৃহ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, তাহা নিত্য বিবাহ। যথা,

---

(১) বহুবিবাহবাদ, ৩৭ পৃষ্ঠা।

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ (২) ॥

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞালাভান্তে, যথাবিধানে স্নান ও সমাবর্ত্তন করিয়া, সজাতীয়া সুলক্ষণা ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ, তাহার জীবদ্দশায়, পুনরায় যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, তাহা নৈমিত্তিক বিবাহ। যথা,

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা (৩) ॥”

যদি স্ত্রী সুরাপায়িণী, চিররোগিণী, ব্যভিচারিণী, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়বাদিনী, কন্যামাত্রপ্রসবিনী, ও পতিদ্বেষিণী হয়, তৎসত্ত্বে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ, করিবেক।

পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যসাধন গৃহস্থাশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য; পুত্রলাভ ব্যতিরেকে, পিতৃঋণের পরিশোধ হয় না; যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য ব্যতিরেকে, দেবঋণের পরিশোধ হয় না। স্ত্রী বন্ধ্যা, ব্যভিচারিণী, সুরাপায়িণী প্রভৃতি হইলে, গৃহস্থাশ্রমের দুই প্রধান উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় না; এজন্য, শাস্ত্রকারেরা, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত ঘটিলে, তাহার জীবদ্দশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহের বিধি দিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কালে, যত বার নিমিত্ত ঘটিবেক, তত বার বিবাহ করিবার অধিকার ও ও আবশ্যকতা আছে। যথা,

অপুত্রঃ সন্ পুনর্দ্দারান্ পরিণীয় ততঃ পুনঃ।
পরিণীয় সমুৎপাদ্য নোচেদা পুত্রদর্শনাৎ।

---

(২) মনুসংহিতা। ৩।৪। (৩) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা। ১।৭৩।

বিরক্তশ্চেদ্বনং গচ্ছেৎ সন্ন্যাসং বা সমাশ্রয়েৎ (৪)॥

প্রথমপরিণীতা স্ত্রীতে পুত্র না জন্মিলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক; তাহাতেও পুত্র না জন্মিলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক; এইরূপে, যাবৎ পুত্রলাভ না হয়, তাবৎ বিবাহ করিবেক; আর, এই অবস্থায় যদি বৈরাগ্য জন্মে, বনগমন অথবা সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক।

শাস্ত্রকারেরা, যাবৎ নিমিত্ত ঘটিবেক তাবৎ বিবাহ করিবেক, এইরূপ বিধি প্রদান করিয়া, নিমিত্ত না ঘটিলে, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেক না, এইরূপ নিষেধও প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত (৫)।

যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না।

এই শাস্ত্র অনুসারে, পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন হইলে, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহে পুরুষের অধিকার নাই। পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, গৃহস্থ ব্যক্তির পুনরায় দারপরিগ্রহ আবশ্যক; এজন্য, শাস্ত্রকারেরা, তাদৃশ স্থলে, পুনরায় যে বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন, তাহা নিত্যনৈমিত্তিক বিবাহ। যথা,

ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দ্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ (৬)॥

পূর্ব্বমৃতা স্ত্রীর যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া, পুনরায় দারপরিগ্রহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবেক।

---

(৪) বীরমিত্রোদয় ও বিধানপারিজাতধৃত স্মৃতি।
(৫) আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্র। ২।৫।১২।
(৬) মনুসংহিতা। ৫।১৬৮।

এইরূপে শাস্ত্রকারেরা, গৃহস্থাশ্রমের প্রধান দুই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্যনৈমিত্তিক, এই ত্রিবিধ বিবাহের বিধি প্রদর্শন করিয়া, রতিকামনায়, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে, যে অসবর্ণাবিবাহের বিধি প্রদান করিয়াছেন, তাহা কাম্য বিবাহ। যথা,

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ (৭)।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা; কিন্তু যাহারা, কাম বশতঃ, বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক।

রতিকামনায় অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত হইলে, পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর সম্মতিগ্রহণ আবশ্যক। যথা,

একামুৎক্রম্য কামার্থমন্যাং লব্ধুং য ইচ্ছতি।
সমর্থস্তোষয়িত্বার্থৈঃ পূর্ব্বোঢ়ামপরাং বহেৎ (৮)॥

যে ব্যক্তি, স্ত্রী সত্ত্বে, কাম বশতঃ, পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, সে সমর্থ হইলে, অর্থ দ্বারা পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিয়া, অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক।

শাস্ত্রকারেরা, কামুক পুরুষের পক্ষে, অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন বটে; কিন্তু, সেই সঙ্গে, পূর্ব্ব স্ত্রীর সম্মতিগ্রহণরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া, কাম্য বিবাহের পথ একপ্রকার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, বলিতে হইবেক; কারণ, হিতাহিতবোধ ও সদসদ্বিবেচনাশক্তি আছে, এরূপ কোনও স্ত্রীলোক, অর্থলোভে, চির কালের জন্য, অপদস্থ হইতে, ও সপত্নীযন্ত্রণারূপ নরকভোগ করিতে, সম্মত হইতে পারে, সম্ভব বোধ হয় না।

---

(৭) মনুসংহিতা। ৩। ১২।

(৮) স্মৃতিচন্দ্রিকা, পরাশরভাষ্য, মদনপারিজাত প্রভৃতি ধৃত দেবলবচন।

বিবাহবিষয়ক বিধি সকল প্রদর্শিত হইল। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে, দারপরিগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক। মনু কহিয়াছেন,

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ (৯)॥

পুত্রোৎপাদন, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান, শুশ্রূষা, উত্তম রতি, এবং পিতৃলোকের ও আপনার স্বর্গলাভ, এই সমস্ত স্ত্রীর অধীন।

প্রথমবিবাহিতা স্ত্রীর দ্বারা এই সকল সম্পন্ন হইলে, তাহার জীবদ্দশায়, পুনরায়, বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অভিমত নহে। এজন্য, আপস্তম্ব তাদৃশ স্থলে স্পষ্ট বাক্যে বিবাহের নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি দোষ বশতঃ, পুত্রোৎপাদনের অথবা ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠানের ব্যাঘাত ঘটিলে, শাস্ত্রকারেরা, তাদৃশ স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহের বিধি দিয়াছেন। পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত, যত বার আবশ্যক, বিবাহ করিবেক; অর্থাৎ প্রথমপরিণীতা স্ত্রী পুত্রবতী না হইলে, তৎ সত্ত্বে বিবাহ করিবেক; এবং দ্বিতীয়পরিণীতা স্ত্রী পুত্রবতী না হইলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক; এইরূপে, যাবৎ পুত্রলাভ না হয়, তাবৎ বিবাহ করিবেক। আর, যদি প্রথমপরিণীতা স্ত্রীর সহযোগে, কোনও ব্যক্তির রতিকামনা পূর্ণ না হয়, সে রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক, অসবর্ণা বিবাহ করিবেক। অতএব, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ, অথবা উৎকট রতিকামনা বশতঃ, গৃহস্থ ব্যক্তির বহু বিবাহ সম্ভব; এই দুই কারণ ব্যতিরেকে, একাধিক

(৯) মনুসংহিতা। ৯। ২৮।

বিবাহ, শাস্ত্রানুসারে, কোনও ক্রমে, সম্ভবিতে পারে না। উক্ত প্রকারে বহু বিবাহ সম্ভব হওয়াতে, কোনও কোনও ঋষিবাক্যে, এক ব্যক্তির বহু বিবাহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,

অগ্নিশিষ্টাদিশুশ্রূষাং বহুভার্য্যঃ সবর্ণয়া।
কারয়েত্তদ্বহুত্বং চেজ্জ্যেষ্ঠয়া গর্হিতা ন চেৎ (১০)॥

যাহার অনেক ভার্য্যা থাকে, সে ব্যক্তি অগ্নিশুশ্রূষা অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান, ও শিষ্টশুশ্রূষা অর্থাৎ অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতির পরিচর্য্যা, সবর্ণা স্ত্রী সমভিব্যাহারে, সম্পন্ন করিবেক; আর যদি সবর্ণা বহুভার্য্যা থাকে, জ্যেষ্ঠা সমভিব্যাহারে সম্পন্ন করিবেক, যদি সে ধর্ম্মকার্য্যে অযোগ্যতাপ্রতিপাদক দোষে আক্রান্ত না হয়।

এই রূপে, যে যে স্থলে বহুভার্য্যাবিবাহের উল্লেখ দৃষ্ট হইবেক, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত, অথবা উৎকট রতিকামনা, ঐ বহুভার্য্যাবিবাহের নিদান বলিয়া বুঝিতে হইবেক। বস্তুতঃ, যখন পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত ঘটিলে, তাহার জীবদ্দশায়, পুনরায় সবর্ণা বিবাহের বিধি দৃষ্ট হইতেছে; যখন তাদৃশ নিমিত্ত না ঘটিলে, সবর্ণা বিবাহের স্পষ্ট নিষেধ লক্ষিত হইতেছে; এবং, যখন উৎকট রতিকামনার বশবর্ত্তী হইয়া, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্যত হইলে, কেবল অসবর্ণা বিবাহের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে, তখন যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা সবর্ণা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব, "ইচ্ছার নিয়ামক নাই, যত ইচ্ছা বিবাহ করা উচিত," তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত কত দূর শাস্ত্রানুমত বা ন্যায়ানুগত, তাহা সকলে বিবেচনা

(১০) বিধানপারিজাতধৃত কাত্যায়নবচন।

করিয়া দেখিবেন। তদীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে, বিবাহ করা পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন; অর্থাৎ ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা না হয় বিবাহ করিবেক না; অথবা যত ইচ্ছা বিবাহ করিবেক। কিন্তু, পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, চতুর্বিধ বিবাহের মধ্যে নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্যনৈমিত্তিক এই ত্রিবিধ বিবাহ পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে; শাস্ত্রকারেরা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া তত্তৎ বিবাহের স্পষ্ট বিধি প্রদান করিয়াছেন; এই ত্রিবিধ বিবাহ না করিলে, গৃহস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। তবে, রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক, যে অসবর্ণা বিবাহ করিবার বিধি আছে, কেবল ঐ বিবাহ পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে তাদৃশ বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা না হইলে তাদৃশ বিবাহ করিবেক না; তাদৃশ বিবাহ না করিলে, প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক না। অতএব বিবাহ মাত্রই পুরুষের ইচ্ছাধীন, ইহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কথা।

কিঞ্চ, বিবাহ বিষয়ে ইচ্ছার নিয়ামক নাই, ইহা অপেক্ষা অসার ও উপহাসকর কথা আর কিছুই হইতে পারে না। পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন হইলে, পূর্ব্বদর্শিত আপস্তম্ববচন দ্বারা, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় সবর্ণা বিবাহ এক বারে নিষিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং, সে অবস্থায়, ইচ্ছা অনুসারে, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার নাই। তবে, রতিকামনাস্থলে অসবর্ণাবিবাহ পুরুষের ইচ্ছার অধীন বটে; কিন্তু সে ইচ্ছারও নিয়ামক নাই, এরূপ নহে; কারণ, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রী সম্মত না হইলে, কেবল পুরুষের ইচ্ছায়, তাদৃশ বিবাহ হইতে পারে না। অতএব, বিবাহবিষয়ে পুরুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ,

যত ইচ্ছা হইবেক, তত বিবাহ করা উচিত, ঈদৃশ অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত 'ব্যবস্থা, তর্কবাচস্পতি মহাশয় ভিন্ন, অন্য পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির মুখ বা লেখনী হইতে নির্গত হইতে পারে, ইহা কোনও মতে সম্ভব বোধ হয় না। প্রথমতঃ, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, শাস্ত্র বিষয়ে, বহুদর্শী বলিয়া খ্যাতি-লাভ করিয়াছেন বটে; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার তাদৃশ অধিকার নাই; দ্বিতীয়তঃ, তিনি স্থিরবুদ্ধি লোক নহেন; তৃতীয়তঃ, ক্রোধে অন্ধ হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি নিরতিশয় কলুষিত হইয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত কারণে, বিবাহ-বিষয়ক বিধিবাক্যসমূহের অর্থনির্ণয় ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে না পারিয়া, এবং, কোনও কোনও স্থলে, বহু জায়া, বহু ভার্য্যা, অথবা ভার্য্যাশব্দের বহুবচনে প্রয়োগ দেখিয়া, ইচ্ছাধীন বহু সবর্ণা বিবাহ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবহার ও উচিত কর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা প্রচারিত করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অতঃপর, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের প্রামাণ্য সংস্থাপনের নিমিত্ত, যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎসমুদয় ক্রমে উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে।

"তস্মাদেকো বহ্বীর্বিন্দতে ইতি শ্রুতিঃ,
তস্মাদেকস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যৈ বহবঃ
সহ পতয়ঃ ইতি শ্রুতিঃ,
ভার্য্যাঃ কার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্বেবষাং শ্রেয়স্যঃ স্যুরিতি
দায়ভাগধৃতপৈঠীনসিস্মৃতিশ্চ বিবাহক্রিয়াকর্ম্মগতসংখ্যাবিশেষ-বহুত্বং খ্যাপয়ন্তী একস্যানেকবিবাহং প্রতিপাদয়তি (১১)।"

"অতএব, এক ব্যক্তি বহু ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে", এই শ্রুতি; "অতএব, এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা হইতে পারে, এক স্ত্রীর সহ অর্থাৎ এক সঙ্গে বহু পতি হইতে পারে না", এই শ্রুতি; এবং, "সজাতীয়া ভার্য্যা সকলের পক্ষে মুখ্য কল্প", দায়ভাগধৃত এই পৈঠীনসিস্মৃতি দ্বারা (১২), বিবাহক্রিয়ার কর্ম্মভূত ভার্য্যা প্রভৃতি পদে বহুবচনসদ্ভাব বশতঃ, এক ব্যক্তির অনেক বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে"।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এক ব্যক্তির অনেক বিবাহ হইতে পারে, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে,

(১১) বহুবিবাহবাদ, ২০ পৃষ্ঠা।

(১২) তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উল্লিখিত এই স্মৃতিবাক্য পৈঠীনসির বচন নহে; দায়ভাগে শঙ্খ ও লিখিতের বচন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি পৈঠীনসির বচন বলিয়া সর্ব্বত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এজন্য, আমাকেও, অগত্যা, তদীয় ঐ ভ্রান্তিমূলক নির্দ্দেশের অনুসরণ করিতে হইল।

স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ, এক ব্যক্তির বহু সবর্ণা বিবাহ সম্ভব; আর, উৎকট রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পুরুষ পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা ভার্য্যার জীবদ্দশায়, তদীয় সম্মতি ক্রমে, অসবর্ণা ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে; ইহা দ্বারাও এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাবিবাহ সম্ভব। অতএব, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত বেদবাক্যদ্বয়ে, যে বহু বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বন্ধ্যাত্বপ্রভৃতিনিমিত্তনিবন্ধন, অথবা উৎকটরতি-কামনামূলক, তাহার কোনও সংশয় নাই। উল্লিখিত বেদবাক্যদ্বয়ে, সামান্যাকারে, এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাপরিগ্রহ সম্ভব, এতন্মাত্র নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু, ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিরা, নিমিত্ত বিশেষ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাপরিগ্রহের বিধি দিয়াছেন। অতএব, বেদবাক্যনির্দ্দিষ্ট বহুভার্য্যাপরিগ্রহ ও ঋষিবাক্যব্যবস্থাপিত বহুভার্য্যাপরিগ্রহ একবিষয়ক; বেদে এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাপরিগ্রহের যে উল্লেখ আছে, ধর্ম্মশাস্ত্রে, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, ঐ বহুভার্য্যাপরিগ্রহের স্থল সকল ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বেদবাক্যের এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা কেবল আমার কপোলকল্পিত, অথবা লোক বিমোহনার্থে বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত, অভিনব তাৎপর্য্যব্যাখ্যা নহে। পূর্ব্বতন গ্রন্থকর্ত্তারা এই দুই বেদবাক্যের উক্তবিধ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যথা,

"অথাধিবেদনম্। তদুক্তমৈতরেয়ব্রাহ্মণে

তস্মাদেকস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয় ইতি।

সহশব্দসামর্থ্যাৎ ক্রমেণ পত্যন্তরং ভবতীতি গম্যতে। অতএব

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥

ইতি মনুনা স্ত্রীণামপি পত্যন্তরং স্মর্য্যতে। শ্রুত্যন্তরমপি

তস্মাদেকো বহ্বীর্জায়া বিন্দত ইতি।

নিমিত্তান্যাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথেতি ॥

মনুরপি

মদ্যপাসত্যবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা ॥

এতন্নিমিত্তাভাবে নাধিবেত্তব্যেত্যাহ আপস্তম্বঃ

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্বীত।
অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াদিতি।

অস্যার্থঃ যদি প্রথমোঢ়া স্ত্রী ধর্ম্মেণ শ্রৌতস্মার্ত্তাগ্নিসাধ্যেন প্রজয়া পুত্রপৌত্রাদিনা চ সম্পন্না তদা নান্যাং বিবহেৎ অন্যতরাভাবে অগ্ন্যাধানাৎ প্রাগেবোঢ়ব্যেতি অগ্ন্যাধানাৎ প্রাগিতি মুখ্যকল্পাভিপ্রায়ং নোত্তরপ্রতিষেধার্থম্ অধিবেদনস্য পুনরাধাননিমিত্ততানুপপত্তেঃ। স্মৃত্যন্তরেঽপি

অপুত্রঃ সন্ পুনর্দারান্ পরিণীয় ততঃ পুনঃ।
পরিণীয় সমুৎপাদ্য নোচেদা পুত্রদর্শনাৎ।
বিরক্তশ্চেদ্বনং গচ্ছেৎ সন্ন্যাসং বা সমাশ্রয়েদিতি ॥

অস্যার্থঃ প্রথমায়াং ভার্য্যায়ামপুত্রঃ সন্ পুনর্দারান্ পরিণীয়

পুত্রানুৎপাদয়েদিতি শেষঃ তস্যামপি পুত্রানুৎপত্তৌ আ পুত্রদর্শ-
নাৎ পরিণয়েদিতি শেষঃ। স্পষ্টমন্যৎ (১৩)।

অতঃপর অধিবেদনপ্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। ঐতবের ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, "অতএব এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা হইতে পারে, এক স্ত্রীর সহ, অর্থাৎ এক সঙ্গে, বহু পতি হইতে পারে না"। সহ, অর্থাৎ এক সঙ্গে, এই কথা বলাতে, ক্রমে অন্য পতি হইতে পারে, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে। এই নিমিত্ত, "স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত"। এই বচন দ্বারা, মনু স্ত্রীদিগের অন্য পতির বিধান করিয়াছেন। বেদান্তরেও উক্ত হইয়াছে, "অতএব এক ব্যক্তি বহুভার্য্যাবিবাহ করিতে পারে"। যে সকল নিমিত্ত বশতঃ অধিবেদন করিতে পারে, যাজ্ঞবল্ক্য তৎসমুদয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, "যদি স্ত্রী সুরাপায়িনী, চিররোগিণী, ব্যভিচারিণী, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী- অপ্রিয়বাদিনী, কন্যামাত্রপ্রসবিনী, ও পতিদ্বেষিণী হয়, তৎ সত্ত্বে অধিবেদন অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক"। মনুও কহিয়াছেন, "যদি স্ত্রী সুরাপায়িনী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, অতিক্রূরস্বভাবা, ও অর্থনাশিনী হয়, তৎ সত্ত্বে অধিবেদন অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক"। আপস্তম্ব কহিয়াছেন, এই সকল নিমিত্ত না ঘটিলে, অধিবেদন করিতে পারিবেক না। যথা, "যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎ সত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না। ধর্ম্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে, পুনরায় বিবাহ করিবেক"। "অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে", এ কথা বলার অভিপ্রায় এই, অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে বিবাহ করা মুখ্যকল্প; নতুবা অগ্ন্যাধানের পর, বিবাহ করিতে পারিবেক না, এরূপ তাৎপর্য্য নহে; তাহা হইলে অধিবেদন অগ্ন্যাধানের নিমিত্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অন্য স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, "প্রথম পরিণীতা স্ত্রীতে পুত্র না জন্মিলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক; তাহাতেও পুত্র না জন্মিলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক; এইরূপে, যাবৎ পুত্রলাভ না হয়, তাবৎ বিবাহ করিবেক; আর, এই অবস্থায় যদি বৈরাগ্য জন্মে; বনগমন অথবা সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক"।

দেখ, মিত্রমিশ্র, অধিবেদনপ্রকরণের আরম্ভ করিয়া, সর্ব্বপ্রথম,

---

(১৩) বীরমিত্রোদয়।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত বেদবাক্যদ্বয়কে অধিবেদনের প্রমাণস্বরূপ বিন্যস্ত করিয়াছেন; তৎপরে, যে সকল নিমিত্ত ঘটিলে, অধিবেদন করিতে পারে, তৎপ্রদর্শনার্থ যাজ্ঞবল্ক্যবচন ও মনুবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; পরিশেষে, ঐ সকল নিমিত্ত না ঘটিলে, অধিবেদন করিতে পারিবেক না, ইহা আপস্তম্ববচন দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, উল্লিখিত বেদবাক্যদ্বয়ে যে বহুভার্য্যাপরিগ্রহের নির্দ্দেশ আছে, মিত্রমিশ্রের মতে, ঐ বহুভার্য্যাপরিগ্রহ অধিবেদনের নির্দ্দিষ্টনিমিত্তনিবন্ধন হইতেছে কি না।

"অথ দ্বিতীয়বিবাহবিধানম্। তত্র শ্রুতিঃ

তস্মাদেকো বহ্বীর্জায়া বিন্দত ইতি।

শ্রুত্যন্তরমপি

তস্মাদেকস্য বহ্ব্যো জায়া ভবতি নৈকস্যৈ বহবঃ
সহ পতয় ইতি।

তদ্বিষয়মাহাপস্তম্বঃ

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত।
অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াদিতি॥

অস্যার্থঃ যদি প্রাগূঢ়া স্ত্রী ধর্ম্মেণ প্রজয়া চ সম্পন্না তদা নান্যাং বিবহেৎ অন্যতরাভাবে অগ্ন্যাধানাৎ প্রাক্ বোঢ়ব্যেতি। ত্রিভি-র্ঋণবান্ জায়ত ইতি; নাপুত্রস্য লোকোঽস্তি ইতি শ্রুতেঃ; স্মৃতিশ্চ,

অপুত্রঃ সন্ পুনর্দারান্ পরিণীয় ততঃ পুনঃ।
পরিণীয় সমুৎপাদ্য নোচেদা পুত্রদর্শনাৎ।
বিরক্তশ্চেদ্বনং গচ্ছেৎ সন্ন্যাসং বা সমাশ্রয়েৎ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ

স্থরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা (১৪)॥

অতঃপর দ্বিতীয়বিবাহপ্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। এ বিষয়ে বেদে উক্ত হইয়াছে, "অতএব এক ব্যক্তি বহু ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে"। বেদান্তরেও উক্ত হইয়াছে, "অতএব এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা হইতে পারে; এক স্ত্রীর সহ, অর্থাৎ এক সঙ্গে, বহু পতি হইতে পারে না" এ বিষয়ে আপস্তম্ব কহিয়াছেন, "যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না। ধর্ম্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে পুনরায় বিবাহ করিবেক"। "ত্রিবিধ ঋণে ঋণগ্রস্থ হয়", "অপুত্র ব্যক্তির সদ্গতি হয় না", এই দুই বেদবাক্য তাহার প্রমাণ; স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, "প্রথম পরিণীতা স্ত্রীতে পুত্র না জন্মিলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক; তাহাতেও পুত্র না জন্মিলে পুনরায় বিবাহ করিবেক। এইরূপে, যাবৎ পুত্রলাভ না হয়, তাবৎ বিবাহ করিবেক; আর, এই অবস্থায় যদি বৈরাগ্য জন্মে, বনগমন অথবা সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক"। যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন, "যদি স্ত্রী সুরাপায়িণী, চিররোগিণী, ব্যভিচারিণী, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়বাদিনী, কন্যামাত্রপ্রসবিনী, ও পতিদ্বেষিণী হয়, তৎসত্ত্বে অধিবেদন অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক।

এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত বেদবাক্যদ্বয়ে যে বহুভার্য্যাপরিগ্রহের নির্দ্দেশ আছে, মিত্রমিশ্রের ন্যায়, অনন্তভট্টের মতেও, ঐ বহুভার্য্যাপরিগ্রহ অধিবেদনের নির্দ্দিষ্টনিমিত্তনিবন্ধন হইতেছে কি না।

কিঞ্চ,

"তস্মাদেকস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ"।

---

(১৪) বিধানপারিজাত।

অতএব এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা হইতে পারে, এক স্ত্রীর সহ, অর্থাৎ এক সঙ্গে, বহু পতি হইতে পারে না।

এই বেদাংশ যে উপাখ্যানের উপসংহারস্বরূপ, তাহা সমগ্র উদ্ধৃত হইতেছে; তদ্দৃষ্টে, বোধ করি, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বিতণ্ডা-প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইতে পারে।

"ঋক্ চ বা ইদমগ্রে সাম চাস্তাম্। সৈব নাম ঋগাসীৎ অমো নাম সাম। সা বা ঋক্ সামো-পাবদৎ মিথুনং সম্ভবাব প্রজাত্যা ইতি। নেত্যব্রবীৎ সাম জ্যায়ান্ বা অতো মম মহি-মেতি। তে দ্বে ভূত্বোপাবদতাম্। তে ন প্রতি চন সমবদত। তাস্তিস্রো ভূত্বোপাবদন্। যৎ তিস্রো ভূত্বোপাবদন্ তত্তিসৃভিঃ সমভবৎ। যত্তিসৃভিঃ সমভবৎ তস্মাত্তিসৃভিঃ স্তুবন্তি তিসৃভিরুদ্গায়ন্তি। তিসৃভির্হি সাম সম্মিতং ভবতি। তস্মাদেকস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ (১৫)।"

পূর্ব্বে ঋক্ ও সাম পৃথক্ ছিলেন। ঋকের নাম সা, সামের নাম অম। ঋক্ সামের নিকটে গিয়া বলিলেন, আইস, আমরা সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত উভয়ে সহবাস করি। সাম কহিলেন, না; তোমার অপেক্ষা আমার মহিমা অধিক। তৎপরে দুই ঋক্ প্রার্থনা করিলেন। সাম তাহাতেও সম্মত হইলেন না। অনন্তর তিন ঋক্ প্রার্থনা করিলেন; যেহেতু তিন ঋক্ প্রার্থনা করিলেন, এজন্য সাম তাঁহাদের সহবাসে সম্মত হইলেন। যেহেতু সাম তিন ঋকের সহিত মিলিত হইলেন, এজন্য সামগেরা তিন ঋক্ দ্বারা যজ্ঞে স্তুতিগান করিয়া থাকেন। এক সাম তিন ঋকের তুল্য। অতএব এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা হইতে পারে, এক স্ত্রীর একসঙ্গে বহু পতি হইতে পারে না।

(১৫) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তৃতীয় পঞ্চিকা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ খণ্ড। গোপথ ব্রাহ্মণ, উত্তর ভাগ, তৃতীয় প্রপাঠক, বিংশ খণ্ড।

এই বেদাংশকে প্রকৃত উপাখ্যানের আকারে পরিণত করিয়া, তদীয় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইতেছে। "সামনাথ বাচস্পতির ঋক্‌সুন্দরী, ঋক্‌মোহিনী, ঋক্‌বিলাসিনী নামে তিন মহিলা ছিল। একদা, ঋক্‌সুন্দরী, সামনাথের নিকটে গিয়া, সন্তানোৎপত্তির নিমিত্ত, সহবাস প্রার্থনা করিলেন। তুমি নীচাশয়া অথবা নীচ-কুলোদ্ভবা, আমি তোমার সহিত সহবাস করিব না, এই বলিয়া, সামনাথ অস্বীকার করিলেন। পরে ঋক্‌সুন্দরী ও ঋক্‌মোহিনী উভয়ে প্রার্থনা করিলেন; সামনাথ তাহাতেও সম্মত হইলেন না। অনন্তর, ঋক্‌সুন্দরী, ঋক্‌মোহিনী, ঋক্‌বিলাসিনী, তিন জনে সমবেত হইয়া প্রার্থনা করিলে, সামনাথ তাঁহাদের সহিত সহবাসে সম্মত হইলেন"। এই উপাখ্যান দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে, সামনাথ বাচস্পতির তিন মহিলা ছিল; কোনও কারণে বিরক্ত হইয়া, তিনি তাহাদের সহবাসে পরাঙ্মুখ ছিলেন। অবশেষে, তিন জনের বিনয় ও প্রার্থনার বশীভূত হইয়া, তাহাদের সহিত সহবাস করিতে লাগিলেন। নতুবা, বাচস্পতি মহাশয় এক বারে তিন মহিলার পাণিগ্রহণ করিলেন, ইহা এ উপাখ্যানের উদ্দেশ্য হইতে পারে না; কারণ, অবিবাহিতা বালিকারা, অপরিচিত বা পরিচিত পুরুষের নিকটে গিয়া, সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত বিবাহপ্রার্থনা করিবেক, ইহা কোনও মতে সম্ভব বা সঙ্গত বোধ হয় না। যদি বিবাহিতার সহবাস অভিপ্রেত না বলিয়া, অবিবাহিতার বিবাহ অভিপ্রেত বল, এবং তদ্দ্বারা এক ব্যক্তির একবারে তিন বা তদধিক বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে, এক ব্যক্তি একবারে তিনের ন্যূন বিবাহ করিতে পারে না, এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া উঠে; কারণ, বিবাহপক্ষ অভিপ্রেত হইলে,

"যত্তিস্রো ভূত্বোপাবদন্ তত্তিস্রুভিঃ সমভবৎ"

এ অংশের

যেহেতু তিন জনে প্রার্থনা করিলেন, এজন্য সামনাথ তাঁহাদের পাণিগ্রহণ করিলেন,

এই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক; এবং তদনুসারে, একবারে তিন মহিলা বিবাহপ্রার্থিনী না হইলে, বিবাহ করা বেদবিরুদ্ধ ব্যবহার বলিয়া পরিগণিত হইবেক; কারণ, সামনাথ একাকিনী ঋক্‌সুন্দরীর, অথবা ঋক্‌সুন্দরী ও ঋক্‌মোহিনী উভয়ের, প্রার্থনায় তাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে সম্মত হয়েন নাই; পরিশেষে, ঋক্‌সুন্দরী, ঋক্‌মোহিনী, ও ঋক্‌বিলাসিনী তিন জনের প্রার্থনায় তাঁহাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ, এই বেদবাক্য অবলম্বন করিয়া, পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে, ক্রমে ক্রমে, বা একবারে, বহু ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে, এরূপ মীমাংসা করা, আর এই বেদবাক্য মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, অথবা তাঁহারা এই বেদবাক্যের অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই, এজন্য নিমিত্তনির্দ্দেশ পূর্ব্বক, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহের বিধিপ্রদর্শন ও নিমিত্ত না ঘটিলে বিবাহের নিষেধ প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করা নিরবচ্ছিন্ন অনভিজ্ঞতা-প্রদর্শন মাত্র।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত বেদবাক্যরূপ প্রমাণের অর্থ ও তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে, তাঁহার অবলম্বিত স্মৃতিবাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইতেছে।

"ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্ব্বেষাং শ্রেয়স্যঃ স্যুঃ"।

সজাতীয়া ভার্য্যা সকলের পক্ষে মুখ্য কল্প।

এই পৈঠীনসিবচনে ভার্য্যা এই পদে বহুবচন আছে; ঐ বহুবচনবলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুভার্য্যাবিবাহ শাস্ত্রানুমত ব্যবহার বলিয়া, প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু, কিঞ্চিৎ স্থিরচিত্ত হইয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে, তিনি অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেন, পৈঠীনসি এক ব্যক্তির বহু-ভার্য্যাবিধান অভিপ্রায়ে ভার্য্যাশব্দে বহুবচনের প্রয়োগ করেন নাই। বস্তুতঃ, ঐ বহুবচনপ্রয়োগ এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাবিবাহের পোষক নহে। "ভার্য্যাঃ," এস্থলে ভার্য্যা শব্দে যেরূপ বহুবচনের প্রয়োগ আছে, "সর্ব্বেষাম্," এস্থলে সর্ব্ব শব্দেও সেইরূপ বহুবচনের প্রয়োগ আছে। "সর্ব্বেষাম্", সকলের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণের, সজাতীয়া ভার্য্যা মুখ্য কল্প। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণের বোধনার্থে, সর্ব্ব শব্দে যেরূপ বহুবচন আছে, সেইরূপ, তিন বর্ণের স্ত্রী বুঝাইবার অভিপ্রায়ে, ভার্য্যা শব্দেও বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে।

উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্।৩।৪।

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সুলক্ষণা সবর্ণা ভার্য্যা বিবাহ করিবেক।

এই মনুবচনে দ্বিজ ও ভার্য্যা শব্দে একবচন থাকাতে, যেরূপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে;

"উদ্বহেরন্ দ্বিজা ভার্য্যাঃ সবর্ণা লক্ষণান্বিতাঃ।"

প্রদর্শিত প্রকারে, মনুবচনে দ্বিজ ও ভার্য্যা শব্দে বহুবচন থাকিলেও, অবিকল সেইরূপ অর্থের প্রতীতি হইত, তাহার কোনও সংশয় নাই। সমান ন্যায়ে,

ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্ব্বেষাং শ্রেয়স্যঃ স্যুঃ।

সজাতীয়া ভার্য্যা সকলের পক্ষে মুখ্য কল্প।

এই পৈঠীনসিবচনে ভার্য্যা ও সর্ব্ব শব্দে বহুবচন থাকাতে, যেরূপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে ;

ভার্য্যা সজাতীয়া সর্ব্বস্য শ্রেয়সী স্যাৎ।

প্রদর্শিত প্রকারে, পৈঠীনসিবচনে ভার্য্যা ও সর্ব্ব শব্দে একবচন থাকিলেও, অবিকল সেইরূপ অর্থের প্রতীতি হইত, তাহারও কোনও সংশয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহাদের বিশিষ্টরূপ বোধ ও অধিকার আছে, তাদৃশ ব্যক্তি মাত্রেই এইরূপ বুঝিয়া থাকেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, মহাপণ্ডিত বলিয়া, নবীন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। মহাপণ্ডিত মহোদয়ের প্রবোধনার্থে, এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, এই মীমাংসা আমার কপোলকল্পিত, অথবা লোক বিমোহনার্থে বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত, অভিনব মীমাংসা নহে। পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তারাও, ঈদৃশ স্থলে, এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়া গিয়াছেন ; যথা,

"তথাচ যমঃ

ভার্য্যাঃ সজাত্যাঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মঃ প্রথমকল্পিক ইতি।

অস্যমর্থঃ সমাবৃত্তস্য ত্রৈবর্ণিকস্য প্রথমবিবাহে সবর্ণৈব প্রশস্তা" (১৬)।

যম কহিয়াছেন, "সজাতীয়া ভার্য্যা সকলের পক্ষে মুখ্য কল্প"। ইহার অর্থ এই, সমাবৃত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যসমাধানান্তে গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশোন্মুখ ত্রৈবর্ণিকের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের প্রথম বিবাহে সবর্ণাই প্রশস্তা।

দেখ, এই যমবচনে, পৈঠীনসিবচনের ন্যায়, "ভার্য্যাঃ" "সর্ব্বেষাম্," এ স্থলে ভার্য্যা শব্দে ও সর্ব্ব শব্দে বহুবচন আছে ; কিন্তু মিত্রমিশ্র, "সবর্ণৈব," "ত্রৈবর্ণিকস্য," এই একবচনান্ত পদের

---

(১৬) বীরমিত্রোদয়।

প্রয়োগ পূর্ব্বক, ঐ দুই বহুবচনান্ত পদের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। ভার্য্যাপদের বহুবচন যদি বহুভার্য্যাবিবাহের বোধক হইত, তাহা হইলে তিনি, "সজাত্যাঃ ভার্য্যাঃ," ইহার পরিবর্ত্তে, "সবর্ণৈব", এবং "সর্ব্বেষাম্", ইহার পরিবর্ত্তে, "ত্রৈবর্ণিকস্য", এরূপ একবচনান্ত পদের প্রয়োগ করিতেন না; কিন্তু তাদৃশ পদের প্রয়োগ করিয়া, ঈদৃশ স্থলে, একবচন ও বহুবচনের অর্থগত ও তাৎপর্য্যগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন। দায়ভাগধৃত পৈঠীনসিবচন ও বীরমিত্রোদয়ধৃত যমবচন সর্ব্বাংশে তুল্য; যথা,

পৈঠীনসিবচন

ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্ব্বেষাং শ্রেয়স্যঃ স্যুঃ।

যমবচন

ভার্য্যাঃ সজাত্যাঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মঃ প্রথমকল্পিকঃ।

যদি বীরমিত্রোদয়ে পৈঠীনসিবচন উদ্ধৃত হইত, তাহা হইলে, মিত্রমিশ্র ঐ বচনের যমবচনের তুল্যরূপ ব্যাখ্যা করিতেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। ফলকথা এই, এরূপ স্থলে, একবচন ও বহুবচনের অর্থগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই, উভয়ই এক অর্থ প্রতিপন্ন করিয়া থাকে।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি। ৩। ১২।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা বিহিতা।

এই মনুবচন যমবচন ও পৈঠীনসিবচনের তুল্যার্থক; কিন্তু, ঐ দুই ঋষিবাক্যে ভার্য্যা শব্দে যেমন বহুবচন আছে, মনুবাক্যে সবর্ণা শব্দে, সেরূপ বহুবচন না থাকিয়া, একবচন আছে; অথচ তিন ঋষিবাক্যে এক অর্থই প্রতীয়মান হইতেছে। ইহা

দ্বারাও নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, ঈদৃশ স্থলে, একবচন ও বহুবচনের অর্থগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। আর, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিবাক্যে যে শব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে, তৎপরবর্ত্তী ঋষিবাক্যে সেই শব্দেই একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, অথচ উভয় স্থলেই এক অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিভক্তির বচনভেদ নিবন্ধন অর্থগত কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিতেছে না। যথা,

যদি স্বাশ্চাবরাশ্চৈব বিন্দেরন্ যোষিতো দ্বিজাঃ।
তাসাং বর্ণক্রমেণৈব জ্যৈষ্ঠ্যং পূজা চ বেশ্ম চ (১৭) ॥

যদি দ্বিজেরা স্বা অর্থাৎ সজাতীয়া স্ত্রী, এবং অবরা অর্থাৎ অন্যজাতীয়া স্ত্রী, বিবাহ করে, তাহা হইলে বর্ণক্রমে সেই সকল স্ত্রীর জ্যেষ্ঠতা, সম্মান, ও বাসগৃহ হইবেক।

"ভর্ত্তুঃ শরীরশুশ্রূষাং ধর্ম্মকার্য্যঞ্চ নৈত্যকম্।
স্বা চৈব কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষাং নান্যজাতিঃ কথঞ্চন (১৭) ॥

স্বামীর শরীরপরিচর্য্যা ও নিত্য ধর্ম্মকার্য্য দ্বিজাতিদিগের স্বা অর্থাৎ সজাতীয়া স্ত্রীই করিবেক, অন্যজাতীয়া কদাচ করিবেক না।

দেখ, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মনুবাক্যে "স্বাঃ", "অবরাঃ", এই দুই পদে বহুবচন আছে, আর তৎপরবর্ত্তী মনুবাক্যে "স্বা", "অন্যজাতিঃ", এই দুই পদে একবচন আছে; অথচ উভয়ত্রই এক অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে। ফলতঃ, কোনও বিষয়ে যে সকল স্পষ্ট বিধি ও স্পষ্ট নিষেধ আছে, তাহাতে দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবল বিভক্তির একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন অবলম্বন পূর্ব্বক, ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসা করা নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকরণব্যবসায়ের পরিচয় প্রদান মাত্র।

---

(১৭) মনুসংহিতা। ৯। ৮৫। ৮৬।

এ বিষয়ে তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে;

"ন চ প্রত্যেকবর্ণাভিপ্রায়েণ বহুবচনমুপাত্তমিতি শঙ্ক্যম্ প্রত্যেকবর্ণাভিপ্রায়কত্বে সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণীতি মানববচন ইব ভার্য্যা কার্য্যেত্যেকবচননির্দ্দেশেনৈব তথার্থাবগতৌ বহুবচননির্দ্দেশবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ" (১৮)।"

"পৈঠীনসিবাক্যস্থিত ভার্য্যা শব্দে, প্রত্যেক বর্ণের অভিপ্রায়ে, বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, এ আশঙ্কা করিও না; যদি প্রত্যেক বর্ণের অভিপ্রায়ে হইত, তাহা হইলে, "দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা বিহিতা", এই মনুবাক্যে সবর্ণা শব্দে যেমন একবচন আছে, পৈঠীনসিবাক্যস্থিত ভার্য্যা শব্দেও সেইরূপ একবচন থাকিলেই তাদৃশ অর্থের প্রতীতি সিদ্ধ হইতে পারিত; সুতরাং বহুবচননির্দ্দেশ ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উল্লিখিত মনুবাক্য ও পৈঠীনসিবাক্য সর্ব্বাংশে তুল্য, উভয়ের অর্থগত ও উদ্দেশ্যগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। যথা,

মনুবচন

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা বিহিতা।

পৈঠীনসিবচন

ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্ব্বেষাং শ্রেয়স্যঃ স্যুঃ।

দ্বিজাতিদিগের সজাতীয়া ভার্য্যা বিবাহ মুখ্য কল্প।

তবে, উভয় ঋষিবাক্যের এই মাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে, মনুবাক্যে সবর্ণা শব্দে একবচন আছে; পৈঠীনসিবাক্যে ভার্য্যা শব্দে বহুবচন আছে। পৈঠীনসিবাক্যস্থিত ভার্য্যা শব্দে যে

---

(১৮) বহুবিবাহবাদ, ২৩ পৃষ্ঠা।

বহুবচন আছে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, ঐ বহুবচনের বলে, সিদ্ধান্ত করিতেছেন, পুরুষ একবারে বহু ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে; তাঁহার মতে, ঐ বহুবচন প্রত্যেক বর্ণের অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হয় নাই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিন বর্ণের ভার্য্যা বুঝাইবার নিমিত্ত, বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, এরূপ নহে। মনুবাক্যে সবর্ণা শব্দে একবচন আছে, অথচ সবর্ণা শব্দ দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিন বর্ণের ভার্য্যা বুঝাইতেছে; তিন বর্ণের ভার্য্যা বুঝাইবার অভিপ্রায় হইলে, পৈঠীনসিবাক্যেও, ভার্য্যা শব্দে একবচন থাকিলেই, তাহা নিষ্পন্ন হইতে পারে; সুতরাং, বহুবচন প্রয়োগ নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অতএব, বহুবচনপ্রয়োগের বৈয়র্থ্যপরিহারের নিমিত্ত, একবারে বহুভার্য্যা-বিবাহই পৈঠীনসির অভিপ্রেত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবেক।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পৈঠীনসিবাক্যস্থিত ভার্য্যা শব্দ বহুবচনান্ত দেখিয়া, যদি বহুভার্য্যাবিবাহ পৈঠীনসির অভিপ্রেত বলিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়; তাহা হইলে, সমান ন্যায়ে, মনু-বাক্যস্থিত সবর্ণা শব্দ একবচনান্ত দেখিয়া, একভার্য্যাবিবাহ মনুর অভিপ্রেত বলিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবেক; এবং তাহা হইলে, মনুবচনের ও পৈঠীনসিবচনের বিরোধ উপস্থিত হইল; মনু যে স্থলে একভার্য্যাবিবাহের বিধি দিতেছেন, পৈঠীনসি, অবিকল সেই স্থলে, বহুভার্য্যাবিবাহের বিধি দিতেছেন। এক্ষণে, তর্কবাচ-স্পতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া, এই বিরোধের সমাধা করা যাইবেক; মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি গ্রাহ্য নহে, এই পথ অবলম্বন করিয়া, পৈঠীনসিস্মৃতি অগ্রাহ্য করা যাইবেক; কিংবা মনু অপেক্ষা পৈঠীনসির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া, মনুস্মৃতি অগ্রাহ্য করা যাইবেক; অথবা, মনু ও

পৈঠীনসি উভয়ই তুল্য, তুল্যবল শাস্ত্রদ্বয়ের বিরোধস্থলে, বিকল্প পক্ষ অবলম্বিত হইয়া থাকে; এই পথ অবলম্বন করিয়া, বিকল্প-ব্যবস্থার অনুসরণ করা হইবেক; অথবা, অন্যান্য মুনিবাক্যের সহিত একবাক্যতাসম্পাদন করিয়া, ব্যবস্থা করা যাইবেক। বিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসমূহের অবিরোধ সম্পাদিত হইলে, যে ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হয়, তাহা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে; এস্থলে আর তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের যে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন,

"চতস্রো ব্রাহ্মণস্য তিস্রো রাজন্যস্য দ্বে বৈশ্যস্যেতি পৈঠীনসি-বচনস্য তাৎপর্য্যাবদ্যোতনার্থং দায়ভাগকৃতা জাত্যবচ্ছেদেনেত্যু-ক্তম্ চতুর্জাত্যবচ্ছিন্নতয়া বিবাহং ব্যবস্থাপয়তা চ তেন ঐকৈক-বর্ণায়া অপি পঞ্চাদিসংখ্যা ন বিরুদ্ধেতি দ্যোতিতং তচ্চ ইচ্ছায়া নিরঙ্কুশত্বেনৈব প্রাগুক্তবচনজাতেন বিবাহবহুত্বপ্রতিপাদনেন চ সুষ্ঠূক্তমিত্যুৎপশ্যামঃ" (১৯)।

"ব্রাহ্মণের চারি, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই," এই পৈঠীনসিবচনের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত, দায়ভাগকার, "জাত্যবচ্ছেদেন", এই কথা বলিয়াছেন। চারি জাতিতে বিবাহ করিতে পারে, এই ব্যবস্থা করিয়া, প্রত্যেক বর্ণেও পাঁচ প্রভৃতি স্ত্রীবিবাহ দূষ্য নয়, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইচ্ছার নিয়ামক না থাকাতে, এবং পূর্ব্বোক্ত বচন সমূহ দ্বারা বহু বিবাহ প্রতিপন্ন হওয়াতে, আমার বিবেচনায়, দায়ভাগকার অতি সুন্দর তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এস্থলে বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক বর্ণে পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগার, বার, তের প্রভৃতি স্ত্রী বিবাহ দূষ্য নয়,

---

(১৯) বহুবিবাহবাদ, ৩৭ পৃষ্ঠা।

দায়ভাগকার পৈঠীনসিবচনের এরূপ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মত অসংসাহসিক পুরুষ ছিলেন না; সুতরাং, নিতান্ত নির্ব্বিবেক হইয়া, যথেচ্ছ ব্যাখ্যা দ্বারা শাস্ত্রের গ্রীবাভঙ্গে প্রবৃত্ত হইবেন কেন। নিরপরাধ দায়ভাগকারের উপর অকারণে এরূপ দোষারোপ করা অনুচিত। তিনি যে এ বিষয়ে কোনও অংশে দোষী নহেন, তৎপ্রদর্শনার্থ তদীয় লিখন উদ্ধৃত হইতেছে।

"চতস্রো ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্ব্যেণ, তিস্রো রাজন্যস্য দ্বে বৈশ্যস্য একা শূদ্রস্য। জাত্যবচ্ছেদেন চতুরাদিসংখ্যা সম্বধ্যতে।"

(পৈঠীনসি কহিয়াছেন,) "অনুলোম ক্রমে ব্রাহ্মণের চারি, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই, শূদ্রের এক, ভার্য্যা হইতে পারে।

"এই চারি প্রভৃতি সংখ্যার "জাত্যবচ্ছেদেন" অর্থাৎ জাতির সহিত সম্বন্ধ।

অর্থাৎ, পৈঠীনসিবচনে যে চারি, তিন, দুই, এক, এই শব্দচতুষ্টয় আছে, তদ্দ্বারা চারি জাতি, তিন জাতি, দুই জাতি, এক জাতি, এই বোধ করিতে হইবেক; অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ চারি জাতিতে, ক্ষত্রিয় তিন জাতিতে, বৈশ্য দুই জাতিতে, শূদ্র এক জাতিতে, বিবাহ করিতে পারে; নতুবা, ব্রাহ্মণ চারি স্ত্রী বিবাহ, ক্ষত্রিয় তিন স্ত্রী বিবাহ, বৈশ্য দুই স্ত্রী বিবাহ, শূদ্র এক স্ত্রী বিবাহ, করিবেক, এরূপ তাৎপর্য্য নহে। দায়ভাগকারের লিখন দ্বারা ইহার অতিরিক্ত কিছুই প্রতিপন্ন হয় না। অতএব, তদীয় এই লিখন দেখিয়া, প্রত্যেক বর্ণেও পাঁচ প্রভৃতি বিবাহ দূষ্য নয়, দায়ভাগকার এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, এই ব্যাখ্যা দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রবিষয়ে পাণ্ডিত্যের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। নারদ-

সংহিতায় দৃষ্টি থাকিলে, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় ঈদৃশ অসঙ্গত তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেন, এরূপ বোধ হয় না। যথা,

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরিগ্রহে।
সজাতিঃ শ্রেয়সী ভার্য্যা সজাতিশ্চ পতিঃ স্ত্রিয়াঃ ॥
ব্রাহ্মণস্যানুলোম্যেন স্ত্রিয়োঽন্যাস্তিস্র এব তু।
শূদ্রায়াঃ প্রাতিলোম্যেন তথান্যে পতয়স্ত্রয়ঃ ॥
দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যান্যে বৈশ্যস্যৈকা প্রকীর্ত্তিতা।
বৈশ্যায়া দ্বৌ পতী জ্ঞেয়াবেকোঽন্যঃ ক্ষত্রিয়াপতিঃ (২০) ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণের বিবাহে, পুরুষের পক্ষে সজাতীয়া ভার্য্যা ও স্ত্রীলোকের পক্ষে সজাতীয় পতি মুখ্য কল্প। অনুলোম ক্রমে ব্রাহ্মণের অন্য তিন স্ত্রী হইতে পারে। প্রতিলোম ক্রমে শূদ্রার অন্য তিন পতি হইতে পারে। ক্ষত্রিয়ের অন্য দুই ভার্য্যা, বৈশ্যের অন্য এক ভার্য্যা হইতে পারে। বৈশ্যার অন্য দুই পতি, ক্ষত্রিয়ার অন্য এক পতি হইতে পারে।

দেখ, নারদ সবর্ণা ও অসবর্ণা লইয়া, পুরুষপক্ষে, যেরূপ ব্রাহ্মণের চারি স্ত্রী, ক্ষত্রিয়ের তিন স্ত্রী, বৈশ্যের দুই স্ত্রী, শূদ্রের এক স্ত্রী নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সেইরূপ, স্ত্রীপক্ষেও, সবর্ণ ও অসবর্ণ লইয়া, শূদ্রার চারি পতি, বৈশ্যার তিন পতি, ক্ষত্রিয়ার দুই পতি, ব্রাহ্মণীর এক পতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দায়ভাগকার, পৈঠীনসিবচননির্দ্দিষ্ট চারি, তিন, দুই, এক স্ত্রী বিবাহ স্থলে, যেমন চারি জাতিতে, তিন জাতিতে, দুই জাতিতে, এক জাতিতে বিবাহ করিতে পারে, এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন; নারদবচননির্দ্দিষ্ট চারি, তিন, দুই, এক স্ত্রী ও পতি বিবাহ স্থলেও, নিঃসন্দেহ, সেইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবেক; অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ চারি জাতিতে, ক্ষত্রিয়

(২০) নারদসংহিতা, দ্বাদশ বিবাদপদ।

তিন জাতিতে, বৈশ্য দুই জাতিতে, শূদ্র এক জাতিতে, বিবাহ করিতে পারে; আর, শূদ্রার চারি জাতিতে, বৈশ্যার তিন জাতিতে, ক্ষত্রিয়ার দুই জাতিতে, ব্রাহ্মণীর এক জাতিতে, বিবাহ হইতে পারে। নারদবচনস্থিত চারি তিন প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দচতুষ্টয় জাতিপর বলিয়া ব্যাখ্যা করা নিতান্ত আবশ্যক; নতুবা, শূদ্রা প্রভৃতির চারি, তিন, দুই, এক জাতিতে বিবাহ হইতে পারে, এরূপ অর্থ প্রতিপন্ন না হইয়া, শূদ্রা প্রভৃতির চারি, তিন, দুই, এক, পতিবিবাহরূপ অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক; অর্থাৎ, শূদ্রার চারি পতির সহিত, বৈশ্যার তিন পতির সহিত, ক্ষত্রিয়ার দুই পতির সহিত, ব্রাহ্মণীর এক পতির সহিত, বিবাহ হইতে পারিবেক। কিন্তু, সেরূপ অর্থ যে শাস্ত্রানুমত ও ন্যায়ানুগত নহে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। যাহা হউক, দায়ভাগকার পৈঠীনসিবচনস্থিত চারি, তিন প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দচতুষ্টয় জাতিপর বলিয়া ব্যাখ্যা করাতে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যদৃচ্ছা-ক্রমে, প্রত্যেক বর্ণেও, পাঁচ প্রভৃতি স্ত্রী বিবাহ করা দূষ্য নয়, এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক্ষণে, সর্ব্বাংশে সমান স্থল বলিয়া, নারদবচনস্থিত চারি, তিন প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দ-চতুষ্টয়ও জাতিপর বলিয়া অগত্যা ব্যাখ্যা করিতে হইতেছে; সুতরাং, সর্ব্বাংশে সমান স্থল বলিয়া, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে, যদৃচ্ছাক্রমে, প্রত্যেক বর্ণে পাঁচ প্রভৃতি পতি বিবাহ করা দূষ্য নয়, এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার ব্যবস্থা অনুসারে, অতঃপর স্ত্রীলোকে, প্রত্যেক বর্ণে, যদৃচ্ছা ক্রমে, যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিবেক। বেদব্যাস কেবল দ্রৌপদীকে পাঁচটি মাত্র পতি বিবাহের অনুমতি দিয়াছিলেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়

বেদব্যাস অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন। তিনি একবারে, সর্ব্বসাধারণ স্ত্রীলোককে, প্রত্যেক বর্ণে, যদৃচ্ছা ক্রমে, যত ইচ্ছা পতি বিবাহ করিবার অনুমতি দিতেছেন। অতএব, তর্কবাচস্পতি-মহাশয়সদৃশ ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবস্থাপক ভূমণ্ডলে আর নাই, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে, বোধ করি, অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না।

যাহা হউক, এস্থলে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, দায়ভাগলিখনের উল্লিখিত তাৎপর্য্যব্যাখ্যা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিজ বুদ্ধি প্রভাবে উদ্ভাবিত হয় নাই; তাঁহার পূর্ব্বে, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, অচ্যুতানন্দ চক্রবর্ত্তী, ও কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ, ঐ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যথা,

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার

"জাত্যবচ্ছেদেনেতি জাত্যা ইত্যর্থঃ তেন ব্রাহ্মণস্য পঞ্চষব্রাহ্মণী-বিবাহো ন বিরুদ্ধ ইতি ভাবঃ (২১)।"

"জাত্যবচ্ছেদেন" অর্থাৎ জাতির সহিত, এই কথা বলাতে, ব্রাহ্মণের পাঁচ ছয় ব্রাহ্মণীবিবাহ দূষ্য নয়, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে।

অচ্যুতানন্দ চক্রবর্ত্তী

"জাত্যবচ্ছেদেনেতি তেন ব্রাহ্মণাদেঃ পঞ্চ ষড় বা সজাতীয়া ন বিরুদ্ধা ইত্যাশয়ঃ (২১)।"

"জাত্যবচ্ছেদেন", এই কথা বলাতে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পাঁচ ছয় সবর্ণা বিবাহ দূষ্য নয়, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে।

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ

"জাত্যবচ্ছেদেনেতি তেন ব্রাহ্মণস্য পঞ্চষব্রাহ্মণীবিবাহোঽপি ন বিরুদ্ধ ইতি সূচিতম্ (২১)।"

---

(২১) দায়ভাগটীকা।

"জাত্যবচ্ছেদেন" এই কথা বলাতে, ব্রাহ্মণের পাঁচ ছয় ব্রাহ্মণী বিবাহও দূষ্য নয়; এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, এই তিন টীকাকারের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা নিরীক্ষণ করিয়া, তদীয় নামোল্লেখে বৈমুখ্য অবলম্বন পূর্ব্বক, নিজবুদ্ধিপ্রভাবে উদ্ভাবিত অভূতপূর্ব্ব ব্যাখ্যার ন্যায় পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতঃ, তদীয় ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণ, অচ্যুতানন্দ, ও কৃষ্ণকান্তের ব্যাখ্যার প্রতিবিম্ব মাত্র। তন্মধ্যে বিশেষ এই, তাঁহারা তিন জনে, স্ব স্ব বর্ণে পাঁচ ছয় বিবাহ দূষ্য নয়, এই মীমাংসা করিয়াছেন; তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি, তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা, অধিক তীক্ষ্ণ; এজন্য তিনি, প্রত্যেক বর্ণে পাঁচ প্রভৃতি বিবাহ দূষ্য নয়, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ, অচ্যুতানন্দ, ও কৃষ্ণকান্তের ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু, তাঁহাদের ব্যাখ্যা অনুসৃত হইল বলিয়া, উল্লেখ বা অঙ্গীকার করেন নাই। অনেকে তদীয় এই ব্যবহারকে অন্যায়াচরণের উদাহরণস্থলে উল্লিখিত করিতে পারেন; কিন্তু, তাঁহার এরূপ ব্যবহার নিতান্ত অভিনব ও বিস্ময়কর নহে; পরস্ব হরণ করিয়া, নিজস্ব বলিয়া পরিচয় দেওয়া তাঁহার অভ্যাস আছে।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি, স্মার্ত্ত ভটাচার্য্য রঘুনন্দন, ও মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যও দায়ভাগের টীকা লিখিয়াছেন; কিন্তু, তাঁহারা উল্লিখিত দায়ভাগলিখনের উক্তবিধ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করেন নাই। যাহা হউক, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নারদবচন দ্বারা ইহা নির্বিবাদে প্রতিপাদিত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি টীকাকার মহাশয়েরা, অথবা সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহোদয়, স্ব স্ব বর্ণে, অথবা

প্রত্যেক বর্ণে, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা দূষ্য নয়, ইহা দায়ভাগকারের অভিপ্রেত বলিয়া যে তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কোনও মতে সঙ্গত বা সম্ভব হইতে পারে না (২২)।

---

(২২) অচ্যুতানন্দ চক্রবর্ত্তী,

"ব্রাহ্মণের পাঁচ ছয় সবর্ণা বিবাহ দূষ্য নয়"

এই যে তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কেবল অনবধানমূলক বলিতে হইবেক। তদীয় তাৎপর্য্যব্যাখ্যার মর্ম্ম এই, ব্রাহ্মণ যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা সবর্ণা বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু, তিনি দায়ভাগধৃত

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ। ৩। ১২।

দ্বিজাতিদিগের প্রথমবিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা; কিন্তু যাহারা কামবশতঃ বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোমক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক।

এই মনুবচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যদৃচ্ছাস্থলে অসবর্ণাবিবাহমাত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা,

"ইমাঃ বক্ষ্যমাণাঃ বৈশ্যক্ষত্রিয়বিপ্রাণাং শূদ্রাবৈশ্যাক্ষত্রিয়াঃ"।

বক্ষ্যমাণ কন্যারা অর্থাৎ বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের শূদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া।

ইহা দ্বারা অচ্যুতানন্দ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহে প্রবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা; ক্ষত্রিয় বৈশ্যা ও শূদ্রা; বৈশ্য শূদ্রা বিবাহ করিতে পারে। অতএব, যিনি মনুবচনব্যাখ্যাকালে, যদৃচ্ছাস্থলে, অসবর্ণাবিবাহমাত্র ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন; তাঁহার পক্ষে "ব্রাহ্মণের পাঁচ ছয় সবর্ণা বিবাহ দূষ্য নয়", এরূপ ব্যবস্থা করা কত দূর সঙ্গত, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ফলতঃ অচ্যুতানন্দকৃত মনুবচনব্যাখ্যা ও দায়ভাগলিখনের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা যে পরস্পর নিতান্ত বিরুদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যে প্রমাণ অবলম্বন পূর্ব্বক, একবারে একাধিক ভার্য্যা বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে।

"অথ যদি গৃহস্থো দ্বে ভার্য্যে বিন্দেত কথং কুর্য্যাৎ।

ইত্যাশঙ্ক্য

যস্মিন্ কালে বিন্দেত উভাবগ্নী পরিচরেৎ

ইত্যুপক্রম্য

দ্বয়োর্ভার্য্যয়োরন্বারব্ধয়োর্যজমানঃ

ইতি বিধানপারিজাতধৃতবৌধায়নসূত্রেণ যুগপদ্ভার্য্যাদ্বয়ং তদনুগুণমগ্নিদ্বয়ঞ্চ বিহিতং দ্বয়োঃ পত্ন্যোরন্বারব্ধয়োরিতি বদতা চ অগ্নিদ্বয়ে যুগপত্তয়োর্হোমাদিসম্বন্ধপ্রতীতের্যুগপদ্বিবাহদ্বয়ং স্পষ্টমেব প্রতীয়তে (২৩)।"

"যদি গৃহস্থ দুই ভার্য্যা বিবাহ করে কিরূপ করিবেক," এই আশঙ্কা করিয়া, "যে কালে বিবাহ করিবেক, দুই অগ্নির স্থাপন করিবেক," এইরূপ আরম্ভ করিয়া, "দুই ভার্য্যার সহিত যজমান," বিধানপারিজাতধৃত এই বৌধায়নসূত্রে যুগপৎ ভার্য্যাদ্বয় ও তদুপযোগী অগ্নিদ্বয় বিহিত হইয়াছে; আর, "দুই পত্নীর সহিত," এই কথা বলাতে, অগ্নিদ্বয়ে যুগপৎ উভয়ের হোমাদিসম্বন্ধ প্রতীতি জন্মিতেছে; সুতরাং, যুগপৎ বিবাহদ্বয় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় বৌধায়নসূত্রের অর্থগ্রহ ও তাৎপর্য্যনির্ণয় করিতে পারেন নাই; এজন্য, যুগপৎ বিবাহদ্বয় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

---

(২৩) বহুবিবাহবাদ, ২১ পৃষ্ঠা।

তিনি, সমুদয় বৌধায়নসূত্র উদ্ধৃত না করিয়া, সূত্রের অন্তর্গত যে কয়টি কথা আপন অভিপ্রায়ের অনুকূল বোধ করিয়াছেন, সেই কয়টি কথা মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু, যখন ধর্ম্ম-সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন এক সূত্রের অতি সামান্য অংশত্রয় মাত্র উদ্ধৃত না করিয়া, সমুদয় সূত্র উদ্ধৃত করা উচিত ও আবশ্যক ছিল; তাহা হইলে, কেবল তদীয় আদেশের ও উপদেশের উপর নির্ভর না করিয়া, আবশ্যক বোধ হইলে সকলে স্ব স্ব বুদ্ধির পরিচালনা করিয়া, সূত্রের অর্থনির্ণয় ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারিতেন। এস্থলে দুটি কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে; প্রথম, সমুদয় সূত্র উদ্ধৃত না করিয়া, সূত্রের অন্তর্গত কতিপয় শব্দ মাত্র উদ্ধৃত করা; দ্বিতীয়, কেহ সমুদয় সূত্র দেখিয়া, সূত্রের অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যনির্ণয় করিয়া, প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে না পারে; এজন্য, যে গ্রন্থে এই সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার নাম গোপন পূর্ব্বক, গ্রন্থান্তরের নাম নির্দ্দেশ করা। তিনি লিখিয়াছেন,

"ইতি বিধানপারিজাতধৃতবৌধায়নসূত্রেণ"।

বিধানপারিজাতধৃত এই বৌধায়নসূত্রে।

কিন্তু, বিধানপারিজাতে এই বৌধায়নসূত্র উদ্ধৃত দৃষ্ট হইতেছে না। যাহা হউক, বৌধায়নসূত্রের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

যদি কোনও ব্যক্তি, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত বশতঃ, পুনরায় বিবাহ করে, তবে সে পূর্ব্ব বিবাহের অগ্নিতে দ্বিতীয় বিবাহের হোম করিবেক, নূতন অগ্নি স্থাপন করিয়া, তাহাতে হোম করিতে পারিবেক না। কিন্তু, যদি, কোনও কারণ বশতঃ,

পূর্ব্ব অগ্নিতে হোম করা না ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে, নূতন অগ্নিতে হোম করিয়া, পূর্ব্ব অগ্নির সহিত ঐ অগ্নির মিলন করিয়া দিবেক। এই অগ্নিদ্বয়মেলনের দুই পদ্ধতি; প্রথম পদ্ধতি অনুসারে, প্রথমতঃ যথাবিধি স্থণ্ডিলে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া, অগ্রে, পূর্ব্ব পত্নীর সহিত, প্রথম বিবাহের অগ্নিতে হোম করিবেক; পরে, সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নির সহিত মেলন পূর্ব্বক, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক। এই পদ্ধতি শৌনক ও আশ্বলায়নের বিধি অনুযায়িনী। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে, প্রথমতঃ, যথাবিধি, স্থণ্ডিলে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া, অগ্রে, দ্বিতীয়পত্নীর সহিত, দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে হোম করিবেক; পরে, সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, প্রথম বিবাহের অগ্নির সহিত মেলন পূর্ব্বক, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক। এই পদ্ধতি বৌধায়নের বিধি অনুযায়িনী। শৌনক ও আশ্বলায়নের বিধি অনুসারে, অগ্রে, পূর্ব্ব পত্নীর সহিত, প্রথম বিবাহের অগ্নিতে হোম করিতে হয়; বৌধায়নের বিধি অনুসারে, অগ্রে, দ্বিতীয় পত্নীর সহিত, দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে হোম করিতে হয়। দুই পদ্ধতির এই অংশে বিভিন্নতা ও মন্ত্রগত বৈলক্ষণ্য আছে। বীরমিত্রোদয়, বিধানপারিজাত, নির্ণয়সিন্ধু, এই তিন গ্রন্থে এ বিষয়ের ব্যবস্থা আছে, এবং অবলম্বিত ব্যবস্থার প্রমাণভূত শাস্ত্রও উদ্ধৃত হইয়াছে। যথাক্রমে, তিন গ্রন্থের লিখন উদ্ধৃত হইতেছে; তদ্দর্শনে, সকলে এ বিষয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন, এবং তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মীমাংসা সঙ্গত কি না, তাহাও অনায়াসে স্থির করিতে পারিবেন।

বীরমিত্রোদয়

"অথাধিবেদনেঽগ্নিনিয়মঃ তত্র কাত্যায়নঃ

সদারোঽন্যান্ পুনর্দ্দারানুদ্বোঢুং কারণান্তরাৎ।
যদীচ্ছেদগ্নিমান্ কর্ত্তুং ক হোমোঽস্য বিধীয়তে।
স্বাগ্নাবেব ভবেদ্ধোমো লৌকিকে ন কদাচনেতি॥

স্বাগ্নৌ পূর্ব্বপরিগৃহীতেঽগ্নৌ তদভাবে লৌকিকেঽগ্নৌ যদা লৌকিকেঽগ্নৌ তদা পূর্ব্বেণাগ্নিনা অস্যাগ্নেঃ সংসর্গঃ কার্য্যঃ"।

অতঃপর অধিবেদনের অগ্নিনিয়ম উল্লিখিত হইতেছে। কাত্যায়ন কহিয়াছেন, "যদি সাগ্নিক গৃহস্থ, নিমিত্ত বশতঃ, পূর্ব্ব স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহের ইচ্ছা করে, কোন অগ্নিতে সেই বিবাহের হোম করিবেক। প্রথম বিবাহের অগ্নিতেই ঐ হোম করিতে হইবেক, লৌকিক অর্থাৎ নূতন অগ্নিতে কদাচ করিবেক না।" প্রথম বিবাহের অগ্নির অভাব ঘটিলে, লৌকিক অগ্নিতে করিবেক; যদি লৌকিক অগ্নিতে করে, তাহা হইলে পূর্ব্ব অগ্নির সহিত ঐ অগ্নির মেলন করিতে হইবেক।

"অথ কৃতাধিবেদনস্য অগ্নিদ্বয়সংসর্গবিধিরভিধীয়তে। শৌনকঃ

অথাগ্ন্যোর্গৃহ্যয়োর্যোগং সপত্নীভেদজাতয়োঃ।
সহাধিকারসিদ্ধ্যর্থমহং বক্ষ্যামি শৌনকঃ॥
অরোগামুদ্বহেৎ কন্যাং ধর্ম্মলোপভয়াৎ স্বয়ম্।
কৃতে তত্র বিবাহে চ ব্রতান্তে তু পরেঽহনি॥
পৃথক্ স্থণ্ডিলয়োরগ্নী সমাধায় যথাবিধি।
তন্ত্রং কৃত্বাজ্যভাগান্তমন্বাধানাদিকং ততঃ।
জুহুয়াৎ পূর্ব্বপত্ন্যগ্নৌ তয়াম্বারব্ধ আহুতীঃ॥
অগ্নিমীলে পুরোহিতং সূক্তেন নবর্চ্চেন তু।
সমিধ্যেনং সমারোপ্য অয়ন্তে যোনিরিত্যৃচা।
প্রত্যবরোহেত্যনয়া কনিষ্ঠাগ্নৌ নিধায় তম্।
আজ্যভাগান্তন্ত্রাদি কৃত্বারভ্য তদাদিতঃ।

সমন্বারব্ধ এতাভ্যাং পত্নীভ্যাং জুহুয়াদ্‌ঘৃতম্।
চতুর্গৃহীতমেতাভির্ঋগ্‌ভিঃ ষড়্‌ভির্যথাক্রমম্।
অগ্নাবগ্নিশ্চরতীত্যগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে।
অস্তীদমিতি তিসৃভিঃ পাহি নো অগ্ন একয়া।
ততঃ স্বিষ্টকৃদারভ্য হোমশেষং সমাপয়েৎ।
গোযুগং দক্ষিণা দেয়া শ্রোত্রিয়ায়াহিতাগ্নয়ে॥
পত্ন্যোরেকা যদি মৃতা দগ্ধ্বা তেনৈব তাং পুনঃ।
আদধীতান্যয়া সার্দ্ধমাধানবিধিনা গৃহীতি॥

অয়ঞ্চাগ্নিসংসর্গো লৌকিকাগ্নৌ বিবাহহোমপক্ষে পূর্ব্বপত্ন্যগ্নৌ বিবাহহোমপক্ষে তু নায়ং সংসর্গবিধিঃ বিবাহহোমেনৈব সংসৃষ্টত্বাৎ।"

অতঃপর, অধিবেদনকারীর পক্ষে অগ্নিদ্বয়মেলনের যে বিধি আছে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। শৌনক কহিয়াছেন, "স্ত্রীদিগের সহাধিকার সিদ্ধির নিমিত্ত, সপত্নীভেদনিমিত্তক গৃহ্য অগ্নিদ্বয়ের মেলনবিধি কহিতেছি। ধর্ম্মলোপভয়ে অরোগা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক। বিবাহ সম্পন্ন হইলে, ব্রতান্তে, পর দিবসে, যথাবিধি, পৃথক্ দুই স্থণ্ডিলে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া, পৃথক্ অন্বাধান প্রভৃতি আজ্যভাগ পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক, পূর্ব্ব পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্", ইত্যাদি নব মন্ত্র দ্বারা প্রথম বিবাহের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেক; পরে, "অয়ং তে যোনিঃ", এই মন্ত্র দ্বারা, সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, "প্রত্যবরোহ", এই মন্ত্র দ্বারা, কনিষ্ঠাগ্নিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্ব্বক, প্রথম হইতে আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক; অনন্তর, "অগ্নাবগ্নিশ্চরতি", "অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে", এই দুই, "অস্তীদম্", ইত্যাদি তিন, "পাহি নো অগ্ন একয়া", এই এক, এই ছয় মন্ত্র দ্বারা, চতুর্গৃহীত ঘৃতের আহুতি দিবেক; তৎপরে, স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া, হোমশেষ সমাপন করিবেক, এবং আহিতাগ্নি শ্রোত্রিয়কে গোযুগল দক্ষিণা দিবেক। যদি, পত্নীদ্বয়ের মধ্যে, একের মৃত্যু হয়, সেই অগ্নি দ্বারা তাহার দাহ করিয়া, গৃহস্থ, আধানবিধি অনুসারে, অন্য স্ত্রীর সহিত পুনরায় আধান করিবেক।" দ্বিতীয়বিবাহহোম লৌকিক অগ্নিতে সম্পাদিত হইলেই,

উক্তপ্রকার অগ্নিমেলনের আবশ্যকতা; পূর্ব্ব বিবাহের অগ্নিতে সম্পাদিত হইলে, উহার আবশ্যকতা নাই; কারণ, বিবাহহোম দ্বারাই অগ্নিসংসর্গ নিষ্পন্ন হইয়া যায়।

বিধানপারিজাত

"অথ সাগ্নিকস্য দ্বিতীয়াং ভার্য্যামূঢ়বতোঽগ্নিদ্বয়সংসর্গবিধানম্। আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে

অথানেকভার্য্যস্য যদি পূর্ব্বগৃহ্যাগ্নাবেব অনন্তরবিবাহঃ স্যাৎ তেনৈব সা তস্য সহ প্রথময়া ধর্ম্মাগ্নিভাগিনী ভবতি। যদি লৌকিকে পরিণয়েৎ তং পৃথক্ পরিগৃহ্য পূর্ব্বেণৈকীকুর্য্যাৎ। তৌ পৃথগুপসমাধায় পূর্ব্বস্মিন্ পূর্ব্বয়া পত্ন্যা অন্বারব্ধো অগ্নিমীলে পুরোহিতমিতি সূক্তেন প্রত্যৃচং হুত্বা অগ্নে ত্বং ন ইতি সূক্তেন উপস্থায় অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয় ইতি তং সমিধমারোপ্য প্রত্যবরোহ জাতবেদ ইতি দ্বিতীয়ে অবরোহ্য আজ্যভাগান্তং কৃত্বা উভাভ্যামন্বারব্ধো জুহুয়াৎ অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা পাহি নো অগ্ন একয়েতি তিসৃভিঃ অস্তীদমধিমন্থনমিতি চ তিসৃভিরথৈনং পরিচরেৎ। ঘৃতামনেন সংস্কৃত্য অন্যয়া পুনরাদধ্যাৎ যথাযোগং বাগ্নিং বিভজ্য তদ্ভাগেন সংস্কুর্য্যাৎ। বহ্বীনামপ্যেবমগ্নিযোজনং কুর্য্যাৎ। গোমিথুনং দক্ষিণেতি।

শৌনকোঽপি

অথাগ্ন্যোর্গৃহ্যয়োর্যোগং সপত্নীভেদজাতয়োঃ।

সহাধিকারসিদ্ধ্যর্থমহং বক্ষ্যামি শৌনকঃ ॥
অরোগামুদ্বহেৎ কন্যাং ধর্ম্মলোপভয়াৎ স্বয়ম্।
কৃতে তত্র বিবাহে চ ব্রতান্তে তু পরেঽহনি।
পৃথক্ স্থণ্ডিলয়োরগ্নী সমাধায় যথাবিধি।
তন্ত্রং কৃত্বাজ্যভাগান্তমন্বাধানাদিকং ততঃ।
জুহুয়াৎ পূর্ব্বপত্ন্যগ্নৌ তয়ান্বারব্ধ আহুতীঃ।
অগ্নিমীলে পুরোহিতং সূক্তেন নবর্চ্চেন তু।
সমিধ্যেনং সমারোপ্য অয়ং তে যোনিরিত্যৃচা।
প্রত্যবরোহেত্যনয়া কনিষ্ঠাগ্নৌ নিধায় তম্।
আজ্যভাগান্ততন্ত্রাদি কৃত্বারভ্য তদাদিতঃ।
সমন্বারব্ধ এতাভ্যাং পত্নীভ্যাং জুহুয়াদ্ঘৃতম্।
চতুর্গৃহীতমেতাভির্ঋগ্‌ভিঃ ষড়্‌ভির্যথাক্রমম্।
অগ্নাবগ্নিশ্চরতীত্যগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে।
অস্তীদমিতি তিসৃভিঃ পাহি নো অগ্ন একয়া।
ততঃ স্বিষ্টকৃদারভ্য হোমশেষং সমাপয়েৎ।
গোযুগং দক্ষিণা দেয়া শ্রোত্রিয়ায়াহিতাগ্নয়ে ॥
পত্ন্যোরেকা যদি মৃতা দগ্ধা তেনৈব তাং পুনঃ।
আদধীতান্যয়া সার্দ্ধমাধানবিধিনা গৃহীতি ॥”

অতঃপর কৃতদ্বিতীয়বিবাহ সাগ্নিকের অগ্নিদ্বয়ের সংসর্গবিধান দর্শিত হইতেছে। আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে উক্ত হইয়াছে; “যদি দ্বিভার্য্য ব্যক্তির দ্বিতীয় বিবাহ পূর্ব্ব বিবাহের অগ্নিতেই সম্পন্ন হয়, তদ্দ্বারাই সে তাহার পূর্ব্বপত্নীর সহিত ধর্ম্মকার্য্যে সহাধিকারিণী হইবেক। যদি লৌকিক অগ্নিতে বিবাহ করে, উহার পৃথক্ পরিগ্রহ করিয়া, পূর্ব্ব অগ্নির সহিত মেলন করিবেক। দুই অগ্নির পৃথক স্থাপন করিয়া, পূর্ব্বপত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, “অগ্নিমীলে পুরোহিতম্”, এই সূক্ত দ্বারা, পূর্ব্ব অগ্নিতে প্রতি মন্ত্রে হোম করিয়া, “অগ্নে ত্বং নঃ”, এই সূক্ত দ্বারা উপস্থাপন পূর্ব্বক, “অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়”, এই মন্ত্র দ্বারা, সমিধের উপর

ক্ষেপণ করিয়া, "প্রত্যবরোহ জাতবেদঃ", এই মন্ত্র দ্বারা, দ্বিতীয় অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্ব্বক, আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক; অনন্তর, "অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে", "ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা", "পাহি নো অগ্ন একয়া", এই তিন, এবং "অস্তীদমধিমন্থনম্", ইত্যাদি তিন মন্ত্র দ্বারা, সেই অগ্নিতে আহুতিদান করিবেক। এই অগ্নি দ্বারা মৃতা স্ত্রীর সংস্কার করিয়া, অন্য স্ত্রীর সহিত পুনর্ব্বার অগ্ন্যাধান করিবেক, অথবা যথাসম্ভব অগ্নির বিভাগ করিয়া, এক ভাগ দ্বারা সংস্কার করিবেক। বহুস্ত্রীপক্ষেও, এইরূপে অগ্নিমেলন করিবেক। গোযুগল দক্ষিণা দিবেক।"

শৌনকও কহিয়াছেন, "স্ত্রীদিগের সহাধিকার সিদ্ধির নিমিত্ত, সপত্নীভেদনিমিত্তক গৃহ্য অগ্নিদ্বয়ের মেলনবিধি কহিতেছি। ধর্ম্মলোপভয়ে অযোগ্য কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক। বিবাহ সম্পন্ন হইলে, ব্রতান্তে, পর দিবসে, যথাবিধি, পৃথক্ দুই স্থণ্ডিলে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া, পৃথক্ অন্বাধান প্রভৃতি আজ্যভাগ পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক, পূর্ব্ব পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্", ইত্যাদি নব মন্ত্র দ্বারা, প্রথম বিবাহের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেক। পরে, "অয়ং তে যোনিঃ", এই মন্ত্র দ্বারা, সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, "প্রত্যবরোহ", এই মন্ত্র দ্বারা, কনিষ্ঠাগ্নিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্ব্বক, প্রথম হইতে আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক, অনন্তর "অগ্নাবগ্নিশ্চরতি", "অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে", এই দুই, "অস্তীদম্", ইত্যাদি তিন, "পাহি নো অগ্ন একয়া", এই এক, এই ছয় মন্ত্র দ্বারা, চতুর্গৃহীত ঘৃতের আহুতি দিবেক; তৎপরে, স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া, হোমশেষ সমাপন করিবেক, এবং আহিতাগ্নি শ্রোত্রিয়কে গোযুগল দক্ষিণা দিবেক। যদি, পত্নীদ্বয়ের মধ্যে, একের মৃত্যু হয়, সেই অগ্নি দ্বারা তাহার দাহ করিয়া, গৃহস্থ, আধানবিধি অনুসারে, অন্য স্ত্রীর সহিত পুনরায় আধান করিবেক।"

নির্ণয়সিন্ধু

"দ্বিতীয়বিবাহহোমে অগ্নিমাহ কাত্যায়নঃ

সদারোঽন্যান্ পুনর্দ্দারানুদ্বোঢুং কারণান্তরাৎ।
যদীচ্ছেদগ্নিমান্ কর্ত্তুং ক্ব হোমোঽস্য বিধীয়তে।
স্বাগ্নাবেব ভবেদ্ধোমো লৌকিকে ন কদাচন ॥

ত্রিকাণ্ডমণ্ডনোঽপি

আদ্যায়াং বিদ্যমানায়াং দ্বিতীয়ামুদ্বহেদ্যদি।
তদা বৈবাহিকং কর্ম্ম কুর্য্যাদাবসথেঽগ্নিমান্॥

সুদর্শনভাষ্যে তু দ্বিতীয়বিবাহহোমো লৌকিক এব ন পূর্ব্বোপাসন ইত্যুক্তম্ ইদঞ্চাসম্ভবে তত্র চাগ্নিদ্বয়সংসর্গঃ কার্য্যঃ তদাহ শৌনকঃ

অথাগ্ন্যোর্গৃহ্যয়োর্যোগং সপত্নীভেদজাতয়োঃ।
সহাধিকারসিদ্ধ্যর্থমহং বক্ষ্যামি শৌনকঃ॥
অরোগামুদ্বহেৎ কন্যাং ধর্ম্মলোপভয়াৎ স্বয়ম্।
কৃতে তত্র বিবাহে চ ব্রতান্তে তু পরেঽহনি।
পৃথক্ স্থণ্ডিলয়োরগ্নী সমাধায় যথাবিধি।
তন্ত্রং কৃত্বাজ্যভাগান্তমন্বাধানাদিকং ততঃ।
জুহুয়াৎ পূর্ব্বপত্ন্যগ্নৌ তয়ান্বারব্ধ আহুতীঃ।
অগ্নিমীলে পুরোহিতং সূক্তেন নবর্চ্চেন তু।
সমিধ্যেনং সমারোপ্য অয়ং তে যোনিরিত্যৃচা।
প্রত্যবরোহেত্যনয়া কনিষ্ঠাগ্নৌ নিধায় তম্।
আজ্যভাগান্ততন্ত্রাদি কৃত্বারভ্য তদাদিতঃ।
সমন্বারব্ধ এতাভ্যাং পত্নীভ্যাং জুহুয়াদ্‌ঘৃতম্।
চতুর্গৃহীতমেতাভির্ঋগ্‌ভিঃ ষড়্‌ভির্যথাক্রমম্।
অগ্নাবগ্নিশ্চরতীত্যগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে।
অস্তীদমিতি তিসৃভিঃ পাহি নো অগ্ন একয়া।
ততঃ স্বিষ্টকৃদারভ্য হোমশেষং সমাপয়েৎ।
গোযুগং দক্ষিণা দেয়া শ্রোত্রিয়ায়াহিতাগ্নয়ে॥
পত্ন্যোরেকা যদি মৃতা দগ্ধ্বা তেনৈব তাং পুনঃ।
আদধীতান্যয়া সার্দ্ধমাধানবিধিনা গৃহীতি॥

বৌধায়নসূত্রে তু

অথ যদি গৃহস্থো দ্বে ভার্য্যে বিন্দেত কথং তত্র কুর্য্যাদিতি যস্মিন্ কালে বিন্দেত উভাবগ্নী পরিচরেৎ অপরাগ্নিমুপসমাধায় পরিস্তীর্য্য আজ্যং বিলাপ্য স্রুচি চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা অন্বারব্ধায়াং জুহোতি নমস্তে ঋষে গদাব্যধায়ৈ ত্বা স্বধায়ৈ ত্বা মান ইন্দ্রাভিমতস্ত্বদৃষ্ট্বা রিষ্টাং স এব ব্রহ্মন্নবেদ সুস্বাহেতি অথ অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয় ইতি সমিধি সমারোপয়েৎ পূর্ব্বাগ্নিমুপসমাধায় জুহ্বান উদ্বুধ্যস্বাগ্ন ইতি সমিধি সমারোপ্য পরিস্তীর্য্য স্রুচি চতুর্গৃহীত্বা দ্বয়োর্ভার্য্যয়োরন্বারব্ধয়োর্যজমানোঽভিমৃশতি যো ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ ইত্যেতেন সূক্তেনৈকং চতুর্গৃহীতং জুহোতি আগ্নিমুখাৎ কৃত্বা পক্কাং জুহোতি সম্মিতং সঙ্কল্পেথামিতি পুরোনুবাক্যামনূচ্য অগ্নে পুরীষ্যে ইতি যাজ্যয়া জুহোতি অথাজ্যাহুতী-রুপজুহোতি পুরীষ্যমস্তমিত্যন্তাদনুবাক্যস্থ স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতিসিদ্ধমাধেনুবরদানাৎ অথা-গ্রেণাগ্নিং দর্ভস্তম্বে হুতশেষং নিদধাতি ব্রহ্মজ-জ্ঞানং পিতা বিরাজামিতি দ্বাভ্যাং সংসর্গ-বিধিঃ কার্য্যঃ।”

যে অগ্নিতে দ্বিতীয় বিবাহের হোম করিতে হয়, কাত্যায়ন তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, “যদি সাগ্নিক গৃহস্থ, নিমিত্ত বশতঃ, পূর্ব্ব স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহের ইচ্ছা করে, কোন অগ্নিতে সেই বিবাহের হোম করিবেক। প্রথম বিবাহের অগ্নিতেই ঐ হোম করিতে হইবেক, লৌকিক অর্থাৎ নূতন

অগ্নিতে কদাচ করিবেক না"। ত্রিকাণ্ডমণ্ডনও কহিয়াছেন, "যদি সাগ্নিক গৃহস্থ, প্রথমা স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে, দ্বিতীয়া স্ত্রী বিবাহ করে, তাহা হইলে আবসথ অগ্নিতে বিবাহসংক্রান্ত কর্ম্ম করিবেক"। সুদর্শনভাষ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে, দ্বিতীয় বিবাহের হোম লৌকিক অগ্নিতেই করিবেক, পূর্ব্ব বিবাহের অগ্নিতে নহে। অনন্তর পক্ষে এই ব্যবস্থা। এ পক্ষে অগ্নিদ্বয়ের মেলন করিতে হয়; শৌনক তাহার বিধি দিয়াছেন, "স্ত্রীদিগের সহাধিকার সিদ্ধির নিমিত্ত, সপত্নীভেদ নিমিত্তক গৃহ্য অগ্নিদ্বয়ের মেলনবিধি কহিতেছি। ধর্ম্মলোপভয়ে অরোগা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক। বিবাহ সম্পন্ন হইলে, ব্রতান্তে, পর দিবসে, যথাবিধি পৃথক্ দুই স্থণ্ডিলে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া, পৃথক্ অন্বাধান প্রভৃতি আজ্যভাগ পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক, পূর্ব্ব পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্", ইত্যাদি নব মন্ত্র দ্বারা, প্রথম বিবাহের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেক। পরে, "অয়ং তে যোনিঃ", এই মন্ত্র দ্বারা, সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, "প্রত্যবরোহ", এই মন্ত্র দ্বারা, কনিষ্ঠাগ্নিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্ব্বক, প্রথম হইতে আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক; অনন্তর, "অগ্নাবগ্নিশ্চরতি", "অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে", এই দুই, "অস্তীদম্" ইত্যাদি তিন, "পাহি নো অগ্ন একয়া", এই এক, এই ছয় মন্ত্র দ্বারা, চতুর্গৃহীত ঘৃতের আহুতি দিবেক; তৎপরে, স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া, হোমশেষ সমাপন করিবেক, এবং আহিতাগ্নি শ্রোত্রিয়কে গোযুগল দক্ষিণা দিবেক। যদি, পত্নীদ্বয়ের মধ্যে, একের মৃত্যু হয়, সেই অগ্নি দ্বারা তাহার দাহ করিয়া, গৃহস্থ, আধানবিধি অনুসারে, অন্য স্ত্রীর সহিত পুনরায় আধান করিবেক"।

কিন্তু, বৌধায়নসূত্রে, অগ্নিদ্বয়ের মেলনপ্রক্রিয়া প্রকারান্তরে উক্ত হইয়াছে; যথা, "যদি গৃহস্থ দুই ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করে, সে স্থলে কিরূপ করিবেক? যৎকালে বিবাহ করিবেক, উভয় অগ্নির স্থাপন করিবেক; অপরাগ্নির, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নির, স্থাপন ও পরিস্তরণ করিয়া, ঘৃত গলাইয়া, স্রুচে চারি বার ঘৃত গ্রহণ করিয়া, "নমস্তে ঋষে গদাব্যধায়ৈ ত্বা স্বধায়ৈ ত্বা মান ইন্দ্রাভিমতস্ত্বদৃষ্ট্বা রিষ্টাং স এব ব্রহ্মন্নবেদ সুস্বাহা," এই মন্ত্র দ্বারা, কনিষ্ঠা স্ত্রীর সহিত সমবেত হইয়া, আহুতি দিবেক; পরে, "অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ঃ", এই মন্ত্র দ্বারা, সমিধের উপর ক্ষেপণ করিবেক; অনন্তর, পূর্ব্ব অগ্নির, অর্থাৎ প্রথম বিবাহের অগ্নির, স্থাপন পূর্ব্বক আহুতি দিয়া, "উদ্বুধ্যস্ব অগ্নে", এই মন্ত্র দ্বারা, সমিধের উপর ক্ষেপণ ও পরিস্তরণ করিয়া, স্রুচে চারি বার ঘৃত লইয়া, উভয় ভার্য্যার

সহিত সমবেত হইয়া, যজমান হোম করিবেক; "যো ব্রহ্মা ব্রহ্মণঃ", এই মন্ত্র দ্বারা, এক বার চতুর্গৃহীত ঘৃত আহুতি দিবেক; অনন্তর, অগ্নিমুখ প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া, চরুহোম করিবেক; "সন্মিতং সঙ্কল্পেথাম্", এই অনুবাক্যামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, "অগ্নে পুরীষ্যে", এই যাজ্যামন্ত্র দ্বারা, হোম করিবেক; পরে, ঘৃতের আহুতি দিয়া, হোম করিবেক; "পুরীষ্যমন্তম্", এই অনুবাক্যের শেষভাগ হইতে স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি ধেনুদক্ষিণা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবেক; "ব্রহ্মজজ্ঞানং পিতা বিরাজম্", এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক, স্রুচের অগ্রভাগ দ্বারা, হুতশেষ অগ্নি গ্রহণ করিয়া, দর্ভস্তম্বে স্থাপন করিবেক। এইরূপে অগ্নিদ্বয়ের সংসর্গ বিধান করিবেক।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উল্লিখিত বৌধায়নসূত্র, এবং সর্ব্বাংশে সমানার্থক শৌনকবচন ও আশ্বলায়নসূত্র, সমগ্র প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে, শাস্ত্রত্রয়ের অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বৌধায়নসূত্র দ্বারা যুগপৎ বিবাহদ্বয়বিধান প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না। শৌনক ও আশ্বলায়ন যেরূপ কৃতদ্বিতীয়বিবাহ ব্যক্তির বিবাহ সংক্রান্ত অগ্নিদ্বয়ের মেলন-প্রক্রিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; বৌধায়নও তাহাই করিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই। তবে, পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, শৌনক ও আশ্বলায়ন, অগ্রে পূর্ব্বপত্নীর সহিত প্রথম বিবাহের অগ্নিতে হোম করিয়া, অগ্নিদ্বয়ের মেলন পূর্ব্বক, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক, এই বিধি দিয়াছেন; বৌধায়ন, অগ্রে দ্বিতীয় পত্নীর সহিত দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে হোম করিয়া, অগ্নিদ্বয়ের মেলন পূর্ব্বক, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক, এই বিধি প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত, প্রদর্শিত শাস্ত্রত্রয়ের, কোনও অংশে, উদ্দেশ্যগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। অতএব, বৌধায়ন এক বারে দুই ভার্য্যা বিবাহের বিধি দিয়াছেন, এরূপ অনুভব করিবার কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না। তর্কবাচস্পতি

মহাশয়, সূত্রের অন্তর্গত যে তিনটি বাক্য অবলম্বন করিয়া, যুগপৎ বিবাহদ্বয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচিত হইতেছে। তাঁহার অবলম্বিত প্রথম বাক্য এই;

"যদি গৃহস্থো দ্বে ভার্য্যে বিন্দেত।"

যদি গৃহস্থ দুই ভার্য্যা বিবাহ করে।

এ স্থলে, সামান্যাকারে, দুই ভার্য্যা বিবাহের নির্দ্দেশ মাত্র আছে; এক বারে দুই ভার্য্যা বিবাহ, কিংবা ক্রমে দুই ভার্য্যা বিবাহ, বুঝাইতে পারে, এরূপ কোনও নিদর্শন নাই; সুতরাং, একতর পক্ষ নির্ণয় বিষয়ে আপাততঃ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু, সূত্রের মধ্যে পূর্ব্বাগ্নি, অপরাগ্নি, এই যে দুই শব্দ আছে, তদ্দ্বারা সে সংশয় নিঃসংশয়িত রূপে অপসারিত হইতেছে। পূর্ব্বাগ্নি শব্দে পূর্ব্ব বিবাহের অগ্নি বুঝাইতেছে; অপরাগ্নি শব্দে দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নি বুঝাইতেছে। যদি এক বারে বিবাহদ্বয় বৌধায়নের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, পূর্ব্বাগ্নি ও অপরাগ্নি, এই দুই শব্দ সূত্র মধ্যে সন্নিবেশিত থাকিত না। এই দুই শব্দ ব্যবহৃত হওয়াতে, বিবাহের পৌর্ব্বাপর্য্যই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, বিবাহের যৌগপদ্য কোনও মতে, প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত দ্বিতীয় বাক্য এই;

"উভাবগ্নী পরিচরেৎ"

দুই অগ্নির স্থাপন করিবেক।

অগ্নিদ্বয়মেলনপ্রক্রিয়ার প্রারম্ভে, প্রথমতঃ ঐ অগ্নিদ্বয়ের যে স্থাপন করিতে হয়, এই বাক্য দ্বারা তাহারই বিধি দেওয়া হইয়াছে; নতুবা, দুই বিবাহের উপযোগী দুই অগ্নি বিহিত

হইয়াছে, ইহা এই বাক্যের অর্থ নহে। পূর্ব্বদর্শিত শৌনকবচনে ও আশ্বলায়নসূত্রে দৃষ্টি থাকিলে, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় কদাচ সেরূপ অর্থ করিতেন না। ঐ দুই শাস্ত্রে, অগ্নিদ্বয়-মেলনপ্রক্রিয়ার উপক্রমে, অগ্নিদ্বয়স্থাপনের যেরূপ ব্যবস্থা আছে; বৌধায়নসূত্রেও, অগ্নিদ্বয়মেলনপ্রক্রিয়ার উপক্রমে, অগ্নিদ্বয়-স্থাপনের সেইরূপ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,

শৌনকবচন

"পৃথক্ স্থণ্ডিলয়োরগ্নী সমাধায় যথাবিধি,"

যথাবিধি পৃথক্ দুই স্থণ্ডিলে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া।

আশ্বলায়নসূত্র

"তৌ পৃথগুপসমাধায়"।

দুই অগ্নির পৃথক্ স্থাপন করিয়া।

বৌধায়নসূত্র

"উভাবগ্নী পরিচরেৎ"

দুই অগ্নির স্থাপন করিবেক।

সুতরাং, এই বাক্য দ্বারা বিবাহের যৌগপদ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে, এরূপ কোনও লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত তৃতীয় বাক্য এই;

"দ্বয়োর্ভার্য্যয়োরন্বারব্ধয়োর্যজমানোঽভিমৃশতি"

দুই ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া, যজমান হোম করিবেক।

অগ্নিদ্বয় মেলনের পর, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, মিলিত অগ্নিদ্বয়ে যে আহুতি দিতে হয়, এই বাক্য দ্বারা তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা,

শৌনকবচন

"সমিধ্যেনং সমারোপ্য অয়ং তে যোনিরিত্যৃচা।
প্রত্যবরোহেত্যনয়া কনিষ্ঠাগ্নৌ নিধায় তম্।
আজ্যভাগান্ততন্ত্রাদি কৃত্বারভ্য তদাদিতঃ।
সমন্বারব্ধ এতাভ্যাং পত্নীভ্যাং জুহুয়াদ্ঘৃতম্॥"

"অয়ং তে যোনিঃ", এই মন্ত্র দ্বারা, সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, "প্রত্যবরোহ", এই মন্ত্র দ্বারা, কনিষ্ঠাগ্নিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্ব্বক, প্রথম হইতে আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক।

আশ্বলায়নসূত্র

"অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয় ইতি তং সমিধমারোপ্য প্রত্যবরোহ জাতবেদ ইতি দ্বিতীয়েঽবরোহ্য আজ্যভাগান্তং কৃত্বা উভাভ্যামন্বারব্ধো জুহুয়াৎ।"

"অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ঃ", এই মন্ত্র দ্বারা, সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, "প্রত্যবরোহ জাতবেদঃ", এই মন্ত্র দ্বারা, দ্বিতীয় অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্ব্বক, আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক।

বৌধায়নসূত্র

"অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয় ইতি সমিধি সমারোপয়েৎ পূর্ব্বাগ্নিমুপসমাধায় জুহ্বান উদ্বুধ্যস্বাগ্ন ইতি সমিধি সমারোপ্য পরিস্তীর্য্য স্রুচি চতুর্গৃহীত্বা দ্বয়োর্ভার্য্যয়োরন্বারব্ধয়োর্যজমানোঽভিমৃশতি"।

"অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ঃ", এই মন্ত্র দ্বারা, সমিধের উপর (অপরাগ্নির) ক্ষেপণ করিবেক; অনন্তর, পূর্ব্বাগ্নির অর্থাৎ প্রথম বিবাহের অগ্নির স্থাপন পূর্ব্বক, আহুতি দিয়া, "উদ্বুধ্যস্ব অগ্নে", এই মন্ত্র দ্বারা, সমিধের উপর ক্ষেপণ ও পরিস্তরণ করিয়া, স্রুচে চারি বার ঘৃত লইয়া, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, যজমান হোম করিবেক।

ইহা দ্বারাও, বিবাহের যৌগপদ্য, কোনও মতে, প্রতিপন্ন হইতে পারে না। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে, এ বিষয়ে এতাদৃশী অনভিজ্ঞতা প্রদর্শিত হইত না।

কিঞ্চ, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা করিবার শক্তি থাকিলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় বিবাহের যৌগপদ্য প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত ও যত্নবান্ হইতেন না। যথাবিধি বিবাহ করিতে হইলে, এক বারে দুই বিবাহ, কোনও ক্রমে, সম্পন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ, দুই স্থানের দুই কন্যার, এক সময়ে, এক পাত্রের সহিত, বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব। মনে কর, "ইচ্ছার নিয়ামক নাই, অতএব যত ইচ্ছা বিবাহ করা উচিত," এই ব্যবস্থাদাতা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা জন্মিল; তদনুসারে, কাশীপুরের এক কন্যা, ভবানীপুরের এক কন্যা, এই বিভিন্নস্থানবর্ত্তিনী দুই কন্যার সহিত, বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইল। এক্ষণে, বহুবিবাহপ্রিয় তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে, এক বারে, এই দুই কন্যার পাণিগ্রহণ সম্পন্ন করিতে পারেন কি না। তর্কবাচস্পতি মহাশয় কি বলেন, বলিতে পারি না; কিন্তু, তদ্ভিন্ন ব্যক্তিমাত্রেই বলিবেন, এরূপ বিভিন্ন স্থানদ্বয়ে স্থিত কন্যাদ্বয়ের, এক বারে, এক পাত্রের সহিত বিবাহ, কোনও মতে, সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ, বিভিন্ন গ্রামে, বা বিভিন্ন ভবনে, অথবা এক ভবনের বিভিন্ন স্থানে, দুই বিবাহের অনুষ্ঠান হইলে, এক ব্যক্তি দ্বারা, এক সময়ে, দুই কন্যার পাণিগ্রহণ কি রূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা অনুভবপথে আনীত করিতে পারা যায় না। আর, যদিই, এক অনুষ্ঠান দ্বারা, দুই ভগিনীর, এক পাত্রের সহিত, এক সময়ে, বিবাহ সম্পন্ন হওয়া কথঞ্চিৎ সম্ভব হইতে পারে;

কিন্তু, শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ বিবাহের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যথা,

ভ্রাতৃযুগে স্বসৃযুগে ভ্রাতৃস্বসৃযুগে তথা।
ন কুর্য্যান্মঙ্গলং কিঞ্চিদেকস্মিন্ মণ্ডপেঽহনি (২৪) ॥

এক মণ্ডপে, এক দিবসে, দুই ভ্রাতার, কিংবা দুই ভগিনীর, অথবা ভ্রাতা ও ভগিনীর, কোনও শুভ কার্য্য করিবেক না।

এই শাস্ত্র অনুসারে, এক দিনে, এক মণ্ডপে, দুই ভগিনীর বিবাহ হইতে পারে না।

নৈকজন্যে তু কন্যে দ্বে পুত্রয়োরেকজন্যয়োঃ।
ন পুত্রীদ্বয়মেকস্মিন্ প্রদদ্যাত্তু কদাচন (২৫) ॥

এক ব্যক্তির দুই পুত্রকে দুই কন্যা দান, অথবা এক পাত্রে দুই কন্যা দান, কদাচ করিবেক না।

এই শাস্ত্র অনুসারে, এক পাত্রে দুই কন্যাদান স্পষ্টাক্ষরে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পৃথঙ্মাতৃজয়োঃ কার্য্যো বিবাহস্ত্বেকবাসরে।
একস্মিন্ মণ্ডপে কার্য্যঃ পৃথগ্বেদিকয়োস্তথা।
পুষ্পপট্টিকয়োঃ কার্য্যং দর্শনং ন শিরস্থয়োঃ।
ভগিনীভ্যামুভাভ্যাঞ্চ যাবৎ সপ্তপদী ভবেৎ (২৬) ॥

দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও দুই বৈমাত্রেয় ভগিনীর, এক দিনে, এক মণ্ডপে, পৃথক্ পৃথক্ বেদিতে, বিবাহ হইতে পারে। বিবাহকালে কন্যাদের মস্তকে যে পুষ্পপট্টিকা বন্ধন করে, সপ্তপদীগমনের পূর্ব্বে দুই ভগিনী পরস্পর সেই পুষ্পপট্টিকা দর্শন করিবেক না।

---

(২৪) নির্ণয়সিন্ধু ও বিধানপারিজাত ধৃত গার্গ্যবচন।

(২৫) নির্ণয়সিন্ধু ও বিধানপারিজাত ধৃত নারদবচন।

(২৬) নির্ণয়সিন্ধুধৃত মেধাতিথিবচন।

এই শাস্ত্র অনুসারে, দুই বৈমাত্রেয় ভগিনীর, এক দিনে, এক মণ্ডপে, বিবাহ হইতে পারে। কিন্তু, বিবাহাঙ্গ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পৃথক পৃথক বেদিতে ব্যবস্থাপিত হওয়াতে, এবং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নারদবচনে, এক পাত্রে দুই কন্যাদান নিষিদ্ধ হওয়াতে, বৈমাত্রেয় ভগিনীদ্বয়েরও, এক সময়ে, এক পাত্রের সহিত, বিবাহ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। এইরূপে, এক দিনে, এক মণ্ডপে, এক পাত্রের সহিত, ভগিনীদ্বয়ের বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াতে, বহুবিবাহ-প্রিয় তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের আশালতা ফলবতী হইবার কোনও সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। যাহা হউক, বহুদর্শন নাই, বিবেকশক্তি নাই, প্রকরণজ্ঞান নাই; সুতরাং, বৌধায়ন-সূত্রের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই; এ অবস্থায়, "যদি দুই ভার্য্যা বিবাহ করে," "দুই অগ্নির স্থাপন করিবেক," "দুই ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া আহুতি দিবেক", ইত্যাদি স্থলে, দুই এই সংখ্যাবাচক শব্দের প্রয়োগ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, এক ব্যক্তি এক বারে দুই ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে, এরূপ অপসিদ্ধান্ত অবলম্বন করা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

নবম পরিচ্ছেদ

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া, এক ঋষিবাক্যের যেরূপ অদ্ভুত পাঠ ধরিয়াছেন ও অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তিনি, স্বীয় অভিপ্রেত সাধনের নিমিত্ত, নিরতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইয়া, একবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছেন। ঐ পাঠ, ঐ ব্যাখ্যা, ও তন্মূলক সিদ্ধান্ত সকল, প্রদর্শিত করিবার নিমিত্ত, তদীয় লিখন উদ্ধৃত হইতেছে।

"ইদানীং ক্রমশো বহুবিবাহে কালবিশেষো নিমিত্তবিশেষশ্চাভিধীয়তে। তত্র মনুনা

জায়ায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দ্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ ॥

ইতি দারমরণরূপ একঃ কালঃ অভিহিতঃ। অত্র বিশেষয়তি বিধানপারিজাতধৃতবৌধায়নসূত্রম্

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত
অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়েতি।

দারাণামভাবঃ অদারম্ অর্থাভাবেঽব্যয়ীভাবঃ ততঃ সপ্তম্যা বহুলমলুক্। সম্পন্নং সম্পত্তিঃ ভাবে ক্তঃ। ধর্ম্মস্য অগ্নিহোত্রাদিকস্য গৃহস্থকর্ত্তব্যস্য যাবদ্ধর্ম্মস্য প্রজায়াশ্চ সম্পত্তৌ সত্যাং দারাভাবে অন্যাং স্ত্রিয়ং ন কুর্ব্বীত নান্যামুদ্বহেদিত্যর্থঃ। কিন্তু বনং মোক্ষং বাশ্রয়েৎ

ঋণত্রয়মপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ইতি

মনুনা ঋণত্রয়াপাকরণে মোক্ষাধিকারিত্বসূচনাৎ

জায়মানো বৈ পুরুষস্ত্রিভির্ঋণৈর্ঋণী ভবতি ব্রহ্মচর্য্যেণ
ঋষিভ্যঃ যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্য ইতি

ঋষ্যাদিত্রয়র্ণস্য বেদাধ্যয়নাগ্নিহোত্রাদিযাগপুত্রোৎপত্তিভিরপাকরণাৎ যাবদ্‌গৃহস্থকর্ত্তব্যকরণাচ্চ ন দারান্তরকরণং তৎফলস্য ধর্ম্মপুত্রাদেঃ কৃতত্বাৎ। কিন্তু যদি ন রাগনিবৃত্তিস্তদা তৎফলার্থবিবাহকরণং ভঙ্গ্যোক্তম্। ধর্ম্মপ্রজেতি বিশেষণাচ্চ রতিফলবিবাহস্য তদা কর্ত্তব্যতেতি গম্যতে অন্যথা ধর্ম্মপ্রজেতি নাভিদধ্যাৎ তথাচ ঋণত্রয়শোধনে অনুপযোগিতয়া তত্তৎ ফলমুদ্দিশ্য ন বিবাহান্তরকরণমিতি সিদ্ধম্। অন্যতরাভাবে ধর্ম্মপ্রজয়োর্মধ্যে একতরাভাবে ধর্ম্মাভাবে পুত্রাভাবে বা অন্যা কার্য্যা প্রাগুৎ অগ্নিরাধেয়ো যয়া তথা কার্য্যেত্যর্থঃ। এবঞ্চ মনুনা দ্বিতীয়বিবাহে যদ্দারমরণকালঃ উক্তঃ তস্য অন্যতরাভাববিষয়কত্বং ন তু জায়ামরণমাত্রে এব জায়ান্তরকরণবিষয়কত্বম্। ততশ্চ মনুবচনেন জায়ামরণে জায়ান্তরকরণং যৎ প্রাপ্তং তৎ ধর্ম্মপ্রজাসম্পত্তৌ নিষিধ্যতে "প্রাপ্তং হি প্রতিষিধ্যতে" ইতি ন্যায়াৎ তথাচ মনুবচনস্য অবকাশবিশেষদানার্থমেব অন্যতরাভাবে ইত্যাদি প্রতীকং প্রবৃত্তম্। এতেন ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীতেতি প্রতীকমাত্রং ধৃত্বা উত্তরপ্রতীকং নিগূহ্য যৎ ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নযুক্তদারসত্ত্বে দারান্তরকরণনিষেধকতয়া কল্পনং তদতীব অযুক্তিকং দারেষু সৎসু দারান্তরকরণং যদি তন্মতে কচিৎ প্রাপ্তং স্যাৎ তদা তৎ প্রতিষিধ্যেত। প্রাগগ্ন্যাধেয়েতি বচনাচ্চৈতদ্বিবাহস্য সবর্ণাবিষয়কত্বে স্থিতে কামতঃ প্রবৃত্তিবিবাহবিষয়কত্বেন ন প্রাপ্তিসম্ভবঃ তন্মতে কামতো বিবাহস্য অসবর্ণামাত্রপরত্বাৎ। কিঞ্চ ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্ন ইত্যুক্ত্যা তদর্থবিবাহমাত্র-

ক্ষিয়কত্বাবগমেন রত্যর্থবিবাহবিষয়কত্বকল্পনমপ্যযুক্তিকং তৎপদ-বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ উভয়ফলসিদ্ধৌ দারসত্ত্বে দারান্তরকরণং নিষিধ্য তদেকতরাভাবে ধর্ম্মাভাবে পুত্রাভাবে চ দারসত্ত্বে দারান্তরকরণং কথমেকমাত্রবিবাহবাদিমতে সঙ্গতং স্যাৎ। তন্মতে পুত্রাভাবে দারসত্ত্বে দারান্তরকরণস্য বিহিতত্বেঽপি অগ্নিহোত্রাদিযাবৎ-কর্ত্তব্যধর্ম্মাভাবেঽপি পুত্রসত্ত্বে চ দারান্তরকরণস্য নিষিদ্ধত্বাৎ। এতেন সতি চ অদারে ইতি ছেদেনৈব সর্ব্বসামঞ্জস্যে "দারাক্ষতলাজানাং বহুত্বঞ্চ" ইতি পুংস্ত্বাধিকারীয়ং পাণিনীয়ং লিঙ্গানুশাসনমুল্লঙ্ঘ্য দারশব্দস্য একবচনান্ততাস্বীকারঃ অগতিক-গতিতয়া হেয় এব" (২৭)।

ইদানীং ক্রমশঃ বহুবিবাহবিষয়ে কালবিশেষ ও নিমিত্তবিশেষ উক্ত হইতেছে। সে বিষয়ে মনু, "পূর্ব্বমৃতা স্ত্রীর যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া, পুনরায় দারপরিগ্রহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবেক", এইরূপে স্ত্রীবিয়োগরূপ এক কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিধানপারিজাতধৃত বৌধায়নসূত্রে এ বিষয়ের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যথা, "অগ্নিহোত্রাদি গৃহস্থকর্ত্তব্য সমস্ত ধর্ম্ম ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে আর বিবাহ করিবেক না"। কিন্তু বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্যা আশ্রম আশ্রয় করিবেক; যেহেতু, "ঋণত্রয়ের পরিশোধ করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক"; এইরূপে মনু, ঋণত্রয়ের পরিশোধ হইলে, মোক্ষবিষয়ে অধিকার বিধান করিয়াছেন। আর, "পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া, তিন ঋণে ঋণী হয়, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিগণের নিকট, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের নিকট, পুত্র দ্বারা পিতৃগণের নিকট", এই ত্রিবিধ ঋণ বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্রাদি যাগ, ও পুত্রোৎপত্তি দ্বারা পরিশোধিত হওয়াতে, গৃহস্থকর্ত্তব্য সমস্ত সম্পন্ন হইতেছে; সুতরাং, আর বিবাহ করিবার আবশ্যকতা থাকিতেছে না; যেহেতু, বিবাহের ফল ধর্ম্ম পুত্র প্রভৃতি সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু যদি বিষয়বাসনা নিবৃত্তি না হয়, তবে তাহার ফললাভের নিমিত্ত বিবাহ করিবেক, ইহা ভঙ্গিক্রমে উক্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও প্রজা এই বিশেষণবশতঃ, রতিকামনামূলক বিবাহ সে সময়ে করিতে পারে, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে,

(২৭) বহুবিবাহবাদ, ৩৩ পৃষ্ঠা।

নতুবা ধর্ম্ম ও প্রজা এ কথা বলিতেন না। ঋণত্রয় শোধনের নিমিত্ত উপযোগিতা না থাকাতে, সে ফলের উদ্দেশে আর বিবাহ করিবেক না, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। "অন্যতরের অভাবে অর্থাৎ ধর্ম্ম ও পুত্রের মধ্যে একের অভাব ঘটিলে, অন্য স্ত্রী বিবাহ করিয়া, তাহার সহিত অগ্ন্যাধান করিবেক"। অতএব মনু দ্বিতীয় বিবাহের স্ত্রীবিয়োগরূপ যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ধর্ম্ম ও পুত্রের মধ্যে একের অভাবস্থলেই তাহা অভিপ্রেত; নতুবা স্ত্রীবিয়োগ হইলেই পুনরায় বিবাহ করিবেক, এরূপ তাৎপর্য্য নহে। মনুবচন দ্বারা, স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পুনরায় বিবাহ করিবার যে অধিকার হইয়াছিল, "যাহার প্রাপ্তি থাকে তাহার নিষেধ হয়", এই ন্যায় অনুসারে, ধর্ম্ম ও পুত্র সম্পন্ন হইলে, সেই অধিকারের নিষেধ হইতেছে। মনুবচনের অবকাশবিশেষদানের নিমিত্ত, বৌধায়নবচনের উত্তরার্দ্ধ আরব্ধ হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বার্দ্ধমাত্র ধরিয়া, উত্তরার্দ্ধের গোপন করিয়া, "যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না", এইরূপে তাদৃশ স্ত্রী সত্ত্বে যে দারান্তর পরিগ্রহ নিষেধ কল্পনা, তাহা অতীব যুক্তিবিরুদ্ধ; যদি তাঁহার মতে দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহের প্রাপ্তিসম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তাহার নিষেধ হইতে পারিত। পূর্ব্ববৎ অগ্ন্যাধান করিবেক এই কথা বলাতে, এ বচন সবর্ণাবিবাহবিষয়ক হইতেছে; সুতরাং উহা কামার্থ বিবাহবিষয়ক হইতে পারে না; কারণ, তাঁহার মতে কামার্থ বিবাহ কেবল অসবর্ণাবিষয়ক। কিঞ্চ, ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে এই কথা বলাতে, এই নিষেধ ধর্ম্মার্থ ও পুত্রার্থ বিবাহবিষয়ক বলিয়া বোধ হইতেছে; সুতরাং কামার্থবিষয়ক বলিয়া কল্পনা করাও যুক্তিবিরুদ্ধ; কারণ, ঐ দুই পদের বৈয়র্থ্য ঘটে; উভয় ফলের সিদ্ধি হইলে, দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ নিষেধ করিয়া, উভয়ের মধ্যে একের অভাব ঘটিলে, ধর্ম্মের অভাবে অথবা পুত্রের অভাবে, দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ একবিবাহবাদীর মতে কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে। তাঁহার মতে, পুত্রের অভাবে, দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ বিহিত হইলেও, অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্ত্তব্য, ধর্ম্মের অভাবেও, পুত্রসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, "অদারে", এইরূপ পদচ্ছেদ দ্বারাই সর্ব্বসামঞ্জস্য হইতেছে; এমন স্থলে, "দারাক্ষতলাজানাং বহুত্বঞ্চ", পুংলিঙ্গাধিকারে পাণিনিকৃত এই লিঙ্গানুশাসন লঙ্ঘন করিয়া, দার-শব্দের একবচনান্ততা স্বীকার একবারেই হেয়; কারণ, গত্যন্তর না থাকিলেই, তাহা স্বীকার করিতে হয়।"

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কষ্টকল্পনা দ্বারা, আপস্তম্বসূত্রের (

অভিনব অর্থান্তর প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি না, এবং, সেই অর্থ অবলম্বন করিয়া, যে সকল ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, তাহাও শাস্ত্রানুমত ও ন্যায়ানুগত কি না, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ সূত্রের প্রকৃত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে।

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত। ২। ৫। ১১। ১২।
অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ। ২। ৫। ১১। ১৩। (২৮)

"ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে", ধর্ম্মযুক্ত ও প্রজাযুক্ত দারসত্বে, অর্থাৎ যাহার সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ ও পুত্রলাভ হইয়াছে, তাদৃশ স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে, "ন অন্যাং কুর্ব্বীত" অন্য স্ত্রী করিবেক না, অর্থাৎ আর বিবাহ করিবেক না; "অন্যতরাভাবে", অন্যতরের অভাবে, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একের অসদ্ভাব ঘটিলে, অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহ অথবা পুত্রলাভ না হইলে, "কার্য্যা প্রাক্ অগ্ন্যাধেয়াৎ" অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে করিবেক, অর্থাৎ অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক। অর্থাৎ যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না। ধর্ম্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে, পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেক।

এই অর্থ আমার কপোলকল্পিত, অথবা লোক বিমোহনার্থে বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত, অভিনব অর্থ নহে। যে সকল শব্দে এই দুই সূত্র সঙ্কলিত হইয়াছে, কষ্টকল্পনা ব্যতিরেকে, তদ্দ্বারা অন্য অর্থের প্রতীতি হইতে পারে না। এজন্য, যে যে পূর্ব্বতন গ্রন্থকর্ত্তারা, স্ব স্ব গ্রন্থে, ঐ দুই সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ঐ অর্থ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। যথা,

(২৮) আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্র। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্বভাবসিদ্ধ অনবধান বশতঃ, এই দুই সূত্রকে বিধানপারিজাতধৃত বৌধায়নসূত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু, বিধানপারিজাতে এই দুই সূত্র আপস্তম্বসূত্র বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ, এই দুই সূত্র আপস্তম্বের, বৌধায়নের নহে।

"এতন্নিমিত্তাভাবে নাধিবেত্তব্যেত্যাহ আপস্তম্বঃ

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত।
অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াদিতি।

অস্যার্থঃ যদি প্রথমোঢ়া স্ত্রী ধর্ম্মেণ শ্রৌতস্মার্ত্তাগ্নিসাধ্যেন প্রজয়া পুত্রপৌত্রাদিনা চ সম্পন্না তদা নান্যাং বিবহেৎ অন্যতরাভাবে অগ্ন্যাধানাৎ প্রাক্ বোঢ়ব্যেতি (২৯)"।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন, এই সকল নিমিত্ত না ঘটিলে, অধিবেদন করিতে পারিবেক না। যথা,

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত।
অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ।

ইহার অর্থ এই, যদি প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী শ্রুতিবিহিত ও স্মৃতিবিহিত অগ্নিসাধ্য ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহের উপযোগিনী ও পুত্রপৌত্রাদিসন্তানশালিনী হয়, তাহা হইলে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না। অন্যতরের অভাবে, অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে বিবাহ করিবেক।

"তদ্বিষয়মাহ আপস্তম্বঃ

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত।
অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াদিতি।

অস্যার্থঃ যদি প্রাগূঢ়া স্ত্রী ধর্ম্মেণ প্রজয়া চ সম্পন্না তদা নান্যাং বিবহেৎ অন্যতরাভাবে অগ্ন্যাধানাৎ প্রাক্ বোঢ়ব্যেতি (৩০)"।

এ বিষয়ে আপস্তম্ব কহিয়াছেন,

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত।
অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ।

ইহার অর্থ এই, যদি প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী ধর্ম্মসম্পন্না ও পুত্র-

---

(২৯) বীরমিত্রোদয়।
(৩০) বিধানপারিজাত।

সম্পন্না হয়, তাহা হইলে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না। অন্য-
তরের অভাবে, অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না
হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে বিবাহ করিবেক।

কুল্লূকভট্ট,

বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥ ৯। ৮১।

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্যামাত্রপ্রসবিনী
হইলে একাদশ বর্ষে, অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালাতিপাত ব্যতিরেকে, অধিবেদন
করিবেক।

এই মনুবচনের ব্যাখ্যাস্থলে, আপস্তম্বসূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।
যদিও তিনি, মিত্রমিশ্র ও অনন্তভট্টের ন্যায়, সূত্রের ব্যাখ্যা
করেন নাই; কিন্তু যেরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তত্তুল্য
অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা,

"অপ্রিয়বাদিনী তু সদ্য এব যদ্যপুত্রা ভবতি পুত্রবত্যাস্তু তস্যাং

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত
অন্যতরাপায়ে তু কুর্ব্বীত।

ইত্যাপস্তম্বনিষেধাৎ অধিবেদনং ন কার্য্যম্"।

অপ্রিয়বাদিনী হইলে, কালাতিপাত ব্যতিরেকেই, যদি সে পুত্রহীনা হয়; সে
পুত্রবতী হইলে, অধিবেদন করিবেক না, কারণ আপস্তম্ব,

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত
অন্যতরাপায়ে তু কুর্ব্বীত।

ধর্ম্মসম্পন্না ও পুত্রসম্পন্না স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না, কিন্তু ধর্ম্ম অথবা
পুত্রের ব্যাঘাত ঘটিলে করিবেক;

এই রূপ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

দেখ, মিত্রমিশ্র, অনন্তভট্ট, ও কুল্লূকভট্ট, ধর্ম্মসম্পন্না ও

পুত্রসম্পন্না স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে, আর বিবাহ করিতে পারিবেক না, আপস্তম্বসূত্রের এই অর্থ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ন্যায়, "অদারে" এই পাঠ, এবং "স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে" এই অর্থ, অবলম্বন করেন নাই। এই দুই আপস্তম্বসূত্রের তাৎপর্য্য এই, গৃহস্থ ব্যক্তি, শাস্ত্রের বিধি অনুসারে, এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে; যদি ঐ স্ত্রী দ্বারা ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহ ও পুত্রলাভ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি, ঐ স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায়, বিবাহ করিতে পারিবেক না। কিন্তু, যদি ঐ স্ত্রীর এরূপ কোনও দোষ ঘটে, যে তাহার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করা বিধেয় নহে; কিংবা, ঐ স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃতপুত্রা, বা কন্যামাত্রপ্রসবিনী হয়, অর্থাৎ তাহা দ্বারা বংশরক্ষা ও পিণ্ডসংস্থানের উপায় না হয়; তাহা হইলে, তাহার জীবদ্দশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহ আবশ্যক। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নির্দ্দেশ করিয়া, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার যেরূপ বিধি দিয়াছেন, আপস্তম্বও, ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভের ব্যাঘাতরূপ নিমিত্ত নির্দ্দেশ করিয়া, তদনুরূপ বিধি প্রদান করিয়াছেন; অধিকন্তু, ধর্ম্মকার্য্যের উপযোগিনী ও পুত্রবতী স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে, পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে পারিবেক না, এরূপ স্পষ্ট নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং, আপস্তম্বের ঐ নিষেধ দ্বারা, তাদৃশ স্ত্রীর জীবদ্দশায়, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহ করিবার অধিকার থাকিতেছে না। ধর্ম্মসংস্থাপনপ্রবৃত্ত তর্কবাচস্পতি মহাশয় দেখিলেন, আপস্তম্বসূত্রের যে সহজ অর্থ চিরপ্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা তাঁহার অভিমত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহরূপ পরম ধর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটে; এজন্য, কোনও রূপে অর্থান্তর কল্পনা করিয়া, ধর্ম্মরক্ষা ও

দেশের অমঙ্গল নিবারণ করা আবশ্যক। এই প্রতিজ্ঞায় আরূঢ় হইয়া, ধর্ম্মভীরু, দেশহিতৈষী তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে, আপস্তম্বসূত্রের অদ্ভুত পাঠান্তর ও অদ্ভুত অর্থান্তর কল্পনা করিয়াছেন। তিনি

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত।

এই সূত্রের অন্তর্গত "দারে" এই পদের পূর্ব্বে, লুপ্ত অকারের কল্পনা করিয়াছেন; তদনুসারে,

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে ঽদারে নান্যাং কুর্ব্বীত।

এইরূপ পাঠ হয়। এই পাঠের অনুযায়ী অর্থ এই, "ধর্ম্মকার্য্য-নির্ব্বাহ ও পুত্রলাভ হইলে, যদি অদার অর্থাৎ স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তবে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না"। এইরূপ পাঠান্তর ও এইরূপ অর্থান্তর কল্পনা করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে ইষ্ট-লাভের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা তদ্দ্বারা সিদ্ধ বা প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। আপস্তম্বসূত্রের চিরপ্রচলিত পাঠ ও অর্থ অনুসারে, প্রথমবিবাহিতা স্ত্রীর দ্বারা ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহ ও পুত্রলাভ হইলে, তাহার জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার নাই। তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে পাঠান্তর ও অর্থান্তর কল্পনা করিয়াছেন, তদনুসারে, ধর্ম্মকার্য্য-নির্ব্বাহ ও পুত্রলাভ হইলে যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলেও আর বিবাহ করিবার অধিকার থাকে না। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, চিরপ্রচলিত পাঠ ও অর্থ দ্বারা যে নিষেধ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, আর তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কল্পিত পাঠ ও অর্থ দ্বারা যে নূতন নিষেধ প্রতিপন্ন হইতেছে, এ উভয়ের মধ্যে কোন নিষেধ বলবত্তর হইতেছে। পূর্ব্ব নিষেধ দ্বারা,

পুত্রবতী ও ধর্ম্মকার্য্যোপযোগিনী স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার রহিত হইতেছে ; তাঁহার উদ্ভাবিত নূতন নিষেধ দ্বারা, পুত্রবতী ও ধর্ম্মকার্য্যোপযোগিনী স্ত্রীর মৃত্যু হইলেও, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার রহিত হইতেছে। যে অবস্থায়, স্ত্রীর মৃত্যু হইলেও, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার থাকিতেছে না, সে অবস্থায়, স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে, যদৃচ্ছা ক্রমে, যত ইচ্ছা বিবাহ করিবার অধিকার থাকা কত দূর শাস্ত্রানুমত বা ন্যায়ানুগত হওয়া সম্ভব, তাহা সকলে অনায়াসে বিবেচনা করিতে পারেন। অতএব, আপস্তম্বের গ্রীবাভঙ্গ করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কি ইষ্টাপত্তি হইতেছে, বুঝিতে পারা যায় না। তিনি এই আশঙ্কা করিয়াছিলেন, পুত্রবতী ও ধর্ম্মকার্য্যোপযোগিনী স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিবার সাক্ষাৎ নিষেধ বিদ্যমান থাকিলে, তাদৃশ স্ত্রী সত্ত্বে, যদৃচ্ছা ক্রমে, যত ইচ্ছা বিবাহ করিবার পথ থাকে না। সেই পথ প্রবল ও পরিষ্কৃত করিবার আশয়ে, আপস্তম্বসূত্রের অদ্ভুত অর্থ উদ্ভাবিত করিয়াছেন। কিন্তু, উদ্ভাবিত অর্থ দ্বারা, ঐ পথ, পরিষ্কৃত না হইয়া, বরং অধিকতর রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে ; তাহা অনুধাবন করিতে পারেন নাই।

অবলম্বিত অর্থের সমর্থন করিবার নিমিত্ত, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এই,

> "পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া তিন ঋণে ঋণী হয়, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিগণের নিকট, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের নিকট, পুত্র দ্বারা পিতৃগণের নিকট।" এই ত্রিবিধ ঋণ বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্রাদি যাগ ও পুত্রোৎপত্তি দ্বারা পরিশোধিত হওয়াতে, গৃহস্থকর্ত্তব্য সমস্ত সম্পন্ন হইতেছে, সুতরাং আর বিবাহ করিবার আবশ্যকতা থাকিতেছে না।"

এই যুক্তি, পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহ হইলে, স্ত্রীবিয়োগস্থলে যেরূপ খাটে; স্ত্রীবিদ্যমানস্থলেও অবিকল সেইরূপ খাটিবেক, তাহার কোনও সংশয় নাই। উভয়ত্র ঋণপরিশোধন রূপ হেতু তুল্যরূপে বর্ত্তিতেছে; সুতরাং, আর বিবাহ করিবার আবশ্যকতা না থাকাও উভয় স্থলেই, তুল্যরূপে বর্ত্তিতেছে। অতএব, এই যুক্তি দ্বারা, ধর্ম্মসম্পন্না ও পুত্রসম্পন্না স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে, আর বিবাহ করিতে পারিবেক না, এই চিরপ্রচলিত অর্থের বিলক্ষণ সমর্থনই হইতেছে।

এইরূপ অদ্ভুত পাঠান্তর ও অর্থান্তর কল্পনা করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যে অদ্ভুত ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে।

"বিধানপারিজাতধৃত বৌধায়নসূত্রে এ বিষয়ের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যথা, "অগ্নিহোত্রাদি গৃহস্থকর্ত্তব্য সমস্ত ধর্ম্ম ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে আর বিবাহ করিবেক না"। কিন্তু বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্যা আশ্রম আশ্রয় করিবেক; যেহেতু, "ঋণত্রয়ের পরিশোধ করিয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক", এইরূপে মনু, ঋণত্রয়ের পরিশোধ হইলে, মোক্ষ বিষয়ে অধিকার বিধান করিয়াছেন"।

ধর্ম্ম ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে আর বিবাহ না করিয়া, বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্যা অবলম্বন করিবেক, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই ব্যবস্থা কোনও অংশে শাস্ত্রানুসারিণী নহে। আশ্রম বিষয়ে দ্বিবিধ ব্যবস্থা স্থিরীকৃত আছে (৩১)। প্রথম ব্যবস্থা অনুসারে, যথাক্রমে চারি আশ্রমের অনুষ্ঠান আবশ্যক; অর্থাৎ, জীবনের প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্য্য,

(৩১) তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম অংশ দেখ।

দ্বিতীয় ভাগে গার্হস্থ্য, তৃতীয় ভাগে বানপ্রস্থ, চতুর্থ ভাগে পরিব্রজ্যা, অবলম্বন করিবেক। দ্বিতীয় ব্যবস্থা অনুসারে, যাহার বৈরাগ্য জন্মিবেক, সে ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর, যে অবস্থায় থাকুক, পরিব্রজ্যা অবলম্বন করিবেক। এক ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ ও দারপরিগ্রহ করিয়াছে; পুত্রোৎপাদনের পূর্ব্বেই তাহার বৈরাগ্য জন্মিল; তখন তাহাকে, পুত্রোৎপাদনের অনুরোধে, আর সংসারাশ্রমে থাকিতে হইবেক না; যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই, সে ব্যক্তি পরিব্রজ্যা আশ্রয় করিবেক। বৈরাগ্যপক্ষে, ঋণপরিশোধের অনুরোধে, তাহাকে এক দিনও গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইবেক না; আর, বৈরাগ্য না জন্মিলে, যে আশ্রমের যে কাল নিয়মিত আছে, তাবৎ কাল সেই সেই আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবেক। সুতরাং, অবিরক্ত ব্যক্তিকে জীবনের দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইবেক; নতুবা, কিছু কাল ধর্ম্মকার্য্য করিলে ও পুত্রলাভ হইলে পর, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলেই তাহাকে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিতে হইবেক, শাস্ত্রের এরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য নহে। ফলকথা এই, পরিব্রজ্যা অবলম্বনের দুই নিয়ম; প্রথম নিয়ম অনুসারে, যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রম নির্ব্বাহ করিয়া, জীবনের চতুর্থ ভাগে উহার অবলম্বন; আর, দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে, যে আশ্রমে যে অবস্থায় থাকুক, বৈরাগ্য জন্মিলে তদ্দণ্ডে উহার অবলম্বন। বৈরাগ্য না জন্মিলে, পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বে, গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগের বিধি ও ব্যবস্থা নাই; সুতরাং, পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ হইলেও, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে ও পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে হইবেক; কেবল স্ত্রীবিয়োগ

ঘটিয়াছে বলিয়া, সে অবস্থায়, বিনা বৈরাগ্যে, গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিলে, অথবা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া দারপরিগ্রহে বিমুখ হইলে, প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক। তন্মধ্যে বিশেষ এই, আটচল্লিশ বৎসর বয়স হইলে, যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, সে স্থলে আর দারপরিগ্রহ করিবার আবশ্যকতা নাই। যথা,

চত্বারিংশদ্বৎসরাণাং সাষ্টানাঞ্চ পরে যদি।
স্ত্রিয়া বিযুজ্যতে কশ্চিৎ স তু রণ্ডাশ্রমী মতঃ (৩২)॥

আটচল্লিশ বৎসরের পর, যদি কোনও ব্যক্তির স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহাকে রণ্ডাশ্রমী বলে।

রণ্ডাশ্রমী অর্থাৎ স্ত্রীবিরহিত আশ্রমী (৩৩)। গৃহস্থাশ্রমের স্বল্প মাত্র কাল অবশিষ্ট থাকে; সেই স্বল্প কালের জন্য, আর তাহার দারপরিগ্রহের আবশ্যকতা নাই; অর্থাৎ সে অবস্থায় দারপরিগ্রহ না করিলে, তাহাকে আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক না। আর,

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।

ঋণত্রয়ের পরিশোধ করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক।

এই বচন দ্বারা মনু, গৃহাশ্রমে অবস্থানকালে, পুত্রলাভের পর স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, মোক্ষ পথ অবলম্বন করিবার বিধি দিয়াছেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দ্দেশ মনুসংহিতায় সবিশেষ দৃষ্টি না থাকার পরিচায়ক মাত্র; কারণ, মনু, নিঃসংশয়িত রূপে, যথাক্রমে আশ্রমচতুষ্টয়ের বিধি প্রদান করিয়াছেন। যথা,

চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।

---

(৩২) উদ্বাহতত্ত্বধৃত ভবিষ্যপুরাণ।

(৩৩) রণ্ড মৃতপত্নীক, আশ্রমিন্ আশ্রমস্থিত।

দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ ॥ ৪। ১।

দ্বিজ, জীবনের প্রথম চতুর্থ ভাগ গুরুকুলে বাস করিয়া, দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক, জীবনের দ্বিতীয় চতুর্থ ভাগ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিবেক।

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেত্তু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬। ১।

স্নাতক দ্বিজ, এই রূপে বিধি পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া, সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, যথাবিধানে বনে বাস করিবেক।

বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ ॥ ৬। ৩৩।

এই রূপে জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহিত করিয়া, সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, জীবনের চতুর্থ ভাগে পরিব্রজ্যা আশ্রম অবলম্বন করিবেক।

যিনি, এইরূপ সময়বিভাগ করিয়া, যথাক্রমে আশ্রমচতুষ্টয় অবলম্বনের ঈদৃশ স্পষ্ট বিধি প্রদান করিয়াছেন; তিনি গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কালে, পুত্ত্রলাভের পর স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, আর দারপরিগ্রহ না করিয়া, এককালে চতুর্থ আশ্রম অবলম্বনের বিধি দিবেন, ইহা কোনও মতে সঙ্গত বা সম্ভব হইতে পারে না।

উল্লিখিত প্রকারে দারপরিগ্রহের নিষেধ ও মোক্ষপথ অবলম্বনের ব্যবস্থা স্থির করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় কহিতেছেন,—

"কিন্তু যদি বিষয়বাসনা নিবৃত্তি না হয়, তবে তাহার ফললাভের নিমিত্ত বিবাহ করিবেক, ইহা ভঙ্গিক্রমে উক্ত হইয়াছে।"

এ স্থলে তিনি স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেছেন, পুত্ত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহের পর স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি ঐ সময়ে বৈরাগ্য না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে, মোক্ষপথ অবলম্বন না করিয়া, পুনরায় বিবাহ করিবেক। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, কষ্টকল্পনা দ্বারা আপস্তম্বসূত্রের পাঠান্তর ও অর্থান্তর

কল্পনা করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় কি অধিক লাভ করিলেন। চিরপ্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে, গৃহস্থাশ্রমসম্পাদন কালে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, বৈরাগ্য স্থলে মোক্ষপথ অবলম্বন, বৈরাগ্যের অভাবস্থলে পুনরায় দারপরিগ্রহ, বিহিত আছে; তিনি, অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে, যে অদ্ভুত ব্যবস্থার উদ্ভাবন করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও তাহাই বিহিত হইতেছে।

তিনি তৎপরে কহিতেছেন,

"ধর্ম্ম ও পুত্র এই বিশেষণ বশতঃ রতিকামনামূলক বিবাহ সে সময়ে করিতে পারে, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে।"

তদীয় এই ব্যবস্থা যার পর নাই কৌতুককর। পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহ হইলে, যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তবে "বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্যা আশ্রম আশ্রয় করিবেক", এই ব্যবস্থা করিয়া, "রতিকামনামূলক বিবাহ সে সময়ে করিতে পারে", এই ব্যবস্থান্তর প্রদান করিতেছেন। তদনুসারে, আপস্তম্বসূত্র দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে, পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহের পর স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, ধর্ম্মার্থে ও পুত্রার্থে বিবাহ না করিয়া, বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্যা আশ্রম অবলম্বন করিবেক, কিন্তু রতিকামনামূলক বিবাহ সে সময়ে করিতে পারিবেক। সুতরাং, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উদ্ভাবিত অদ্ভুত ব্যাখ্যা ও অদ্ভুত ব্যবস্থা অনুসারে, অতঃপর রতিকামনামূলক বিবাহ করিয়া, সেই স্ত্রীর সমভিব্যাহারে, মোক্ষপথ অবলম্বন করিতে হইবেক। সেবাদাসী সঙ্গে লইয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করা নিতান্ত মন্দ বোধ হয় না; তাহাতে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় রক্ষা হইবেক।

"অতএব মনু দ্বিতীয় বিবাহের স্ত্রীবিয়োগরূপ যে কাল নির্দ্দেশ

করিয়াছেন, ধর্ম্ম ও পুত্রের মধ্যে একের অভাব স্থলেই তাহা অভিপ্রেত, নতুবা স্ত্রীবিয়োগ হইলেই পুনরায় বিবাহ করিবেক, এরূপ তাৎপর্য্য নহে” ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা শাস্ত্রানুসারিণী নহে। বৈরাগ্য না জন্মিলে, আটচল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে, স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পুনরায় বিবাহ করিতে হইবেক, ধর্ম্ম ও পুত্র উভয়ের সদ্ভাবও তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেক না। “যদি বিষয়-বাসনা নিবৃত্তি না হয়, তবে তাহার ফললাভের নিমিত্ত বিবাহ করিবেক,” এই ব্যবস্থা করিয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আর, যদি বৈরাগ্য জন্মে, ধর্ম্ম ও পুত্রের মধ্যে একের অসদ্ভাবের কথা দূরে থাকুক, উভয়ের অসদ্ভাব স্থলেও, আর বিবাহ না করিয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করিবেক। স্ত্রীবিয়োগের ত কথাই নাই, স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলেও, সে অবস্থায় মোক্ষপথ অবলম্বন করিবেক।

“অতএব, পূর্ব্বার্দ্ধ মাত্র ধরিয়া উত্তরার্দ্ধের গোপন করিয়া, “যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না,” এইরূপে তাদৃশ স্ত্রীসত্ত্বে যে দারান্তর পরিগ্রহ নিষেধ কল্পনা তাহা অতীব যুক্তিবিরুদ্ধ; যদি তাঁহার মতে দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তাহার নিষেধ হইতে পারিত”।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, আমি আপস্তম্বসূত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ মাত্র ধরিয়া, উত্তরার্দ্ধের গোপন করিয়া, কপোলকল্পিত অর্থের প্রচার দ্বারা লোককে প্রতারিত করি নাই। আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্রে দৃষ্টি নাই; এজন্য, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, দুই সূত্রকে এক সূত্র জ্ঞান করিয়া, পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত। ২। ৫। ১১। ১২।

ইহা দ্বিতীয় প্রশ্নের, পঞ্চম পটলের, একাদশ খণ্ডের দ্বাদশ সূত্র। আর,

অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ। ২। ৫। ১১। ১৩।

ইহা দ্বিতীয় প্রশ্নের, পঞ্চম পটলের, একাদশ খণ্ডের ত্রয়োদশ সূত্র। দ্বাদশ সূত্রের অর্থ এই,

> যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না।

ত্রয়োদশ সূত্রের অর্থ এই,

> ধর্ম্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে পুনরায় বিবাহ করিবেক।

দ্বাদশ সূত্র অনুসারে, ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, স্ত্রীসত্ত্বে দারান্তরপরিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে; ত্রয়োদশ সূত্র অনুসারে, ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহ ও পুত্রলাভ এ উভয়ের, অথবা উভয়ের মধ্যে একতরের, অভাব ঘটিলে, স্ত্রীসত্ত্বে দারান্তর-পরিগ্রহ বিহিত হইয়াছে। এই দুই সূত্র পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থের প্রতিপাদক নহে; বরং পর সূত্র পূর্ব্ব সূত্রের পোষক হইতেছে। এমন স্থলে, উত্তরার্দ্ধের, অর্থাৎ পর সূত্রের, গোপন করিবার কোনও অভিসন্ধি বা আবশ্যকতা লক্ষিত হইতে পারে না। পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন হইলে, স্ত্রীসত্ত্বে পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার নাই, এতন্মাত্রের নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইয়াছিল; এজন্য, দ্বিতীয় ক্রোড়পত্রে পূর্ব্ব সূত্র মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছিল; নিষ্প্রয়োজন বলিয়া, পর সূত্র উদ্ধৃত হয় নাই। নতুবা, ভয়প্রযোজিত অথবা দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত হইয়া, পর সূত্রের গোপন পূর্ব্বক, পূর্ব্ব সূত্র মাত্র উদ্ধৃত করিয়া, স্বেচ্ছা

অনুসারে, অর্থান্তরকল্পনা করিয়াছি, এরূপ নির্দেশ করা নির্বচ্ছিন্ন অনভিজ্ঞতার পরিচয়প্রদান মাত্র।

"এইরূপে তাদৃশ স্ত্রীসত্ত্বে যে দারান্তর পরিগ্রহ নিষেধ কল্পনা, তাহা অতীব যুক্তিবিরুদ্ধ।"

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, তাদৃশস্ত্রীসত্ত্বে দারান্তরপরিগ্রহের নিষেধ আমার কপোলকল্পিত নহে। সর্ব্বপ্রথম, মহর্ষি আপস্তম্ব ঐ নিষেধের কল্পনা করিয়াছেন; তৎপরে, মিত্রমিশ্র, অনন্তভট্ট, ও কুল্লূকভট্ট, আপস্তম্বের ঐ নিষেধকল্পনা অবলম্বন পূর্ব্বক, ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমি নূতন কোনও কল্পনা করি নাই।

"যদি তাঁহার মতে দারসত্ত্বে দারান্তরপরিগ্রহের প্রাপ্তিসম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে, তাহার নিষেধ হইতে পারিত।"

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, আমার মতে, দারসত্ত্বে দারান্তরপরিগ্রহের প্রাপ্তিসম্ভাবনা নাই, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ কপোলকল্পিত। আমার মতে, অর্থাৎ আমি শাস্ত্রের যেরূপ অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারিয়াছি তদনুসারে, দুই প্রকারে, দারসত্ত্বে দারান্তরপরিগ্রহের প্রাপ্তিসম্ভাবনা আছে; প্রথম, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত নিবন্ধন দারান্তরপরিগ্রহ; দ্বিতীয়, রতিকামনামূলক রাগপ্রাপ্ত দারান্তরপরিগ্রহ। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত ঘটিলে, শাস্ত্রের বিধি অনুসারে, দারসত্ত্বে দারান্তরপরিগ্রহ আবশ্যক; আর, উৎকট রতিকামনার বশবর্ত্তী হইয়া, কামুক পুরুষ দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারে। আপস্তম্ব, পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বাদশ সূত্র দ্বারা, পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহ হইলে, দারসত্ত্বে দারান্তরপরিগ্রহের নিষেধ করিয়াছেন; আর, ত্রয়োদশ সূত্র দ্বারা, পুত্রলাভ অথবা ধর্ম্মকার্য্য

নির্ব্বাহের, ব্যাঘাত ঘটিলে, দারসত্ত্বে দারান্তরপরিগ্রহের বিধি দিয়াছেন। তদনুসারে, ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পুত্রার্থে ও ধর্ম্মার্থে ভিন্ন অন্য কোনও কারণে, দারসত্ত্বে দারান্তর-পরিগ্রহে অধিকার নাই। মনু প্রভৃতি, যদৃচ্ছাস্থলে, পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, রাগপ্রাপ্ত অসবর্ণাবিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন; তাদৃশ বিবাহ আপস্তম্বের অভিমত বোধ হইতেছে না; এজন্য, তদীয় ধর্ম্মসূত্রে, রতিকামনামূলক অসবর্ণাবিবাহ, অসবর্ণাগর্ভসম্ভূত পুত্রের অংশনির্ণয় প্রভৃতির কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

"তাঁহার মতে পুত্রের অভাবে দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ বিহিত হইলেও, অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্ত্তব্য ধর্ম্মের অভাবেও, পুত্রসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে"।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর সহযোগে, অগ্নি-হোত্রাদি গৃহস্থকর্ত্তব্য ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন না হইলেও, পুত্রসত্ত্বে দারান্তরপরিগ্রহ নিষিদ্ধ; অর্থাৎ, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রী দ্বারা ধর্ম্ম-কার্য্যনির্বাহের ব্যাঘাত ঘটিলেও, কেবল পুত্রলাভ হইয়াছে বলিয়া, ধর্ম্মকার্য্যের অনুরোধে, আর দারপরিগ্রহ করিতে পারিবেক না; আমি কোনও স্থলে এরূপ কথা লিখি নাই। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কি মূল অবলম্বন করিয়া, অনায়াসে এরূপ অসঙ্গত নির্দ্দেশ করিলেন, বুঝিতে পারা যায় না। এ বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে;—

"পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যসাধন গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য। দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে এ উভয়ই সম্পন্ন হয় না; এই নিমিত্ত, প্রথম বিধিতে দারপরিগ্রহ গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশের দ্বারস্বরূপ ও গৃহস্থাশ্রমসমাধানের অপরিহার্য্য উপায়স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রমসম্পাদন

কালে, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হয়; এজন্য, ঐ অবস্থায়, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে, পুনরায় দারপরিগ্রহের অবশ্যকর্ত্তব্যতাবোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব, চিররোগিত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যসাধনের ব্যাঘাত ঘটে; এজন্য, শাস্ত্রকারেরা, তাদৃশ স্থলে, স্ত্রীসত্ত্বে পুনরায় বিবাহ করিবার তৃতীয় বিধি দিয়াছেন" (৩৪)।

এই লিখন দ্বারা, ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহের ব্যাঘাত ঘটিলেও, পুত্রসত্ত্বে দারান্তরপরিগ্রহ করিতে পারিবেক না, এরূপ নিষেধ প্রতিপন্ন হয় কি না, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

"অতএব, "অদারে," এইরূপ ছেদ দ্বারাই সর্ব্বসামঞ্জস্য হইতেছে; এমন স্থলে "দারাক্ষতলাজানাং বহুত্বঞ্চ" পুংলিঙ্গাধিকারে পাণিনিকৃত এই লিঙ্গানুশাসন লঙ্ঘন করিয়া, দারশব্দের একবচনান্ততাস্বীকার একবারেই হেয়; কারণ, গত্যন্তর না থাকিলেই, তাহা স্বীকার করিতে হয়"।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, সর্ব্বসামঞ্জস্যসম্পাদনমানসে, "অদারে" এইরূপ পাঠান্তর কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহার কল্পিত পাঠান্তর দ্বারা, কিরূপ সর্ব্বসামঞ্জস্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে সবিস্তর দর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে, অবলম্বিত পাঠান্তরের যথার্থতার সমর্থন করিবার নিমিত্ত, তিনি ব্যাকরণবিরোধরূপ যে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার বলাবল বিবেচিত হইতেছে। তাঁহার উল্লিখিত

দারাক্ষতলাজানাং বহুত্বঞ্চ। ৭২। (৩৫)

---

(৩৪) বহুবিবাহবিচার, প্রথম পুস্তক, ৩৫৪ পৃষ্ঠা।

(৩৫) পাণিনিকৃত লিঙ্গানুশাসন, পুংলিঙ্গাধিকার।

দার, অক্ষত, ও লাজশব্দ পুংলিঙ্গ ও বহুবচনান্ত হয়।

এই সূত্র অনুসারে, দার শব্দ বহু বচনে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু, আপস্তম্বসূত্রের চিরপ্রচলিত ও সর্ব্বসম্মত পাঠ অনুসারে, “দারে” এই স্থলে, দার শব্দ সপ্তমীর এক বচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। তর্কবাচস্পতি মহাশয় দার শব্দের একবচনান্ত প্রয়োগ, পাণিনি-বিরুদ্ধ বলিয়া, একবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পাণিনি দার শব্দের বহু বচনে প্রয়োগ নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন বটে; কিন্তু, আপস্তম্ব, স্বীয় ধর্ম্মসূত্রে, সে নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলেন নাই। বোধ হয়, পাণিনির সহিত তাঁহার বিরোধ ছিল; এজন্য, তদীয় ধর্ম্মসূত্রে, দার শব্দ, সকল স্থলেই, কেবল এক বচনে প্রযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

১। মাতরমাচার্য্যদারঞ্চেত্যেকে। ১। ৪। ১৪। ২৪।

২। স্তেয়ং কৃত্বা সুরাং পীত্বা গুরুদারঞ্চ গত্বা। ২। ৯। ২৫। ১০।

৩। সদা নিশায়াং দারং প্রত্যলঙ্কুর্ব্বীত। ১। ১১। ৩২। ৬।

৪। ঋতৌ চ সন্নিপাতো দারেণানুব্রতম্। ২। ১। ১। ১৭।

৫। অন্তরালেঽপি দার এব। ২। ১। ১। ১৮।

৬। দারে প্রজায়াঞ্চ উপস্পর্শনভাষা বিস্রম্ভপূর্ব্বাঃ পরিবর্জ্জয়েৎ। ২। ২। ৫। ১০।

৭। বিদ্যাং সমাপ্য দারং কৃত্বা অগ্নীনাধায় কর্ম্মাণ্যারভতে সোমাবরার্দ্ধ্যানি যানি শ্রূয়ন্তে। ২। ৯। ২২। ৭।

৮। অবুদ্ধিপূর্ব্বমলঙ্কৃতো যুবা পরদারমনুপ্রবিশন্ কুমারীং বা বাচা বাধ্যঃ। ২। ১০। ২৬। ১৮।

৯। দারং চাস্য কর্শয়েৎ। ২। ১০। ২৭। ১০।

আমাদের মানবচক্ষুতে, এই সকল সূত্রে, “দারঃ”, “দারম্”, “দারেণ”, “দারে”, এই রূপে দার শব্দ প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া,

ও সপ্তমীর একবচনে প্রযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দিব্য চক্ষুতে কিরূপ লক্ষিত হয়, বলিতে পারা যায় না।

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত। ২। ৫। ১১। ১২।

এ স্থলে, দার শব্দ সপ্তমীর একবচনে প্রযুক্ত আছে। কিন্তু, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, পাণিনিকৃত নিয়মের অলঙ্ঘনীয়তা স্থির করিয়া, আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্রে দার শব্দের একবচনান্তপ্রয়োগরূপ যে দোষ ঘটিয়াছে, উহার পরিহারবাসনায়, "দারে" এই পদের পূর্ব্বে এক লুপ্ত অকারের কল্পনা করিয়াছেন। এক্ষণে, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নয় সূত্রে যে দার শব্দের একবচনান্তপ্রয়োগ আছে, উল্লিখিত প্রকারে, দয়া করিয়া, তিনি তাহার সমাধান করিয়া না দিলে, নিরবলম্ব আপস্তম্ব অব্যাহতিলাভ করিতে পারিতেছেন না। আপাততঃ যেরূপ লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে সকল স্থলে লুপ্ত অকারের কল্পনার পথ আছে, এরূপ বোধ হয় না। অতএব, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ও প্রসিদ্ধ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে, কি অদ্ভুত প্রণালী অবলম্বন করিয়া, পাণিনি ও আপস্তম্বের বিরোধভঞ্জন করেন, তাহা দেখিবার জন্য, নিরতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। দয়াময় তর্কবাচস্পতি মহাশয় কি এত সৌজন্যপ্রকাশ করিবেন, যে এ বিষয়ে আমাদের কৌতূহলনিবৃত্তি করিয়া দিবেন।

সচরাচর সকলে অবগত আছেন, ঋষিরা লিঙ্গ, বিভক্তি, বচন প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ ছিলেন, সে বিষয়ে অন্যদীয় নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন নাই। এজন্য, পাণিনিপ্রভৃতিপ্রণীত প্রচলিত ব্যাকরণ অনুসারে, যে সকল প্রয়োগ অপপ্রয়োগ

বলিয়া পরিগণিত হয় ; ঋষিপ্রণীত গ্রন্থে সে সকল প্রয়োগ আর্ষ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে ; অর্থাৎ ঐ সকল প্রয়োগ যখন ঋষির মুখ বা লেখনী হইতে নির্গত হইয়াছে, তখন তাহা অপ-প্রয়োগ নহে। পাণিনি ও আপস্তম্ব উভয়েই ঋষি। পাণিনির মতে, দার শব্দ বহু বচনে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক ; আপস্তম্বের মতে, দার শব্দ এক বচনে প্রযুক্ত হওয়া দোষাবহ নহে। ফলকথা এই ; ঋষিরা সকলেই সমান ও স্বস্বপ্রধান ছিলেন। কোনও ঋষিকে অপর ঋষির প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইত না। সুতরাং, আপস্তম্বকৃত প্রয়োগ, পাণিনিবিরুদ্ধ হইলেও, হেয় বা অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। যিনি যে বিষয়ের ব্যবসায়ী, সে বিষয়ে, স্বভাবতঃ, তাঁহার অধিক পক্ষপাত থাকে। তর্ক-বাচস্পতি মহাশয় বহু কালের ব্যাকরণব্যবসায়ী ; সুতরাং, অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা, ব্যাকরণে অধিক পক্ষপাত থাকিলে, তাঁহাকে দোষ দিতে পারা যায় না। অতএব, ব্যাকরণের নিয়ম-রক্ষার পক্ষপাতী হইয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রীবাভঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া, তাঁহার পক্ষে, তাদৃশ দোষের বা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

দশম পরিচ্ছেদ।

যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তাপ্রতিপাদনপ্রয়াসে, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত করিয়াছেন, উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য আলোচিত হইল। তদনুসারে, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, তাঁহার অভিমত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহরূপ পরম ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার নহে। শাস্ত্রানুযায়িনী বিবাহবিষয়িণী ব্যবস্থা এই ;

১। গৃহস্থ ব্যক্তি, গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত, সবর্ণাবিবাহ করিবেক।

২। প্রথমপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, তাহার জীবদ্দশায়, পুনরায় সবর্ণাবিবাহ করিবেক।

৩। আটচল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পুনরায় সবর্ণাবিবাহ করিবেক।

৪। সবর্ণা কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, অসবর্ণাবিবাহ করিতে পারিবেক।

৫। কাম বশতঃ পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক, অসবর্ণাবিবাহ করিবেক।

শাস্ত্রে, এতদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে, বিবাহের বিধি ও ব্যবস্থা নাই। এই পঞ্চবিধ ব্যতিরিক্ত বিবাহ সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রনিষিদ্ধ। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্বপ্রদর্শিত শ্রুতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্যের যে সকল কপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত

বহুবিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন হওয়া কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। কিন্তু, তিনি স্বীয় অভিপ্রেত সাধনে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা স্থির করিয়া, অবলম্বিত মীমাংসার পোষকতা করিবার অভিপ্রায়ে, লিখিয়াছেন,

"শিষ্টাচারোঽপি শ্রুতিস্মৃত্যোর্বর্ণিতবিষয়ত্বমুদ্বোলয়তি। তথা চ তে হি শিষ্টা দর্শিতবিষয়কত্বমেব শ্রুতিস্মৃত্যোরবধার্য্য যুগপদ্বহু-ভার্য্যাবেদনে প্রবৃত্তা ইতি পুরাণাদৌ উপলভ্যতে (৩৬)।"

যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শ্রুতি ও স্মৃতির অনুমোদিত, ইহা শিষ্টাচার দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে। পূর্ব্বকালীন শিষ্টেরা, শ্রুতি ও স্মৃতির উক্তপ্রকার তাৎপর্য্য অবধারণ করিয়া, একবারে বহুভার্য্যাবিবাহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা পুরাণাদিতে দৃষ্ট হইতেছে।

যদি যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ শ্রুতি ও স্মৃতির অনুমোদিত হইত, তাহা হইলে শিষ্টাচার দ্বারা তাহার সমর্থনপ্রয়াস সফল হইতে পারিত। কিন্তু পূর্ব্বে সবিস্তর দর্শিত হইয়াছে, তাদৃশ বিবাহ-কাণ্ড শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার নহে; সুতরাং, শিষ্টাচার দ্বারা তাহার সমর্থনপ্রয়াস সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইতেছে; কারণ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ শিষ্টাচার প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত নহে। মনু কহিয়াছেন,

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ। ১। ১০৯।

বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত আচারই পরম ধর্ম্ম।

শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় এই, যে আচার শ্রুতি ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী, তাহাই পরম ধর্ম্ম; লোকে তাদৃশ আচারেরই অনুসরণ করিবেক; তদ্ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধ বা স্মৃতিবিরুদ্ধ আচার আদরণীয় ও অনুসরণীয় নহে; তাদৃশ আচারের অনুসরণ করিলে, প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের

---

(৩৬) বহুবিবাহবাদ, ২৬ পৃষ্ঠা।

প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অবৈধ আচরণে দূষিত হইয়া থাকেন। এ কালে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্ব কালেও সেইরূপ ছিল; অর্থাৎ, পূর্ব্ব কালেও, অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অবৈধ আচরণে দূষিত হইতেন। তবে, পূর্ব্বকালীন লোকেরা তেজীয়ান্ ছিলেন; এজন্য, অবৈধ আচরণ নিবন্ধন প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন না। তাঁহারা অধিকতর শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের আচার সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ, উহার অনুসরণে দোষস্পর্শ হইতে পারে না; এরূপ ভাবিয়া, অর্থাৎ পূর্ব্বকালীন লোকের আচার মাত্রই সদাচার, এই বিবেচনা করিয়া, তদনুসারে চলা উচিত নহে।

গোতম কহিয়াছেন,

দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্। ১। ১।

মহৎ লোকদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন,

দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্। ২। ৬। ১৩। ৮।
তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।২।৬।১৩।৯।
তদন্বীক্ষ্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরঃ। ২। ৬। ১৩। ১০।

মহৎ লোকদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা তেজীয়ান্, তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই। সাধারণ লোকে, তদ্দর্শনে তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, এককালে উৎসন্ন হয়।

বৌধায়ন কহিয়াছেন,

অনুবৃত্তন্তু যদ্দেবৈর্মুনিভির্যদনুষ্ঠিতম্।
নানুষ্ঠেয়ং মনুষ্যৈস্তদুক্তং কর্ম্ম সমাচরেৎ (৩৭)॥

---

(৩৭) পরাশরভাষ্য ধৃত।

দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা করা কর্ত্তব্য নহে; তাহারা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই করিবেক।

শুকদেব কহিয়াছেন,

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ ৩০॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্‌যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥ ৩১॥
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ॥ ৩২॥ (৩৮)

প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বভোজী অগ্নির ন্যায়, তেজীয়ানদিগের তাহাতে দোষস্পর্শ হয় না॥ ৩০॥ সামান্য ব্যক্তি, কদাচ, মনেও তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না; মূঢ়তা বশতঃ অনুষ্ঠান করিলে, বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শিব সমুদ্রোৎপন্ন বিষ পান করিয়াছিলেন; সামান্য লোক বিষ পান করিলে, বিনাশ অবধারিত॥ ৩১॥ প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগের উপদেশ মাননীয়, কোনও কোনও স্থলে তাঁহাদের আচারও মাননীয়। তাঁহাদের যে সমস্ত আচার তাঁহাদের উপদেশবাক্যের অনুযায়ী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই সকল আচারের অনুসরণ করিবেক।

এই সকল শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, পূর্ব্বকালীন মহৎ ব্যক্তিদের আচার মাত্রেই সদাচার নহে। তাঁহাদের যে সকল আচার শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের অনুযায়ী, তাহাই সদাচার; আর, তাঁহাদের যে সকল আচার শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের বিপরীত, তাহা সদাচারশব্দবাচ্য নহে। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, বিবাহ বিষয়ে যথেচ্ছচার শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের বিপরীত ব্যবহার; সুতরাং, পূর্ব্বকালীন লোকদিগের তাদৃশ

(৩৮) ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ৩৩ অধ্যায়।

যথেচ্ছচার সদাচার বলিয়া পরিগৃহীত করা ও তদনুসারে চলা কদাচ উচিত নহে।'

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্বকৃত মীমাংসার সমর্থনমানসে, যুক্তি-প্রদর্শন করিতেছেন,

"যদি কশ্যপাদয়ঃ স্বয়ং স্মৃতিপ্রণেতারঃ বহুভার্য্যাবেদনমশাস্ত্রীয়-মিতি জানীয়ুঃ কথং তত্র প্রবর্ত্তেরন্। অতস্তেষামাচারদর্শনেনৈব উপদর্শিতপ্রকার এব শাস্ত্রার্থঃ নান্যথেত্যবধার্য্যতে" (৩৯)।

"যদি নিজে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক কশ্যপপ্রভৃতি বহুভার্য্যাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বোধ করিতেন, তাহা হইলে, কেন তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন। অতএব, তাঁহাদের আচার দর্শনেই অবধারিত হইতেছে, আমি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই যথার্থ শাস্ত্রার্থ।

ইহার তাৎপর্য্য এই, যাঁহারা লোকহিতার্থে ধর্ম্মশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও অশাস্ত্রীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। সুতরাং, তাঁহাদের আচার অবশ্যই সদাচার। যখন শাস্ত্রকর্ত্তা কশ্যপ প্রভৃতির বহু বিবাহের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তখন বহুভার্য্যাবিবাহ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত; শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলে, তাঁহারা তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, তর্ক-বাচস্পতি মহাশয়ের এই মীমাংসা কোনও অংশে ন্যায়ানুসারিণী নহে। ইতঃপূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, আপস্তম্ব বৌধায়ন প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিরা স্পষ্ট বাক্যে কহিয়াছেন, দেবগণ, ঋষি-গণ, বা অন্যান্য মহৎ ব্যক্তিগণ, সকল সময়ে ও সকল বিষয়ে, শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের প্রতিপালন করিয়া চলিতেন না; সুতরাং, তাঁহাদের আচার মাত্রই সদাচার বলিয়া পরিগৃহীত ও অনুসৃত হওয়া উচিত নহে; তাঁহাদের যে সকল আচার শাস্ত্রানু-

(৩৯) বহুবিবাহবাদ, ২৬ পৃষ্ঠা।

মোদিত, তাহাই সদাচার বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া উচিত। অতএব, যখন বহুভার্য্যাবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তখন দেবগণ, ঋষিগণ প্রভৃতির বহুবিবাহ-ব্যবহারদর্শনে, তাদৃশ ব্যবহারকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া মীমাংসা করা, কোনও অংশে, সঙ্গত হইতে পারে না। এজন্যই মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন,

"ননু শিষ্টাচারপ্রামাণ্যে স্বদুহিতৃবিবাহোঽপি প্রসজ্যেত প্রজাপতেরাচরণাৎ তথাচ শ্রুতিঃ প্রজাপতির্বৈ স্বাং দুহিতরমভ্যধ্যায়দিতি মৈবং ন দেবচরিতং চরেদিতি ন্যায়াৎ অতএব বৌধায়নঃ অনুবৃত্তন্ত যদ্দেবৈর্ম্মুনিভির্যদনুষ্ঠিতম্। নানুষ্ঠেয়ং মনুষ্যৈস্তদুক্তং কর্ম্ম সমাচরেদিতি" (৪০)।

শিষ্টাচারের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, নিজকন্যাবিবাহও দোষাবহ হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মা তাহা করিয়াছিলেন। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে,

প্রজাপতির্বৈ স্বাং দুহিতরমভ্যধ্যায়ৎ (৪১)।

ব্রহ্মা নিজ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এরূপ বলিও না; কারণ, দেবচরিত্রের অনুকরণ করা ন্যায়ানুগত নহে। এজন্যই বৌধায়ন কহিয়াছেন, "দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা করা কর্ত্তব্য নহে; তাহারা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই করিবেক"।

ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের মধ্যে, অনেকেরই অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক, এই হেতুতে, তদীয় অবৈধ আচরণ শিষ্টাচার বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। বৃহস্পতি ও পরাশর, উভয়েই ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক; বৃহস্পতি, কামার্ত্ত হইয়া, গর্ভবতী ভ্রাতৃভার্য্যার সম্ভোগ, আর পরাশর,

---

(৪০) পরাশরভাষ্যে, দ্বিতীয় অধ্যায়।

(৪১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩ পঞ্চিকা, ৩৩ খণ্ড।

কামার্ত্ত হইয়া, অবিবাহিতা দাশকন্যার সম্ভোগ, করেন। ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক বলিয়া, ইঁহাদের এই অবৈধ আচরণ শিষ্টাচারস্থলে পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে। অতএব, ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক হইলে, অবৈধ আচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, এ কথা নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয়। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক কশ্যপ প্রভৃতি বহুভার্য্যাবিবাহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; তাঁহাদের তাদৃশ আচারদর্শনে, বহুভার্য্যাবিবাহ-পক্ষই যথার্থ শাস্ত্রার্থ বলিয়া অবধারিত হইতেছে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই মীমাংসা শাস্ত্রানুযায়িনী ও ন্যায়ানুসারিণী হইতে পারে কি না, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ফলকথা এই, শিষ্টাচারবিশেষকে প্রমাণস্থলে পরিগৃহীত করা আবশ্যক হইলে, ঐ শিষ্টাচার শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের অনুযায়ী কি না, তাহার সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখা কর্ত্তব্য ; নতুবা, ইদানীন্তন লোকের যথেচ্ছ ব্যবহারকে শাস্ত্রমূলক আচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, পূর্ব্বকালীন লোকের যথেচ্ছ ব্যবহারকে অবিগীত শিষ্টাচার স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার দোহাই দিয়া, তদনুসারে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা পণ্ডিতপদবাচ্য ব্যক্তির কদাচ উচিত নহে।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত, যে সমস্ত শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শিত করিয়াছেন ; সে সমুদয় একপ্রকার আলোচিত হইল। সে বিষয়ে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ, এক সামান্য কথা উপলক্ষে, তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক ; এজন্য, আত্ম-বক্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া, তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের উপসংহার করিতেছি। তিনি গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,

ধর্ম্মতত্ত্বং বুভুৎসূনাং বোধনায়ৈব মৎকৃতিঃ।
তেনৈব কৃতকৃত্যোঽস্মি ন জিগীষাস্তি লেশতঃ॥

যাঁহারা ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানলাভে অভিলাষী, তাঁহাদের বোধ জন্মাইবার নিমিত্তই আমার যত্ন; তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হই; জিগীষার লেশ মাত্র নাই।

অনেকে কহিয়া থাকেন, "জিগীষার লেশ মাত্র নাই," তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দ্দেশ, কোনও মতে, ন্যায়ানুগত নহে। তিনি, বাস্তবিক জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া, এই গ্রন্থের রচনা ও প্রচার করিয়াছেন; এমন স্থলে, জিগীষা নাই বলিয়া পরিচয় দেওয়া, কোনও প্রকারে, উচিত কর্ম্ম হয় নাই। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন, কোনও কালে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত তাঁহাদের আলাপ বা সহবাস ঘটিয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। তিনি, জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া, গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন, এরূপ নির্দ্দেশ করা নিরবচ্ছিন্ন অর্ব্বাচীনতা প্রদর্শন মাত্র। জিগীষা তমোগুণের কার্য্য। যে সকল ব্যক্তি, একবার, স্বল্প কাল মাত্র, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহার শরীরে তমোগুণের সংস্পর্শ মাত্র নাই। যাঁহারা, অনভিজ্ঞতা বশতঃ, তদীয় বিশুদ্ধ চরিতে ঈদৃশ অসম্ভাবনীয় দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রবোধনের নিমিত্ত, বহুবিবাহবাদগ্রন্থের কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত হইতেছে; তদ্দৃষ্টে তাঁহাদের ভ্রমবিমোচন হইবেক, তাহার সংশয় নাই।

"ইত্যেবং পরিসংখ্যাপরত্বরূপাভিনবার্থকল্পনয়া স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে অসবর্ণাতিরিক্তবিবাহনিষেধপরত্বং যৎ ব্যবস্থাপিতং তন্নির্ম্মূলং নির্যুক্তিকং, স্বকপোলকল্পিতং প্রাচীনসন্দর্ভাসম্মতং পরিসংখ্যাসরণ্যননুসৃতং বহুবিরোধগ্রস্তঞ্চ প্রমাণপরতন্ত্রৈস্তান্ত্রিকৈরশ্রদ্ধেয়-

মেব। তস্য নিবারণার্থং যদ্যপি প্রয়াস এবানুচিতঃ তথাপি পণ্ডিতম্মন্যস্য স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে তত্রাগ্রহবতঃ পরিসংখ্যারূপার্থকল্পন-রূপাবলেপবতশ্চ তস্যাবলেপখণ্ডনেন তদ্বাক্যে বিশ্বাসবতাং সংস্কৃতপরিচয়শূন্যানাং তদুদ্ভাবিতপদব্যা বহুলদোষগ্রস্ততাবোধ-নায়ৈব প্রযত্নঃ কৃতঃ” (৪২)।

এই রূপে পরিসংখ্যাপিরস্বরূপ অভিনব অর্থের কল্পনা দ্বারা, স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিতে পারিবেক না, এই যে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন, তাহা নির্মূল, যুক্তিবিরুদ্ধ, স্বকপোলকল্পিত, প্রাচীন গ্রন্থের অসম্মত, পরিসংখ্যাপদ্ধতির বিপরীত, বহুবিরোধপূর্ণ; অতএব প্রমাণপরতন্ত্র তান্ত্রিক-দিগের একবারেই অশ্রদ্ধেয়। তাহার খণ্ডনার্থে যদিও প্রয়াস পাওয়াই অনুচিত; তথাপি, পণ্ডিতাভিমানী স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত সে বিষয়ে আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছেন, এবং পরিসংখ্যারূপ অর্থ কল্পনা করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছেন; তাঁহার গর্ব্ব খণ্ডন পূর্ব্বক, যে সকল সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহার উদ্ভাবিত পদবী বহুদোষপূর্ণ, তাঁহাদের এই বোধ জন্মাইবার নিমিত্তই যত্ন করিলাম।

“ইত্থমসৌ তস্য শেমুষীপ্রতিভাসঃ তদ্বাক্যে বিশ্বাসভাজঃ সংস্কৃত-ভাষাপরিচয়শূন্যান্ জনান্ ভ্রময়ন্নপি অস্মত্তর্কচক্রে নিপতিতঃ ভৃশমনুযোগদণ্ডেন ভ্রাম্যমাণঃ ন কচিদ্বিশ্রান্তিমাসাদয়িষ্যতি উপযাস্যতি চ দুর্গমে অতিগভীরে শাস্ত্রজলাশয়ে অস্মত্তর্কাবষ্টম্ভেন সাতিশয়রয়শালিসলিলাবর্ত্তেন পরিবর্ত্ত্যমানোলুপবৎ বংভ্রম্যমাণ-ভাবম্, নাপ্স্যতি চ তলং কূলং বা, আপৎস্যতে চাস্মৎপ্রদর্শিতয়া প্রমাণানুসারিণ্যা যুক্ত্যা বাত্যয়া ঘূর্ণায়মানধূলিচক্রমিব নিরালম্ব-পথম্। অতঃ কূলকলনায় উপদেশকান্তরকর্ণধারাবলম্বনেন সদ্যুক্তিতরণিরনুসরণীয়া অবলম্ব্যতাং বা বিশ্রান্ত্যৈ অবলম্বান্তরম্। অথ যুক্ত্যনাদরেণ স্বেচ্ছয়া তথা প্রতিভাসশ্চেৎ স্বেচ্ছাচারিণা-মেব সমাদরায় প্রভবন্নপি ন প্রমাণপদবীমবলম্বতে” (৪৩)।

---

(৪২) বহুবিবাহবাদ, ৪৫ পৃষ্ঠা।

(৪৩) বহুবিবাহবাদ, ১৪ পৃষ্ঠা।

এই ত তাঁর বুদ্ধিপ্রকাশ। যে সকল সংস্কৃতভাষাপরিচয়শূন্য লোক তদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ঘূর্ণিত করিয়াছেন বটে; কিন্তু নিজে আমার তর্করূপ চক্রে নিপতিত ও প্রশ্নরূপ দণ্ড দ্বারা ঘূর্ণ্যমান হইয়া, কোনও স্থানে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবেন না; তৃণ যেমন সাতিশয় বেগশালী সলিলাবর্ত্তে পতিত হইয়া, ঘূর্ণিত হইতে থাকে; সেইরূপ আমার তর্কবলে দুর্গম অতিগভীর শাস্ত্ররূপ জলাশয়ে অনবরত ঘূর্ণিত হইতে থাকিবেন; তল অথবা কূল পাইবেন না; বাত্যাবশে ঘূর্ণমান ধূলিমণ্ডলের ন্যায়, আমার প্রদর্শিত প্রমাণানুসারিণী যুক্তি দ্বারা আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইবেন। অতএব, কূল পাইবার নিমিত্ত, অন্য উপদেশকরূপ কর্ণধার অবলম্বন করিয়া, সদ্যুক্তিরূপ তরণির অনুসরণ করিতে, অথবা বিশ্রামের নিমিত্ত অন্য অবলম্বন আশ্রয় করিতে হইবেক। আর, যদি যুক্তিমার্গ অগ্রাহ্য করিয়া, স্বেচ্ছাবশতঃ তাদৃশ বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বেচ্ছাচারীদিগের নিকটেই আদরণীয় হইবেক, প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেক না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে দুটি স্থল উদ্ধৃত হইল। এই দুই অথবা এতদনুরূপ অন্য অন্য স্থল দেখিয়া, যাঁহারা মনে করিবেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের গর্ব্ব, বা ঔদ্ধত্য, বা জিগীষা আছে, তাঁহাদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই।

ন্যায়রত্নপ্রকরণ

বরিসালনিবাসী শ্রীযুত রাজকুমার ন্যায়রত্ন, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু-বিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ রক্ষা করিবার নিমিত্ত, যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, উহার নাম "প্রেরিত তেঁতুল"। ন্যায়রত্ন মহাশয়, যে অভিপ্রায়ে, স্বীয় পুস্তকের ঈদৃশ রসপূর্ণ নাম রাখিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপনে ব্যক্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনের ঐ অংশ উদ্ধৃত হইতেছে;

"যাঁহারা সাগরের রসাস্বাদন করিয়া বিকৃতভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রকৃতভাবস্থ করিবার নিমিত্ত এই তেঁতুল প্রেরিত হইল বলিয়া "প্রেরিত তেঁতুল" নামে গ্রন্থের নাম নির্দ্দিষ্ট হইল"।

স্বপ্রচারিত বিচারপুস্তকের এইরূপ নামকরণানন্তর, কিঞ্চিৎ কাল রসিকতা করিয়া, ন্যায়রত্ন মহাশয়, জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের ও দায়ভাগের টীকাকারদিগের লিখন মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যথা,

"এক পুরুষের অনেক নারীর পাণিগ্রহণ করা উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া নানাপ্রকার বিবাদ চলিতেছে। কতকগুলি ব্যক্তি বলিতেছে উচিত, আর কতকগুলি বলিতেছে উচিত না। আমরা এপর্য্যন্ত কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করি নাই। সম্প্রতি উল্লিখিত বিষয়ের বিবরণযুক্ত একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হই। জানিলাম বহুবিবাহ অনুচিত, ইহারই পোষকতার জন্য নানাবিধ ভাবযুক্ত সুললিত বঙ্গভাষাতে অনেকগুলি রচনা করা হইয়াছে।

সে সব রচনার আলোচনাতে সকলেই সন্তোষ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃতশাস্ত্রব্যবসায়ী এবং মনু প্রভৃতি সংহিতার রসাস্বাদন করিয়াছেন এবং জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের নবম অধ্যায় টীকার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন, এমন যে উত্তমরচনারূপ দুগ্ধসমূহ তাহাকে "কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য" ইত্যাদি বচনের নূতন অর্থরূপ গোমূত্রদ্বারা একবারে অগ্রাহ্য করিয়াছে; না হইবেই বা কেন "যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্যের যেন লাঠি বাজে" এই কারণই নিম্নভাগে, জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের নবম অধ্যায়ের টীকার সহিত কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল" (১)।

দায়ভাগলিখন দ্বারা, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের সমর্থন হওয়া কোনও মতে সম্ভব নহে, ইহা তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের সপ্তম পরিচ্ছেদে, বিশদ রূপে, প্রতিপাদিত হইয়াছে (২); এ স্থলে আর তাহার নূতন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই; এজন্য, এত আড়ম্বর করিয়া, দায়ভাগের দোহাই দিয়াছেন। তিনি যে দায়ভাগের দোহাই দিতেছেন, সেই দায়ভাগেরই, প্রকৃত প্রস্তাবে, অনুশীলন করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না; কারণ দায়ভাগে দৃষ্টি থাকিলে,

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ।

মনুবচনের এরূপ পাঠ ধরিতেন না। তিনি, এক মাত্র দায়ভাগ অবলম্বন করিয়া, প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন,

(১) প্রেরিত তেঁতুল, ১২ পৃষ্ঠা।

(২) এই পুস্তকের ৬০০ পৃষ্ঠার ১১ পংক্তি হইতে ৬০৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

অথচ দায়ভাগকার মনুবচনের কিরূপ পাঠ ধরিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয়, আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দায়ভাগ উদ্ঘাটিত করিলে, দেখিতে পাইবেন, "ক্রমশো বরাঃ" এ স্থলে "বরাঃ" এই কয়টি অক্ষরের পূর্ব্বে একটি লুপ্ত অকারের চিহ্ন আছে। যাহা হউক, মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তিনি, তর্কবাচস্পতি-প্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভভাগে দৃষ্টিপাত করিলে, অবগত হইতে পারিবেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় যেরূপে অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

"এই স্থলে পরিসংখ্যা করিয়া যে, কি প্রকারে সবর্ণার কামতঃ বিবাহ নিষেধ এবং অসবর্ণার কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা অস্মদাদির বুদ্ধিগম্য নহে। আমরা "তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ" ইহা দ্বারা এইমাত্র বুঝিতে পারি যে, সেই অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা স্বা অর্থাৎ ব্রাহ্মণী ইহারাই কামতঃ বিবাহিতা হইবে। এই স্থলে ব্রাহ্মণী পরিত্যাগ করা কোন্ শাস্ত্রীয় পরিসংখ্যা তাহা সংখ্যাশূন্য বুদ্ধিতে বুঝিতে পারেন। পঞ্চনখ ভোজন করিবে এই স্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুক্কুরাদি ভক্ষণ করিবে না ইহাতে পঞ্চনখির মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না। সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা ইহা ভিন্নের কামতঃ বিবাহ করিতে পারিবে না, ইহাই বোধ করিয়া এইক্ষণে পরিসংখ্যালেখক মহাশয়ের উচিত যে, ঐ বিষয়ে বিশেষ রূপে প্রকাশ করুন তবেই আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি এবং জিজ্ঞাসুদিগের নিকটে তাঁহার অভিপ্রায়ও বলিতে পারি" (৩)।

(৩) প্রেরিত তেঁতুল, ১৬ পৃষ্ঠা।

এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে,

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ ॥ ৩। ১২।
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥ ৩। ১৩।

এই দুই মনুবচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, পরিসংখ্যা কাহাকে বলে, এবং মনুবচন পরিসংখ্যাবিধির প্রকৃত স্থল কি না, এই তিন বিষয়, তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে, সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা, কি প্রকারে, রাগপ্রাপ্তস্থলে, সবর্ণার বিবাহনিষেধ ও অসবর্ণার বিবাহবিধান প্রতিপন্ন হয়, ঐ প্রকরণে দৃষ্টিপাত করিলে, অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেন (৪)। ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "এই স্থলে পরিসংখ্যা করিয়া যে কি প্রকারে সবর্ণার কামতঃ বিবাহ নিষেধ এবং অসবর্ণার কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা অস্মদাদির বুদ্ধিগম্য নহে"। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, তিনি পরিসংখ্যাবিধির যেরূপ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পরিসংখ্যা কাহাকে বলে, তাঁহার সে বোধ নাই; সুতরাং, যদৃচ্ছাস্থলে, পরিসংখ্যা দ্বারা, কি প্রকারে, সবর্ণাবিবাহের নিষেধ ও অসবর্ণাবিবাহের কর্ত্তব্যতা প্রতিপন্ন হয়, তাহা বুদ্ধিগম্য হওয়া সম্ভব নহে। সেই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা এই; "পঞ্চনখ ভোজন করিবে স্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুক্কুরাদি ভক্ষণ করিবে না ইহাতে পঞ্চনখির মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না"।

---

(৪) এই পুস্তকের ৫০৪ পৃষ্ঠা হইতে ৫১৩ পৃষ্ঠার ৬ পংক্তি পর্য্যন্ত দেখ।

শাস্ত্রের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া, পরিসংখ্যাবিধি বিষয়ে ঈদৃশ অনভিজ্ঞতাপ্রদর্শন অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। পরিসংখ্যাবিধির লক্ষণ এই,

স্ববিষয়াদন্যত্র প্রবৃত্তিবিরোধী বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ (৫)।

যে বিধি দ্বারা বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, তাহাকে পরিসংখ্যাবিধি বলে।

উদাহরণ এই,

পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ।

পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়।

লোকে, যদৃচ্ছা ক্রমে, যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণ করিতে পারিত। কিন্তু, "পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়," এই বিধি দ্বারা, বিহিত শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত কুক্কুরাদি যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তুর ভক্ষণ নিষেধ সিদ্ধ হইতেছে। শশ, কচ্ছপ, কুক্কুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতি বহুবিধ পঞ্চনখ জন্তু আছে; তন্মধ্যে,

ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেধাগোধাকচ্ছপশল্লকাঃ।
শশশ্চ ॥ ১। ১৭৩। (৬)

সেধা, গোধা, কচ্ছপ, শল্লক, শশ, এই পাঁচ পঞ্চনখ ভক্ষণীয়।

এই শাস্ত্র দ্বারা, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণীয় বলিয়া বিহিত হইতেছে, এবং এই পঞ্চ ব্যতিরিক্ত কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতি যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তু অভক্ষ্যপক্ষে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। অতএব, "পঞ্চনখ ভোজন করিবে এই স্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুকুরাদি ভক্ষণ করিবে না ইহাতে পঞ্চনখির মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না,"

---

(৫) বিধিস্বরূপ। (৬) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না। "পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুক্কুরাদি ভক্ষণ করিবে না," এই লিখন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়, কুক্কুর প্রভৃতি জন্তু পঞ্চনখমধ্যে গণ্য নহে; আর, "ইহাতে পঞ্চনখির মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না," এই লিখন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়, পঞ্চনখ জন্তুমাত্রই ভক্ষণীয়, পঞ্চনখ জন্তুর মধ্যে একটিও নিষিদ্ধ নয়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পঞ্চনখ জন্তু কাহাকে বলে, এবং পঞ্চনখভক্ষণবিষয়ক বিধির আকার কিরূপ, এবং ঐ বিধির অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সে বোধ নাই। আর, "এক্ষণে পরিসংখ্যালেখক মহাশয়ের উচিত যে, ঐ বিষয়ে বিশেষরূপে প্রকাশ করুন, তবেই আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি"; এ স্থলে বক্তব্য এই যে, তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে, পরিসংখ্যাবিধির বিষয় সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক, ও অভিনিবেশ সহকারে, ঐ স্থল দৃষ্টিগোচর করিবেন, তাহা হইলেই, বোধ করি, নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,

"আমাদের ঐ পরিসংখ্যার বিষয়ে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছার কারণ এই, কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্মার্ত্তের মধ্যে শিরোমণি বহুদর্শী প্রাচীন মহাত্মাও ঐ পরিসংখ্যা দর্শন করিয়া "যথার্থ ব্যাখ্যা হইয়াছে এটী বড়ই উত্তম অর্থ হইয়াছে" এইরূপ বার বার মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন। তিনিই বা কি বুঝিয়া ঈদৃশ প্রশংসা করিলেন"? (৭)।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, পরিসংখ্যাবিধির স্বরূপ পরিজ্ঞানের

(৭) প্রেরিত তেঁতুল, ১৭ পৃষ্ঠা।

নিমিত্ত যথার্থ ইচ্ছু হইলে, এত আড়ম্বর পূর্ব্বক পুস্তকপ্রচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, "প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, স্মার্ত্তের মধ্যে শিরোমণি, বহুদর্শী, প্রাচীন মহাত্মার" নিকটে উপদেশ গ্রহণ করিলেই, ন্যায়রত্ন মহাশয় নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেন। তাঁহার উল্লিখিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইনি কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে, ত্রিশ বৎসর, ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপনাকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক, রাজদ্বারে অতি মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, এবং দীর্ঘকাল, অবাধে, ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া, অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত হইয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় ইঁহার নিকট অপরিচিত নহেন। বিশেষতঃ, যৎকালে বহুবিবাহবিচারবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সে সময়ে, সংস্কৃত বিদ্যালয়ে, ঐ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সহিত প্রতিদিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। তত্ত্বনির্ণয় অভিপ্রেত হইলে, তিনি, সন্দেহভঞ্জনের ঈদৃশ সহজ উপায় পরিত্যাগ করিয়া, পুস্তক প্রচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। তদীয় লিখনভঙ্গী দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তাঁহার মতে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি পরিসংখ্যাবিধির অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই; এজন্যই তিনি, "যথার্থ ব্যাখ্যা হইয়াছে এটী, বড়ই উত্তম অর্থ হইয়াছে," আমার অবলম্বিত ব্যাখ্যার এরূপ প্রশংসা করিয়াছেন। "তিনিই বা কি বুঝিয়া ঈদৃশ প্রশংসা করিলেন ?" তদীয় এই প্রশ্ন দ্বারা তাহাই সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। যাহা হউক, ন্যায়রত্ন মহাশয় নিজে পরিসংখ্যাবিধির যেরূপ অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে সবিশেষ দর্শিত হইয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তি, সর্ব্বমান্য শিরোমণি মহাশয়কে অনভিজ্ঞ ভাবিয়া, শ্লেষোক্তি করিবেন, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

"প্রেরিত তেঁতুল" পুস্তকে এতদ্ভিন্ন এরূপ আর কোনও কথা লক্ষিত হইতেছে না, যে তাহার উল্লেখ বা আলোচনা করা আবশ্যক; এজন্য, এই স্থলেই ন্যায়রত্নপ্রকরণের উপসংহার করিতে হইল।

স্মৃতিরত্নপ্রকরণ

শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, উহার নাম "বহুবিবাহবিষয়ক বিচার"। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যবহার বলিয়া, আমি যে ব্যবস্থা প্রচারিত করিয়াছিলাম, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পুস্তকে তদ্বিষয়ে কতিপয় আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল আপত্তি যথাক্রমে উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে। তদীয় প্রথম আপত্তি এই,—

"এই সকল লিখন দেখিয়া সন্দেহ ও আপত্তি উপস্থিত হইতেছে, একমাত্র সবর্ণাবিবাহকে নিত্য বিবাহ ও ভার্য্যার বন্ধ্যাত্বাদি কারণবশতঃ বহুসবর্ণাবিবাহকে নৈমিত্তিক বিবাহ বলিয়াছেন। আর যদৃচ্ছাক্রমে অসবর্ণাবিবাহকে কাম্য বিবাহ বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, উক্ত নিত্য নৈমিত্তিক সবর্ণাবিবাহ হইতে কাম্য অসবর্ণাবিবাহ সম্পূর্ণরূপে পৃথক্" (১)। "উক্তস্থলে আবার বলিয়াছেন সবর্ণাবিবাহই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষে প্রশস্ত কল্প এবং বলিয়াছেন আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণে বিবাহ করিতে পারে। ইহাতে বোধ হইতেছে সবর্ণাবিবাহ প্রশস্ত, অসবর্ণাবিবাহ অপ্রশস্ত। কিন্তু সবর্ণাবিবাহ নিত্য ও নৈমিত্তিক, অসবর্ণাবিবাহ কাম্য, ইহা বলিলে ঐ দুই বিবাহ প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত বলিয়া মীমাংসা করিতে পারা যায় না। উভয় বিবাহকে নিত্য বা নৈমিত্তিকই বলুন, অথবা উভয় বিবাহকে কাম্যই বলুন। নতুবা প্রশস্ত অপ্রশস্ত বলিয়া মীমাংসা কোন মতেই হইতে পারে না" (২)।

---

(১) বহুবিবাহবিষয়ক বিচার, ৫ পৃষ্ঠা। (২) বহুবিবাহবিষয়ক বিচার, ৬ পৃষ্ঠা।

"কোন কোন স্থলে প্রশস্ত অপ্রশস্ত রূপে মীমাংসিত হইয়াছে; যেমন প্রায় অধিকাংশ দেবপূজাতেই একটি বিধি আছে; রাত্রীতরত্র পূজয়েৎ, রাত্রির ইতর কালে অর্থাৎ দিবসে পূজা করিবে, আবার সেই স্থলেই আর একটি বিধি আছে; পূর্ব্বাহ্ণে পূজয়েৎ দিবসের তিন ভাগের প্রথম ভাগের নাম পূর্ব্বাহ্ণ, দ্বিতীয় ভাগের নাম মধ্যাহ্ন, তৃতীয় ভাগের নাম অপরাহ্ণ। ঐ পূর্ব্বাহ্ণে পূজা করিবে, দিবসের অপর দুইভাগে অর্থাৎ মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্ণে পূজা করিলে, যে ফল হয়; পূর্ব্বাহ্ণে করিলে, সেই ফলই উৎকৃষ্ট হয়। অতএব মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্ণে, পূজা অপ্রশস্ত পূর্ব্বাহ্ণে পূজা প্রশস্ত, ইহাকেই প্রশস্ত অপ্রশস্ত বলা যায়। ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের প্রথম কল্প অনুকল্প বা প্রশস্ত অপ্রশস্ত বলিয়া, কোন মীমাংসকের মীমাংসা দেখা যায় না" (৩)।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের উত্থাপিত এই আপত্তির উদ্দেশ্য এই, পূর্ব্বতন গ্রন্থকর্ত্তারা কর্ম্মবিশেষকে, অবস্থাভেদে প্রশস্তশব্দে, অবস্থাভেদে অপ্রশস্তশব্দে, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন তাঁহার উল্লিখিত উদাহরণে, দেবপূজারূপ কর্ম্ম, পূর্ব্বাহ্ণে অনুষ্ঠিত হইলে, প্রশস্ত-শব্দে, মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত হইলে, অপ্রশস্তশব্দে, নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এ স্থলে দেবপূজারূপ এক কর্ম্মই, পূর্ব্বাহ্ণে ও তদিতর সময়ে অর্থাৎ মধ্যাহ্নে অথবা অপরাহ্ণে অনুষ্ঠানরূপ অবস্থাভেদ বশতঃ, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত শব্দে নির্দ্দিষ্ট হওয়া অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। অতএব, সবর্ণাবিবাহ প্রশস্ত কল্প, আর অসবর্ণাবিবাহ অপ্রশস্ত কল্প, আমি এই যে নির্দ্দেশ করিয়াছি, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মতে তাহা অসঙ্গত; কারণ, সবর্ণাবিবাহ

(৩) বহুবিবাহবিষয়ক বিচার, ৮ পৃষ্ঠা।

নিত্য ও নৈমিত্তিক বলিয়া, এবং অসবর্ণাবিবাহ কাম্য বলিয়া, ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, এই ত্রিবিধ বিবাহ এক কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, স্মৃতিরত্ন মহাশয়, সবিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক, এই আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। তাঁহার উদাহৃত দেবপূজারূপ কর্ম্ম, যদি পূর্ব্বাহ্ণে অনুষ্ঠিত হইলে প্রশস্ত শব্দে, আর তদিতর কালে অর্থাৎ মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত হইলে অপ্রশস্ত শব্দে, নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলে বিবাহরূপ কর্ম্ম, সবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে প্রশস্ত শব্দে, আর অসবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে অপ্রশস্ত শব্দে, নির্দ্দিষ্ট হইবার কোনও বাধা ঘটিতে পারে না। যেমন, এক দেবপূজারূপ কর্ম্ম, অনুষ্ঠানকালের বৈলক্ষণ্য অনুসারে, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; সেইরূপ, এক বিবাহরূপ কর্ম্ম, পরিণীয়মান কন্যার জাতিগত বৈলক্ষণ্য অনুসারে, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত শব্দে নির্দ্দিষ্ট না হইবার কোনও কারণ লক্ষিত হইতেছে না। দেবপূজা দ্বিবিধ, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত; পূর্ব্বাহ্ণে অনুষ্ঠিত দেবপূজা প্রশস্ত; মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত দেবপূজা অপ্রশস্ত; বিবাহ দ্বিবিধ, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত; সবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত বিবাহ প্রশস্ত; অসবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত বিবাহ অপ্রশস্ত। এই দুই স্থলে কোনও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে না। যদি নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, এই সংজ্ঞাভেদ বশতঃ, এক বিবাহকে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে, পৌর্ব্বাহ্ণিক, মাধ্যাহ্নিক, আপরাহ্ণিক, এই সংজ্ঞাভেদ বশতঃ, এক দেবপূজা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত না হইবেক কেন। এক

ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নে দেবপূজা করিয়াছে; স্মৃতিরত্ন মহাশয় ঐ পূর্ব্বাহ্ণকৃত দেবপূজাকে প্রশস্ত শব্দে নির্দ্দিষ্ট করিবেন, তাহার সংশয় নাই; অন্য এক ব্যক্তি অপরাহ্নে দেবপূজা করিয়াছে; স্মৃতিরত্ন মহাশয় এই অপরাহ্ণকৃত দেবপূজাকে অপ্রশস্ত শব্দে নির্দ্দিষ্ট করিবেন, তাহার সংশয় নাই। প্রকৃত রূপে বিবেচনা করিতে গেলে, দুই পৃথক সময়ে দুই পৃথক ব্যক্তির কৃত দুই পৃথক দেবপূজা, এক কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত না হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়াই উচিত বোধ হয়।

কিঞ্চ,

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥ ৩। ২১ ॥

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ও সকলের অধম পৈশাচ অষ্টম।

এই অষ্টবিধ বিবাহ (৪) নির্দ্দিষ্ট করিয়া, মনু,

---

(৪) অষ্টবিধ বিবাহের মনূক্ত লক্ষণ সকল এই;—

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩। ২৭।

স্বয়ং আহ্বান, অর্চ্চনা ও বস্ত্রালঙ্কারপ্রদান পূর্ব্বক, অধীতবেদ ও আচারপূত পাত্রে যে কন্যাদান, তাহাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে।

যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে ॥ ৩। ২৮।

আরব্ধ যজ্ঞে ব্রতী হইয়া ঋত্বিকের কর্ম্ম করিতেছে, ঈদৃশ পাত্রে, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, যে কন্যাদান, তাহাকে দৈব বিবাহ বলে।

একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে ॥ ৩। ২৯।

চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥ ৩। ২৪।

ধর্ম্মার্থে বরের নিকট হইতে এক বা দুই গোযুগল গ্রহণ করিয়া, বিধি পূর্ব্বক যে কন্যাদান, তাহাকে আর্ষ বিবাহ বলে।

সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩। ৩০।

উভয়ে একসঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর, বাক্য দ্বারা এই নিয়ম করিয়া, অর্চ্চনা পূর্ব্বক যে কন্যাদান, তাহাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে।

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥ ৩। ৩১।

স্বেচ্ছা অনুসারে, কন্যার পিতৃপক্ষকে এবং কন্যাকে যথাশক্তি ধন দিয়া, কন্যাগ্রহণ, তাহাকে আসুর বিবাহ বলে।

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ ॥ ৩। ৩২।

পরস্পর ইচ্ছা ও অনুরাগ বশতঃ, বর ও কন্যা উভয়ের যে মিলন তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে।

হত্বা ছিত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে ॥ ৩। ৩৩।

কন্যাপক্ষীয়দিগের প্রাণবধ, অঙ্গচ্ছেদ, ও প্রাচীরভঙ্গ করিয়া, পিতৃগৃহ হইতে, বল পূর্ব্বক, বিলাপকারিণী রোদনপরায়ণা কন্যার যে হরণ, তাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলে।

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥ ৩। ৩৪।

নির্জ্জন প্রদেশে সুপ্তা, মত্তা, বা অসাবধানা কন্যাকে যে সম্ভোগ করা, তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। এই বিবাহ নিরতিশয় পাপকর ও সর্ব্ব বিবাহের অধম।

বিবাহধর্ম্মজ্ঞেরা ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রথমনির্দ্দিষ্ট চারি বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এক মাত্র রাক্ষস; বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুর।

ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, এই চতুর্ব্বিধ বিবাহ প্রশস্ত বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন; সুতরাং, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ, অবশিষ্ট এই চতুর্বিধ বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে অপ্রশস্ত হইতেছে। যদি, ব্রাহ্মণের পক্ষে, ব্রাহ্ম প্রভৃতি চতুর্বিধ বিবাহ প্রশস্ত, ও আসুর প্রভৃতি চতুর্বিধ বিবাহ অপ্রশস্ত, বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে; তাহা হইলে, দ্বিজাতির পক্ষে, নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহ প্রশস্ত, আর কাম্য বিবাহ অপ্রশস্ত, বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবার কোনও বাধা নাই। আর, যদি নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, এই ত্রিবিধ বিবাহ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং তজ্জন্য নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহ প্রশস্ত কল্প, কাম্য বিবাহ অপ্রশস্ত কল্প, বলিয়া উল্লিখিত হইতে না পারে; তাহা হইলে, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ, এই অষ্টবিধ বিবাহও ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেক; এবং তাহা হইলেই, ব্রাহ্ম প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ বিবাহ প্রশস্ত কল্প, আসুর প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ বিবাহ অপ্রশস্ত কল্প, এই মানবীয় ব্যবস্থা, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মীমাংসা অনুসারে, নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া উঠে। অতএব, স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে, হয় নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, এই সংজ্ঞাভেদ বশতঃ, বিবাহ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেক না; নয় অবস্থার বৈলক্ষণ্য বশতঃ, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, এই সংজ্ঞাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইলেও, নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহ প্রশস্ত কল্প, আর কাম্য বিবাহ অপ্রশস্ত কল্প, বলিয়া, উল্লিখিত হইতে পারিবেক।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সন্তোষের নিমিত্ত, এ বিষয়ে এক প্রামাণিক গ্রন্থকারের লিখন উদ্ধৃত হইতেছে ;

"অনুলোমক্রমেণ দ্বিজাতীনাং সবর্ণাপাণিগ্রহণসমনন্তরং ক্ষত্রিয়াদিকন্যাপরিণয়ো বিহিতঃ, তত্র চ সবর্ণাবিবাহো মুখ্যঃ ইতরস্ত্বনুকল্পঃ" (৫)।

দ্বিজাতিদিগের, সবর্ণাপাণিগ্রহণের পর, অনুলোম ক্রমে ক্ষত্রিয়াদি কন্যাপরিণয় বিহিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে সবর্ণাবিবাহ মুখ্য কল্প, অসবর্ণাবিবাহ অনুকল্প।

এ স্থলে বিশ্বেশ্বরভট্ট সবর্ণাবিবাহকে প্রশস্ত কল্প, অসবর্ণাবিবাহকে অপ্রশস্ত কল্প, বলিয়া স্পষ্ট বাক্যে নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব,

"সবর্ণাবিবাহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষে, প্রশস্ত কল্প। কিন্তু, যদি কোনও উৎকৃষ্ট বর্ণ, যথাবিধি সবর্ণাবিবাহ করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে, পুনরায় বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়, তবে সে আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণে বিবাহ করিতে পারে" (৬)।

এই লিখন উপলক্ষ করিয়া, স্মৃতিরত্ন মহাশয়, সবর্ণাবিবাহ প্রশস্ত কল্প, অসবর্ণাবিবাহ অপ্রশস্ত কল্প, এই ব্যবস্থার উপর যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা সম্যক সঙ্গত বোধ হইতেছে না।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের উত্থাপিত দ্বিতীয় আপত্তি এই ;—

"চারি ইত্যাদি জাতীয় সংখ্যা বলাতে ব্রাহ্মণের পাঁচ ছয়টী ব্রাহ্মণী বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, এইটী দায়ভাগকর্ত্তার অভিপ্রেত অর্থ" (৭)।

---

(৫) মদনপারিজাত।

(৬) বহুবিবাহবিচার, প্রথম পুস্তক, ৬ পৃষ্ঠা।

(৭) বহুবিবাহবিষয়ক বিচার, ১৪ পৃষ্ঠা।

এবিষয়ে বক্তব্য এই যে, দায়ভাগলিখন অথবা দায়ভাগের টীকাকারদিগের লিখন দ্বারা, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের সমর্থন সম্ভব ও সঙ্গত কি না, তাহা তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে; এ স্থলে আর তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই (৮)।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই;—

২। "আর ঐ অসবর্ণাবিবাহবিধিকে পরিসংখ্যাবিধি, পরিসংখ্যা বিধির নিয়ম এই যে স্থল ধরিয়া বিধি দেওয়া যায় তদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ বলিয়াছেন; সুতরাং যদৃচ্ছা ক্রমে অসবর্ণাবিবাহকে ধরিয়া বিধি দেওয়াতে, তদ্ব্যতিরিক্ত সবর্ণাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হয়, এরূপ বিধির নিয়ম কুত্রাপি দেখা যায় না" (৯)।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পরিসংখ্যাবিধির স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়াই, স্মৃতিরত্ন মহাশয় এই আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন। তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, এই বিষয় সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলে, যদৃচ্ছাস্থলে, পরিসংখ্যা দ্বারা, সবর্ণাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হয় কি না, তাহা তিনি অবগত হইতে পারিবেন (১০)।

"বহুবিবাহবিষয়ক বিচার" পুস্তকে আলোচনাযোগ্য আর কোনও কথা লক্ষিত হইতেছে না; এজন্য, এই স্থলেই, স্মৃতিরত্নপ্রকরণের উপসংহার করিতে হইল।

---

(৮) এই পুস্তকের ৬০০ পৃষ্ঠার ১১ পংক্তি হইতে ৬০৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

(৯) বহুবিবাহবিষয়ক বিচার, ১৫ পৃষ্ঠা।

(১০) এই পুস্তকের ৫০৪ পৃষ্ঠা হইতে ৫২১ পৃষ্ঠা দেখ।

সামশ্রমিপ্রকরণ

যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, শ্রীযুত সত্যব্রত সামশ্রমী যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, উহার নাম "বহুবিবাহবিচারসমালোচনা"। আমি, প্রথম পুস্তকে, বহুবিবাহ রহিত হওয়ার ঔচিত্যপক্ষে যে সকল কথা লিখিয়াছিলাম, সে সমুদয়ের খণ্ডন করাই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য। সামশ্রমী মহাশয়, এই উদ্দেশ্যসাধনে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, তিনি, বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তাসংস্থাপনের নিমিত্ত, অসবর্ণাবিবাহবিষয়ক মনুবচনের যে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম আপত্তি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু তাহা বোধ হয় তাদৃশ মহৎ ব্যক্তির উক্তি না হইলে বিচার্য্যই হইত না।"

(মনু) "সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ" ॥ ৩। ১২॥

কামত অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যজাতির বিবাহকার্য্যে প্রথমতঃ সবর্ণা প্রশস্ত। এবং যথাক্রমে (অনুলোম) পাণিগ্রহণই প্রশংসনীয়" (১)।

মনুবচনের এই ব্যাখ্যা কিরূপে প্রতিপন্ন বা সংলগ্ন হইতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না। অন্ততঃ, যে সকল শব্দে এই বচন

---

(১) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা, ২ পৃষ্ঠা।

সঙ্কলিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হওয়া, কোনও মতে, সম্ভব নহে। আমার অবলম্বিত অর্থের অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, সাতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইয়া, সামশ্রমী মহাশয়, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা বিষয়ে, নিতান্ত বহির্মুখ হইয়াছেন; এজন্য, মনুবচনের চিরপ্রচলিত অর্থে উপেক্ষাপ্রদর্শন করিয়া, কষ্টকল্পনা দ্বারা, অর্থান্তর প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার অবলম্বিত পাঠের ও অর্থের সহিত বৈলক্ষণ্য-প্রদর্শনের নিমিত্ত, প্রথমতঃ বচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে।

পূর্ব্বার্দ্ধ

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা।

উত্তরার্দ্ধ

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো হবরাঃ।

কিন্তু, যাহারা, কামবশতঃ, বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক।

এই পাঠ ও এই অর্থ মাধবাচার্য্য, মিত্রমিশ্র, বিশ্বেশ্বরভট্ট প্রভৃতি পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। সামশ্রমী মহাশয় যে অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বচন দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় না, এবং সম্যক সংলগ্নও হয় না। তাঁহার অবলম্বিত অর্থ বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হয় কি না, তৎপ্রদর্শনার্থ, বচনস্থিত প্রত্যেক পদের অর্থ ও সমুদিত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।

সবর্ণা অগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।

সবর্ণা প্রথমে দ্বিজাতিদিগের বিহিতা বিবাহে

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা বিহিতা।

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো হবরাঃ ॥

কামতঃ তু প্রবৃত্তানাম্ ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশঃ অবরাঃ ॥

কাম বশতঃ কিন্তু প্রবৃত্তদিগের এই সকল হইবেক ক্রমশঃ অবরা।

কিন্তু কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্তদিগের অনুলোম ক্রমে এই সকল (অর্থাৎ পরবচনোক্ত) অবরা (অর্থাৎ অসবর্ণা কন্যারা) ভার্য্যা হইবেক।

এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, "কামত অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যজাতির বিবাহকার্য্যে প্রথমতঃ সবর্ণা প্রশস্ত। এবং যথাক্রমে অনুলোমপাণিগ্রহণই প্রশংসনীয়"; সামশ্রমী মহাশয়ের এই অর্থ বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না। উপরিভাগে যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে, বচনের পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা, প্রথম বিবাহে সবর্ণার বিহিতত্ব, ও উত্তরার্দ্ধ দ্বারা, কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তিবর্গের পক্ষে, অসবর্ণাবিবাহের কর্ত্তব্যত্ব, বোধিত হইয়াছে; সুতরাং, পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ পরস্পর-বিভিন্ন অর্থের প্রতিপাদক, সর্ব্বতোভাবে পরস্পরনিরপেক্ষ, বিভিন্ন বাক্যদ্বয় বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু, সামশ্রমী মহাশয় পূর্ব্বার্দ্ধ সমুদয় ও উত্তরার্দ্ধের অর্দ্ধাংশ, অর্থাৎ বচনের প্রথম তিন চরণ লইয়া এক বাক্য, আর উত্তরার্দ্ধের দ্বিতীয় অর্দ্ধ, অর্থাৎ বচনের চতুর্থ চরণ মাত্র লইয়া এক বাক্য ব্যবস্থিত করিয়াছেন; যথা,

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানাম্ ॥

কামত অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যজাতির বিবাহকার্য্যে প্রথমতঃ সবর্ণা প্রশস্ত।

ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ।

এবং যথাক্রমে অনুলোমপাণিগ্রহণই প্রশংসনীয়।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, "কামতস্তু প্রবৃত্তানাং," "কাম বশতঃ কিন্তু প্রবৃত্তদিগের," এই স্থলে "কিন্তু" এই অর্থের বাচক যে "তু" শব্দ আছে, সামশ্রমী মহাশয়ের ব্যাখ্যায় তাহা এক বারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। সর্ব্বসম্মত চিরপ্রচলিত অর্থে ঐ "তু" শব্দের সম্পূর্ণ আবশ্যকতা, সুতরাং সম্পূর্ণ সার্থকতা আছে। সামশ্রমী মহাশয়ের ব্যাখ্যায়, ঐ "তু" শব্দের অণুমাত্র আবশ্যকতা লক্ষিত হইতেছে না; এজন্য, উহা একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে; সুতরাং, উহার সম্পূর্ণ বৈয়র্থ্য ঘটিতেছে। আর, "প্রবৃত্ত" এই শব্দের, "অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত", এই অর্থ লিখিত হইয়াছে। প্রকরণ বশতঃ, "প্রবৃত্ত" শব্দের, "বিবাহপ্রবৃত্ত", এ অর্থ প্রতিপন্ন হইতে পারে; কিন্তু, "অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত," এই অসবর্ণা শব্দ বল পূর্ব্বক সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর, "ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ", এই সকল হইবেক ক্রমশঃ অবরা", এই অংশ দ্বারা, "এবং যথাক্রমে অনুলোমপাণিগ্রহণই প্রশংসনীয়," এ অর্থ কিরূপে প্রতিপন্ন করিলেন, তিনিই তাহা বলিতে পারেন। প্রথমতঃ, "এবং যথাক্রমে" এ স্থলে, "এবং" এই অর্থের বোধক কোনও শব্দ মূলে লক্ষিত হইতেছে না। মূলে তাদৃশ শব্দ নাই, এবং চিরপ্রচলিত অর্থেও তাদৃশ শব্দের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু, সামশ্রমী মহাশয়ের ব্যাখ্যায়, "এবংশব্দ" প্রবেশিত না হইলে, পূর্ব্বাপর সংলগ্ন হয় না; এজন্য, মূলে না থাকিলেও, ব্যাখ্যাকালে, কল্পনাবলে, তাদৃশ শব্দের আহরণ করিতে হইয়াছে। আর, "ক্রমশঃ", এই পদের, "অনুলোম ক্রমে", এই অর্থ প্রকরণ বশতঃ লব্ধ হয়; এজন্য, এই অর্থই পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে।

সচরাচর, "ক্রমশঃ", এই পদের, "যথাক্রমে", এই অর্থ হইয়া থাকে। সামশ্রমী মহাশয়, এস্থলে ঐ অর্থ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু, যখন, "ক্রমশঃ", এই পদের, "যথাক্রমে", এই অর্থ অবলম্বিত হইল, তখন, "অনুলোমপাণিগ্রহণই", এ স্থলে, বচনস্থিত কোন শব্দ আশ্রয় করিয়া, অনুলোমশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক ছিল। যদিও, "ক্রমশঃ", এই পদের, স্থলবিশেষে "যথাক্রমে", স্থলবিশেষে "অনুলোম ক্রমে", ইত্যাদি অর্থ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু, এক স্থলে, এক "ক্রমশঃ" এই পদ দ্বারা, দুই অর্থ, কোনও ক্রমে, প্রতিপন্ন হইতে পারে না। আর, "অনুলোমপাণিগ্রহণই প্রশংসনীয়," এ স্থলে, "প্রশংসনীয়", এই অর্থ, বচনের অন্তর্গত কোনও শব্দ দ্বারা, প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বোধ হইতেছে, "ক্রমশো হবরাঃ", এ স্থলে, "অবরাঃ", এই পাঠ বচনের প্রকৃত পাঠ, তাহা তিনি অবগত নহেন; এজন্য, "অবরাঃ" এ স্থলে, "বরাঃ" এই পাঠ স্থির করিয়া, ভ্রান্তিকূপে পতিত হইয়া, "প্রশংসনীয়", এই অর্থ লিখিয়াছেন। মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ কি, তাহা, তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে, সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে, সামশ্রমী মহাশয়, কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক, ঐ স্থলে (২) দৃষ্টিযোজনা করিলে, সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। এক্ষণে, মনুবচনের দ্বিবিধ অর্থ উপস্থিত; প্রথম চিরপ্রচলিত, দ্বিতীয় সামশ্রমিকল্পিত। যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে চির-প্রচলিত অর্থে, বচনস্থিত প্রত্যেক পদের সম্পূর্ণ সার্থকতা থাকিতেছে; সামশ্রমিকল্পিত অর্থে, বচনে অধিকপদতা, ন্যূনপদতা,

(২) এই পুস্তকের ৪৮৬ হইতে ৫০৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

কষ্টকল্পনা প্রভৃতি উৎকট দোষ ঘটিতেছে। এমন স্থলে, কোন অর্থ প্রকৃত অর্থ বলিয়া অবলম্বিত হওয়া উচিত, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ফলকথা এই, তাঁহার অবলম্বিত অর্থ, বচনের অন্তর্গত পদসমূহ দ্বারা, প্রতিপন্ন হওয়া, কোনও মতে, সম্ভব নহে।

এক্ষণে, ঐ অর্থ সংলগ্ন হইতে পারে কি না, তাহা আলোচিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, "কামত অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য জাতির বিবাহকার্য্যে প্রথমতঃ সবর্ণা প্রশস্ত"। গৃহস্থ ব্যক্তিকে, গৃহস্থাশ্রমসম্পাদনের নিমিত্ত, প্রথমে সবর্ণাবিবাহ করিতে হয়, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ও সর্ব্ববাদিসম্মত। তবে, সবর্ণা কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, অসবর্ণাবিবাহের বিধি ও ব্যবস্থা আছে; সুতরাং, সবর্ণা কন্যার প্রাপ্তি সম্ভবিলে, গৃহস্থ ব্যক্তিকে, গৃহস্থধর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্ত, সবর্ণাবিবাহই করিতে হয়। তদনুসারে, এক ব্যক্তি, গৃহস্থধর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্ত, প্রথমে যথাবিধি সবর্ণাবিবাহ করিয়াছে। তৎপরে, কাম বশতঃ, ঐ ব্যক্তির অসবর্ণাবিবাহে ইচ্ছা হইল। এক্ষণে, সামশ্রমী মহাশয়ের ব্যাখ্যা অনুসারে, অসবর্ণা বিবাহ করিবার পূর্ব্বে, সে ব্যক্তিকে অগ্রে আর একটি সবর্ণা বিবাহ করিতে হইবেক। তর্কবাচস্পতি-প্রকরণে বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, ধর্ম্মার্থে সবর্ণাবিবাহ, ও কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ, শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য; তদনুসারে, অগ্রে সবর্ণাবিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য; সবর্ণাবিবাহ করিয়া, কাম বশতঃ পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণাবিবাহ করিবেক, কদাচ সবর্ণাবিবাহ করিতে পারিবেক না; সুতরাং, যদৃচ্ছা স্থলে, সবর্ণাবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এমন স্থলে, কাম বশতঃ অসবর্ণাবিবাহে ইচ্ছা হইলে, দ্বিজাতিদিগকে অগ্রে

আর একটি সবর্ণা বিবাহ করিতে হইবেক, এ কথা নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয়। আর, যদি তদীয় ব্যাখ্যার এরূপ তাৎপর্য্য হয়, দ্বিজাতিদিগের পক্ষে প্রথমে সবর্ণাবিবাহই কর্ত্তব্য; তৎপরে, কাম বশতঃ বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণাবিবাহই কর্ত্তব্য; তাহা হইলে, তদর্থে এতাদৃশ বক্র পথ আশ্রয় করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না; কারণ, চিরপ্রচলিত সহজ অর্থ দ্বারাই, তাহা সম্যক সম্পন্ন হইতেছে। বোধ হয়, সামশ্রমী মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই; তাহা করিলে, কেবল বুদ্ধিবল অবলম্বন পূর্ব্বক, অকারণে, মনুবচনের ঈদৃশ অসঙ্গত ও অসম্ভব অর্থান্তরকল্পনায় প্রবৃত্ত হইতেন না।

সামশ্রমী মহাশয়, বচনের এইরূপ অর্থের কল্পনা করিয়া, ঐ অর্থের বলে, যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই;—

"বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিধিটিকে পরিসংখ্যা করিয়া নিষেধ-বিধির কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই বিধিটি কি নিয়ামক হইতে পারে না? ইহা দ্বারা কি অগ্রে সবর্ণাবিবাহই কর্ত্তব্য ও অনুলোমবিবাহই কর্ত্তব্য এই দুইটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হইতেছে না? অসবর্ণাবিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে প্রথমে সবর্ণাবিবাহ করিতেই হইবে এবং পরে যথাযথ হীনবর্ণা বিবাহ করিবে এইটি কি ঐ বিধির প্রকৃত ভাব নহে? (৩)।"

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, মনুবচনোক্ত বিবাহবিধিকে অপূর্ব্ববিধিই বল, নিয়মবিধিই বল, পরিসংখ্যাবিধিই বল, আমার পক্ষে তিনই সমান; তবে পরিসংখ্যার প্রকৃত স্থল বলিয়া বোধ হওয়াতেই,

(৩) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা, ২ পৃষ্ঠা।

পরিসংখ্যাপক্ষ অবলম্বিত হইয়াছিল (৪)। অতএব, যদি সামশ্রমী মহাশয়ের পরিসংখ্যায় নিতান্ত অরুচি থাকে; এবং এই বিবাহবিধিকে নিয়মবিধি বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহার সন্তোষ জন্মে, তাহা হইলে আমি তাহাতেই সম্মত হইতেছি; আর নিয়মবিধি স্বীকার করিয়া তিনি প্রথমে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও অঙ্গীকার করিয়া লইতেছি। তাঁহার ব্যবস্থা এই; "ইহা দ্বারা কি অগ্রে সবর্ণাবিবাহ কর্ত্তব্য ও অনুলোমবিবাহই কর্ত্তব্য এই দুইটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হইতেছে না?" পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, মনুবচনের পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা, "অগ্রে সবর্ণাবিবাহ কর্ত্তব্য", এই অর্থই প্রতিপন্ন হয়; অপর, "অনুলোমবিবাহই কর্ত্তব্য" অর্থাৎ কাম বশতঃ বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অনুলোম ক্রমে অসবর্ণাবিবাহ কর্ত্তব্য; মনুবচনের উত্তরার্দ্ধ দ্বারা, এই অর্থই প্রতিপন্ন হয়। অতএব, যদি সামশ্রমী মহাশয়ের ঐ মীমাংসার এরূপ তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে তদীয় ঐ মীমাংসায় কোনও আপত্তি নাই; কারণ, নিয়মবিধি অবলম্বিত হইলে,

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা।

এই পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা

দ্বিজাতিরা প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যারই পাণিগ্রহণ করিবেক।

এই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক। আর,

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ।

কিন্তু, কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্ত দ্বিজাতিরা, অনুলোম ক্রমে, অসবর্ণা বিবাহ করিবেক।

---

(৪) এই পুস্তকের ৫১৯ পৃষ্ঠার ১১ পংক্তি হইতে ৫২১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

এই উত্তরার্দ্ধ দ্বারা,

কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্ত দ্বিজাতিরা, অনুলোম ক্রমে, অসবর্ণা কন্যারই পাণিগ্রহণ করিবেক।

এই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক। কিন্তু, "অসবর্ণাবিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে প্রথমে সবর্ণাবিবাহ করিতেই হইবে এবং পরে যথাযথ হীনবর্ণা বিবাহ করিবে এইটি কি ঐ বিধির প্রকৃত ভাব নহে?" ভাবব্যাখ্যা, কোনও অংশে, সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, ইতঃ পূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে মনুবচন দ্বারা তাদৃশ অর্থ প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব নহে।

সামশ্রমী মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই;—

"একাদশ পৃষ্ঠায়

"সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্ম্মনুঃ। ৯। ১৮৩।"

মনু কহিয়াছেন, সপত্নীদের মধ্যে যদি কেহ পুত্রবতী হয়, সেই সপত্নী পুত্র দ্বারা, তাহারা সকলেই পুত্রবতী গণ্য হইবেক।

এই বচনের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে "দ্বিতীয় বচনে যে বহুবিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা কেবল পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বনিবন্ধন ঘটিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে; কারণ, ঐ বচনে পুত্রহীনা সপত্নীদিগের বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে আমরা বলি—'একা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ' যদি একজনা পুত্রিণী হয়, এই অনির্দ্দিষ্ট বাক্যানুসারেই পুত্রিণী স্ত্রী সত্ত্বেও বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে, অন্যথা শেষ পত্নীই পুত্রিণী সুস্থিরই রহিয়াছে—এ স্থলে 'যদি কেহ পুত্রিণী' এই নির্দ্দেশহীন বাক্য কেন প্রযুক্ত হইবে?" (৫)।

(৫) বহুবিবাহসমালোচন, ৪ পৃষ্ঠা।

যদি কেহ পুত্ৰবতী হয়, এই অনিশ্চিত নির্দ্দেশ দর্শনে, সামশ্রমী মহাশয়, পুত্ৰবতী স্ত্রী সত্ত্বেও বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই, যদি এই বচনোল্লিখিত বহু বিবাহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব নিবন্ধন হইত, তাহা হইলে, যদি কোনও স্ত্রী পুত্রবতী হয়, এরূপ অনিশ্চিত নির্দ্দেশ না থাকিয়া, যদি কনিষ্ঠা স্ত্রী পুত্রবতী হয়, এরূপ নিশ্চয়াত্মক নির্দ্দেশ থাকিত; কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া অবধারিত হওয়াতেই, কনিষ্ঠা স্ত্রী বিবাহিত হইয়াছিল; এমন স্থলে, কনিষ্ঠারই পুত্র হইবার সম্ভাবনা; এবং, তন্নিমিত্ত, যদি কনিষ্ঠা পত্নী পুত্রবতী হয়, এরূপ নির্দ্দেশ থাকাই সম্ভব; যখন তাহা না থাকিয়া, যদি কোনও পত্নী পুত্রবতী হয়, এরূপ অনিশ্চিত নির্দ্দেশ আছে, তখন জ্যেষ্ঠা প্রভৃতিরও পুত্রবতী হওয়া সম্ভব, এবং তাহা হইলেই পুত্রবতী স্ত্রী সত্ত্বে বিবাহ প্রতিপন্ন হইল; অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা বা অন্য কোনও পূর্ব্ববিবাহিতা স্ত্রী পুত্রবতী হইলে পর, কনিষ্ঠা প্রভৃতি স্ত্রী বিবাহিতা হইয়াছে; সুতরাং, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ মনুবচন দ্বারা সমর্থিত হইতেছে।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি এক ব্যক্তির বহু স্ত্রীর মধ্যে কেহ পুত্রবতী হয়, সেই পুত্র দ্বারা সকলেই পুত্রবতী গণ্য হইবেক, ইহা বলিলে, পুত্রবতী স্ত্রী সত্ত্বে বিবাহ কিরূপে প্রতিপন্ন হয়, বলিতে পারা যায় না। এক ব্যক্তির কতকগুলি স্ত্রী আছে; তন্মধ্যে যদি কাহারও পুত্র জন্মে, সেই পুত্র দ্বারা, তাহারা সকলেই পুত্রবতী গণ্য হইবেক, এ কথা বলিলে, সে ব্যক্তির বর্ত্তমান সকল স্ত্রীই পুত্রহীনা, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। বস্তুতঃ, পুত্রহীন স্ত্রীসমূহের বিষয়েই এই ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব, "পুত্রবতী স্ত্রী সত্ত্বেও বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে," সামশ্রমী

মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত বচনের অর্থ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে না। “সপত্নীদের মধ্যে যদি কেহ পুত্ত্রবতী হয়,” এ স্থলে “যদি হয়” এরূপ সংশয়াত্মক নির্দেশ না থাকিয়া, “সপত্নীদের মধ্যে এক জন পুত্ত্রবতী”, যদি এরূপ নিশ্চয়াত্মক নির্দ্দেশ থাকিত, তাহা হইলেও বরং পুত্ত্রবতী স্ত্রী সত্ত্বে বিবাহ করিয়াছে, এরূপ অনুমান কথঞ্চিৎ সম্ভব হইতে পারিত। আর, যদি কোনও ব্যক্তি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব আশঙ্কা করিয়া, ক্রমে ক্রমে বহু বিবাহ করিয়া থাকে, সে স্থলে “শেষ পত্নীই পুত্ত্রিণী সুস্থিরই রহিয়াছে,” কেন, বুঝিতে পারা যায় না। সামশ্রমী মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রীকে বন্ধ্যা স্থির করিয়া, পুনরায় বিবাহ করিয়াছে, তখন কনিষ্ঠা স্ত্রীরই সন্তান হওয়া সম্ভব, পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রীদিগের আর সন্তান হইবার সম্ভাবনা কি। কিন্তু ইহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব নহে যে, পূর্ব্ব স্ত্রীকে বন্ধ্যা স্থির করিয়া, পুত্ত্রার্থে পুনরায় বিবাহ করিলে পর, কোনও কোনও স্থলে, পূর্ব্ব স্ত্রীর সন্তান হইয়াছে; কোনও কোনও স্থলে উভয় স্ত্রীর সন্তান হইয়াছে; কোনও কোনও স্থলে উভয়েই গর্ব্ভধারণে অসমর্থ হইয়াছে। অতএব “শেষ পত্নীই পুত্ত্রিণী সুস্থিরই রহিয়াছে,” এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অনভিজ্ঞতামূলক, তাহার সংশয় নাই।

সামশ্রমী মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই;

"যদি তাঁহাদের আচরণ অনুকার্য্যই না হইবে, তবে ;

“যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ”।

ইত্যাদি অর্জ্জুনের প্রতি ভগবদুপদেশই বা কি আশয়ে ব্যক্ত হইয়াছিল? ইহাও আমাদের সুগম নহে” (৬)।

(৬) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা, ৬ পৃষ্ঠা।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন, প্রধান লোকে যে সকল কর্ম্ম করে, সামান্য লোকে সেই সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে; অর্থাৎ প্রধান লোকের অনুষ্ঠানকে দৃষ্টান্তস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সামান্য লোকে তদনুসারে চলে। পূর্ব্বকালীন দুষ্মন্ত প্রভৃতি রাজারা প্রধান ব্যক্তি; তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন; যদি, তাঁহাদের আচরণ দর্শনে, তদনুসারে চলা কর্ত্তব্য না হয়, তাহা হইলে, ভগবান্ বাসুদেব, কি আশয়ে, অর্জ্জুনকে ওরূপ উপদেশ দিলেন, সামশ্রমী মহাশয় সহজে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, সামশ্রমী মহাশয় ভগবদ্বাক্যের অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই; এজন্য, "অর্জ্জুনের প্রতি ভগবদুপদেশই বা কি আশয়ে ব্যক্ত হইয়াছিল?", তাহা, তাঁহার পক্ষে, "সুগম" হয় নাই। এই ভগবদুক্তি উপদেশবাক্য নহে; উহা, পূর্ব্বগত উপদেশবাক্যের সমর্থনের নিমিত্ত, লোক-ব্যবহারকীর্ত্তন মাত্র। যথা,

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ। ৩। ১৯। (৭)

অতএব, আসক্তিশূন্য হইয়া, সতত কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে, পুরুষ মোক্ষপদ পায়।

এইটি অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের উপদেশবাক্য। এইরূপে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার উপদেশ দিয়া, তাহার ফলকীর্ত্তন ও প্রয়োজন-প্রদর্শন করিতেছেন,

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।

---

(৭) ভগবদ্গীতা।

লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৩। ২০ ॥ (৮)

জনক প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারাই মোক্ষপদ পাইয়াছিলেন। লোকের উপদেশার্থেও তোমার কর্ম্ম করা উচিত।

অর্থাৎ, জনক প্রভৃতি, আসক্তিশূন্য হইয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া, মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তুমিও তদনুরূপ কর, তদনুরূপ ফল পাইবে। আর, তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে, উত্তরকালীন লোকেরা, তোমার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইবেক; সে অনুরোধেও, তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা উচিত। আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে, লোকে আমার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবেক কেন; এই আশঙ্কার নিবারণের নিমিত্ত, কহিতেছেন,

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ৩। ২১ ॥ (৮)

প্রধান লোকে যে যে কর্ম্ম করেন, সামান্য লোকে সেই সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে; তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করেন, লোকে তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলে।

অর্থাৎ, সামান্য লোকে স্বয়ং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্ণয়ে সমর্থ নহে; প্রধান লোকে যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, বিহিতই হউক, নিষিদ্ধই হউক, সেই সেই কর্ম্মকে দৃষ্টান্তরূপে পরিগৃহীত করিয়া, উহাদের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব, তাদৃশ লোকদিগের শিক্ষার্থেও, তোমার পক্ষে, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হওয়া আবশ্যক। ঊনবিংশ শ্লোকে, আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর, ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই যে উপদেশ দিয়াছিলেন, একবিংশ শ্লোক দ্বারা, লোকশিক্ষারূপ প্রয়োজন দর্শাইয়া, সেই উপদেশের সমর্থন

---

(৮) ভগবদ্গীতা।

করিয়াছেন। এই শ্লোক স্বতন্ত্র উপদেশবাক্য নহে। লোকে সচরাচর যেরূপ করিয়া থাকে, তাহাই, এই শ্লোক দ্বারা, প্রদর্শিত হইয়াছে। এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা আমার কপোলকল্পিত নহে। সামশ্রমী মহাশয়ের সন্তোষার্থে, এই শ্লোকের আনন্দগিরিকৃত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইতেছে;—

"শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নত্বেনাভিমতো জনো যদ্যৎ
বিহিতং প্রতিষিদ্ধং বা কর্ম্মানুতিষ্ঠতি তত্তদেব
প্রাকৃতো জনোঽনুবর্ত্ততে"।

যাঁহাকে বেদজ্ঞ ও মীমাংসাদিশাস্ত্রজ্ঞ মনে করে, তাদৃশ ব্যক্তি, বিহিতই হউক, আর নিষিদ্ধই হউক, যে যে কর্ম্ম করেন, সামান্য লোকে, তদ্দৃষ্টে, সেই সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে।

সামান্য লোকে, সকল বিষয়ে, প্রধান লোকের আচার দেখিয়া, তদনুসারে চলিয়া থাকে; তাঁহাদের আচার শাস্ত্রীয় বিধির ও শাস্ত্রীয় নিষেধের অনুযায়ী কি না, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখে না; ইহাই ঐ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে; নতুবা, প্রধান লোকে যাহা করিবেন, সর্ব্বসাধারণ লোকের তাহাই করা কর্ত্তব্য, এরূপ উপদেশ দেওয়া উহার উদ্দেশ্য নহে। সর্ব্ব বিষয়ে প্রধান লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হওয়া, সর্ব্বসাধারণ লোকের পক্ষে, শ্রেয়স্কর নহে; কত দূর পর্য্যন্ত তাদৃশ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া চলা উচিত, শাস্ত্রকারেরা সে বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন,

দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্। ২। ৬। ১৩। ৮।
তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। ২। ৬। ১৩। ৯।
তদন্বীক্ষ্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরঃ। ২। ৬। ১৩। ১০॥

প্রধান লোকদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ৮।

তাঁহারা তেজীয়ান্, তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই। ৯। সাধারণ লোকে, তদ্দর্শনে তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, এক কালে উৎসন্ন হয়। ১০।

শুকদেব কহিয়াছেন,

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ ৩৩। ৩০॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥ ৩৩। ৩১॥
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ॥ ৩৩। ৩২। (৯)

প্রধান লোকদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বভোজী বহ্নির ন্যায়, তেজীয়ান্দিগের তাহাতে দোষস্পর্শ হয় না। ৩০। সামান্য লোকে, কদাচ, মনেও তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না; মূঢ়তা বশতঃ অনুষ্ঠান করিলে, বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শিব সমুদ্রোৎপন্ন বিষপান করিয়াছেন; সামান্য লোক বিষপান করিলে, বিনাশ অবধারিত। ৩১। প্রধান লোকদিগের উপদেশ মাননীয়; কোনও কোনও স্থলে, তাঁহাদের আচারও মাননীয়। তাঁহাদের যে আচার তদীয় উপদেশবাক্যের অনুযায়ী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই সকল আচারের অনুসরণ করিবেক। ৩২।

এই দুই শাস্ত্রে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, প্রধান লোকে অবৈধ আচরণে দূষিত হইয়া থাকেন; এজন্য, তাঁহাদের আচার মাত্রই, সর্ব্বসাধারণ লোকের পক্ষে, সদাচার বলিয়া গণনীয় ও অনুকরণীয় নহে; তাঁহারা যে সকল উপদেশ দেন, এবং তাঁহাদের যে সকল আচার তদীয় উপদেশের অবিরুদ্ধ, তাহারই অনুসরণ করা উচিত। এজন্য, বৌধায়ন, একবারে, প্রধান লোকের আচরণের অনুকরণ রহিত করিয়া, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানেরই বিধি দিয়াছেন। যথা,

---

(৯) ভাগবত, দশম স্কন্ধ।

অনুবৃত্তন্তু যদ্দেবৈর্মুনিভির্যদনুষ্ঠিতম্।
নানুষ্ঠেয়ং মনুষ্যৈস্তদুক্তং কর্ম্ম সমাচরেৎ (১০)॥

দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা করা কর্ত্তব্য নহে; তাহারা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই করিবেক।

এবং, এজন্যই, যাজ্ঞবল্ক্য কেবল শ্রুতি ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী আচারই অনুকরণীয় বলিয়া বিধিপ্রদান করিয়াছেন। যথা,

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্ নিত্যমাচারমাচরেৎ। ১। ১৫৪।

যে আচার, সর্ব্বতোভাবে, শ্রুতি ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী সতত তাহারই অনুষ্ঠান করিবেক।

এই সকল ও এতদনুরূপ অন্যান্য শাস্ত্র দেখিলে, উল্লিখিত ভগবদ্বাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, তাহা, বোধ করি, সামশ্রমী মহাশয়ের "সুগম" হইতে পারে। ভগবদ্বাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য এই, সাধারণ লোকে, প্রধান লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া, সচরাচর চলিয়া থাকে; তুমি প্রধান, তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সাধারণ লোকে, তোমার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবেক। অতএব, এই লোকশিক্ষার অনুরোধেও, তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা আবশ্যক, তদ্বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন কদাচ উচিত নহে। নতুবা, প্রধান লোকে যাহা করিবেক, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, ভগবদ্বাক্যের এরূপ অর্থ ও এরূপ তাৎপর্য্য নহে; সেরূপ হইলে, শাস্ত্রকারেরা, প্রদর্শিত প্রকারে, প্রধান লোকদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ কীর্ত্তন পূর্ব্বক, তদীয় আচরণের অনুকরণ বিষয়ে, সর্ব্বসাধারণ লোককে সতর্ক করিয়া দিতেন না। অতএব, দুষ্মন্ত প্রভৃতি প্রধান লোকে, শকুন্তলা প্রভৃতির অলৌকিক রূপ ও

(১০) পরাশরভাষ্যধৃত।

লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে, বহু বিবাহ করিয়াছিলেন; আমরা সামান্য লোক, দুষ্মন্ত প্রভৃতি প্রধান লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে, বহু বিবাহ করা, আমাদের পক্ষে, দোষাবহ নহে; সামশ্রমী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুযায়ী বলিয়া কদাচ পরিগৃহীত হইতে পারে না।

সামশ্রমী মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই ;—

"বহুবিবাহের বিধি অন্বেষণীয় নহে। যখন ইহা আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সকল প্রদেশে প্রচলিত আছে, শাস্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তখন ইহাকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির-করণার্থ বিশেষশাস্ত্রানুসন্ধানে বা ধীসহকৃত কালব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া, নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন; যাহার নিষেধ নাই অথচ ব্যবহার আছে, তাহার বিধি অন্বেষণের কোন আবশ্যক নাই। তথাপি বহুবিবাহবিষয়কবিচার এইটি শ্রুতমাত্র যে একটি শ্রৌত প্রমাণ হঠাৎ স্বগত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না" (১১)।

"বহুবিবাহের বিধি অন্বেষণীয় নহে," কারণ, অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। "যখন ইহা আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচলিত আছে, শাস্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তখন ইহাকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির-করণার্থ বিশেষ শাস্ত্রানুসন্ধানে বা ধীসহকৃত কালব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন"। বহুবিবাহ "আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচলিত আছে", সামশ্রমী মহাশয়ের এই নির্দেশ অসঙ্গত নহে; কিন্তু "শাস্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না", তিনি এরূপ নির্দেশ করিতে কত দূর সমর্থ, বলিতে পারা

(১১) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা, ১৫ পৃষ্ঠা।

যায় না। যিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের, প্রকৃত প্রস্তাবে, অধ্যয়ন, ও, সবিশেষ যত্ন সহকারে, অনুশীলন করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তি, যথোচিত পরিশ্রম ও বুদ্ধিচালনা পূর্ব্বক, কিছু কাল, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, অনুসন্ধান করিলে, এতাদৃশ নির্দ্দেশে সমর্থ হইতে পারেন। সামশ্রমী মহাশয় রীতিমত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, অথবা, বহুবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না, এতদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। শাস্ত্রের মধ্যে, তিনি তৈত্তিরীয়সংহিতার এক কণ্ডিকা ও মনুসংহিতার চারি বচনের আলোচনা করিয়াছেন; দুর্ভাগ্য ক্রমে, উহাদেরও প্রকৃতরূপ অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই। তৎপরে, দক্ষ প্রজাপতির এক পাত্রে বহুকন্যাদান ও রাজা দুষ্যন্তের যদৃচ্ছা-কৃত বহুবিবাহরূপ প্রমাণ প্রদর্শনের নিমিত্ত, মহাভারতের আদিপর্ব্ব হইতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব, যিনি যত বড় পণ্ডিত বা পণ্ডিতাভিমানী হউন, তাঁহার, এতন্মাত্র শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক, বহুবিবাহ "শাস্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না", এরূপ নির্দ্দেশ করিবার অধিকার নাই। আর, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ "শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থিরকরণার্থে বিশেষ শাস্ত্রানুসন্ধানে বা ধীসহকৃত কালব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন"; এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আমার বিবেচনাতেও তাহা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন; কারণ, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থিরীকরণের নিমিত্ত, শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, সমস্ত বুদ্ধিব্যয় ও সমস্ত জীবনক্ষয় করিলেও, তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, এতক্ষণে তাঁহার অবলম্বিত বেদবাক্য উল্লিখিত হইতেছে।

যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি
তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দতে।
যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি
তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দতে (১২)।

যেমন এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ, এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে। যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না।

এই বেদবাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, আবশ্যক হইলে পুরুষ, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে পারে; স্ত্রীলোক, পতি বিদ্যমান থাকিলে, আর বিবাহ করিতে পারে না; উহা দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু, সামশ্রমী মহাশয় লিখিয়াছেন,

"এ স্থলে যে দৃষ্টান্তে জায়াদ্বয় লাভ করিতে পারা যায়, ঐ দৃষ্টান্তে সমর্থ হইলে শত শত জায়াও লাভ করা যায়; সুতরাং ঐ দ্বিত্ব সংখ্যা বহুত্বের উপলক্ষণমাত্র" (১৩)।

এই মীমাংসাবাক্যের অর্থগ্রহ সহজ ব্যাপার নহে। যাহা হউক, বেদ দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের সমর্থন হওয়া সম্ভব কি না, তাহা তর্কবাচস্পতিপ্রকরণে সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে (১৪); এ স্থলে আর তাহার আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। উল্লিখিত বেদবাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক, যে ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইয়াছে, উহার সমর্থনের নিমিত্ত, সামশ্রমী মহাশয়

---

(১২) তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৬ কাণ্ড, ৬ প্রপাঠক, পঞ্চম অনুবাক, ৩ কণ্ডিকা।
(১৩) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা, ১৬ পৃষ্ঠা।
(১৪) এই পুস্তকের ৫৮৫ পৃষ্ঠা হইতে ৫৯৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

মহাভারতের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার লিখন এই ;—

"এই স্থলে মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত বৈবাহিক পর্ব্বের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি এতদ্দৃষ্টে বহুবিবাহপ্রথা কত দূর সুপ্রচলিত ও শাস্ত্রসম্মত কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ? তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

"সর্ব্বেষাং মহিষী রাজন্! দ্রৌপদী নো ভবিষ্যতি।
"এবং প্রব্যাহৃতং পূর্ব্বং মম মাত্রা বিশাম্পতে॥ ১৬। ৯। ২২॥
"অহঞ্চাপ্যনির্বিষ্টো বৈ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ (১৫)।
"পার্থেন বিজিতা চৈষা রত্নভূতা সুতা তব॥ ২৩॥
"এষ নঃ সময়ো রাজন্! রত্নস্য সহ ভোজনম্।
"ন চ তং হাতুমিচ্ছামঃ সময়ং রাজসত্তম॥ ২৪॥
"সর্ব্বেষাং ধর্ম্মতঃ কৃষ্ণা মহিষী নো ভবিষ্যতি।
"আনুপূর্ব্ব্যেণ সর্ব্বেষাং গৃহ্ণাতু জ্বলনে করান্॥ ২৫॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে রাজন্! দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই মহিষী হইবেন। হে নরপতে! ইতিপূর্ব্বে মন্মাতৃকর্ত্তৃক এইরূপই অভিহিত হইয়াছে। ২২।

---

(১৫) "অহঞ্চাপ্যনিবিষ্টো বৈ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ"।

সামশ্রমী মহাশয় এই শ্লোকার্দ্ধের নিম্নলিখিত অর্থ লিখিয়াছেন ; "আমিও ইহাতে নিবিষ্ট নহি, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনও নিবিষ্ট নহেন"।

কিন্তু

"আমি ও পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন, উভয়েই অকৃতদার"

এরূপ লিখিলে, বোধ করি, মুলের অর্থ প্রকৃতরূপে প্রকাশিত হইত। "আমিও ইহাতে নিবিষ্ট নহি" ইহার অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট। ফলকথা এই, মূলস্থিত "অনিবিষ্ট" শব্দের অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়াই, ওরূপ অপ্রকৃত ও অসংলগ্ন অর্থ লিখিয়াছেন।

আমিও ইহাতে নিবিষ্ট নহি, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনও নিবিষ্ট নহেন তোমার এই কন্যারত্ন পার্থ কর্তৃক বিজিতা হইয়াছেন। ২৩। হে রাজন্! আমাদের এই প্রতিজ্ঞা যে, সকলে মিলিয়া রত্ন ভোজন করিব, হে রাজশ্রেষ্ঠ! এই প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না। ২৪। কৃষ্ণা ধর্ম্মতঃ আমাদের সকলেরই মহিষী হইবেন, অগ্নিসমীপে যথাপূর্ব্বক সকলেরই পাণিগ্রহণ করুন। ২৫।

দ্রুপদ উবাচ—

"একস্য বহ্ব্যো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন।
"নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ ক্বচিৎ॥ ২৬॥
"লোকবেদবিরুদ্ধং ত্বং নাধর্ম্মং ধর্ম্মবিচ্ছুচিঃ।
"কর্ত্তুমর্হসি কৌন্তেয় কস্মাত্তে বুদ্ধিরীদৃশী॥ ২৭॥

দ্রুপদ বলিলেন—হে কুরুনন্দন! এক পুরুষের এক কালে বহু স্ত্রী বিহিত আছে, কিন্তু এক স্ত্রীর এক কালে বহুপতি কোথাও শ্রবণ করি নাই। ২৬। হে কৌন্তেয়! তুমি ধর্ম্মবিৎ শুচি হইয়া লোকবেদবিরুদ্ধ এই অধর্ম্ম করিও না, কেন তোমার এমন বুদ্ধি হইল। ২৭।

এই আখ্যানটি পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ। সহৃদয় মহোদয়গণ! নিষ্পক্ষান্তঃকরণে দেখিবেন, এই উপাখ্যানটিতে কি বিবাহান্তরে পত্নীর বন্ধ্যাত্বের বা অসবর্ণাত্বের অপেক্ষা আছে বলিয়া বোধ হয়? পুরুষের বহুবিবাহ কি শাস্ত্রনিষিদ্ধ?" (১৬)।

"এই আখ্যানটি পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ", এ স্থলে সামশ্রমী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, আখ্যানটির একদেশমাত্র উদ্ধৃত না করিয়া, সমুদয় আখ্যানটি উদ্ধৃত করিলে, তিনি এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন কি না। তাঁহার উদ্ধৃত ষড়্‌বিংশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, "এক পুরুষের বহু স্ত্রী বিহিত

(১৬) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা, ১৬ পৃষ্ঠা।

আছে, এক নারীর বহু পতি কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না” ; সুতরাং, ইহা দ্বারা তাঁহার উল্লিখিত বেদবাক্যের সমর্থন হইতেছে ; অর্থাৎ, বেদেও এক পুরুষের দুই বা বহু ভার্য্যার বিধান, আর স্ত্রীর বহুপতিনিষেধ দৃষ্ট হইতেছে, এবং এই আখ্যানেও তাহাই লক্ষিত হইতেছে ; সুতরাং, সামশ্রমী মহাশয় উল্লিখিত আখ্যানের এই অংশকে তাঁহার অবলম্বিত বেদবাক্যের “সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ” বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু, এই আখ্যানের উত্তরভাগে, ঐ বেদবাক্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার প্রতিপাদিত দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

যুধিষ্ঠির উবাচ,—

ন মে বাগনৃতং প্রাহ নাধর্ম্মে ধীয়তে মতিঃ।
বর্ত্ততে হি মনো মেঽত্র নৈষোঽধর্ম্মঃ কথঞ্চন ॥
শ্রূয়তে হি পুরাণেঽপি জটিলা নাম গৌতমী।
ঋষীনধ্যাসিতবতী সপ্ত ধর্ম্মভৃতাং বরা ॥
তথৈব মুনিজা বার্ক্ষী তপোভির্ভাবিতাত্মনঃ।
সঙ্গতাভূদ্দশ ভ্রাতৄনেকনাম্নঃ প্রচেতসঃ (১৭) ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন,

আমার মুখ হইতে মিথ্যাবাক্য নির্গত হয় না ; আমার বুদ্ধি অধর্ম্মপথে ধাবিত হয় না ; এ বিষয়ে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে ; ইহা কোনও মতে অধর্ম্ম নহে। পুরাণেও শুনিতে পাওয়া যায়, নিরতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা গোতমকুলোদ্ভবা জটিলা সপ্ত ঋষির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ; আর, মুনিকন্যা বার্ক্ষী প্রচেতা নামক তপঃপরায়ণ দশ ভ্রাতার ভার্য্যা হইয়াছিলেন।

সামশ্রমী মহাশয় যে আখ্যানটিকে উল্লিখিত বেদবাক্যের সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উপরি নির্দ্দিষ্ট যুধিষ্ঠিরবাক্যও

---

(১৭) মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১৯৬ অধ্যায়।

সেই আখ্যানটির এক অংশ। আখ্যানের অন্তর্গত দ্রুপদ রাজার উক্তিতে ব্যক্ত হইতেছে, পুরুষের বহুভার্য্যাবিবাহ বিহিত, স্ত্রীলোকের বহু পতি শুনিতে পাওয়া যায় না; স্ত্রীলোকের বহুপতিবিবাহ অধর্ম্মকর ব্যবহার, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। আর, যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে, ব্যক্ত হইতেছে, জটিলা ও বার্ক্ষী, এই দুই মুনিকন্যা, যথাক্রমে, সাত ও দশ পতি বিবাহ করিয়াছিলেন; স্ত্রীলোকের বহুপতিবিবাহ, কোনও মতে, অধর্ম্মকর ব্যবহার নহে। এক্ষণে, সামশ্রমী মহাশয়, স্থির চিত্তে, বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাঁহার উল্লিখিত আখ্যানটির যুধিষ্ঠিরোক্তিরূপ অংশ দ্বারা, তাঁহার অবলম্বিত বেদবাক্যের সমর্থন হইতেছে কি না। বেদবাক্যের পূর্ব্বার্দ্ধে পুরুষের বহুভার্য্যাবিবাহ বৈধ, উত্তরার্দ্ধে স্ত্রীলোকের বহুপতিবিবাহ অবৈধ, বলিয়া উল্লেখ আছে; দ্রুপদ রাজার উক্তি দ্বারা, ঐ উল্লেখের সম্পূর্ণ সমর্থন হইতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, যুধিষ্ঠির, বার্ক্ষী ও জটিলা, এই দুই মুনিকন্যার বহুপতিবিবাহরূপ প্রাচীন আচারের উল্লেখ করিয়া, স্ত্রীলোকের বহুপতিবিবাহ অবৈধ, এই বৈদিক নির্দ্দেশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ব্যবহার প্রতিপন্ন করিতেছেন। অতএব, সামশ্রমী মহাশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে, তাঁহার উল্লিখিত আখ্যানের এ অংশ তাঁহার অবলম্বিত "শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ" নহে; সুতরাং "এই আখ্যানটি পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ," তদীয় এই নির্দ্দেশ সঙ্গত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। বস্তুতঃ "এই আখ্যানটি" এরূপ না বলিয়া, "এই আখ্যানের অন্তর্গত ষড়্‌বিংশ শ্লোকটি পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ", এরূপ নির্দ্দেশ করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক ছিল। এ স্থলে ইহাও

উল্লেখ করা আবশ্যক, প্রকারান্তরে বিবেচনা করিয়া দেখিলেও, সামশ্রমী মহাশয়ের এই নির্দ্দেশ সম্যক সঙ্গত হইতে পারে না। তিনি, আখ্যানের যে শ্লোক অবলম্বন করিয়া, ঐরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহা তাঁহার অবলম্বিত "শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণ-স্বরূপ নহে। ঐ শ্লোক এবং ঐ শ্লোক যে শ্রুতির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ, উভয় প্রদর্শিত হইতেছে;

একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যৈ
বহবঃ সহ পতয়ঃ (১৮)।

এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা হইতে পারে, এক স্ত্রীর এক সঙ্গে বহু পতি হইতে পারে না।

একস্য বহ্ব্যো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন।
নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ ক্বচিৎ ॥২৬॥

হে কুরুনন্দন! এক পুরুষের বহু ভার্য্যা বিহিত; এক স্ত্রীর বহু পতি কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না।

এই শ্লোকটি এই শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, অধিকতর সঙ্গত হয় কি না, সামশ্রমী মহাশয় কিঞ্চিৎ স্থির ও সরল চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। সে যাহা হউক, ভারতীয় আখ্যানের যে অংশ আপন অভিপ্রায়ের অনুকূল বোধ হইয়াছে, সামশ্রমী মহাশয়, প্রফুল্ল চিত্তে, তন্মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু, যখন তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া, সমাধান করাই উচিত ও আবশ্যক ছিল। যখন আখ্যানটি পাঠ করিয়াছিলেন, সে সময়ে, প্রতিকূল অংশ

(১৮) এই শ্রুতি এই পুস্তকের ৫৮৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে।

তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, ইহা, কোনও ক্রমে, সম্ভব বা সঙ্গত বোধ হয় না।

"সহৃদয় মহোদয়গণ! নিষ্পক্ষান্তঃকরণে দেখিবেন, এই আখ্যানটিতে কি বিবাহান্তরে পত্নীর বন্ধ্যাত্বের বা অসবর্ণাত্বের অপেক্ষা আছে বলিয়া বোধ হয়"। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, এই আখ্যানের অন্তর্গত ষড়্‌বিংশ শ্লোকে, এক ব্যক্তির একাধিক বিবাহ বিহিত, এতন্মাত্র নির্দ্দেশ আছে; ঐ একাধিক বিবাহ শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত নিবন্ধন, অথবা যদৃচ্ছামূলক, তাহার কোনও নিদর্শন নাই। এমন স্থলে, যাঁহারা পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা এই অখ্যানটিতে বিবাহান্তরে পত্নীর বন্ধ্যাত্বের বা অসবর্ণাত্বের অপেক্ষা আছে কি না, কিছুই অবধারিত বলিতে পারিবেন না। এক ব্যক্তির একাধিক বিবাহ বিহিত, এতন্মাত্র নির্দ্দেশ দেখিয়া, একতর পক্ষ নির্ণয় করিয়া, মত প্রকাশ করা বিবেচনাসিদ্ধ হইতে পারে না। যাহা হউক, যদিও এ স্থলে কোনও বিশেষ নির্দ্দেশ নাই; কিন্তু, ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ, কৃতদার ব্যক্তির দ্বিতীয় প্রভৃতি বিবাহপক্ষে, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নির্দ্দেশ করিয়া সবর্ণাবিবাহের, এবং যদৃচ্ছাপক্ষে, সবর্ণাবিবাহ নিষেধ পূর্ব্বক অসবর্ণাবিবাহের, বিধি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বিধির সহিত একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া দেখিলে, অপক্ষপাতী মহোদয়দিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিতে হইলে, স্থলবিশেষে স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত নিমিত্তের, স্থলবিশেষে স্ত্রীর অসবর্ণাত্বের, অপেক্ষা আছে। সামশ্রমী মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এমন স্থলে, প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া

বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করাই উচিত ও আবশ্যক; পুরাণোক্ত অথবা ইতিহাসোক্ত উপাখ্যানের অন্তর্গত অস্পষ্ট নির্দ্দেশ মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক, ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, ঈদৃশ বিষয়ের মীমাংসা করা, কোনও মতে, ন্যায়ানুগত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

সামশ্রমী মহাশয়ের পঞ্চম আপত্তি এই,—

"ক্রোড়পত্রে বেদরত্নাদিসংগৃহীত প্রমাণদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে,—ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে "মনু কাম্যবিবাহস্থলে অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন৭" পরং আমরা এইরূপ সমাধানের মূল পাই না" (১৯)।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ, সামশ্রমী মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রের রীতিমত অধ্যয়ন ও বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই; দ্বিতীয়তঃ, তত্ত্বনির্ণয়পক্ষ লক্ষ্য করিয়া, বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; তৃতীয়তঃ, বালস্বভাবসুলভ চাপলদোষের আতিশয্য বশতঃ, স্থির চিত্তে শাস্ত্রার্থনির্ণয়ে বুদ্ধিচালনা করিতে পারেন নাই। এই সমস্ত কারণে, "মনু কাম্যবিবাহস্থলে অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন," এরূপ সমাধানের মূল পান নাই। মনু, কাম্যবিবাহস্থলে, অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন কি না, এই বিষয়, তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে, সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে (২০)। সামশ্রমী মহাশয়, স্থিরচিত্ত হইয়া, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, ঐ স্থল আলোচনা করিয়া দেখিলে, তাদৃশ সমাধানের মূল পাইতে পারিবেন।

---

(১৯) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা, ২৯ পৃষ্ঠা।

(২০) এই পুস্তকের ৪৮৬ পৃষ্ঠা হইতে ৫০৩ পৃষ্ঠা দেখ।

সামশ্রমী মহাশয়ের ষষ্ঠ আপত্তি এই ;—

"অপরঞ্চ

এতদ্বিধানং বিজ্ঞেয়ং বিভাগস্ত্বেকযোনিষু।
বহ্বীষু চৈকজাতানাং নানাস্ত্রীষু নিবোধত ॥

অস্য কুল্লুকভট্টব্যাখ্যা। এতদিতি সমানজাতীয়াসু ভার্য্যাসু, একেন ভর্ত্রা জাতানাম্ এষ বিভাগবিধির্বোদ্ধব্যঃ। ইদানীং নানাজাতীয়াসু স্ত্রীষু বহ্বীষু উৎপন্নানাং পুত্রাণাং বিভাগং শৃণুত।

সমানজাতীয় বহুভার্য্যাতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক জনিত বহু পুত্রের বিভাগ এইরূপ জানিবে। সম্প্রতি নানাজাতীয় বহু স্ত্রীতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রগণের বিভাগ শ্রবণ কর।

এবং

সদৃশস্ত্রীষু জাতানাং পুত্রাণামবিশেষতঃ।
ন মাতৃতো জ্যৈষ্ঠ্যমস্তি জন্মতো জ্যৈষ্ঠ্যমুচ্যতে ॥

সমানজাতীয় স্ত্রীসমূহে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রগণের জাতিগত বিশেষ না থাকিলেও মাতার জ্যেষ্ঠতা প্রযুক্ত পুত্রের জ্যেষ্ঠতা নহে কিন্তু জন্ম দ্বারা জ্যেষ্ঠই জ্যেষ্ঠ।

এই মনুবচনদ্বয় কুল্লুকভট্টের টীকার সহিত উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা কি সবর্ণা পুত্রবতী ভার্য্যা থাকিতেও পুনঃ সবর্ণাপরিণয় প্রতিপন্ন হইতেছে না? কৈ? ইহার উত্তর কৈ?" (২১)।

সামশ্রমী মহাশয় স্থির করিয়াছেন, তাঁহার এই আপত্তির উত্তর নাই; এজন্যই, "কৈ? ইহার উত্তর কৈ?", ঈদৃশ অসঙ্গত আস্ফালন পূর্ব্বক, প্রশ্ন করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে বোধ ও অধিকার থাকিলে, এরূপ উদ্ধত ভাবে, প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সম্ভব বোধ হয় না। সে যাহা হউক, এই দুই বচনে,

(২১) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা, ২৯ পৃষ্ঠা।

এরূপ কোনও কথা লক্ষিত হইতেছে না, যে তদ্দ্বারা, সবর্ণা পুত্রবতী ভার্য্যা থাকিতেও, পুনঃ সবর্ণা পরিণয় প্রতিপন্ন হইতে পারে। এই দুই বচনে এতন্মাত্র উপলব্ধ হইতেছে যে, এক ব্যক্তির সজাতীয়া, অথবা সজাতীয়া বিজাতীয়া, বহু ভার্য্যা আছে; তাহারা সকলেই, অথবা তন্মধ্যে অনেকেই, পুত্রবতী হইয়াছে। মনে কর, এক ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে চারি স্ত্রী বিবাহ করিয়াছে, এবং চারি স্ত্রীই পুত্রবতী হইয়াছে। কোন সময়ে কাহার পুত্র জন্মিয়াছে, যে ব্যক্তি তাহা অবগত নহেন, তিনি কখনই অবধারিত বলিতে পারিবেন না, যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রীর সন্তান হইলে পর, পর পর স্ত্রী বিবাহিতা হইয়াছে; কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রীর সন্তান হইলে পর, পর পর স্ত্রীর বিবাহ যেরূপ সম্ভব; সকলের বিবাহ হইলে পর, তাহাদের সন্তান হইতে আরম্ভ হওয়াও সেইরূপ সম্ভব। বিশেষজ্ঞ না হইলে, এরূপ স্থলে, একতর পক্ষ নির্ণয় করিয়া নির্দ্দেশ করা সম্ভবিতে পারে না। অতএব, "ইহা দ্বারা কি সবর্ণা পুত্রবতী ভার্য্যা থাকিতেও পুনঃ সবর্ণাপরিণয় প্রতিপন্ন হইতেছে না", এরূপ নিশ্চয়াত্মক নির্দ্দেশ না করিয়া, "ইহা দ্বারা কি সবর্ণা পুত্রবতী ভার্য্যা থাকিতেও পুনঃ সবর্ণাপরিণয় সম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে না", এরূপ সংশয়াত্মক নির্দ্দেশ করিলে অধিকতর ন্যায়ানুগত হইত।

কিঞ্চ, আমার মতে, অর্থাৎ আমি যেরূপ শাস্ত্রের অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তদনুসারে, পুত্রবতী সবর্ণা ভার্য্যা সত্ত্বে পুনরায় সবর্ণাপরিণয় অসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ নহে। মনে কর, ব্রাহ্মণজাতীয় পুরুষ সবর্ণাবিবাহ করিয়াছে, এবং ঐ সবর্ণা পুত্রবতী হইয়াছে; এই পুত্রবতী সবর্ণা ভার্য্যা ব্যভিচারিণী, চিররোগিণী, সুরাপায়িণী, পতিদ্বেষিণী, অর্থনাশিনী বা অপ্রিয়-

বাদিনী স্থির হইলে, শাস্ত্রানুসারে, ঐ ব্যক্তির পুনরায় সবর্ণা বিবাহ করা আবশ্যক; সুতরাং, উক্তবিধ নিমিত্ত ঘটিলে, পুত্রবতী সবর্ণা সত্ত্বে সবর্ণাপরিণয় সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে। অতএব, যদি সামশ্রমী মহাশয়ের উল্লিখিত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মনুবচনদ্বয়ে পুত্রবতী সবর্ণা সত্ত্বে সবর্ণা পরিণয় প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ সবর্ণা-পরিণয়, যথাসম্ভব, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত বশতঃ ঘটিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা ভার্য্যার জীবদ্দশায়, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যদৃচ্ছা ক্রমে সবর্ণাবিবাহ শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ কর্ম্ম। তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই বিষয় সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে (২২); এ স্থলে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।

পরিশেষে, সামশ্রমী মহাশয়, স্বকৃত বিচারের

"বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে! নহে! নহে!"

এই সারসংগ্রহ প্রচার করিয়াছেন। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, তিনি নানা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইতে পারেন; কিন্তু, বহুবিবাহবিচারসমালোচনায় যত দূর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে, এরূপ দৃঢ় বাক্যে, এরূপ উদ্ধত নির্দ্দেশ করিতে পারেন, ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার তাদৃশ অধিকার আছে, এরূপ বোধ হয় না।

---

(২২) এই পুস্তকের ৫৭৭ পৃষ্ঠা হইতে ৫৮৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

কবিরত্নপ্রকরণ

মুরশিদাবাদনিবাসী শ্রীযুত গঙ্গাধর রায় কবিরাজ কবিরত্ন বহুবিবাহ বিষয়ে যে পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, তাহার নাম "বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়"। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যবহার বলিয়া, আমি যে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলাম, তদ্দর্শনে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া, কবিরত্ন মহাশয় তাদৃশ বিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যিনি যে বিষয়ের ব্যবসায়ী নহেন, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে, তাঁহার যেরূপ কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব, তাহা অনায়াসে অনুমান করিতে পারা যায়। কবিরত্ন মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন; সুতরাং, ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসায় বদ্ধপরিকর হইয়া, তিনি কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন; তাহা অনুমান করা দুরূহ ব্যাপার নহে। অনেকেই মনে করেন, ধর্ম্মশাস্ত্র অতি সরল শাস্ত্র; বিশিষ্টরূপ অনুশীলন না করিলেও, ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসা করা কঠিন কর্ম্ম নহে। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহারা, উপলক্ষ উপস্থিত হইলেই, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে ও মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু, সেরূপ সংস্কার নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি মাত্র। ধর্ম্মশাস্ত্র বহুবিস্তৃত ও অতি দুরূহ শাস্ত্র। যাঁহারা, অবিশ্রামে ব্যবসায় করিয়া, জীবনকাল অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারাও ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে পারদর্শী নহেন, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে, বোধ করি, অসঙ্গত বলা হয় না। এমন স্থলে, কেবল বিদ্যাবলে, বা বুদ্ধিকৌশলে, ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, সম্যক কৃতকার্য্য হওয়া কোনও

মতে সম্ভাবিত নহে। শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও শ্রীযুত গঙ্গাধর কবিরত্ন, ইঁহারা উভয়ে এ বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। উভয়েই প্রাচীন, উভয়েই বহুদর্শী, উভয়েই বিদ্যাবিশারদ বলিয়া বিখ্যাত; উভয়েই যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই, উভয়েই ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন; এজন্য, উভয়েই ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যবহার, এই ব্যবস্থা বিষয়ে, কবিরত্ন মহাশয় যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা ক্রমে আলোচিত হইতেছে।

কবিরত্ন মহাশয়ের প্রথম আপত্তি এই;—

"মন্বাদিবচন নিদর্শন করিয়া বহুবিবাহ রহিত করা লিখিয়াছেন; তাহাতে যদ্যপি শাস্ত্রাবলম্বন করিতে হয়, তবে শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা করিয়া ব্যবস্থা দিতে হয়। শাস্ত্রার্থ গোপন করিয়া ভ্রান্তিতেই বা অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়া ব্যবস্থা দেওয়া উচিত নহে, পাপ হয়। মন্বাদিবচন যে নিদর্শন দেখাইয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা যথার্থ বোধ হইতেছে না।

মনুবচন যথা,

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥

এই বচনে ব্রহ্মচর্য্যানন্তর ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ গুরুর অনুমতিক্রমে অবভৃথ স্নান করিয়া বিধিক্রমে সমাবর্ত্তন করিয়া সুলক্ষণা সবর্ণা কন্যা বিবাহ করিবে। সবর্ণা লক্ষণান্বিতা এই দুই শব্দ প্রশস্তাভিপ্রায়, নতুবা হীনলক্ষণা কন্যার বিবাহ সম্ভব হয় না। তাহাই পরে বলিয়াছেন এবং পরবচনে প্রশস্তাশব্দ সার্থক হয় না। তদ্বচনং যথা

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বাচৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥

এই বচনদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে সবর্ণাবিবাহই বিহিত বিবাহই এই অবধারণ ব্যাখ্যায় অসবর্ণা-বিবাহ অগ্রে বিধি নহে। যদি এই অর্থ হয়, তবে প্রশস্তা শব্দোপাদানের প্রয়োজন কি। সবর্ণৈব দ্বিজাতীনামগ্রে স্যাদ্দার-কর্ম্মণি, এই পাঠে তদর্থ সিদ্ধি হয়। অতএব ও অর্থ যথার্থ নহে। যথার্থ ব্যাখ্যা এই, দ্বিজাতীনামগ্রে দারকর্ম্মণি সবর্ণা স্ত্রী প্রশস্তা স্যাৎ অসবর্ণা তু অগ্রে দারকর্ম্মণি অপ্রশস্তা ন তু প্রতিষিদ্ধা দ্বিজাতীনাং সবর্ণাসবর্ণাবিবাহস্য সামান্যতো বিধে-র্বক্ষ্যমাণত্বাৎ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমানন্তর গার্হস্থ্যাশ্রমকরণে প্রথমতঃ সবর্ণা কন্যা বিবাহে প্রশস্তা, অসবর্ণা কন্যা অপ্রশস্তা কিন্তু নিষিদ্ধা নহে; যে হেতু সবর্ণাসবর্ণে সামান্যতো বিবাহবিধান আছে; প্রশস্তাপদগ্রহণে এই অর্থ ও তাৎপর্য্য জানাইয়াছেন" (১)।

ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে, কবিরত্ন মহাশয়, এবংবিধ অসঙ্গত আস্ফালন পূর্ব্বক, ঈদৃশ অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবস্থাপ্রচারে প্রবৃত্ত হইতেন, এরূপ বোধ হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃষ্টি নাই, বহুদর্শন নাই; সুতরাং, মনুবচনের অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই; এজন্যই তিনি, আমার অবলম্বিত চির প্রচলিত যথার্থ ব্যাখ্যাকে অযথার্থ ব্যাখ্যা বলিয়া, অবলীলা ক্রমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ৮ পৃষ্ঠা।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা প্রশস্তা।

এই মনুবচনে প্রশস্তাপদ প্রযুক্ত আছে। প্রশস্তশব্দ, অনেক স্থলে, "উৎকৃষ্ট" এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই অর্থকেই ঐ শব্দের একমাত্র অর্থ স্থির করিয়া, কবিরত্ন মহাশয় ব্যবস্থা করিয়াছেন, যখন দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা প্রশস্তা বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, তখন অসবর্ণা কন্যা অপ্রশস্তা, নিষিদ্ধা নহে। কিন্তু, এই ব্যবস্থা মনুবচনের অর্থ দ্বারাও সমর্থিত নহে, এবং অন্যান্য ঋষিবাক্যেরও সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। মনুবচনের অর্থ এই, "দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা প্রশস্তা অর্থাৎ বিহিতা"। সবর্ণা কন্যার বিধান দ্বারা, অসবর্ণা কন্যার নিষেধ, অর্থ বশতঃ, সিদ্ধ হইতেছে। প্রশস্তশব্দের এই অর্থ অসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ নহে;

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥ ৩। ৫।

যে কন্যা মাতা ও পিতার অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা, তাদৃশী কন্যা দ্বিজাতিদিগের বিবাহে প্রশস্তা।

এই মনুবচনে অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা কন্যা বিবাহে প্রশস্তা বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। এ স্থলে, প্রশস্তাপদের অর্থ বিহিতা; অর্থাৎ অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা কন্যা বিবাহে বিহিতা। এই বিধান দ্বারা, সপিণ্ডা ও সগোত্রা কন্যার বিবাহনিষেধ, অর্থ বশতঃ, সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু, কবিরত্ন মহাশয়ের মতানুসারে, এই ব্যবস্থা হইতে পারে, যখন অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা কন্যা বিবাহে প্রশস্তা বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, তখন সপিণ্ডা ও সগোত্রা কন্যা বিবাহে

অপ্রশস্তা, নিষিদ্ধা নহে; অর্থাৎ সপিণ্ডা ও সগোত্রা কন্যা বিবাহে দোষ নাই। এরূপ ব্যবস্থা যে কোনও ক্রমে শ্রদ্ধেয় নহে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

কিঞ্চ, প্রথম বিবাহে অসবর্ণানিষেধ কেবল অর্থ বশতঃ সিদ্ধ নহে; শাস্ত্রে তাদৃশ বিবাহের প্রত্যক্ষ নিষেধও লক্ষিত হইতেছে। যথা,

ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রকন্যাস্তু ন বিবাহ্যা দ্বিজাতিভিঃ।
বিবাহ্যা ব্রাহ্মণী পশ্চাদ্বিবাহ্যাঃ কচিদেব তু (২)॥

দ্বিজাতিরা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিবেক না; তাহারা ব্রাহ্মণী অর্থাৎ সবর্ণা বিবাহ করিবেক; পশ্চাৎ, অর্থাৎ অগ্রে সবর্ণা বিবাহ করিয়া, স্থলবিশেষে, ক্ষত্রিয়াদিকন্যা বিবাহ করিতে পারিবেক।

দেখ, এ স্থলে অগ্রে সবর্ণাবিবাহের বিধি ও অসবর্ণাবিবাহের নিষেধ স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর,

অলাভে কন্যায়াঃ স্নাতকব্রতং চরেৎ অপিবা ক্ষত্রিয়ায়াং
পুত্রমুৎপাদয়েৎ বৈশ্যায়াং বা শূদ্রায়াঞ্চেত্যেকে (৩)।

সজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, স্নাতকব্রতের অনুষ্ঠান অথবা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিবেক। কেহ কেহ শূদ্রকন্যাবিবাহেরও অনুমতি দিয়া থাকেন।

এই শাস্ত্রে, সজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তিস্থলে, ক্ষত্রিয়াদিকন্যাবিবাহ বিহিত হওয়াতে, সজাতীয়া কন্যার প্রাপ্তি সম্ভবিলে, প্রথমে অসবর্ণাবিবাহনিষেধ নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে। এজন্যই নন্দপণ্ডিত,

---

(২) বীরমিত্রোদয়ধৃত, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন।

(৩) পরাশরভাষ্য ও বীরমিত্রোদয়ধৃত পৈঠীনসিবচন।

অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি। ২৪। ১।

বর্ণানুক্রমে ব্রাহ্মণের চারি ভার্য্যা হইয়া থাকে।

এই বিষ্ণুবচনের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন,

"তেন ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণীবিবাহঃ প্রথমং ততঃ ক্ষত্রিয়াদিবিবাহঃ অন্যথা রাজন্যাপূর্ব্ব্যাদিনিমিত্ত-প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গঃ" (৪)।

অতএব, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীবিবাহ প্রথম কর্ত্তব্য; তৎপরে ক্ষত্রিয়াদিকন্যাবিবাহ; নতুবা, রাজন্যাপূর্ব্বী প্রভৃতি নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত ঘটে।

রাজন্যাপূর্ব্বীপ্রভৃতি নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত এই,

ব্রাহ্মণো রাজন্যাপূর্ব্বী দ্বাদশরাত্রং চরিত্বা নির্ব্বিশেৎ তাঞ্চৈবোপগচ্ছেৎ বৈশ্যাপূর্ব্বী তপ্তকৃচ্ছ্রং শূদ্রাপূর্ব্বী কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রম্ (৫)।

যে ব্রাহ্মণ রাজন্যাপূর্ব্বী, অর্থাৎ প্রথমে ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করে, সে দ্বাদশরাত্রব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, সবর্ণার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক, তাহারই সহিত সহবাস করিবেক; বৈশ্যাপূর্ব্বী হইলে, অর্থাৎ প্রথমে বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিলে, তপ্তকৃচ্ছ্র, শূদ্রাপূর্ব্বী হইলে, অর্থাৎ প্রথমে শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলে, কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবেক।

দেখ প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ করিলে, শাস্ত্রকারেরা, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার সবর্ণাবিবাহ ও সবর্ণারই সহিত সহবাস করিবার স্পষ্ট বিধি দিয়াছেন। অতএব, প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ অপ্রশস্ত, নিষিদ্ধ নহে; কবিরত্ন মহাশয়ের এই ব্যবস্থা, কোনও অংশে, শাস্ত্রানুমত বা ন্যায়ানুগত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

(৪) কেশববৈজয়ন্তী।

(৫) প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত শাতাতপবচন।

দ্বিজাতিদিগের পক্ষে প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ অপ্রশস্ত, নিষিদ্ধ নহে ; এই ব্যবস্থা প্রদান করিয়া, দৃষ্টান্ত দ্বারা উহার সমর্থন করিবার নিমিত্ত, কবিরত্ন মহাশয় কহিতেছেন,

"উদাহরণও আছে। অগস্ত্য মুনি জনকদুহিতা লোপামুদ্রাকে প্রথমেই বিবাহ করেন ; ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দশরথের ঔরস কন্যা প্রথমেই বিবাহ করেন। যদি অবিধি হইত তবে বেদবহির্ভূত কর্ম্ম মহর্ষিরা করিতেন না। এবং জৈগীধব্য ঋষি হিমালয়ের একপর্ণা নামে কন্যা প্রথমেই বিবাহ করেন। দেবল ঋষি দ্বিপর্ণা নামে কন্যাকে বিবাহ করেন। হিমালয় পর্ব্বত ব্রাহ্মণ নহে। অতএব অসবর্ণা প্রথম বিবাহে প্রশস্তা নহে নিষিদ্ধাও নহে। ক্ষত্রিয়জাতিও প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ করিয়াছেন। যযাতি রাজা শুক্রের কন্যা দেবজানীকে বিবাহ করেন" (৬)।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যখন শাস্ত্রে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন কোনও কোনও মহর্ষি প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ করিয়াছিলেন, অতএব তাদৃশ বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, এরূপ অনুমান-সিদ্ধ ব্যবস্থা গ্রাহ্য হইতে পারে না। সে যাহা হউক, কবিরত্ন মহাশয়ের উল্লিখিত একটি উদাহরণ দেখিয়া, আমি চমৎকৃত হইয়াছি। সেই উদাহরণ এই ; "যযাতি রাজা শুক্রের কন্যা দেবজানীকে বিবাহ করেন"। যযাতি রাজা ক্ষত্রিয়, শুক্রাচার্য্য ব্রাহ্মণ ; যযাতি ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য ! কবিরত্ন মহাশয়ের মতে, এ বিবাহও নিষিদ্ধ ও অবৈধ নহে। ইহা, বোধ করি, এ দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকে অবগত আছেন, বিবাহ দ্বিবিধ অনুলোম বিবাহ ও প্রতিলোম বিবাহ। উৎকৃষ্ট বর্ণ নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে, ঐ

(৬) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ১০ পৃষ্ঠা।

বিবাহকে অনুলোম বিবাহ, আর, নিকৃষ্ট বর্ণ উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে, ঐ বিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ বলে। স্থলবিশেষে, অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রবিহিত; সকল স্থলেই, প্রতিলোম বিবাহ সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রনিষিদ্ধ।

১। নারদ কহিয়াছেন,

আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ (৭)॥

ব্রাহ্মণাদিবর্ণের অনুলোম ক্রমে যে জন্ম, তাহাই বিধি বলিয়া পরিগণিত; প্রতিলোম ক্রমে যে জন্ম, তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলে।

২। ব্যাস কহিয়াছেন,

অধমাদুত্তমায়াস্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ (৮)।

নিকৃষ্ট বর্ণ হইতে উৎকৃষ্টবর্ণার গর্ভজাত সন্তান শূদ্র অপেক্ষাও অধম।

৩। বিষ্ণু কহিয়াছেন,

সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সমানবর্ণা ভবন্তি। ১৬। ১।
অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ। ১৬। ২।
প্রতিলোমাসু আর্য্যবিগর্হিতাঃ। ১৬। ৩। (৯)

সবর্ণাগর্ভজাত পুত্রেরা সবর্ণ, অর্থাৎ পিতৃজাতি প্রাপ্ত হয়। ১। অনুলোমবিধানে অসবর্ণাগর্ভজাত পুত্রেরা মাতৃবর্ণ, অর্থাৎ মাতৃজাতি প্রাপ্ত হয়। ২। প্রতিলোমবিধানে অসবর্ণাগর্ভজাত পুত্রেরা আর্য্যবিগর্হিত, অর্থাৎ ভদ্র সমাজে হেয় হয়।

৪। গোতম কহিয়াছেন,

প্রতিলোমাস্তু ধর্ম্মহীনাঃ (১০)।

প্রতিলোমজেরা, ধর্ম্মহীন, অর্থাৎ শ্রুতিবিহিত ও স্মৃতিবিহিত ধর্ম্মে অনধিকারী।

---

(৭) নারদসংহিতা, দ্বাদশ বিবাদপদ।
(৮) ব্যাসসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।
(৯) বিষ্ণুসংহিতা।
(১০) গোতমসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়।

৫। দেবল কহিয়াছেন,

তেষাং সবর্ণজাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যোঽথানুলোমজাঃ।
অন্তরালা বহির্বর্ণাঃ প্রথিতাঃ প্রতিলোমজাঃ (১১)॥

নানাবিধ পুত্রের মধ্যে, সবর্ণজেরা শ্রেষ্ঠ; অনুলোমজেরা সবর্ণজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহারা অন্তরাল অর্থাৎ পিতৃবর্ণ ও মাতৃবর্ণের মধ্যবর্ত্তী; আর প্রতিলোমজেরা বহির্বর্ণ অর্থাৎ বর্ণধর্ম্মবহিষ্কৃত বলিয়া পরিগণিত।

৬। মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন,

প্রতিলোমজাস্তু বর্ণবাহ্যত্বাৎ পতিতা অধমাঃ (১২)।

প্রতিলোমজেরা বর্ণধর্ম্মবহিষ্কৃত, অতএব পতিত ও অধম।

৭। জীমূতবাহন কহিয়াছেন,

প্রতিলোমপরিণয়নং সর্ব্বথৈব ন কার্য্যম্ (১৩)।

প্রতিলোমবিবাহ কদাচ করিবেক না।

দেখ, নারদ প্রভৃতি প্রতিলোম বিবাহকে স্পষ্টাক্ষরে অবৈধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কবিরত্ন মহাশয়ের উদাহৃত যযাতি-দেবজানীবিবাহ প্রতিলোমবিবাহ হইতেছে। প্রতিলোমবিবাহ যে সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রবিগর্হিত ও ধর্ম্মবহির্ভূত কর্ম্ম, কবিরত্ন মহাশয়ের সে বোধ নাই; এজন্য তিনি, "ক্ষত্রিয়জাতিও প্রথম অসবর্ণা বিবাহ করিয়াছেন," এই ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া, তাহার প্রামাণ্যের নিমিত্ত, যযাতিদেবজানীবিবাহ উদাহরণস্থলে বিন্যস্ত করিয়াছেন।

কবিরত্ন মহাশয়, ঋষিদিগের প্রাথমিক অসবর্ণাবিবাহের

(১১) পরাশরভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়ধৃত।
(১২) পরাশরভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়।
(১৩) দায়ভাগ।

কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, লিখিয়াছেন, "যদি অবিধি হইত তবে বেদবহির্ভূত কর্ম্ম মহর্ষিরা করিতেন না"। ইহার তাৎপর্য্য এই, মহর্ষিরা শাস্ত্রপারদর্শী ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন; সুতরাং, তাঁহারা অবৈধ আচরণে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা সম্ভব নহে। যখন, তাঁহারা প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ করিয়াছেন, তখন তাহা কোন ক্রমে অবৈধ নহে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, মহর্ষিরা বা অন্যান্য মহৎ ব্যক্তিরা অবৈধ কর্ম্ম করিতে পারেন না, অথবা করেন নাই, ইহা নিরবচ্ছিন্ন অবোধ ও অনভিজ্ঞের কথা। যখন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, এবং যখন প্রতিলোমবিবাহ সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রবহির্ভূত ও ধর্ম্মবিগর্হিত ব্যবহার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তখন কোনও কোনও ঋষি প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ, অথবা কোনও রাজা প্রতিলোমবিবাহ করিয়াছিলেন, অতএব তাহা অবৈধ নহে, যাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে সামান্যরূপ দৃষ্টি ও অধিকার আছে, তাদৃশ ব্যক্তিও কদাচ ঈদৃশ অসঙ্গত নির্দ্দেশ করিতে পারেন না।

বৌধায়ন কহিয়াছেন,

অনুবৃত্তন্তু যদ্দেবৈর্মুনিভির্যদনুষ্ঠিতম্।
নানুষ্ঠেয়ং মনুষ্যৈস্তদুক্তং কর্ম্ম সমাচরেৎ (১৪)॥

দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা করা কর্ত্তব্য নহে; তাহারা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই করিবেক।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, দেবতারা ও মুনিরা এরূপ অনেক কর্ম্ম করিয়াছেন, যে তাহা মনুষ্যের পক্ষে কোনও মতে

(১৪) পরাশরভাষ্যধৃত।

কর্ত্তব্য নহে; এজন্য, মনুষ্যের পক্ষে, শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন,

দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্। ২। ৬। ১৩। ৮।

তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। ২।৬।১৩।৯।

তদন্বীক্ষ্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরঃ। ২। ৬। ১৩। ১০।

মহৎ লোকদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা তেজীয়ান, তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই। সাধারণ লোকে, তদ্দর্শনে তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, এককালে উৎসন্ন হয়।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, পূর্ব্বকালীন মহৎ লোকে অবৈধ আচরণে দূষিত হইতেন। তবে তাঁহারা তেজীয়ান্ ছিলেন, এজন্য অবৈধ আচরণ নিবন্ধন প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন না। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, "যদি অবিধি হইত তবে বেদ-বহির্ভূত কর্ম্ম মহর্ষিরা করিতেন না," কবিরত্ন মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পারে কি না। যদি মহর্ষিরা অবৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিতেন, তবে "মুনিগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা কর্ত্তব্য নহে," বৌধায়ন, নিজে মহর্ষি হইয়া, এরূপ নিষেধ করিলেন কেন; আর, মহর্ষি আপস্তম্বই বা, মহৎ লোকের অবৈধ আচরণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, "তদ্দর্শনে তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, এককালে উৎসন্ন হয়," এরূপ দোষকীর্ত্তন করিলেন কেন।

কবিরত্ন মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই ;—

"তর্হি কিং সর্ব্বা অসবর্ণা অগ্রে দারকর্ম্মণি তুল্যং দ্বিজাতীনামপ্রশস্তা ইত্যত আহ

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ।

দ্বিজাতির সকল অসবর্ণা প্রথম বিবাহে তুল্য অপ্রশস্তা নহে

কিন্তু কামতঃ অর্থাৎ ইচ্ছাক্রমে প্রথম বিবাহে প্রবৃত্ত দ্বিজাতির এই ক্রমে শ্রেষ্ঠ। বৈশ্যের শূদ্রা স্ত্রী অপেক্ষা বৈশ্যা স্ত্রী শ্রেষ্ঠা। ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা অপেক্ষা বৈশ্যা বৈশ্যা অপেক্ষা ক্ষত্রিয়া শ্রেষ্ঠা। ব্রাহ্মণের শূদ্রা অপেক্ষা বৈশ্যা বৈশ্যা অপেক্ষা ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়া অপেক্ষা ব্রাহ্মণী ভার্য্যা শ্রেষ্ঠা। কামতঃ এই শব্দ প্রয়োগ থাকাতে যে কাম্য বিবাহ এমন নহে” (১৫)।

কবিরত্ন মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন; সুতরাং মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ অবগত নহেন। জীমূতবাহনপ্রণীত দায়ভাগ, মাধবাচার্য্যপ্রণীত পরাশরভাষ্য, মিত্রমিশ্রপ্রণীত বীরমিত্রোদয়, বিশ্বেশ্বরভট্টপ্রণীত মদনপারিজাত প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্টি থাকিলে, বচনের প্রকৃত পাঠ জানিতে পারিতেন, এবং, তাহা হইলে, বচনের প্রকৃত অর্থও অবগত হইতে পারিতেন। মনুবচনের যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ কপোলকল্পিত; আর, বচনে “কামতঃ এই শব্দের প্রয়োগ থাকাতে, যে কাম্য বিবাহ এমন নহে,” এই যে তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ কপোলকল্পিত। তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে, এই বিষয় সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে (১৬); ঐ অংশে নেত্রসঞ্চারণ করিলে, কবিরত্ন মহাশয় মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ অবগত হইতে পারিবেন।

কবিরত্ন মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই ;—

“স্বমত স্থাপনার্থে অপর এক অশ্রুত কথা লিখিয়াছেন বিবাহ ত্রিবিধ নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য। নিত্য বিবাহ কি প্রকার বুঝিতে পারিলাম না” (১৭)।

(১৫) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ১১ পৃষ্ঠা।

(১৬) এই পুস্তকের ৪৮৬ পৃষ্ঠা হইতে ৫০৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দে

(১৭) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ১৫ পৃষ্ঠা।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃষ্টি ও অধিকার নাই; এজন্য, কবিরত্ন মহাশয়, নিত্য বিবাহ কি প্রকার, তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

"নিত্যকর্ম্মজ্ঞাপনার্থে যাহা লিখিয়াছেন। যথা

নিত্যং সদা যাবদায়ুর্ন কদাচিদতিক্রমেৎ।
উপেত্যাতিক্রমে দোষশ্রুতেরত্যাগচোদনাৎ।
ফলাশ্রুতেবীপ্সয়া চ তন্নিত্যমিতি কীর্ত্তিতম্॥ ইতি

সে সকল নিত্যাদিপদপ্রয়োগও বিবাহবিধানবচনে দেখি না (১৮)।"

ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃষ্টি ও অধিকার থাকিলে, কবিরত্ন মহাশয় দেখিতে পাইতেন, তাঁহার উল্লিখিত কারিকায় নিত্যত্বসাধক যে আটটি হেতু নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ফলশ্রুতিবিরহরূপ হেতু যাবতীয় বিবাহবিধানবচনে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, (১৯)।

"তবে দোষশ্রুতি প্রযুক্ত নিত্য বলিবেন, তাহাই দোষশ্রবণের বচন দর্শিত হইয়াছে, যথা অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজ ইত্যাদি কিন্তু সে বচনে দোষশ্রুতি নাই কারণ সে বচনে প্রায়শ্চিত্তীয়তে এই পদপ্রয়োগ আছে তাহার অর্থ প্রায়শ্চিত্তী-বাচরতি প্রায়শ্চিত্তবান্ পুরুষের ন্যায় আচরণ করিতেছেন এ অর্থে প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষ ঋষি বলেন নাই যদি দোষ হইত তবে প্রায়শ্চিত্ত সমাচরেৎ এই বিধি করিয়া লিখিতেন" (২০)।

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ "প্রায়শ্চিত্তীয়তে" হি সঃ॥

---

(১৮) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ১৫ পৃষ্ঠা।

(১৯) এই পুস্তকের ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, পৃষ্ঠা দেখ।

(২০) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ১৬ পৃষ্ঠা।

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ, আশ্রমবিহীন হইয়া, এক দিনও থাকিবেক না; বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকগ্রস্ত হয়।

এই দক্ষবচনে যে "প্রায়শ্চিত্তীয়তে" এই পদ আছে, তাহার অর্থ "প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষভাগী হয়," অর্থাৎ এরূপ দোষ জন্মে যে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। অতএব, উপরি দর্শিত বচনব্যাখ্যাতে ঐ পদের অর্থ "পাতকগ্রস্ত হয়" ইহা লিখিত হইয়াছে। বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষভাগী হয়, এ কথা বলাতে, আশ্রমের অনবলম্বনে, স্পষ্ট দোষশ্রুতি লক্ষিত হইতেছে; সুতরাং, আশ্রমাবলম্বন নিত্য কর্ম্ম। কিন্তু, কবিরত্ন মহাশয়ের মতে, প্রায়শ্চিত্তীয়তে, এই পদ প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষের বোধক নহে; "প্রায়শ্চিত্তী ইব আচরতি, প্রায়শ্চিত্তবান্ পুরুষের ন্যায় আচরণ করিতেছেন," তাঁহার বিবেচনায় ইহাই "প্রায়শ্চিত্তীয়তে" পদের অর্থ, "প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষভাগী হয়", এরূপ অর্থ অভিপ্রেত হইলে, মহর্ষি "প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ" "প্রায়শ্চিত্ত করিবেক", এরূপ লিখিতেন। শুনিতে পাই তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ন্যায়, কবিরত্ন মহাশয়েরও ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিলক্ষণ বিদ্যা আছে; এজন্য, তাঁহার ন্যায়, ইনিও, ব্যাকরণের সহায়তা লইয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রীবাভঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রথমতঃ, প্রায়শ্চিত্তার্হদোষভাগী পুরুষের ন্যায় আচরণ করে, এ কথা বলিলে দোষশ্রুতি সিদ্ধ হয় না, এরূপ নহে। যেরূপ কর্ম্ম করিলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, যে ব্যক্তি সেরূপ কর্ম্ম করে, তাহাকে প্রায়শ্চিত্তার্হদোষভাগী বলে। কোনও ব্যক্তি এরূপ কর্ম্ম করিয়াছে যে, তজ্জন্য সে প্রায়শ্চিত্তার্হদোষভাগীর তুল্য হইয়াছে; এরূপ নির্দ্দেশ করিলে, সে ব্যক্তির পক্ষে দোষশ্রুতি সিদ্ধ হয় না, বোধ করি, তাহা কবিরত্ন মহাশয় ভিন্ন অন্যের বুদ্ধিপথে আসিতে

পারে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া, বিবেচনা করিতে গেলে, যদিই "প্রায়শ্চিত্তীয়তে" এই পদ দ্বারা "প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষভাগীর তুল্য" এরূপ অর্থই প্রতিপন্ন হয়, হউক; কিন্তু ঋষিরা, সচরাচর, "প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষভাগী হয়" এই অর্থেই এই পদের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন; যথা,

১। অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্।
প্রসজংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ ॥ ১১।৪৪। (২১)

বিহিত কর্ম্মের ত্যাগ ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, এবং ইন্দ্রিয়সেবায় অতিশয় আসক্ত হইলে, মনুষ্য "প্রায়শ্চিত্তীয়তে"।

এ স্থলে কবিরত্ন মহাশয় কি "প্রায়শ্চিত্তীয়তে" এই পদের "প্রায়শ্চিত্তার্হদোষভাগী হয়" এরূপ অর্থ বলিবেন না। যে ব্যক্তি বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করে ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হয়, সে প্রায়শ্চিত্তার্হদোষভাগী, অর্থাৎ তজ্জন্য তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, ইহা, বোধ করি, কবিরত্ন মহাশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে; কারণ, বিহিতবর্জন ও নিষিদ্ধসেবন, এই দুই কথাতেই যাবতীয় পাপজনক কর্ম্ম অন্তর্ভূত রহিয়াছে।

২। শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
প্রায়শ্চিত্তীয়তে চাপি বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা (২২) ॥

ব্রাহ্মণ, শূদ্রা বিবাহ করিয়া, অধোগতি প্রাপ্ত হয়; এবং শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে, "প্রায়শ্চিত্তীয়তে"।

৩। যস্তু পত্ন্যা সমং রাগান্মৈথুনং কামতশ্চরেৎ।
তদ্‌ব্রতং তস্য লুপ্যেত প্রায়শ্চিত্তীয়তে দ্বিজঃ (২৩) ॥

---

(২১) মনুসংহিতা।
(২২) মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়।
(২৩) পরাশরভাষ্যধৃত কূর্ম্মপুরাণ।

যে দ্বিজ, বানপ্রস্থ অবস্থায়, রাগ ও কাম বশতঃ, স্ত্রীসম্ভোগ করে, তাহার ব্রতলোপ হয়, সে ব্যক্তি "প্রায়শ্চিত্তীয়তে"।

এই দুই স্থলেও, বোধ করি, কবিরত্ন মহাশয়কে স্বীকার করিতে হইতেছে, "প্রায়শ্চিত্তীয়তে" এই পদ "প্রায়শ্চিত্তার্হদোষভাগী হয়," এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বোধ হয়, ইঁহাতেও কবিরত্ন মহাশয়ের পরিতোষ জন্মিবেক না; এজন্য, এ বিষয়ে স্পষ্টতর প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।

অনাশ্রমী সংবৎসরং প্রাজাপত্যং কৃচ্ছ্রং চরিত্বা আশ্রমমুপেয়াৎ দ্বিতীয়েঽতিকৃচ্ছ্রং তৃতীয়ে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রম্ অত ঊর্দ্ধং চান্দ্রায়ণম্ (২৪)।

যে ব্যক্তি সংবৎসরকাল আশ্রমবিহীন হইয়া থাকে, সে প্রাজাপত্য কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আশ্রম অবলম্বন করিবেক; দ্বিতীয় বৎসরে, অতিকৃচ্ছ্র, তৃতীয় বৎসরে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, তৎপরে চান্দ্রায়ণ করিবেক।

এই শাস্ত্রে এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর, অথবা তদপেক্ষা অধিক কাল, বিনা আশ্রমে, অবস্থিত হইলে, পৃথক পৃথক প্রায়শ্চিত্ত, ও প্রায়শ্চিত্তের পর আশ্রমাবলম্বন, অতি স্পষ্টাক্ষরে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; সুতরাং আশ্রমবিহীন ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তার্হদোষভাগী হয়, সে বিষয়ে সংশয় বা আপত্তি করিবার আর পথ থাকিতেছে না। অতএব, যদিও, কবিরত্ন মহাশয়ের অধীত ব্যাকরণ অনুসারে, অন্যবিধ অর্থ প্রতিপন্ন হয়; কিন্তু, হারীতবচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া, দক্ষবচনস্থিত "প্রায়শ্চিত্তীয়তে" এই পদের "প্রায়শ্চিত্তার্হদোষভাগী হয়", এই অর্থই স্বীকার করিতে হইতেছে। বস্তুতঃ, ঐ পদের ঐ অর্থই প্রকৃত অর্থ। বৈয়াকরণকেশরী কবিরত্ন মহাশয়ের ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃষ্টি নাই, বহুদর্শন

(২৪) মিতাক্ষরা প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ধৃত হারীতবচন।

নাই, তত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্তি নাই, কেবল, কুতর্ক অবলম্বন পূর্ব্বক, প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রতিবাদ করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য; এই সমস্ত কারণে, প্রকৃত অর্থও অপ্রকৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পাপস্পর্শ হয় কি না, এবং, সেই পাপ বিমোচনের নিমিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক কি না; আর, অপক্ষপাত হৃদয়ে বিচার করিয়া বলুন, "বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তীয়তে", এ স্থলে "প্রায়শ্চিত্তার্হদোষ ঋষি বলেন নাই", এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতামূলক, কবিরত্ন মহাশয়ের ইহা স্বীকার করা উচিত কি না।

"এই শাস্ত্রার্থপ্রযুক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে অনেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যেরা সমাবর্ত্তন করিয়াও বিবাহ না করিয়া স্নাতক হইয়া থাকিতেন তাহার নিদর্শন পরাশর ও ব্যাস ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিবাহ করেন নাই এবং ব্যাসপুত্র শুকের চারি পুত্র হরি কৃষ্ণ প্রভু গৌর তাঁহারাও বিবাহ করেন নাই ঐ পর্য্যন্ত বশিষ্ঠবংশ সমাপ্ত এবং যুধিষ্ঠির যুবরাজ হইয়া বহুদিন পরে জতুগৃহদাহে পলায়ন করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন এই সকল অনাশ্রমে দোষাভাব দেখিতেছি যদি দোষ থাকিত তবে সে সকল মহাত্মা ধার্ম্মিক লোকে বিবাহ না করিয়া কালক্ষেপণ করিতেন না" (২৫)।

আশ্রম অবলম্বন না করিলে দোষ হয় না, দক্ষবচনের এই অর্থ স্থির করিয়া, অবলম্বিত অর্থের প্রামাণ্যার্থে, কবিরত্ন মহাশয়, যে সকল ঋষি ও রাজা বিবাহ করেন নাই, তন্মধ্যে কতকগুলির নামকীর্ত্তন করিয়াছেন; এবং কহিয়াছেন, "এই সকল অনাশ্রমে

(২৫) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ১৬ পৃষ্ঠা।

দোষাভাব দেখিতেছি, যদি দোষ থাকিত তবে সে সকল মহাত্মা ধার্ম্মিক লোকে বিবাহ না করিয়া কালক্ষেপণ করিতেন না”। ইতঃপূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, কবিরত্ন মহাশয়, দক্ষবচনের ব্যাখ্যা করিয়া, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে দোষ নাই, এই যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। তৎপূর্ব্বে ইহাও দর্শিত হইয়াছে, পূর্ব্বকালীন মহৎ লোকে অবৈধ আচরণে দূষিত হইতেন ; তবে তাঁহারা তেজীয়ান্ ছিলেন, এজন্য অবৈধ আচরণ নিবন্ধন প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন না। অতএব, যখন পূর্ব্বদর্শিত শাস্ত্রসমূহ দ্বারা ইহা নির্ব্বিবাদে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, আশ্রমবিহীন হইয়া থাকা অবৈধ ও পাতকজনক ; তখন, পূর্ব্বকালীন কোনও কোনও মহৎ লোকের আচার দর্শনে, আশ্রমের অনবলম্বনে দোষস্পর্শ হয় না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা স্বীয় অনভিজ্ঞতার পরিচয়প্রদান মাত্র। বোধ হয়, কবিরত্ন মহাশয়, কথকদিগের মুখে পৌরাণিক কথা শুনিয়া, যে সংস্কার করিয়া রাখিয়াছেন ; সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই, এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি নিজে শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহার মুখ হইতে এরূপ অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তবাক্য নির্গত হওয়া সম্ভব নহে। কোনও সম্পন্ন ব্যক্তির বাটীতে মহাভারতের কথা হইয়াছিল। কথা সমাপ্ত হইবার কিঞ্চিৎ কাল পরেই, বাটীর কর্ত্তা জানিতে পারিলেন, তাঁহার গৃহিণী ও পুত্রবধূ ব্যভিচারদোষে দূষিতা হইয়াছেন। তিনি, সাতিশয় কুপিত হইয়া, তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে, গৃহিণী উত্তর দিলেন, আমি কুন্তী ঠাকুরাণীর, পুত্রবধূ উত্তর দিলেন, আমি দ্রৌপদী ঠাকুরাণীর, দৃষ্টান্ত দেখিয়া চলিয়াছি। যদি বহুপুরুষসম্ভোগে দোষ থাকিত, তাহা হইলে ঐ দুই পুণ্যশীলা প্রাতঃস্মরণীয়া রাজমহিষী তাহা করিতেন না। তাঁহারা প্রত্যেকে পঞ্চ পুরুষে উপগতা

হইয়াছিলেন; আমরা তাহার অতিরিক্ত করি নাই। বাটীর কর্ত্তা, গৃহিণী ও পুত্ত্রবধূর উত্তরবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, যেমন আপ্যায়িত হইয়াছিলেন; আমরাও, কবিরত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তবাক্য দৃষ্টিগোচর করিয়া, তদনুরূপ আপ্যায়িত হইয়াছি। শাস্ত্র দেখিয়া, তাহার অর্থগ্রহ ও তাৎপর্য্যনির্ণয় করিয়া, মীমাংসা করা স্বতন্ত্র; আর, শাস্ত্রে কোন বিষয়ে কি বিধি ও কি নিষেধ আছে, তাহা না জানিয়া, পুরাণের কাহিনী শুনিয়া, তদনুসারে মীমাংসা করা স্বতন্ত্র।

"তাহাতেও যদি দোষশ্রুতি বলেন তবে সে অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেদিত্যাদি বচন সাগ্নিক দ্বিজের প্রকরণে নিরগ্নি দ্বিজ বিষয় নহে যদি এক্ষণে ঐ বচন নিরগ্নি বিষয় কেহ লিখিয়া থাকেন তিনি ঐ ঋষির মূলসংহিতা না দেখিয়া লিখিয়াছেন" (২৬)।

যদি কেহ উল্লিখিত দক্ষবচনকে নিরগ্নিদ্বিজবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তিনি ঋষির মূলসংহিতা দেখেন নাই; কবিরত্ন মহাশয়, কি সাহসে, ঈদৃশ অসঙ্গত নির্দ্দেশ করিলেন, বলিতে পারা যায় না। তিনি নিজে, মূলসংহিতা দেখিয়া, ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন, তাহার কোনও লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে না; কারণ, মূলসংহিতায় এরূপ কিছুই উপলব্ধ হইতেছে না যে, ঐ বচনকে নিরগ্নিদ্বিজবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিলে, ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। কবিরত্ন মহাশয়, কি প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, ওরূপ লিখিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করা উচিত ও আবশ্যক ছিল। ফলকথা এই, দক্ষসংহিতায় আশ্রম বিষয়ে যে ব্যবস্থা আছে, তাহা সর্ব্বসাধারণ দ্বিজাতির পক্ষে; তাহাতে সাগ্নিক বা নিরগ্নি বলিয়া কোনও বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন আশ্রমের

(২৬) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ১৬ পৃষ্ঠা।

অনবলম্বনে দোষশ্রুতি সিদ্ধ হইতেছে, তখন ঐ বচন উভয় পক্ষেই সম ভাবে ব্যবস্থাপিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক। যথা,

১। স্বীকরোতি যদা বেদং চরেদ্বেদব্রতানি চ।
ব্রহ্মচারী ভবেত্তাবদূর্দ্ধং স্নাতো ভবেদ্‌গৃহী॥

যত দিন বেদাধ্যয়ন ও আনুষঙ্গিক ব্রতাচরণ করে, তত দিন ব্রহ্মচারী; তৎপরে সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থ হয়।

২। দ্বিবিধো ব্রহ্মচারী তু স্মৃতঃ শাস্ত্রে মনীষিভিঃ।
উপকুর্ব্বাণকস্ত্বাদ্যো দ্বিতীয়ো নৈষ্ঠিকঃ স্মৃতঃ॥

পণ্ডিতেরা শাস্ত্রে দ্বিবিধ ব্রহ্মচারী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রথম উপকুর্ব্বাণ, দ্বিতীয় নৈষ্ঠিক।

৩। যো গৃহাশ্রমমাস্থায় ব্রহ্মচারী ভবেৎ পুনঃ।
ন যতির্ন বনস্থশ্চ সর্ব্বাশ্রমবিবর্জ্জিতঃ॥

যে ব্যক্তি, গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া, পুনরায় ব্রহ্মচারী হয়, যতি অথবা বানপ্রস্থ না হয়, সে সকল আশ্রমে বর্জ্জিত।

৪। অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ॥

দ্বিজ, আশ্রমবিহীন হইয়া, এক দিনও থাকিবেক না, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পাতকগ্রস্ত হয়।

৫। জপে হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে চ রতস্তু যঃ।
নাসৌ তৎফলমাপ্নোতি কুর্ব্বাণোঽপ্যাশ্রমচ্যুতঃ॥

আশ্রমচ্যুত হইয়া জপ, হোম, দান, অথবা বেদাধ্যয়ন করিলে, ফলভাগী হয় না।

৬। এতেষামানুলোম্যং স্যাৎ প্রাতিলোম্যং ন বিদ্যতে।
প্রাতিলোম্যেন যো যাতি ন তস্মাৎ পাপকৃত্তমঃ॥

এই সকল আশ্রমের অবলম্বন অনুলোম ক্রমে বিহিত, প্রতিলোম ক্রমে নহে; যে প্রতিলোম ক্রমে চলে, তাহা অপেক্ষা অধিক পাপাত্মা আর নাই।

৭। মেখলাজিনদণ্ডেন ব্রহ্মচারী তু লক্ষ্যতে।
গৃহস্থো দেবযজ্ঞাদ্যৈর্নখলোম্না বনাশ্রিতঃ॥
ত্রিদণ্ডেন যতিশ্চৈব লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্।
যস্যৈতল্লক্ষণং নাস্তি প্রায়শ্চিত্তী ন চাশ্রমী (২৭)॥

মেখলা, অজিন, ও দণ্ড ব্রহ্মচারীর লক্ষণ; দেবযজ্ঞ প্রভৃতি গৃহস্থের লক্ষণ; নখ, লোম প্রভৃতি বানপ্রস্থের লক্ষণ; ত্রিদণ্ড যতির লক্ষণ; এক এক আশ্রমের এই সকল পৃথক পৃথক লক্ষণ; যাহার এ লক্ষণ নাই, সে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তী ও আশ্রমভ্রষ্ট।

আশ্রম বিষয়ে, মহর্ষি দক্ষ যে সকল বিধি ও নিষেধের কীর্ত্তন করিয়াছেন, সে সমুদয় প্রদর্শিত হইল। তিনি এ বিষয়ে ইহার অতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই কয় বচনে যে ব্যবস্থা আছে, তাহা সর্ব্বসাধারণ দ্বিজাতির পক্ষে সম ভাবে বর্ত্তিতে পারে না, মূলসংহিতায় এরূপ কোনও কথা লক্ষিত হইতেছে কি না; দক্ষোক্ত আশ্রমব্যবস্থা সাগ্নিক দ্বিজাতির পক্ষে, নিরগ্নি দ্বিজাতির পক্ষে নহে, এই ব্যবস্থা কবিরত্ন মহাশয়ের কপোলকল্পিত কি না; আর, "যদি এক্ষণে ঐ বচন নিরগ্নিবিষয় কেহ লিখিয়া থাকেন তিনি ঐ ঋষির মূলসংহিতা না দেখিয়া লিখিয়াছেন," তদীয় এতাদৃশ উদ্ধত নির্দ্দেশ নিতান্ত নির্মূল অথবা নিতান্ত অনভিজ্ঞতামূলক বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত কি না।

"সাগ্নিক ব্যক্তির স্ত্রীর যদি পূর্ব্বে মৃত্যু হয় তবে তাহার সেই স্ত্রীকে ঐ অগ্নিহোত্র সহিত সেই অগ্নিতে দাহন করিতে হয় তবে তিনি তখন অগ্নিহোত্র রহিত হইয়া ক্ষণমাত্র থাকিবেন না কারণ নিত্যক্রিয়া লোপ হয় অতএব দ্বিতীয় বিবাহ করিয়া অগ্নিগ্রহণ

(২৭) দক্ষসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।

করিবেন এক দিবসও অনাশ্রমী থাকিবেন না এই অভিপ্রায়ে ঐ বচন লিখিয়াছেন। যদি নিরগ্নিবিষয়েও বলেন তবে দিনমেকং ন তিষ্ঠেৎ ইহা সঙ্গত হয় না কারণ নিরগ্নি দ্বিজের দশাহ দ্বাদশাহ পক্ষাশৌচ। অশৌচ মধ্যে দ্বিতীয় বিবাহ কি প্রকারে বিধি হইতে পারে কারণ দিনমেকং ন তিষ্ঠেত্তু এই বচন নিরগ্নির পক্ষে সঙ্গত হয় না সাগ্নিক পক্ষে উত্তম সাগ্নিক অভিপ্রায়ে এই বচন কারণ অগ্নিবেদ উভয়ান্বিত দ্বিজের সদ্যঃশৌচ অতএব দিনমেকং ন তিষ্ঠেত্তু এই বচন সঙ্গত হয় কারণ সেই বেদাগ্নি যুক্ত ব্যক্তি সেই স্ত্রীকে দাহন করিয়া স্নান করিলে শুদ্ধ হয় পরে বিবাহ করিতে পারে প্রমাণ পরাশর সংহিতার বচন।

একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দিনৈঃ” (২৮)

যে দ্বিজ, বৈবাহিক অগ্নি রক্ষা করিয়া, প্রতিদিন তাহাতে যথানিয়মে হোম করে, এবং মৃত্যু হইলে সেই অগ্নিতে যাহার দাহ হয়, তাহাকে সাগ্নিক বলে; আর যে ব্যক্তির তাহা না ঘটে, তাহাকে নিরগ্নি বলে; অর্থাৎ যাহার বৈবাহিক অগ্নি রক্ষিত থাকে, সে সাগ্নিক; আর, যাহার বৈবাহিক অগ্নি রক্ষিত না থাকে, সে নিরগ্নি। বিবাহকালে যে অগ্নির স্থাপন করিয়া বিবাহের হোম অর্থাৎ কুশণ্ডিকা করে, তাহার নাম বৈবাহিক অগ্নি। সচরাচর, বিবাহের হোম করিবার নিমিত্ত, নূতন অগ্নির স্থাপন করে; কিন্তু, কোনও কোনও পরিবারের রীতি এই, পুত্র জন্মিলে, অরণি মন্থন পূর্ব্বক অগ্নি উৎপন্ন করিয়া, সেই অগ্নিতে আয়ুষ্য হোম করে, এবং সেই অগ্নি রক্ষা করিয়া তাহাতেই সেই পুত্রের চূড়াকরণ, উপনয়ন, পাণিগ্রহণ নিমিত্তক হোমকার্য্য

(২৮) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ১৭ পৃষ্ঠা।

সম্পাদিত হয়। যাহার জন্মকালীন অগ্নিতেই জাতকর্ম্ম অবধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত নিষ্পন্ন হয়, সেই প্রকৃত সাগ্নিক বলিয়া পরিগণিত। বেদবিহিত অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি হোম সাগ্নিকের পক্ষে অনুল্লঙ্ঘনীয় নিত্যকর্ম্ম। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ব্যবস্থা আছে, জননাশৌচ ও মরণাশৌচ ঘটিলে, ব্রাহ্মণ দশ দিন, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিন, বৈশ্য পঞ্চদশ দিন শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনধিকারী হয়। কিন্তু, সাগ্নিকের পক্ষে সদ্যঃশৌচ, একাহাশৌচ প্রভৃতি অশৌচসঙ্কোচের বিশেষ ব্যবস্থা আছে; তদনুসারে কোনও সাগ্নিক স্নান করিয়া সেই দিনেই, কোনও সাগ্নিক দ্বিতীয় দিনে, ইত্যাদি প্রকারে বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কতিপয় কার্য্য করিতে পারে; তদ্ভিন্ন অন্য অন্য শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অধিকারী হয় না; অর্থাৎ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কতিপয় বেদবিহিত কর্ম্মের অনুরোধে, কেবল তত্তৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান-কালে শুচি হয়, তত্তৎ কর্ম্ম সমাপ্ত হইলেই, পুনরায় সে ব্যক্তি অশুচি হয়; সুতরাং, শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য কর্ম্ম করিতে পারে না। যথা,

১। প্রত্যূহেন্নাগ্নিষু ক্রিয়াঃ। ৫। ৮৪। (২৯)

অশৌচকালে অগ্নিক্রিয়ার অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি হোমকার্য্যের ব্যাঘাত করিবেক না।

২। বৈতানোপাসনাঃ কার্য্যাঃ ক্রিয়াশ্চ শ্রুতিচোদনাৎ। ৩। ১৭। (৩০)

বেদবিধান বশতঃ, অশৌচকালে বৈতান অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি হোম এবং উপাসন অর্থাৎ সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে কর্ত্তব্য হোম করিবেক।

---

(২৯) মনুসংহিতা।

(৩০) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

৩। অগ্নিহোত্রার্থং স্নানোপস্পর্শনাৎ শুচিঃ (৩১)।

অগ্নিহোত্রের অনুরোধে, স্নান ও আচমন করিয়া শুচি হয়।

৪। উভয়ত্র দশাহানি সপিণ্ডানামশৌচকম্।
স্নানোপস্পর্শনাভ্যাসাদগ্নিহোত্রার্থমর্হতি (৩২)

উভয়ত্র, অর্থাৎ জননে ও মরণে, সপিণ্ডদিগের দশাহ অশৌচ; কিন্তু, স্নান ও আচমন করিয়া, অগ্নিহোত্রে অধিকারী হয়।

৫। স্মার্ত্তকর্ম্মপরিত্যাগো রাহোরন্যত্র সূতকে।
শ্রৌতে কর্ম্মণি তৎকালং স্নাতঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ (৩৩)॥

গ্রহণ ব্যতিরিক্ত অশৌচ ঘটিলে, স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক; কিন্তু, বেদবিহিত কর্ম্মের অনুরোধে, স্নান করিয়া তৎকালমাত্র শুচি হইবেক।

৬। অগ্নিহোত্রাদিহোমার্থং শুদ্ধিস্তাৎকালিকী স্মৃতা।
পঞ্চযজ্ঞান্ ন কুর্ব্বীত হ্যশুদ্ধঃ পুনরেব সঃ (৩৪)॥

অগ্নিহোত্র প্রভৃতি হোমকার্য্যের অনুরোধে, তাৎকালিক শুদ্ধি হয়; অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি করিতে যত সময় লাগে, তাবৎ কাল মাত্র শুচি হয়। কিন্তু পঞ্চযজ্ঞ করিবেক না; কারণ, সে ব্যক্তি পুনরায় অশুচি হয়।

৭। সূতকে কর্ম্মণাং ত্যাগঃ সন্ধ্যাদীনাং বিধীয়তে।
হোমঃ শ্রৌতে তু কর্ত্তব্যঃ শুষ্কান্নেনাপি বা ফলৈঃ (৩৫)॥

---

(৩১) মন্বর্থমুক্তাবলীধৃত শঙ্খলিখিতবচন। ৫। ৮৪।

(৩২) শুদ্ধিতত্ত্বধৃত জাবালবচন।

(৩৩) মিতাক্ষরাপ্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ধৃত বৈয়াঘ্রপাদবচন।

(৩৪) পরাশরভাষ্যধৃত গোভিলবচন।

(৩৫) কাত্যায়নীয় কর্ম্মপ্রদীপ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড। সন্ধ্যাবন্দনস্থলে বিশেষ বিধি আছে। যথা,

সূতকে মৃতকে চৈব সন্ধ্যাকর্ম্ম সমাচরেৎ।
মনসোচ্চারয়ন্ মন্ত্রান্ প্রাণায়ামমৃতে দ্বিজঃ (১)॥

---

(১) পরাশরভাষ্য তৃতীয়াধ্যায়ধৃত পুলস্ত্যবচন।

অশৌচকালে সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক; কিন্তু শুষ্ক অন্ন অথবা ফল দ্বারা শ্রৌত অগ্নিতে হোম করিবেক।

৮। হোমস্তত্র তু কর্ত্তব্যঃ শুষ্কান্নেন ফলেন বা।
পঞ্চযজ্ঞবিধানন্তু ন কার্য্যং মৃত্যুজন্মনোঃ ॥ ৪৪ ॥ (৩৬)

মরণাশৌচ ও জননাশৌচ ঘটিলে শুষ্ক অন্ন অথবা ফল দ্বারা হোমকার্য্য করিবেক, কিন্তু পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেক না।

৯। পঞ্চযজ্ঞবিধানন্তু ন কুর্য্যান্মৃতজন্মনোঃ।
হোমং তত্র প্রকুর্ব্বীত শুষ্কান্নেন ফলেন বা (৩৭) ॥

মরণাশৌচ ও জননাশৌচ ঘটিলে, পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেক না; কিন্তু, শুষ্ক অন্ন অথবা ফল দ্বারা হোমকার্য্য করিবেক।

১০। নিত্যানি নিবর্ত্তেরন্ বৈতানবর্জ্জম্ (৩৮)।

অশৌচকালে, বৈতান অর্থাৎ বেদবিহিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি ভিন্ন, যাবতীয় নিত্য কর্ম্ম রহিত হইবেক।

জননাশৌচ ও মরণাশৌচ ঘটিলে, দ্বিজ মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক, প্রাণায়াম ব্যতিরেকে, সন্ধ্যাবন্দন করিবেক।

এজন্য, মাধবাচার্য্য, বাক্য দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দন করাই নিষিদ্ধ বলিয়া, ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা,

"যত্তু জাবালেনোক্তম্

সন্ধ্যাং পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ নৈত্যকং স্মৃতিকর্ম্ম চ।
তন্মধ্যে হাপয়েদেব অশৌচান্তে তু তৎক্রিয়া ॥

তদ্বাচিকসন্ধ্যাভিপ্রায়ম্" (২)

"সন্ধ্যা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, স্মৃতিবিহিত নিত্য কর্ম্ম অশৌচকালে পরিত্যাগ করিবেক; অশৌচান্তের পর তত্তৎ কর্ম্ম করিবেক"। জাবালকৃত এই নিষেধ, বাক্য দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দন করিবেক না, এই অভিপ্রায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৩৬) সংবর্ত্তসংহিতা।

(৩৭) অত্রিসংহিতা।

(৩৮) মিতাক্ষরা প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় ও মন্বর্থমুক্তাবলীধৃত পৈঠীনসিবচন।

---

(২) পরাশরভাষ্য, তৃতীয় অধ্যায়।

এই সকল শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, সাগ্নিক দ্বিজের পক্ষে, যে অশৌচসঙ্কোচের ব্যবস্থা আছে, তাহা কেবল বেদবিহিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কতিপয় কর্ম্মের জন্য; সেই সকল কর্ম্ম করিতে যত সময় লাগে, তাবৎ কাল মাত্র শুচি হয়; সে সকল সমাপ্ত হইলেই, পুনরায় অশুচি হয়; দশাহ প্রভৃতি অশৌচের নিয়মিত কাল অতীত না হইলে, এককালে অশৌচ হইতে মুক্ত হয় না; এজন্য, ঐ সময়ে, পঞ্চ যজ্ঞ, সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি প্রত্যহকর্ত্তব্য নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানও নিষিদ্ধ হইয়াছে; এবং, এই জন্যই, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, অশৌচসঙ্কোচের বিচার করিয়া, ঐরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। যথা,

> "তস্মাৎ সগুণানাং তত্তৎকর্ম্মণ্যেবাশৌচসঙ্কোচঃ সর্ব্বাশৌচনিবৃত্তিস্তু দশাহাদূর্দ্ধমিতি হারলতা-মিতাক্ষরারত্নাকরাদ্যুক্তং সাধীয়ঃ (৩৯)।

অতএব, সগুণ দিগের (৪০) তত্তৎ কর্ম্মেই অশৌচসঙ্কোচ, সর্ব্ব প্রকারে অশৌচ-নিবৃত্তি দশাহাদির পর; হারলতা, মিতাক্ষরা, রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে এই যে ব্যবস্থা অবধারিত হইয়াছে, তাহাই প্রশস্ত।

এইরূপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ শাস্ত্র, এবং এইরূপ চিরপ্রচলিত সর্ব্বসম্মত ব্যবস্থা সত্ত্বেও, কবিরত্ন মহাশয় ব্যবস্থা করিয়াছেন, সগুণ দ্বিজের সর্ব্ব বিষয়ে সদ্যঃশৌচ; অশৌচ ঘটিলে, স্নান করিবা মাত্র, তিনি, এককালে অশৌচ হইতে মুক্ত হইয়া, সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রোক্ত

---

(৩৯) শুদ্ধিতত্ত্ব, সগুণাদ্যশৌচপ্রকরণ।

(৪০) যাঁহারা বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্ম যথানিয়মে করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সগুণ, আর যাঁহারা তাহা করেন না, তাঁহাদিগকে নির্গুণ বলে। সগুণের পক্ষে, কর্ম্মবিশেষে, অশৌচসঙ্কোচের ব্যবস্থা আছে, নির্গুণের পক্ষে তাহা নাই।

কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অধিকারী হয়েন; অন্য অন্য কর্ম্মের কথা দূরে থাকুক, ব্যবস্থাপক কবিরাজ মহাশয় বিবাহ পর্য্যন্ত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু, যে অবস্থায়, শাস্ত্রকারেরা, সগুণের পক্ষে, অবশ্যকর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মের নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, সে অবস্থায়, বিবাহ করা কত দূর সঙ্গত, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কবিরত্ন মহাশয়, স্বাবলম্বিত ব্যবস্থার প্রমাণস্বরূপ, নিম্নদর্শিত পরাশর-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,

একাহাৎ শুধ্যতে "বিপ্রো" যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দিনৈঃ (৪১)॥

যে "বিপ্র" অগ্নিযুক্ত ও বেদযুক্ত, সে এক দিনে শুদ্ধ হয়; যে কেবল বেদযুক্ত, সে তিন দিনে শুদ্ধ হয়; আর, যে দ্বিহীন, অর্থাৎ উভয়ে বর্জ্জিত, সে দশ দিনে শুদ্ধ হয়।

এই বচন অবলম্বন করিয়া, কবিরত্ন মহাশয় সদ্যঃশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু, এই বচনে, সগুণের পক্ষে, একাহাশৌচ ও ত্র্যহাশৌচের ব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, সদ্যঃশৌচবিধানের কোনও চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না। বোধ করি, তিনি, বচনস্থিত একাহ শব্দের অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়া, সদ্যঃশৌচ ও একাহাশৌচ, এ উভয়কে এক পদার্থ স্থির করিয়া, সদ্যঃশৌচের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু, সদ্যঃশৌচ ও একাহাশৌচ, এ উভয় সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন পদার্থ। অশৌচ ঘটিলে, যে স্থলে স্নান ও আচমন করিলেই শুচি হয়, তথায় সদ্যঃশৌচ শব্দ; আর, যে স্থলে এক দিন, অর্থাৎ অহোরাত্র, অশুচি থাকিয়া, পর দিন স্নান ও আচমন করিয়া শুচি হয়, তথায় একাহ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৪১) পরাশরসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়।

বচনে একাহ শব্দ আছে, সদ্যঃশৌচ শব্দ নাই। দক্ষসংহিতায় দৃষ্টি থাকিলে, কবিরত্ন মহাশয় ঈদৃশ অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, এরূপ বোধ হয় না। যথা,

সদ্যঃশৌচং তথৈকাহস্ত্র্যহশ্চতুরহস্তথা।
ষড়্দশদ্বাদশাহঞ্চ পক্ষো মাসস্তথৈব চ॥
মরণান্তং তথা চান্যৎ পক্ষাস্তু দশ সূতকে।
উপন্যাসক্রমেণৈব বক্ষ্যাম্যহমশেষতঃ॥
গ্রন্থার্থতো বিজানাতি বেদমঙ্গৈঃ সমন্বিতম্।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ ক্রিয়াবাংশ্চেন্ন সূতকম্॥
একাহাৎ শুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
হীনে হীনতরে চাপি ত্র্যহশ্চতুরহস্তথা।
তথা হীনতমে চাপি ষড়হঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
জাতিবিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥
ব্যাধিতস্য কদর্য্যস্য ঋণগ্রস্তস্য সর্ব্বদা।
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ।
ব্যসনাসক্তচিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ।
স্বাধ্যায়ব্রতহীনস্য ভস্মান্তং সূতকং ভবেৎ।
নাসূতকং কদাচিৎ স্যাদ্যাবজ্জীবন্তু সূতকম্॥
এবং গুণবিশেষেণ সূতকং সমুদাহৃতম্ (৪২)॥

১ সদ্যঃশৌচ, ২ একাহাশৌচ, ৩ ত্র্যহাশৌচ, ৪ চতুরহাশৌচ, ৫ ষড়হাশৌচ, ৬ দশাহাশৌচ, ৭ দ্বাদশাহাশৌচ, ৮ পঞ্চদশাহাশৌচ, ৯ মাসাশৌচ, ১০ মরণান্তাশৌচ, অশৌচ বিষয়ে এই দশ পক্ষ ব্যবস্থাপিত আছে। উপন্যাস ক্রমে, অর্থাৎ যাহার পর যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে, তৎসমুদয় প্রদর্শিত হইতেছে।

(৪২) দক্ষসংহিতা, ষষ্ঠ অধ্যায়।

১—যে ব্যক্তি সংকল্প, সরহস্য, সাঙ্গ বেদের অভ্যাস ও অর্থগ্রহ করিয়াছে, সে ব্যক্তি যদি ক্রিয়াবান্ হয়, তাহার সদ্যঃশৌচ। ২—যে ব্রাহ্মণ অগ্নিযুক্ত ও বেদযুক্ত হয়, সে একাহে শুদ্ধ হয়। ৩—৪—৫—যাহারা অগ্নি ও বেদে হীন, হীনতর, হীনতম, তাহারা যথাক্রমে তিন দিনে, চারি দিনে, ছয় দিনে শুদ্ধ হয়। ৬—যে ব্যক্তি জাতিবিপ্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ মাত্র করিয়াছে, কিন্তু যথা নিয়মে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, সে দশাহে শুদ্ধ হয়। ৭—তাদৃশ ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে শুদ্ধ হয়। ৮—তাদৃশ বৈশ্য পঞ্চদশাহে শুদ্ধ হয়। ৯—শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয়। ১০—যে ব্যক্তি চিররোগী, কৃপণ, সর্ব্বদা ঋণগ্রস্ত, ক্রিয়াহীন, মূর্খ, স্ত্রীবশীভূত, ব্যসনাসক্ত, সতত পরাধীন, বেদাধ্যয়নবিহীন, তাহার মরণান্ত অশৌচ; সে ব্যক্তি এক দিনের জন্যেও শুচি নয়, সে যাবজ্জীবন অশুচি। গুণের ন্যূনাধিক্য অনুসারে, অশৌচের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইল।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, সদ্যঃশৌচ ও একাহাশৌচ, এই দুই এক পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কি না। মহর্ষি দক্ষ অশৌচের দশ পক্ষ গণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে সদ্যঃশৌচ প্রথম পক্ষ, একাহাশৌচ দ্বিতীয় পক্ষ; যে ব্যক্তি সাঙ্গ বেদে সম্পূর্ণ কৃতবিদ্য ও ক্রিয়াবান্, তাহার পক্ষে সদ্যঃশৌচ, আর যে ব্যক্তি অগ্নিযুক্ত ও বেদযুক্ত, তাহার পক্ষে একাহাশৌচ, ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

অতঃপর, কবিরত্ন মহাশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে, সদ্যঃশৌচ ও একাহাশৌচ এক পদার্থ নহে; সুতরাং, দক্ষসংহিতার ন্যায়, পরাশরবচনে অগ্নিযুক্ত ও বেদযুক্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে যে একাহাশৌচের বিধি আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া, "অগ্নিবেদ উভয়ান্বিত দ্বিজের সদ্যঃশৌচ," এই ব্যবস্থা প্রচার করা নিতান্ত অনভিজ্ঞের কর্ম্ম হইয়াছে। কবিরত্ন মহাশয়, ঐ বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া,

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি "দ্বিজঃ"।

"দ্বিজ" আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না।

এই দক্ষবচনের ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা অনুসারে, পরাশরবচনে, সাগ্নিক দ্বিজের পক্ষে, সদ্যঃশৌচ বিহিত হইয়াছে; আর, দক্ষবচনে, বিনা আশ্রমে এক দিনও থাকিতে নিষেধ আছে; সুতরাং, স্ত্রীবিয়োগ হইলে, তাদৃশ দ্বিজ, স্ত্রীর দাহান্তে স্নান ও আচমন করিয়া, শুচি হইয়া, সেই দিনেই বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু উপরি ভাগে যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে তাঁহার অবলম্বিত পরাশরবচন একাহাশৌচবিধায়ক, সদ্যঃশৌচ-বিধায়ক নহে; সদ্যঃশৌচবিধায়ক না হইলে, উভয় বচনের একবাক্যতা, কোনও ক্রমে, সম্ভবিতে পারে না। আর, কবিরত্ন মহাশয়ের ইহাও অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক ছিল, দক্ষবচনে দ্বিজ শব্দ প্রযুক্ত আছে; দ্বিজ শব্দ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের বাচক; সুতরাং, দক্ষবচনে ত্রিবিধ দ্বিজের পক্ষে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু, পরাশরবচনে বিপ্র শব্দ প্রযুক্ত আছে; বিপ্র শব্দ ব্রাহ্মণমাত্রবাচক; সুতরাং, পরাশরবচনে কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, ত্রিবিধ দ্বিজের পক্ষে ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় নাই; এজন্যও, এই দুই বচনের এক-বাক্যতা ঘটিতে পারে না। আর, সাগ্নিক বিশেষের পক্ষে সদ্যঃশৌচের ব্যবস্থা আছে, যথার্থ বটে; কিন্তু সেই সাগ্নিক দ্বিজ, স্ত্রীর দাহান্তে স্নান ও আচমন করিয়া শুচি হইয়া, সেই দিনেই বিবাহ করিতে পারে, কবিরত্ন মহাশয়ের এ ব্যবস্থা অত্যন্ত বিস্ময়কর; কারণ, অশৌচসঙ্কোচব্যবস্থার উদ্দেশ্য এই যে, শাস্ত্রকারেরা, যে সকল কর্ম্মের নাম নির্দ্দেশ করিয়া, সদ্যঃ-শৌচের বিধি দিয়াছেন, কেবল তত্তৎ কর্ম্মের জন্যই, সে ব্যক্তি, তত্তৎ কালে, শুচি হয়, তত্তৎ কর্ম্ম সমাপ্ত হইলেই, পুনরায় অশুচি হয়; সে সময়ে সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি নিত্য

কর্ম্মেরও বাধ হইয়া থাকে ; এ অবস্থায় দারপরিগ্রহ বিধিসিদ্ধ, ইহা কোনও মতে সম্ভবিতে পারে না। ফলকথা এই, কবিরত্ন মহাশয়, ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ; অশৌচসঙ্কোচের উদ্দেশ্য কি, তাহা জানেন না, দক্ষবচন ও পরশরবচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, তাহা জানেন না ; এজন্যই এরূপ অসঙ্গত ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন। যাহার যে শাস্ত্রে বোধ ও অধিকার না থাকে, নিতান্ত অর্ব্বাচীন না হইলে, সে ব্যক্তি, সাহস করিয়া, সে শাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করে না। কবিরত্ন মহাশয়, প্রাচীন ও বহুদর্শী হইয়া, কোন বিবেচনায়, অনধীত, অননুশীলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিলেন, বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক, কবিরত্ন মহাশয়ের অদ্ভুত ব্যবস্থার উপযুক্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ যে একটি সামান্য উপাখ্যান স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া, ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না।

"যার যে শাস্ত্র কিঞ্চিন্মাত্রও অধীত নয় সে শাস্ত্রেতে তাহার উপদেশ গ্রাহ্য করিবেক না ইহার কথা।

এক রাজার নিকটে বিপ্রাভাস নামে এক বৈদ্য থাকে সে চিকিৎসাতে উত্তম তাহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইলে পর ঐ রাজা রামকুমার নামে তৎপুত্রকে তাহার পিতৃপদে স্থাপিত করিলেন। ঐ ভিষক্‌পুত্র রামকুমার ব্যাকরণ সাহিত্য কিঞ্চিৎ পড়িয়া ব্যুৎপন্ন ছিল কিন্তু বৈদ্যকাদি শাস্ত্র কিঞ্চিন্মাত্রও পঠিত ছিল না রাজানুগ্রহেতে স্বপিতৃপদাভিষিক্ত হওয়াতে রোগীরা চিকিৎসার্থে তাহার সন্নিধিতে যাওয়া আসা করিতে লাগিল। পরে এক দিবস এক নেত্ররোগী ঐ রামকুমার বৈদ্যপুত্রের নিকটে আসিয়া কহিল হে বৈদ্যপুত্র আমি অক্ষিপীড়াতে অতিশয় পীড়িত আছি দেখ আমাকে এমন কোন ঔষধ দাও যাহাতে আমার নয়নব্যাধি

শীঘ্র উপশম পায়। রুগ্ননেত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ চিকিৎসকসুত অতি বড় এক পুস্তক আনিয়া খুলিবামাত্র এক বচনার্দ্ধ দেখিতে পাইল সে বচনার্দ্ধ এই

"নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌ ছিত্বা কটিং দহেৎ।"

ইহার অর্থ নেত্ররোগ হইলে নেত্ররোগীর কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া লৌহ তপ্ত করিয়া তাহার কটিতে দাগ দিবে এই বচনার্দ্ধ পাইয়া ঐ ভিষক্‌নন্দন নেত্ররোগীকে কহিল হে রুগ্নাক্ষ এই প্রতীকারে তোমার ব্যাধির শীঘ্র শান্তি হইবে যেহেতুক গ্রন্থ মুকুলিত করামাত্রেই এ ব্যাধির ঔষধের প্রমাণ পাওয়া গেল এ বড় সুলক্ষণ। রোগী কহিল সে কি ঔষধ ভিষক্‌সন্তান কহিল তুমি শীঘ্র বাটী গিয়া এই প্রয়োগ কর তীক্ষ্ণধার শাণিত এক ক্ষুর আনিয়া স্বকীয় দুই কর্ণ কাটিয়া সুতপ্ত লৌহেতে দুই পাছাতে দুই দাগ দেও তবে তোমার চক্ষুঃপীড়া আশু শান্ত হইবে ইহা শুনিয়া ঐ লোচনরোগী আর্ত্ততাপ্রযুক্ত কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাই করিল।

অনন্তর রোগী এক পীড়োপশমনার্থ চেষ্টাতে অধিক পীড়াদ্বয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ঐ বৈদ্যের নিকটে পুনর্ব্বার গেল ও তাহাকে কহিল হে বৈদ্যপুত্র নেত্রের জ্বালা যেমন তেমনি পাছার জ্বালায় মরি। বৈদ্যপুত্র কহিল ভাই কি করিবে রোগ হইলে সহিষ্ণুতা করিতে হয় আমি শাস্ত্রানুসারে তোমাকে ঔষধ দিয়াছি আতুর হইলে কি হবে "নহি সুখং দুঃখৈর্ব্বিনা লভ্যতে"। এইরূপে রোগী ও বৈদ্যেতে কথোপকথন হইতেছে ইতিমধ্যে অত্যুত্তম এক চিকিৎসক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ যমসহোদর রামকুমার নামে মূর্খ বৈদ্যতনয়ের পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যপ্রযুক্ত সাহসের বিশেষ অবগত হইয়া কহিল ওরে ব্যলীক সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্ এ রোগীটাকে খুন করিলি এ বচনার্দ্ধ অশ্ব চিকিৎসার মনুষ্যপর নয়। দেশ কাল পাত্র অবস্থা ভেদে চিকিৎসার বিশেষ

আছে তোর প্রকরণ জ্ঞান নাই এ শাস্ত্র তোর পড়া নয় কুব্যুৎ-পত্তিমাত্র বলে অপঠিত শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিস্ যা যা উত্তম গুরুর স্থানে বৈদ্যক শাস্ত্রের অধ্যয়ন কর "সঙ্কেতবিদ্যা গুরুবক্ত্রগম্যা" ইহা কি তুই কখন শুনিস্ নাই। এইরূপে ঐ চিকিৎসকবৎসকে পবিত্র ভর্ৎসন করিয়া ঐ ক্লিন্নাক্ষ রোগীকে যথাশাস্ত্র ঔষধ প্রদান করিয়া নীরোগ করিল" (৪৩)।

শ্রীযুত রামকুমার কবিরাজের ব্যবস্থা, আর শ্রীযুত গঙ্গাধর কবিরাজের ব্যবস্থা, এ উভয়ের অনেক অংশে সৌসাদৃশ্য আছে কি না, সকলে অনুধাবন করিয়া দেখিবেন।

কবিরত্ন মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই,

"নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বিবাহই নাই" (৪৪)।

এ আপত্তির উদ্দেশ্য এই, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বিবাহ না করিয়া, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, কাল যাপন করেন। বিবাহ ও গৃহস্থাশ্রম নিত্য হইলে, নিত্য কর্ম্মের ইচ্ছাকৃত পরিত্যাগ জন্য, তিনি প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন। অতএব, বিবাহ নিত্য নহে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী দারপরিগ্রহ করেন না, এই হেতুতে বিবাহের বা গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হয় না, ইহা তর্কবাচস্পতিপ্রকরণে আলোচিত হইয়াছে (৪৫)। কবিরত্ন মহাশয়ের সন্তোষার্থে প্রমাণান্তর উল্লিখিত হইতেছে।

যস্যৈতানি সুগুপ্তানি জিহ্বোপস্থোদরং করঃ।
সন্ন্যাসসময়ং কৃত্বা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মচর্য্যয়া।
তস্মিন্নেব নয়েৎ কালমাচার্য্যে যাবদায়ুষম্।

---

(৪৩) প্রবোধচন্দ্রিকা, দ্বিতীয় স্তবক, তৃতীয় কুসুম।

(৪৪) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ১৯ পৃষ্ঠা।

(৪৫) এই পুস্তকের ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

তদভাবে চ তৎপুত্রে তচ্ছিষ্যে বাথ তৎকুলে।
ন বিবাহো ন সন্ন্যাসো নৈষ্ঠিকস্য বিধীয়তে ॥
ইমং যো বিধিমাস্থায় ত্যজেদ্দেহমতন্দ্রিতঃ।
নেহ ভূয়োঽপি জায়েত ব্রহ্মচারী দৃঢ়ব্রতঃ (৪৬) ॥

যে ব্যক্তির জিহ্বা, উপস্থ, উদর ও কর সুরক্ষিত অর্থাৎ বিষয়ানুরাগে বিচলিত না হয়, তাদৃশ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, সর্ব্বত্যাগী হইয়া, সেই গুরুর নিকটেই যাবজ্জীবন কালযাপন করিবেক; গুরুর অভাবে গুরুপুত্রের নিকট, তদভাবে তদীয় শিষ্য অথবা তৎকুলোৎপন্ন ব্যক্তির নিকট। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বিবাহ ও সন্ন্যাস বিহিত নহে। যে দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মচারী, অবহিত ও অনলস হইয়া, এই বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক, দেহত্যাগ করে, তাহার পুনর্জন্ম হয় না।

এই শাস্ত্রে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। সামান্যশাস্ত্র অনুসারে, ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর, গুরুর অনুমতি লইয়া, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ ও দারপরিগ্রহ করিতে হয়। বিশেষশাস্ত্র অনুসারে, ইচ্ছা ও ক্ষমতা হইলে, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিতে পারে। যে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করে, তাহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে। যথা,

যস্তূপনয়নাদেতদা মৃত্যোর্ব্রতমাচরেৎ।
স নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ (৪৭) ॥

যে ব্যক্তি, উপনয়ন অবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, এই ব্রতের অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী; সে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর বিবাহের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হয় না, সুতরাং বিবাহে অধিকার জন্মে না। বিবাহ করিলে, ব্রতভঙ্গ হয়, এ জন্যই, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে, বিবাহ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে। এমন স্থলে,

---

(৪৬) হারীতসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়। (৪৭) ব্যাসসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বিবাহ করেন না বলিয়া, বিবাহের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হইতে পারে না। শাস্ত্রকারেরা অবিরক্ত ব্যক্তির পক্ষেই গৃহস্থাশ্রমের ও গৃহস্থাশ্রম প্রবেশমূলক বিবাহের নিত্যত্বব্যবস্থা করিয়াছেন। তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আদ্যো-পান্ত, বিবাহের নিত্যত্ব, নৈমিত্তিকত্ব, ও কাম্যত্ব সংস্থাপনে নিয়োজিত হইয়াছে। কবিরত্ন মহাশয়, আলস্য ত্যাগ করিয়া, ঐ পরিচ্ছেদে দৃষ্টিবিন্যাস করিলে, বিবাহের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় কি না, তাহার সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

কবিরত্ন মহাশয়ের পঞ্চম আপত্তি এই,

"অসবর্ণাবিবাহ যদি দ্বিজাতিদিগের পূর্ব্বে বিধিই নাই এই ব্যাখ্যা করেন তবে বিষ্ণুক্ত বচন সঙ্গত হয় না। বিষ্ণুবচন কিঞ্চিৎ লিখিয়াছেন শেষ গোপন করিয়া রাখিয়াছেন ইহা কি উচিত। শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা করিতে হয়।

বিষ্ণুবচন যথা

সবর্ণাসু বহুভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মং কুর্য্যাৎ।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া শেষ লিখেন নাই। শেষটুক লিখিলেও ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না। উহার শেষ এই।

মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াপি সবর্ণয়া। সবর্ণাভাবে
ত্বনন্তরয়ৈবাপদি চ। নত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া।
দ্বিজস্য ভার্য্যা শূদ্রা তু ধর্ম্মার্থে ন ভবেৎ ক্বচিৎ।
রত্যর্থমেব সা তস্য রাগান্ধস্য প্রকীর্ত্তিতা ইতি॥

এই বিষ্ণুবচনে। মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াপি সবর্ণয়া। এই লিখাতে ব্রাহ্মণের অগ্রে বিবাহ ক্ষত্রিয়া অথবা বৈশ্যা হইতে পারে পরে সবর্ণা বিবাহ হইতে পারে। তাহা হইলে মিশ্রবর্ণ বহুভার্য্যা

হয় কিন্তু ক্ষত্রিয়া জ্যেষ্ঠা তবে কি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ার সহিত ধর্ম্মাচরণ করিবে। এবং ক্ষত্রিয়ের অগ্রস্ত্রী বৈশ্যা পরে ক্ষত্রিয়া তাহার জ্যেষ্ঠা বৈশ্যার সহিত কি ধর্ম্মাচরণ করিবে। তাহাতেই কহিয়াছেন মিশ্রাসু কনিষ্ঠয়াপি সবর্ণয়া—। সবর্ণা কনিষ্ঠা স্ত্রীর সহিতেই ধর্ম্মাচরণ করিবে" (৪৮)। ১

কবিরত্ন মহাশয়ের উল্লিখিত বিষ্ণুবচন যে অভিপ্রায়ে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তৎপ্রদর্শনার্থ প্রথম পুস্তকের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে;—

"কোনও কোনও মুনিবচনে, এক ব্যক্তির বহু স্ত্রী বিদ্যমান থাকা নির্দ্দিষ্ট আছে, তদ্দর্শনে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যখন শাস্ত্রে এক ব্যক্তির যুগপৎ বহু স্ত্রী বিদ্যমান থাকার স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তখন যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য নহে, ইহা কিরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। তাঁহাদের অভিপ্রেত শাস্ত্র সকল এই,—

১। সবর্ণাসু বহুভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মকার্য্যং কারয়েৎ।

সজাতীয়া বহু ভার্য্যা বিদ্যমান থাকিলে, জ্যেষ্ঠার সহিত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেক" (৪৯)। ৮

এইরূপে বহুভার্য্যাপরিগ্রহের প্রমাণভূত কতিপয় বচন প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছিলাম,

"এই সকল বচনে এরূপ কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই যে তদ্দ্বারা, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে, পুরুষের ইচ্ছাধীন বহু বিবাহ প্রতিপন্ন হইতে পারে। প্রথম বচনে (কবিরত্ন মহাশয়ের উল্লি-"

(৪৮) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ২০ পৃষ্ঠা।

(৪৯) বহুবিবাহবিচার, প্রথম পুস্তক, ৩৫৬ পৃষ্ঠা।

থিত বিষ্ণুবচনে) এক ব্যক্তির বহুভার্য্যা বিদ্যমান থাকার উল্লেখ আছে; কিন্তু ঐ বহুভার্য্যাবিবাহ অধিবেদনের নির্দ্দিষ্ট নিমিত্তনিবন্ধন নহে, তাহার কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না”(৫০)।

বিষ্ণু প্রথম বচনে ব্যবস্থা করিয়াছেন, যদি কোনও ব্যক্তির সবর্ণা বহু ভার্য্যা থাকে, সে জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার সহিত, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেক; অনন্তর, দ্বিতীয় বচনে ব্যবস্থা করিয়াছেন, যদি, সবর্ণা, অসবর্ণা, বহু ভার্য্যা থাকে, তাহা হইলে, সবর্ণা অসবর্ণা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও, তাহারই সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবেক। যথা,

মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াপি সবর্ণয়া।

সবর্ণা, অসবর্ণা, বহু ভার্য্যা বিদ্যমান থাকিলে, সবর্ণা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও, তাহারই সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবেক।

এ স্থলে দৃষ্ট হইতেছে, সবর্ণা অপেক্ষা অসবর্ণা বয়োজ্যেষ্ঠা; তদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে, সবর্ণার পূর্ব্বে অসবর্ণার পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে; সুতরাং, প্রথম বিবাহে অসবর্ণা নিষিদ্ধা নহে, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। এই স্থির করিয়া, কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, আমি, বিষ্ণুবচনের শেষ অংশ গোপন পূর্ব্বক, পূর্ব্ব অংশের অযথার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, লোককে প্রতারণা করিয়াছি। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, সবর্ণা, অসবর্ণা, বহু ভার্য্যার সমবায়ে, সবর্ণা স্ত্রী বয়ঃকনিষ্ঠা হওয়া তিন প্রকারে ঘটিতে পারে; প্রথম, অগ্রে অসবর্ণা বিবাহ করিয়া, পরে সবর্ণাবিবাহ; দ্বিতীয়, প্রথমে সবর্ণাবিবাহ, তৎপরে অসবর্ণাবিবাহ, অনন্তর পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণার মৃত্যু হইলে, পুনরায় সবর্ণাবিবাহ; তৃতীয়,

(৫০) বহুবিবাহবিচার, প্রথম পুস্তক, ১৫৭ পৃষ্ঠা।

প্রথমে অতি অল্পবয়স্কা সবর্ণাবিবাহ, তৎপরেই অধিকবয়স্কা অসবর্ণাবিবাহ (৫১)। ইতঃপূর্ব্বে নির্বিবাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রবহির্ভূত ও ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্ম। অতএব, যখন প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ সর্ব্বতোভাবে বিধিবিরুদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া স্থিরীকৃত আছে, এবং যখন বিষ্ণুবচনে বয়ঃকনিষ্ঠা সবর্ণার উল্লেখ অন্য দুই প্রকারে সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে, তখন ঐ উল্লেখ মাত্র অবলম্বন করিয়া, প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ নিষিদ্ধ নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত, তাহার সংশয় নাই।

কবিরত্ন মহাশয় স্বীয় বিচারপুস্তকের শাস্ত্রীয় অংশের সমাপন করিয়া, উপসংহার করিতেছেন,

"এই সকল শাস্ত্রদৃষ্টিতে আমার বুদ্ধিসিদ্ধ বহুবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ অশাস্ত্রিক নহে। তবে যদি বহুবিবাহ রহিতের বাসনা সিদ্ধ করিতে হয় তবে শাস্ত্রাবলম্বন ত্যাগ করুন। শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা না করিয়া, মূর্খদিগকে বুঝাইয়া শাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করার আবশ্যক কি (৫২)"।

"এই সকল শাস্ত্রদৃষ্টিতে আমার বুদ্ধিসিদ্ধ বহুবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ অশাস্ত্রিক নহে"।—কবিরত্ন মহাশয়, ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, বুদ্ধির যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে সবিস্তর

---

(৫১) ঈদৃশ বিবাহের উদাহরণ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। ইদানীন্তন কুলীন কায়স্থদিগের মধ্যে এরূপ বিবাহের প্রণালী প্রচলিত আছে। কখনও কখনও, কুলকর্ম্মানুরোধে, কুলীন কায়স্থ, প্রথমে অতি অল্পবয়স্কা কুলীনকন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া, তৎপরে অধিকবয়স্কা মৌলিককন্যার সহিত বিবাহ দিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালীন ব্রাহ্মণের পক্ষে, প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ যেরূপ নিষিদ্ধ ছিল; ইদানীন্তন কুলীন কায়স্থের পক্ষে, প্রথমে মৌলিককন্যা বিবাহ সেইরূপ নিষিদ্ধ।

(৫২) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ২৬ পৃষ্ঠা।

দর্শিত হইয়াছে। অতএব, বহুবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ অশাস্ত্রিক নহে, ইহা তাঁহার বুদ্ধিসিদ্ধ, তদীয় এই নির্দ্দেশ কত দূর আদরণীয় হওয়া উচিত, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।—"তবে যদি বহুবিবাহ রহিতের বাসনা সিদ্ধ করিতে হয় তবে শাস্ত্রাবলম্বন ত্যাগ করুন"।—যিনি, কোনও কালে, ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন নাই; সুতরাং, ঋষিবাক্যের অর্থবোধে ও তাৎপর্য্যগ্রহে সম্পূর্ণ অসমর্থ; তাদৃশ ব্যক্তির মুখে ঈদৃশ উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিলে, শরীর পুলকিত হয়। অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, জীবনের অবশিষ্ট ভাগ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলনে অতিবাহিত করিলেও, তাঁহার ঈদৃশ উপদেশ দিবার অধিকার জন্মিবেক কি না, সন্দেহস্থল; এমন স্থলে, অর্থগ্রহ ব্যতিরেকে, দুই চারিটি বচন অবলম্বন করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রের পারদর্শী হইয়াছি এই ভাবিয়া, "শাস্ত্রাবলম্বন পরিত্যাগ করুন," অম্লান মুখে এতাদৃশ উপদেশ দিতে উদ্যত হওয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যের ও নিরতিশয় কৌতুকের বিষয় বলিতে হইবেক।—"শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা না করিয়া ব্যাখ্যান্তর করিয়া মূর্খদিগকে বুঝাইয়া শাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করার আবশ্যক কি"।—যদি এরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত থাকিত, শ্রীযুত গঙ্গাধর রায় কবিরত্ন যে স্মৃতিবচনের যে অর্থ যথার্থ বা অযথার্থ বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন; অদ্যাবধি, দ্বিরুক্তি না করিয়া, ঐ বচনের ঐ অর্থ যথার্থ বা অযথার্থ বলিয়া, ভারতবর্ষবাসী লোকদিগকে শিরোধার্য্য করিতে হইবেক; তাহা হইলে, আমি যে সকল ব্যাখ্যা লিখিয়াছি, সে সমস্ত যথার্থ নহে, তদীয় এই সিদ্ধান্ত নির্ব্বিবাদে অঙ্গীকৃত হইতে পারিত। কিন্তু, সৌভাগ্য ক্রমে, সেরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত নাই; সুতরাং, অকুতোভয়ে নির্দ্দেশ করিতেছি, আমি, শাস্ত্রের অযথার্থ

ব্যাখ্যা লিখিয়া, লোককে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই। পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং এক্ষণেও নির্দ্দেশ করিতেছি, কবিরাজ মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। চিকিৎসা বিষয়ে কিরূপ বলিতে পারি না; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র নাড়ীজ্ঞান নাই। এজন্যই, "নিতান্ত নির্বিবেক হইয়া, এরূপ গর্বিবত বাক্যে এরূপ উদ্ধত, এরূপ" অসঙ্গত, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর,—"মূর্খদিগকে বুঝাইয়া",—তদীয় এই লিখন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, বিষয়ী লোক মাত্রেই মূর্খ; সেই মূর্খদিগের চক্ষে ধূলিপ্রক্ষেপ করিবার নিমিত্ত, আমি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত-বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রবহির্ভূত কর্ম্ম বলিয়া, অলীক অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রচারিত করিয়াছি। কবিরত্ন মহাশয়ের মত কতকগুলি লোক আছেন; তাঁহারা বিষয়ী লোকদিগকে মূর্খ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; কারণ, বিষয়ী লোক সংস্কৃত ভাষা জানেন না। তাঁহাদের মতে, সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ না পড়িলে, লোক পণ্ডিত বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না; তাদৃশ লোক, অসাধারণ বুদ্ধিমান ও বিদ্যাবিশারদ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও, তাঁহাদের নিকট মূর্খ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, যে সকল মহাপুরুষ, সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ পাঠ ও অন্যান্য শাস্ত্র স্পর্শ করিয়া, বিদ্যার অভিমানে, জগৎকে তৃণ জ্ঞান করেন, বিষয়ী লোকে, তাদৃশ পণ্ডিতাভিমানী দিগকে মূর্খের চূড়ামণি ও নির্ব্বোধের শিরোমণি বলিয়া, ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এ স্থলে, কোন পক্ষ ন্যায়বাদী, তাহার মীমাংসা করিবার প্রয়োজন নাই।

উপসংহার

শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি প্রতিবাদী মহাশয়েরা, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত, যে সমস্ত শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সমুদয় সবিস্তর আলোচিত হইল। যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা, কোনও ক্রমে, শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত নহে, ইহা যাহাতে দেশস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের হৃদয়ঙ্গম হয়, এই আলোচনাকার্য্য সেই রূপে নির্ব্বাহিত করিবার নিমিত্ত, প্রয়াস পাইয়াছি; কিন্তু, কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। তবে, এক কথা, সাহস পূর্ব্বক, বলিতে পারা যায়, ঈদৃশ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া, যদ্রূপ যত্ন ও যদ্রূপ পরিশ্রম করা উচিত ও আবশ্যক, সাধ্যানুসারে সে বিষয়ে ত্রুটি করি নাই। যে সকল মহাশয়েরা, কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, অথবা আমার প্রতি দয়াপ্রকাশ করিয়া, পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, এই পুস্তক আদ্যোপান্ত অবলোকন করিবেন, আমার যত্ন ও পরিশ্রম, কিয়ৎ অংশেও, সফল হইয়াছে, অথবা সর্ব্বাংশেই বিফল হইয়াছে, তাঁহারা তাহার বিচার ও মীমাংসা করিতে পারিবেন। আমি এই মাত্র বলিতে পারি, পূর্ব্বে, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রবহির্ভূত ও ধর্ম্মবিগর্হিত ব্যবহার বলিয়া, আমার যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, সাতিশয় অভিনিবেশ সহকারে, বিবাহ সংক্রান্ত শাস্ত্রসমূহের সবিশেষ অনুশীলন করাতে, সেই সংস্কার সর্ব্বতোভাবে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ক্রমাগত, কিছু কাল, এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া,

আমার এত দূর পর্য্যন্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবহার, ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, এরূপ নির্দ্দেশ করিতে ভয়, সংশয়, বা সঙ্কোচ উপস্থিত হইতেছে না। ফলতঃ, আমার সামান্য বুদ্ধিতে, যত দূর, শাস্ত্রের অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তদনুসারে, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার বলিয়া সমর্থিত হওয়া সম্ভব নহে।

যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমত ও অনুমোদিত কার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইলে, যে কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে-স্বীয় অনভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় এরূপ নহে, নিরপরাধ শাস্ত্রকারদিগকেও নিতান্ত নৃশংস ও নিতান্ত নির্বিবেক বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড যে যার পর নাই লজ্জাকর, ঘৃণাকর, ও অনর্থকর ব্যবহার, তাহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। আমার বোধে, যে সকল মহাত্মারা, জগতের হিতের নিমিত্ত, শাস্ত্রপ্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা, তাদৃশ ধর্ম্মবহির্ভূত লোকবিগর্হিত বিষয়ে, অনুমতি প্রদান বা অনুমোদনপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ইহা মনে করিলে মহাপাতক জন্মে। বস্তুতঃ, মানবজাতির হিতাহিত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিবার নিমিত্ত, যে শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহরূপ পিশাচব্যবহার সেই শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী কার্য্য, ইহা কোনও মতে সম্ভব হইতে পারে না। ফলতঃ, যাঁহারা একবারে ন্যায় অন্যায় বোধশূন্য, সদসদ্বিচারশক্তিবর্জিত, এবং সম্ভব অসম্ভব ও সঙ্গত অসঙ্গত বিবেচনা বিষয়ে বহির্ম্মুখ নহেন, ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার থাকিলে, এবং তত্ত্বনির্ণয়পক্ষ লক্ষ্য হইলে, তাদৃশ ব্যক্তিরা, যদৃচ্ছাক্রমে

যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য, ঈদৃশ ব্যবস্থা প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, এরূপ বোধ হয় না।

শাস্ত্রে দ্বিবিধ মাত্র অধিবেদন অনুমত ও অনুমোদিত দৃষ্ট হইতেছে; প্রথম ধর্ম্মার্থ অধিবেদন, দ্বিতীয় কামার্থ অধিবেদন। পূর্ব্বপরিণীতা পত্নী বন্ধ্যা, ব্যভিচারিণী, সুরাপায়িনী, চিররোগিণী প্রভৃতি স্থির হইলে, শাস্ত্রকারেরা পুরুষের পক্ষে পুনরায় দারপরিগ্রহের অনুমতি দিয়াছেন। সেই অনুমতির অনুবর্ত্তী হইয়া, পুরুষ যে দারপরিগ্রহ করে, উহার নাম ধর্ম্মার্থ অধিবেদন। পুত্ত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যসাধন গৃহস্থাশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, ঐ দুই প্রধান উদ্দেশ্যের সমাধান হয় না। ঐ দুই প্রধান উদ্দেশ্য সমাহিত না হইলে, গৃহস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। এজন্য, শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ স্থলে অধিবেদনের অনুমতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আর, পূর্ব্বপরিণীতা পত্নীর সহযোগে, রতিকামনা পূর্ণ না হইলে, ধনবান কামুক পুরুষের পক্ষে, শাস্ত্রকারেরা অসবর্ণাপরিণয়ের অনুমোদন করিয়াছেন। সেই অনুমোদনের অনুবর্ত্তী হইয়া, কেবল কামোপশমনবাসনায়, কামুক পুরুষ, অনুলোম ক্রমে, বর্ণান্তরে যে দারপরিগ্রহ করে, উহার নাম কামার্থ অধিবেদন। নিবিষ্ট চিত্তে, শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ঘটনা ব্যতিরেকে, পূর্ব্বপরিণীতা পত্নীকে অপদস্থ বা অপমানিত করা শাস্ত্রকারদিগের অভিমত বা অভিপ্রেত নহে। কামোপশমনের নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক হইলে, তাঁহারা, কামুক পুরুষের পক্ষে, অসবর্ণা পরিণয়ের অনুমোদন করিয়াছেন বটে; কিন্তু, পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা সহধর্ম্মিণীর সন্তোষসম্পাদন ও সম্মতিলাভ ব্যতিরেকে, তাদৃশ অধিবেদনে অধিকার

বিধান করেন নাই; সুতরাং, কামার্থ অধিবেদনের পথ এক প্রকার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, বলিতে হইবেক; কারণ, পূর্ব্বপরিণীতা সহধর্ম্মিণী, সন্তুষ্ট চিত্তে, স্বামীর দারান্তরপরিগ্রহে সম্মতি দিবেন, ইহা কোনও মতে সম্ভব নহে। আর, যদিই কোনও অর্থলোভিনী সহধর্ম্মিণী, অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া, তাদৃশ সম্মতি প্রদান করেন এবং তদনুসারে, তাঁহার স্বামী অসবর্ণা বিবাহ করিলে, উত্তর কালে তন্নিবন্ধন তাঁহার ক্লেশ, অসুখ, বা অসুবিধা ঘটে, সে তাঁহার নিজের দোষ! আর, যদি পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা সহধর্ম্মিণীর সম্মতিনিরপেক্ষ হইয়া, অথবা এক বারেই শাস্ত্রীয় বিধি ও শাস্ত্রীয় নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া, যথেচ্ছচারী ধার্ম্মিক মহাপুরুষেরা স্বেচ্ছাধীন বিবাহ করিতে আরম্ভ করেন, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রানভিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ বিজ্ঞ মহাপুরুষেরা তাদৃশ অবৈধ বিবাহকে বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তজ্জন্য লোকহিতৈষী নিরীহ শাস্ত্রকারেরা, কোনও অংশে, অপরাধী হইতে পারেন না। তাঁহারা পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা সহধর্ম্মিণীকে ধর্ম্মপত্নী শব্দে, আর, কামোপশমনের নিমিত্ত, অনন্তরপরিণীতা অসবর্ণা ভার্য্যাকে কামপত্নী শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্র অনুসারে, ধর্ম্মপত্নী গৃহস্থকর্ত্তব্য যাবতীয় লৌকিক বা পারলৌকিক বিষয়ে সহাধিকারিণী; কামপত্নী কেবল কামোপশমনের উপযোগিনী; সুতরাং, শাস্ত্রকারেরা কামপত্নীকে উপপত্নীবিশেষ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। ফলতঃ, অসবর্ণা কামপত্নী, কোনও অংশে, সবর্ণা ধর্ম্মপত্নীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, তাঁহারা তাহার পথ রাখেন নাই। এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, কামুক পুরুষ, কেবল কামোপশমনের নিমিত্ত, দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারে, এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকদিগের

ঐকমত্য নাই। মহর্ষি আপস্তম্ব, অসন্দিগ্ধ বাক্যে, পুত্রবতী ও ধর্ম্মকার্য্যোপযোগিনী পত্নী সত্ত্বে, একবারে দারান্তর পরিগ্রহের নিষেধ করিয়া রাখিয়াছেন। কেবল কামোপশমনের নিমিত্ত, পুরুষ পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, তদীয় ধর্ম্মসূত্রে তাহার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, যে দ্বিবিধ অধিবেদন উল্লিখিত হইল, এতদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে, শাস্ত্র অনুসারে, পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা সহধর্ম্মিণীর জীবদ্দশায় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার অধিকার নাই। যিনি যত ইচ্ছা বিতণ্ডা করুন, যিনি যত ইচ্ছা পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করুন, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমত বা অনুমোদিত কার্য্য, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইবার নহে। শাস্ত্রের অর্থ না বুঝিয়া, অথবা বিপরীত অর্থ বুঝিয়া, কিংবা, অভিপ্রেতসিদ্ধির নিমিত্ত, স্বেচ্ছানুরূপ অর্থান্তর কল্পনা করিয়া, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড বৈধ বলিয়া ব্যবস্থা প্রচার করিলে, নিরপরাধ শাস্ত্রকারদিগকে নরকে নিক্ষিপ্ত করা হয়।

এই স্থলে, সমাজস্থ সর্ব্বসাধারণ লোককে সম্ভাষণ করিয়া, কিছু আবেদন করিবার নিতান্ত বাসনা ছিল; কিন্তু, শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ অসুস্থতার আতিশয্য বশতঃ, যথোপযুক্ত প্রকারে তৎসম্পাদন অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, সাতিশয় ক্ষুব্ধ হৃদয়ে, সে বাসনায় বিসর্জ্জন দিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক, বিরত হইতে হইল।

কলিকাতা।
১লা চৈত্র। সংবৎ ১৯২৯।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

পরিশিষ্ট

এই পুস্তকের ৫০২ পৃষ্ঠায়, নিম্ননির্দ্দিষ্ট বচন,

সবর্ণা যস্য যা ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী হি সা স্মৃতা।
অসবর্ণা তু যা ভার্য্যা কামপত্নী হি সা স্মৃতা॥

এবং, ৫৪০, ৫৪১ পৃষ্ঠায়, নিম্ননির্দ্দিষ্ট বচন সকল,

অদারস্য গতির্নাস্তি সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
সুরার্চ্চনং মহাযজ্ঞং হীনভার্য্যো বিবর্জ্জয়েৎ॥
একচক্রো রথো যদ্বদেকপক্ষো যথা খগঃ।
অভার্য্যোঽপি নরস্তদ্বদযোগ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ সুখম্।
ভার্য্যাহীনে গৃহং কস্য তস্মাদ্ভার্য্যাং সমাশ্রয়েৎ॥
সর্ব্বস্বেনাপি দেবেশি কর্ত্তব্যো দারসংগ্রহঃ॥

মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্রের একত্রিংশ পটল হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু, কলিকাতার কতিপয় স্থানে ও কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে যে পুস্তক আছে, তাহাতে প্রথম ৩৪ পটল নাই। তদ্দর্শনে বোধ হইতেছে, এ প্রদেশে মৎস্যসূক্ত তন্ত্রের যে সকল পুস্তক আছে, সমুদায়ই আদিখণ্ডিত। যদি কেহ, কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া, মূল-পুস্তকে এই সকল বচনের অনুসন্ধান করেন, এতদ্দেশীয় পুস্তকে একত্রিংশ পটলের অসদ্ভাব বশতঃ, তিনি তাহা দেখিতে পাইবেন না; এবং, হয় ত, মনে করিবেন, এই সকল বচন অমূলক, আমি রচনা করিয়া প্রমাণরূপে প্রদর্শিত করিয়াছি। যাঁহাদের

য়িনে সেরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইবেক, তাঁহারা, স্থানান্তর বা দেশান্তর হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া, সন্দেহভঞ্জনের চেষ্টা করিবেন, তদ্রূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। এজন্য, নির্দ্দেশ করিতেছি, অধুনা লোকান্তরবাসী খড়দহনিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহোদয়ের আদেশে, প্রাণতোষণী নামে যে গ্রন্থ সঙ্কলিত ও প্রচারিত হইয়াছে, অনুসন্ধানকারী মহাশয়েরা, ঐ গ্রন্থের ৪৫ পত্রের ১ পৃষ্ঠায়, এই সকল বচন প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে, দেখিতে পাইবেন। এ অঞ্চলে মূলপুস্তকের অসদ্ভাব স্থলে, উল্লিখিত বচনসমূহের অমূলকত্বশঙ্কাপরিহারের ইহা অপেক্ষা নিশ্চিততর উপায়ান্তর প্রদর্শিত হইতে পারে না। এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, প্রাণতোষণীতে যেরূপ পাঠ ধৃত হইয়াছে, তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে, আমার পুস্তকে প্রথম বচনের পূর্ব্বার্দ্ধে পাঠের কিছু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবেক; কিন্তু, ঐ বৈলক্ষণ্য অতি সামান্য; তজ্জন্য, অর্থের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিতে পারে না। বিশেষতঃ, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমার ধৃত পাঠই অধিকতর সঙ্গত ও সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যথা

প্রাণতোষণীধৃত পাঠ।

সবর্ণা ব্রাহ্মণী যা তু ধর্ম্মপত্নী চ সা স্মৃতা।
অসবর্ণা চ যা ভার্য্যা কামপত্নী তু সা স্মৃতা॥

আমার ধৃত পাঠ।

সবর্ণা যস্য যা ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী হি সা স্মৃতা।
অসবর্ণা তু যা ভার্য্যা কামপত্নী হি সা স্মৃতা॥

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।